

মূল্য-প্রাপ্তি ।

সাবেক ।		বাবু গোবিন্দলাল দত্ত কলিকাতা	
ডা. রেবতীমোহন দত্ত ভবানীপুর	২	" বাধানাথ দেব "	১
বাবু শশিমোহন পালচৌধুরী ঢাকা	৫	" শ্বেচ্ছনাথ মিত্র চেন্নাই	১১/০
কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	২১/০	ডা. কেদারনাথ দত্ত আমবাজার	২১/০
বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কলিকাতা	১১/০	বাবু শৈবচন্দ্র চৌধুরী কিশোরগঞ্জ	৪
" কালীদাস বসু	২১/০	" সত্যচরণ চক্রবর্তী দিল্লী	১১/০
শ্রীমতী গঙ্গাজিনী দাসী ভবানীপুর	"	অগ্রিম ।	
বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী রঙ্গপুর	৫	বায় বাধাগোবিন্দ বায় বাহাদুর দিনাজপুর	২১/০
ডা. জগদীশ সেন বারানসী	২১/০	মহাবাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দি বাহাদুর	"
মহাবাজা রাধাকিশোর মালিক দেব	"	যুবরাজ বীরবিক্রম সিংহ দেব বাহাদুর	১১/০
বঙ্গ বাহাদুর	২১/০	বাবু গোবীন্দ্রনাথ দে কলিকাতা	২১/০
শ্রীমতী সুশীলা দাসী তালচন্দা কলিকাতা	"	" বাণী উন্দুলা সোভাভাজার	"
বাবু অনৈতচরণ মল্লিক দিখান লেন	১০	কুমার শ্বেচ্ছনাথ বায় দেব বাহাদুর	"
" ভূপেন্দ্রনাথ বসু	১	সোভাভাজার ২১/০	
" প্রসন্নকুমার গুপ্ত কটাই	৫	মিঃ নলিনবিহারী সর্বাঙ্গ বিউন টুট	"
যুবরাজ বীরবিক্রম সিংহ দেব বাহাদুর	১১/০	মিঃ শ্যাম, এন্ড. মুখার্জী বিউন টুট	"
বাবু চরিত্রমোহন দত্ত পান্ডু	২১/০	বাবু গৌরহরি সেন	১১/০
" মহেন্দ্রনাথ দাঁ	৫	" কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা	২১/০
সেক্রেটারী বাগবাজার লাইব্রেরী বাগবাজার	১১/০	" দেবেন্দ্রনাথ মিত্র গোয়াবাগান	"

(ক্রমঃ)

গ্রাহকদিগের প্রতি ।

১৩১২ সালের দ্বিতীয় মাস চলিতেছে। গ্রাহকগ্ৰাহকগণ এ সময় বামা-বোধিনীর প্রতি অল্পগ্রহ-দৃষ্টিপাত করুন। গ্রাহকদের মূল্য শেষ হইয়াছে, তাহার অগ্র-পূর্ণক নববর্ষের মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। আর গ্রাহকদের নিকট ১৩১১ সালের বা সাবেক মূল্য প্রাপ্য, তাহার আর কালবিলম্ব না করিয়া দিয়া মূল্য স্বল্প পাঠাইয়া দিউন। অবিক বলিয়া এককালে গ্রাহক সমুদায় দেয় প্রতিশোধ করিতে না পারেন, তাহার দয়া করিয়া ভি পিতে জোষ্ঠের বামাবোধিনী পাঠাইবার অঙ্গুমতি করিবেন। তাহার অঙ্গ করিয়া যেমন দিতে পারেন, তখন লিখিলে সেইরূপ মূল্যেরই অঙ্গ ভি পি পাঠান যাইবে। ইহাতে গ্রাহকদেরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা হইবে।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা।
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্যাব্যাক্ষ।

“ওই বুঝি বাঁশি বাজে !”

পথ দিয়া কোন ভিখারী এই সুন্দর গানটির একটা কলি গাহিয়া যাইতেছিল। আর আমি শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া, জানালার ধারে বসিয়া তাহার সেই মধুর গান শুনিতোছিলাম। গানটির স্বরও যেমন সুন্দর, ভাবও তেমনি মধুর। কিন্তু সে মধুরতার ময় হইবার উপযুক্ত মনের স্বচ্ছন্দ আমার ছিল না। সর্বদাই আমার মাথাটা ঘুরিত, এক এক সময় চোখে যেন অন্ধকার দেখিতাম। কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। মস্তিষ্ক গরম হওয়ায়, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছিল। ভিখারী চলিয়া গেল—আমি একা সেই নিজন গৃহে বসিয়া রোগের কথা চিন্তা করিতেছি। সহসা পথিপার্শ্বস্থ একপানি লাল কাগিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপনের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা আছে—“কেশ-রঞ্জন তৈল শিরোরোগের মহৌষধ।” মনে ভাবিলাম—অনেক রকম ত করিয়াছি—কিছুই ফল পাই নাই। কেশরঞ্জনের পরীক্ষাটা আর বাকী থাকে কেন? তার পরদিনই একটা টাকা দিয়া আমি এক শিশি কেশরঞ্জন আনায়ে মাথিতে লাগিলাম। দুই তিন দিনের মধ্যেই উপকার বোধ হইল। মাথার গরমটা কাটিয়া গেল—এক সপ্তাহের মধ্যে পথিপার্শ্বস্থ হইলাম। আমার ছায় ভুক্তভোগীদের অনুরোধ—তাঁহারা যেন একবার শিরঃপীড়াক্ষেত্রে কেশরঞ্জনের পরীক্ষা করেন।

প্রতি শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য	...	১৮ এক টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডলাদি	...	১/০ পাঁচ আনা।
তিন শিশি	...	২৥০ টাকা।

মাণ্ডলাদি ৥৮০ এগার আনা।

গবর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

১৮১ ও ১৯ নং দোয়ার চিংপুর রোড, টেরিটি বাজার,
কলিকাতা।

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

জগদ্বিখ্যাত ও ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

ক্লগ্ধে, স্নিগ্ধকারিতার, বাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্মরোগ
নিবারণে এবং সন্তিকের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই।
মানসিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে নিত্যা ব্যবহার্য। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে
একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৮০, বোতল ২৮; মকঃবলে প্যাকিং ও ডাক-
মাসুল ইত্যাদি।

প্রতি শিশি ৮০ ডাকমাসুল ১০/০; বোতল ৩০/০।

ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত সেই

সুধাসিন্ধু রস।

ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে জ্বালা, পাণ্ডু, স্নীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া
পুরাতন জ্বর, পাল্লা, দ্বিকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর
আরোগ্য হয়। কুইনাইন বর্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ৮০
আনা। মকঃবলে মার প্যাকিং ও ডাকমাসুল ১৮ টাকা। সর্বত্রই এজেন্ট
আবশ্যক। রীতিমত কমিশন দেওয়া হয়।

বাতরাজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গেটে-বাত, কোমরের বাত, চলতি বাত, ঝিগঝিগে
বাত, চৌরঙ্গি বাত, বাতরোগ যত বড় উৎকট হউক না কেন, এক শিশি ব্যবহারে
নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

মূল্য বড় শিশি ১৮, ছোট শিশি ১০ আনা, ডজন—বড় শিশি ১০০ টাকা, ছোট
৮০ টাকা, মকঃবলে পাঠাইতে হইলে প্রতি বড় শিশি প্যাকিং ও ডাকমাসুল
১০ আনা এবং ছোট শিশি ৮ আনা।

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার, কবিরাজ এবং ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট
হইতে অসংখ্য প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইরাছি।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং,

গুলিটস্ এণ্ড জেনারেল মার্কেটস্,

১২২ নং পুরাতন চৈনাবাজার, কলিকতা।



বাঘাবোধিনী পত্রিকা ।

BAMABODHINI PATRICA.

May, 1905.

“कन्याधैव पालनीया शिक्षणीयातिथलतः”

কন্যাকে পালন করিবেন ও যত্ন করি ৩ শিক্ষা দিবেন ।

৪৩ বর্ষ ।

৫০১ সংখ্যা ।

বৈশাখ, ১৩১২ । মে, ১৯০৫ ।

৮ম কণ্ড ।

২য় ভাগ ।

সংক্ষিপ্ত নৃতন পত্রিকা ।					কা খ গ ঘ ঙ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০
৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

কা খ গ ঘ ঙ					চা ছ জ ঝ ঞ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০
৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

নববর্ষ ।

১

এস নববর্ষ ! নব বেশ ধরি,
দেব-দূত বলে তোমাতে আদরি ।
দেখিতে দেখিতে হবে পুরাতন,
করিবে নীরবে শেষে পলায়ন ।
বল বল বল কোন্ সমাচার
ধরাতলে এলে করিতে প্রচার ?

২

তোমার অগ্রজ পুবাণ ববষ
এসেছিল লয়ে উদ্যম হরষ ;
মুখে আলো-কণা—পশ্চাতে আঁধার,
কে জানিত তার এ কপটাচার ?
“মৃত্যু” “মৃত্যু” “মৃত্যু” করি বণ্টাপ্রদান,
মারি কোটি কোটি, মরিল আপনি !

৩

জীবনের নেতা কত গুরুজন,
আজন্ম সাথী স্নহদ স্নজন,
প্রাণাধিক-প্রিয় স্নেহের পুতুলি,
হরিল সবারে চখে দিয়ে ধূলি ।
এক গ্রাম-দেশ-ধরণী-নিবাসী,
কত সহচরে লইয়াছে গ্রাসি !

৪

এ মৃত্যুর মাঝে বরষ নবীন !
হৃদ্যিনে তুমি কি দেখাবে স্মৃদিন ?
মোচন করিয়া অমৃতের দ্বার,
মৃত্যু শোক ভয় করিবে সংহার ?
অমৃতের সাথে করায়ে মিলন
অমৃত অক্ষয় করিবে জীবন ?

৫

রোগ শোক জরা ধবার প্রকৃতি,
ক্ষয় বিবর্তনে সবার বিকৃতি !
জন্ম যে লয়েছে মরিবে নিশ্চয়,
ইন্দ্রিয়-গোচর, পাবে সব লয় !
স্থলের অতীত স্বপ্ন সারাৎসার,
পার যদি বল তব্ব কিছু তাঁর ।

৬

নববর্ষ ! তুমি বেদিয়ার প্রায়
ভেল্কি দেখাও ভূলাতে আমায় ।
মরাগাছে শোভে পত্র সুশোভন,
সুগন্ধে পুরিত মলয় পবন,
নাচে গায় পাখী বসি শাখীপরে,
ধরাতল যেন স্বর্গ-শোভা ধরে ।

৭

এ কুহক তব রবে কত দিন ?
উজ্জল আকাশ হইবে মলিন,
ঝটিকা করকা হিমালী অশনি
অপেক্ষিছে পুনঃ নাশিতে ধরণী ।
ধরিবে যতই বেশ পুরাতন,
কুহক তোমার হবে অদর্শন ।

৮

অনেক ব্রষ গত হ'ল হায় !
এ কুহকে প্রাণ ভুলিতে না চায় ।
বাহিরে চাক্চিক্য অন্তর অসার,
অনিত্য অসত্য সব ফক্কিয়ার ।
ইহা লয়ে হবে তোমার মরণ,
আমারে মারিতে কেন আকিঞ্চন ?

৯

জান যদি বল কোথা সেই লোক,
নিত্য শোভা যথা ভাসে নিত্যালোক ?
নাহি অন্ধকাব, নাহি পুবাতন,
চিরস্থায়ী যথা জীবন যৌবন,
মৃত্যুর যথা নাহি অধিকার,
নাহি শোক তাপ ভাবনা বিকার ?

১০

জান যদি বল কোথা সেই জন,
এব সত্য বিভূ নিত্য নিরঞ্জন,
দিন রাত্তি মাগ ঋতু সংবৎসর
যাহার আদেশে গুরে নিবস্তুর ;
দেশ-কালাতীত দেশে আর কালে
দেখান মহিমা থাকি অন্তরালে ।

১১

আয়ুব কারণ জানি দেবগণ
জীবন্ত জাগ্রত চেতন-চেতন,
ভজেন অমৃতে দিয়া মনঃ প্রাণ,
তাই দিব্য লোকে তাঁহাদের স্থান ।
তাই জরা মৃত্যু করি পরাজয়,
অজব অমর তাঁহারা অভয় ।

১২

ধনু শত ধনু বলিব তোমায়,
যদি নববর্ষ তোমার রূপায়
হয় এ হৃদয় পূর্ণমনোবল,
মৃত্যু ছাড়ি পাই অমৃতেব পথ ।
অমৃতেব সনে চির-সম্মিলনে
হব মৃত্যুঞ্জয় জীবনে মরণে ।

নববর্ষের ব্রত নিয়ম ।

আমাদের ১লা বৈশাখ, ইংরাজের ১লা জানুয়ারি ও মুসলমানের নোরোজ দিবসে নববর্ষের আরম্ভ ও উৎসব হইয়া থাকে । কিন্তু আব সকল জাতিব অপেক্ষা ধর্মপ্রাণ হিন্দুব নববর্ষেব উৎসব ধর্মময় ও সাধন প্রকৃষ্ট সাধন । উহাদের সকল কার্যের মূলে পরোপকার ও দান-প্রদান অমুষ্ঠান এবং তাহা এমন সুন্দর প্রণালীতে নিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকলে স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী ব্যবসন করিতে পারেন । বিশ্বরাজ-গঠিত সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ ধরা এত সুন্দর যে, মানব ইহা পরিত্যাগ করিয়া গেলেও

আবার এখানে আসিবার কামনা কবে । এমন মধুর বন্ধনে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী স্বামী স্ত্রী ও পুত্র কন্যা মায়া মমতায় মুগ্ধ যে, অজীবন ভোগ করিয়াও অতৃপ্ত ; পুনরাব পবলোকবাসীদিগের জীতি-কামনায় কত সদমুষ্ঠান করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । ভগবান্ নিজে সুন্দর বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি এত শোভাময়ী ! মানবজীবনে শত শত মেহ-প্রশ্রবণ উচ্ছ্বসিত ; ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধানুযায়ী কত কামনা বাসনা জাগরিত হয় ও ইহপরকালের মঙ্গল উদ্দেশে কত অমুষ্ঠান হয় ! চৈত্র-সংক্রান্তি প্রারম্ভিক অমুষ্ঠানের দিন । সে দিন বিধিমত পিতৃ-

পুরুষদের শ্রান্ততর্পণপূর্বক জলদানের ব্যবস্থা হয়। গ্রীষ্মের প্রথম হইতে আবস্ত করিয়া ক্রমায় জলদানে কত মহোপকার সাধিত হয়, ইহা কে না জানেন? এই জন্ত প্রত্যেক গৃহে জলদান হয় না বটে, কিন্তু পরলোকবাসিগণের উদ্দেশে হিন্দু-গৃহে যে কলসী উসর্গ করা হয়, তাহা কি একটি স্মরণ প্রণালী নহে? কেহ কেহ সমস্ত বৈশাখ মাস ত্রাঙ্গগৃহে নানা উপচারে জলপূর্ণ ঘট পাখা প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন। এইরূপ আনও অনেক প্রকার দান ধর্ম চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যদিও অধুনা সে সকল কুসংস্কারস্বরূপ গণ্য হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এইরূপ অনুষ্ঠানে আদান প্রদান ও প্রীতিভোজে পরস্পরের সখ্যতা বর্দ্ধিত হয় বলিয়া বোধ হয়। আমাদের এই পরিবর্তন-বচল যুগে শিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যে এ সকল অনুষ্ঠান আরও উৎকৃষ্টরূপে সংশোধিত হইয়া প্রবর্তিত হওয়া উচিত, নতুনা প্রাচীন নীতিগুলি কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বঙ্গরমণীগণের মধ্যে যে সকল

আচরণ ধর্মপালনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য বিচার করিয়া প্রতিপালন করিলে আমাদের শিক্ষণীয় বস্তু অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বিধবা-গণের জন্ত সংযম ও শুদ্ধতা অভ্যাসের নিমিত্ত উপবাসাদি অনুষ্ঠিত হয়। সধবা-গণেব মধ্যেও বিনয়, নম্রতা শিক্ষা এবং আদব যত্র ও সম্মানপূর্বক বন্ধু অতিথি অভাগতবর্গকে সেবার নিমিত্ত নানা আকারে ব্রতাদি সংসাধিত হয় অগত উহাব মধ্যে এমন একটি স্বার্থ সংলগ্নীকৃত হইয়াছে যে, ব্রতধারিণী সোৎসাহে সানন্দে আপনা আপনি উদ্যোগী হইয়া কার্য করিয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয় প্রাচীন রীতিনীতিগুলির সংস্কাৰ না হইয়া বিলোপ হইতে চলিয়াছে। আমরা নববর্ষের উৎসবেব মধ্যে দানযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া প্রথম দেবতার কল্যাণনিধি পূর্ণ করিতে যেন সম্পূর্ণ উদ্যোগী হই। ভাবতে আর্ঘ্য-মহিলা-কীর্তি পুনরায় জাগরিত হয়, ইহাই নববর্ষের দিনে আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীনি—দেবী।

নববর্ষের পঞ্চবিংশ চিন্তা ।

যশাদর্শক সংবৎসরেহহোভিঃ পরিবর্ততে ।

তং দেবা জ্যোতিষাঃ জ্যোতিরায়ুর্জ্যোতিপাসতে ২মৃতং ৥১

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সংবৎসর পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি অমৃত এবং

সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতার।
নিয়ত উপাসনা করেন ॥ ১

তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি যুগপক্ষিণঃ ।

স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ৥ ২

যক্ষ সকল জীবন ধারণ করিতেছে,

পশুপক্ষীবাও জীবনধারণ করিতেছে, যিনি ব্রহ্মমননে জীবিত, তিনিই যথার্থ জীবিত ॥২

প্রাণ্য চাপ্যন্তমঃ কশ্ম লক্। চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্ ।

নু বেষ্টাঃ স্মারতঃ যন্ত সত্তবেদাস্ত্রযাতকঃ ॥ ৩

উত্তম মানবজন্ম লাভ করিয়া ও ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়া যে আপনার হিত না জানে, সে আত্মধাতী হয় ॥ ৩

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ ।

একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োহদিগচ্ছতি ॥ ৪

একাকী নির্জনে প্রতিদিন আপনার হিত চিন্তা করিবে। একাকী আত্মচিত্ত চিন্তা করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয় ॥ ৪

কুমা পাপং হি সন্তপ্য স্তম্ভ্যং পাপাং প্রনুচ্যতে ।

নৈব কুর্গাঃ পুনরিত্তি নিবৃন্তে পুণ্যতে তু মঃ ॥ ৫

পাপ করিয়া সন্তপ্ত হইলে সেই পাপ হইতে নিমুক্ত হয়। “একরূপ কৰ্ম্ম আর করিব না” এই বলিয়া যে ব্যক্তি পাপ কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি পবিত্র হয় ॥ ৫

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাঃ প্রাণ্য নিমুচ্যতি ।

স্থিতিসাম্যকালেণপি ব্রহ্মনির্লিপমুচ্ছতি ॥ ৬

হে পার্থ, ব্রহ্মে আত্মার যোগস্থাপনকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলে, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর মোহে মুহমান হইতে হয় না। অস্তকালেও এই স্থিতি লাভ করিলে মুক্তিলাভ হয় ॥ ৬

সত্য সত্যই তোমাকে বলিতেছি, মানব পুনর্জাত না হইলে ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না। ৭

“পিতা মাতার ঔরসজাত সন্তান পশু, ঈশ্বরজাত সন্তানই দেবতা। ৮

যে প্রেমিক সে ঈশ্বরজাত ৥২

সত্যপরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরজাত ৥১০

পবিত্রহৃদয় ব্যক্তি ঈশ্বরজাত ৥১১

সংকল্পনিরত লোক ঈশ্বরজাত ৥১২

যে ব্যক্তি ঈশ্বরজাত, তাহার মতি অসত্য, অজ্ঞায় ও অধ্যক্ষের দিকে যায় না। ১৩

যে ঈশ্বরজাত, সে ধর্ম্মদ্বারা সংসারকে পরাজয় করে। ১৪

যে ঈশ্বরজাত, সে ব্রহ্মতেজে রিপুকুলকে ভস্মসাৎ করে। ১৫

যে ঈশ্বরজাত, সে ঈশ্ববে বাস করে, ক্রীড়া কবে এবং জীবনের সমুদায় আনন্দ ভোগ করে। ১৬

সংসারের স্রোতে গা ঢালিয়া চলিও না, কিন্তু আত্মাকে সংসারের প্রতিকূল-গামী হইতে শিক্ষিত কব। ১৭

সংসার তোমাকে যেন তাহার অলুগত না করে, কিন্তু তোমার আত্মার দেব-ভাব দ্বারা সংসারকে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত কর। ১৮

দ্বিজাত ব্যক্তি নিত্য নূতন ভাবে থাকিবার পথ পান। ১৯

ব্রহ্মায়ির সহিত ষাঁহার প্রাণ সংযুক্ত, তিনি সর্বদা ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্। ২০

ঈশ্বরবিশ্বাসী চির-আশাবিত, চির-উৎসাহবান ও চির-উন্নতিশীল। ২১

ঈশ্বর জীবদিগকে অতি সুন্দর, অতি মহৎ ও উন্নতিশীল করিয়া সৃজন করিয়া-ছেন—সে এই জন্য যে তাহার পৃথিবীকে উন্নতিশীল করিবে, পুরাতন

হইতে দিবে না, মৃত হইতে দিবে না,
দূষিত ও পুতিগন্ধময় হইতে দিবে না,
কিন্তু চির-জীবন্ত করিবে, চির-লাভজনক
করিবে এবং ইচ্ছামূরূপ সুন্দর রাজ্যে
পরিণত করিবে। এই জন্য যে মৃত
ব্যক্তির পুনরুত্থান করিবে এবং
জীবিতেরা সেই অমরত্ব লাভ করিবে
যাহা যারা ইচ্ছামুসারে পৃথিবীকে উন্নত
করিতে পারে।

“বদ্বৃন্তরং বদ্বরাপং বদ্বর্গং বচু দ্বক্ষরং।

তৎসং তপসা সাধ্যং তপোহি দ্বরতিক্রমং॥”

যাহা দ্বন্তর, যাহা দ্বরাপা, যাহা দ্বর্গম

এবং যাহা দ্বক্ষর, সে সমস্তই তপস্তা-সিদ্ধ।
তপস্তাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে
না। ২২

জীবন ক্রমোন্নতির অবস্থা, যেখানে
উন্নতি নাই, সেখানে জীবন নাই—মৃত্যু
উপস্থিত হইয়াছে জানিতে হইবে। ২৩

“আত্মপ্রভাবং দেবপ্রসাদাৎ” আত্ম-
প্রভাব ও দেবপ্রসাদে সকল সুসিদ্ধি লাভ
হয়। সাধুসঙ্কল্পের সহায় ঈশ্বর। ২৪

ঈশ্বর চিরকরণাময়, অবিখ্যাসী ভিন্ন
আর কেহই তাঁহার করুণায় নিরাশ
হয় না। ২৫

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রাদেশিক সমিতি—গত ৯ই ও ১০ই
বৈশাখ ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক
সমিতির অধিবেশন অতি সমারোহে
সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশের নানাস্থানের
২০০০ প্রতিনিধি উৎসাহের সহিত ইহাতে
মিলিত হন। কৃষিজীবী অনেক ছিলেন।

কৃত্রিম দ্রুত ভারতে গণাংশ ক্রমে
নির্বাংশ হইয়া খাঁটি দ্রুতের যেমন অভাব
দাঁড়াইতেছে, তেমন বিলাত হইতে
কৃত্রিম ঘন দ্রুত আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ
করিতেছে। গত বৎসর ১০ লক্ষ পাউণ্ড
দ্রুত আসিয়াছিল; এ বৎসর ১২ লক্ষ
পাউণ্ড দ্রুত আসিয়াছে।

রুঘ জাপ যুদ্ধ—মুকডেনের মহা-
যুদ্ধের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ চলিতেছে,

তাহাতে রুঘেরাই ক্রমশঃ হটিতেছে।
বন্টিক বহর নিঃশঙ্কে পূর্ব উপদ্বীপের
নিকট পহুঁছিয়াছে। জাপ যুদ্ধজাহাজ সন্ধান
লইতেছে। চীনের দক্ষিণে জলযুদ্ধ হইবার
সম্ভাবনা।

দুর্ভিক্ষে সাহায্য—বাবু জয়গোবিন্দ
লাহা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের
সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্টের হস্তে ১ লক্ষ টাকা
দান করিয়াছেন। তাঁহার নামে এক
ফণ্ড স্থাপিত হইয়া ইহা দ্বারা এদেশের
দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্য করা
হইবে। ইনি রাজপোধি পাইবার যোগ্য।

হানিমান স্মৃতিসভা—গত ৩০এ
মার্চ কলিকাতা বিজ্ঞানসভার গৃহে
হোমিওপেথির প্রবর্তক হানিমানের

অরণ্যসভা হয়। ডাক্তার হরনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ডাক্তার পি, সি, রায়—ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসুর ছায় ডাক্তার পি, সি, রায় বিলাত ও ইউরোপের নানা স্থানে পণ্ডিতসমাজের মধ্যে তাঁহার গবেষণা-শক্তির পরিচয় দিয়া সুখ্যাতি লাভপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এইরূপ সুসন্ধান সকল দ্বারা ভারতমাতা গৌরবান্বিত হউন।

উত্তর পশ্চিমে ভূমিকম্প—পৃথিবীর সর্ব স্থানের গবর্ণমেন্ট ও প্রধান প্রধান লোক ইহার জন্ত সহায়ত তাবধোগে রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। নাহাণ্ড-ফণ্ডে লর্ড রণচাইল্ড ৩০ হাজার টাকা এবং লর্ড কর্জন

স্বয়ং ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, আরও টাকা উঠিতেছে। লেডি কর্জন ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈনিক-দিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজসংবাদ—ইংলণ্ডের যুবরাজ সতীক আগামী নবেম্বর ভারতদর্শনার্থ আসিবেন। সম্ভ্রতি তিনি পীড়িত হওয়াতে তাঁহার অস্ত-চিকিৎসা চলিতেছে। বিধাতা তাঁহাকে শীঘ্র নীরোগ করুন।

কাবুল মিশন—ইহা নিরাপদে সিমলায় প্রত্যাগত হইয়াছে।

শুক-বিদ্যালয়—আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে এক রমণী এক বিদ্যালয় খুলিয়াছেন, তাহাতে তোতা পাখীদিগকে ফনোগ্রাফদ্বারা কথা কহা শিখান হইতেছে।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

মহাভারতে রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের এক উপাখ্যান আছে। রাজা পরীক্ষিত বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া বড়ই তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এক মুনি সেই স্থানে তপস্তা করিতেছিলেন; রাজা তাঁহার নিকট জল চান। মুনি বাহু-জ্ঞানশূন্য, তাঁহার কথা শুনিতে পাননাই। রাজা মনে করিলেন, মুনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটে একটা সর্পের খোলস পড়িয়াছিল, মুনির অপরাধের প্রতিবিধানার্থ তাহাই

তাঁহার গলদেশে জড়াইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই মুনির পুত্র শূঙ্গী বড়ই কোপন-স্বভাব। তিনি পিতার অপমানে মর্ষাহত ও কুপিত হইয়া অভি-শম্পাত করিলেন “যে ব্যক্তি পিতার গলায় সাপের খোলস জড়াইয়াছে, তৎক্ষণে সর্পের দংশনে সপ্তাহ পরে তাহার মৃত্যু হইবে।” রাজা পরীক্ষিত এই দারুণ সংবাদ পাইয়া স্ত্রিয়মাণ হইলেন, কিন্তু ইহা বিধিলিপি এবং তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড, বিবেচনা করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। “আমি নিশ্চয়ই সপ্তাহান্তে মরিব, এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভের উপায় কি?” এই সম্বন্ধে মন্ত্রী, গুরু এবং সভাস্থ পণ্ডিতদিগের পরামর্শ লইয়া স্থির কবিলেন জীবমুক্ত শুকদেবের নিকট ভগবৎ-মাহাত্ম্য অনন্য-মনা ও অনন্তকর্ম্ম হইয়া শ্রবণ করিবেন। তিনি পুত্র জন্মেজয়কে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-তত্ত্ব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ইহাতেই ভক্তিরসপূর্ণ ভাগবত পুরাণ রচিত হয় এবং পরীক্ষিৎ ভাগবত শ্রবণফলে ভগবৎশ্রেমে পূর্ণ হইয়া আনন্দচিত্তে মন্তক পাতিয়া তক্ষকের দংশন গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্যালোকে চলিয়া যান।

পরীক্ষিতের ঠায় আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি কি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত নই? “জাতশ্চ হি ক্রবো মৃত্যুঃ”—যে জন্মিয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে, এইত বিধাতার বিধি; সূত্রাং ইহাই প্রত্যেক মানবের পক্ষে ব্রহ্মশাপ। পরীক্ষিৎকে যেমন তক্ষক দংশন করিয়াছিল, কালরূপ সর্প সেইরূপ আমাদের প্রত্যেককে দংশন করিবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। তবে পরীক্ষিতের যেমন স্থির ছিল, সপ্তাহ পরে সর্প আসিয়া দংশন করিবে, সাত দিন প্রস্তুত হইবার সময় তাঁহার হাতে ছিল, আমাদের মৃত্যুর জন্ত গেরূপ কিছু নিশ্চয়তা নাই। “কোহি জানাতি কশ্চাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি”—কে বলিতে পারে আমাদের মধ্যে অদ্যই

কাহার মৃত্যু হইবে? আমাদের পক্ষে মৃত্যু যখন একরূপ অনিশ্চিত, তখন পরীক্ষিতের ঠায় আমরাও কেন বলি না “আমাকে ত মরিতে হইবে, এখন মুক্তিলাভের উপায় কি করি।” আমাদের এ মনুষ্য-জন্ম কি পশু পক্ষীর ঠায় আহার বিহারে কাটাইবার জন্ত? আমাদের কি মুক্তির প্রয়োজন নাই? ভগবৎশ্রেম লাভে জীবন পবিত্র করিতে পারিলে কালসর্প মৃত্যুকে সূত্রে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অমরলোক পুণ্যধামে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাহা না হইলে আমরা ভয়শোক ও হঃখের অধীন এবং কুপাপাত্ত অতি দীন।

এই পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর মানব দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক মৃত্যুর বিষয় আদৌ চিন্তা করে না। তাহারা মনে করে এই পৃথিবী চিব-বাসস্থান এবং এখানকাব ধন মান সুখ সম্পদ—ইহাই জীবনের সর্বস্ব। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক মনে করে মৃত্যু আসিবে বটে, কিন্তু তাহা অনেক দূরে। আর সকলে আগে মরিবে, আমি শেষে মরিব। এই দুই শ্রেণীর লোক আত্ম-প্রতারিত হইয়া বিষয়ভোগে রত হয় এবং যখন মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়, মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইবার আদৌ অবসর পায় না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প; তাঁহারা ভাবেন মৃত্যু আসন্ন, মৃত্যু এ সংসারের সকল নিমেষে হরণ করিয়া লইবে; পরলোকের সম্বল কি করিলাম? ইহারা বিবেক ও বৈরাগ্য

অবলম্বনপূর্বক অনিত্য স্মৃতির অসম্মিতিকে বর্জন করেন এবং অচোবাত্র নিত্য ধন-পুণ্য উপার্জনের অথ যত্নবান্ হইয়া থাকেন ।

ঠিক্ ভাবিয়া দেখিলে মৃত্যু কেবল আসন্ন নহে, কিন্তু ইহা নিয়ত আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে । এই সংসার মৃত্যুবই রাজ্য এবং এখানে ভোগ্য ভোগ্য সকল বস্তুকেই কাগসর্প নিয়ত দংশন কবিতোছে । এখানকার ভূমি, ধন জন বাজ্য সম্পদ এমন কি আছে, বাহা মৃত্যু কামড়াইয়া কামড়াইয়া উচ্ছিন্ন ও বিযাক্ত করিয়া দিতেছে না? এই বিযাক্ত বস্তু সকল বাহ্যিক সেবন করবে, তাহারা যে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবে তাহার সন্দেহ কি? সর্পদষ্ট একটা পক্ষ ফল পাইলে মৃত্যু সাবধান হইয়া

তাব লোভ পরিত্যাগ কবে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, বিষয়-ফল কাগসর্প দংশনে সর্বদা নিষাক্ত, তথাপি তাহার ভোগ-লাগসা আনন্দা পরিত্যাগ করিতে পারি না ।

রাজা পবীকিতের দৃষ্টান্ত সর্পিদা আমাদেব স্বরণ রাখা কৰ্ত্তব্য । মৃত্যু নিকটস্থ জানিয়া সংসারের ভোগাসক্তি যেন আমবা খণ্ড করিতে পারি এবং অনন্তমনে ভগবৎপ্রেমসুধাভাস পান করিয়া যেন মুক্তির অধিকারী হইতে পারি । বিষয়েব বস যেক্ষণ মৃত্যুর কারণ, ভগবৎপ্রেমসুধাভাস সেইকণ মৃত্যুকে বিনাশ করিয়া অমৃত জীবন প্রদান কবে । ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্তগণ অমর ও অভয় পুরুষের আশ্রয়ে চির দিন অমর ও অভয় ।

অমলা ।

(পুষ্পপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

“সাগরসঙ্গম-আশে চলে স্রোতবিনী ।”

মহিমচন্দ্র জাগ ; তোমাৰ ছুইটী গৃহ-লক্ষী আজি বনদেবী হইতে চলিল । আহা ! অকপট প্রণয় এইরূপই বটে । ষাঁহারা কখন অন্তরের বাহির হন নাই, ষাঁহারা কখনও বনপথে বিচরণ করেন নাই, ষাঁহাদের অঙ্গ কখনও বস্ত্র ও অলঙ্কার ভিন্ন অথ দ্রব্যের ভার বহন করে নাই, আজি তাঁহারাই গভীর

নিশীথকালে গৃহের বাহির হইয়া,—ব্যাপ্ত ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, তাঁহাদের জীবনের শেষ ব্রত উদ্ভাবনের আয়োজন সানত্রী মস্তকে লইয়া রণরঙ্গিনী-বেশে নিবিড় অরণ্য-পথ দিয়া চলিতেছেন ।

অনতিদূরেই ভৈরবী নদীর তীর ; ক্লে নৌকার অভাব নাই ; একটা বজরা ভাড়া করিয়া অমিয় ও অমলা কমলে কামিনীর স্নায় জোয়ারের জলে দোহুলা-মান নৌকার উপবিষ্ট হইয়া চলিতে

লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহারা যে কোনও উপযুক্ত স্থানে নৌকা হইতে অবতরণ করিবেন, নিকটে এমন স্থান পাইলেন না। অবশেষে রাত্রি প্রায় সাড়ে চারিটার সময় জঙ্গলবাধালের বনু মহাশয়দিগের পারবাটে আসিয়া নৌকা লাগিল।

জঙ্গলবাধাল অতি পুরাতন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়; দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় চারিবার্গ মাইল হইবে। গ্রামটীতে বহু ভদ্রলোকের বাস। ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণগণই পূর্বে গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাহার পর উহা বনু মহাশয়দিগের হস্তগত হয়। পরিশেষে বনু মহাশয়দিগের পরস্পরের অনৈক্যহেতু আজি দুই তিন বৎসর হইল দশ কুড়ি টাকার জন্য জমিদারী নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। এক্ষণে উহা নড়ালের উদারচেতা জমিদার বাবু হিরণ চন্দ্র রায় মহাশয়ের জমিদারী। গ্রামটীতে যে ৩০৪০ ঘর বনু কায়স্থ আছেন, তাঁহারা যথার্থ ভদ্রলোক এবং সকলেই কুলীন। যদিও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দ্বিবিবাহ বা বহুবিবাহ স্বণাজনক বা অশাস্তিকর বলিয়া বোধ করেন না, তথাপি বিদেশীয় পথিকগণকে জী-পুরুষ সকলেই অসময়ে আশ্রয় প্রদান করিয়া আত্মীয় কুটুম্বের মত বন্ধু ভ্রাতৃর্ন্য করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্ত মনে করেন।

বজরা বনু মহাশয়দিগের ঘাটে পৌছিলে অমিয় ও অমলা অগ্রহায়ণ মাসের নিম্নক্ৰম আশ্বিনা নিশায় বনপথ দিয়া কিয়দূর

অগ্রসর হইয়া কুলকামিনীগণের “আসি বলে গেলেন কৃষ্ণ” ইত্যাদি স্তম্ভুর সঙ্গীত ও মধ্যে মধ্যে হলুধ্বনি শ্রবণ করিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ অমলা আর অগ্রসর না হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমিয় ক’হলেন “বৌদিদি, চলতে চলতে আবার দাঁড়ালে কেন?”

অমলা। জীলোকের সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছিস না? আবার মাঝে মাঝে হলুধ্বনি হচ্ছে!

অমিয়। পাচ্ছি বৌদিদি; বোধ হয় কাঁরো বিবাহ হচ্ছে; তাতে আমাদের কি?

অমলা। এত নিকটে লোকজন থাকলে আশুন আলগে যদি দেখতে পায়, তা হলে সব দিকেই বিপদ।

অমিয়। তবে কি করবে?

অমলা। চল, ওদের নিকটে গিয়ে কিছু সন্ধান লয়ে আসি। তাড়াতাড়ি চলে এস, রাত্রি বেশি নাই; এরি মধ্যে সব কার্য শেষ করতে হবে।

উভয়ে সেই তিমিররাশি ভেদপূর্বক কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। অজ্ঞাত পথে কণ্টক-বৃক্ষে তাঁহাদের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। যাঁহারা স্বীয় অঙ্গকে হতাশনে আহতি প্রদান করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা কণ্টককে ভয় করিবেন কেন? অনতিবিলম্বেই অমিয় ও অমলা কণ্ঠধ্বনি অনুসরণ করিয়া পুরজীগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কুলকামিনীগণ

শশব্যস্তে বসিবার আসন প্রদান করিলেন।
কণপরে জনৈকা বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন
“মা, তোমরা কে, কোথা যাবে? এত
রাত্রে এ অন্ধকার পথ দিয়া কেমন করে
এলে!”

অমলা। না মা, আমরা দুজন নই;
আমাদের সঙ্গে আরো লোক আছে;
শরীরের আরামের জন্য আশুন জালাব,
তা আপনাদের কথা শুনতে পেয়ে চাটি
কাঠের জন্ত এসেছি।

বৃদ্ধা। বেশ ক’রেছ মা, বেশ ক’রেছ;
এত রাত্রে কোথায় যাবে? যেতে হয়
কাল সকালে যেও। এখনও বোধ হয়
খাওয়া দাওয়া হয়নি? তোমরা কি জাত?

অমলা। আমরা ব্রাহ্মণ-কন্যা; এত
রাত্রে আর খাওয়া দাওয়া করব না।

বৃদ্ধা। তা একটু জল টল না খেলে
হয় কি? এখানেও অনেক ভাগ বামুনের
মেয়ে রয়েছে, আপনাদের যা কিছু
আবশ্যক, সব যোগাড় করে দেবে।
আপনাদিগকে কিছুই কষ্ট করতে হবে
না।

অমলা। না মা, আমরা খাওয়া দাওয়া
করেছি; এখন আর কিছুই খাব না।
আমরা একাহারী।

বৃদ্ধা। ওটা আপনার কে?

অমলা। আমার নন্দ।

বৃদ্ধা। আহা! এত অল্প বয়সে ভগবান
ওঁর কপাল ভেঙ্গেছেন। আপনারা যদি
কিছু না খান, তবে বিছানা করে দিই,
একটু ঘুমান; এখনও রাত রয়েছে।

অমলা। না মা, আমাদেরিগকে
এখনি যেতে হবে; নৌকাতেও সব
জিনিষপত্র পড়ে আছে। চাটি জালানি
কাঠ পেলেই আমাদের বিশেষ উপকার
হবে।

বৃদ্ধার মুখ হইতে কাঠ আনিবার
আদেশ নির্গত হইতে না হইতে ১০।১৫
জন স্ত্রীলোক নিজ নিজ গৃহ হইতে কাঠ
আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

অমলা আপনার উদ্দেশ্য ভুলেন নাই।
তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “হাঁ
মা, তোমাদের এখানটাতে জঙ্গল কিছু
কম দেখছি—না?”

বৃদ্ধা। কম নয় মা, কম নয়;
আপনাবা বজরার ভিতর হইতে দেখতে
পাননি তাই; জঙ্গলে কি আর পা
বাড়াবাড়ি যো আছে মা? আজকাল কি
আর গায়ে মানুষ আছে; এত বড়
গাখানা, গুঁড়লে তিন চার শত মানুষ
বেরোয় কি না মন্দহ। পূর্বে এই গাঁহ’তে
পাঁচ ছাত্রেরা উপর লোক বেরুতো,
তা আবাব সব লোকের মত লোক;
সবাই বড় বড় আপিসে মায়েব-বাড়ীতে
চাকরী করতো। আর যদি সে সব লোক
থাকতো, তাহলে কি আর জঙ্গলবাধালে
জঙ্গল দেখতে গেতে মা। লোকে বাস
করবাবই জায়গা পেতো না, তাতে আবাব
জঙ্গল থাকবে কিসে? ওলাউঠাতেই
আমাদের সর্দনাশ করলে মা, মাস
কতকের মধ্যে গাঁ খানা ধুয়ে নিয়ে গেল;
তার উপর আবাব ত মাগেরিয়া আছেই।

কি করি মা, বর ছয়ার ছেড়ে তো আর পালাতে পারি না।

অমলা। যেমনই কষ্ট হ'ক, দেশ কি সহজে ছাড়া যায় মা ?

বুদ্ধা। তাই যদি না হবে, তা হলে কি এত দিন এখানে থাকতুম ? এত গেল রোগের জ্বলন ; তার উপর আমার কেঁদো বাঘের জ্বালা, সর্বদা সশঙ্কিত থাকতে হয়,—কখন গরু নেবে, কখন ছাগল নেবে, কখন ছেলে নিয়ে টানাটানি করবে, এ এক মহা দুর্ভাবনা। কি করি মা, সারা শীতকালটা ধরে অনেক রাত পর্যন্ত টিন বাজাতে থাকি। তাতেও কি আর বাঘ আটকান যায়, কখন যে ফুক করে এসে হাজিব হয়, তাকি টের পাবার ঘো আছে মা ?

অমলা। পুরুষদিগকে বলে বনগুণো কাটিয়ে দিলে ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পার ?

বুদ্ধা। আব মা, কটা কাটাবে বল ; আজ কাটবে, কাল হবে ; এত জঙ্গল কাটা কি কম পরসার খেয়াল ? তা আমাদের আর আর কি বল ? কোম্পানীর লোক এক একবার এসে হুকু তুলে আমাদের তেল নিয়ে আমাদেরই মাথায় বুলিয়ে দিয়ে যায়, তাতেই মা কিছু একটু জঙ্গল কম দেখতে পাচ্ছ। তা না হলে এ গ্রামটাও এত দিন বামুড়ীর মত হতো।

অমলা। বামুড়ী কোন্ দিকে ?

বুদ্ধা। ঐ যে মা আপনারা যে ঘাটে

নৌকা বেঁধেছ, ঠিক তার সোজামুজি নদীর ওপারের গাঁটাকে বামুড়ী বলে।

অমলা। ওখানটায় কি জঙ্গল বড় বেশী ?

বুদ্ধা। ওমা, সে কথা আব কয়ে কাজনি। এই বাঘের কথা বললুম, আমাদের গাঁয়ে কি আর বাঘ আছে, যত সব তো বামুড়ীর বন হতে আমদানি।

অমলা। ওখানে কি লোক জনের বাস নাই ?

বুদ্ধা। আছে বৈ কি মা ; তা বেশী জঙ্গল হতে অনেকটা দূবে। ওখানে বনের ভিতর বাঘে ধবলে ঝাড়া একপ্রহর কাল যদি একটা লোক চীৎকার করে, তাহলেও কেউ শুনতে পাবে না। ও বনের কথায় কাজ কি মা ? তবু বাহ'ক নদীটা গাঁজ, পানা, পাতাড়ি সেওয়াতে বুজে থাকে, তাই কতকটা রক্ষা ; বাঘে হঠাৎ ইচ্ছা কবলেই সাঁতাব কেটে আসতে পারে না।

অমলা। নদীর জলে এত পানা গাঁজ ! তাহলে ও জল খাওয়া যায় কি করে ?

বুদ্ধা। আর মা পেটের দায়ে সব চলে। গরীবের কি আর মা বাপ আছে যে দেখবে ? ঐ সব পচা জল খেয়েই তো ওলাউঠা আমাদের দেশে বার মাসই লেগে আছে। এই ওলাউঠার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্ত আজ আমরা সারা রাত্রি জাগরণ করে কাল প্রাতে বনদেবীর পূজা দেব। মায়ের পূজা দিলে তবু গাঁটা একটু ঠাণ্ডা হয়।

অমলা । তা হলে তো দেখছি এখানে
বাস করা বড় বিপদ ।

বৃদ্ধা । সে কথা কি আর বলতে ।

অমলা । কি কববে বল মা ! ভগবানের
খেলা, তিনি যা ইচ্ছা, তাই করতে
পারেন । এখানে আমাদের অনেক দেবী
হোয়ে'গেল ; তবে মা এখন আসি ।

বৃদ্ধা ও অগ্ন্যায় পূবদ্বীপ অতিশয়
আগ্রহ করিলেও তাঁহারা তথায় আব
অবস্থান করিলেন না । বৃদ্ধা আলো লইয়া
অগ্রে অগ্রে যাউতেছেন, তাহার পূব অমিয়
ও অমলা, সর্বশেষে কুণবালাগণ কাষ্ঠের
ছোট ছোট বোকা লইয়া অমিয় ও অমলার
পিছু পিছু সারি বান্ধিয়া চলিতেছেন ।
যেন তাঁহাদের প্রিয় সঙ্গিনীদিগকে বহু-
দিনের পরে পাইয়া এখন আর ছাড়িতে
ইচ্ছা হইতেছে না ।

সকলে আসিয়া পাবঘাটে পৌঁছিলে
অমিয় ও অমলা বজরায় উঠিলেন ; কাষ্ঠে
নোকা পূর্ণ হইয়া গেল । আহা ! অমিয়
ও অমলার দেহের আরামের জন্য তাঁহারা
মস্তকে বহন করিয়া যে কাষ্ঠ আনিয়া-
ছিলেন, সরলা কামিনীগণ জানেন না যে
ইহাতেই অমিয় ও অমলার দেহ ভস্মীভূত
হইবে ।

নোকায় উঠিয়া মাল্লাগণকে দাঁড়
বাহিতে বলিলে পানী গাঁজ ঠেলিয়া বহু
কষ্টে নোকা বাসুড়ীর ঘাটে পৌঁছিল ।
অমিয় ও অমলা নোকা হইতে অবতরণ
করিলে, মাল্লাগণ নোকাহিত কাষ্ঠরাশি
তীরে নামাইয়া দিয়া আশীতীত বিদায়

পাইয়া দৃষ্টান্তে প্রত্যাগমন করিল ।

অমিয় ও অমলা

প্রবেশলা বনমাঝে তেয়াগিতে প্রাণ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

“এ হেন সারের কাজে কে সাধিল বাদ ?”

অমলা এক বোরা কাষ্ঠ মস্তকে লইয়া
অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন—অমিয় সতী-
দাহের আয়োজন-সামগ্রী লইয়া ছায়ার
ছায় তাঁহাব অঙ্গুরণ করিতেছেন ।
তাঁহাদের প্রবেশমাত্র অরণ্য শান্তিময়
মূর্ত্তি ধারণ করিল । ব্যাঘ্রের গর্জন,
সর্পের তর্জন, পক্ষীর কুজন যেন তিমিবে
মিশাইয়া গেল । ব্যাঘ্র সকল ত্রিসা
পবিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া
ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দে লাসুল
আছড়াইতে লাগিল—ভাবিল, বুদ্ধি মা
জগদম্বা লক্ষ্মী ও সবস্বতী বহুস্ত তাঁহাদের
জন্ত আহার্য সামগ্রী প্রেবণ করিয়াছেন ;
তাই আজি তারা পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রে
অগ্রে গমন করিয়া অমিয় ও অমলাকে
নির্জন বনমধ্যে লইয়া যাউতেছে । কার্য-
সিদ্ধির উপযুক্ত স্থান দেখিয়া অমিয় ও
অমলার আনন্দের অবধি রহিল না ।
অমলাব সর্বেশ্বর সন্মরণ-চিত্তায়
অভিভূত ছিল, এফণে তাঁহাব ধ্যান ভঙ্গ
হইল । তিনি ভাবিলেন “অমিয়কে সঙ্গে
আনিয়া কি কুকার্যই করিয়াছি, ও গৃহে
ফিরে যাবে কেমন ক'রে ।” তৎক্ষণাৎ
কাষ্ঠের বোকা নামাইয়া অমলা কিংকর্তব্য-
বিশূদ্ধ হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া

পড়িলেন। ইহা দেখিয়া অমিয় কহিলেন
“বৌদিদি, বোসলে কেন? দেরি হলে
সকাল হয়ে যাবে যে।”

অমলা। অমিয়! আমি কি সর্কনাশ
করলুম!

অমিয়। সর্কনাশ কি! বৌদিদি।

অমলা। অমিয়! তুই ঘরে ফিরে যাবি
কেমন করে! আমার তখন জ্ঞান ছিল
না, তাই তোকে সঙ্গে করে এনেছি।

অমিয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,
“বৌদিদি, আর কি আমায় বাজে
কথায় ভুলিয়ে রাখতে পার?” এই
বলিয়া লুক্কায়িত বস্ত্রখানি বাহির করিয়া
দেখাইয়া বলিলেন, “বৌদিদি, আমিও
আপনার আয়োজন করে এনেছি,
ইহকালেতো এই হ'লো, পরকালের
কাজটাও ত করে রাখতে হবে। এতদিন
অন্ধ ছিলাম—এইবার চোখ ফুটেছে।”

অমলা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,
“আমি তো একখানা কাপড় আনতে
বলেছিলাম, ছ'খানা আনলি কেন বোন?”

অমিয়। বৌদিদি, তোমার কি এখনও
বিশ্বাস যে, বাড়ী ফিরে যাব বলে তোমার
সঙ্গে এসেছি। তোমারও যে দশা,
আমারও সেই দশা। এই দেখ সব
জিনিষই বেশী বেশী করে এনেছি।
তুমিও পুড়বে, আমিও পুড়বো; বেশ
পাশাপাশি ছুটা অগ্নিকুণ্ড সাজাব, কেমন
বৌদিদি?

অমলা অবাক; অমিয়কে নানা রূপে
নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এখন অমিয় যে তাড়িত-প্রবাহে চালিত,
সে গতি রোধ করে কার সাধ্য? এখন
অমিয়ার অগ্নিগোলক হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
বহির্গত হইতেছে—এখন অমিয়ার সং-
সারের অলীকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে;—
এখন অমিয় দিব্যজ্ঞানে বলবতী; সে
জ্ঞানের কাছে কি সংসারের বা দেহের
মায়া স্থান পায়?

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া অমলা
অমিয়কে কহিলেন, “তবে যা ইচ্ছা
কর।”

অমিয়। আমার আবার ইচ্ছা কি
বৌদিদি, তুমি যা করবে, আমিও তাই
করব। আমি যদি এত দিন এসব
জানতুম, তা হলে কি আর এতকাল ধরে
ছার দেহটাকে আদর করে পুষে রাখতুম।
বৌদিদি, তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি
বস, আমি পাশাপাশি ছুটা চিতা সাজাই।

অমলা। এ কটা কাঠে হবে না; চল
তবে প্রথমে কাঠগুলোকে নদীধার হতে
ব'য়ে নিয়ে আসি।

পুনরায় উভয়ে দুইটা সখীর ত্রায় নদী-
ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সাধ্যমত
বোঝা বাধিয়া ক্রমে ক্রমে উভয়ে সমস্ত
কাঠ বনমধ্যে লইয়া গেলেন।

কাঠবহন সমাপনান্তে অমলা কহিলেন,
“এবার চিতা সাজান যাম কেমন করে?”

অমিয়। কেন বৌদিদি?

অমলা। নীচে কাঠ উপরে কাঠ দিয়ে
নিজেকে মাঝে থাকতে হয়; এখন তুইও
যদি সহমরণে যা'স, তাহলে উপরের কাঠই

বা সাজিয়ে দেয় কে, আর আগুনই বা দেয় কে ?

অমিয়। এর জ্ঞাত চিন্তা কি বোদি ; প্রথমে পাতনের কাঠগুলো বিছয়ে দিয়ে তার উপর শুয়ে নিজে নিজে হাতে করে কাঠ নিয়ে বৃকের উপর চাপাব ; কাঠ-গুলো একটু নিকটে রাখলেই হবে ; আগুনটাও এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন হাত বাড়ালেই পাই।

অমলা। তুই বেশ বলেছিস বোন ; এ ভিন্ন তো আর অত্র উপায় দেখি না যে, আর কিছু করা যাবে।

যুক্তি স্থির হইল ; কাঠের শয্যা রচিত হইল ; শয্যার পার্শ্বে স্তূপাকারে কাঠ সজ্জীভূত করা হইল ; শিয়রের অর্দ্ধ-হস্ত-পরিমিত দূরে অগ্নি সংরক্ষিত হইল। বাকী—অস্তিমশয্যায় শয়ন ও স্বহস্তে অগ্নিপ্রদান। এবার তাহারি উত্তোগ হইতেছে। অমলা ধীরে ধীরে কহিলেন, “অমিয়! নে একখান নূতন কাপড় পর।”

অমিয় একখান নূতন কাপড় লইয়া কহিলেন “বোদিদি! কাপড়খানার পাড়-গুলো ছিঁড়ে দিই।”

“ছিঁড়বি কিলো?—নিখুঁৎ কাপড় পরতে হয়।”

“বউদিদি! এমন জানলে দুখান গান কাপড় আনতুম ; আমি বলি আর কিছু করতে হয়।”

“নাশো না, এখন তাতে দোষ নাই ; এখন সিন্দূর পরতে হবে, পা কামাতে হবে, ঠিক্ সধবার সাজে সাজতে হবে।”

“না হয় কাপড়টাই যেমন করে হ'ক পরা গেল, সিন্দূর পরব কি ! আলতা পরব কেমন করে !”

“তা বললে চলবে না ; এখন সবই করতে হবে ; মনে করবে আমি সধবা, এখনও বিধবা হইনি ; ও সকল না করলে কিছুই ফল হবে না।”

“তা বউদিদি, যদি এই রকমই নিয়ম হয়, তবে না করব কেন ? বোদিদি, তুমি ঠিক্ করে বলছ ? বেশ ভাল রকম জানত ?”

“হ্যাঁ বোন, না জেনেই কি এ কাজে হাত দিয়েছি।”

অমিয়র আর বলিবার কিছুই রহিল না। উভয়ে নব বস্ত্র পরিধান কবিলেন ; পুনরায় দক্ষিণ হস্তে লৌহবলয় ধারণ করিলেন। সিন্দূরে সীমস্ত ও অলঙ্কারে চরণযুগল রঞ্জিত হইল। এইবার মহা-নিদ্রার সময় ; উভয়ে আশ্রয়ার্থ হস্তে লইয়া নিজ নিজ চিতা সাতবার প্র-দক্ষিণ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহারা স্ব-রচিত কাষ্ঠশয্যায় শয়না হইলেন। ক্রমে ক্রমে বক্ষোপরি স্তূপাকার কাঠরাশি সজ্জীকৃত হইল ; পরিশেষে দক্ষিণ হস্তে অগ্নি লইয়া মস্তকের কেশদামে ধবাইতে যাইতেছেন, এমন সময় গগন-ভেদী স্বরে দৈববাণী হইল,—

“তাজ চিতা, উঠ সতি, কর অব্বেষণ ; সধবা হইয়ে কেন তাজিছ জীবন ?”

(ক্রমশঃ)

স্বস্ত্যয়ন ।

২য় স্তবক—মৃত্যু ।*

সাপ্রসন্ন হইয়া সিন্ধু হইয়া সিন্ধু স্রজন
 আবাস্তি নগরে আসি দীলা ধরনন ।
 ধর্ম্মতেজে পূর্ণ তাঁর অপূর্ণ মুরতি,
 সিন্ধু দৃষ্টি, শাশ্ত্র ভাব, মধুর ভারতী ।
 পান করিবারে তাঁর উপদেশামৃত
 চারি দিক্ হ'তে জনশ্রোত প্রবাহিত ।
 হেন কালে দেখ কিবা দৈবের ঘটন,
 উপস্থিত তথা দীনী নারী একজন ।
 শ্রীকৃষ্ণা গৌতমী নামে বিধবা রমণী,
 এক মাত্র পুত্র তার নয়নের মণি ।
 কাল ভুজঙ্গমে তারে করিল দংশন,
 আর তার পুনরায় না হলো চেতন ।
 পুত্রেরে কেমনে মাতা দিবে বিসর্জন ?
 গলায় বাঁধিল তারে কবিতা বস্তন ।
 যে যত বুঝায় তারে, না করে শ্রবণ—
 বলে পুত্র মরে নাই আছে তেতন ।
 আসিয়াছে সাধু শুনি ধায় উদ্ধ্বাস ;
 'বাঁচাবেন পুত্র তিনি' অটল বিশ্বাস ।
 ঠেলি ভিড় পড়ি সিন্ধুপথের পদতলে
 "বাঁচাও শিশুরে মোর" পাগলিনী বলে ।
 বুদ্ধদেব ক্ষণে চাহি কবণা-নয়নে,
 বলেন "বাঁচাব তব প্রাণের নন্দনে,
 কিন্তু এক কর্ম্ম আগে করিতে হইবে
 শর্ষপ মাগিয়া আনি একমুষ্টি দিবে ।"

* বুদ্ধদেব-চরিতের কৃষ্ণা গৌতমী উপাখ্যান
 অবলম্বনে রচিত ।

"এখনি আনিব বলি" উঠিল রমণী,
 সাধু বলে "এক কথা মনে রেখ ধনি !
 যার গৃহে মরে নাই কভু আত্মজন,
 তার হাতে এ শর্ষপ করিবে গ্রহণ ।"

পুত্র-কোলে বার নাবী নাহি বাহুজ্ঞান,
 এক চিন্তা কিসে তার বাঁচিবে সন্তান ।
 শর্ষপ আনিলে সাধু ঔষধ সেবনে
 নিশ্চয় বাঁচাবে তার প্রাণের নন্দনে ।
 এক গৃহস্থের ঘরে গিয়া নারী কয়
 "ভিক্ষা দাও, বাঁচে বাঁচে আমার তনয় ।
 শর্ষপ লইয়া যাব সাধুব সদন,
 বাঁচাবে দিবেন তিনি আমার নন্দন ।"
 ভিক্ষা লয়ে নারী এক আসিল সত্তর,
 ভিখারিণী বলে "আগে দেও ত উত্তর—
 তোমার আত্মীয় কেহ মরেনি কখন,
 বল আগে, তবে ভিক্ষা করিব গ্রহণ ।"
 সে বলে "বিধবা আমি স্বামি-পুত্র-হীন,
 আমাসম ত্রিসংসারে নাহি আর দীন ।"
 মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণা সে বাড়ী ছাড়িয়া,
 ভিক্ষা তরে অস্ত্র ঘরে আসিল ধাইয়া ।
 "শর্ষপ মাগিগো কিছু শীঘ্র দাও আনি,
 বাঁচিবে তাহাতে মোর পুত্রের পরাণি ।"
 ভিক্ষা লয়ে কল্যা এক আসে তার কাছে,
 ভিখারিণী বলে "বাছা ! এক কথা

আছে—

তোমার আত্মীয় কেহ মরেনি কখন,
 বল আগে, তবে ভিক্ষা করিব গ্রহণ ।

সে বলে “অনাথা আমি পিতৃমাতৃহীন,
বাস করি পর-গৃহে আমি পরাধীন।”
ভিক্ষুকী নিরাশ হয়ে অস্ত্র বাড়ী যায়,
শর্পা পুষ্কের মত যাচে পুনরায়।
মুষ্টি শর্পা লয়ে এক আসিল যুবতী,
কৃষ্ণা বলে “মাগে শুনি, বল গো স্মৃতি!
তোমার ঘরের কেহ কভু মরে নাই?”
সে বলে “মরেছে মোর সাত বোন
ভাই।”
“ভিক্ষা লইব না তবে” বলিয়া রমণী,
অস্ত্র গৃহ পানে ছুটে চলিল অমনি।
তথায় কুটীরে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধি,
গৃহ-কার্য্য করিতেছে চলি গুড়ি গুড়ি।
গৌতমী শর্পা ভিক্ষা করে তার ঠাই,
ভিক্ষা আনি বলে বৃদ্ধি “লও এই ভাই।”
ভিখারিণী বলে “মাগো! শুনহ বচন,
মরেনিত তব গৃহে কভু কোন জন?”
বৃদ্ধি বলে “পুত্র কত্যা সব গেছে চলে,
আমারে লয়নি যম না জানি কি বলে?”

তোমাং ছেলের মত কত চাঁদ মুখ
শ্মশানে পোড়িয়ে ধরি এ পাষণ্ড বুক।”
ভিক্ষা লওয়া হইল না—চলে যায় নারী,
মনে ভাবে কোথা যাব বুঝিতে না পারি।
সকলের ঘবে মৃত্যু কবেছে হবণ
পিণ্ড মাতা ভাই বোন স্বামী পুত্র-ধন।
ভাবিতে ভাবিতে হলো দিবাক্সানোদয়,
বুঝিল সংসার এই সুধু মায়াময়।
কণ্ঠ হতে মৃত স্মৃতি ছুঁড়ে ফেলি দিল,
কাদিতে কাদিতে শাক্য সিংহের ভেটিল।
বলে “প্রভু! দয়া কর এ অধম জনে,
অনিত্য সংসার মোহে ছিন্ন অচেতনে।
দিবাক্সান পাঠিলাম তোমারি রূপায়,
রাখ মোরে চিরদিন দাসী করে পায়।”
বুদ্ধদেব তার আশা করিলা পূরণ,
ধর্ম্মব্রতে গৌতমীরে কবি নিয়োজন।
মৃত্যুর আঁধারে দেখি অমৃত আলোক,
গুচিল কৃষ্ণার জরা ব্যাধি মৃত্যু শোক।

বিজ্ঞান-তত্ত্ব ।

সমুদ্রের আশ্চর্য্য ।

সমুদ্রায় পৃথিবীর ৩/৪ অংশ অর্থাৎ বার
(৮০) আনা ভাগ সমুদ্রে আচ্ছাদিত।
৩৫০০ ফিট নিম্নে তরঙ্গ অম্লভূত হয় না।
পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত
সমুদ্র-জলের তাপ-পরিমাণ সমান, ইতর
বিশেষ্য অতি সামান্য। এক মাইল নিম্নে
সমুদ্র-জলের ভার প্রত্যেক বর্গবৃক্কে

১ টন, অর্থাৎ প্রায় ২৮ মণ। ৬ ফিট খোলালো
একটি বাক্স সমুদ্র জলে পূর্ণ করিয়া রাখিলে
সেই জল যখন উভিয়া যাইবে, তখন
বাক্সের নীচে ২ বৃক্কল লবণ জমিয়া থাকিবে।
পৃথিবীর সমুদ্র সকলের গভীরতা যদি গড়-
পড়তা তিন মাইল হয়, সমুদ্রের সমস্ত জল
বাম্প হইয়া গেলে সমুদ্র সকলের খোলে
২৩০ ফিট লবণ জমিয়া থাকিবে। সমুদ্রের

২ ২৩০৭



উপরিভাগ অপেক্ষা তলার জল ঠাণ্ডা।
নরওয়ে প্রভৃতির উপসাগরের উপরিভাগ
অপেক্ষা তলদেশের জল অগ্রে বরফে
পরিণত হয়।

তরঙ্গ সকল বড়ই দ্রাস্তিজনক।
ঝটিকার সময় দেখিলে বোধ হয় সমুদায়
জল চলিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ যেখানকার
জল প্রায় সেইখানেই থাকে, কেবল
গতিবেগ চলিতে থাকে। ঝটিকাকালে
এক এক সময় তরঙ্গ ৪০ ফিট উচ্চ হয়
এবং ঘণ্টায় ৫০ মাইল চলে। অত্যন্ত
দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোতের বেগ ইহার
অর্দ্ধেক পরিমাণ মাত্র। তরঙ্গের উচ্চতাহু-
সারে তাহার ভিত্তি বা তলভূমি পরিমাণের
একটি সঙ্কেত আছে। তরঙ্গের উচ্চতা
যত হয়, তাহার তলভূমি পরিমাণ তাহার
১৫ গুণ। এই নিয়মানুসারে সচরাচর
তরঙ্গের উচ্চতা ২৫ ফিট ধরিলে তাহার
তলভূমির পরিমাণ ৩৭৫ ফিট হইবে।
তরঙ্গ সকল যেক্রপ বেগে তীরে পতিত
হয়, তাহাতে জলের পরিমাণ এক এক
বর্গ গজে ১৭ টন অর্থাৎ প্রায় ৫০০ মণ।

শব্দপরিচালক।

সাধারণতঃ যে বস্তুর ঘনত্ব এবং স্থিতি-

স্থাপকতা * যত অধিক, সে বস্তু তত
উৎকৃষ্ট শব্দপরিচালক। সাধারণ বায়ুমণ্ডলে
শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে ১১২৫ ফিট,
জলের মধ্যে ইহার গতি-বেগ প্রতি
সেকেন্ডে ৪৭০০ ফিট। আবার ঘন বস্তুর
মধ্যে শব্দের গতি বায়ু এবং জলের মধ্যে
যত, তদপেক্ষা আরও অধিক। ধাতু
সকল বেশী স্থিতিস্থাপক, এ জন্ত শব্দ-
পরিচালকদিগের মধ্যে তাহারা সৰ্বশ্রেষ্ঠ।

বায়ো নামক ফরাসী পণ্ডিত পারিসের
ফাঁপা জলের পাইপ দ্বারা প্রমাণ করেন,
শব্দ তাহাতে প্রতি সেকেন্ডে ১৬,৮২২
ফিট পরিচালিত হয় অর্থাৎ বায়ুমধ্যে
যত হয়, তাহার পনের গুণ। বায়ুমান যজ্ঞে
বায়ুশূন্য স্থানে ঘণ্টা বাজাইলে কোনও
শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। হাইড্রোজেন
বাষ্পের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি এত মৃদু হয় যে,
প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার
কারণ এই যে, হাইড্রোজেন বাষ্প অতি লঘু
বায়ু এবং তাহার পরমাণু সকলের ঘনত্ব
অতি কম। সোণা ও প্লাটিনম ঘনতম বস্তু
বলিয়া তাহারা উৎকৃষ্ট শব্দ-পরিচালক।

* রবারের যে গুণ থাকিতে টানিলে বাড়ে
এবং চাপলে ক্ষুদ্রাকার হয়, তাহাকে স্থিতি-
স্থাপকতা বলে।

সাধক ও রবীন্দ্রনাথ।

বর্তমান সময়ের একেশ্বর-উপাসক
সম্প্রদায় সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী।
রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আজ

পর্যন্ত এই শত বর্ষের মধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রের
বহুল পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে
ঈশ্বর-বিষয়ক যে সকল সঙ্গীত ছিল,

তাহার ভাব ও ভাষা তত কোমল ও হৃদয়-গ্রাহী ছিল না এবং স্থানে স্থানে সংস্কার ও কচিও অপরিমার্জিত ছিল। যে সময়ে ইংরাজের গৌরব-স্বর্গ্য প্রাচীতে উদ্ভিত হইয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জ বিকীর্ণ করিবার আয়োজন করিতেছিল, সে সময়ে বঙ্গ-দেশে শিক্ষা ও সভ্যতা অন্ধকারেব কোন গূঢ়তম প্রদেশে লুক্কায়িত হইয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। তাহাব পর ইংবাজী-শিক্ষা যখন বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভাবতব সুপ্ত চিন্তাশক্তি ও প্রতিভা পুনরায় জাগাইয়া তুলিল, তখন একে একে অনেক ভক্তের ভক্তিবান বঙ্গদেশ অবগাহন করিয়াছে। ভক্ত রামপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। গায়ক বিষুবাম ভগবৎপ্রণমে বিগলিত হইয়া সত্যোক্তনাথ ঠাকুর প্রভৃতির রচিত সঙ্গীত গাইয়া যে আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের স্মরণ থাকিবে। বিশ্বাসী চিরঞ্জীব শর্মা (শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) একতন্ত্রি-সংযোগে বঙ্গবাসীকে যে সঙ্গীতরূপায় তৃপ্ত করিয়াছেন, তাহাও ভুলিবাব নহে। কিন্তু কবির রবীন্দ্রনাথ যে অমৃতের অনন্ত উৎস খুলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় মানবহৃদয়কে চিহ্নিত রিখ ও শান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিবে। সংসারের প্রলোভন, দারিদ্র্য, পরীক্ষা ও অশান্তির মধ্যে তাহা মানবায়ান্তে শক্তি ও সাহস দান করিবে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে সেফপীর, মিল্টন, বায়রণ,

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও আধুনিক কবি টেনিসন সকলেই সঙ্গীতের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্গীত, চিত্র ও ভাস্কর বিভাগ ইটালী অতুলনীয়। সুতরাং সভ্য-জগতে সঙ্গীতের আদর অবশ্যস্থাবী। আমাদেব দেশেও বিগত ২০-বৎসরের মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত-বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে—সঙ্গীতের আলোচনাও হইতেছে। আশা কবি এ ক্ষেত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমাব বক্তব্য এই যে, সঙ্গীতবিভাগ আমাব এমন কোনও অভিজ্ঞ নাই, যাহা দ্বারা সঙ্গীতের রাগ রাগিণী বিষয়ক সমস্তার মীমাংসা কবিতে পারি। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধীয় যত সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহার অনেক গুলিই শুনিয়াছি ও সমস্তাগ করিয়াছি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেমন প্রাণকে স্পর্শ করে—তাঁহাব সঙ্গীতের প্রতি পক্তি যেমন হৃদয়কে পূর্ণরূপে বহুধারিত করে—হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবগুলি যেমন ফুটাইয়া তুলে, অথ কাহাবও সঙ্গীতে সেরূপ অমুভব করি নাই। তাঁহাব সঙ্গীতে হৃদয়ের প্রত্যেকটি তার বাজিয়া উঠে এবং মানস-রাজ্যে এক অপূর্ণ সঙ্গীতের সৃষ্টি করে—সে সঙ্গীতে মনঃপ্রাণ কোথায় কোন্ অনন্তে ছুটিয়া যায় এবং এক অদৃশ্য অস্পৃশ্য সৌন্দর্যের স্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হয়।

যখন রবিবাবুর “নৈবেদ্য” প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন বোধ হয় তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা বঙ্গীয় উপাসক-সম্প্রদায় দ্বারা সঙ্গীতে পরিণত হইবে। যে বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকশ্রেণী উপাস্য ও নাটক ব্যতীত অপর কিছুই স্বাদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, সেই দেশে রবিবাবুর “নৈবেদ্য” যে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার গ্রন্থের গোববের পরিচায়ক। তাঁহার “নৈবেদ্য” শুধু বঙ্গের গৃহে গৃহে স্থান পাইয়াছে, এমন নহে— তাঁহার কবিতাগুলি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। এমন অনেকে আছেন যাহারা “নৈবেদ্য” চক্ষে না দেখিলেও তাহার ছই একটি কবিতা সঙ্গীতরূপে কণ্ঠস্থ করিয়াছেন।

রবিবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা কাহারও কাহারও নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে তাঁহার যেন ভক্ত রামপ্রসাদ ও সাধক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তুলনা করিয়া দেখেন। ভক্তির আবেগে রামপ্রসাদ যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, ভক্তের নিকট তাহা কখনই উপেক্ষার বস্তু নহে। কিন্তু রামপ্রসাদের সঙ্গীতের মধ্যে প্রকৃত গাভীর্য ও গভীরতার যে অভাব আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে শাস্ত সমাহিত সাধনার ভাব পরিস্ফুট। একদিকে রাম-

প্রসাদ “এবার কালী তোমার খাব” ও অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ—

“তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে।”

গাহিতেছেন। চিন্তাশীল পাঠক এ উভয়ের ভাব ও ভাষার বিচার করুন।

রামপ্রসাদ সন্দেহেব সহিত গাহিয়াছেন,
“তুমি সাকার কি নিরাকার?” আর
রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ বিশ্বাসে গাহিলেন—

তোমারি মধুররূপে ভরেছে ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত যোহিত মন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি মানবাত্মাকে সাধনাব এক স্তর হইতে অল্প স্তরে লইয়া যায়। কতদিন পূর্বে তিনি গাহিয়াছেন—

“দিবানিশি করিয়া যতন,

হৃদয়েতে রচেছি আসন,

জগতপতি হে কৃপা করি, হেণা কি

কবিবে আগমন ?

অতিশয় বিজন এ ঠাঁই,

কোলাহল কিছু হেথা নাই,

হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে

প্রজ্জ্বলন।”

আবার তিনি অল্প দিন গাইয়াছেন—

“তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে

বাজে যেন সদা বাজে গো—

তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে

রাজে যেন সদা রাজে গো।”

“তব নন্দন-গন্ধ-মোদিত

ফিরি সুন্দর ভুবনে—

তব পদরেণু মাখি লয়ে তব

সাজে যেন সদা সাজে গো।”

যাহারা তাঁহার সঙ্গীত পর্যালোচনা করিবেন, তাঁহার বশ দেখিতে পাইবেন যে, এক ধারাবাহিক সাধনার পথে এ সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে। বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে এইরূপ সঙ্গীতের যে বিশেষ প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? দৈনিক জীবনের সাধনার সহিত—দৈনিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার সহিত যদি সঙ্গীতের ভাব এক না হয়—প্রাণের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত যদি সঙ্গীতের তরঙ্গে

পরমায়ার ঝিকট প্রকাশিত না হয়, তবে সে সঙ্গীতে প্রয়োজন কি? ভক্তের সঙ্গীতে ভক্তিমার্গাবলম্বী উপকৃত হইতে পাবেন, কিন্তু জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি যাহারা একাদারে জীবনে সাধন করিবার জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদের পক্ষে সাধকের জীবনবেদ স্বরূপ 'যে' সঙ্গীতের উৎস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সঙ্গীতের প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহৃৎপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র কবিতাদ্বয়।

(জটনৈক দশমবর্ষীয়া বালিকার বৈধব্য উপলক্ষে)

সমাজের প্রতি।

২১এ জানুয়ারি, ১৯০৫, পূর্ণিমা।

কত দিন বন্ধু আর বন্ধু কত দিন,
করিবি সগাজ! ওরে, নাবী-নির্যাতন,—
বালবিশ্ববাস অশ্রু, বদন মলিন,
দেখিবার আরো সাধ আছে কি এখন?
পাষণেও জল আছে, তবে কিবে তোর
জদয় পাষণ হ'তে আবো স্নকটিন?
কবে বন্ধু হবে তোর অমানিশি ভোর—
আসিবে ভারতে শুভ প্রভাত নবীন?
পায়ে ধরি, সাজাওনা সাজাওনা আর,
বিধবার অশ্রু ডালি করিয়া যতন,
বাঁধিওনা বালিকার হাত স্নকুমার—
বলিওনা তারে প্রজাপতির বন্ধন!
বুকফাটা হুঃখ এত, এত হাহাকার,
হুঃখিনীয়া কার পাপে করিবে বহন?

প্লেগ।

(১৩ই মার্চ, ১৯০৫, পাটনা)

প্রাচীন পাটলীপুত্র ভীষণ শ্মশান!
কৌমুদী স্নগমরাশি, বসন্ত সমীর
হানিছে হৃদয়ে আজি বিক্ষিপে বারণ—
মৃত্যুর করাল ছবি কবিছে অধীর!
তাক্ত নগরীর শূণ্য বাজপথ দিয়া,
ক্ষীণকণ্ঠে 'রাম' নাম করি উচ্চারণ,
অবিরাম মৃতদেহ বহন করিয়া—
চলিয়াছে নরনারী শ্মশান-সদন!
একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য, লীলা ভয়ঙ্কর—
তোমার এ রক্তছবি একি ভগবান?
মানবে কি দিবে তুমি শিক্ষা নিরন্তর,
জীবন ও মৃত্যুমাঝে নাহি ব্যবধান?
উভয়ের সন্ধিস্থলে, তবে হে অমর—
বিশ্বাস-আলোক যেন করে না প্রয়াণ।

শ্রীহৃৎপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যদিগের দাম্পত্য জীবন।

সেই যুগ যুগান্তরের কথা আজি আলোচনা করিতেছি কেন? ভারতের সে দিন অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, হয় তো জন্মের মত গিয়াছে, তথাপি সে দিন স্মরণে পুণ্য আছে, মঙ্গল আছে, আর আমাদের মনে একটা ছুরাশাও আছে—ভারতবর্ষ কি ছিল আর কি হইয়াছে! ভারতবাসী কি ছিল আর কি হইয়াছে, যদি এই কথা ভাবিয়া একটা স্তম্ভ ও ব্যথিত হয়, যদি আবার সেই দিনের সাধনায় কেহ শক্তি লাভ করেন, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। তাই আজি এই পুরাতন কথার অবতারণা করিতেছি।

দাম্পত্য-ধর্ম জীবন-গ্রন্থের একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ। আর্য্যগণ জ্ঞানধর্ম জগতের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া অনেকে স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা এই কার্য্য ক্রমে সম্পন্ন করিতেন, তাঁহারা দাম্পত্য-ধর্ম ক্রমে পালন করিতেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

আর্য্যজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায় আর্য্য বালকগণ শৈশব-কাল অতীত হইলেই বিদ্যা শিক্ষার্থে গুরুগৃহে প্রেরিত হইতেন। বহুদিন পর্য্যন্ত সেখানে শিক্ষালাভ করিতে হইত; সে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল লিখিতে পড়িতে শেখা, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি

লাভ করা নহে। সে শিক্ষার উদ্দেশ্য শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ উৎকর্ষ সাধন। সে শিক্ষায় বিবিধ বিদ্যানুশীলনের সহিত শিক্ষার্থীর শরীরের স্বাস্থ্য, মনের জ্ঞান এবং আত্মার পবিত্রতা লাভ হইত। ব্রহ্মচর্যাচরণ করিয়া ছাত্র-গণ সেই মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতেন; তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে, সেই সকল সদ্ভাব ও সুপ্রবৃত্তিসমূহ বিকশিত ও সার্থক করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। ঐরূপ গৃহধর্মার্থীর বিবাহ-ক্রিয়া এক অবশ্য কর্তব্যকার্য্য। তাঁহার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ,

“গৃহাণী সদৃশীঃ ভাষ্যামুহেদজুগুপ্তাম্।”

অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমেচ্ছু ব্যক্তি নিজ সদৃশী অনিন্দিতা ভাৰ্য্যাকে বিবাহ করিবেন। ক্রুরপ পাত্রী বিবাহযোগ্যা, হিন্দু শাস্ত্রে তাহাও লিখিত আছে, আমরা বাহ্য-ভমে তাহা উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। যাহাহউক শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ শ্রেষ্ঠতম। মনু বলেন,

“আচ্ছাদ্য চার্কুরিহাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।

আহর্য দানং কস্ত্রায়া ব্রাহ্মে ধর্ম্মঃ প্রকীর্তিতঃ।”

অর্থাৎ “বিশেষ বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা বর কস্ত্রার আচ্ছাদন ও অর্চনাপূর্ব্বক বিদ্যা-সদাচারসম্পন্ন বরকে কস্ত্রাদান; সেই দান-সম্পাদ্য বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলা যায়।” যাহারা স্মৃতিদৃষ্টিতে দেখিবেন,

তাহারা এই ব্রাহ্ম বিবাহকেও অমুশীলন
ধর্মের অঙ্গীভূত দেখিতে পাইবেন। বাহা-
হউক, বিবাহকালে বর কণ্ঠকে সংযত ও
নিয়মস্থ হইয়া সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে
মঙ্গলময় প্রজ্ঞাপতির পবিত্র নামে, বিশ্ব-
তেজঃরূপ অগ্নিকে সাগ্নী করিয়া উবাহ
প্রতিজ্ঞা হয়; বধূকে বর বলেন,

“সাম্রাজ্যে ষষ্ঠরে ভব, সাম্রাজ্যে ষষ্ঠান্ ভব ।
সাম্রাজ্যে ননন্দরি ভব, সাম্রাজ্যে অধিদেবুধু ॥”

বর বধূ উভয়ে বলেন,—“ধর্মের অর্থ
ও ভোগে আমরা উভয়ের মধ্যে কেহ
কাহাকে অতিক্রম করিব না।” তার
পরে উভয়ে বলেন, “তোমার হৃদয় আমার
হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক।” এই-
রূপে বধূকে গৃহের সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠা-
গুরুক দুইটা জীবন একত্র মিলিত করাই
হিন্দু আর্ঘ্যাদিগের বিবাহ-ক্রিয়া। বিবাহের
পরে গৃহাশ্রম রক্ষা করা তাঁহাদের পালনীয়
ব্রতস্বরূপ।

পবিত্র প্রীতি অমুশীলন, বিকাশ ও
চরিতার্থ করিবার জন্য বহু উপদেশ ও
বহু বিধি প্রচলিত আছে। আহুপূর্বিক
সে সকল কথা লিখিতে পারি, আমা-
দিগের শক্তি ও সময়ে তাহা অসম্ভব।
সেই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে
এই কথা বুঝিতে পারা যায় যে, দম্পতী
গরম্পরের শরীর, মন, আত্মার কল্যাণার্থ
সহায় হইবেন এবং পারিবারিক, সামাজিক
ও জাগতিক কর্তব্য সকল পালন
করিবেন, ইহাই আর্ঘ্যগণের বিবাহের
মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই মহত্বদেখেই দম্পতীর

ভগবত্কৃতি, গুরুত্কৃতি, অতিথিসেবা,
ধনোপার্জন, গৃহকার্য, সুসন্তানপ্রাপ্তি
ইত্যাদি সকল সম্ভাব ও সুকার্যের
প্রবর্তক। জীবনের সহভাগিনী পত্নীকে
তাঁহারা কি চক্ষে দেখিতেন, আমরা তাহা
সংস্কৃত শ্লোক হইতে দেখিতে পাই,

“অক্লঃ ভাষ্যা মনুয্যস্য ভাষা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা ।
ভাষ্যা মূলং জিবগস্য ভাষা মূলং তরিত্যতঃ ॥”

অর্থাৎ ভাষ্যা মানবের অঙ্গ অঙ্গ,
ভাষ্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা; ভাষ্যা জিবর্গের
মূল এবং ভাষ্যাই মোক্ষের মূল।

“ব্রহ্মান্নাং বীতরাগাণাং দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ ।
মনুষ্যাণাং হতায্যা নৈব তত্র দেশে চ দৃশ্যতে ॥”

সংসারবিরাগী তপস্বিগণের দেবতা
স্বর্গে দৃষ্ট হয়, কিন্তু হাতাব সাদরী ভাষ্যা,
তিনি নিজ-গৃহেই দেবতা দেখিতে পাইয়া
থাকেন।

“যস নার্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।
যতৈতাস্ত ন পূজ্যন্তে সপাস্তরাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥”

যে কুলে স্ত্রীলোকেরা পূজিত হন,
তথায় দেবতার প্রসন্ন থাকেন, আর যে
কুলে তাহাদের অনাদর, সে কুলের সকল
ক্রিয়া নিফল হয়।

এই সেই ভারতবর্ষ! আজিকার দিনে
এখানে স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্যবহার বিষয়ক
শিক্ষা দিতে ইংরাজ-প্রমুখ বিদেশীয়গণ
ভারতবাসীদিগের শিক্ষক। যাউক বাহা
বলিতেছিলাম, তাহাই বলি; পত্নীর
প্রতিও বহুবিধ উপদেশ আছে; আমরা
বাহ্যভাষ্যে দুইটা মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত
করিয়া দিলাম।

“পতিশ্রমহিতে যুক্তা সাতারা সংযতেস্ত্রিয়া ।
ইহ কীর্তিমবাপ্নোতি শ্রেষ্ঠা চামুপমঃ স্বয়ম্ ॥”

যে রমণী পতির শ্রিয় ও হিতকার্য্যে
নিযুক্তা এবং সদাচারিণী ও সংযতেস্ত্রিয়া
হন, তিনি ইহলোকে কীর্তি এবং পর-
লোকে অমুপম সুখ পাইয়া থাকেন ।

“বা সাক্ষী নিয়তাচারী সা ভবেদ্বন্দ্বচাষিণী ।
ঐশ্বা দম্পতী ধর্ম্মং বৈ সহধর্ম্মকৃতং শুভম্ ॥”

উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মাচরণ করাই দম্পতীর
মঙ্গলময় কর্তব্য, যিনি ইহা বুঝিয়া পাতি-
ব্রত্যে ও সংযতাচারে অবিচলিতা, তিনিই
সহধর্ম্মিণী ভাষ্যা ।

মঙ্গলময় ভগবানের সৃষ্টি ও পালন
উদ্দেশ্য রক্ষার্থে আর্ধ্যগণ দাম্পত্য ধর্ম্মাচরণ
করিতেন । উভয়ে উভয়ের ত্রিবিধ শক্তির
সহায় হইয়া লোকখাত্রা নির্বাহ ও লোক-
রক্ষা করিবেন, গার্হস্থ্যাশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য
ইহাই ।

মানবের ব্যক্তিগত জীবন নম্বর হইলেও
জাতীয় জীবন অমর । সেই জন্য সুসন্তান
লাভ করা মানবের বহু পুণ্য ও বহু
ভাগ্যের ফল । সে কালের আর্ধ্যগণ যেমন
ঔহাদের তপশ্চালক ধর্ম্ম, নীতি, দর্শন,
কাব্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি
ঔহাদের ভবিষ্যৎ জগতের হিতার্থ রাখিয়
বাইতেন, সেকালের গৃহস্থেরাও সেইরূপ
ভবিষ্যৎ জগতের হিতার্থ সুসন্তান রাখিয়া
বাইতে একান্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন ।
সুসন্তান লাভের আশয়ে ঔহারা পরি-
মিতাহারী, নিয়মস্থ, জিতেস্ত্রিয় ও ব্রহ্ম-

চারী হইতেন । * এইরূপ ব্রতচরণের
গরে সন্তান জন্মিলে তাহার স্বাস্থ্য, জ্ঞান
ও ধর্ম্মভাব বিকাশকরী শিক্ষা দিয়া
সন্তানকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়া
দিতেন । পুত্রের শিক্ষা সম্পন্ন হইলে, এবং
যথোচিত উপযুক্ত হইলে গৃহধর্ম্মের ভার
তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দম্পতী বান-
প্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিতেন ।—উভয়ে
সাংসারিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জনে
ভগবানের প্রতি গভীর ভক্তি অমুশীলন
করিতেন । জগতের নম্বর বস্তুর সমস্ত
আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক অমূল্য নিত্য
রত্নকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মানবজন্মের
সার্থকতা সম্পন্ন করিতেন ।

উপসংহারকালে একটা কথা বলা
আবশ্যক । আর্ধ্যদিগের মত জ্ঞানী, শুদ্ধ-
চেতা সংকল্পনিষ্ঠ পুরুষের, একজন
জুহাশ্রয়া অশিক্ষিতা রমণী সহধর্ম্মিণী,
সহকর্ম্মিণী ও সহযোগিণী ভাষ্যা হইলে
বিবাহের মহত্বদেয় সকল অবশ্য সুসাধিত
হইতে পারে না । এরূপ স্থলে আর্ধ্যজাতি
সমাজের অর্দ্ধাংশরূপা স্ত্রীজাতির শিক্ষার
জন্তু ক্রুরূপে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এ
বিষয়ে কোতুহল হওয়া স্বাভাবিক । আর্ধ্য-
দিগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে
জানা যায় যে, বৈদিককালে রমণীদিগের
মধ্যে বহুল পরিমাণে জ্ঞানামুশীলন
হইত । আর্ধ্যমহিলাদিগের অনেকেই বেদ-

* অপত্যোৎপাদনার্থক ভাবঃ নিয়মমাহিতঃ ।

কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী চিতেস্ত্রিয়ঃ ।

মহাকায়ত ।



রচয়িত্রী ছিলেন। পরবর্তী যুগে যখন আধ্যাত্মিক গণ বৃদ্ধিলেন, কেবল জ্ঞানামুশীলন জ্ঞান-জাতির পক্ষে উচিত নহে, জ্ঞানের সহিত ভক্তি এবং গৃহধর্ম-বিষয়ক শিক্ষাই নারী-জীবনের উপযোগী; তখন হইতে জ্ঞান-লোকের বেদপাঠ নিষিদ্ধ হইয়া “পঞ্চম বেদ” রূপ অষ্টমীয় গ্রন্থ মহাভারত জ্ঞান-শিক্ষার জন্ত প্রচারিত হইল। ধর্মজ্ঞান, ভক্তি, নীতি, গাহন্য উপদেশ—সকল বিষয়েই মহাভারত অতুলনীয়। ইহা দ্বারা জ্ঞানোপার্জনার্থ মহিলাকুলেব বহুল শ্রম ও বহুয়াস বিদূরিত হইল, অথচ এই রমণীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহারা বহুল জ্ঞানের সহিত তাঁহাদের উপযোগী সকলপ্রকার সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। “কথ্যাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়ান্তি যত্নতঃ” জানিয়া বালিকার

শিক্ষা বিষয়ে আধ্যাত্মিক বিশেষ মনোযোগী হইতেন। এই জন্তই আধ্যাত্মিকগণ “আত্মসদৃশী আনন্দিতা ভার্গ্যা” গ্রন্থ করিবার সুযোগ পাইতেন।

আমরা আধ্যাত্মিকের দাম্পত্য-জীবন অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। যাহারা অন্যান্যমুখে আপনাদিগকে আধ্যাত্মিক-কুলোদ্ভব বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত করিয়া থাকেন, সেই বঙ্গবাসীগণ একবার চাহিয়া দেখুন, ভারতবর্ষ কি ছিল, আর কি হইয়াছে। দেশ পরাধীন, রাজা বিদেশী—সে জন্ত এ অধঃপতন হয় নাই, যাহাদের শরীরে আধ্যাত্মিক আছে, তাঁহারা মনুষ্যত্ব-লাভের চেষ্টা করিলে এ পতিত দেশ আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে, এ বেদনা আবার দূর হইবে।

শ্রীমা।

সত্ৰাট মার্কাস অরিলিয়সের উপদেশ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

১। প্রাতঃকালে যখন অনিচ্ছা-পূর্বক প্রাতোথান করিবে, তখন এই চিন্তা করিও যে আমি মানবোচিত কার্য করিতে যাইতেছি। যে, অন্য আমি বাচিয়া আছি এবং যাহার জন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছি, তাহা করিতে কেন অসম্মত হই ?

২। মনে যে কিছু ক্লেশকর কিছা অমুপযুক্ত চিন্তা আছে, তাহা দূরীভূত ও

অপনীত করিয়া তৎক্ষণাৎ শান্তচিত্ত হওয়া কত সহজ।

৩। প্রাত্যেক বাক্য ও কার্য যাহা স্বভাবতঃ তোমার উপযুক্ত, তাহা বিচার করিয়া দেখ এবং অন্ত লোকের কার্য বা বাক্য দ্বারা তোমার যে অধ্যাত্মিক হয়, তাহাতে চঞ্চল হইও না। যে কার্য বা বাক্য উত্তম, তাহা তোমার পক্ষে অমুপযুক্ত মনে করিও না।

৪। যে সকল গুণ তোমার নিজের



আয়ত্বাধীন, তাহা প্রদর্শন কর। সেগুলি এই :—“সমলতা, গাভ্র্যগ্য, শ্রমসংস্থিতা, সুখে অশ্রুতি, নিজভাগ্যে এবং অন্য বিষয়ে সমুদ্র থাকা, পর-হিষ্টে যথা, অজ্ঞতা, অনাবশ্যক বিষয়ে অকৃতি, তুচ্ছ বিষয়ে ঔদাসীন্ধ্য এবং মহাহুভাবতা।”

৫। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যাহা ঘটে, তাহা তাহার ভাগ্যের উপযুক্ত করিয়া নির্দিষ্ট। অতএব ঘটনা অপ্রিয় হইলেও তাহা সমুদ্রচিত্তে গ্রহণ কর; কারণ তোমার অপ্রিয় হইলেও সমস্ত বিশ্বের স্বাস্থ্য, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখের জন্ত তাহা প্রয়োজন।

৬। ধর্মনিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া যদি সর্বত্র সফল না হও, তাহাতে বিরক্ত, ভগ্নোৎসাহ বা অসমুদ্র হইও না। যখন অকৃতকার্য্য হও, তখন নিজকার্য্যে ফিরিয়া আইস এবং তোমার কার্য্যের অধিকাংশ যদি মানব-স্বভাব-সম্মত হয়, তাহাতেই সমুদ্র হও এবং যে কার্য্যে ফিরিয়া আইস, তাহাতে অসুখাগী হও। মহাহুভাবতা, স্বাধীনতা, সরলতা, সমচিন্তিতা এবং ঈশ্বরভক্তি তোমার অধিক প্রিয় কিনা, তাহাই ভাবিয়া দেখ।

৭। যদি কোনও মানুষ কোনও গুণকে যথার্থ উৎকৃষ্ট ভাবে—যেমন বিজ্ঞতা, মিতাচারিতা, জ্ঞানপরতা, সহিষ্ণুতা; তাহা হইলে এই উৎকৃষ্ট গুণের সহিত যাহার মিল নাই, তাহার কথা তিনি শুনিবেন না।

৮। সচরাচর তোমার চিন্তা যেক্ষণ,

তোমার স্বভাব সেইরূপ হইবে; কারণ আত্মা চিন্তার রঙে রঞ্জিত হয়। অতএব আত্মাকে অবিশ্রান্ত সং চিন্তাতে রঞ্জিত কর। মানুষ যেখানে জীবন ধারণ করিতে পারে, সেখানে উত্তমরূপে সাধু-জীবন ধারণ করিতে পারে।

৯। মানুষ স্বভাবতঃ যাহা সহ্য করিতে পারে না, তাহা তাহার ঘটে না। বাহ্যবস্ত্ত সকল আত্মাকে স্পর্শ করে না, তাহার আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে না এবং ইহাকে নাড়িতে চাড়িতে পারে না। আত্মা স্বাধীন, আপনা আপনি নাড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় এবং যে সকল বস্ত্ত ইহার নিকটবর্ত্তী হয়, তৎসম্বন্ধে যেক্ষণ অভিমত উপযুক্ত মনে করে, তাহাই মনে পোষণ করিতে পারে।

১০। সুখ বা দুঃখে শরীরে যে চঞ্চলতা হয়, তাহা শরীরের নেতা ও শাসনকর্ত্তা আত্মাকে যেন বিচলিত না করে। আত্মা সে সকলের সহিত যেন মিলিত না হয়, কিন্তু আপনি আপনার কার্য্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া তাহাদিগেরও সীমা যেন নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

১১। এইগুলি স্মরণে উপকার পাইবে। স্মরণ কর কতগুলি অপ্রিয় বিষয় সহ্য করিতে পারিয়াছ; কতগুলি সুখ ও দুঃখ তুচ্ছ করিয়াছ; লোকে যাহা সম্মানকর বলে, তেমন কতগুলি বিষয়ে পদাঘাত করিয়াছ; এবং কতগুলি দুঃখিত লোকের প্রতি সদাশয়তা প্রকাশ করিতে পারিয়াছ।

১২। মৌভাগ্যজনক কি ? না মানুষ
যাহাতে মৌভাগ্য নিদেশ করিয়াছে।

আয়াব সজ্জাব, সদ্বৃত্তি ও সংকার্য্য সকল
মৌভাগ্য।

গৃহকর্ম ।

বকুল পিঠা ।

ক্ষীর মুহু জ্বালে বেশ দলা পান্না কবিয়া
লও। তার পর তাহারারা হাতে ছোট
ছোট নেচী লুটীর আকাবে প্রস্তুত করিয়া
রাখ। অনন্তর কিছু টাটকা ছোলার
বেসন জুন্ধে ফেনাও এবং তাহার সঙ্গে
কিছু টাটকা সফেদা মিশ্রিত কর। ইহার
ভিতর অল্প পরিমাণে কিছু চিনিও দেওয়া
আপেক্ষক। ইহাব পর একটি পবিত্র
পাত্রে খানিকটা স্নত উঠাইয়া গরম কব।
অনন্তর সেই চাকতিগুলি এক এক-
খান কবিয়া এই মিশ্রিত বেসনে ডুবাও
আর সেই গরম ঘিয়ে ছাড়। তার পর
আন্তে আন্তে নাড়িয়া চাড়িয়া এপিঠ
ওপিঠ কর। বেশ লাল হইলে ঘি বাবাইয়া
একতাব রসে ডুবাইয়া রাখ; মধ্যে বেশ
রস গেলে তুলিয়া খাও। টাটকা ক্ষীরে
ডুগাইয়া খাইয়া দেখ, বেশী আনন্দ
পাইবে।

লক্ষ্মীবিলাস ।

ক্ষীর ১/১ এক সের, ছানা ১/১০ আদ
সের ও নারিকেল কোরা ১/১০ এক
পোয়া। এই সব জিনিষ একত্র করিয়া

তিন ভাগেব এক ভাগ অজি তাহার
সঙ্গে মিশাইবে। বেশ করিয়া মাথিবে।
তাব পর কচুৱীর আকারে পুরু পুরু করিয়া
বানাইয়া ঘিয়ে বাদামী বর্ণে ভাজিয়া
একতার রসে ফেলিবে। রস প্রবেশ
কবিতে একটু দেৱী হইবে। বেশ রসপূর্ণ
হইলে খাইয়া দেখিবে কেমন উত্তম
পিষ্টক।

দোমে মুগের ডাল ।

বেশ পরিষ্কার মিঠে ভাজা মুগের দাল
বাঁধিবার উপযুক্ত পরিমাণ লইয়া একটা
কড়াতে অল্প ঘি দিয়া অল্প ভাজিয়া লও।
তৎপবে অল্প একটা হাঁড়ীতে খানিকটা
ঘি দাও। ঘি গরম হইলে তার ভিতর
কয়খানা তেজপত্র, কয়টা লবঙ্গ, গোটা-
কত এলাচীর দানা ছাড়িয়া দাও। এগুলি
ভাজা হইলে ডালের পরিমাণে লবণ দাও।
তার পর জিরামরিচ, লঙ্কা, ধনে ও হলুদ-
বাটা তাব ভিতর ছাড়িয়া দাও। লঙ্কা
একটু বেশী পরিমাণ দিবে, কারণ ইহাতে
লঙ্কা ফোঁড়ন নাই। হলুদও একটু পরিমাণ
হইতে বেশী দিবে। (হলুদ ভাজা হইলে
তাব গন্ধ থাকে না)। এই সব মসলা একত্র

করিয়া ভাঙ্গিয়া লও, দেখিও বেশী ভাজা
হইয়া যেন দড়ি দড়ি হইয়া না যায়।
তার পর তার মধ্যে ডাইলের পরিমাণে
জল দাও। জল গরম হইলে ডালগুলি

ছাড়িয়া দিবে এবং পাকপাত্র ঢাকিয়া
রাখিবে। ডাল বেশ সুসিদ্ধ হইলে হাতা-
ধারা নাড়িয়া নামাইবে। তার পর ঘি ও
গরমমসলা দিবে। শ্রীঅম্বুজামন্দরী দাস।

নূতন সংবাদ ।

১। ইংলণ্ডীয় যুবরাজ এ দেশে আসিলে
রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জনের উপরে
আসন পাইবেন না। তিনি যেখানে
দরবার করিবেন, লর্ড কার্জন আপনার
সম্মানরক্ষার্থ তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন
না।

২। উত্তর পশ্চিমে ভূমিকম্পের এখনও
বিরাম নাই। গত ২ই মে স্থলতানপুর্ব
এবং কুলু নামক দুইটি স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত
হইয়াছে। তাহাতে অনেক লোকের
প্রাণনাশ হইয়াছে।

৩। লেডী কার্জনের পীড়াকালে
কলিকাতাবাসিগণ গভীর সহানুভূতি
প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমুদয় ঘোড়ী
কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ কলিকাতায় একটি
জলের ফোয়ারা দান করিবার প্রস্তাব
করিয়াছেন।

৪। বর্তমান কালে মার্কিন দাতাকর্ণ
কার্ণাজি নানাবিধ হিতকর কার্যে প্রায়
৪০ কোটি টাকা দান করিয়াছেন।
তাহার শেষ দান দুই কোটি টাকাতে
একটি ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহার
স্বদের টাকা হইতে সংযুক্ত রাজ্যের

সরকারী অবস্থত শিক্ষক প্রভৃতিকে
পেন্সন্ দেওয়া হইবে।

৫। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগমের
মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত
হইলাম। ইনি নিজ অর্থকোষ হইতে
কলিকাতা মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয়ের
ব্যয়ভার নির্বাহ করিতেছিলেন এবং
সর্বপ্রকার দেশহিতকর কার্যে মুক্তহস্ত
ছিলেন।

৬। জাপানের অভ্যুদয় বিষয়ে যে তিন
জন লেখকের বাঙ্গলা প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট
হইবে, চৈতন্য লাইব্রেরী তাঁহাদিগকে
তিনটি রোপ্যপদক পুরস্কার দিবেন।
রাজনীতি, সমাজ, শিল্প, বাণিজ্য এবং শিক্ষা
প্রবন্ধের এই চারি পবিচ্ছেদ হইবে।
আগামী ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে চৈতন্য
লাইব্রেরী সম্পাদক, বিড্‌ন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

৭। গত ৩১শে বৈশাখ হরিনাভি
ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্র-
নাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি-প্রস্তর তাঁহার
স্মৃতি-স্তম্ভে স্থাপিত হইয়াছে।

৮। বটিক রণতরীবাহ চীন সমুদ্রে

উপস্থিত হইয়াছে। জাপানের সহিত
শীঘ্র সংঘর্ষের সম্ভাবনা।

৯। সম্প্রতি ট্রান্সভাল হীরকখনিতে
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে,
ইহার ওজন প্রায় একসের এবং মূল্য
৮ লক্ষ টাকা।

১০। পাতিয়ালার হাম্বুল জেলায়
ষোলটি মার্কেল-খনি আছে। ভিক্টোরিয়া
স্মৃতিভবননিম্নাংগে সেই মার্কেল ব্যবহৃত
হইবার জন্ত তাহার অত্যাংকুষ্ঠ নমুনা
কয়েকখানি প্রস্তরফলক রাজপ্রতিনিধির
নিকট প্রেণিত হইয়াছে।

১১। কুচবেহারের মহারাজা স্থানীয়
কলেজ-গৃহের ভিত্তি সমারোহে সংস্থাপন
করিয়াছেন।

১২। ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদিগের
সাহায্যার্থ লর্ড কার্জন ও কিচেনার দুইটি
পৃথক দাতব্য খাতা খুলিয়াছেন। কার্জনের
খাতায় প্রায় তিন লক্ষ এবং কিচেনারের
খাতায় ১৭ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

১৩। ইন্দুর প্লেগরোগের কারণ
বলিয়া ইহার ধ্বংসের বিধি মত ব্যবস্থা
হইতেছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি
প্রত্যেক মৃত ইহুরের জন্ত দুই পয়সা
পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। গত এক

মাসের মধ্যে তিনটি-ব্রকে ৪০ হাজার
ইন্দুর হত হইয়াছে।

১৪। জাপানে শিক্ষার কড়াকড়ি
নিয়ম। বালকবালিকাকে ছয় বৎসর
হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত স্কুলে পড়িতেই
হইবে। প্রথম চারি বৎসর জাপানী ও
চীন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, পরে
ইংরাজী শিখিতে হয়।

১৫। স্পেনে কুঁজো লোকের সংখ্যা
যত, পৃথিবীর আর কোথাও তত নয়।

১৬। রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৭। বোম্বাই সহরে অন্ধদিগের জন্ত
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কুল নামে যে
বিদ্যালয় আছে, তাহার ফণ্ডে ২১,৩৬০
টাকা জমিয়াছে।

১৮। আগামী ১লা জুলাই হইতে
তারের খবর চারি আনায় ৮র পরিবর্তে
১০ কথা যাইবে, ঠিকানার দাম লাগিবে।

১৯। গত ১৮ই মে আলবার্ট হলে
বুদ্ধদেবের ২৪৪৯ বার্ষিক পরিনির্বাণ
উৎসব হইয়াছে।

২০। গ্রীষ্মলগ্নের এক একটা তিমি
ওজনে ৮৮টা হাতীর সমান।

গ্রন্থাদি সমালোচনা ।

১। সতীশতক—শ্রীমতী নির্মলাবালা
চৌধুরাণী অণীত ও ত্রীপরেণচন্দ্র চৌধুরী
কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত এক

শত সতী রমণীর জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ
হইবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে,
তাহাতে পদ্মা, ধন্বা, সুকন্যা, রেণুকা ও

চন্দ্রাবতী এই কয়েকটা রমণীর বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। আশা কবি গ্রন্থখানি শীঘ্র সম্পূর্ণ হইবে এবং হিন্দু নারীদিগের অদ্বারনোপযোগী সত্বপ-দেশপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে পরিণত হইবে।

২। চিত্রম্পন্দন—৯ নং কেণ্ডেরডাইন লেন হইতে শ্রীলালবিহারী রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা কোনও ধর্ম-প্রাণা চিন্তাশীলা মহিলার রচনা। অনেক-গুলি কবিতায় লেখিকার কবিত্ব, গভীর-তত্ত্বদৃষ্টি এবং ধর্মভাবে আমবা মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী সম্পূর্ণ উৎসাহলাভের যোগ্য। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ কবিতায় অতি অল্প লোকই এরূপ সুন্দর লিখিতে পারেন।

৩। পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত, মূল্য ১০ আট আনা। স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা, এবং ভারত-বর্ষে নানাস্থান হইতে তাঁহার শিষ্য প্রভৃতিকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতকগুলি একত্র করিয়া পত্রাবলীর ১ম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি অতি উপাদেয়। ইহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারের নানাস্থানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং ধর্ম ও সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে মতামত জানা যায়।

৪। বসন্তগাথা—উৎকল কবি শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও প্রণীত কাব্য শ্রীমতী নগেন্দ্র-

বালা সরস্বতী কর্তৃক অনুবাদিত, মূল্য ১/০ আনা। মূল কাব্যের ভাব রক্ষা করিয়া শ্রীমতী সরস্বতী গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সু-ললিত কবিতায় অনুবাদ করিয়া আপনার শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কবিতা-গুলি সুনীতি ও সঙ্গতাবপূর্ণ। রচয়িতা ও অনুবাদিকা উভয়েই ইহাতে গৌরবান্বিত হউন।

৫। নারীধর্ম—মূল্য ১০ আনা। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী রচিত। এই গ্রন্থ-খানির ২য় সংস্করণ অল্প দিন মধ্যে হইয়াছে, ইহাতে ইহার উপাদেয়তার পরি-চয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা প্রথম সংস্করণে প্রত্যেক হিন্দুনারীকে ইহা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। ইহা টেক্‌স্ট বুক কমিটি-অনুমোদিত স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ-মধ্যে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। সাধারণ্যে ইহার অধিক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৬। গার্হস্থ্য ধর্ম—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ১০ আনা। ইহা উপরিলিখিত নারীধর্মের পরিশিষ্ট। গৃহস্থ-জীবন যাহাতে ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গৃহশান্তির আবশ্যক কর্তব্য সকল সাধনের উপযুক্ত হয়, গ্রন্থকর্ত্রী তাহারই জন্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উদারতা, গভীর দৃষ্টি এবং সমাজসংস্কারের চেষ্টা প্রশংসনীয়। - পুস্তকখানি সর্বত্র সমাদৃত দেখিলে আমরা সুখী হই।

বামারচনা ।

বসের প্রতি ।

যাও হে যাও হে বর্ষ ফিরে যাও ঘরে ।

বার মাসা ছলে হেথা,

হয়োল য়ে সখ্যতা,

পাতা সনে ফুল যথা শোভে থরে থরে ।

স্বাতর বিমল রূপ সুভদ্র অথরে

সুখ দুখ রহে লেখা,

পাষণে আঁকিত রেখা,

সদাই উজ্জল রহে আথরে আথরে ।

তোমায়ে বিদায় দিয়ে নুতনে ডাক ।

এস ওহে নব বর্ষ,

লইয়া আমোদ হর্ষ,

বরিষ মঙ্গল-ধারা অমৃত মাখি ।

সাদরে তোমায় মাখে বরণ করি ।

পূর্ণকুন্ত পুষ্পমালা,

লাজে পূরি হেম থালা,

আরতি-প্রদীপমালা স্নগন্ধে ভরি ।

তব শুভ আগমনী বৈশাখী-সমীরে ।

এনেছে চাঁপার গন্ধ,

প্রাণ মনে স্নিগ্ধানন্দ,

পুরিয়া হৃদয় মন শান্তির নীরে ।

অপসারি শৈত্য হিম তুষার রজনী ।

তরুণ অরুণ ছটা,

ঐশ্যালোকে নভ-ঘটা,

বিমল মুকুরে ছায়া স্নানরী ধরণী ।

এস হে নবীন বর্ষ কর বীণাধনি ।

এনেছ হে ফলাফল,

সুখ দুঃখ শতদল,

হুটিবে বাহার ভাগ্যে লিখিত যেমনি ।

এস হে বধাহু-দুত লইয়া সস্তার ।

তোমার ও মুখপানে

চেয়ে আছে জনে জনে,

এনেছ পুরিয়া তব নবীন ভাঙার ।

আমরা মানব আত্মস্থের প্রয়াগী ।

অহরহ সে কামনা,

জীবনের সে সাধনা,

আমরণ সদাকাল এক আভাষী ।

মধুকর হেন সদা চাহি পুষ্প-সুধা ।

পিয়ে পিয়ে সে অমৃত,

তবু নহে তিরাপ্ত,

পুরেনা আকাজক্ষা সাধ, নিটেনা ক্ষুধা ।

নুতনে প্রমত্ত সদা মানবের মন ।

দেও হে নুতন জ্ঞান,

নব মঙ্গল কার ধ্যান,

সজীব উৎসাহ লয়ে কার আয়োজন ।

অক্ষয় অব্যয় যিনি চির অপ্রাচীন,

করিব তাঁহার সেবা

দিয়ে ভক্তি মনোজবা,

এ যদি কন্দরমাঝে পেকো চিরদিন ।

প্রবেশ নবীন বর্ষ সদয় হইয়ে ।

চরণ-কমল তব,

প্রাকৃতিত নব নব

সুরভি অশ্বনারাজি রহিবে ছাইয়ে ।

গাইব তোমার গুণ আমোদে মাতিয়ে ॥

ত্রিনিস্তারিণী দেবী ।

গৃহী কে ?

সেই গৃহী যার গৃহে
শোকাক্তের তরে
আছে ছুটি আখাস বচন ।
যে করেছে নিজ হৃদে
তাপিতের তরে
আসন রচন ।
সেই গৃহী, যার গৃহে
হৃঃখি-আতুরেব
আছে জুড়াবার স্থান ;
পরহুঃখে রাবে যার
সকলুণ আঁখি ছুটি,
ব্যাকুল পরাণ ।
গৃহী সেই, যার চিত্ত
শান্ত সমাহিত
সংগ্রামের মাঝে ।
বিপদ হৃদ্দিনে যার
অনিমেঘ আঁখি ছুটি
“ঐশ্বর্য” প্রতি রাজে ।

সেই গৃহী, যার গোহে
সদা গুরুভক্তি—
অতিথির সেবা,
দ্বন্দ্ব সেই গৃহী জনা
ধবা-ধামে তাঁর মত
সুখী আছে কে'বা ?
যে গৃহের নারী নরে
প্রতিদিন ভক্তিভরে
পূজে “প্রতিভায়”,
সে পুত্র গৃহের শিরে
বদধিত হয় বীরে
বিধাতার শুভাশীষচয় ।
গৃহী সেই, যার গৃহে
নিত্য আরাধনা
বিধাতার নাম গুণ গান ;
যেই গৃহে জন্মিয়াছে
কুলের তিলক সুধী
ধার্মিক সন্তান ।
শ্রীমতী সরলা দত্ত, মেদিনীপুর ।

আমার ভাইটী ।

এমন সুন্দর ভাই কার হবে আর ?
হয়েছে কেমন সুশ্রী ভাইটী আমার !
গুপ্তখানি কি সুন্দর টুকটুকে লাল,
রাঙ্গা রাঙ্গা আভা তার কমলীয় গাল ।
এমন সুন্দর ভাই হয়েছে আমার ।
পদতল টুকটুকে মরি কি বাহার !

দেখিতে সর্বদা আমি বড় ভালবাসি,
প্রাণাধিক ভাইটীর বদনেতে হাসি ।
শুনিতে সর্বদা যোর বড় অভিলাষ,
অল্পপম ভাইটীর আশ আশ ভাব ।
এমন সুন্দর ভাই কার হবে আর ?
হয়েছে কেমন সুশ্রী ভাইটী আমার ।

শ্রীমতী সুরচিহ্না সেন ।

বঙ্গভাষা ।

মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার স্ববেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মা ।

“বঙ্গভাষা” স্বাধীন ত্রিপুরাদিগতির প্রায়ের প্রকাশিত । চাপায়, কাগজে ও প্রবন্ধগোরণে টহা সন্দোংকুঠে ।

কবির শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসত্যকুমার মৈত্রেয়, শ্রীসতীশ চন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ ও বিখ্যাত-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখক-গণ “বঙ্গভাষা” নিয়মিত লেখক । নমুনা দেওয়া হয় না । বার্ষিক মূল্য ২ । “বঙ্গভাষা” বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের বাসাবোদিনী পত্রিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন ।

“বঙ্গভাষা”—কার্যাদক্ষ,
আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা ।

ডিম্বেপ্‌সিয়া কিওর ।

অম্ম অজ্ঞান ও অগ্নিমান্দ্য বোগের মহোদয় ।

গীতার বহু প্রেম দানতান কনিয়া তামাশ হইয়াছেন, গীতার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । এক মাসের ব্যবধির মূল্য ডাকমাফল সমস্ত ১০ ।

প্রীতকৈক্য সেন,

বাগাচাপুর, গণপৎগড় পোঃ আফিম, ভাগলপুর ।

এজেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু ভয়ানাগোপাল দত্ত, ১৩১ নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা ।

স্ত্রীরোগে অশোক ।



বাদক, গভিগ্রহণে অক্ষমতা, মূত্রবৎসাদোষ, শ্রেষ্ঠ বা রক্তপ্রদায়, রক্তকৃচ্ছ, পেটে বাথা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীব্যধি ও তদাত্মক উপসর্গে আমাদের “এম্প অশোক” মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কাণ্য কবে । শুভ শরীরে সেবনে যৌবন অটুট থাকে । মূল্য হইটাকা মাত্র । পড়ে পীড়ার অবস্থা স্থলিয়া লিখিবেন । নাম ধাম প্রকাশের ভয় নাই । গোপনে, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে গীড়ামুক্ত হইতে হইলে ইহাই সেবা ।

• ইপানি, বহুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগের প্রশংসাপত্র সম্বলিত মূল্যতালিকার প্রস্ত পত্র লিখিলে আমরা উহা ডাকমাফল দিয়া পাঠাইয়া থাকি । একমাত্র ঠিকানা—
ডে, সি, মুখার্জি এণ্ড কোং, ভিক্টোরিয়া কোমিক্যাল ওয়ার্কস, রাণাঘাট (বেঙ্গল) ।

থাইসিস্ ইন্হেলেসন্।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।

যতপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে, যতপি তোমার পিতা কিম্বা মাতার অব-কাশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যতপি কখনও তোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জ্বর, হাত পা ও চক্ষু জ্বালা বোধ হয়, রাতে ঘণ্টা অক্লান্ত জমশঃ কাহিন ভাব ও দুর্দশতা অনুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এম্, সি, পালের থাইসিস্ ইন্হেলেসন্ তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ ?

থাইসিস ইন্হেলেসন্ খাইবার ঔষধ নয়। এই ঔষধের কেবল মাত্র আশ্রয় লইতে হয়। হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধের আশ্রয় লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটাদি সকল (জড়) ধ্বংস হইয়া যায় ও কুস্কুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” ব্যবহার করিলে অতি মৃদুই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আশ্রয়ে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশু সপ্তদশ বৎসরী আবশ্যক হয় না। মুগা ১ শিশু ৫ টাকার, পার্কিং থেচ ৮০ আনা। ডাক-মাণ্ডল ও ভিঃ পিঃ থরচা ৮০ আনা।

প্রাথমিকপত্র।

ডাক্তার এ, এন্, রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন :—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ক্ষয়কাশ-রোগকে আপনার ইন্হেলেসন্ ব্যবহার করিবার জন্য সর্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি। পরবর্ত্তকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” দিয়া বাবিত করিবেন।

ডাক্তার ইদাল্জী কাওয়ারজী, এল্ এম্ এস, সার জামসেৎজীর মানিটেব্রিয়াম, পাণ্ডালী, বম্বে পেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন :—আপনার “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” খুব উপকারী ঔষধ; সর্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমার জ্বর ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা, অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ তাকে তাহার জন্য এক বোতল “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এম্,

১২ নং ডাক্তার্স লেন, ডালহৌসী, কলিকাতা।

সন্তানরক্ষক ।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা-বমি, বমেনেচ্ছা, অকুটি প্রভৃতি অন্যান্য অসুখ নিবারণেব অতি আশ্চর্য্য মালিস ।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্তব্য ; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকেব সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের “সন্তানরক্ষক” মালিস যে কলদূর উপকারী তাহা বলা যায় না ।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২/- ; প্যারিফর্ম্ সযচা ১/০ ; ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকনাশুল ১/০ ।

ডাক্তার শ্রীমতীলক্ষ্মী পাল, এল্. এম্. এস,
১৯০৭ ডাকিহাস রোড, ভাদুলতা, কলিকাতা ।

প্রশংসাপত্র ।

ভদ্রাবলী । ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল ।

সমস্বয়ম্ নিবেদন -

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লীলা যুগলকিশোর প্রসাদ বায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু । তাহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চাবি দিবস মদোই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত । উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট “মিশ্র” উপাধি-ধারী জনৈক বিহাবদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক তাহাই ছিল । আমার নিকট তাহার এ কথার উল্লেখ এবং বান্ধবা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার “সন্তানরক্ষক” ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম । আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখা হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে । তদ্বিন্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলমিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুশলনানাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসাকলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই । উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুবোধে ও তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম । ইতি

নিবেদক—শ্রীধরশ্যামল মহাভারতী, সম্মার্সী

মনোজবা ।

শ্রীমতী নিস্তারিনীদেবীপ্রণীত । বাবু সুরেন্দ্রপ্রসাদ সান্যাল এম এ কর্তৃক
প্রকাশিত । মূল্য কাপড়ে ভাল বাঁধা ১৮ টাকা ; কাগজের মলাট ৬০ মাত্র । কলিকাতা
৭০ নং কলেজ ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান ডিপজিটারীতে, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটিবুক সোসাইটীতে
এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

ইহা দলে দলে বিচিত্র ভাবে বিকশিত ও বিবিধ স্বরূপে সুরভিত । লেখিকা পিতৃ-ভক্তি অন্তরে
লইয়া দেবারাধনা, মাতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দাম্পত্যশ্রণ, সোভ্রাতৃ, সখ্য,
অশ্রুশ্রিয়তা, দীনে দয়া এবং সকলভূতে সহানুভূতি এই সকল ভাব চিত্রাঙ্কনে আপনার লেখনী চালনা
করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থপানিকে সজীব ও যশস্বীভাবে পূর্ণ করিয়াছেন ।

কবির পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন :—

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর । অন্তরঙ্গীয় হৃদয়ের স্নিগ্ধ পুত ভাবসৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায়
প্রতিফলিত । আমি পুলকিতচিত্তে এই গ্রন্থপান পাঠ করিয়াছি এবং সকলকেই ইহা পাঠ করিতে
অনুরোধ করিতেছি ।—ভক্ত যেমন “ও জবাকুহমসক্কাশং” বলিয়া শ্রীধারদেবকে রক্তজবা অর্পণ করেন,
গ্রন্থকর্ত্রী তেমনি তাঁহার ভক্তিচন্দনে মাখা এই মনোজবাটি শ্রীধার গির্জাদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন ।
এ অর্ঘ্য শ্রীধার গির্জাদেব দিবার উপযুক্ত ।

“আবেগ ।”

(কবিতা পুস্তক)

কোন ভদ্র মহিলা বিরচিত ।

প্রধান প্রধান মাসিক পত্র বিশেষরূপে প্রণসিদ্ধ ।

Abega—“Emotion” is a collection of lyrical and other pieces, many of which are inspired by genuine feeling. The piece “Enlisted Coolies in Assam” draws a picture of misery which is really touching.—Calcutta Gazette, 30 September, 1900.

অন্ধর কাপড়ে বাঁধাই আঁট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১৮
এক টাকা মাত্র । একরূপ মূল্য মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল
লাইব্রেরী, ও মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং কি, এন হালদারের দোকানে প্রাপ্য ।

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়, ইহার মত সর্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই, জবাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি, জবাকুসুম তৈল মস্তকের স্নিগ্ধকর, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহৌষধ। জবাকুসুম তৈল কেশের হিতকর।

এতৎ সম্বন্ধে—ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন শ্রীযুক্ত অনারবল রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল মাথাধোরার বিশেষ উপকার করে। ইহা ব্যবহার করিলে সমস্ত শরীর, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। এই তৈল যেমন সুগন্ধি, তেমনই উপকারী।

ভারতের অধিতীয় সন্তান ভুবনবিপ্ল্যাত অনারবল শ্রীযুক্ত হুরেলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

জবাকুসুম তৈল সমস্ত শরীরের ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকারক এবং মনোভগ্নক্ষয়নিব্ধি।

উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার, হুসসিদ্ধ লেখক, বঙ্গের গৌরবরবি শ্রীযুক্ত আর, সি, দত্ত, ব্যারিষ্টার—
গ্যাটল, সি, আই, ই লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল আমার বাটীতে ব্যবহৃত হয়। তৈলটি সুগন্ধি, উপকারক ও মস্তিষ্ক-স্নিগ্ধকর।

হাঁহাদের চুল উঠিয়া যাউতেছে বা অকালে পাকিতেছে, হাঁহাদের মস্তকে টাক পড়িয়াছে বা মগামাস হইয়াছে, হাঁহাদের চুল ছোট ও বিবর্ণ, তাঁহারা জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন। জবাকুসুম তৈলের জ্বায় কেশের উপকারক তৈল আর নাই।

বঙ্গের অধিতীয় লেখক, পরম পূজাপদ অমর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, C. I. E মহোদয় লিখিয়াছেন—

“জবাকুসুম” তৈল আমার বাটীতে ব্যবহৃত হয়, ইহার বেশ সুগন্ধ আছে এবং কেশের ও মস্তিষ্কের পক্ষে এটি তৈল বিশেষ উপকার করে।

পঞ্জাব হাইকোর্টের হুসসিদ্ধ বিচারপতি পূজাপদ অনারবল জটিল শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের জবাকুসুম তৈল কেশের পক্ষে অতি উপকারক তৈল। জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও নিদ্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, এবং ইহা ব্যবহার করিয়া আমি মহান্ উপকার পাইয়াছি।

অপর স্থান হইতে জবাকুসুম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিলির গাত্রে বাজালা অক্ষরে “জবাকুসুম তৈল, ২৯নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা” এই কয়েকটি কথা অঙ্কিত আছে দেখিয়া লইবেন, তৈলটির গন্ধ অতি মনোহর তাহাও দেখিবেন, নতুবা তাহা ভুল বলিয়া জানিবেন।

তৈল পাইবার ঠিকানা—

২৯নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বপ্নের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

যাত্রার দেকপ পীড়া, মহাজ বা ছবাবোগা, পীড়ার আদোপাথ্য বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার ককন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না। দ্বিভুক্ত রক্ত, অম্লশূল, শরীরের অথবা চক্ষু পদের দাও, পুরাতন জ্বর, ও শরীর হ্রাস থাঙ্কিলে অনন্তমূলা ও গুলপের সিরাপ ব্যবহার ককন, আশ্চর্য ফল পাটবেন। মূল্য ১ এক মাসের যোগ্য প্রত্যেক ৮০ আনা কবিরাজ ১১০; আজকাল এই সিরাপস্বয় সৰ্বপ্ৰকারে ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তর, তন্মধ্যে এক খানি দেখুন।

দেবকজ বিদেহায় কৈলজ স্বামীর প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক শাহুনিশারদ, জ্ঞানী বহুদর্শী শ্রীধামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল প্রহসন্তে যাত্রা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকল অমূল্য—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনাব গুলপ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পানির দোষ (যাত্রা আমার কালমেল খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা খান্য এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সম্ভ্রোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্যন্ত সমূলে নিষ্কূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্বপদান। ইহার তুলা জগতে আর ঔষধ নাই। ১লা অখিন, ১৩০৭। শ্রীধামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্বপ্রকার স্বাভোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৮০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি সূত বা অরিষ্টে অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা স্রোতালোকদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেবা ও সুস্বাদু। আহাৰান্তে দুগ্ধ ২ বার খাটতে হয় মাঝ। কিন্তু এ স্থানে অগ্নি রাখা কঠিন যে, যেখানে অধিক রক্তস্রাব ও গর্ভদ্রাবণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বক্ষাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভদ্রাবণ ও পাত হয়, এমন স্থলে প্রাণে সিলাবহাদি সিরাপ ও রাত্রি আহাবান্তে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বক্ষাদোষ ও গর্ভদ্রাবণের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং পর্ভের সম্ভ্রাবন বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাভা বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমাদের যাত্রাবাণ্ড তুলা পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৮০। সিলাবহাদি সিরাপ মূল্য ১। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

মান্যকার—শ্রীহৃদয়নাথ রায়, হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

চন্দ্রকান্ত ।

বর্তমান শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য কৈশ-তৈল !

চন্দ্রকান্ত উচ্চশ্রেণীর অল্পমাত্রা স্তন্যাসিত কৈশ-তৈল ।

চন্দ্রকান্ত কলিকাতার উচ্চসমাজের একটি আদরের সামগ্রী ।

চন্দ্রকান্ত আধুনিক কেশবদ্ধক শৃঙ্গার তৈলের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ ।

চন্দ্রকান্ত সর্বপ্রকার মস্তিষ্ক রোগের এবং মস্তিষ্ক মনোবোধ ।

চন্দ্রকান্ত কেশের অকাণ্ডিকতা ও টাকবোঁগ নিবারণে অব্যর্থ ।

চন্দ্রকান্ত শরীরের কাঁপু ও মৌলিকতা বন্ধন করিতে অধিকার ।

চন্দ্রকান্ত গৃহলক্ষ্য কামিনীগণের পানের সামগ্রী । ইহা ব্যবহারে তাঁহারা আজীবনকাল কেশদাম লাভ করেন ।

মহিলাগণ ! আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনারা অজ্ঞাত কৈশ-তৈল ব্যবহারে যদি কিছুমাত্র উপকার না পাওয়া থাকেন, তাহা হইলে আশাশুভ না হইয়া একটি বার মাত্র চন্দ্রকান্ত ব্যবহার করুন ।

চন্দ্রকান্ত সম্বন্ধে ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, মহারাজা, রাজা প্রভৃতি উচ্চসমাজের প্রসংশাপত্র পাঠ করুন ।

চন্দ্রকান্ত তৈলের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করাইবার নিমিত্ত ৩ মাসকালের জন্য

অভাবনীয় বিরাট উপহার

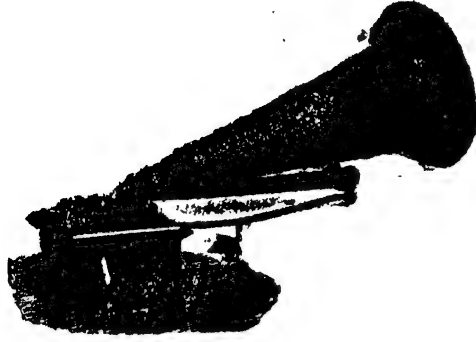
দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । প্রত্যেক শিশুর সহিত ১ পানি স্কন্দর রেশমী ক্রমাগত, ১ শিশি মূল্যবান বিলাতী এসেন্স ও ১টি স্কন্দর সাবান বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে । ক্রেতা ইচ্ছাশ্রুযায়ী ঐ তীব্র মধো একটি মাত্র অধিকতর মূল্যবান উপহার লইতে পারেন । ১ ডজন লইলে ১টি নিকেল বোঁপোর স্কন্দর টেকসাঁড় দেওয়া যাইবে ।

স্কন্দর বড় শিশি—মূল্য ১. এক টাকা ।

পুণ্ড্রকর্ষি ঐশ্বর্য্যালয় বা পুণ্ড্রভাণ্ডার, ৩৭৪ নং ৬পার চিংপুর রোড, অথবা ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, ঘোড়াশাকো, কলিকাতা ।

দোয়ার্কিন এণ্ড সনের

গ্রামোফোন বা গান গাহিবার কল।



গ্রামোফোন চালাইতে যে কোন প্রকার কল-কৌশল-জ্ঞান বশ্তক করে, একপ ঘেন কেহ মনে না করেন। শ্রীলোক বা বালক মাঝেই অনায়াসে এট যন্ত্র চালাইতে পারিবে। রুক বা ওয়াচ ঘড়ীর জায় চাপি দিলেই ‘গ্রামোফোন’ আপনি গান গায়—অবিকল মানুষের মত। অনেক দূর হইতেও গানের কথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

‘গ্রামোফোন’ যে কত গান গাহিতে পারে, তাহার সীমা নাই। বাঙ্গালা, হিন্দী, ঠংরাঙ্গি গান, ব্যাণ্ডের বাজনা, কনসার্টের গৎ, থিয়েটারের অভিনয় ইত্যাদি গ্রামোফোনে সব শুনিতে পাইবেন। আমাদের নিকট কলিকাতার স্নিদ্ধ শ্রীলোক বা পুরুষ গায়কদিগের গান, থিয়েটারের গান বাজনা ইত্যাদি অনেক মজুত আছে ও তৈয়ারী হইতেছে। আপনি একটি গ্রামোফোন ক্রয় করিলে চচ্ছায়ত যে কোন গায়কের গান বিনা খরচে ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইবেন।

গ্রামোফোন যন্ত্রে ব্যবহারে খারাপ হইতে পারে একরূপ কিছুই নাই। যদি কোন অংশ অসাবধানতা বশতঃ কোন রূপে ভাঙ্গিয়া যায়, সেই অংশ বদলাইয়া দিলেই আবার ঠিক নূতনের মত হইবে।

গ্রামোফোনের দাম খুব কম। গ্রামোফোন হইতে অনেক নিকৃষ্ট বস্ত্র অনেক বেশী দামে এখনও বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু বাহারা গ্রামোফোন শুনিয়াছেন, তাহারারা অস্ত্র কোন বস্ত্র পছন্দ করেন না।

দাম।

৩নং ৪৭১০ ; ৫নং ৭২১০ ; ৬নং ৮২১০ ; ৭নং ৯৭১০। মনর্ক গ্রামোফোন
১১২১০ ; ১৫০ ; ১৮৭১০।

গানের দাম স্বতন্ত্র। ছোট সাইজ ১৫০। বড় সাইজ ৩৫০। গানের তালিকা
চিঠি লিখিলে পাঠান হয়।

DWARKIN & SON,

The Paris Musical Depot, 267 Bowbazar Street, Calcutta.

অশ্বগন্ধাটনিক

(দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত)।

প্রসবাস্থে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পর্বীক্ষিত মহোদয়। ইহা দ্বারা অধিক রক্তস্রাব নিবারণ, সর্বাঙ্গে বদনা দূর, উত্তম পরিপাক, জ্বরাবুদ্দি, কোষ্ঠ পরিষ্কার, দূষিত রক্তের শোধন, নূতন রক্তের উৎপাদন, পেটের কনকনানি ও শরীরের মেজ-মেজানি দূর, তৃষ্ণা ও শ্লেষ্মা নিবারণ, জ্বরের বশাদান ও সুনিদ্রা হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহার এক শিশি ব্যবহারেই প্রসূতি বগ ও ক্ষুধা পাইবেন।

ইহা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাব সর্বাশ্রেষ্ঠ টনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। স্নায়ুশক্তি ও মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়কণা, মন ভ্রান্তকণা, অস্বপ্ন ও দৃষ্টান্তবদ্বাস, রক্তচীনতা, অনিদ্রা, জ্বরামান্দা, বাত, বে বোন রোগান্তে ও প্রসবাস্থে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রদ। হিষ্টিরিয়া ও বহুমূত্র রোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা সূত্র শব্দে ও সকল ঋতুতেই ব্যবহার্য।

যাত্রাদিগকে অনেক পথমাগে মস্তিষ্কচালনা করিতে হয়। যথা—ছান, শিক্ষক, হাকিম, উকীল—তাহাদেব ও অন্যান্য লোকেব পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের বশাদান করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পাঠ্যভাসেব সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। ফলতঃ ইহা কড়লিভাব অশ্রম, মালমা, ও মন্ট অপেক্ষা অধিক উপকারী। কর্বেল কে, পি গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, মিভিল মার্জেন, ডাঃ কে, ডি, বসু, মিভিল মার্জেন, ডাঃ এম, এন, বসু, এন্, এন্, এম, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়-কুমার চৌধুরী, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মোল্লা মুজিবর রহমান ও সববেজিষ্টার বাবু তারাপদ ঘোষ প্রভৃতি ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মূল্য—৮ দিনে দেবা চারি আউন্স শিশি দেড় টাকা, মাশুলাদি নয় আনা।
কমিশন—বার শিশি দেড় টাকা, ৬ শিশি দশ আনা ও ৩ শিশি সাড়ে চারি আনা।
৩ শিশি বা তাহার অধিক এককালে লইলে মাশুলাদি সম্বন্ধে সুবিধা হইয়া থাকে।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ, কে, বসু এণ্ড ব্রাদার্স,

টম্পসবিয়াল কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

৩৭ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

কন্সল্টিং ফিজিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি, কোমিষ্ট—বাবু ভূপেন্দ্রকুমার বসু, এম, এ।

কুন্তলীন সর্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল কেন ?

কুন্তলদাম বিধাতার দুর্লভ দান ।

কেশরাশি নরনারীর বড় আদরের সামগ্রী ।

কেশের প্রাচুর্য্যে মহিলাগণেব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় ।

কুন্তলরাশি মস্তককে শীতাতপ হইতে রক্ষা করে,

ইহা নরনারীগণেব জীবন-ব্যাপী সহচর ।

কেশের প্রাচুর্য্য রক্ষার জন্য

একটি অতি উৎকৃষ্ট, বিশুদ্ধ, নিষ্মল ও স্নিগ্ধগন্ধ

কেশপোষক তৈল যথানিয়মে কেশে

ব্যবহার করা কর্তব্য ।

কুন্তলীনের উপযোগিতা

সমগ্র ভারতের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মহিলা ও

পুরুষগণের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরিয়া

বিশেষরূপে পরীক্ষিত ।

এইচ বসু,

ম্যাসুফ্যাক্চারিং পারফিউমার,

৬২ নং বোম্বেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

Registered No. C. 134.

No 502 3.

June & July, 1905.

বামাবোধিনী পত্রিকা

শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। { জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১২। } ৮ম কল্প।
৫০২-৩ সংখ্যা। { } ২য় ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৩৩	১৬। সতীপঙ্কক ... ৬০
২। কানীবাগিনী ... ৩৫	১৭। বালক ধর্ম্মার্থীদিগের প্রতি ... ৭২
৩। প্রায়শ্চিত্ত (পত্র) ... ৩৮	১৮। সাহাক্ষ্যেব ছই রাণী ... ৭৩
৪। পুষ্পোত্থান ... ৩৯	১৯। বনবাগিনীর পত্র ... ৭৬
৫। জমলা ... ৪১	২০। মালিনী ... ৭৮
৬। আহাব সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত ৪৫	২১। শাস্তি (পত্র) ... ৮৪
৭। পিতৃভক্তি সাধন ... ৪৮	২২। বিবিধ তত্ত্ব ... ৮৫
৮। বিবি বেসান্টের বালিকা-বিদ্যালয় ৫৩	২৩। বিধবা-বিবাহ বিষয়ে গোটা ছই কথা ৮৭
৯। দেব ও আনন্দের দীক্ষা (পত্র) ৫৪	২৪। মেহ-নিদর্শন (পত্র) ... ৮৯
১০। উদাসীন্যেব চিন্তা ... ৫৫	২৫। নূতন সংবাদ ... ৯১
১১। নবীন ভারতী ... ৫৮	২৬। বামাবচনা—জীবনের ভ্রম ... ৯৩
১২। সম্মানসিনী ও জুজের্ডার ... ৫৯	নিদাঘ-তপন, বাগনা ... ৯৪
১৩। অর্থনীতি ... ৬৪	পুনরাগমন ... ৯৫
১৪। রসায়ন-বিজ্ঞান ... ৬৬	নৈশ শোভা, বকুলফুলের প্রতি ... ৯৬
১৫। কবিতা-বিন্দু (পত্র) ... ৬৮	

কলিকাতা।

৩নং কলেজ স্ট্রীট বাটলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীহরকুমার দত্ত কর্তৃক ২নং আর্টনিবাগান লেন
বহিতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বাধিক মূল্য ২৪/০, অগ্রিম বাধাসিক ১১/০, পঞ্চাঙ্গের বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী'র কয়েকটা নিয়ম।

- ১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৪/০, অথবা অগ্রিম বাগ্ম্যাদিক মূল্য ১১/০, পাঠ্যপুস্তক "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ১০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- ২। বামাবোধিনী-কার্যালয়ে কিম্বা সরকারিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহককে ছাপা রসিদ পাইবেন।
- ৩। বিজ্ঞাপনের হার অনুসারে এক বৎসরের জন্য প্রতিবার কভার ও সমুদ্রের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন পৃষ্ঠা ২৪/০; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১১/০। অপব্যয় নিয়ম বামাবোধিনী-কার্যালয়ে জ্ঞাতব্য।
- ৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অগ্রগৃহীত রিমাই পৌষ্টিক লেপেন। নতুনা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।
- ৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অগ্রগৃহীত পত্র ফেরত দিতে হবে।
- ৬। মফঃসল হইতে মাল অর্ডার, রেজিষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাহা বামাবোধিনীর মূল্য পাঠাইবেন, তাহা বা অজ নামে না পাঠাইরা, সম্পাদক শ্রীমত উৎকল দত্ত মহাশয়ের ন.
- ৭ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা।
৩২শে আষাঢ়, ১৩১২ :

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্যাব্যাহক।

মূল্য-প্রাপ্তি।

অগ্রিম।

বাবু মহাতাপ মল্লিক বিডন ষ্ট্রীট	২৪/০	যুবরাজ বীরব্রজ সিংহ দেববাহাদুর	
,, জগবন্ধু দত্ত বাঁকুড়া	"	ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর	২৪/০
ডাঃ চন্দ্রমোহন ঘোষ কলিকাতা	"	বাবু জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুজাপুর	"
বাবু অনন্তরাম ঘোষ ঐ	"	,, আশুতোষ বিশ্বাস ,,	"
,, ককণা দাস বহু ঐ	"	,, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ,,	"
,, উপেন্দ্রনাথ মিত্র ,,	"	শ্রীমতী সরলতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা	"
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত ,,	"	বাবু মতিলাল দে কলিকাতা	"
ডাঃ প্রাণধন বসু ,,	"	,, জুগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ,,	"
শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষ ,,	"	,, যোগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা	২৪/০
বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ,,	"	,, নিমাইচরণ দেব শ্রীমতীজ্ঞান	২৪/০
,, সত্যপ্রিয় ঘোষ ,,	১১/০	,, গোষ্ঠবিহারী দত্ত ফিয়ার্স লেন	"
,, হরেন্দ্রনাথ ব্রজ ,,	"	ডাঃ আবদুল বহু ভবানীপুর	"
শ্রীমতী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বজীতলা	২৪/০	মিঃ এম এম বানার্জি বিডন ষ্ট্রীট	"
শ্রীমতী সরলীবালা সিংহ কলিকাতা	"	অনারেবল এ, এম বহু বনমদা	"
ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায়, রায় বাহাদুর কলিকাতা	১১/০	বাবু গিরীশচন্দ্র রায় ভবানীপুর	"
বাবু স্বরূপচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা	২৪/০	শ্রীমতী নির্মলিনী রায় জিহড়	২৪/০
,, কলিতমোহন দাস ক্রিক রো	১১/০	বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	"
,, পরব্রজদাস লাহিড়ী কলিকাতা	২৪/০	,, রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কলিকাতা	"

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

জগদ্বিখ্যাত ও ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল ।

অগ্গ্রে, শিষ্ণুকারিতায়, যাবতীয় শিরঃশীতা দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কেব শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত মনোহরমস্মারক তৈল আর নাই । মানসিক পরিগ্রহকারাদিগের পক্ষে নিত্যা ব্যবহার্য্য । লক্ষ্মীবিলাস কেশ বুদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল । মূল্য প্রতি শিশি ৮০, বোতল ২৫ ; মফঃস্বলে প্যাকিং ও ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র ।

প্রতি শিশি মায় ডাকমাশুল ১৮/০ ; বোতল ৩৮/০ ।

ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত সেই

সুখাসিন্ধু রস ।

ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে জ্বালা, পাণ্ডু, গ্ৰীণা ও যকৃত-মাম্বুজ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর, পালা, দ্বিকালান, ত্রিকালান, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয় । কুটনাইন বর্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত । মূল্য প্রতি শিশি ৮০ আনা । মফঃস্বলে মায় প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১৮ টাকা । সর্বদেই এজেন্ট আবশ্যক । রীতিমত কমিশন দেওয়া হয় ।

বাতরাজ তৈল ।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গেটে-বাত, কোমরের বাত, চপতি বাত, ঝিকঝিক বাত, চোরঙ্গি বাত, বাতরোগ যত বড় উৎকট হউক না কেন, এক শিশি ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে ।

মূল্য বড় শিশি ১৮, ছোট শিশি ১০ আনা, ডজন—বড় শিশি ১০০ টাকা, ছোট ৫০ টাকা, মফঃস্বলে পাঠাইতে, হইলে প্রতি বড় শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১৮/০ আনা এবং ছোট শিশি ১৮/০ আনা ।

অবিখ্যাত ডাক্তার, কবিরাজ এবং ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রযোকগণের নিকট হইতে অসংখ্য প্রশংসাপত্র গ্রাপ্ত হইয়াছি ।

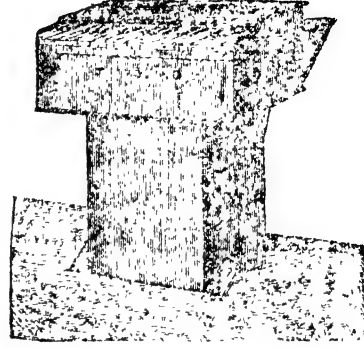
মতিলাল বসু এণ্ড কোং,

ভাগষ্টম্ এণ্ড কেনারল মার্কেট,

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা ।

মণ্ডল ফুলট।

দেশবিখ্যাত রাভা, মহারাজা, বাঙ-
মাঠার, প্রফেসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত
ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্তানী
সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যাৎ-
কৃষ্ট বহুপ্রচলিত মনোমুগ্ধকর “মণ্ডল
ফুলট” উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারান্টি সহ
বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতামুরাগী
প্রত্যেকেই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়।
আত্মপ্রশংসা নিশ্চয়োজন। মূল্য ৩
অক্টেভ্ ৩ ষ্টপ্ ৩৫, ঐ স্বল্প কাজ করা ৪০ টাকা। ঐ দুই শেট রাউড ৪ ষ্টপ
৬০ এবং ৭৫ টাকা।



মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—
(১) বড়বাজার শাখা, ২২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; (২) শোভাবাজার
শাখা, ২২৫১২ অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা; (৪) বাকীপুর শাখা, বাকীপুর; (৫) পাটনা শাখা, পাটনা।
(৬) মথুরা শাখা, মথুরা।

আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত রাখি। সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসক ঔষধালয়গুলির তত্ত্বাবধান
করিয়া থাকেন এবং সুশিক্ষিত কর্মচারিগণ ঔষধাদিগের সহিত সম্বাসকর্ষদা পরামর্শ
করিয়া ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করাই
কঠিন, একান্ত বিশেষ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনবরত তত্ত্বাবধান করেন। শিশি, কর্ক,
থার্মামিটার, ষ্টীপসকোপ, মলিউল, গিল্ল, ঔষধপূর্ণ বাস্ক ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে
বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঔষধালয়ে চিকিৎসক বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া
থাকেন। সফলত্ববাসী চিকিৎসকগণ পত্র দ্বারা পরামর্শ পাইয়া থাকেন। পত্র
শিথিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বা বাংলা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

টাকের মহৌষধ ।

২ আঃ শিশি—মূল্য ১ টাকা ।

১৮৬৫ সাল হইতে এই মহৌষধ প্রচারিত হইয়াছে, ইহা ষায়া হাজার হাজার লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে । যে কোন কারণে চুল উঠিয়া যাউক, এই ঔষধ ব্যবহারে নূতন চুল জন্মিবে ।

বাতরোগের মহৌষধ ।

১ আঃ শিশি—মূল্য ৬০ আনা ।

কোমরের বাত, সন্ধিবাত, খিলধরা, পক্ষাঘাত, সিঙটিকা, লম্বেগো, দন্তরোগ, শিরঃপীড়া ও মচকান ব্যাধা প্রভৃতি আরোগ্য হয় । এই উভয় ঔষধ দ্বারা শতকরা ৫০ হইতে ৬০৭০ জন পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়া থাকে । বায়ের ভয়ে এখানে প্রশংসাপত্র ছাপান হইল না । ঔষধের সঙ্গে অনেক প্রসিদ্ধ লোকের প্রশংসাপত্র পাইবেন । উপকার না হইলে সামান্য ক্ষতি ; উপকার হইলে বিশেষ লাভ । একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । ডাক-মাশুল ও প্যাকিং খরচা ১/০ আনা । সকল প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ও এলোপ্যাথি ঔষধ শুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায় ।

মহলানবিন এণ্ড কোং, ডুগিকট্‌স্‌,

২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

অক্ষয়চরিত

অথবা

মহাশা অক্ষয়কুমার দত্তের সচিত্র ও সমূলক জীবনচরিত ।

কলিকাতা—৫৫নং অগার চিংপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারিতে প্রাপ্তব্য । মূল্য ১০, ডাঃ বাঃ ১০ ।

The book is well written and contains many interesting acts regarding Babu Akshay Kumar Dutta's life which should be studied by all who have a taste for master-pieces on literary products of the great Bengali Author.

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি ।

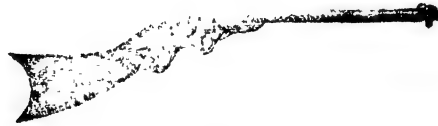
অন্য বাজে দোকানের জঘন্ত কেমিকেল স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্বে আমাদিগের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি। পরে লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যের এবং গহনার সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমাদিগের গহনা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি। সত্য, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পাবেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং।

ফিরিয়াসকোপ্ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র ।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখাইতে পারিবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সমগ্রী — মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন, লুকিং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটির মূল্য ৪ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১১০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৮০ হিঃ পড়িবে। যেক্ষণে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডাঃ মাঃ স্ত্রস্ত্র ।

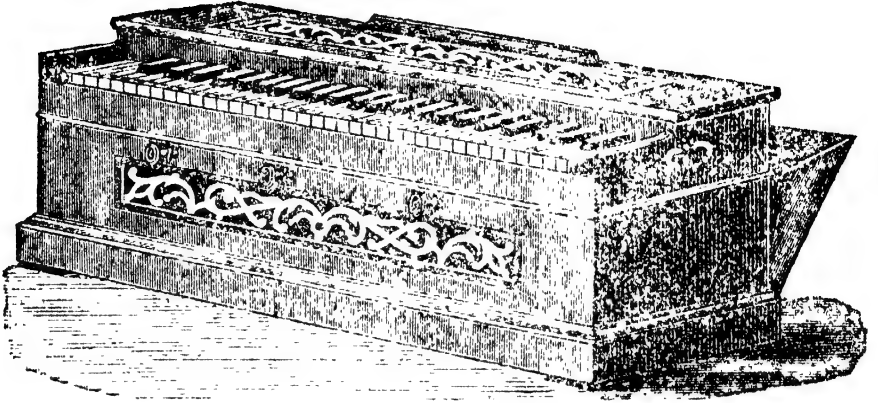
কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে ।



ইতিপূর্বে যে ১ নং বন্দুক ৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪ টাকা মূল্যে দিতেছি। শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুলিশে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় লক্ষ এবং সর্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মনুষ্যকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায়। ডাকখরচ দক্ষণ ১ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কোটা ছররা গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাইণ্ড ১/০ আনা হিঃ পড়ে। পি, সি, দাস; ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

আদি ও অকুরিম
মোহন ফুলুট-হার্মোনিয়ম ।



দেশীয় সঙ্গীতচর্চায় আমাদের এই অগাধখ্যাত মোহন ফুলুট-হার্মোনিয়ম যেরূপ উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই সেরূপ নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুকৌশল, সহজ বেলা সঞ্চালন এবং বাহ্য মৌল্যের বিবেচনায় ইহা অগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক জাজ্ঞ্যমান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে। অতএব সাহসনয় নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক “মোহন” কথাটি ও বেলোর পৃষ্ঠে অঙ্কিত স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠিকিবেন। মফঃস্বলে ভি, পি, তে পাঠাইয়া থাকি। যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয়। মূল্য ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৫, ও উর্ক। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে সচিত্র মূল্য-তালিকা প্রেরিত হয়।

একমাত্র নির্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স, মোহন মিউজিক্যাল ডিপো, ২ নং শোয়ার চিংপুর রোড (বিতলের উপর), কলিকাতা। গ্যারান্টি ৩ বৎসর।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য ।

কাব্যকুমারলি-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরে ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাধা। মূল্য ১৫০ টাকা, ডাকমাস্তুল ৮০ আনা। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

রাজহুবর্গের পৃষ্ঠপোষিত
কলিকাতা আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ।

ম্যালেরিয়া—ম্যালেরিয়া ।

গ্রাম উৎসন্ন হইল—দেশ রসাতলে গেল প্রাণের দারে—রোগের দীর্ঘকাল-
ব্যাপী যন্ত্রণা হইতে পরিভ্রাণ লাভের জন্ত লোকে কত পেটেন্ট ঔষধই ব্যবহার
করিল তাহারও সংখ্যা নাই ; “মহাশক্তি” পেটেন্ট নহে—ইহা আয়ুর্বেদোক্ত
মহাশক্তি-সঞ্চারিণী বটিকা—জ্বরের ব্রহ্মহস্ত । এক কোটা ব্যবহারেই অব্যর্থ ফল
প্রত্যক্ষ হয় ।

মূল্য প্রতি কোটা ৥০/০ ।

প্রতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসম্মত ঔষধ ।

চ্যবন প্রাশ ।

জরাজীর্ণ, মৃতকর, বৃদ্ধ চ্যবনমুনি এই রসায়ন প্রভাবে পুনর্দীবন লাভ করিয়া-
ছিলেন । ইহা সেই অমোঘ রসায়ন । অকৃত্রিম চ্যবনপ্রাশ বিরূপ ফলপ্রদ, তাহা
আমাদের এই মহোৎসব পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন । সামান্য সর্দি কাশী
হইতে হৃঃসাধ্য কঠিন হাঁপানী, বক্ষা, শ্বরভঙ্গ, উরঃকঠ, ক্ষয় প্রভৃতি সর্ববিধ
কাশরোগে ইহা অব্যর্থ ও অমোঘ । দুর্বল ও ক্ষীণ ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

যাঁহারা কেবল আমলকী পিণ্ডমাত্র ভেগ চ্যবনপ্রাশ সেগনে কিছুমাত্র ফল
প্রাপ্ত হন নাট, তাঁহারা আমাদের বিত্তক চ্যবনপ্রাশ একবার পরীক্ষা করুন ; ইহাই
আমাদের অনুরোধ । যাঁহারা ইহা একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই
বিফলমনোরথ হন নাই ।

মূল্য প্রতি সের ৮ আট টাকা । প্রতি শিশি (২১ দিনের) ১ টাকা ।

কবিরাজ শ্রী অপরীকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যানিধি,
২৯৭২ নং অপার চিংপুর রোড, পোড়াবাগার,
কলিকাতা ।

“ওই বুঝি বাঁশি বাজে !”

পল দিয়া কোন ভিখারী এই সুন্দর গানটির একটা কলি গাহিয়া যাইতেছিল। আর আমি শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া, জানালার ধারে বসিয়া তাহার সেই মধুর গান শুনিতেছিলাম। গানটির সুরও যেমন সুন্দর, ভাবও তেমনি মধুর। কিন্তু সে মধুরতায় মগ্ন হইবার উপযুক্ত মনের স্ফুর্দ্ভ আশ্রয় ছিল না। সর্বদাই আমার মাথাটা ঘুরিত, এক এক সময় চোখে যেন অন্ধকার দেখিতাম। কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। মস্তিষ্ক গৎম হওয়ায়, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছিল। ভিখারী চলিয়া গেল—আমি একা সেই নির্জন গৃহে বসিয়া রোগের কথা চিন্তা করিতেছি। সহসা পণিপার্শ্বস্থ একখানি লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপনের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা আছে—“কেশ-রঞ্জন তৈল শিরোরোগের মহৌষধ।” মনে ভাবিলাম—অনেক রকম ত করিয়াছি—কিছুই ফল পাই নাই। কেশরঞ্জনের পরীক্ষাটা আর বাকী থাকে কেন? তার পরদিনই একটা টাকা দিয়া আমি এক শিশি কেশরঞ্জন আনাইয়া মাথিতে লাগিলাম। দুই তিন দিনের মধ্যেই উপকার বোধ হইল। মাথার গরমটা কাটিয়া গেল—এক সপ্তাহের পর আমি পূর্ববৎ হইলাম। আমার জায় ভুক্তভোগীদের অমুরোধ—তাহারা যেন একবার শিরঃপীড়াক্ষেত্রে কেশরঞ্জনের পরীক্ষা করেন।

প্রতি শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য	...	১২ এক টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডলাদি	...	১০ পঁচ আনা।
তিন শিশি	...	২৪০ টাকা।

মাণ্ডলাদি ১০০ এগার আনা।

গবর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, টোবট বাজার,
কলিকাতা।

আহত সেনানীর রুধিরধারা ।

দেখিলে আপনি শিহরিয়া উঠেন। আপনার করুণামাধান কোমল হৃদয়খানি
ধীর-সমীর-চালিত শরণঘের ছায় চঞ্চল হইয়া উঠে। আপনি মনে মনে ভাবেন—
শরীরের অতি প্রয়োজনীয় সারাংশ—জীবনশক্তির আধার শোণিত যখন প্রস্তবণের
ছায় ইহার শরীর হইতে বাহির হইতেছে, তখন ইহার জীবনের আশা খুব কম। এ
ভয়ানক দৃশ্য করনীর চক্ষে দেখিয়া আপনি বিচলিত হইবেন—শিহরিয়া উঠিবেন—
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আপনার পরিবারভুক্ত কোন আত্মীয় ভয়ানক
অর্শরোগে আতণয় যাতনা পাইতেছেন—প্রতিদিন তাঁহার শরীর হইতে অর্দ্ধ পোয়া
হিসাবে রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে—কই আপনি ত তাহা দেখিয়া ততটা শিহরিয়া
উঠেন না! আপনি এরূপ স্থলে হয়ত টোটকা টুটকী দ্বারা রোগ নিবারণের চেষ্টা
করেন—অথবা মূর্খ মাত্রাজী ডাক্তারদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাহার পরিণাম
কি একবারও ভাবিয়া দেখেন না? অর্শরোগ যে আদৌ উপেক্ষণীয় নহে, তাহা
আপনার ধারণাতেই আসে না। আমাদের “অর্শোহর বটিকা” যে অন্তর্বলি ও
বহির্কলি-জাত সর্কবিধ অর্শ নিদোষে আরাম করিতে সক্ষম, তাহাও আপনি জানেন
না। সময় থাকিতে আর অবহেলা করিবেন না। রোগীকে আমাদের “অর্শোহর
বটিকা” সেবন করিতে দিন। অর্শজনিত সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া রোগ নিরাময় হইবে।
প্রতি কোটার মূল্য ১০ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ১/০ আনা।

বঙ্গদেশে শিশুর অকালমৃত্যু ।

সরকারী রিপোর্টে—মানবের চক্ষের সমক্ষে, দিবালোকের ছায় প্রস্ফুট ঘটনা
এই যে, বঙ্গদেশে শিশুদের অকালমৃত্যু বাড়িয়াছে। শিশুদের অকালমৃত্যুর সহিত
বাস্কালীর বংশলোপ হইতেছে—প্রথম গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। অধিকাংশ
শিশুই যক্ষ্ম-বিকৃতি-জাত রোগ হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একদিকে যেমন এই
ভীষণ রোগের প্রকোপ—অন্য দিকে আবার প্রকৃত ঔষধ নাই বলিয়া—গগনভেদী
আক্ষেপ নিনাদ। যদি শিশুদিগকে অকালমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে চান—
যদি ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগকে সুস্থ ও পুষ্টকায় করিতে চান—তবে রোগের প্রকৃত
প্রতিকারক ঔষধ আমাদের “যক্ষ্মদরি-কষায়” আমাদের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে সেবন
করাইবেন। শিশুচিকিৎসা প্রকৃত পক্ষে বড়ই দুর্লভ। উগ্র ও ভীকবীর্ণ ঔষধাদি
শিশুদের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নহে।

মূল্য প্রতি শিশি ১/১ এক টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ১/০ আনা।

গবর্নমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

১৮১ ও ১৯ নং লোরার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 502-3.

June & July, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

“कन्याधेनं पालनीया शिक्षणीयातिथलतः”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত ।

৪৩ বর্ষ ।	{ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১২ । }	৮ম কল্প ।
৫০২-৩ সংখ্যা ।		২য় ভাগ ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকাল—এ
বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার
ফল এইরূপ হইয়াছে :—

প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ প্রথম বিভাগ ৩৯৮ ;
দ্বিতীয়,—১০৬৬, তৃতীয়,—১৫৫৭, মোট
—৩০২১ জন ।

এক, এ—প্রথম বিভাগ—৮৩, দ্বিতীয়,
—৩৭৭, তৃতীয়,—৭২৭, মোট—১১৮৭
জন ।

বি, এ,—পাশ—৪৫৩, অনর—৭৬
জন ।

এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪টা
বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে । বিভাগানুসারে
উত্তীর্ণ ব্রাহ্ম বালিকাদিগের বিবরণ এই—
হৈমবতী চক্রবর্তী ২য় বিভাগ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়
জ্যোতির্গঙ্গা নগর এম এ

অক্ষিকর বাল্য পাল ,, বাকিপুর ক্রিমেল স্কুল ।

শ্রীমতী লক্ষ্মী ,, ময়মনসিং বালিকা বিদ্যালয় ।

স্বপ্নাঙ্গী সেন ,, ইডেন ক্রিমেল স্কুল ।

সুখদেবী সেন ,, বেথুন কলিফোর্ট স্কুল ।

এক, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ—

নিউরশিয়া ঘোষ ১ম বেথুন কলেজ ।

শোভনবালা রক্ষিত ২য় এ

প্রতিভা গুহ ,, এ

হেমন্তকুমারী বাগচী ,, এ

বন্টিক ফিট—রুমীরেরা যে মণ-

পোত বাহের বড় অহঙ্কারী ছিল, তাহা
অনেক কষ্টে জাপানে ক্রিমিকটে না আসিতে
আসিতে জাপ এডমিরাল টোগোর
কোশলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে ।

শান্তি সূচনা—মার্কিন প্রেসিডেন্ট
রুসভেল্ট রুসিয়া ও জাপানের সন্ধতি
লইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের
উদ্যোগী হইয়াছেন । ঈশ্বর তাঁহার
সামু-চেষ্টার সহায় হউন ।

হেয়ার উৎসব—গত ১লা জুন
কলেজ স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের ৬৩
বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । অনেক
গুলি অমুদ্রাগী ও অপ্রীণ লোক উপস্থিত
ছিলেন ।

সুবিচার—হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট কেরী সাহেব অনেক দিন অনেকের উপর জবর-দস্তি করিয়া পার পাইয়াছেন। এবার রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র বাবু প্যারী-মোহন রায়ের প্রতি অত্যাচার করিতে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে মিয়দদহ করিয়া সারণে বদলি করিয়াছেন।

ভূমিকম্পে দান—কলিকাতার বণিক সমাজ ইহার জন্ত প্রায় ৭৫ হাজার টাকা তুলিয়া দিয়াছেন।

মৃত্যু—গত ২৭শে মে, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি সমস্ত জীবন জ্ঞান-চর্চা, স্বদেশহিতৈষিতা এবং সর্বোপরি ধর্মপ্রচার কার্যে অতিবাহিত করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত যশোমান লাভ করিয়াছেন। ইনি বামাবোধিনীকে বড় ভাল বাসিতেন। ~~সর্বদা~~ ইহাকে উৎসাহ দান করিতেন এবং দ্রব্য-গ্রন্থ হইয়া সময় সময় ইহাতে প্রবন্ধও লিখিতেন। তাঁহার বিষ্ময়ে ভাবতমাতা এক পুত্রবধূ হারাইয়াছেন। শান্তিদাতা বিধাতা তাঁহার আত্মার শান্তি এবং তাঁহার নিরাশ্রয় পতিপ্রাণা সাদরী পত্নীর প্রাণে সাহসনা বিধান করুন।

কাবুল মিশন—রাজদূতগণ নির্দ্বিগ্নে ফিরিয়া বিলাতে গিয়াছেন। আমীরের সহিত যে পুরাতন সন্ধি ছিল, তাহা পাকা করা হইয়াছে। তবে এখন হইতে আমীরকে রাজ্যবৃত্তান্ত “রাজশ্রী” (His

Magesty) বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে।

ভূমিকম্প-নিদান নিরূপণ—জাপানের বিখ্যাত ভূমিকম্পতত্ত্ববিৎ ডাক্তার এফ ওরেমি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ধর্মশালা ও মুসোরী গমন করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানে প্রায় দুই মাস বাস করিয়া তিনি ভারতের ভূমিকম্পের কারণ হির করিবেন।

দুর্ঘটনা—(১) সম্প্রতি জলপ্লাবনে কাশ্মীর বিস্তৃত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শ্রীনগরের চতুঃপার্শ্ব সমস্ত স্থান জলমগ্ন রহিয়াছে। ২২ খানি গ্রাম ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

(২) লক্ষ্মোয়ে দুই দিবস ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে।

কাণ্ণাজির উদারতা—দানবীর কাণ্ণাজীর এক ভ্রাতৃপুত্রী তাঁহার মাতার কোচমানের সহিত বিবাহিত হওয়াতে তাঁহার জাতি কুটুম্ব সকলেই মহা বিব্রত। কিন্তু কাণ্ণাজী তাঁহাকে ৭৫ হাজার টাকা যৌতুক দিয়া বলিয়াছেন “আমার ভাইঝি কোনও হীনচরিত্র লর্ডকে বিবাহ না করিয়া যে এই সচ্চরিত্র কর্মশীল ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।”

তারের সুবিধা—আগামী জুলাই হইতে ঠিকানা ও সংবাদ সহিত ১০টা কথার ডেফার্ড (বিলম্ব) টেলিগ্রাম চারি আনা বাইবে।

ফ্রেজারগঞ্জ—ছোটলুটের এক কীর্তি

যেমন রাক্ষী কলেজ, আর এক কীর্তি স্মরণবনে খেতাস্রগণের স্বাধীনবাস জন্ত অরণ্য কাটিয়া নূতন বাসস্থান ফ্রেজারগঞ্জ প্রতিষ্ঠা।

ডাক্তার জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার—জন্তুদিগের ন্যায় উদ্ভিদদিগের জুপিও ও সূক্ষ্ম ধমনী আছে এবং শারীরিক প্রাণ ও প্রক্রিয়া বিষয়ে উভয়েই সোসাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়া লণ্ডন সোসাইটিতে পাঠাইয়াছেন।

কুকুর-প্রদর্শনী যুবরাজের আগ্রা ভ্রমণ কালে তথায় একটি বড় গোচের কুকুর-প্রদর্শনী হইবে।

মার্কিন মহিলা সমিতি—আমেরিকান

“International Women's Association” নামক মহিলাসমাজ প্রেসিডেন্ট কম্বোড-টেকে এক দলখাস্ত দ্বারা অমুরোধ করিয়াছেন যে মার্কিন যুবকগণ চিরকুমার থাকিবার প্রতিজ্ঞা করতে লক্ষ লক্ষ বয়সীকে অবিবাহিত অবস্থায় কাল কাটাইতে হইতেছে, শীঘ্র একটি আইন প্রণয়ন করিয়া এ অনিষ্টের প্রতিষেধ করা দরকার।

মুকবধির-হাঁসপাতাল—আমেবাবাদেব ধনাঢ্য সেট্ নাবুভাই রাইটাদ স্থানীয় হাঁসপাতালে মুকবধিদিগের জন্ত একটি বিভাগ স্থাপনার্থ গবর্ণমেন্টের হস্তে ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কাশীবাসিনী। *

আমি বড় হুঃখিনী। আমার বিশ্বাস আমার মত হুঃখিনী এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অতি অল্পই আছে। ইহা সত্য কি অসত্য, তাহা অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপই জানেন, কাবণ উপস্থিত আমি আপনার হুঃখ লইয়াই মহাবাস্তব, এ সময় অস্তুর হুঃখ দেখিবার অবসর আমার নাই।

আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, আমার নাম ঐক্যলতা। পিতা, যখন আমাকে পাত্রস্থ করেন, তখন আমি ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকা। যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিলেন, তিনি বেশ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, রূপবান্ এবং ধনবান্ যুবক,

আমি তাঁহাকে পাইয়া নারীজন্ম সফল মনে করিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে পাটয়া বিয়ম বিবাহিত হইলেন, কারণ আমি দেখিতে সুন্দর ছিলাম না।

বিবাহের পর স্বশ্রুতগৃহে আসিয়া বনকল্লা দেখিয়া শুনিয়া লইলাম। ঘরে শান্তি ছিলেন না, সমুদয় কাজই আমাকে করিতে হইত। স্বশ্রুত ঠাকুর আমাকে বড় রেহ করিতেন। আমিও প্রাণপণে তাঁহার সম্ভাব সাধনের চেষ্টা করিতাম। অল্পদিনেই মধ্যে দাসদাসী লোকজন আমাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ও আদর স্বত্ত্ব করিতে আবিস্ত করিল।

আমার রূপ নাই, শুধে আমি বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডকে বশীভূত করিব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম। এ প্রতিজ্ঞা অল্প পরিমাণে পূর্ণও হইল। স্বামিদেবতা ভিন্ন সকলেই আমার গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। স্বপ্তরের স্নেহ, দাস-দাসীদের ভক্তি ও গ্রামবাসীদের ভালবাসা লাভ করিয়াও একমাত্র স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিবা যামিনী যাপন করিতে লাগিলাম। ধিক্ অবলা জাতি !!

হাসিতে দেখিলেও দিন থাকে না, কাঁদিতে দেখিলেও দিন থাকে না। দিন চলিল। দুই বৎসরের মধ্যে আমি গর্ভ-বতী হইলাম, অসময়ে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া নিজেও সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। পেটের ভিতর পীড়া হইল, লেডি ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন “জরায়ু খারাপ হইয়া গিয়াছে, ইহার আর কখনও সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই।” আমি নীরবে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলাম, বুঝিলাম সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর অনাদরও বৃদ্ধি হইল।

মন্দভাগিনী আমি এই দুঃসময়ে গিতু-তুলা স্বপ্তরের স্নেহেও চিরবঞ্চিত হইলাম, তাঁহাব পরলোকপ্রাপ্তি হইল। আমি সংসারসাগরে ক্ষুদ্র তৃণবৎ ভাসমানা রহিলাম।

পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া আসিয়া এক দিন স্বামী আমাকে ডাকিলেন “ঐক্যলতা !”

আমি অধোমুখে উত্তর দিলাম “আজ্ঞে।”

স্বামী—ঐক্যলতা, আমি আবার বিবাহ করিতে চাই।

আমি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কহিলাম “কবে?”

স্বামী—অল্পদিনের মধ্যেই।

আমি—কালো অন্তে ?

স্বামী—ক্ষতি কি ?

আমি—দোষ হয়।

স্বামী—কি দোষ ?

আমি—বিবাহিতা স্ত্রী শীঘ্র বিধবা হয়।

স্বামী—আমি মরিব না, সে ভয় নাই।

আমি অঞ্চলে মুখাবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি ধীরে ধীরে সে কক্ষহইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

বলিতে লজ্জা করে, তারপর ছয়-মাসের মধ্যে স্বামী দেবতা অমুখী-নাম্নী এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন। তিনি যতই নির্দয়াচরণ করুন, আমি তাঁহাকে দেবতাই ভাবিব। বিবাহের পর একদিন তিনি আমাকে কহিলেন “ঐক্যলতা।”

আমি “আজ্ঞে” বলিয়া উত্তর দিলাম।

স্বামী যথেক্ষাচরণ করিলেও স্ত্রীর তাঁহাকে পূজা করিতেই হইবে। হায় ! স্ত্রীভাগ্য ! তিনি কহিলেন “ঐক্যলতা, তুমি কাশী গিয়া থাক।”

আমি নতমুখে কহিলাম “কেন ?”

তিনি আর কোনও উত্তর দিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন ।

আমার সেই “কেন” প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য হাত্মমুখে স্মৃখীর একজন প্রাচীনা পরিচারিকা আসিল । সে কহিল “হ্যাঁগা, তুমি কাশী বাস করিবে ?”

আমি—স্বয়ং স্বামীও অমুরোধ করিয়া গিয়াছেন, কেন যে তোমরা আমাকে কাশীবাস রূপ মহাধর্ম্মে প্রবৃত্তি লওয়া-ইতেছ, তাহা কি শুনিতে পাই না ?

পরিচারিকা—তবে শোন ।--তোমাকে চিরকালের মত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহির কবিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র বেজিষ্টারী করিয়া দিয়া তোমার স্বামী স্মৃখীকে বিবাহ করিয়াছেন । তা তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, আর কোণায় বাহির হইয়া যাইবে ? কাশী গিয়ে থাক ।

পরিচারিকার কঠিন কথা শেলের মত আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল । আমি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়লাম ।

দাসীদের শুক্রবার জ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়া স্বামীকে ডাকিলাম । তিনি স্মৃখীর গৃহ হইতে আসিলেন । এত দিনের মধ্যে ভয়ে একদিনও স্বামীর নিকট অবগুষ্ঠন মুক্ত করিতে পারি নাই, আজ করিলাম । ঘোড় হাত করিয়া কহিলাম “কাশী গিয়ে কাহার আশ্রয়ে থাকিব ? এখনও আমার বয়স আছে ।” তিনি কহিলেন “কেন ? কাশিতে তোমার জ্ঞাতি খুড়শুগুর আছেন, তাঁহার নিকটে গিয়ে থাক ।”

আমি তাঁহার পদানত হইয়া কহিলাম “আচ্ছা । আপনার সুখের পথের কণ্টক হইয়া থাকিতে চাই না ।”

তিনি কহিলেন “পঞ্জিকা দেখিয়াছি কাল প্রাতে দিন ভাল ।”

আমি কাদিয়া কহিলাম “আমার দিন অদিন আর কি ? একদিন অপেক্ষা না করিয়া আজই যাইতাম, কিন্তু আপনার ভালমন্দ আমাকেই দেখিতে হইবে । কালই যাইব ।”

তিনি স্মৃখীর ঘরে চলিয়া গেলেন ।

আমার কালস্বরূপ হইয়া শীঘ্র সে কাল আসিয়া উপস্থিত হইল । আমি কাদিতে কাদিতে যাত্রার উদ্বেগ করিতে লাগিলাম । স্মৃখী আসিয়া আমার হাতে গোটা কয়েক টাকা দিল । আর বলিল “দিদি ! তোমার টাকা পয়সার দরকার হইলে আমাকে লিখিও ।”

স্বামী আসিয়া কহিয়া গেলেন “শীঘ্র শীঘ্র, ঐকালতা, লগ্ন বহিয়া যায় ।” দুইজন ভৃত্য এবং দুইজন দাসীর সঙ্গে আমি কাশী চলিয়া গেলাম । সে সময় শরীর কাঁপিতেছিল, হৃদয় বিধিতেছিল, কিন্তু পোড়াচক্ষে জল ফেলিলাম না, পাছে তাঁহার অমঙ্গল হয় । আজ হইতে তিনি সম্পূর্ণ সুখী হইলেন ভাবিয়া মনে একটু সুখও হইল । ধন্য ধন্য সাধবী নান্দী-চরিত্রকে, আর শত ধন্য ইহার রচয়িত্রী সেই মহামহিমাময়ী জগৎজননীকে ।

২০ বৎসর গত হইল, ইহার মধ্যে শুটি কয়েক পুত্র কন্যা রাখিয়া স্মৃখী স্বর্গা-

রোহণ করিল। তাহার শিশু সন্তান
গুলির প্রতিপালনের গুরুভার তাহার
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী উপর অর্পিত হইল।
অল্পকালের মধ্যে স্মৃধীবীর দিদি দেখিলেন
তিনি পরের সংসারের মায়া জালে বৃথা
জড়িত হইতেছেন। এই সময় তিনি
আমাকে একবার তলব করিলেন, আমি
ফিরিয়া যাইতে আর স্বীকৃত হইলাম
না।

কাশীতে আমাদের বিষয় ছিল
অতএব কাশীতেই স্বামীস সঙ্গে মধ্যে
মধ্যে আমার দেখা হইত।

একদিন আমি স্বামীকে কহিলাম

“স্মৃধীবীর দিদি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া-
ছেন। কিন্তু এখন আমার বয়স হইয়াছে,
এখন আর হাঁটবার খাটবার শক্তি নাই;
বিশেষতঃ পাদপদ্মে পতিত আছি,
বৎসর বৎসর পতিপদ-দর্শন পাই, ইহার
চেয়ে সুখ জীলোকের আর কি আছে?
তবে আপনিও যদি এইরূপ আজ্ঞা করেন,
তবে তাহা আমাকে পালন করিতেই
হইবে।”

তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়াই
চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, তিনি
এখনও গুরুপ্রতিজ্ঞা বিন্ধিত হন নাই।

অম্বুজা স্মন্দরী দাস গুপ্ত।

প্রায়শ্চিত্ত।

একদা কাঞ্চনকান্ত বসন্ত উদয়,
কিন্তু ভ্রাস্ত্র নব নিজ ছাপুষ্ট দোষে
একবার তার পানে দেখিল না চাহি।
সময়ে সে চলি গেল সাধি নিজ কাজ,
মাগিল না কারো কাছে করুণা মমতা,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে চলিল স্বদেশে!
যবে সে মিশিয়া গেল অসীম-শরীরে,
তখন জাগিল বিশ্ব তাহারি সৌরভে!
নিরখিল ফুলকুল পড়িছে ঝরিয়া,
বিরত বিহঙ্গগণ মধুর সঙ্গীতে,
পলার মলয়ানিল, খুলিছে প্রকৃতি
সবুজ সোণালী বাস দীর্ঘ শ্বাস ফেলি।
তখন খুঁজিল তারে সমস্ত ধরণী,
সারমাত্র অস্থিরতা—কোথা পাবে তারে?

হেন জাগরণ হায়! কাদিতে কেবলি,
সমস্ত জীবনে জাগে সেই হাহাকার!
তেমতি বঙ্গের দশা অদৃষ্টের দোষে,
কিন্তু বৃষ্টি ব্রহ্মশাপে থাকিতে সময়,
বোঝেনি সে কি যে মণি শ্রীমধুসূদন!
মেঘনাদ, বীরসুন্দরী, পদ্মাবতী আদি
কত রত্ন ভরি দিলা মায়ের অঞ্চল,
চিনিল না অভাগিনী—আপনি ছিঁড়িল
আপন সেভাগ্যমালা জনমের মত!
সে দারুণ অনাদরে কবিকুলরাজা,
চলি গেল উপেক্ষিত আঁখিজলে ভাসি!
সেদন অনেক দিন গিঁথীছে চলিয়া,
নিষ্ঠুর চেতনা আজি দিয়াছে জাগায়,
বুঝেছে মা—ছিল গুণ অমূল্য রতন।

বুঝেছে সে দিয়ে গেছে অক্ষুব্ধ নিধি,
আর কি পাইবে তারে ?-হায় এ চেতনা
শত মরণের চেয়ে নিঃস্বপ্ন নিষ্ঠুর !
তাই গড়ে স্মৃতিস্তম্ভ বিস্তৃত পাষাণে,
জীবন চরিত্র লেখে অমর অক্ষরে ;
কবির বিদায় দিনে বিরাট আশানে,

তাই বঙ্গবাসি নেত্রে বহে শত ধারা !
আজি তাই জন্মোৎসব করে সবে মিলি,
“যশোরে সাগরদাড়ী কপোতাক্ষী-তীরে।”
এত নহে আব কিছু—১৯ অভাগিনী
করিছে মা প্রায়শ্চিত্ত মৌন অঙ্গ হাপে ।
শ্রীবাবকুমারবধ-রচয়িত্রী ।

পুষ্পোদ্যান ।

পাপসাগরে নিমগ্ন ভোগরত মানবের
বাসভূমি এই পৃথিবী এবং পুণ্যসাগরে
নিত্য সন্তরণশীল অনন্ত সুখময় পূর্ণাকর
মানবের মস্তকোপরি ঐ বিচিত্র নভঃ—
এই ছইটাই পরমেশ্বর নিজহস্তরোপিতো-
দ্যান । এই উদ্যানদ্বয়ের সৌন্দর্য্যাবৃদ্ধির
নিমিত্ত অনন্ত সৌন্দর্য্যাকর দেবতা তাঁহার
নিজ সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া পৃথিবী এবং
আকাশকে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ লীলাভূমি
করিয়াছেন । সেই অপর মহিমাময়ের
মহিমা-কণিকা আদিত্য দেব যখন এই
পৃথিবী পানে দৃষ্টিপাত করেন—তখন
এই উদ্যান হাসিতে পূর্ণ হয়—তখনই ধরা
স্বর্গীয় সুগন্ধযুক্ত হইয়া পাপদগ্ধ মানবকেও
কিয়ংকাল সেই মহিমার অনন্ত সৌভভে
মুগ্ধ করে ।

একদিন নিম্নোদ্যানের একটা জীব
উন্নতবৎ কি ঘেন ভাবিতেছে—একবার
সুন্দর আকাশপানে এবং একবার নিম্ন
পৃথিবীপানে তাকাইয়া আপন ভাবে
আপনি বিভোর হইয়া আবার কি ভাবি-

তেছে—পৃথিবীর উজ্জানে স্তবক স্তবকে
কুসুমবাশি বিকশিত হইয়াছে আব ঐ
আকাশের উজ্জানেও তারাগুলদল
ফুটিয়াছে ।

কি প্রাণ বিমোহন, কি সুন্দর, কি
মধুময় দৃশ্য ! নিম্নোদ্যানের সৌন্দর্য্য
মোহিত হইয়া ভ্রম উদ্ভাব, ভ্রাম, মোহিত ।
আর এ অনন্ত বিস্তারের সুখময় মোহিত
হইয়া চকোবও তদবতাপন্ন । নানাবর্ণের
নানাবিধ ফুল—গোলাপ, মলিকা, টাঁপা,
চন্দ্রমলিকা, বজ্রনীলগন্ধা পৃথিবীর উজ্জানে
প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর ঐ আকাশের
তারা ফুলও নানাবর্ণে—কেতু শ্রামল, কেহ
নীলাভ, কেহ নবস্বর্গের বক্তিম রাগে
রঞ্জিত । মহিমার কি অপূর্ণ বিকাশ ! তারা-
ফুল আবও মনোহর ফুল, আরও ভাবের
বিচিন ক্ষেত্র । এ ফুল পৃথিবীর ফুল
অপেক্ষা শতগুণে সুন্দর, উজ্জল ও উন্নত ।
পৃথিবীর ফুল যদি একটি সৌন্দর্য্যের
বিকাশ হয়, স্বর্গের ফুলে শত সৌন্দর্য্যের
সমাবেশ । পৃথিবীর ফুল স্বার্থদ্বৈষ্যপাপের

গভীর সাগরে নিমগ্ন ক্ষুদ্র মীনের—প্রকৃত সৌন্দর্য্যাবাদনে—এমন কি মানবচক্ষেও নিরীক্ষণে অক্ষম জীবের নিমিত্ত। আর ঐ আকাশের ফুল পবিত্রতা-নির্মলতা-পুণ্যের অনন্ত সুবাসময় পরমেশ-চিরপ্রিত দেবগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। তাহাতেই এত পার্থক্য, এত স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদ।

উদ্যানের আর একটি দৃশ্যে তুমি দৃষ্টিপাত কর। পৃথিবীস্থিত উদ্যানের বহুপুষ্পমাকীর্ণ ঐ চন্দ্রকিরণমাত বিটপীর স্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করিয়া আকাশোদ্যানের আর একটি দৃশ্য দেখ। ঐ যে বিস্তৃত হীরকখণ্ড উদ্যান-নৃপতির মুকুটরূপে শোভা পাইতেছে, মানব উহা কি? উনি কি শারদীয় পুষ্-পধর? না, তাহা নহে। মহিমা-ময়ের উদ্যানের আর একটি মহিমার জলন্ত বিকাশ। নিম্নোদ্যানের সরোবরে কামলিনী কুমুদিনী সতত শোভা পায়। পৃথিবীর উদ্যানে যাহা এত মধুর, প্রকৃতি-দেবীর এত মধুর রত্নভাণ্ডার আকাশো-দ্যানে কি তাহা নাই? ঐ দেখ আকাশের এ অতুল্য হীরকখণ্ড উদ্যান সরোবরে উৎপলরূপে শোভার অতুল কিরণঘটা বিক্ষিপ্ত করিয়া উদ্যানভ্রমণকারী দেব-দেবীর প্রীতিসাধনার্থ বিরাজমান। আকাশোদ্যানের পদ্ম হাসিতেছে, বড়

বড় মধুর। আর সেই হাসি চুরি করিয়া নিম্নোদ্যানের কুসুমগুলি নীরবে হাসি-তেছে; যুঁই, চামেলী, মল্লিকা সকলেই হাসিতেছে—হাসির তরঙ্গমালা স্তরে স্তরে উঠিরা মধুরে মধুর মিশাইতেছে। স্বর্গীয় উদ্যানের মাধুর্য্য ভ্রান্তজীবের পক্ষে সম্যক উপলব্ধি করা বড় কঠিন। মানব! যদি হৃদয় থাকে, যদি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে কামনা কর, যদি মহিমাময়ের অপূর্ণ মহিমা হৃদয়ে ক্ষণেক উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই উন্নত প্রাণীর মত একবার সুন্দর আকাশপানে আর একবার পৃথিবীর উদ্যান পানে দৃষ্টিপাত কর এবং ফুলের মৌরভে তোমার নরদেহ আমোদিত কর। বৃক্ষে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিতেছে—ফুল কখনও নিজস্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, সতত তোমাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ও দেবগণের প্রীতি সাধনার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। পুষ্পজীবন বড় পবিত্রতাময়—ভাবের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ! মানব! একবার দিব্যচক্ষু উন্মীলন কর—একবার পুষ্পজীবনের অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ কর। তুমিও কি ফুলের মত পবিত্রতা নির্মলতা ও স্বার্থত্যাগের মধুর আকর হইয়া মানবের কার্য্যে, দেবের কার্য্যে তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে পার না?

অমলা ।

(৫০১ সংখ্যা ১৫ পৃষ্ঠার পৰ)

দৈববাণী শ্রবণে উভয়ের সর্কাস্ত্র কম্পিত হইয়া উঠিল ; হস্তস্থিত বহু ভূমে পড়িয়া গেল ; বক্ষোপরিত্ত স্তম্ভীকৃত কাষ্ঠ চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল ; উভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কাষ্ঠশয্যায় উপবিষ্টা হইলেন ।

বহুক্ষণ উভয়ে নীরব ; উভয়ের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল । অমলা তাঁহার সংশয়োৎপাদনকারী আত্মাকে মনে মনে শত সহস্র ধন্বাদ দিতেছেন ; অমিয় আশা ও সংশয়-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্বেলিত হইতেছেন । অমলার দৃঢ়বিশ্বাস হইল তিনি সধবা ; অমিয় ভাবিতেছেন মনুষ্যের মৃত্যুর পর তাহার দেহ ভস্মীভূত হইবার ৬৭ বৎসর পরেও যদি সেই মনুষ্যের পূর্ক দেহ, বয়স, প্রকৃতি, স্মৃতি লইয়া পুনরায় আবির্ভাব সম্ভব হয়, তবেই তিনি সধবা ; নচেৎ নয় । ক্ষণকাল পরে অমিয় কহিলেন “বৌদিদি, এ আবার কি ? এমন সাধের কাজে বাদ সাধিল কে ? পাছে কোনও বাধা বিঘ্ন হয়, সেই ভয়ে এমন নির্জ্ঞান জঙ্গলের মধ্যে এলুম, তবুও নিস্তার নাই ; তবে কি আমাদের এ দশার আর উদ্ধার হবে না ?

অমলা । একে বলে দৈববাণী ; আমরা বিধবা ভেবে মরতে বাচ্ছিলেম বলে ভগবান্ আমাদের নিষেধ ক'রলেন ।

অমিয় । তা হ'লে বৌদিদি, ভগবান্ তোমাকেই নিষেধ করেছেন,—আমায় করেন নি । তবে তুমি পুনরায় আমায় কাষ্ঠ সাজিয়ে দাও ; আমি তো আর সধবা নই ; তুমি হ'লেও হতে পার ; কেননা তোমার বিশ্বাস তুমি বিধবা নহ, সধবা ।

অমলা । এ দৈববাণী দুই জনেরই উদ্দেশ্যে ।

অমিয় । না বৌদিদি, আমি মন্-ছিলেম বলে হয়ত ভগবানের মনটা কেমন কেমন করেছে, তাই আমাকে ভুলার আর জন্তে বলে কি না আমি সধবা ; বৌদিদি আর কি আমি কথায় ভুলি, তা যাই হ'ক, বাবাই হ'ক আর ভগবান্ হ'ক, কারো কথা শুনি না ।

অমলা । না অমিয়, ভগবান্ কখনও মিথ্যা করে ভুলাতে চান না । হতে পারে ঠাকুরজামাই বিদেশে কোনও গোলযোগে পড়ে আসতে পারেন নি । তুই আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি নিশ্চয় বলছি তুই সধবা । জৈথরের কথার কি আবার দুই হবার যো আছে ?

অমিয় । “এ কি করে সম্ভব হতে পারে বৌদিদি ? আমি শুনেছি তিনি মহল হতে টাকা আদায় করে মেদিনীপুরের কালেক্টরীতে দাখিল ক'রতে

আসছিলেন, দাদা ডাকাতেরা তাঁকে আর তাঁর তিন জন সঙ্গীকে মেবে টাকা বাড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। অতঃপর তিন জনকে ডাকাতেরা মেরে ফেলেছিল, তাদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল ; কিন্তু তাঁর—” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অমিরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মুখে বাহা বলিতে অসমর্থ হইলেন, অতঃপর তাহা বলিয়া দিল।

অমলা। তবেই দেখনা, সবার মৃত-দেহ পাওয়া গেল, আর তাঁর দেহটা পাওয়া গেল না কেন? হতে পারে ঠাকুরজামাই দৌড়ে কোন রকমে প্রাণ বাচিয়েছেন ; এটা কি আর অসম্ভব কথা? আমি নিশ্চয় বলছি তিনি বেঁচে আছেন।

অমির। বৌদিদি! তা হ’লে আজ ৩৭ বৎসরের মধ্যে তিনি একবারও বাড়ী এলেন না কেন?

অমলা। তার কোনও বিশেষ কারণ থাকতে পারে।

অমির। আচ্ছা বৌদিদি, আমার না হয় তাই হলো ; দাদা বেঁচে আছেন বলে তোমার বিশ্বাস হবার কারণ কি? তোমার তো প্রথম হতেই বিশ্বাস তুমি বিধবা হওনি।

অমলা। আমার সেই বিশ্বাস এখন দৃঢ়তর হলো ;—আমি সধবা।

অমির। কেমন করে জানলে?

অমলা। সেই পাখীটাই জামালে।

“কি করে?”

“পাখীটা ‘অজ্ঞান’ ‘অজ্ঞান’ বলে ডাকে, তুই শুনিসনি?”

“সময় সময় ডাকে বটে।”

“সময় সময় নয়,—সদা সর্বদা।”

“তাই না হয় হলো,—তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?”

“ঐ অজ্ঞান কে—জানিস?”

“না”

“ও একটা খুব সুন্দরী জীলোক”।

“কে বলেন?”

“তোব দাদাই বলেছেন।”

“পাখী তার নাম জানলে কেমন করে?”

“ওটা তার পোষাপাখী।”

“তবে আমাদের বাড়ী এলো কেমন করে?”

“এক রকমে একজন সম্মানী তাকে পেরেছিলেন ; তিনি আমার তোর দাদাকে ঐ পাখীটা দেবার সময় বলে-ছিলেন যে এ যার পাখী, তেমন সুন্দরী রমণী পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ।”

“অজ্ঞানর বাড়ী কোথায়?”

“তা জানি না।”

“দাদা কিছু বলেন নি?”

“পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে কোন পাহাড়ের নিকট,—প্রায় ছয় মাসের পথ ; তাও যে কোন্ দেশ, সে কথা সম্মানীও তোর দাদাকে বলেননি, আর তিনিও আমাকে বলেননি। তবে এমন হতে পারে সম্মানী তাঁকে বলেছেন, কিন্তু তিনি আমার কাছে এ বিষয় গোপন করেছেন।

“তাই না হয় হগো,—তাতে পাখী কি করলে ?”

“ঐ পাখীটা দিনরাত ‘অঞ্জনা’ ‘অঞ্জনা’ করে ডাকত, তাতেই তোব দাদার মনটা যেন তার দিকে বড় টেনেছিল।”

“তুমি কেমন করে জানলে ?”

“প্রায় প্রতি রাত্রেই তিনি বলতেন ‘পাখীটা বেশ ডাকে—‘অঞ্জনা’ ‘অঞ্জনা’ ; যেন প্রাণটা ঠাণ্ডা করে দেয়—এ পাখী যার, তার কথা কেমনই না মিষ্ট ;—আহা! সে পাখীটাকে হারিয়ে কত ভাবছে!—যদি তার সন্ধান পেতুম, তা হলে তার পাখী তাকে দিয়ে আসতুম ;—তাহলে সে আমায় কত ভালবাসতো।’ এতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে হয় তো একদিন সেই অঞ্জনারই অতুলকানে বাহির হবেন।”

“এখন যে দাদা অঞ্জনাকেই খুঁজতে গেছেন, তার ঠিক কি ? যারা দাদার সঙ্গে শিকার করতে গিয়েছিলেন, তারা দাদার যে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করলে, এ সকল কি মিথ্যা কথা ?”

“তারা যেমন দেখেছেন, তেমনি বলেছেন ; তাঁর ছিন্ন ভিন্ন পরিদেয় বস্ত্র দেখে এসেছেন, তাঁর দেহতো দেখে আসেননি।”

“এ কথা সত্য ; কিন্তু বৌদিদি, কাপড়গুলো ছিঁড়ে রেখে গিয়ে দাদার ফল কি ?

“ফল এই, তা হলে সবাই ভাববে যে বাঘ ভালুকে তাঁকে খেয়ে ফেলেছে ; আর কেহ খোঁজ করবে না।”

“আর তুমি যে এত কাঁদবে,—কি এমন হয়ে পড়বে, তাতে কি তাঁর প্রাণ কাঁদবে না ?”

“এ হগে কি আর যান। যা কিছু সব আমার কপালের দোষ।”

“তুমি না জেনে শুনে দাদার উপর দোষ দিচ্ছ কেন ?”

“তিনি যে ছল কবে অঞ্জনার সন্ধানে বেবিয়েছেন, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। অমিয়! তিনি দেখানে ইচ্ছা যান, তাতে ক্ষতি নাই ;—তবে এত দূরগম পাগড় জগল অতিক্রম করে নিবাপদে যাবেন কেমন করে, সেই চিন্তায় আমার মন ছ হু করছে।”

“তাহলে দাদা বেঁচে আছেন ?”

হাঁ। পথে যদি বিপদ না হয়, তাহলে তিনি এখনও জীবিত আছেন।”

“ভগবান্ আমার দাদাকে বাচিয়ে বেথো।”

নিবিড় জঙ্গল মধ্যে উভয়ে একমনে এইরূপ কথা বার্তা করিতেছেন, কিন্তু যামিনী যে অশুভমণ্ডল আগমন সম্ভাবনায় নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অবগুষ্ঠিতাবতী হইয়া অবগ্য হইতে ক্রতবেগে অপস্থত হইতেছেন, সে দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। অবশেষে যামিনী বধূ অলঙ্কারের ঝাণ্ডাকাণ্ডে উভয়ের চৈতন্য উদয় হইল। গায়ক পক্ষীর স্বরস্বর লহরী ও বায়নের কাকারবে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে শরীরী প্রভাত। আর বিলম্ব করা চলেনা ; এখনও সকলে জাগরিত হয় নাহ ;

স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। এখন মহাবিপদ—ঠাহারা জঙ্গলের বাহিরে আসেন কিরূপে ?

অমলা কহিলেন “অমিয় ! এখন কি করা যায় বল দেখি ? জঙ্গলের বাহিরে গেলে যদি কেহ আমাদেরগে দেখে চিন্তে পারে, তাহলে কি হবে ! কেবল যে কোন গৃহস্থঘরের দ্বীলোক বলে চিন্তে পারবে, সে ভয় নাই ; আমাদেরগে দ্বীলোক বলে চিন্তে পারলেই বিপদ। বাঙ্গলা দেশের কেমন একটা রোগ আছে, স্তন্দরী পরস্ত্রী দেখলেই পিছু ফেউ লাগবে—ধর্ম বজায় রাখা দায় হবে।”

অমিয়। “তবে পুরুষের মত কাপড় পরি এসোনা, তা হলেই তো হবে ; এক-খান করে বেশী কাপড় আছে, গা ঢাকা দিবারও উপায় রয়েছে।”

অমলা। মাথার চুলগুলোর কি করা যাবে ? কাঁচি নাই যে এগুলোকে কেটে ফেলি।

অমিয়। বৌদিদি, এক কাজ করি এসনা ; দিয়াশালাই রয়েছে আর আগুনও রয়েছে ; চুল গুলোকে পুড়িয়ে দিই এস, তাহলে সব জালা চুকে যাবে।”

অমলা। এ বেশ যুক্তি, এখন তাই করা যাক। আরও এক কাজ করতে হবে, এই যে আগুন রেখেছিলুম, তার যে ছাই পড়েছে ওতে করে সর্বান্ন মাথাতে হবে, যেন গায়ের রংটা আদৌ টের পাওয়া না যায়। আর এই কাপড় গুলোর পাড়গুলো

ছিঁড়ে দিয়ে ধূলা বালি মাথিয়ে কাপড় গুলোকে ময়লা করে ফেগতে হবে, তাহলেই এখনকার মত চলবে।

যুক্তি স্থির হইল ; যে কুতলরাশি নানাবিধ স্নগন্ধি তৈলে স্নবাসিত হইত, বাহ্য স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কারে সুশোভিত থাকিত—যাহাকে স্বজাতীয় সমষ্টি ভাবিয়া অলিকূল পুনঃ পুনঃ তত্পরি বসিবার চেষ্টা করিলে পিছলাইয়া পড়িত—আজি সর্ব-ভুক তাহাদিগের অস্তিত্ব লোপ করিল। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ঠাহারা অসীম উৎসাহে জীবনের একটা মহৎ ব্রত উত্থাপন করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন, আজি সেই নববস্ত্রই আবার ছিন্ন ভিন্ন মলিন ভিখারিণীর বসনে পরিণত হইল ; যে গাত্র স্নগন্ধি চন্দনে চর্চিত হইত, আজি তাহা ভস্মাচ্ছাদিত হইল ; যে চরণ-যুগল ক্ষণপূর্বে অলকরাগে রঞ্জিত ছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা কন্দমাবৃত হইল ! লোকের মানসিক ভাবের যে প্রকার পরিবর্তন হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ ও বাহ্যিক ভোগবিলাসের ভাবও সেইরূপ হয়। এক সময়ে যে দ্রব্যের অভাবে মনে কষ্ট হয়, আর এক সময় সেই দ্রব্য নিকটে না থাকিলেই সূখ হয় ; এক সময় যাহা ভোগ করিতে পাইলে মনে আনন্দ উপস্থিত হয়, আর এক সময় তাহা ভোগ করা দূরে থাকুক, তাহার কথা মনে উদয় হইলেই মহা কষ্ট হয়। একদিন যাহাকে আদর করিবে, পরদিন তাহা চক্ষুশূল হইবে।



আজি অমিয় ও অমলার বেশ অস্ত্রের চক্ষে ঘেরূপ লাগুক, কিন্তু তাঁহাদিগের চক্ষে বেশ সুন্দর বলিয়া বোধ হইল ;— কেন না আজি এই ভিখারিণীর বেশই তাঁহাদের ইষ্টসিক্তির সহায় হইবে।

ধর্ম ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন ভাল কিছুই নাই। ভাল মন্দ বলিয়া একটা সাধারণ জিনিষ জগতে দৃষ্ট হয় না। যাহা আমি ভাল বলি, তাহা হয়তো আর একজন মন্দ বলে ; যাহা আমি মন্দ বলি, হয়তো অল্প একজন তাহাকে ভাল বলে ; অতএব ভাল মন্দ আবশ্যকতা ও রুচি-সাপেক্ষ। আজি অমিয় ও অমলা তাঁহাদের রুচি ও আবশ্যকতা অনুযায়ী মনোবশ বোশে বিভূষিতা হইয়া ভিক্ষা উদরপোষণে কৃতসংকল্প হইয়া হারা পতি অশেষার্থে অরণ্য হইতে বহির্গত হইলেন। তখনও সূর্য্যদেব শীতের ভয়ে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বকাণ্ডে মনোনিবেশ করেন নাই। ছদ্মবেশা সতীষয় আসিয়া বামুড়ীর ঘাটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যাহাদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পশু পক্ষি-গণ নীরব হইয়াছিল, এখন যেন তাহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাইতে-ছেন দেখিয়া সকলে এত উচ্চৈঃস্বরে চীংকার করিতে লাগিল যে সূর্য্যদেব

পর্য্যস্ত রোদনের কারণ অবগত হইবার জন্য পূর্বদিক হইতে উঁকী মারিতে লাগিলেন।

বামুড়ীর ঘাটে বহু লোক আসিয়া পারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। পবিশেষে ভৈরবীপারের কাঙারী নধর চিকণ-কালবরণ অম্বিকা গুরুরে ঝড়ু-গজেন্দ্রগমনে ছলিতে ছলিতে সুদীর্ঘ বেণু-দণ্ড স্বক্কে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সকলেই নদীপার হইবার জন্য ব্যস্ত ; সকলেই গম্বুয়া স্থানে পৌছিবীর জন্য ব্যস্ত। কিন্তু অমিয় ও অমলা যেন নিশ্চেষ্ট জড় পদার্থ, যেন সংসারে তাহাদিগকে কোনও কার্য্য করিতে হইবে না। সংসারে উদ্দেশ্যবিহীন মনুষ্য অপেক্ষা কষ্টের জীবন কার্য্য প্রত্যেক মনুষ্যেরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যিক, —যাহা ভিন্ন মনুষ্য যথার্থ মনুষ্য নামের অধিকারী হইতে পারে না। অমিয় ও অমলার উদ্দেশ্য মহৎ ; কিন্তু কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা তাহারা এখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক ভগ্নতরী ও ঝড়ুর সাহায্যে তাহারা নদী পার হইলেন।

চিন্তাকুলা চলে উভে বসুন্দিয়া পথে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত।

শরীর রক্ষা করিতে হইলে আহার আবশ্যক। সাধারণতঃ প্রাতিমুহূর্ত্তেই

শরীরাত্মকরে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতেছে। এই ক্রিয়ার ফলে শারীরিক উত্তাপ



উৎপন্ন হয়। জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন রকম ক্রিয়া হয়, এই সমস্ত ক্রিয়াই শরীরকে রক্ষা করে। কিন্তু সকল সৃষ্ট পদার্থই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দুই দিন বা দুই শত বৎসব হউক না কেন, কখন না কখনও অবশ্যই তাহাব পরিবর্তন হইবে ও অবশেষে নাশ হইবে। আমা-দিগেব শবীরও সৃষ্ট পদার্থ, ইহারও বিনাশ অবশ্যস্তানী। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় যে আহাবেব দোষে শরীর অতি শীঘ্রই পীড়িত হয় এবং দেহ দুর্ব্বল ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।

দারুণ মানসিক পরিশ্রম, চিন্তা, নিদ্রা-রাহিতা, শোক, দুঃখ উদ্বেগ, হর্ষ প্রভৃতি কারণেও আহাবেব প্রগতি মন্দীভূত হয়। একপ অবস্থায় বহুপ্রকার মিষ্টান্নাদি আহার করিলে জীর্ণ হয় না, বরং উদরা-ভাস্তরে তাহা নানাপ্রকার বোগোৎপাদক বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। মাদক দ্রব্য সেবন, ক্রোধ, ইন্দ্রিয়সংযমেব অভাব এই সমস্ত কাৰণেও রাসায়নিক শক্তির হ্রাস হয় এবং তজ্জন্ম ক্রমে আহার-চেষ্টা মন্দীভূত হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্রবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষায় প্তির করিয়াছেন যে আহার সহজে পরিপাক জন্ম অনুরুদ্ধজক পদার্থই প্রশস্ত। দুগ্ধদ্বারাই জন্ম কাল হইতে আমাদের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রাসায়নিক প্রণালীতে দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে তাহাতে বহু পরিমাণ জল, কিছু চিনি, কিছু ঘৃত, কিছু কেসিন (casin) নামক

পদার্থ ও অত্যন্ত মাত্রায় লবণ জাতীয় দ্রব্য আছে। এই সমস্ত পদার্থই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

নিম্নে মাতৃস্তন্য ও গো দুগ্ধে রাসায়নিক পরীক্ষায় যে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

মাতৃস্তন্য	গো দুগ্ধ
জল	৮৯০ ভাগ ৮৫৮ ভাগ
কঠিন পদার্থ (solid)	১১০ ,, ১৪২ ,,
১০০০ ,,	১০০০ ,,

এই কঠিন পদার্থ

সমূহের মধ্যে

কেসিন (Casin)	৩৫ ,, ৬৮ ,,
মাখন বা ঘৃত (butter)	২৫ ,, ৩৮ ,,
চিনি Sugars)	৪৮ ,, ৩০ ,,
লবণজাতীয় দ্রব্য (Salts)	২ ,, ৬ ,,
	১১০ ,, ১৪২ ,,

মাতৃস্তন্যে মিষ্টবস কিছু অধিক, এই জন্ম তাহা শিশুর মুখে নিতান্ত উপাদেয় বোধ হয়। মাতৃস্তন্যে অভাবে গো-দুগ্ধ দেওয়া যায়, কিন্তু গো-দুগ্ধ তত সহজে পরিপাক হয় না, এজন্য অধিক জল দিয়া ফুটাইয়া লইতে হয়, নতুবা শিশুর পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

ডিম্বের মধ্যেও এই সমস্ত পদার্থ আছে, কিন্তু জলীয় ভাগ কম, এজন্য ডিম্ব শিশুর আহারের উপযোগী নহে। যাহারা জীব-হিংসা অবৈধ মনে করেন, তাহাদের পক্ষেও ডিম্ব আহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। শিশুর ৫৭ বৎসর বয়স হইলে এবং

দ্রুমে দাঁত সমস্ত পড়িয়া গেলে কঠিন পদার্থ
কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে দেওয়া যায়;
তাহাতে শরীর পোষণ ও বৃদ্ধির বিশেষ
সুবিধা হয়। কৈশোর বয়স মধ্যে গুরু-
পাক আহার বিধেয় নহে। যাহাব সে
রূপ কার্য্য, তাহার আহারও সেইরূপ
হওয়া উচিত।

যুবকালে আহারেব কোনও বিশেষ
নিয়ম পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন নাই।
কারণ এ সময় প্রায় সকল রকম আহাৰ্য্যই
চলিতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকা
প্রভৃতি স্থানে মাংসাদি আহার প্রচলিত।
কিন্তু মাংসাদির ব্যয় অধিক, বাঙ্গালা
দেশের জলবায়ুও প্রত্যহ মাংসভক্ষণে
বিরোধী। গ্রীষ্মলগ্নে প্রদেশে অত্যন্ত শীত,
তৎকালকার অধিবাসীরা তিমি মৎস্তের চৰ্কি
এবং কাঁচা মাংস (বঙ্গা হরিণের মাংস) প্রচুর
পরিমাণে আহাৰ্য্য করে। এক জন যুবা
বাক্তির আহাৰ্য্য প্রায় প্রত্যহ ১/৩০ সের
কাঁচা মাংস ও ১/২০ সের চৰ্কি। এই
জাতীয় লোক “এস্কুইমো” নামে খ্যাত।
আমাদিগের দেশে পুরাণাদিতে ইহার
সম্ভবতঃ রাক্ষস নামে অভিহিত।

বৃদ্ধবস্থায় দৃষ্টিহীন হইলে গুরুপাক
আহার উচিত নহে। দ্রুপ, পরমান, শকু
প্রভৃতি ও পরিপক ফলমূলদি অল্প মাত্রায়
প্রশস্ত আহাৰ্য্য।

এক্ষণে দেখা যাউক—শাক সবজি
নিরামিষ আহাৰ্য্য ও মাংসাদি আহাৰ্য্য
সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত কি?

আহারের জন্য নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ

(Nitrogenous food) এবং শ্বেতসার
(Starchy food) এবং অল্প মাত্রায়
তৈল, মাখন বা ঘূতের ত্রায় পদার্থ
(Fatty matter) আবশ্যক। ডাল
প্রভৃতি আহাৰ্য্য করিলে নাইট্রোজেনের
অভাব হয় না। মাংস প্রভৃতিতে শতকরা
২৩ভাগ নাইট্রোজেন পদার্থ আছে। ডালে
শতকরা ২৮ ভাগ আছে। ডাল বেশ
করিয়া বাটিয়া খাইতে পারিলে ভাল হয়।
শ্বেতসার পদার্থ চাউল, গম, ময়দা ও ভুট্টা
প্রভৃতি শস্তের মধ্যে বহু পরিমাণে আছে,
মাংসে অনেক কম। তৈল বা দ্ব্যজাতীয়
পদার্থ মাংসে অধিক, চাউল প্রভৃতিতে
প্রায় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কেবল
আহারের দ্ব্যবসার দিকে দৃষ্টি রাখিলে
নিরামিষ আহাৰ্য্য ও আমিষ আহাৰ্য্যের
বিশেষ পার্থক্য নাই। আমাদিগের বাঙ্গালা
দেশে মাংস অপেক্ষা মৎস্য অধিক প্রচলিত,
আহার সম্বন্ধে লোক সকলেরই রুচি
বিভিন্ন প্রকার। শরীর পীড়িতে অবসন্ন
হইলে বা ক্ষয়রোগ থাকিলে বিজ্ঞ
চিকিৎসকের পরামর্শে মাংসাদির ব্যবস্থা
করা যায়, কিন্তু কেবল জিহ্বার তৃপ্তির
জন্য জীবহিংসা ভাল নয়।—
ইংলেণ্ডের কবি ওয়াডওয়ার্থ মহোদয়
লিখিয়াছেন :—

“Never to blend our pleasure or our pride
With sorrow of the meanest thing that
feels”

আমাদিগের আয়োদ জন্য কিম্বা
মদাক্তাবশতঃ কোনও ক্ষুদ্র জীবকে
ব্যপিত করা উচিত হয় না।

এই পূর্ণ্যন্ত গেল বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা। কিন্তু আহার দ্বারা মানসিক অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় কিনা, তাহা বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ নিশ্চয় করিয়া বলেন নাই। এ বিষয়ে এ দেশের চিকিৎসা ও ধর্মশাস্ত্রে বহু বিচার এং খাড়াখাণ্ডের নির্ধারণ দেখা যায়।

প্রত্যেকেই সামান্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে আহারে মানসিক অবস্থার তারতম্য হয়। যে ব্যক্তি কখনও লক্ষ্য খাইতে পারেন না, তাহাকে যদি লক্ষ্য খাওয়ান যায়, তবে সমস্ত দিন তাহার অসুস্থতা বোধ হয়, কর্ণে মন লাগে না। সেইরূপ সাধারণতঃ আহার সঙ্কটে ও বলা যায়।—এই স্থানে আহার সঙ্কটে মহাত্মা ব্যক্তিদিগের মত সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হয়।

ক্রোধী ব্যক্তি যদি পিত্ত বৃদ্ধিকর

আহার, লক্ষ্য, সর্বপ প্রভৃতি ভক্ষণ করেন—আহার শরীরে কাম প্রবৃত্তি প্রবল, তিনি যদি মাংস মিঠাই, গুরুপাক মশলাযুক্ত আহাব, ঘৃত, মধু প্রভৃতি ভোজন করেন, লোভী ব্যক্তি যদি তিক্ত আহার করেন, সংসারে আসক্ত ব্যক্তি যদি অধিক অন্ন আহার করেন, অভিমানী ব্যক্তি যদি অধিক লবণ আহার করেন, অহংকারী ব্যক্তি যদি অধিক মসুর ডাল খান, তবে তাহাদের এই সকল প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শরীর মন উভয়ই বিকৃত হয়।

সকলেই আপনার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পর্যালোচনা করিয়া আহার সঙ্কটে বিধি নিষেধ অবগত হইতে পারেন এবং এই উপায়ে আহার সম্পন্ন করিলে সুস্থমানে ও সুস্থ শরীরে বিভার্জন, ধনোপার্জন এবং ধর্ম জীবন লাভ করিতে পারেন।—জি।

পিতৃভক্তি সাধন।

ঈশ্বরভক্তির পর পিতৃমাতৃ ভক্তি মানবের প্রধান ধর্ম। সকল জাতির সকল শাস্ত্রে ইহার ব্যবস্থা দেখা যায় এবং সকল দেশে পিতৃমাতৃভক্ত সন্তানদিগের গৌরব কীর্তিত। প্রাচীন কালে কি হিন্দু, কি গ্রীক, কি হিব্রু, কি চীন, কি রোমান, সকল জাতিই পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেন এবং তাহাদের জন্ত ধন, মান, সুখ—এমন কি প্রাণ উৎসর্গ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন

না। হিন্দু শাস্ত্রে যেমন আছে—
“মাতরং পিতরংৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মহা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব প্রযত্নতঃ।”
গৃহস্থ ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্বদা সর্বপ্রযত্নে তাহাদের সেবা করিবেক। ইহুদিদিগের বাইবেলে ঈশ্বরের এই আদেশ “তোমার পিতামাতাকে ভক্তি কর, তাহা হইলে যেখানে থাকিবে, দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখী হইবে।”

পিতৃভক্তি উদ্দীপক কয়েকটি শ্লোক
প্রথমে দিয়া পরে কয়েকটি সাধুচরিত এই
প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে ।

পিতা ধর্মঃ পিতা ধর্মঃ পিতাচি পবনং তপঃ ।
পিতার প্রাত্নানাপরে প্রসস্তে সপ সর্বনঃ ।

পিতা স্বপ্নের ন্যায় উচ্চ, দণ্ডের আদর্শ
এবং পিতাই তপস্যার শ্রেষ্ঠ সহায় । পিতা
প্রসন্ন হইলে সমুদায় দেবতা প্রসন্ন হন ।

পিতৃ-প্রণাম ।*

পিত্রে হুতাং নমো । নত্যাং সদাবাধ্যতমাজ্জ্বল্য ।
বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুণে নমঃ ।

সদা আবাব্য তম পিতা, তোমার চরণে
নিত্য নমস্কার । তুমি বিমল জ্ঞানদাতা
এবং গুণ, তোমাকে নমস্কার ।

অপবাদস্থাননে চ স্থায় স্থদায় চ,
নমঃ সদাশ্রুতায় শিব-রূপায় তে নমঃ ।

তুমি অপবাদ-ক্ষমাকারী, সুখ-রূপ
এবং সুখদাতা, সদা আশ্রুতায় এবং
কল্যাণ-রূপ, তোমাকে নমস্কার,
তোমাকে নমস্কার ।

দ্রুতঃ মাহুযসিধঃ যেন লকঃ সখা বপুঃ ।

সম্ভাবনীয়ঃ ধর্ম্মার্থে তপ্তে পিত্রে নমোনমঃ ।

যাঁহার প্রসাদে ধর্ম্মসাদনব উপযুক্ত
এই দ্রুত মানবশরীর আমি লাভ
করিয়াছি, সেই পিতাকে নমস্কার, সেই
পিতাকে নমস্কার ।

পিতৃভক্তি সম্বন্ধে আখ্যায়িকা ।

১। পূর্বকালে স্বর্গ্যাংশে শ্রীরামচন্দ্র জন্ম
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি রাজা দশ-
রথের জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভজাত

জ্যেষ্ঠ পুত্র । খ্রীয অলৌকিক প্রতিভা-
বলে এবং বিশ্বমিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি-
দিগের শিক্ষা দ্বারা তিনি সর্ববিজ্ঞা-
বিশাল সর্বভাবনাময় এবং পরম ধার্মিক
বানরা আত্মনিব সার্বজন সর্বলোক গৌরব
ও সার্বভাষন হইলেন । বামচন্দ্র হব-
বহুভাষে সর্বদা নৃপাত ও বীরদিগকে
পনাত্ত বন্দনা ও লোকসামান্যকপত্তী
ও গুণবতী জনক-জ্যোতি মৌলিকে বিবাহ
করেন । তাহার বিমাতামধ্যম রাজ-মহিষী
কৈকেয়ী পুত্র ভবত এবং কনিষ্ঠা রাজ-
মহিষী প্রমিজীব বমজপুল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ।
নাম ভাতিদগকে ভাব অপেক্ষাও ভাব
বাসিতেন এবং তাহারাও ইহাঁকে পিতৃবৎ
প্রদা করিতেন । বাবা দশবৎ বৃদ্ধ বয়সে
রাজাভাববহনে অগম হইয়া গাত্মমিত্র-
দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থিব
করিলেন যে, রামচন্দ্রকে রাজপদে অভি-
ষিক্ত করিবেন । অভিষেকের সমুদায়
আয়োজন প্রস্তুত, নান্য দেশ হইতে নিম-
ন্ত্রিত ঋষি মুনি ও রাজন্যবর্গ উপস্থিত,
সংবাদ্য নগর অশেষ শোভায় সু-
সজ্জিত ও আনন্দকোলাহলময় । এমন
সময় কি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল — “কালি
রাম রাজা হবে আজি বনবাসী” কৈকেয়ীর
এক প্রিয় পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম
মহুবা । রাম রাজা হইলে কৈকেয়ী ও
তাহার পুত্র ভরতের বড়ই হৃদশা হইবে ।
সে কৈকেয়ীকে ইহা বুঝাইয়া দিল এবং
কৈকেয়ীর সেবা শুশ্রূষায় সম্বৃত্ত হইয়া
রাজা দশবৎ তাহাকে বহুদিন পূর্বে যে

* শাস্তিস্তোত্র হইতে গৃহীত ।

দুইটা বর দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহারই এক বরে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস এবং অন্য বরে ভরতের রাজ্য-ভিষেক প্রার্থনা করিতে বলিল। দাসীর কুপরামর্শে কৈকেয়ী তাহাই করিল। রাজা দশরথ কি করেন—অনেক অশুভাপ বিলাপ করিলেন এবং কৈকেয়ীকে যথোচিত অমুযোগ ও ভৎসনাও করিলেন। কিন্তু তিনি অটল। রাজা নিজে সত্যপ্রতিপালনে বাধ্য, কিন্তু রামকে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। এদিকে রামচন্দ্র অভিষেকের পোষাক পবিয়া মধ্যম রাজমাতার গৃহে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্ত উপস্থিত হইয়া দেখেন রাজা সেখানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। রাম ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী লজ্জা ও মনতায় বিসর্জন দিয়া রামকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং বলিলেন রাজা যদি আপনার সত্য পালন না করেন, আমি সর্বত্র ঘোষণা করিব :—

“পরম অধর্মচারী রঘুকুলপতি।”

রাম পিতার মুখে কোনও কথা শুনিবার আর অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন “আমি প্রাণ দিয়া পিতৃসত্য পালন করিব। পিতা সত্য হইতে পতিত হইলে নরকগামী হইবেন, ইহা অপেক্ষা সম্মানের পক্ষে দুর্ভাগ্য ও ক্লেশের বিষয় আর কি আছে? আমি এখন রাজ্য, ঐশ্বর্য্য এবং গৃহ পরিবার সকলই পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। না! তুমি ও রাজা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশীর্বাদ কর, আমি

যেন পিতৃসত্য রক্ষা করিয়া পিতাকে অঙ্গণী ও চিরমুখী করিতে পারি।” তৎপরে রামচন্দ্র রাজপরিচ্ছদ ছাড়িয়া জটা বাকল পরিয়া সকল গুরুজনের নিকট বিদায় লইলেন। সাধবী পত্নী সীতা এবং অমুজ লক্ষণ কোনও মতে তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না—তাঁহার ও সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসীব বেশে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

ইহার পরিণাম কি হইয়াছিল, সকলেই জানেন—রামচন্দ্র অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া এবং মহাযুদ্ধে হারা পত্নী সীতাকে রক্ষা-হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় অযোধ্যাতে আসিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ রাজা হইয়া রাম-রাজ্য চিরঅমরীয় করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র পিতৃভক্তদিগের মধ্যে অপ্রগণ্য। তিনি পিতাকে সত্যে স্প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিত্য সুখের অধিকারী করিবার জন্ত ঐহিক সর্বস্ব পরিত্যাগ এবং আপনার সুকুমার মস্তকে গুরুতর হুঃখভার বহনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ধন্য কুলপাবন সংপুত্র শ্রীবামচন্দ্র!

২। মহাত্মা ভীষ্মদেবও অদ্বুত পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি কুরু-রাজ শান্তনুর একমাত্র পুত্র এবং তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী। তাঁহার মাতা গঙ্গাদেবী অতি শৈশবে তাঁহাকে ফেলিয়া যান। শান্তনু-তনয় বখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ, তখন তাঁহার পিতা সত্যবতী বা মৎস্ত গন্ধানাম্নী এক পরমা সুন্দরী ধীবর-

কতাকে বিবাহ করিবার জন্ত বাগ্ন হন। কিন্তু ধীবরের দৃঢ়পণ “আমার কন্য়ার গর্ভে যে পুত্রসন্তান হইবে, তাহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী না করিলে কতাদান করিব না।” রাজা সেই কতাকেই চান। আবার উপযুক্ত পুত্রকে তাহাব প্রাপ্য হইতে বাঞ্ছিত করিলে লোকতঃ ও দম্যতঃ নিন্দনীয় হইবেন, এই জন্য বিয়ম সন্যায় পড়িলেন। ভীষ্মদেবের নাম তখন দেবব্রত ছিল। তিনি পিতার মনোগত ভাব অবগত হইয়া স্বয়ং এই বিবাহেব ঘটকতা কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ধীবরবাজেব নিকট উপনীত হইয়া পিতার অভিষ্টসাধনার্থ তিনি বাহা চাহিলেন তাহাই দিবেন বলিলেন। ধীবর বলিলেন “আমার কন্যাব গর্ভস্থ পুত্র রাজ্যাদিকারী হইবে—এই সত্য করিলে তোমাব পিতাকে কন্যাদান করি; কিন্তু ইহা হইলে, তোমাব দশা কি হইবে ভাব। তাহা কি স্বীকার করিতে পারি?” ভীষ্ম বলিলেন “পিতৃদেবের সন্তোষের জন্য আমি সকলই করিতে পারি। প্রতিজ্ঞা করিতেছি পৈতৃক রাজ্য আমার যে স্বত্বাধিকার, এখনই তাহা পরিত্যাগ করিলাম।” দাসবাজ বলিলেন “এ কথায় প্রত্যয় কি? আর বাপু, তুমিই যদি বাজ্য-লোভ পরিত্যাগ কর, তোমার সন্তানাদি বাহারা হইবে, তাহারা যে রাজ্য লইয়া বিবাদ করিবে না, তাহাব প্রমাণ কি?” দেবব্রত তখনই ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন “আমি কখনও দাম-পরিগ্রহ

করিব না। তাহা হইলে ত আর সন্তান হইবাব কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না।” কথিত আছে যখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা-বাগ্নি উচ্চারণ করিলেন, তখন এক আকাশ-বাগ্নি হইব “ভীষ্ম” অর্থাৎ কি ভয়ানক! মৌন ধন সম্পদ ও প্রভুর সম্পদ, পৈতৃক রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজপুত্র পিতাব সন্তোষার্থ চিরজীবনের জন্য সমুদায় ভোগসুখেচ্ছা পবিত্যাগ করিলেন, ইহাব অপেক্ষা ভীষণ প্রতিজ্ঞা নানুষের গর্ভে আব কি হইতে পারে? তদবধি দেবব্রত “ভীষ্ম” নামেই পরিচিত হইলেন। ধীবরবাজ নিঃসন্দেহ হইয়া তখন শাস্ত্রকে কন্যাদান করিলেন। ভীষ্ম-দেব কি কঠোরতার সহিত যাবৎ জীবন আপনাব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা মহা ভারতে সর্বস্ত্রের বর্ণিত আছে। পিতাব মৃত্যুব পব তিনি চিত্রাঙ্গদ ও বিচিএদীর্ঘ নামে দুইটা বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে ক্রমে ক্রমে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। স্বয়ম্বরস্থলে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করিয়া কাশীরাজ-কন্যা অধিকা ও অম্বালিকাকে আনিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত বিবাহ দেন এবং আপনি রাজ্যরক্ষণের সমুদায় ক্রেশ ভার গ্রহণ করিয়া ভ্রাতাদিগকে রাজত্ব ও বাজ্যভোগের অধিকারী করেন। কেবল তাহাই নহে, ভ্রাতাদিগের মৃত্যুর পর তাহাদের নিবাস্রয় অপগত পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবকে বাহুস্ব করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যাদিকারী করেন এবং পরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্গোধনের রাজত্বকালে কেবল

গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইরা ভূত্যের ন্যায় সর্পতোভাবে তাঁহার সেবা করবেন। ভীষ্মের ছায় তাগশীল, সচ্চরিত্র ও ধর্ম্য প্রাণ জীবনের উদাহরণ অতি নিবল।

৩। বাজা পুত্র, শূন্যপদসিক্ত শকুন্তলাব সহিত বীণাব বিবাহ হইয়া ভবতনায় পুত্র জন্মে এবং সেই ভবত হইতে ভাবতবর্ষ, তিনিও একজন আদর্শ পিতৃভক্তিপন্থন ছিলেন। এই পুত্র ভবতবর্ষীয় বাজা নবাত্তিব সম্ভব। বাজা নবাত্তিব বাল্যকাল হইতে বিষয় ভোগ করিয়া জবাগ্রস্ত, কিছু তথাপি তাঁহার ভোগ-লালসার নিবন্ধি হয় নাই। তাঁহার ভোগেব সামগ্রী যথেষ্ট রক্ষিয়াছে, ভোগনাসনাও আছে, কিছু ভবা প্রবল ভোগশক্তি নাই। নবাত্তিব ৫টা পুত্র ছিল—যত তুর্নয়, দৃত্য, অম্ব, পুত্র। বাজা একে একে সকল পুত্রকে ডাকিয়া আপনাব জবাব নিম্নলিখিত ভাষাধিগব মৌনাবস্থা তাঁহাকে দিবাব জন্ম অমূল্যব কবিলেন। “কিন্তু জবাবে চুপে নিপল, উহা আশি-ব্যাধি-সমাকুল” এবং ভবত জ্যেষ্ঠ চারি পুত্রের কেহই তাঁহা গ্রহণে প্রীকৃত হইল না। কনিষ্ঠ পুত্র পুত্র নিবাব সুখের জন্য আশ্রয়দান কবিলেন। তিনি পিতার জবাগ্রহণ কবিয়া আপনাব নবমৌবন তাঁহাকে প্রদান কবিলেন। যবতি যৌবনের উদ্যান সহকারে পুনবায় বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্র পিতাকে সুখী কবিয়াই সুখী, আপনাব ক্লেশ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। পুরাণে বর্ণিত আছে, তাঁহার এই অসাধারণ পিতৃভক্তি

হেতু তাঁহার বংশই ভারতে একচ্ছত্র রাজত্ব দাভ করিল। তাঁহার ভ্রাতারা এ দেশ হইতে নির্যাসিত হইলেন।

৪। পিতৃভক্ত সম্ভবনের দৃষ্টান্ত যেমন ভারতবর্ষে, তেমনি অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। ক্রমাগীবালক “ক্যানাবিয়াক্সা” পিতৃ-আজ্ঞাপালনে প্রাণ দিয়া অমবকীর্তি লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধ-জাহাজে পিতা অধ্যক্ষ, তিনি আপনাব বালক সম্ভবনকে একটা স্থান নিদিষ্টে কবিয়া দিয়া বলেন “আমাব অমুমতি ব্যতীত এ স্থান পবিত্যাগ করিবে না।” পিতা নিহত, জাহাজের অধ্যক্ষ লোক বিনষ্ট, আগুন ধুন্ধ করিয়া সকল পোড়ইয়া কানাবিয়াক্সাকে দগ্ধ করিতে আসিতেছে। তথাপি সম্ভবন অটল ও নির্ভয়। “পিতা এ স্থান কি ছাড়িব?” বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাট্টিয়া বালক প্রিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল এবং দেখিতে দেখিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

৫। ভবনি বেকনাবেব গল্প অনেকে পড়িয়াছেন। বেকনার এক জাহাজের নাবিক হইয়া সমুদ্রপথে বাইতেছিল, এক ভীষণ হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ কবিত্তে আইসে। পুত্র তাহা দেখিতে পাট্টিয়া এক তরবারি আঘাতে হাঙ্গরকে প্রতিলিত করে। ইহাতে পিতার প্রাণ রক্ষা যায়, কিন্তু হাঙ্গর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যা-গমনপূর্বক পুত্রের কটিদেশ পর্যাস্ত গ্রাস কবে। পুত্র পিতার উদ্ধারে আনন্দপ্রকাশ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন করিল।

৬। এটনা পর্বতের অধু্যপাতকালে

আনাপিয়স ও আম্পিনোমস নামে দুই মহোদর মূল্যবান গৃহসামগ্রী সকল পরি-
তাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে স্বল্পে
বহনপূর্বক প্রস্থান করে। কথিত আছে

এই ভক্তিমান পুত্রেরা যে গণ দিয়া
গিয়াছিল, তাহাতে অগ্নিম্পর্শ হয় নাই
এবং তাহা “Field of the Pious”—
ধর্মক্ষেত্র—বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ আছে।

(ক্রমশঃ)

বিবি বেসাণ্টের বালিকা-বিদ্যালয় ।

বিবি বেসাণ্টের কীর্ত্তি সম্বন্ধে আর
বিশেষ পবিচয় পাঠক ও পাঠিকাগণকে
দিতে হইবে না। এই বিদ্বাণী ও ধর্মপ্রাণা
মহিলাব একটি নূতন কীর্ত্তি সম্প্রতি
কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদেশী ও
বিজাতীয়গণের জ্ঞাত প্রাণ ঢাণিয়া
তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-
চেষ্টার প্রথম দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে ইনিই
দেখাইলেন।

বেনাবস হিন্দুকলেজ স্থাপনপূর্বক
বালকগণের উন্নতির চেষ্টা করিয়া বিবি
বেসাণ্ট নিশ্চিন্ত হন নাই ; তিনি সম্প্রতি
হিন্দুবালিকাগণের জ্ঞাত একটি সুন্দর
বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ইহা একটি
বিস্তৃত নূতন ভবনে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে। এই বাড়ীটি হিন্দুস্ত্রীলোক-
দিগের উপযোগী, কোনও পুরুষের সহিত
ইহার কোনও সংস্রব নাই। চতুর্দিকে
উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত দুইটি প্রশস্ত গ্রাঙ্গণ-
বিশিষ্ট সুপরিষ্কৃত একতল গৃহ। ইহাতে
কতকগুলি সুপ্রশস্ত কক্ষ ও বাতায়ন
আছে। প্রধান কক্ষে প্রথম শ্রেণীর
বালিকাদিগকে পড়ান হয়। এখানে মিস

পামার-নাম্নী একটি ইয়োরোপিয়ান
থিয়োসফিষ্ট মহিলা ইংবাজী শিক্ষা দেন।
ছুদারি ছোট ছোট কাঠামন। একটি
একটি বালিকা বাসবাব উপযুক্ত আসন-
গুলি—অবশ্য চেয়ারের মত নহে, পিড়িও
বলা যায় না। ইহা ছাড়া কয়েকখানি
বোর্ড টান্নান আছে। আলমারীতে মেয়ে-
দেব স্নেট, পেন্সিল ও পুস্তকাদি থাকে।

অপর চিত্রবিদ্যা শিখাইবার জ্ঞাত
(Brush, Painting) রং, তুলি, খাতা
প্রভৃতিও আছে। এই কার্যের ভার
আর একটি ইংরাজ মহিলার উপর। ইহার
নাম মিস এরেল। ইনি এই বিদ্যালয়ের
লেডি প্রিন্সিপাল। ইহার ভগিনী-পুত্র
(বোন-পো) মিষ্টব এবং ওল এফগকার হিন্দু
কলিজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার। ইহার
অবৈতনিক ভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া
কার্য্য করিতেছেন।

উক্ত বিদ্যালয়ে সর্বশুদ্ধ তিনটি শ্রেণী,
তাহাতে ইংরাজী, বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষা
শেখান হইয়া থাকে। বাঙ্গলা শিখাইবার
জ্ঞাত একটি হিন্দু বিধবা জীলোক নিযুক্ত
হইয়াছেন ; এবং হিন্দি পড়াইবার জ্ঞাত

একটি ক্ষত্রিয়ানী আছেন। ইহা ব্যতীত ছ-একটি হিন্দু থিয়োসফিষ্ট তত্ত্ব মহিলারাও গিয়া বালিকাগণকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া শিল্পশিক্ষাও হয়।

বালিকাগণের শিক্ষা ব্যতীত এখানে আর একটি অতি শুভ অমুর্ভাসের প্রস্তাব হইয়াছে। বিবাহিত বালিকা ও বয়ঃস্ত্রী মহিলাগণের জন্য সপ্তাহে তিন দিন করিয়া একটি ক্লাশ খোলা হইয়াছে। সেখানে চিত্রবিদ্যা, ফটোগ্রাফ, শিল্প ও গীতাপাঠ এবং ইংরাজি কথাবাহী, বিনি ইচ্ছা করেন, শিখিতে পারেন। বয়ঃস্ত্রী স্ত্রীগণের শ্রেণী একটি ভিন্ন গৃহে স্থাপিত। সেখানে দেশী ধরণে বসিবার বন্দোবস্ত। সে গৃহটি আরও নির্জন। এই সকল সুব্যবস্থার পর পাঠাথিনীগণকে আনিবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত একখানি বৃহৎ ঢাকা দেওয়া 'অম্বিবস' গাড়ী আছে। কিন্তু এত সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও দেশীয় ভগিনীরা নিশ্চেষ্ট, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

বারাণসী তুল্য প্রধান নগরীতে এইরূপ

মহৎ আশ্রমের আদর ও প্রতিষ্ঠা না হইলে আর কোথায় হইতে পারে? আমাদের জীর্ণের শিক্ষার প্রতি আমরা নিজে উদাসীন। দৈন্য দরিদ্রতা ভারতের সর্ব কার্যের প্রতিবন্ধক হইয়া ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে সংকলকে নিকৃৎসাহ করিয়া তুলিয়াছে। বিদেশীয়েরা অকাতরে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া যখন আমাদের এত উপকার করিতে প্রস্তুত, তখন আমাদেরও উৎসাহ প্রদর্শন করা সুসম্ভব।

সকলেই জানেন যে সমাজের এক-দিক্ ধরিয়া তুলিলে সে ঠাড়াইতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে কেহই চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টিত হয়েন না।

বারাণসীস্থ থিয়োসফি সোসাইটির কয়েকটি ইংবাজ মহিলার দ্বারা এই সকল কার্য পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারা সকলে দেশীয় ভগিনীগণের উন্নতির জন্য আগ্রহশীল। বিবি বেসাণ্টের সাধু কার্যের ফল যেন অচিরে দেশের সর্বত্র বিস্তারিত হয়, ইহাই প্রাণগত কামনা।

শ্রীনিঃ।

দেব ও আনন্দের দীক্ষা।*

বৈশাখের প্রথর নিদাঘে
ভাই দেব আনন্দে—হুজনে
শুভহস্ত দেও দিব্য দান,

এল প্রভু তোমার সদনে।
ভব মেহ-আতপত্র-ছায়ে,
রাধ নাথ সদা নিরাপদে,

নীতিপথে হোক অগ্রসর,
 ক্রব লক্ষ্য রাখি তব পদে ।
 ধীর বণীয়ান্ কর প্রাণ,
 জ্ঞান-সুখা অজস্র শিকনে ;
 যতদিন রাখ এ ধরায়,
 দ্বাস করি রাখ ও চরণে ।
 তব নাম লয়ে যেন নিতু
 বায় দিন ধরমে করমে ।
 সুখে ছুখে অতল অটল,
 তুমি থেকে অতল মরমে ।
 তব শিখা আশীর্বাদ-ধারা
 বরে শিরে সারাটি জনমে ।
 স্বর্গকূল সম ফুটি ছুটি
 দেবের সৌরভে মাতাইয়া,
 আনন্দের উচ্ছ্বাস তুলিয়া,
 সব প্রাণ দেয় জুড়াইয়া ।

বাজে সুললিত দেব-বীণা,
 আনন্দের উৎস প্রবাহিত ;
 প্রতি মুখে হর্ষনীলা খেল,
 যদি নাচে হ'য়ে প্রফুল্লিত ।
 ছুটি ভাই নববেশে সাজি,
 আসিয়াছে তব দ্বাবদেশ ;
 মাগিতেছে শুভ শিক্ষা দীক্ষা,
 জীবনের আকাঙ্ক্ষা অশেষ ।
 দেও দেব শুভ বর দান,
 ইহাদের হউক কল্যাণ,
 শান্তিসুখ সুসম্মান,
 ধর্ম্যে মতি , আয়ুস্মান্
 বিনয়ী উদারপ্রাণ,
 নিঃস্বার্থ করণালয়ে তোমাব আগারে
 চিরদাস করে রাখ যুগল জাতারে ।
 পিসীমার আশীর্বাদ ।

উদাসীনীর চিন্তা ।

একদা কোন এক মহিলাব সহিত
 বসিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছিলাম । মহিলা
 নিবন্ধনা ছিলেন বটে, কিন্তু সাধুশীলা বলিয়া
 প্রতীয়মান হইল । আমার সহিত তাঁহার
 সেই প্রথম সাক্ষাৎ, স্মরণ্য একবার
 দর্শনে তাঁহার চরিত্রের গূঢ় স্থান সকল
 দেখিয়া লওয়া অসম্ভব ছিল । তিনি
 কথাপ্রসঙ্গে একটি প্রবাদবচন আও-
 ডাইলেন, তাহা এই—“সাধুর বাতাস
 লাগিলে গায়, আপনা আপনি স্বভাব
 যায়।” এই বচনটি তলিয়ে দেখিলে

দেখিতে পাইবে যে, ইহার মধ্যে অনেক
 গভীর তত্ত্ব নিহিত বহিয়াছে । প্রথম
 কথা স্বভাব । স্বভাব বলিলে কি বুঝায় ?
 সে বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা চাই ।
 স্বভাবের আর এক নাম প্রকৃতি ।
 স্বভাবই মানুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া
 থাকে । সহজ কথায় বলিতে গেলে
 স্বভাবই কর্ম্মের উৎপত্তিস্থল । বাহার
 স্বভাব বেক্রপ, তাহার কর্ম্মও বেক্রপ
 হইবে । স্বভাব ভাল হইলে কর্ম্ম ভাল
 হইবে, স্বভাব মন্দ হইলে কর্ম্মও মন্দ



হইবে। কোন সংস্কারবাহিত ব্যক্তি যদি অসংকল্প করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে উহা করিতে পারিবে না। পঞ্চাশতের অসংস্কারবাহিত ব্যক্তি সংকল্প করিতে চাহিলেও সমর্থ হইবে না। সুতরাং স্বভাবই কৰ্মের মূল। স্বভাব যখন কৰ্মের মূল হইল, তখন স্বভাব পরিবর্তন না করিয়া যদি কেহ কৰ্ম পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে চেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালার ছায় নিষ্ফল হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই স্বভাবের পরিবর্তন মানবের শক্তিসাধ্য কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে স্বভাবের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্তব্য। এই বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইয়া আমি জন্মান্তরবাদের বিবাদময় ভূমিতে পদার্পণ করিব না। সাধাবণের বোধগম্য দুই একটি কারণের অবতারণা করিব। পিতা মাতা এবং তৎপূর্ববর্তী পুরুষদিগের স্বভাব উত্তরাধিকারস্বত্রে কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভাবনবর্গে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মাদক দ্রব্য সেবনের স্পৃহা কিয়ৎ-পরিমাণে পিতৃপুরুষ হইতে সম্ভাবনবর্গে সংক্রামিত হয়। এতদ্বিন্ন স্বভাবের আরও কোনও বিশেষ বিশেষ ধারাও পরবর্তী পুরুষে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। বিবর্তনবাদীদিগের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বর্তমান পুরুষের স্বভাবের অনেক স্বত্র (trait) পূর্বপূর্ববর্তী পুরুষ হইতে অব-তরণ করিয়া অল্পকমে দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই অবতরণের উপর জীবের কোনও হাত নাই। এক অলজ্জা বিধানের অধীনে এই কার্য নিষ্পন্ন হইতেছে, সুতরাং এই পিতৃপরম্পরাগত স্বভাবের আবিভাব অবগুস্তাবী। এই উত্তরাধিকারস্বত্রে প্রাপ্ত স্বভাবের সহিত আরও কতগুলি স্বত্র যুক্ত হইয়া থাকে, তাহা জীবের বোপার্জিত দৃঢ়ীভূত অভ্যাস-সমষ্টি। অভ্যাসের জননিতা জীব স্বয়ং, সুতরাং কোনও অভ্যাস উৎপাদন সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। সে ইচ্ছা করিলে উহা জন্মাইতে, রূপান্তরিত করিতে এবং সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিতে সমর্থ। এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে যে প্রবচনটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা কি কেবল স্বভাবের শেখোক্ত অংশ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত? না পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত অংশ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত? সাধুতার সংস্পর্শে যদি কেবল বোপার্জিত স্বভাবের বিলয়-প্রাপ্তিই সম্ভবপর হয়, আর যদি জন্মের সহিত উত্তরাধিকারস্বত্রে যাহা পাওয়া যায়, তাহার বিনাশ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কিয়ৎ পরিমাণে থল করা হইল, অত-দিকে হুঃস্বভাববাহিত সাধকের প্রাণেও গভীর নিরাশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হইল। যদি স্বভাবের কোনও অংশ চিকিৎসার বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে পাপী ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর ছায় নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া অন্তকালেরই



প্রতীকার বসিয়া থাকিতে হয়। এ মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে অনন্ত নরকের বিভীষিকাই প্রাণকে আকুলিত করিয়া তুলে। আমার মতে স্বভাবের কোনও অংশই অপরিবর্তনীয় পূর্বতবৎ অটল বলিয়া বোধ হয় না—সমস্ত অংশই পরিহার্য। স্বোপার্জিতই হউক কিংবা উত্তরাধিকারস্বত্রে প্রাপ্ত শুণ্ঠই হউক, স্বভাব সর্বাবস্থাতেই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনসাধনের বহুবিধ উপায় আছে। আমি আজ কেবল সাধুসঙ্গেরই আলোচনা করিব।

উল্লিখিত প্রবচনে দেখিতে পাই বে, সাধুসঙ্গের শুণ্ঠে বিনামাসে দুঃস্বভাব পরিবর্তিত হইতে থাকে। আর এক জন কবি লিখিয়াছেন—

“মলয় বাতাস পেয়ে যেমন মালতী

ফুটেরে বনে,

তেমনি সাধুর প্রাণের বাতাস পেয়ে

নাম ফুটে শ্রবণে।”

এই উত্তর বাক্যই সাধুসঙ্গ-পিপাসু ব্যক্তির সাধুসঙ্গে গমনকালে কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া তৎপরে স্বভাব-পরিবর্তন সম্বন্ধে কর্তৃত্ব-নিরপেক্ষ একটা অপরি-লক্ষিত নিয়মের আধিপত্য মানিয়া লইতেছে। পূর্বতথিখরোপরি আরোহণ করিয়া কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে লক্ষ প্রদান করিতে পারে; কিন্তু তৎপরে পাদ-দেশে পতনের উপর তাহার আর কোনও কর্তৃত্ব থাকে না, মাধ্যাকর্ষণের অলংঘ্য বিধি তাহাকে নিম্ন দেশে আকর্ষণ করিয়া

লয়। উল্লিখিত দুই বচনের ভাবার্থ যাহা প্রকাশ করিতেছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে সত্য কি না? সাধুসঙ্গে যাইবামাত্র কিম্বা সাধুব সহিত বহুক্ষণব্যাপী সঙ্গ কবিলে বিনা চেষ্টায়ও দুঃস্বভাব পরিবর্তিত হয় কি না? যদি সাধুর সঙ্গকবী কোনও ব্যক্তি সাধুর চরিত্র বিশেষরূপে গণ্যপৈক্ষণ কবিয়া তাহাব সাধুগণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলেও কেবল দেহটাকে সাধুর সম্মুখীন করিয়া রাখিলে কোনও পরিবর্তন ঘটিতে পারে কি না? অর্থাৎ সাধুব পবিত্র হৃদয় হইতে সাধুতার স্বর্গীয় জ্যোতিরিশি স্বশক্তিতে বিকিরিত হইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে কি না? প্রভাতের নবীন সূর্য্যালোক যখন চতুর্দিকে বিকিণ্ড হইতে থাকে, তখন যে কোন ব্যক্তি গৃহের বাহির হইলেই যেমন সূর্যোদ্ভাপ তাহার শরীরকে স্পর্শ করিতে থাকে, সাধুর হৃদয়ও তজ্জণ যে কোন ব্যক্তিকে আলোকিত করিতে সমর্থ হয় কি না? এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সুকঠিন, কারণ সাধুসঙ্গরূপ মহৌষধে কিরূপে দুঃস্বভাবাবিস্তিত ব্যক্তির রোগোপ-শম করিয়া থাকে, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। আমার মনে হয় যে প্রভি-প্রভাতের নিয়মে পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি হাত পা শুটাইয়া নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়ভাবে সাধুসমিধান প্রত্যাহ উপবিষ্ট থাকিলে কেবল সাধুর শক্তিবলে তাহার কোনরূপ পরিবর্তন

হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি আবার আত্মনির্ভরশীল অভিমानी প্রবর্তক সাধক সাধুর শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া কেবল স্বচেষ্টায় আপনায় স্বভাব পরিবর্তিত করিয়া লইতেও সক্ষম হইতে পারে না। উভয় শক্তির সংমিশ্রণে এ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। সাধু এক অলঙ্কিত সূত্র অবলম্বন করিয়া পার্থোপবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন, উপবিষ্ট ব্যক্তি সে শক্তি গ্রহণ করিয়া

তাহাকে নিজস্ব করিয়া লয় এবং তদ্বারা উপকৃত হইতে থাকে। “আপনা আপনি স্বভাব যায়।” এ কথার অর্থ এই বুঝিতে হইবে না যে সাধুর সঙ্গে থাকিলে আর কোনও চেষ্টাই করিতে হইবে না, পুরুষ-কারকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সাধুর শক্তির উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। তাহা যে করে, সে ব্যক্তি সাধুসঙ্গের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।
শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

নবীন ভারতী।

এক নদীর এপারে এক ব্যক্তির ৩০০ কাঠা জমী আছে। ইহা পৈতৃক এবং নিকটে জাতি গোত্র অনেক আছে। জমীটুকুতে তার কুলায় না। ছটা গাছ যদি দেয়, বাড়ি ঘরের স্থান হয় না। একটা পুষ্করিণী কাটিতে গেলে বাস উঠাইতে হয়। চাষবাস করিয়া যে কিছু শস্ত সঞ্চয় করিবে, তাহারও যো নাই। ইহার উপর প্রতিবেশীদিগের সহিত সেই জমী লইয়া নিত্য বিবাদ বিসম্বাদ ও মকদ্দমা করিতেও অনেক ব্যয়, ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। লোকটার এই দুর্দশা দেখিয়া দেশের জমীদার তাহাকে নদীর ওপারে এক খণ্ড বৃহৎ জমী দান করিলেন, তাহাতে পাকা বাড়ি আছে, প্রশস্ত বীথিকা এবং সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও তাহার সংলগ্ন চাষের জমীও যথেষ্ট আছে। উৎপন্ন

শস্ত ফলাদি সে নিজে ভোগ করিয়া আরো কত লোককে বিতরণ করিতে পারে। সেখানে দারিদ্র বা ভাগিন্দার কেহ নাই, কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা নাই। এ পারে দরিদ্রতা কষ্টে যখন লোকটা অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়, অথবা জাতি কুটুম্বদিগের সহিত যখন বিবাদ ও মকদ্দমায় হায়রাণ হয়, তখন মনে করে আর এদেশে থাকিব না, নদীপারে গিয়া সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাইব। কিন্তু সেই পৈতৃক চৌদপোয়া জমীটুকুর এত মায়া যে কোন ক্রমেই তাহা ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সে বার বার প্রতিজ্ঞা করে, সকলকে বলে এবং বৃচ্ছিক বীথিয়া কতক দূর চলিয়াও যায়, কিন্তু তখন মনে হয় এ যে পৈতৃক ভূমি, ছাড়িব কেমন করিয়া? আবার সে ফিরিয়া আসে এবং যে

কষ্টের জীবন সেই জীবনই অতিবাহন করে ।

সাধারণ মানুষের এই অবস্থা । এই চৌক পোয়া জমী শরীর এবং ইহার ভোগ্য স্থান এই ক্ষুদ্র সংসার ; তাহাতেই মানুষ মায়ার আবদ্ধ হইয়া থাকে । ইহাতে তাহার প্রাণের সাধ মিটে না, আশার সন্সার হয় না ; তথাপি সে ইহার মায়াতে বদ্ধ । করুণাময় বিশ্বরাজ ভবনদীর পারে তাঁহার প্রেমরাজ্যে মানুষকে অনন্ত সুখ ও ঐশ্বর্যের অধিকার দিয়াছেন । তথায় কাহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ নাই অথচ সকল প্রভুত্ব ও সুখে সকলেরই পূর্ণ অধিকার আছে । মানুষ এ সংসারে রোগ শোক হুঃখ জরা মৃত্যুর জালায় জালাতন হয়, বাহিরের এবং অন্তরের শত্রুগণ সর্বদাই তাহাকে উত্ত্যক্ত

করে ও তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবার জন্ত ব্যগ্র । মানুষ যখন মর্শ্বাস্তিক ক্রেশ যন্ত্রণা পায়, তখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্মরাজ্যে যাইবার জন্ত কত ইচ্ছা করে, প্রতিজ্ঞা করে এবং সময় সময় মরকট বৈরাগ্যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেও উদ্বৃত্ত হয় । " কিন্তু পৈতৃক চৌক পোয়া জমীর মায়া কাটাইতে পারে না । আবার ফিরিয়া ঘুরিয়া সংসার কারাগারে আসিয়া প্রবেশ করে ; আবার ইচ্ছাপূর্বক মায়ার বেড়ি পায়ে দেয় এবং সংসারী দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া মৃত্যুর রাজ্যেই জীবন অতিবাহন করে । অমৃতের রাজ্যে এ জীবনে আর তাহার যাওয়া হয় না । যে মায়া ত্যাগ করিয়া ঐশ্বরিক প্রেমে ঝাঁপ দেয়, সেই মুক্ত হয় ও শান্তি পায় ।

সন্ন্যাসিনী ও ক্রুজেডার ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

তৎপর দিন প্রভাতকালে অটোভিনো সেন্ট ক্রিশ্চিয়ানা ভজনালয়ে আগমন করিয়া তাঁহার অভ্যন্ত স্থানে উপবেশন করিলেন । তাঁহার সম্মুখে তেমন পুরোহিতের কণ্ঠ হইতে অর্চনা-ধ্বনি উখিত হইল । কিন্তু হায় ! সেই বাতায়ন-দ্বার, বাহা হইতে প্রতিদিন তিনি প্রেমের স্নমধুর সৌন্দর্য্যরস পান করিতেন, তাহা সে দিন আর উদ্ঘাটিত হইল না ।

সে দিন মন্দিরে কুমারী মেরি দেবীর একটা উৎসব সম্পাদিত হইতেছিল । সেই বহুকণব্যাপী উৎসবকালে যদিও লুসিয়ার স্নমধুর সঙ্গীতসুধা তাঁহার কর্ণে বর্ষিত হইতেছিল, কিন্তু সে বাতায়ন পুনরায় আর উদ্ঘাটিত হইল না । তিনি সে দিন উপাসনাতে ক্রুদ্ধমনে ভজনালয় হইতে বাহির হইলেন । প্রত্যেক প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে সেই গ্যালারির স্নমধুস্ব আসমে উপবেশন করিয়া লুসিয়ারকে

দর্শন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ে আর অল্প কোন বাসনা ও অভিলাষ ছিল না। যখন পুনরায় সন্ধ্যাকালীন উপাসনার সময় উপস্থিত হইল, তিনি ভজনালয়ে গমন করিয়া তেমনি ব্যগ্রনয়নে সেই বাতায়ন পানে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু বাতায়ন যেমন দৃঢ় আবদ্ধ, তেমনি রহিল— আর সে মনোহর মূর্তি সে বাতায়ন-সন্নিধানে আসিয়া উপবেশন করিল না। লুসিয়ার অদ্যকার এই অদর্শনে হয়ত তাহাদের পরস্পরের অমুরাগের বিষয় অপর সম্মানসিনীগণের গোচরীভূত হইয়াছে, এই অমুমান যখন তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভিত হইল, তখন তিনি ব্যথিত ও অস্তির হইয়া পড়িলেন। হায়! তিনি কি লুসিয়ার দর্শনে চিরদিনের জ্ঞাত বঞ্চিত হইলেন? তৎপর দিন প্রভাতকালে পুনরায় তিনি নিরাশা-ব্যথিত ম্লান আননে সন্ধ্যাভে ভজনালয়ের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অধীরচিত্তে ইহার দ্বার উদ্ঘাটনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভজনালয়ের সন্নিকটবাসী জনবৃন্দ যখন প্রাভাতিক উপাসনার জ্ঞাত মন্দির-দ্বারে সমবেত হইল, তখন তাহারা ম্লান-মুখশ্রী সেই সম্ভ্রান্ত যুবককে সন্ধ্যাভে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া অত্যাৎকট ঐশ্বরিক ভক্তিতে তাঁহার এইরূপ ম্লানতা অমুভব করিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। যখন সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া

আসন গ্রহণ করিল, তখন অটোভিনোও তাঁহার প্রতিদিনকার নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেদিনও সেই বাতায়ন পূর্বদিনের জায়গাই আবদ্ধ রহিল। কিন্তু লুসিয়ার স্মরণ সঙ্গীতধ্বনি প্রাত্যক দিনের জায়গা সে দিনও তাঁহার কর্ণে মধুর-রূপে বর্ষিত হইতে লাগিল। এক্ষণে লুসিয়ার মনোহর মূর্তি একটি বার দর্শনের জ্ঞাত তাঁহার সর্বস্বও তিনি দান করিতে পারিতেন। কিন্তু আর কখনও সে মূর্তি তাঁহার নয়নসম্মুখে আবির্ভূত হইল না। সে দিন হইতে তিনি প্রাত্যক দিন প্রাভাতিক ও সাপ্তাহিক অর্চনাকালে সেট ক্রিষ্টিয়ানা ভজনালয়ে কেবল লুসিয়ার স্মরণ শ্রবণার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। অদ্যকার নিশীথে অদৃশ্য দেবদূতের কণ্ঠনিঃসৃত গূঢ় রহস্যময়ক শোভাগীতির জায়গাই অস্তুরালবর্তিনী গায়িকার সঙ্গীত শ্রবণ করাই (যে সঙ্গীতধ্বনি সেই সম্মানসিনীর সঙ্গীতময় মূর্তির স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগ্রত করিয়া তুলিত) তাঁহার একমাত্র সুখের কারণ হইয়া উঠিল। সেই গ্যালারি আসনে উপবেশন করিয়া লুসিয়া তাঁহার নিকটেই অবস্থিত করিতেছে এবং তাহার নিখাস-পবিত্রীকৃত বায়ুতে তিনি নিখাস গ্রহণ করিতেছেন, এ চিন্তাও তাঁহার হৃদয়ে গভীরতর আনন্দ বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! লুসিয়ার সে স্মরণ সঙ্গীত-শ্রবণানন্দ হইতেও তিনি শীঘ্রই বঞ্চিত হইলেন।

ইহার একমাস পরে একদিন সেন্ট ক্রিষ্টিয়ানা ভজনালয়ে তাঁহার উদ্‌গ্রীব কর্ণে লুসিয়ার অস্ত্রাল-প্রবাহিত সঙ্গীতধ্বনিও আর সিদ্ধিত হইল না। সে দিন জীবনের এই একমাত্র সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি গভীর যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইহার পর কত দিন তিনি সেন্ট ক্রিষ্টিয়ানার ভজনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে অদৃশ্য সম্মানসিনীর সুস্বর শ্রবণ আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। এক্ষণে তিনি একরূপ “মরিয়া” হইয়া উঠিলেন। জীবনের প্রতি তাঁহার আর কোনও মমতা রহিল না। যে কোন প্রকারে তিনি জীবন পরিত্যাগে বদ্ধপরিকর হইলেন। একদিন প্রভাতকালে যখন তিনি সেন্ট ক্রিষ্টিয়ানা ভজনালয় হইতে বাহির হইয়া নগরের জনতাপূর্ণ স্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন নগরের বহুসংখ্যক অধিবাসীকে দলে দলে বলম্মা নগরের প্রধান ভজনালয়ে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। কেন তাহারা এরূপ দলে দলে সে ভজনালয়ে সমবেত হইতেছে, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনিও উৎসুকচিত্তে সেই বিপুল জনতার অসুসরণে ভজনালয়ে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে অর্থাৎ একাদশ খৃষ্টাব্দে জিরারডো ডি স্ক্যানাবিচি নামক একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলম্মা নগরের ধর্ম্যাধ্যক্ষ (বিসপ) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন

বিসপ পদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে বলম্মা নগরের শাসনভারও অর্পিত হইত। এই সময়েই পবিত্র তীর্থস্থল জেরুজেলম বিধর্ম্মা মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়াছে, এই সংবাদে সমস্ত খ্রীষ্টান ইউরোপভূমি আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টানগণের পবিত্র তীর্থস্থানকে বিধর্ম্মা মুসলমানগণের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত গোপ হইতে সামান্য ধর্ম্মযাজক পর্য্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেক খৃষ্টানরাগী স্ব স্ব প্রদেশের সাধারণ খৃষ্টান জনগণকে ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইতে অবিরত উত্তেজিত করিতেছিলেন। বলম্মা নগরের বিসপ জিরারডি স্ক্যানাবিচি বিশেষ বাগ্মিতাসম্পন্ন এক ধর্ম্মযাজককে বলম্মার প্রধান ভজনালয়ে নগরবাসিন্যকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান জ্ঞাত বক্তৃতা করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই বক্তৃতা শুনিবার জন্ত অল্প বিপুল জনতাস্রোত বলম্মা নগরীর প্রধান ভজনালয়ে প্রবাহিত হইতেছিল। পিটার যখন সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টভক্ত ধর্ম্মোন্মত্ত খৃষ্টানদিগের নিকট ধর্ম্মযুদ্ধের সপক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন যেরূপ উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়াছিল, অদ্য বলম্মা নগরীর প্রধান ভজনালয়ে এই ধর্ম্মযাজকের বক্তৃতায় সমবেত জনবৃন্দ তেমনি অধীর উত্তেজনায় উবেলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মযুদ্ধে আশ্বোৎসর্গ চিহ্নসূচক গোরবাধিত, ক্রুশ-কাঠ

গ্রহণ করিল। অটোভিনো জীবন পরিত্যাগের ইহাই মহাসুযোগ ভাবিয়া সর্দাপেক্ষা অধিক আগ্রহে ধর্মযুদ্ধব্রতে সেই যাজকের নিকট ফুশ-কাঠ দ্বারা অভিষিক্ত হইলেন। “আমি ঈশ্বরের ফুশ-কাঠ বহন করিব” দীক্ষাসময়ে, তাঁহার এই আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সর্দাপেক্ষা অধিক উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এক্ষণে এত দিন কেন তিনি (বাহা তাঁহার নিরাশ প্রেমের প্রতীকারস্বরূপ গৃহীত হইতে পারিত) তাঁহার মুক্তিপাতার জন্মভূমি উদ্ধারার্থ ধর্মসংগ্রামব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন নাই, তাহাই তাঁহার নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লুসিয়া যেমন সন্ন্যাসিনীর অবগুষ্ঠন গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, তিনি তেমনি এক্ষণে ঈশ্বরের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া জীবনকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্মযাজকের নিকট হইতে ধর্মযুদ্ধগামিচিহ্ন ফুশ-কাঠ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের মহিমাম্বিত সৈনিকরূপে চিহ্নিত হইলেন এবং একেবারে তাঁহার দৌলভ্যাশালী বদেহ, বজুবর্গ ও গৃহ হইতে প্যালেষ্টাইনে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

যদিও ইটালীর প্রত্যেক প্রদেশ খৃষ্টের জন্মভূমি উদ্ধারার্থ বহুসংখ্যক সৈনিক ও যোদ্ধা প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু নব্য-উদীয়মান জেনোয়া ও ভেনিস নগরীদ্বয়কে ধর্মযুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে অধিক তৎ-

পর দেখা গিয়াছিল। ধর্ম্যাপেক্ষা বাণিজ্য-ব্যাপারে লাভবান হইবার অতিদক্ষিই তাহাদের এই তৎপরতার কারণ ছিল। এই সুযোগে তাহারা নাবিক-বিজ্ঞান অনভিজ্ঞ ভিন্নজাতীয় ধর্মযুদ্ধগামী বহু-সংখ্যক ব্যক্তিগণকে বহু অর্থ বিনিময়ে তরলীসমূহ ভাড়া দিয়া বিপুল ধন উপার্জন করিতে লাগিল। এই সঙ্গে তাহারা অবাধ বাণিজ্যের পথ উদ্ঘাটন করিয়া পূর্বদেশজাত বহুমূল্য রেশমি বস্ত্র ও অশ্রুগ্রন্থ মহার্ঘ্য দ্রব্যজাত ভিন্ন ভিন্ন দেশে সরবরাহ করিয়া অচিরে অপরিমেয় ধনাগমে মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। ইহার পরবর্তী কালে তাহারা যে শক্তি লাভ করিয়াছিল এবং যে উন্নত কৃতি ও শৌষ্ঠবশালিত্বের শ্রেষ্ঠতার জন্য ইউরোপের নগরীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, এই সময় হইতে তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়।

ভেনিসের পক্ষ হইতে অটোভিনো বহু সংখ্যক ধর্মযুদ্ধযাত্রী ব্যক্তির সহিত প্যালেষ্টাইনে যাত্রা করিলেন। যে দিন সন্ধ্যা বেলা ধর্মযুদ্ধগামী তরলীবাহু ভেনিসের খালসমূহ হইতে উন্নতগ্রীব ময়লাদলের জাহাজ আরাভ করিল, সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সেন্টক্রিস্টিয়ানা ভজনালয় হইতে সন্ধ্যার্চনা সঙ্গীতধ্বনি (বাহা এক সময়ে অটোভিনো উৎকৃষ্ট আমনের সহিত শ্রবণ করিতেন) সাক্ষানিষ্পন্নতা ভঙ্গ করিয়া আকাশে উখিত হইল। সেই সঙ্গীতশ্রবণে

স্বদেশ, বঙ্গবর্গ, স্বদেশের সুলভ দৃশ্য-
রাজি—এ সকলের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে
উজ্জ্বলরূপে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল।
তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি
চিরকালের জন্যই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া
বাইতেছেন। সেই যুবতী সন্ন্যাসিনী,
বাহার চরণে তিনি জীবনের সমস্ত সুখ
শান্তি উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার বিরহ-
স্মৃতি অতি বিষাদভারে তাঁহাকে ব্যথিত
করিতে লাগিল। অমূল্য বায়ুভরে গম-
নশীল তরণীর পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া
সেই অধীর কেশময় সমুদ্রের ঢেউেলের
সহিত যুবক বহু উষ্ম অশ্রুজল মিশাইতে
লাগিলেন।

কবির তুলিকায় ধর্মযুদ্ধের যুগ কবিত্ব
ও উপন্যাসের সৌন্দর্য্যে চিত্রিত হইয়াছে
বটে, কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাসে তাহার
কোনও ভিত্তি নাই। ইতিহাস সেই
যুগকে চৌর্য্য, অজ্ঞতা ও লুণ্ঠার পাশব
বৃত্তির যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। ধর্ম-
যুদ্ধ-যাত্রী অনেকের পক্ষে ইতিহাসের
এই বথার্থ উক্তি যে সর্ব্বতোভাবে
প্রযোজ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ
নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাব্য-
চিত্রিত প্রকৃত শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন উন্নত-
হৃদয় ধর্ম্মবীরের অসম্ভাব ছিল না। ধর্ম্মের
জন্যই ধর্ম্মযুদ্ধরূপে তাঁহারা জীবন
উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অটোভিনো যে
তরণীর আরোহী হইয়াছিলেন, তাহাতেও

কবিচিত্রিত কোমলহৃদয় যোদ্ধা পুরুষের
অসম্ভাব ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ
কেহ সময় অতিবাহন করিবার জন্য নিয়-
বর্ণিত সঙ্গীত সমস্রমে গাহিতেছিল :—

হৃদিপুত্র এ ক্রুশকাষ্ঠ হৃদয়ের পরে,
ত্যাগি রাজগৃহ মরি “ফ্লোরিনা* সুলভা”
চলিলা প্রণয়-সহ দীনবাসিনী,
যথা শোভে দূর দেশে প্যাালেষ্টিন পুরী।
যুঝিলা বিধর্ম্ম-সহ থাকি নাথ-পাশে।
গৌরবের কার্য্যশেষে একত্রে দৌহার
প্রভুপদ-স্পর্শ-ধন্য পুত্র তীর্থভূমে
লভিলা বিশ্রামশয্যা—চির শান্তিছায়া।†

এই সঙ্গীত শুনিয়া অটোভিনো একপ
যুত্মার বিশ্রামলাভ সমধুর বলিয়া উপলব্ধি
করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু লুসিয়া
যখন সেণ্ট ক্রিস্টিয়ানা ভজনালয়ে শেষ
বিশ্রাম লাভ করিবে, তখন তিনি
দূর জেরুজেলম-ভূমের সমাধিতলে চির-
নিদ্রিত থাকিবেন, ইহাই কি তাঁহার
ভাগ্যে লিখিত হইয়াছে? এইরূপ চিন্তা
তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিষাদ-
ভারে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। না না,
তা হইবে না—সুদূর জেরুজেলম-ভূমে
বিধাতা তাঁহার শেষ বিশ্রামস্থান নির্দিষ্ট
করেন নাই। (ক্রমশঃ)

* Fiorina ফ্লোরিনা সুলভা।

† এই সঙ্গীত সৎস্কীর গল্প সে সময়ের সকল
জাতীয় ধর্ম্ম-যুদ্ধগানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত
হইয়াছিল।

অর্থনীতি ।

জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন ।

জ্ঞা। অর্থনীতিতে ৩টা বিষয় শিক্ষা হয় বলিয়াছি :—(১) অর্থের উৎপত্তি, (২) অর্থের বিভাগ, (৩) অর্থের বিনিময় । প্রথমে অর্থের উৎপত্তি কিরূপে হয় বলি । পৃথিবীর সব লোক “ধন” “ধন” করিয়া পাগল । ধন পাইবার উপায়টা জানা বড় আবশ্যক ।

স। আমাদের বাবুরা ত চাকরী করে ধন আনেন । আর কি সহজ উপায় আছে ?

জ্ঞা। চাকরী করিয়া যে ধন পাওয়া যায়, সে অল্প, তাহাতে কোনও লোক মস্ত বড় মানুষ বা কোনও জাতি মহাধনী হইতে পারে না ।

স। ব্যবসা বাণিজ্য করে, জমিদারী করতে লোকে বড় মানুষ হয় ?

জ্ঞা। তা’ঠিক্। কিন্তু ইহারও কতকগুলি নিয়ম আছে । ধন উৎপত্তির ৩টা উপায় মনে রাখিবে :—(১) স্বভাবদত্ত বস্তু, যেমন জমী, জল প্রভৃতি ; (২) শ্রম, (৩) মূলধন বা পুঁজি ।

স। এক একটা করিয়া বুঝাইয়া দেও । আমিও মনে করি অনেক জমী থাকিলে জমিদার হওয়া যায় । জমিদারেরা বিনা শ্রমে অর্থের কুবের হয় ।

জ্ঞা। কেবল জমী থাকিলে ধন হয়, মনে করিও না । জমী যদি পতিত থাকে,

পাহাড়ে জঙ্গলে আচ্ছন্ন থাকে, তাতে কি লাভ ? এদেশে সুন্দরবনে ও মধ্য ভারত-বর্ষে কত জমী এইরূপ পতিত আছে । তাহার ভূস্বামীদের আয় অতি সামান্য ।

স। তা বটে, জমী চাষ আবাদ করার জন্ত লোক চাই ।

জ্ঞা। জমী ছাড়া শ্রম একটা জিনিষ । শ্রমের গুণে জমীতে সোণা ফলান যায় । সুন্দরবন আকাট জঙ্গল হয়েছিল, তাতে কিছু লাভ ছিল না ; জমী যত হাসিল হচ্চে, কত শস্ত হচ্চে, কত টাকা আসছে । রাণীগঞ্জে কয়লার খনি কত যুগযুগান্ত ধরিয়া মাটির নীচে পোতা ছিল, পরিশ্রম দ্বারা তাহা উঠাইয়া লইয়া কত রেলগাড়ী চলিতেছে, রন্ধনাদির কত সাহায্য হইতেছে !

স। আচ্ছা, স্বভাবদত্ত আরও অনেক বস্তুত আছে, যেমন সোণারূপা প্রভৃতি ধাতু ও মণিমুক্তা প্রভৃতি রত্ন । এ সকল লইয়াইত ধনীদের ধন ?

জ্ঞা। এ সকল ধন কি সহজে মিলে ? সোণা এক এক স্থানে নদীর তলে বাপুকার মধ্যে ধুলার মত থাকে, যেমন সুবর্ণরেখা নদী । অনেক পরিশ্রমে অল্প অল্প সংগ্রহ করিয়া গালাইয়া লইতে হয় । সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তা তুলিবার জন্য ডুবুরীরা প্রাণ হাতে করিয়া ডুব দেয়, কত লোক হিংস্র জলজন্তুর কবলে পড়ে ।

কাঠ, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে গিয়া বাঘ ভান্নকের মুখে কত লোক প্রাণ হারায়। ঈশ্বর স্বভাব বা সৃষ্টিরাজ্যে অনেক মূল্যবান বস্তু রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু বিনা শ্রমে তাহা সংগৃহীত বা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না।

স। আচ্ছা, শ্রমত অল্পলোকে করিয়া ধন সংগ্রহ করে, আর অধিকাংশ লোক বসিয়া বসিয়া তাহা ভোগ করে।

জ্ঞা। ধনের মানে লইয়া আবার ভুল করিও না। ধন কেবল টাকা কড়ী, ধা সোণারূপা ও মণি মুক্তা নয়। গো-ধন, শস্ত্র-ধন তোমাকে বলিয়াছি। যে বস্তুর কিছু মূল্য আছে, তাহাই ধন। অনেক লোক অনেক প্রকারে শ্রম করিয়া এইরূপ বিবিধ ধন উৎপন্ন করিতেছে।

স। আচ্ছা, ধন উৎপত্তিতে পরিশ্রম চাই মানিলাম। কিন্তু মূলধনের কি প্রয়োজন? জমী আছে, লব্ধ করিলাম, শস্ত্র হইল, তাহা বেচিয়া টাকা পাইলাম।

জ্ঞা। জমী ও শ্রমের ত্রায় মূলধন বা কিছু পুঁজি ভিন্ন ধন উৎপন্ন হয় না। যাহারা জমী চাষ করিবে, তাহারা কি খাইয়া করিবে? আর চাষ করিলেই কি রাতারাতি ফসল হইয়া উঠিবে? গাছ তৈয়ার হইতে, শস্ত্র ফলিতে কত মাস গত হয়! তারপর শস্ত্র কাটিতে ও বিক্রম করিতে কত সময় চাই?

স। টাকা পুঁজি না থাকিলেও খাবার জিনিষ থাকিলেই হয়?

জ্ঞা। ভুলিও না, মূলধন অর্থে কেবল টাকা নয়, যে কোনও বস্তুর মূল্য আছে তাহাই ধন। শস্ত্র ও অস্ত্র খাদ্য ও ধন। এই মূলধন না থাকিতে কত লোকের জমী আছে ও খাটিবার শক্তি আছে, অথচ তাহাদিগকে আহারের জন্ত লালিয়াই হইয়া বেড়াইতে হয়। অর্থোৎপাদন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ভারতে জমীর অভাব নাই, শ্রমজীবীরও অভাব নাই, অথচ মূলধন অভাবে জাতীয় অর্থের উন্নতি নাই। ইউরোপীয়েরা মূলধন দিয়া এখানে কত কল কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া দেশের অর্থ শোষণ করিতেছে!

স। কেন, আমাদের দেশের ধনাঢ্য লোক ও রাজা রাজড়াদের হাতে কি টাকা নাই? এক একজন ত অর্থের পাহাড়।

জ্ঞা। বলিতে হুঃখ হয়, এদেশের ধনী লোকেরা ধনের ব্যবহার জানেন না। তাহারা হয় ক্রপণ হইয়া টাকা গাদি করিয়া রাখেন, শেষে চোর দস্যুতে লুটিয়া নেন। আর তা না হয় অপব্যয়ে টাকা ফুঁকিয়া দেন। টাকা বাঁচাইয়া তাহা অর্থ উৎপাদন ও বৃদ্ধির জন্ত ব্যয় করিলে তবে তাহা মূলধন বলিয়া গণ্য হয়।

রসায়ন-বিজ্ঞান ।

কার্বন ডাইক্সাইড বা কার্বনিক এসিড বা দ্ব্যম অক্সার ।

চিহ্ন CO_2 ; মৌলিক গুরুত্ব ৪৪ ।

ইতিহাস—১৭৫৭ খৃঃাব্দে ব্ল্যাক (Black) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন ; তিনি ইহাকে স্থায়ী বায়ু (Fixed Air) কহিতেন ।

শতাংশিকের ০° উষ্ণতায় ৭৬০ মিলি-মিটার তাপে ১১.১৯ লাইটার CO_2 ভার ২২ গ্রাম, অতএব ইহা সম-আয়তন হাইড্রো-জেন অপেক্ষা ২২গুণ ভারী ।

অবস্থা—অসংযুক্ত অবস্থায় ১০,০০০ লাইটার বায়ুতে প্রায় ৪ লাইটার এই গ্যাস বিস্তারিত আছে । প্রাণীদিগের নিশ্বাস সহকারে ইহা বহির্গত হয় । অন্ধকারে বৃক্ষাদি হইতেও ইহা বহির্গত হয় । অগ্নি-স্থানে উদ্ভিদাদিদাহে ইহা উৎপন্ন হয় । ঔদ্ভিদিক পদার্থ পচিলেও ইহা উৎপন্ন হয় । পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে এবং আয়র্ষ্যগিরির গুহা হইতে প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস উৎপন্ন হয় । সংযুক্ত অবস্থায় ইহা জলে, সুরাবিশেষের বোতলে, চা খড়ি, মার্বেল প্রস্তর, প্রবাল ও শব্দাদিতে আছে ।

ধর্ম—ইহা বর্ণহীন, স্বচ্ছ, অদৃশ্য, বায়বীয় পদার্থ ; জীবৎ অক্সাধার ; ভ্রাণে অল্পরস অনুভূত হয় ; ইহা না দাহক না দাহ্য, পরন্তু অগ্নি-নির্কাপক । ইহা বিষধর্মী, স্ববক্ষার-জলমধ্যে কোনও প্রাণী নিমজ্জিত

হইলে সে অক্সিজেন অভাবে মরিয়া যায় । কিন্তু অক্সিজেন সহযোগে কার্বনিক এসিড প্রস্থসিত হইলেও অনিষ্ট হয় । ইহা উদ্ভিদ উৎপত্তির প্রধান উপাদান । ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫২৯ । ইহাকে চাপ ও শৈত্য সহযোগে তরল ও কঠিন আকারে আনা যায় । ইহা ৫৪০ পাউণ্ড বায়ুর চাপে তরল হয়, ০°শ শৈত্যে ও ৩৬ গুণ বায়ুর চাপে তরল হয় । কিয়ৎপরিমাণে চাপ অপসারিত করিলে তরল কার্বনিক এসিডের কিয়দংশ তৎ-ক্ষণাৎ বাষ্প হইয়া যায়, অবশিষ্টটুকু জমিয়া কঠিন হয় । ফুসফুস (Lungs) পরিত্যক্ত ১০০ পাউণ্ড বায়ুতে ০.৫ পাউণ্ড CO_2 থাকে । ইহা জলে দ্রব হয় । ১০০ পাউণ্ড জলে ১০০ পাউণ্ড দ্রব হয় । চাপ দ্বারা ঘনীভূত করিলেও সম-আয়তন জলে সমান দ্রব হয় । কিন্তু এরূপ স্থলে চাপ উঠাইয়া লইলেই অতিরিক্ত CO_2 বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় । কার্বনিক এসিড-দ্রবীভূত জল খাইলে শরীর রিক্ত ও ক্ষুধিযুক্ত হয় । যাহা সোডা ওয়াটার বলিয়া আমরা পান করি, তাহা ঘনীভূত CO_2 দ্রবীভূত জল ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই নিমিত্ত বোতলের কাক খুলিবা-মাত্র অতিরিক্ত CO_2 বদ্বন্দ্ব আকারে

উপগত হয়। কুপতলে ও পাণ্ডুরিয়া কয়লার খনিতে কখন কখন এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে শীত নিবারণ জন্য অবরুদ্ধ গৃহে অধিক পরিমাণে কয়লা জ্বালিয়া নিদ্রা ঘাওয়াতে অনেক সময়ে ইহার আধিক্য নিবন্ধন জীবন নষ্ট হইয়াছে। এ দেশে অবরুদ্ধ স্থতিকাগৃহে অধিক পরিমাণে অগ্নি জ্বালাইবার প্রথায় যে অনিষ্ট হয়, তাহা লোকে অতি অল্প বুঝিয়া থাকে। ফলতঃ অবরুদ্ধ গৃহে অধিক পরিমাণে অগ্নি জ্বালা অথবা একত্রে অধিক লোক নিদ্রা ঘাওয়া কোন মতে বিধেয় নহে। দ্ব্যম-অঙ্গার বায়ু অপেক্ষা ভারী, এজন্য গৃহের মেজের উপর সঞ্চরণ করে, অতএব মেজের উপর শয়ন না করিয়া খট্টাদির উপর শয়ন করা কর্তব্য। যে গৃহে তত্ৰত্য বায়ুর শত করা ১০ ভাগ CO_2 সঞ্চিত হয়, তথায় অবস্থান করা উচিত নহে। নাট্য-গৃহমধ্যে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম-স্থলে দ্ব্যম-অঙ্গারের আধিক্য বশতঃ স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদেতা বায়ুহ দ্ব্যম-অঙ্গার হইতে C গ্রহণ করে ও O: পরিত্যাগ করে; এবং সেই O মনুষ্যেরা গ্রহণ করিয়া CO_2 পরিত্যাগ করে। সুতরাং মনুষ্যাদিগের শ্বাসের সহিত বৃক্ষ-দিগের শ্বাসের পরিবর্তন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। বৃক্ষেরা যে কার্বন গ্রহণ করে, তাহার পরীক্ষা—একটা কলসের খানিক জল পূর্ণ করিয়া উহার মুখ এই গ্যাস দ্বারা পূর্ণ কর ইত্যাদি বায়ুতে দেখ।

বৃক্ষগণ বায়ু হইতে C গ্রহণ করে, তাহার পরীক্ষা কোন ক্লানেলের উপর শরিয়া বীজ ইত্যাদি বায়ুতে দেখ।

প্রস্তুতপ্রণালী—

১। কোন কার্বনেটের (Carbo-nate) উপর বীজ্যবান্ এসিড ঢালিলে CO_2 উৎপন্ন হয়। সচরাচর হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড (Hydrochloric acid) ফ্লুথিডি ($CaCO_3$) দ্রব করিয়া কার্বনিক এসিড প্রস্তুত করে:—যথা $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$.

২। অঙ্গারকে বায়ুমধ্যে বা অক্সিজান মধ্যে দগ্ধ করিলে ইহা উৎপন্ন হয়।

৩। অগ্নিদাহকালে (Combustion), মনুষ্য ও জন্তুর নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে, সকল বস্তুর পচন দ্বারা এবং বীজ সকলের অঙ্কুরোৎপত্তিকালে CO_2 উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষা—

১। কার্বন-পূর্ণ কোন বোতল বায়ু-পূর্ণ কোন বোতলের মধ্যে স্থাপন করিলে গুরুতা-প্রযুক্ত উপরিস্থিত বোতলের CO_2 নিম্নের বোতলে পড়িবে; এবং উপরের বোতলের বায়ু উপরে আসিবে। তখন কোনও জলস্ত দীপশিখা উপরের বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে জ্বলিবে, নীচের বোতলে দিলে নিবিয়া যাইবে।

২। কোন দীপশিখার উপর কার্বনিক এসিড-পূর্ণ বোতল ধরিলে দীপশিখা হইবে।

৩। ইহা নীল লিটমস্ কাগজকে
লৌহিত্য করে।

৪। চূণের জলকে দুগ্ধবৎ সাদা করে।

৫। CO₂ পূর্ণ বোতলের মধ্যে কোনও
জন্তু নিশ্বাস করিলে মরিয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

কবিতা-বিন্দু।

১। মধুপুর।

এইত নন্দনবন সুর-অঙ্গনার,
ফুটিছে মহরা গাছে পারিজাত ফুল,
“পতঙ্গের”* প্রবাহে বহে মন্দাকিনী-ধার,
অনন্ত বসন্তানিলে পরাগ আকুল !
এ রাজ্য মাটিতে ফার রাজ্য পা ছুখানি
ঘুগুগাস্তর আগে পলকের তরে
রেখেছিল, আঁধার তাই মনে অহুমানি
শিহরিছে শাল বন পর্কিতে—প্রান্তরে !
অগণ্য মৈনাকসম ক্ষুদ্র গিরিমালা
ঝিরে আছে চারিদিকে জাগ্রত গ্রহরী,
জন-কোলাহল তাজি শাস্তি দেববালা
বিরাজে এ বনভূমে রাজরাজেশ্বরী !
আঁধার ক্রান্ত পান্থগণ বসি পদছায়
আলানয় জীবনের যাতনা জুড়ায়।

২। গিরিধি।

আঁধারে আলোক ফোটে যার করুণায়,
যার করুণায় বহে যমুনা জাহ্নবী,
পাহাড়ে এ পুষ্পবন তাঁরি মহিমায়,
চরণে প্রণাম তাঁর করে দীন কবি !
প্রকৃতি আপন করে প্রেম-তুলিকায়
আঁকিয়া রেখেছে এই চারু চিত্রপট,
ভাসিছে শাস্তির রাজ্য সৌন্দর্য্য বস্তায়
লাবণ্যের লীলাভূমি বরাকর-তট।

গিরিধির গিরিশৃঙ্গে দেববালাগণ
প্রতিদিন আসে যায় মাথিয়া চরণে
সায়াকুরবির রক্ত অলক্ত কিরণ,
হাসে তাই চারিদিক কাঞ্চনবরণে !
এ সৌন্দর্য্য—এ লাবণ্য হেরিলে নয়নে,
আলস্যে ফিরিতে আর নাহি লয় মনে।

৩। দেওঘর।

(দেবগৃহ বা বৈষ্ণনাথ ।)

অনাদরে অনিয়মে হেলা উপেক্ষায়,
হারিয়েছি যেই রক্ত বঙ্গে নিজবাসে,
সেই স্বাস্থ্য,—সে সম্পদ খুঁজিতে হেথায়
আসিয়াছি দেবগৃহে, তব পদপাশে।
শুনছি মায়ের মত তুমি সবতনে
মুছাইয়া দেও যত ধূলামাটি ছাই,
রোগ শোক তাপ তব কর-পরশনে
থাকিতে পারে না দেহে, শুনিবারে
পাই।

অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া যতনে
আসিয়াছি তাই তব চরণছায়ায়,—
বঞ্চিত ক’রোনা কৃপাকণা বিভ্রণে,
কলঙ্ক রটে না যেন দেব-মহিমায় !
দেবগৃহ, পূণ্যভূমি, দেবনিকেতন
দরিত্রের মনোবাঞ্ছা করিও পূরণ।

২০-১০-০৪

শ্রীমহীকুমোহন চন্দ্র।

* মধুপুরের পাদদেশবাহী ক্ষুদ্র নদ।

সতীপঞ্চক ।*

১। পদ্মা ।

পদ্মা! অনরণ্যনামক রাজার কন্যা ।
ইনি সুন্দরী, সুশীলা, প্রিয়ভাষিনী, শুদ্ধা
ও বিদ্যাবতী ছিলেন । একদা পুষ্পতলা
নদীতে স্নান করিবার সময় তিনি পিঙ্গলাদ-
নামক মুনির চুষ্টিতে পতিত হন । মুনি
জরাজীর্ণ জটাবকলধারী ভাপস, কিন্তু
রাজকন্যার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার
পাণিগ্রহণার্থ উন্মত্ত হন । তিনি স্বয়ং
রাজার নিকটে আসিয়া কন্যার সহিত
বিবাহ প্রার্থনা করেন এবং না দিলে শাপে
রাজ্য ঐশ্বর্য ভয়সাং করিবার ভয় প্রদর্শন
করেন । রাজার এই একমাত্র প্রাণাধিকা
কন্যা । রাজা ও রাণী উভয়েই মুনিবরের
প্রস্তাব শুনিয়া অবাক ও ভয়বিহ্বল । কিন্তু
কর্তব্যবিষয়ে মন্ত্রীদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা
করিলে তাঁহার বলিলেন “কন্যা ষোড়শী,
স্বয়ংবরের উপযুক্ত, তাঁহার মত লওয়া
হউক ।” সকলের বিশ্বাস, এ অসঙ্গত
প্রস্তাবে রাজকুমারী কখনই মত দিবেন
না । সুলোচনানামী দাসী তাঁহার নিকট
প্রেরিত হইল । পদ্মা পিঙ্গলাদ ঋষির
সেবার অধিকারিণী হইয়াছেন জানিয়া
আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মানিলেন
এবং যাহাতে সদাই বিবাহাহুষ্ঠান সম্পন্ন
হয়, তজ্জন্ম রাজা ও রাণীকে অমুরোধ
করিতে বলিলেন । উদাহরিত্রিয়া যথা-
বিধানে সম্পন্ন হইল । পদ্মা আপনার

দিব্য-পরিচ্ছদ ও রত্নাভরণ সকল দরিদ্র-
দিগকে শিলাইয়া দিয়া জটা বন্ধন ধারণ-
পূর্বক পতির সহিত অরণ্যবাসিনী
হইলেন । এই ঘটনার রাজা বনবাসী
এবং রাণী শোকে মর্মান্বিত হইয়া গতানু
হইলেন ।

কিছু দিন অতীত হইলে পর, কথিত
আছে, ধর্ম্ম এক সুন্দর রাজার রূপ ধারণ
করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আইসেন
এবং তাঁহার রূপগুণের বিস্তার প্রশংসা
করিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিকে পরিত্যাগপূর্বক
তাঁহাকে ভজনা করিতে বলেন । পদ্মা
কোপস্থলিত হইয়া তাঁহাকে বলেন “দূর হ
নৃপাধম, এরূপ পাপ কথা পুনরায় বলিলে
ভয় হইবি । তোর বলিতে লজ্জা হয় না,
মুনিশ্রেষ্ঠ পিঙ্গলাদকে বর্জন করিয়া তোর
আয় স্বীকৃত কামান্ধকে ভজনা করিব ?
আমার শাপে কামের দ্বারা তোর ক্ষয়
হইবে ।” ধর্ম্ম তখন নিজ পরিচয় দিয়া
মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করি-
লেন এবং তিনি কু-অতিপ্রায়ে আসেন
নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ।
পদ্মা বলিলেন “তুমি ধর্ম্ম, তোমার নাশে
সৃষ্টিনাশ । কিন্তু সতীবাক্য অলঙ্ঘ্য ।
তুমি নিকাম হইয়া সত্যযুগে পূর্ণাঙ্গ
ধাকিবে । ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে
উত্তরোত্তর কামাতিশয্যে তোমার এক,
ছই ও তিন পাদ ক্ষয় হইবে । কলির

* সতীশতক হইতে সংগৃহীত ।

শেষে সত্যযুগের আগমনে তুমি পুনরায় পূর্ণাঙ্গ হইবে। ধর্ম কোন্ কোন্ স্থলে থাকিবেন, না থাকিবেন সত্যী তাহার নির্দেশ করিয়া দিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, ধর্মের বরে বৃদ্ধ পিপ্পলাদ মুনি নব যৌবন ও দিব্যরূপ লাভ করিলেন এবং পদ্মা সৌভাগ্যবতী ও বহুপুত্রবতী হইয়া সুলীক্ষকাল তাঁহার সহিত স্নেহে যাপন করিলেন।

২। ধন্যা।

ধন্য বিদেহরাজ জনকের সহধর্মিণী। তিনি স্বামীর জায় সংসারে অনাসক্তা ও ভোগবাসনা-বিবর্জিতা ছিলেন। জনক বহু সময় তপস্তা ও ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহার সাক্ষী পত্নীও উপবাসী থাকিয়া ধর্মচর্যা করিতেন। পরে স্বামী যখন আহার করিতেন, তিনি তাঁহার ভুজাবশিষ্ট গ্রহণ করিতেন। পতির প্রসাদ ভিন্ন তিনি আর কিছু আহার করিতেন না। তিনি সর্বলের প্রতি সমান মেহবতী ছিলেন। জনককন্তা সীতা তাঁহার গর্ভজাতা না হইলেও তিনি তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং তাঁহার লালনপালনে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে স্বামীর অমুমতি লইয়া তিনিও প্রাণত্যাগ করেন।

৩। স্কন্ধা।

স্বর্ঘ্যবংশের রাজা শর্যাপতির চারি সহস্র পত্নী থাকিলেও একমাত্র সন্তান।

ইনি অগৌরিকরণলাবণ্যবতী এবং সকলের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন। রাজধানীর সন্নিকটস্থ এক সরোবর-তীরে ভৃগু-নন্দন চাবন ঋষি বহুকাল ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন, ইহাতে তাঁহার শরীর বন্দীক-সমাচ্ছন্ন হয়। রাজা একদিন পত্নীগণসহ সেই সরোবরে জলক্রীড়ায় রত, স্কন্ধা সখীগণসহ তীরদেশে পুষ্পচরনে ব্যস্ত। মাটির ঢিবির ভিতর মুনির চক্ষু ছুটি জলিতেছিল। অবোধ রাজকুমারী জোনাকী পোকা জলিতেছে মনে করিয়া কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, পরে মুনির চিংকারে ভয় পাইয়া পলাইয়া গেলেন।

এই ঘটনায় অমাতা ও সৈন্যগণ সহ রাজার মল মূত্রাদি হঠাৎ বন্ধ হইয়া মহাযন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ইহা মুনির প্রতি অবহেলনের ফল অনুমান করিয়া রাজা একে একে সকলকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কাহার নিকট কোনও সন্ধান পাইলেন না। এমন সময় স্কন্ধা তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মাপরাধ স্বীকার করিলেন। রাজা কন্যার প্রতি মুনির ক্রোধ সম্বরণের জন্য অনেক স্তব-জপ্তি করিলে তিনি বলিলেন “আমি কাহার প্রতি রাগ করি নাই। তবে অন্ধ হইলাম, আমার পরিচর্যা করিবে কে?” রাজা বলিলেন “আপনার সেবার্থ বহু দাসদাসী নিযুক্ত করিব।” মুনি বলিলেন “তাঁহাতে তপোবিদ্ধ হইবে। আপনার কন্তাটিকে আমাকে দিলেই সন্তুষ্ট হইব।” মন্ত্রিবর্গসহ রাজাকে মহা-

চিহ্নাকুল দেখিয়া সুকন্ঠা পিতৃচরণে
নিবেদন করিলেন “আমি মুনিস্বরকে
দারুণ কষ্ট দিরাছি, আমিই আত্মসেবা
দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিব। আমাকে
তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন।” রাজা
রাজ্য ঐশ্বর্য সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত,
কিন্তু কন্ঠাকে এরূপ পাত্রে দান
করিতে অস্বীকৃত। অবশেষে কন্ঠার
দৃঢ়পণ দেখিয়া বিবাহকার্য সম্পাদন
করিলেন। তখন রাজধানীস্থ সকল
লোক মুগ্ধ হইল। সুকন্ঠা সন্ন্যাসিনী-
বেশে পতিসহ বন গমন করিলেন এবং
কায়মনোবাক্যে স্বামীর পরিচর্যায়া নিযুক্ত
হইলেন। তাঁহার সেবায় মুনিস্বর আর
কোনও অভাব রহিল না। রাজকন্যার
অদ্ভুত পতিনিষ্ঠা দেখিয়া স্বর্গবৈষ্ণ
অখিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে ছলিতে
আসিলেন। তাঁহারা অনেক প্ররোচনা-
বাক্যে মুনিস্বর হইতে তাঁহার মন টলাইবার
চেষ্টা করিলেন এবং বলিলেন “আমাদের
দুইজনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা স্বামিরূপে
বরণ কর, চিরসুখী হইবে।” সুকন্ঠা
বলিলেন “আপনারা দেবতা হইয়া
আমাকে ধর্মত্যাগিনী কুলটা হইতে
বলিতেছেন? লীড় দূরে যাউন, নতুবা
অভিসম্পাত করিব।” অখিনীকুমারদ্বয়
পরম ক্রীত হইয়া তাঁহার সতীত্বের ভূয়সী
ঐশংসা করিলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধ
স্বামীকে রূপবোধনসম্পন্ন সুপুরুষ করিয়া
দিলেন। কিছুকাল পরে রাজা শর্যাপতির
ইচ্ছা হইল পত্নীসহ বনবাসিনী কন্ঠাকে

দেখিয়া আসেন। তিনি বনমধ্যে এক
শুন্দর যুবাশ্রমের সহিত সুকন্ঠার মিলন
দেখিয়া সে হৃৎচরিত্রা হইয়া গিয়াছে, স্থির
করিলেন এবং অতি তীব্র ভাষায় তাহাকে
ভৎসনা করিতে লাগিলেন। সুকন্ঠা
তাঁহার চরণে পড়িয়া সকল বৃত্তান্ত
নিবেদন করিলেন। মুনিস্বরও সাক্ষ্যদান
করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিতে রাজা ও
রানী মুগ্ধ হইলেন এবং কন্ঠার সতীত্বের
যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৪। রেণুকা।

রেণুকা যমদগ্নি ঋষির পত্নী ও পরশু-
রামের জননী। পরশুরাম যখন পুষ্কর
তীর্থে তপস্বী করিতেছিলেন, তখন
মহাবীর কান্ঠীর্ষ্যাজ্ঞান যমদগ্নিকে নিহত
করেন। মুনিস্বর আশ্রমে এক কামধেনু
ছিল, তাহাকে হস্তগত করিবার জন্ত
রাজা সসৈন্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু
পরাস্ত হইয়া যান। পরে তিনি দত্তাত্রেয়
হইতে শক্তিলভ করিয়া যমদগ্নির নিধন
সাধনপূর্বক কামধেনু হরণ করেন। এই
সংবাদ পাইয়া পরশুরাম ক্রোধে অগ্নি-
অবতার হইয়া মাতার নিকটস্থ হইলেন।
মাতা তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া
ক্রোধ সম্বরণ করিতে বলিলেন এবং
তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আপন পতির
সহযুতা হইলেন। মাতার নিবেদন শুনেও
পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার
জন্ত পৃথিবীকে ২১ বার নিক্ষেপিত
করেন।

৫। চন্দ্রবতী।

ইনি কুশদ্বীপের ত্রিভুবন-বিজয়ী দানবেশ্বর ঘোরের পত্নী। ঘোর বহুকাল কঠোর তপস্শ্রম নিরত ছিলেন। তাঁহার সাক্ষী পত্নী এ সময় ব্রহ্মচর্যা-পরায়ণা হইয়া ছিলেন। পরে স্বামী গৃহে ফিরিলে তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ বহুবিধ অমুষ্ঠান করেন। দৈত্যরাজ অতি ধার্মিক ও রাজধর্মপালনে সুদক্ষ ছিলেন। চন্দ্রবতী পতির ধর্ম বা কর্মের বিরোধিনী না হইয়া তাঁহার চিরসহায় ছিলেন। এক সময় রাজকুমার বজ্রদণ্ড পিতাকে অশ্রুরাজ্য জয়ার্থ উত্তেজিত করেন। তিনি তাহাতে সম্মত হন না এবং দুয়াকাজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইবার জন্য পুত্রকে উপদেশ দেন। পুত্র কিছুতেই জিদ্ পরিত্যাগ না করাতে তিনি নিজে যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের অমুমতি দান করেন। পরে বজ্রদণ্ড ত্রিপুর রাজ্য জয় করেন। দৈত্যরাজ ঘোরের তপঃপ্রভাবে

দেবগণ ভীত। তাঁহারাই ইহাকে বিপথ-গামী করিবার জন্য দেবর্ষি মারদকে আপনাদের দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। মারদ ধর্মজালে তাঁহাকে অধর্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ঘোর বার বার মারদের বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু দানব-মনের দুর্বলতা এবং কুমন্ত্রণার মোহিনী শক্তির প্রভাবে তিনি অবশেষে সাক্ষী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পাপে ও ভোগবিলাসে মগ্ন হইলেন। চন্দ্রবতী তাঁহাকে সুপথে পুনরায় আনিবার জন্য কোনও চেষ্টার ক্রটি করেন নাই এবং প্রধান মন্ত্রীর সহায়তায় তাঁহাকে অনেক প্রকার সহপদেশ ও সংপরাশ্রম প্রদান করেন। কিন্তু কিছুতেই রাজার চৈতন্য হইল না দেখিয়া রোদন-পরায়ণ হইলেন। এদিকে সতীবাক্য হেলনপূর্বক ঘোর দানব দুর্গাদেবীকে হরণ করিবার মানসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

বালক ধর্মার্থাদিগের প্রতি।

দশ বিধি।

- ১। প্রতিদিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পূজা করিবে।
- ২। প্রতিদিন ভক্তিভাবে গুরুজনের সেবা করিবে।
- ৩। ভাই ভগিনী ও বয়স্দিগের প্রতি মেহ ও প্রীতির চিহ্ন প্রদর্শন করিবে।

৪। দুঃখীদিগকে দয়া করিবে ও সাধ্যানুসারে সকলের উপকার করিবে।

৫। পরিশ্রমপূর্বক বিজ্ঞাত্যাস ও আত্মোন্নতির জন্য একমনে চেষ্টা করিবে।

৬। প্রতিদিন আত্মপরীক্ষা করিয়া আপনায় দোষ ও ক্রটি সংশোধন করিবে।

এবং পাপের জন্ত ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা
প্রার্থনা করিবে ।

৭। ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিয়াছেন
(অর্থ, সময় ও আত্মার জিনিষ) তাহার
সব্যবহার করিবে ।

৮। শরীর, বাক্য ও মন পবিত্র রাখিবে ।

৯। সন্তোষ ও ধৈর্যের সহিত জীবনের
সকল কষ্টব্য সাধন করিবে ।

১০। সকল বিষয়ে অশৃঙ্খল হইবে ।
যেখানকার জিনিষ, তাহা সেইখানে
রাখিবে ।

দশ নিষেধ ।

১। মিথ্যা কথা, কটু কথা ও
অশ্লীল কথা কহিও না ।

২। ঝগড়া বিবাদ করিও না ।

৩। গুরুজনের অবাধ্য হইও না ।

৪। আলস্যে সময় কাটাইও না ।

৫। যাহা নিজে করিতে পার, তাহার
জন্ত অপরের উপর নির্ভর করিও না ।

৬। কোনও দ্রব্যের অপচয় করিও
না ।

৭। অস্ত্রের দ্রব্যে লোভ করিও না ।

৮। মনে মনেও কাহারও হিংসা বা
অনিষ্ট-চিন্তা করিও না ।

৯। শরীরকে অপবিত্র করিও না ।

১০। কোন প্রকার ব্যসন বা নেশা
করিও না ।

সাহাকুলের দুই রাণী ।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ক্ষত্রিয়সমাজে,
ভূবর্গ কাশ্মীরের বিপ্রবর্গমধ্যে, দক্ষিণা-
বর্তের বৈষ্ণবর্ণে এবং বঙ্গদেশের গন্ধ-
বণিক, মাঝি, ভাস্কর প্রভৃতি হিন্দু জাতির
উপাধিতে “সাহা” শব্দ ব্যবহৃত ও
প্রচলিত থাকিলেও, বাঙ্গালা প্রদেশে
সাধারণতঃ শৌণ্ডিক জাতিই সাহা নামে
বিশেষরূপে পরিচিত । কিন্তু মদ্যব্যবসায়ী
শুঁড়ির সাহা উপাধির উচ্চারণ ও লিখন
এতদূরত্রেই ভ্রম দৃষ্ট হয় ; শুঁড়ির প্রকৃত
উপাধি সাহা । ঋক্, ষজ্ প্রভৃতি চারি-
বেদে অগ্নিপত্নী “সাহা” নামে পুনঃ পুনঃ
উল্লিখিত হইয়াছেন। বৈদ্যনর-সহধর্ম্মণীর

ইহাই যথার্থ নাম । মদ্য অত্যন্ত প্রিয়জন-
শীল, এজন্য মত্তপ্রস্তুতকারী ও মত্ত-
বিক্রেতৃগণ সাধারণতঃ সাহাপুত্র নামে
আখ্যাত হইয়াছে, ইহারই অপভ্রংশ সাহা ।
কিন্তু “সাহা” সাহাদিগের উপাধি,
তাহারা বৈষ্ণবর্ণভূক্ত এবং বণিক জাতি ।
পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণু সাহাদিগের মধ্যে বহু-
সংখ্যক লোক ধনবান্, অশিক্ষিত, উচ্চ-
পদস্থ বণিক, ক্ষমিদার এবং প্রতাপ-
শালী । সাহাদিগের অনেক পুণ্যচেষ্টা
পুরুষের এবং ধার্মিক রমণীর কীর্তি,
সদৃশ ও সংকল্পের কথা প্রায়ই শুনিতে
পাওয়া যায় । বর্তমানে প্রবন্ধে সাহাকুলের

মুখোজ্জগারী এক ধনাঢ্য ও পুণ্যশীল বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ঐ গৃহস্থ-প্রাসাদের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ দুইটি হিন্দুরমণী বা রাণীর পরিচয় দিতে আকাক্ষা করি।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছবলহাটী রাজবংশ সাহা-বণিক-সমাজের প্রধান অলঙ্কার। রামপুর বোয়ালিয়া হইতে ছবলহাটী প্রায় পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূরবর্তী। প্রথাতা পদ্মানদীর পূর্বোপকূলস্থ যজ্ঞেশ্বর-পুরনিবাসী জগৎরাম রায় নামক এক ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথিত আছে, ইনি লবণ, সোহাগা, রসাজন, ধান্য, শর্ষপ প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, জগৎরাম বাবু এক দিবস নৌকাযোগে ব্যবসা-স্থলে বাইতে বাইতে ঐকাল ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া নদীমধ্যে বিধম বিপদে পতিত হন, এবং অতি কষ্টে সায়াংকালে কশ্বা-নামক পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশিবাণন করেন। জগৎ রায় বাল্যকাল হইতেই ধর্মভীরু, শৈশবকাল হইতেই তাঁহার স্বভাব সুন্দর এবং মনের প্রবৃত্তি সাধুজনোচিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, কেহ কেহ কহেন তিনি যোগাভ্যাস করিতেন। অর্দ্ধরাত্রে তিনি গভীর ধ্যানাবস্থায় দিব্যচক্ষে দেখিলেন, ভগবান্ যেন তাঁহাকে উপদেশ দিয়া অমুজ্জা করিতেছেন “হে বৎস! তুমি এই সুশোভন ও সুজনপূর্ণ পল্লীতে ব্রহ্মমন্দির

প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও।” ভগবদ্বাক্যে জগৎরামের অটল ভক্তি ছিল, প্রত্যাদেশে তিনি বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং সুস্থর ঐ গ্রামে ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ দেবালয় অতাপি বিত্তমান থাকিয়া জগৎ-রামের প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তির এবং উপাসনা-প্রবৃত্তির একুশ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই মন্দিরে এখন “রাজরাজেশ্বরী”-নাম্নী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই মূর্তি জগৎরামের সমসাময়িক নহে, ইহা তাঁহার দেহান্তরের পরে স্থাপিত। অপর কেহ কেহ বলেন, তিনি ঐ ব্রহ্ম-মন্দির নিম্মাণ করিয়া উহার উৎসর্গ ও প্রতিষ্ঠার সময় “রাজরাজেশ্বরী” মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ দেবীকে তিনি জলমধ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। যাহা হউক ধার্মিক জগৎ-রাম কিয়ৎকাল মধ্যে বিশেষ বিক্রমী ও বিভাগালী পুরুষরূপে পরিণত হইয়া জমিদারী ক্রয় করেন। ক্রমে পঞ্চবিংশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি অধিকার করিয়া বিস্তৃত সম্পত্তির সূত্রপাত করেন। মুসলমান সম্রাটেরা ইহা অবগত হইয়া জগৎরামের নিকট হইতে কর প্রার্থনা করায়, জগৎ-রাম রায় তাহাতে অণুমান্য আপত্তি না করিয়া রাজভক্তিসহকারে দেশাধিপতি মুসলমান নরপতিকে কর প্রদান করিতে থাকেন। সম্রাট প্রবর ইহা শ্রবণ করিয়া “অতীব সন্তোষসহ জগৎরামকে “তুরী

(১) “সিদ্ধান্ত সমূহ”, ৪৪ খণ্ড—৬৬ পৃষ্ঠা।

ও ডকা” ব্যবহারের অনুমতি দেন। তৎকালে তুরী ও ডকা ব্যবহার করা নিত্য সম্মানের নিদর্শন ছিল। ক্রমে নহবৎ রাধিবীর অনুমতিও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট-কুলতিলক সাহাজানের সমসাময়িক কৃষ্ণরাম রায় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রঘুবাম রায়কে সমুদয় সম্পত্তির সাত আনা অংশ প্রদান করিয়া নিজে নয় আনা গ্রহণপূর্বক মৈনাম নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েন। কনিষ্ঠ রঘুবাম ছবলহাটী পল্লী প্রতিষ্ঠা করিয়া অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণপূর্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। অল্পকালমধ্যে জোঠের বংশ লুপ্ত হয়, রঘুবামের বংশধরগণ আজও ছবলহাটীতে বর্তমান আছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে রাজা কৃষ্ণনাথ ছবলহাটী জমিদারীর বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইনি নিঃসন্তান হইয়া স্বর্গবাসী হইলে পর ইহার বিধবা পত্নী বাহাকে পোষাপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম হরনাথ রায়চৌধুরী। খৃষ্টীয় ১৮৭৫ অব্দে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ইহঁকে নানাবিধ সংকারণের জন্ত “রাজা” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে ইনি “রাজা বাহাদুর” উপাধি গ্রহণ করিবাব সময়ে, গবর্ণমেন্ট বাহাদুর ইহার বহুল পুণ্য কার্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট ১৮৭৪ অব্দের দ্বর্ভিককালে রাজা সাধারণের বিশেষ সাহায্য করেন, রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন, তদ্ব্যতীত কলিকাতার ইন্ডেন হিন্দু হস্টেল, পশুশালা,

রাজসাহী কলেজ প্রভৃতির জন্ত অনেক অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর, জেলার বৃটিশ কর্তৃপক্ষদিগের প্রার্থনায় এবং মহামাঞ্জ ছোটলাট বাহাদুরের অনুপ্রোদে নূতন মহকুমার কাছারী বাটীর জন্ত বিস্তৃত ভূমি বিনামূল্যে দান করিয়া গবর্ণমেন্টের বিশেষ স্তুত্যাতির পাত্র হন। সবকারী জেলা জুলেব উন্নতির জন্ত বার্ষিক পঞ্চ সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া রাজাবাহাদুর তদঞ্চলে শিক্ষাপ্রসার-পক্ষে অক্লান্ত সহায়তা কবিয়াছেন। রামপুর বোয়ালিয়া দফতরভার জন্ত তিনি মুদ্রাবন্ধ ক্রয় কবিয়া দিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত অনেক দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, চিররোগী প্রভৃতির অন্নসংস্থান কবিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতান এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এই সদাশয় মহাত্মার যত্নে ও ব্যয়ে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বদান্তবর রাজা বাহাদুরের স্বর্গগমনের পরে তাহার দুই সহধর্মিনী রাণী শ্রীমাম্মন্দরী ও রাণী উমাম্মন্দরী মহাশয়াদিগের দ্বারা ছবলহাটীর বিস্তৃত জমিদারী সুযোগ্যভাসহ পরিচালিত হইতেছে। রাজ-সম্বন্ধী প্রবীণ সূক্ষ্ম দেওয়ান বাবু শশিভূষণ বায় রাজার জীবৎকাল হইতে এ পর্যন্ত সমুদায় কার্যভার বেক্রয় বন্ধ, পরিশ্রম, বিজ্ঞতা ও অমুরাগের সহিত নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্ত তিনি অগণ্যধনবান্ধাই। এক রাণী তাহার সহোদরা এবং রাজকুমারদ্বয় তাহারই

পুত্র। এক্ষণে উভয় রাণীই পরস্পর সহোদরভ্রাতৃ সত্তাবে জীবন কাটাইয়া স্বক্ৰান্ত উপভোগ করিতেছেন। রাজ-কুমারদ্বয়ের নাম—বনদাকুমার এবং কঙ্কননাথ। মহামায়া ছোটলাট সার চার্লস্ ইলিয়ট বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে রাণী মহোদয়াদ্বয় “ইলিয়ট স্মিথ” নামক এক বিস্তৃত সরোবর খনন করিয়া দিয়াছেন। এই দীর্ঘিকা দ্বারা বহুলোকের জলকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। ইহারা চিকিৎসালয়ের জন্ত নূতন ও প্রশস্ত অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া অনেক দরিদ্র ও পীড়িত মরনারীর উপকার সাধন করিয়াছেন। রাজসাহীর জুবিলী টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট, হুবলহাটীর এন্ট্রান্স স্কুল, হুর্ভিক্ষকালে বহুসংখ্যক মানবের প্রাণদান, বহু অতিথির সেবা, অগণ্য দীন ছাত্রীর প্রতিপালন প্রভৃতি বহু সংকার্যের জন্য রাণী মহোদয়াদ্বয় গবর্ণমেন্টসমীপে এবং সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত। ছাত্রের বিষয় এই, বাবু সতীশচন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহার “বঙ্গীয়

সমাজ” পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় হুবলহাটীর সাহাবণিক্ জাতীয় শুদ্ধাচারিণী বৈশ্ববর্ণা রাণী মহাশয়াদিগকে ভ্রমক্রমে শৌণ্ডিক (শুড়ি) জাতির অতুর্ভুক্তা করিয়া দিয়াছেন। সতীশ বাবু বিশেষ অন্তঃসন্ধান করিয়া দেখিলে তাঁহার বিবম ভ্রমের জন্য লজ্জিত ও হুত্বিত হইবেন, সন্দেহ নাই। ১৮৯১ অব্দের সেন্সস রিপোর্টে গবর্ণমেন্ট বাহাদুরও এই রাজবংশকে বণিক্ অর্থাৎ বৈশ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ দেশের পুরুষ লেখকেরা অনেক সময়ে সুশিক্ষিতা, ধর্মপরায়ণা, পরোপকারিণী এবং সম্রাটবংশসম্মুতা রমণীদিগকে নিতান্ত নির্দয় ও নিলজ্জ ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এদেশের সমাজ একরূপ ভাবে গঠিত যে, উচ্চকে নীচশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিলে উচ্চের মনে বজ্র অপেক্ষা অধিকতর বেগনা উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে লেখকদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার শেষ বিবরণ।

মান সরোবর হইতে পাণিঘাট নামক স্থানের মধ্য দিয়া এবং একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া লোহবন নামক স্থানে যাত্রা সম্বাহিত। এখানে একটি কুণ্ড এবং

গোপীনাথজী নামক বিগ্রহ দর্শন আছে। এখানে একদিন যাত্রা থাকিয়া পরদিন একটি গ্রামের মধ্য দিয়া আনন্দী বিনোদী নামক দেবী দর্শন করিয়া এবং তথাকার কুণ্ডে স্নানাদি করিয়া দাউজী নামক

স্থানে যাত্রা থাকে। এখানে কীরসাগর-
নামক একটা কুণ্ড এবং দাউজী অর্থাৎ
বলদেবজীর প্রকাণ্ড অথচ সুদৃশ্য ও
মনোহর মূর্তি এবং তৎপত্নী রেবতী
জীউয়ের তৎপরিমাণ সুন্দর মূর্তি আছে।
এ স্থানটা একটা সহরের মত বোধ হয়।
প্রতিদিন দেবদর্শনে অসংখ্য যাত্রী
আসিয়া থাকে এবং মহাসমারোহে পূজাদি
ক্রিয়া হইয়া থাকে। নানাবিধ ভোগের
সামগ্রীর মধ্যে মাখন মিশ্রি ভোগই এখান-
কার প্রসিদ্ধ। গৌসাইয়ের যাত্রা এখানে
৩ দিন থাকে এবং মহামহোৎসবের সহিত
কান্দালী প্রভৃতির ভোগ হয়। এখান
হইতে যাত্রা উঠিয়া একটা গ্রামের মধ্যে
দিয়া বা বাঁধা সড়ক দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে
যমুনার ধার দিয়া যাত্রা চলে। পরে
ব্রহ্মাণ্ডঘাটনামক ঘাটে স্নানাহিকাদি
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পুৱাতন গোকুল,
এক্ষণে বাহার নাম মহাবন হইয়াছে,
তথায় গিয়া যাত্রা থাকে। মহাবনের
অতি নিকটেই ব্রহ্মাণ্ডঘাট। ব্রহ্মবাসিগণ
 বলেন, শ্রীকৃষ্ণ মাতা যশোমতীকে এই-
স্থানে বদনমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া-
ছিলেন। এখানে মাখনমাটির দলা বিক্রয়
হয়। বাস্তবিক সে মাটি খাইতেও সুস্বাদ
লাগে এবং মুখে মিলাইয়া যায়। এই
ব্রহ্মাণ্ডঘাটে ব্রহ্মাণ্ডবিহারী নামে যুগল-
মূর্তি, একটি শিবলিঙ্গ এবং হুহুমানজী ও
কতকগুলি চিত্র দর্শন আছে। এখান-
কার সকল দর্শনই সুদৃশ্য এবং মনোহর।
আর ব্রহ্মবাসী বলেন, এই পুৱাতন

গোকুল অর্থাৎ মহাবনই শ্রীশ্রীমদ মহা-
রাজের আদি বাসস্থান। বহুকালের
প্রাচীন ইষ্টকপ্রস্তরাদিনির্মিত অতি
উচ্চ উচ্চ টিলার দ্বায় ভিত্তি সকল
অত্যাশিষ্ট বিরাজমান হইয়া অতীত কালের
কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।
ব্রহ্মবাসিগণ বলেন এই সকল নন্দবাবার
গৃহভিত্তি। এই সকল উচ্চ উচ্চ টিলার
উপরে নানা প্রকার দর্শন আছে। তন্মধ্যে
কোনটিতে যোগমায়ার জন্মস্থান অথবা
মা যশোদার স্মৃতিকাগার, কোনটিতে
শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোল, কোনটিতে গর্গা-
চারণের প্রতিমূর্তি, ইত্যাদি অনেক দর্শন
আছে। ইহার মধ্যে অতি দীর্ঘ একটা
দালানের মধ্যে ব্রহ্মবাসিগণ যাত্রীদিগকে
লইয়া বড় আনন্দ করে—বলে এইস্থানে
মা যশোদা আপন বালককে ঝাউবনে
হাউ দেখাইয়াছিলেন; তোমরা বল ঝাউ-
বনে হাউ, ঝাউ বনে হাউ এবং সকল
যাত্রিগণ তাহাই বলে, আবার কোন স্থানে
বলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চাঁদ দেখিয়া নৃত্য
করিয়াছিলেন, চাঁদ ডাকিয়া তোমরা নৃত্য
কর; আর অমনি সকল যাত্রী চাঁদ আর
চাঁদ আর বলিয়া নাচিতে থাকে। আবার
কোন স্থানে বলে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অতি
উচ্চ করিয়া হস্ত করিয়া দোড়াইয়া
বেড়াইয়াছিলেন, তোমরাও হস্ত করিয়া
বেড়াও। অমনি বহুতর যাত্রী “হা হা”
রবে উচ্চহাস্ত করিয়া বৃহৎ দালানের মধ্যে
ছুটাছুটি করিতে থাকে। বাস্তবিক তাহা
দেখিয়া হাস্ত সঞ্চরণ করা যায় না। এই

ଏକାଂଶ ଚାରିଟା ଧାନ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଥୁଟି ଦେଖାହୁଏ ବଳେ, ଏହି ଚାରିଗୁଣର ଚାରି ଧାନ୍ଧା ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ କର, ପୟସା ଦାଓ ହିତାଦି ହିତାଦି । ବ୍ରଜବାସିଗଣ ଆରଓ ଅନେକ ହାନ ଦର୍ଶନ କରାୟ । ଏଥାନେ ପୁତନାଥାଳ ଏବଂ ନନ୍ଦ-ବାବାର ନବଲକ୍ଷ ଗାଢ଼ିର ଗୋବରତୀଳା, ଦାଓଜୀ, ନାରଦଜୀ, ହିଦାମ ଶୁଦାମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଆଛେ । ଆର ଏଥାନେ ଏକଟି ବୃହତ୍-ଧର୍ମଶାଳା ଆଛେ । ଦର୍ଶନାଦି କରାୟା ଏକ୍ରାତ୍ରି ଏଥାନେ ଥାକିୟା ପରଦିନ ନୂତନ ଗୋକୁଳେ ଯାଆ ଯାୟ । • ଏ ହାନଟି ସମୁଦାୟ ଧାରେ ଅଶୋଭନ ମଥୁରା ମହରର ଗ୍ରାମ ବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋକୁଳବାସି-ଗଣ ଗ୍ରାମ ସକଳେହି ଧନବାନ୍ ଏବଂ ସଭାତା-ସମ୍ପନ୍ନ । ଏଥାନେ ଅନେକ ଆଡ଼ିତ ଦୋକାନ ପମାର, ବାଜାର ଓ ସଦାବ୍ରତ ଆଛେ । ଏଥାନେ ସମୁଦାୟ ଆରୋ ଶୁନ୍ଦର ହୁଏଟି କୁଓ ଆଛେ ଏବଂ ମନୋରମ ଏକଟି ବାଗିଚା ଆଛେ ! ଗୌସାହିଜୀୟର ଯାତ୍ରା ଏଥାନେହି ଥାକେ ଏବଂ ଗୌସାହିଜୀୟର ସମସ୍ତ ବାଟିଓ ଏହି-ଥାନେ । ଦେଢ଼ମାସ ପରେ ଗୌସାହିଜୀ ଯାତ୍ରା କରାୟା ଘରେ ଆସେନ, ତାହାତେ ଗୋକୁଳ-

ବାସିଗଣ ଗ୍ରାମ ସକଳେହି ମହାନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ ହୁଅେନ ଏବଂ ରାତ୍ରିତେ ବିବିଧପ୍ରକାର ଆଲୋ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଞ୍ଛ ବାଞ୍ଜନା କରାୟା ଗୋପାଳଜୀ ବାହାର ହନ । କୋନ ହାନେ ନୂତାଗୀତ, ରାଗୋଽସବ, କୋନ ହାନେ ଆତଶବାଜୀ, କୋନ ହାନେ ଭୋଜନୋଽସବ ପ୍ରଭୃତିତେ ସମୁଦୟ ଗୋକୁଳ ନଗର ସେନ ଟଳ-ମଳ କରିତେ ଥାକେ । ସେ ମହାନନ୍ଦେର ଶ୍ରୋତ ହୁଏ ତିନ ଦିନ ବାପିୟା ଚଳେ । ଏଥାନେ ଦାଓଜୀ, ମଦନମୋହନଜୀ, ଯା ସଶୋଦା, ନନ୍ଦ-ବାବା, ଗୋପାଳ ଲାଲ ପ୍ରଭୃତି ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ମନୋହର ଦର୍ଶନ ଆଛେ । ଏହି ହାନ ହୁଏତେହି ପଞ୍ଜାବୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ମୁଗହାନୀ ପ୍ରଭୃତି ଯାତ୍ରାର ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଦେଶ-ଗମନ କରେ, ମଥୁବାବାସୀରା ମଥୁବାୟ ଗମନ କରେ । ଆମରାଓ ମଥୁବାବାସୀଦିଗେର ସଙ୍ଘେ ଆସିୟା ଏକଦିନ ମଥୁବାୟ ଥାକିୟା ପରଦିନ ଶ୍ରୀରାମ-ବନଧାମେ ନିଜ କୁଠରୀତେ ଆସିଲାମ । ଏହି-ଥାନେ ବ୍ରଜଚୌବାସୀ କ୍ରୋଶ ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ବନବ୍ରମଣ ସମାପ୍ତ ହୁଏଳ ଏହିତ

ଆପନାର ବନବାସିନୀ କହା ।

ମାଲିନୀ ।

କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର “ମାଲିନୀ” ନାମେ ଏକଥାନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ନାଟକ ରଚନା କରାୟା-ହେନ । ନାଟକେର ହିସାବେ ଇହା ସେ ଖୁବ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୁଏଆଛେ, ତାହା ନହେ ; ତାହା ହୁଏବାରଓ କଥା ନୟ । କାରଣ ସଦିଓ

ନାଟକେର ଧରଣେ ରଚିତ, ତଥାପି ମାଲିନୀ ନାଟକ ନୟ,—ମାଲିନୀ କୁଞ୍ଜ ଏକଥାନ୍ତି କାବ୍ୟ ।

କିନ୍ତୁ ମାଲିନୀ ନାଟକହି ହଉକ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟହି ହଉକ, ଇହାର ମଧ୍ୟେ ସେ ଏକଟି

পবিত্র, উন্নত ও মহত্ত্বের আশ্বাদন পাটয়াছি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাপলা ভারত সামাজিক উপন্যাস ও নাটক অনেক হইয়াছে। তাহা পড়িয়া সাহিত্য রসের আশ্বাদন করা যায় বটে, কিন্তু মহৎ ও উচ্চ আদর্শ দ্বারা হৃদয়কে উন্নত করিবার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্র বাবু মালিনীর চরিত্র পবিত্রতার শুভ্র সুসমায় এমন মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন,—মহত্বের বিমল রশ্মিতে এমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন যে, ইহা পড়িতে পড়িতে মন স্বতঃ উন্নত হইয়া উঠে। অথচ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কাব্য-রসেরও নিতান্ত অভাব নাই।

এই গ্রন্থের নায়িকা মালিনী—এক রাজার কন্যা। রাজা হিন্দুধর্মাবলম্বী। কিন্তু কন্যা কাশ্মণ্যনামক একজন সম্রাসীর মিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় হইতে সুখের লালসা এবং ভোগস্পৃহা দ্বীভূত হইয়াছে। সমস্ত ধর্মগীর হৃৎকের তরঙ্গস্রোতে তাঁহার অশ্রুর আন্দোলিত হইতে লাগিল—অসীম বিশ্বে আপনাকে বিলাইয়া দিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। মালিনী ভাবিতে লাগিলেনঃ—

“ব্যথাসম

কি বেদন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারো অজ্ঞি ডাকিছে আমারে!”

কিন্তু মালিনী তাঁহার জননীর নয়ননব মণি, অঞ্চলের ধন। তিনি মালিনীকে বেশভূষা ও স্বর্ণভরণবিহীন সন্ন্যাসিনী দেখিয়া প্রাণে দাক্ষণ আঘাত পাটিলেন, তিনি মালিনীকে বলিতে লাগিলেনঃ—

“আমার সোণার উষা
স্বর্ণ প্রভাহীনা; এও কি চোখের পরে
সহ হয় মা’র?”

মালিনী মাকে বুঝাইতে লাগিলেন—
“মাগো, কখনো কি রাজার ঘবে ঐশ্বর্যিণী
জন্ম গ্রহণ করে না?” মা আবার
কন্যাকে বলিতে লাগিলেন “বৌদ্ধেরা
পিশাচপত্নী, তাহারা বাহুবিন্ধ্য জানে;
তাহারা প্রেতসিদ্ধ; তাহাদের ধর্ম গ্রহণ
না করিয়া শিবপূজা কর, শিবের ন্যায়
বরের কামনা কর; কামর রমণীর পতিই
দেবতা; রমণীর—

“ধর্ম থাকে বন্ধে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে!”

অতঃপর রাজা—অর্থাৎ মালিনীর পিতা
আসিয়া মালিনীকে বলিতে লাগিলেন—
“তুমি নূতন ধর্মলাভ করিয়াছ, তাহা
গোপনেই রাখ, বাহিরের মানুষকে
জানাইয়া লাভ কি?”

রাজার এই অন্যায় কথা রাজমহিষীর
সহ হইল না। তিনি বলিলেন “ছিছি
মহারাজ, তুমি কন্যাকে রাজনীতির
কুটিলতা শিক্ষা দিতেছ? মানুষের ভয়ে
ধর্ম চাপা দিবেক? তেমন মেয়ে আমার
নয়।” রাজা বলিলেন “মহারাজি;
প্রজাগণ যে সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

তাহার মালিনীর নির্দাসন প্রার্থনা করিতেছে; কারণ রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ তাহাদের ধর্ম নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন।”

নৃপতির কথার উত্তরে তেজস্বিনী রাজমহিষী বলিয়া উঠিলেন—

“ধর্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল ?

আর ধর্ম নাই ? তাহাদের পুণ্ড্রিতে লেখা সর্বসত্য, অন্য কোথা নাহি তার লেখা এ বিশ্বসংসারে ? ব্রাহ্মণেরা কোথা আছে, ডেকে নিয়ে এস ! আমার মেয়ের কাছে শিখে নিক্ ধর্ম করে বলে !”

রাজমহিষী রাজাকে শুধু এই কথাগুলি বলিয়াই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি ধর্ম-শীলা লতাপরায়ণা কন্যার তেজস্বিনী জননী। তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যাকে বলিলেন,

“ওরে বাছা, আমি লব নব মন্ত্র তোর,

* * তোমারে পাঠাবে নির্দাসনে ?

নিশ্চিন্ত রয়েছ মহারাজ ? ভাব মনে

এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য

বালিকা ?

ওগো তাহা নহে ! এ বে দীপ্ত অগ্নি-

শিখা !

আমি কহিলাম আজি শুনি লহ কথা—

এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা

এসেছেন ঘরে ! করিও না হেলা,

কোন্ দিন অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে খেলা

চলে যাবে—তখন করিবে হাহাকার,—

রাজ্য ধন সব দিবে পাছিবে না আর !”

জননীর এমন অপূর্ব চিত্র বাঙ্গালা

সাহিত্যে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সন্তান মৃতন ধর্ম—মৃতন সত্য গ্রহণ করিলে, এবং সংসারধর্মের বীতরাগ হইলে এদেশের জননীগণ কখনো অশ্রুজলে গড় ভাসাইয়া, কখনো তিরস্কার ভংগনা করিয়া সন্তানকে বিব্রত করিয়া তোলেন, সন্তান বাহাতে তাহার মহৎ সংকল্প হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, সন্তোর প্রতি অবহেলা করিয়া ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়েন, তজ্জন্য বিধিমনে চেষ্টা করেন ; এত করিয়াও কৃতকার্য হইতে না পারিলে মনের ক্ষোভে সন্তানকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন ! আর বাঙ্গালা লেখনীতে এ কি চিত্র ? জননী স্বয়ং কস্তার নবধর্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া কস্তাকে উৎসাহাশিত্য করিতেছেন ! মালিনী নাটকে রাজমহিষীর চিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সমগ্র নাটকখানি পড়িলে দেখা যায়, রাজমহিষীর অনির্দল হৃদয় একদিকে যেমন প্রকোমল—স্নেহ-করুণা ও বাৎসল্যরসে সমুদ্র ; অন্যদিকে সত্যে তাঁহার চিত্ত অদৃঢ় ; ধর্মের তাঁহার অন্তঃকরণ সমুজ্জল। আমাদের বর্তমান বঙ্গ-সমাজে এইরূপ তেজস্বিনী জননীরই নিত্য প্রয়োজন।

ইহার পর মালিনী পিতাকে কহিলেন—

“প্রজাদের পুরাও প্রার্থনা ! মহ্যক্ষণ

এসেছে নিকটে ! দাও মোরে নির্দাসন।”

কস্তার বাক্যে পিতার প্রাণ বিগলিত হইল। পিতা কস্তাকে নির্দাসন দিতে চাহিলেন না। তখন কস্তা পিতা মাতাকে

কহিলেন, “জানি না সংসারে আমার
কি আছে? আমার চিত্ত সকল লোকের
মধ্যে বাইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। গৃহে
ত তোমাদের আরো পুত্রকন্তা আছে।
তোমরা তাহাদের লইয়া থাক; আমাকে
আর মায়া-পাশে বাধিও না—আমাকে
ছাড়িয়া দাও।”

এইবাব জননীর প্রাণে দেহ উচ্ছ্বসিত
হইয়া উঠিল।

জননী কহিলেন,

“মা আমার,

তুই কি জগৎলক্ষ্মী, জগতের ভার
পড়েছে কি তোরি পরে? নিখিল

সংসার

তুই বিনা মাতৃহীনা, যাবি তারি কাছে
নূতন আদরে;—আমাদের মা কে

আছে

তুই চলে গেলে?”

মালিনী কহিলেন;—

“রাজকন্যা আমি,—দেখি নাই

বাহির সংসার—বসে আছি এক ঠাই

জন্মাবধি, চতুর্দিকে স্নেহেব প্রাচীর,

আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির

কে জানে গো? বন্ধ কেটে দাও

মহারাজ,

ওগো ছেড়ে দে মা, কন্তা আমি নহি

আজ,

নহি রাজহুতা,—যে মোর অন্তরযামী

অগ্নিময়ী মহারাণী, সেই শুধু আমি।”

রাজাও মালিনীর পিতার উপযুক্ত
কথা কহিলেন,—

“যেমন রক্তনীর

উষারে জনম দেয়, কন্যা জ্যোতির্ময়ী

রক্তনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী

বিশ্বে দেয় প্রাণ।”

অবশেষে একদল ব্রাহ্মণ মালিনীর
নির্দাসনের জন্য বন্ধপত্রিকর হইলেন।

তন্মধ্যে সুপ্রিয়নামক সুপণ্ডিত উদারচিত্ত
ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, “ধর্ম কাকাকে
বলে? একটি নিদোষী বাজিকাকে
তোমরা নির্দাসন-দণ্ড দিতে চাহ, ইহাতেই
কি তোমাদের ধর্ম হইবে?”

তৎপরে ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন হিন্দুধর্ম
রক্ষার জন্ত পাষণ্ড-দলনী অট্টহাসিনী
সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রীকে ডাকিতে লাগি-
লেন। কিন্তু তখন পাষণ্ডদলনীর পরি-
বর্তে স্নেহ-করুণার জীবন্ত মূর্তি মালিনী
আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে উপস্থিত
হইলেন। মালিনীকে দর্শন করিয়া
সুপ্রিয় এবং স্নেহমন্ত্র নামক দুই জন
ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই মালিনীকে
জগদ্ধাত্রী দেবী বলিয়া মনে করিলেন;
এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম
করিলেন। কিন্তু মালিনী আপনাকে
রাজার ছহিতা বলিয়া পরিচয় প্রদান
করিলেন; এবং বলিলেন;—

“আসিয়াছি আজ—

প্রথমে শিখাও মোরে কি করিব কাজ

তোমাদের। জন্ম লভিয়াছি রাজকূলে,

রাজকন্তা আমি,—কখনো গবাকমূলে

চাহিনি বাহিরে; দেখি নাই এ সংসার

বৃহৎ বিপুল,—কোথায় কি ব্যথা তার

জানি না ত কিছ! শুনিয়াছি হৃৎথনয়
বন্ধুরা, সে হৃৎথনয় লব পরিচয়
তোমাদের সাপে !”

রাজকন্তার এই সঙ্কল্প ও স্নানধুর বাণী
শুনিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরই হৃদয় বিগ-
লিত হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন,
মালিনী মানবী নয়,—দেবী। তাঁহারা
যে রাজদ্বারে এই দেবীর নির্যাসন-দণ্ড
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ম আপনা-
দিগকে পাষণ্ড এবং পামল বলিয়া মনে
করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা
মালিনীকেই বথার্থ কাম্যাময়ী জননী মনে
করিয়া, তাঁহার জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক্ পূর্ণ
করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু পূর্বোক্ত সুপ্রিয় এবং ফেমস্কর
সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর জয়ধ্বনিতে যোগ-
দান না করিয়া দূরে রহিলেন। তাঁহাদের
মধ্যে সুপ্রিয় মালিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ
হইয়া গেলেন। মালিনীর অপূর্ণ বাণী
শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া
গেল। তিনি তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু
ফেমস্করকে কহিলেন ‘এত দিন শাস্ত্রে
• ধর্ম খুঁজিয়াছি, কিন্তু শাস্ত্র আনাকে কোন
তৃপ্তিই দিতে পারে নাই। শাস্ত্রের দেবতা
আমাব দেবতা নয়। আমি এত দিন
পরে মর্ত্যে এই ধরণীর মাঝে মানবের
ঘরেই আমার দেবতাকে প্রাপ্ত হইলাম ;—
অর্থাৎ মালিনীকেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের
আরাধ্যা দেবী বলিয়া মনে করিলেন।
ফেমস্কর হিন্দুধর্মের একান্ত পক্ষপাতী।
তিনি সুপ্রিয়কে কহিলেন,—

“আপন হৃদয় যবে জ্বলায় কুহকে
আপনারে, দড় ভয়ঙ্কর সে সময় —
শাস্ত্র হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম হয়
আপন কল্পনা। * * *
যে সৌন্দর্য্য মোহ তব ঘিরেছে হৃদয়,
* * * ধর্ম বল তারে ?”

ফেমস্করের এই উক্তিও কি স্নন্দর!
মানুষ যখন সৌন্দর্য্যমোহে আকৃষ্ট হয়,
তখন সেই সৌন্দর্য্যের নিকট ধরণীর সমস্ত
শ্রেষ্ঠ বস্তুকেই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়।
মানুষ এইরূপ আত্ম-প্রতারণায় কত
বারই আপনার মহান লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট
হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, ফেমস্কর যখন দেখিলেন
কাশীর অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ-ধর্মাব-
লম্বিনী মালিনীকেই দেবী বলিয়া মনে
করিতেছে, তখন তিনি বিদেশে সৈন্ত
সংগ্রহার্থ বাহির হইলেন। তাঁহার অভি-
প্রায় এই যে বিদেশ হইতে সৈন্ত আনিয়া
রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। যুদ্ধে
রাজাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই বৌদ্ধ-
ধর্ম কাশী হইতে বিতাড়িত হইবে।

অতঃপর সুপ্রিয় মালিনীর কাছে গমন
করিয়া আপনার হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া
বলিলেন,—

“পথ আছে শত লক্ষ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবি জ্যোতির্ময়ি—তাই আমি চাই
একটি আলোক-রেখা উজ্জ্বল স্নন্দর
তোমার অন্তর হতে !”

সুপ্রিয়ের কথা শুনিয়া মালিনীর হৃদয়
আজ কি রকম এক অভাব অনুভব

করিতে লাগিল। মালিনী আপনাকে বড় দরিদ্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং সুপ্রিয়কে বলিলেন,—

“মহাদর্শ-তরণীর বালিকা কাণ্ডারী নাহি জানি কোথা যেতে হবে! মনে হয় বড় একাকিনী আমি, সহস্র সংসার বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ, নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান গণপ্রভাবৎ ক্ষণিকের ভরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী, হবে কি সহায় মোর?”

সুপ্রিয় কহিলেন, “তুমি যদি আমাকে চাও, তাহা হইলে আমাকে আমি ভাগ্যবান বধিয়া মনে করিব, আমার এ জীবন সমুদায় তোমারই-কার্যের জন্ত প্রস্তুত রাখিব।”

এ দিকে ফেমস্কর রত্নাবতী নগরীর রাজগৃহে হইতে সৈন্তসামন্ত লইয়া মালিনীর পিতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আসিতে-ছেন, সুপ্রিয়কে বিশ্বাসী বন্ধু মনে করিয়া তৎসংবাদ-সম্বলিত একখানি পত্র লিখিলেন। সুপ্রিয় ফেমস্করের পত্রখানি রাজাকে দেখাইলেন। রাজা যুগয়ার ভাণে সৈন্তদলসহ ফেমস্করকে আক্রমণ করিলেন। ফেমস্কর যুদ্ধে পরাস্ত হইল। রাজা তাহাকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন; এবং সুপ্রিয়কে আলিঙ্গন দান করিয়া পুরস্কার প্রদান করিতে চাহিলেন। সুপ্রিয়ের হৃদয়ে অমৃতাপ জাগিয়া উঠিল। মালিনী সুপ্রিয়ের হৃদয়ের ভাব সকলই জানিতেন। তিনি পিতার নিকট বন্দী ফেমস্করের জন্ত মার্জনা ত্রিষ্ণু চাহিলেন। রাজা ফেম-

স্করকে মার্জনা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তৎপূর্বে একবার তাহার বীরত্ব পরীক্ষা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। তা ছাড়া রাজা মালিনীর লজ্জার আভাসময় রাঙা মুখখানি দেখিয়া এবং মালিনী ও সুপ্রিয়ের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, উভয়ে উভয়ের প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বাজার অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মালিনী যে কখনো পনিবয়-পাশে আবদ্ধা হইবেন, এক্ষণে আশাই তাহার ছিল না। তত্ত্বিন্ন সুপ্রিয় জ্ঞানী, পণ্ডিত, তাহার অন্য ক্রটি থাকিলেও হৃদয়ের মহত্ব অতি উচ্চ।

ইহাব পূর্ব ফেমস্করের বিচারের দিন উপস্থিত হইল; রাজা তাহাকে কহিলেন “যদি শাপ দিও দিও, যদি ক্ষমা করি!” তেজস্বী ফেমস্কর কহিল;—

* * * “পুরস্কার তুলিয়া দিতে হবে কর্তব্যের ভাব,—
যে পথে চলিতেছিলাম আবার সে পথে
যেতে হবে!”

অর্থাৎ ফেমস্কর পুনর্বার বিজোহী হইবেন। রাজা শুনিয়া কুণিত হইলেন; এবং ফেমস্করকে কহিলেন “ব্রাহ্মণ, তুমি সাঁচিতে চাহ না? তবে তোমার যাগ কিছু প্রার্থনা থাকে, এই বেলা তাহা গ্রহণ করা।” ফেমস্কর মৃত্যুকালে একবার তাহার শ্রিয়বদ্ধ সুপ্রিয়কে দেখিতে চাহিলেন। সুপ্রিয় ফেমস্করের কাছে আসিলেন। দুই বন্ধুতে চুই বন্ধুর কণ্ঠ্য ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক তর্ক

বিতর্ক, অনেক কথাবার্তা চলিতে লাগিল। এই তর্ক বিতর্ক ও কথাবার্তা এক এক স্থানে এমন চমৎকার হইয়াছে, যে, ইচ্ছা হয়, সমস্তই উদ্ধৃত করি। কিন্তু উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিবে। আমিবা এখানে শুধু আমাদের প্রয়োজনীয় দু'একটি কথা উদ্ধৃত করিব। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করকে কহিলেন, “এই বৃহৎ বিদ্যে অসংখ্য লোক, প্রত্যেকেরই বিভিন্ন স্বভাব, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্মমত। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসংখ্য নক্ষত্র; অথচ তাহার যেমন পরস্পর বগড়া কলহ করে না; তেমনি তোমাব আমার ধর্মমত ভিন্ন ভিন্ন হউক, তাই বলিয়া আমরা বিবাদ করিব কেন?”

উত্তরে ক্ষেমঙ্কর কহিলেন;—

সত্য মিথ্যা পাশাপাশি নির্দ্বিধাধেয়ে
এত স্থান নাহি নাহি, অনন্ত এ ভবে!

* * * *

হে সুপ্রিয়! প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয়!

ছিল চির দিবসের বিশ্রুত প্রণয় *

আনিবে বিশ্বাসঘাত বক্ষোমাঝে তার,
বন্ধু মোর! উদারতা এত কি উদার?”

ক্ষেমঙ্কর পুনরায় সুপ্রিয়কে কহিলেন “বন্ধু, বালাকালে কতদিন সারারাত্রি তর্ক করিয়া কে সত্য বলে, কে মিথ্যা বলে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রভাতকালে গুরুর উদ্দেশে যাইতাম; সেইরূপ এস, আজ দুই জনেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া এমন স্থানে চলিয়া যাই, যেখানে সত্য সমুজ্জল; যেখানে মুহূর্তের মধ্যে সকল বিচার বিবোধ বাষ্পের মত কোথায় চলিয়া যায়।”

সুপ্রিয় তাহাতে শ্রীকৃত হইলেন। ক্ষেমঙ্কর হস্তের শৃঙ্খলদ্বারা সুপ্রিয়ের মস্তকে আঘাত করিলেন। সুপ্রিয়ের তাহাতে মৃত্যু হইল। ক্ষেমঙ্কর বন্ধুর মৃত দেহের উপর পতিত হইয়া রাজাকে বলিলেন “মহারাজ! এইবার ঘাতককে ডাকা হউক।” রাজা ঘাতককে খজা সহ আসিবার চুকুম দিলেন। কিন্তু তখন মালিনী রাজার নিকট ক্ষেমঙ্করের জন্য পুনরায় ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গ্রন্থ এইখানেই সমাপ্ত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ।

শান্তি ।

(১)

সংসার-দুঃখেতে দেবি! হ'য়ে জ্বালাতন,
তব পদ সেবিতারে, করেছি মনন।
দয়া করি বল মোরে কোথা তব বাস?

তাপিত-জনের শুধু, তুমি মাত্র আশ।
যিনি কোটি-পতি কিম্বা যিনি মহারাজ;
যশোরাজ্যে কিম্বা যিনি করেন বিরাজ;
দ্বিরদ-রদ-নির্দ্বিত পালঙ্ক উপর

শুভ্র চক্রে-ফেন শয্যা অতি মনোহর,
তত্পরি শত লোক যার সেবা করে,
প্রতিবাক্যে প্রতিশ্রুতি সদা যাব যারে,
কোকিল মধুব কাণ্ড করিয়া সঙ্গীত
শশিরূপা নাবী যারে করে আশ্রয়িত,
ঈজিয়-সুপেতে যেই সতত মোহিত,
কহ গো ! তুমি কি তথা হও অবস্থিত ?

(২)

কিহা তুমি দরিদ্রের শ্রীধীন কুটীবে,
পতি-তীনা সতী যথা ভাসে অশ্রুতীবে,
উন্নত পর্কত শৃঙ্গে, গভীর ভূতলে,
বিজন বিপিনে, কিহা বাবিশি-সলিলে,
ভয়দ শ্মশানে, সুখ-অঙ্কুর বাসরে,
ধূ ধূ বালীপুত্রে, কিহা প্রশস্ত প্রান্তরে,
ঘাটে, পথে, বিপণিতে, গভীর নিশায়,
ফলে, ফুলে, মুকুলে বা শিশুর ক্রীড়ায়,
নীলপীত নানাবর্ণ পক্ষি-কাকলিত—
মধু-শব্দে ; হও কিগো সদা অবস্থিত ?

(৩)

কিহা তুমি ধান-ঈশ্র তাপস-অন্তরে,
সর্বভাগী হয়ে যারা ব্রহ্মতে বিহরে,
সর্বজীবে সম দয়া, নাহি হিংসা-লেশ,
রাগী ন'ন সুখ-ভোগে, দুঃখে নাহি ক্লেশ,
ঈশ্বর-সেবায় সদা সমাহিতচিত্ত,
কহ গো ! তুমি কি তথা হও অবস্থিত ?

(৪)

কিস্ত হায় ! এ অভাগা যে দিকেতে

চায়,

অশান্তি-পূবিত হেরে, নাহি শান্তি পায় ।
বুঝিয়াছি তাই মতিঃ—খুঁজি সর্ব ঠাই ।
সকলি অশান্তি-রাজ্য, শান্তি কোথা নাই ।
ধরাধামে তুমি দেবি ! কায়াগীনা হ'রে
করিছ রাজত্ব সদা অভিধানে র'য়ে ।
তব তরে মম আশা,—মরীচিকা প্রায়,
বুঝেছি ঘাইবে প্রাণ, অশান্তি-কারাগার ।
শ্রীকণিকর্ষ মুখোপাধ্যায় ।

বিবিধ তত্ত্ব ।

১। লেখনীর পুরাতত্ত্ব ।

১। অতি প্রাচীন কালে লোহার শলাকা বা বাটালি কলমের কাজ করিত এবং পাথরের উপর তাহা দ্বারা লেখা হইত ।

২। মিশর এবং অন্যান্য পূর্ব অঞ্চলে উটের লোমে পেন্সিল তৈয়ার করিয়া তাহা দ্বারা লিখন কার্য সম্পন্ন হইত ।

৩। পালকের কুইল অনেকের মতে

নিতান্ত আধুনিক, তথাপি কেহ কেহ বলেন ৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার চলন হয় ।

৪। ওলন্দাজেরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কুইল প্রস্তুত করিত । তাহাদের এক একটা কুইলের মূল্য সচরাচর ২ পাউণ্ড অথবা ৩০ টাকা ছিল ।

৫। যখন পার্চমেন্ট নামক চামড়ার কাগজ এবং পেপিরাস নামক বৃক্ষ-বকলের কাগজ ব্যবহৃত হয়, তখন খাঁকড়ার কলম চলিত হয় ।

৬। পারশু, গ্রীস, এবং সিরীয়াতে ধাতু, অস্থি বা হাড়ের এক মুখ খুঁচণ করিয়া কলম করা হইত।

৭। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২০ বৎসর পূর্বে সোণার কলম তৈয়ারের ১৬টা কুঠি ছিল। ২৫৪ জন কর্মকারক প্রায় দেড় লক্ষ টাকার কলম প্রস্তুত করিত।

৮। কাঁচের কলম ধাতুর অঙ্করণে নির্মিত হয়, ইহাতে কালি রাখিবার জন্য পাঁচের ছিদ্র করা, কিন্তু ভারি এবং শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, এইজন্য ব্যবহারের অযোগ্য।

৯। ১৮০৩ সালে ওয়াইজ নামে এক ব্যক্তি ধাতুর দ্বারা বর্তমান আকারের ষ্টিল পেন বা বেবেল পেন প্রস্তুত করেন। ইহা কুইলের অঙ্করণে নির্মিত।

১০। ১৮২০ সালে জোজেক গিলট খেলনা প্রস্তুতকারী এক ব্যক্তি ষ্টিল পেন প্রথম প্রস্তুত করেন এবং তাহা সাদরে গৃহীত হয়। মেসন, মিচেল ও পেরী ইহারা এই কলমের আরও উন্নতি সাধন করেন। ইহারা সকলেই ইংরাজ।

২। শুভ শুক্রবার।

১। মুসলমানেরা শুক্রবারকে খুষ্টানদের রবিবারের স্থায় পবিত্র জ্ঞান করে, কারণ ঐ দিন মহম্মদ মক্কা জয় করিয়া তাঁহার ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই দিন শুক্রবার।

২। ১৭৩২ সালের ২২এ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিন।

৩। বিস্মার্ক, প্রাউটোন ও ডিসরেল তিন জনেই শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন।

৪। ১৬০৯ সালের ২৫এ মার্চ শুক্রবার হডসন নদী আবিষ্কৃত হয়।

৫। ১৪৩৩ সালের ১২ই জাম্বারী শুক্রবার বার্গিণ্ডি সাহসী চার্লস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়োরোপের সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য রাজা ছিলেন।

৬। টমস স্টন যিনি স্পেনের আরমেডো নামক বিরাট রণপোত-ভীতি হইতে ইংলণ্ডকে রক্ষা করেন, তাঁহার জন্মদিন শুক্রবার।

৭। ১৪৯৬ সালের ৫ই মার্চ শুক্রবার ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরি জন ক্যারটকে সনন্দপত্র দেন। ইহার বলে উক্ত আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়।

৮। ১৪৯২ সালের ১৩ই জুন শুক্রবার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

৯। তাপমান যন্ত্রের আবিষ্কর্তা গাব্রিয়েল ফাহ্নহিট ১৫৮৬ সালের ১৪ই শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন।

১০। ১৪৬৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার মেলেনডেসনামক এক ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে সেন্ট অগষ্টাইন নগর স্থাপন করেন।

১১। ১৭৭৬ সালের ৮ই মার্চ শুক্রবার ইংলণ্ড হইতে ষ্টাম্প আইন উঠিয়া যায়।

১২। যুক্তরাজ্যের স্বাধীন হইবার অধিকার আছে—১৭৭৬ সালের ৭ই জুলাই শুক্রবার জন এডাম্‌স্‌ কংগ্রেস সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৩। ১৮১৪ সালের ২৮এ নবেম্বর শুক্রবার লন্ডন টাইমস্ সংবাদপত্র বাঙ্গালী কলে মুদ্রিত হয়।

৩। শোক-পরিচ্ছদ।

১। গাঢ়নীল-বস্ত্র বোথারাবাসীদের শোকচিহ্ন।

২। ফ্যাকাসে পাটলবর্ণ পাবনা-দেশের শোকচিহ্ন।

৩। শ্বেতবস্ত্র চীন ও ভারতবাসীদের শোকচিহ্ন।

৪। মেটে কটা রং ইথিওপিয়ান ও আবিসিনিয়ানদের।

৫। গাঢ় রক্তবর্ণ বস্ত্র ফরাসী রাজারা সময় সময় ব্যবহার করিতেন।

৬। সমগ্র ইয়োরোপে কাল রঙের পরিচ্ছদ প্রচলিত।

৭। পীতবর্ণ মিশর ও ত্রুক্ষদেশের।

৮। ব্রিটেনী কৃষকদিগের মধ্যে বিধবা হরিদ্রাবর্ণের টুপী পরিধান করে।

৯। বেগুনী ও বায়লেট রঙের পরিচ্ছদ রাজকীয় চিহ্ন। ফ্রান্সের রাজা এবং পুরোহিতদিগের যত্নেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

১০। তুবস্কে বায়লেট রঙের পরিচ্ছদ শোক প্রকাশক।

বিধবা-বিবাহ বিষয়ে গোটা দুই কথা।

রাণী মৃণালিনী আবার বিবাহ করিলেন। তাঁহার এই কণ্ঠাট প্রশংসার ঘোষা না হইলেও সংসাহসেব যে পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অঙ্গ সমাজ লোহাবরণে অঙ্গ বাধিয়া শিশু বালিকাদিগের রক্তশোষণপূর্বক মনের স্তখে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। রাণী মৃণালিনী সমাজের সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছেন, এ কি সামান্য সাহসের কথা!

হিন্দু-ঘরের বালবিধবাদিগের দারুণ হৃদয়াবলোকন করিলে পশুপক্ষীর প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু হিন্দুসমাজ বিচলিত হয় না।

সমাজ যতই শাসন করুক না কেন, মানবপ্রবৃত্তি মানবকে সমাক্রমে ত্যাগ করে না, করিতেও পারে না। বালিকাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রবৃত্তি বশে মহাযুদ্ধ করিতে থাকে, যুদ্ধ করিতে করিতে কাহাবও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কাহারও দেহ ভগ্ন হয়, কেহ ভগ্নদেহে মৃত্যুমুখে আত্ম-বিসর্জন করে, কেহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বর্গগমনের জন্য প্রস্তুত হয়, কেহ কলঙ্কিনী হইয়া কুলে কালী দেয়। হিন্দু-সমাজে এই সব ঘণাকর ও লজ্জাকর কার্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতে সতীত্বধর্মের যেমন আদর ছিল, বেদবাস-বর্ণিত স্বর্গেও তদ্রূপ দেখা যায়।

না। হায়! হিন্দুধর্মের কঠোর আচরণে, সমাজের কঠিন পীড়নে দিন দিন ভারতে সেই মহা মূল্যবান বস্তুর ঘোর অপমান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে আমি একটা ক্ষুদ্র পল্লীগামের বালিকা, কিশোরী ও যুবতী বিধবার তালিকা দিলাম। পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে যদি বালিকা বিধবা এত হয়, তবে সমস্ত ভারতে কত পাওয়া যাইবে!

বালিকা, কিশোরী ও যুবতী বিধবার
তালিকা।

৮ বৎসর	১ বৈজ্ঞ।
পঞ্চম বৎসর	১ ব্রাহ্মণ।
দ্বাদশ বৎসর	১ রাজবংশী।
৯ বৎসর	১ বৈজ্ঞ।
১১ বৎসর	১ বৈজ্ঞ।
১০ বৎসর	১ বৈজ্ঞ।
৮ বৎসর	১ কায়স্থ।
১৩ বৎসর	১ ঐ।
৮ বৎসর	১ ঐ।
১০ বৎসর	১ মাঝি।
১৬ বৎসর	১ বৈজ্ঞ।
১৮ বৎসর	১ বৈজ্ঞ।
১৩ বৎসর	১ বৈজ্ঞ।
১৯ বৎসর	১ ব্রাহ্মণ।

২০২৫ এবং ৩০৩৫শের ত সীমা
পরিসীমা নাই। অবোধ বালিকাগুলি বয়ঃ-
প্রাপ্ত হইয়া প্রবৃত্তির সঙ্গে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইয়াছে। অল্পসংখ্যকই সংযত হইয়া

ব্রহ্মচর্য্যপালনে নিরতা রহিয়াছে, আর
সমস্তই মহাযুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া
ঘোর কলঙ্কপঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছে। অহো
কি বিষম পরিতাপের বিষয়! যে ভারতের
নারীকীর্ত্তি লিপিবদ্ধ করিয়া উড় বিখ্যাত,
যে ভাবতে সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারীর স্থায়
সতী মহিলাদের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, সেই
ভারতের আজ এই শোচনীয় অবস্থা!
সমাজের বিপন্নীত পদ্ধতিই এই অধঃ-
পতনের মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

যে সব বালিকা বিধবা হওয়ার পূর্বে
এক দিনের জন্যও পতিপ্রেমে মুগ্ধা হইয়া-
ছিল, যাহাদের হৃদয়পটে স্বামী-মুর্ত্তি অঙ্কিত
রহিয়াছে, শত্রু তাহাদের বিবাহের
বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান, অন্ধসমাজ এ পবিত্র
নিয়ম রক্ষা করিতে গিয়া বিপন্নীত পথে
চলিতেছে। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ, সমাজ
এই আদর্শ ধরিয়া শিশু বালিকাদিগের
কলঙ্কের পথ মুক্ত করিতেছে। সমাজ
এমনি নির্দয়াচরণে রত যে, পঞ্চম বৎসরের
কিনবা বালিকার আত্মীয়গণও পুনরায়
সেই শিশুর বিবাহ দিতে বিষম
ভীত। দুর্ললচিত্ত বিধবা রমণীগণ কলঙ্ক-
সাগরে ডুবিবে ইহাও স্বীকার, তথাপি
বিবাহ করিয়া সমাজের অসহ্য উৎপীড়ন
সহ্য করিতে সাহস পায় না। হায় সমাজ!
তোমার এমনি শিক্ষা! কিন্তু সমাজের
এই কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া রাণী
মৃণালিনী বাহির হইয়াছেন। সমাজ
তাঁহাকে কু বলিয়া গালি দিক্, বিষ
বলিয়া পরিত্যাগ করুক, তাহাতে তিনি

ভীতা, দুঃখিতা বা লজ্জিতা নন। সমাজ সকলকে শিক্ষা দেয়, এবার তেজস্বিনী মৃণালিনী সমাজকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে সমাজ-সংস্কারক সকলে এক-বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। আমরা তাঁহার কার্যের প্রশংসা না করিয়া সাহসের প্রশংসা করি।

রাণী মৃণালিনী এক্ষণে বয়ঃস্থা হইয়াছেন। তিনি যে এক দিন স্বামিপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই রচিত পুস্তকে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিলে পুস্তক প্রকাশের অগ্রেই বিবাহ করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক আমরা কায়মনো-বাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি

তাঁহাকে ক্ষমা করুন, তাঁহার স্বামীর আত্মাও তাঁহাকে ক্ষমা করুন। তাঁহার তাঁহাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিঙ্ক হায়! তাঁহার সেই সর্বজনপ্রশংসিত পবিত্র পুস্তক নির্ঝরিতী একেবারে শুকাইয়া গেল। এই ঘটনায় সমস্ত মেয়ে কবিদের মুখনত হইল। রাণী মৃণালিনী ১৩০২ সনে নির্ঝরিতী প্রকাশ করিয়া আমাদের সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, অথ ১৩১২ সনে তিনি আমাদের সকলের শিরশ্ছেদ করিলেন মনে হইতেছে।

অম্বুজামুন্দরী দাস গুপ্তা,
“প্রভাতী” ও “প্রীতি ও পূজা” রচয়িত্রী।

স্নেহ-নিদর্শন।*

(১)

জয় মা! প্রকৃতি! চির-প্রেমময়ী!
জয় প্রজাপতি! প্রেমের ঈশ্বর!
তোমাদের প্রেম—ত্রিভুবন জয়ী—
প্রেমেতে সৃজিলে বিশ্ব চরাচর!
কোথা থাকে রবি? ফোটে কমণিনী,
কোথা কুমুদিনী? হাসে শশধর!
নীরদের কোলে নাচে সোদামিনী;
বসন্তেতে ছোটে কোকিলের স্বর!
তটিনী—সাগরে, লতা—তরুণের;
পবন—মিশিছে পবনে,

নাহি—দূর, কালো, সব বাসে ভালো,
এ বিশ্ব প্রেমের ভুবনে!

(২)

“বিবাহ” রহস্য, তোমারি সৃজন;
প্রেমময় বিধি! অর্দ্ধনারীনর!
তোমারি এ ছায়া—অনন্ত বাঁধন—
নারী—শক্তিরূপা, “নর” মহেশ্বর;
তোমারি প্রেমের ফুলসর পথে—
ছ’টা প্রাণ, প্রভু! আছি অগ্রসর!
তোমারি সে খেলা, তোমারি অগতে,
খেলিবে হে আজ নব “বহু” “বর”!

* ক্রীমতী প্রতিভামুন্দরী দেবীর কল্যাণ উপলক্ষে।

তব—ধরা ধামে—“জায়া” “পতি” নামে

বহিবে নবীন প্রবাহ!

বড় আদরের, “প্রতিভা” মোদের,

আজি তা’র শুভ বিবাহ!

(৩)

ধরহে, অনন্ত-নীল-নভস্থল!

শিরে “চন্দ্রাতপ” তারকা ঝালর!

মাখি মন্ডারের নব পরিমল,

ধীরে ধীরে, বায়ু ঢুলাও চামর!

“এয়ো” হ’য়ে তুমি এসগো রজনী!

মঙ্গলপ্রদীপ—আলো শশধর!

সধবার বেশে সাজ মা ধবলী!

কর মা বরণ—নব বধূ বর!

নব রসময়ী, ওগো ফুলরাণি!

সাধের বাসর সাজা’না।

অঙ্কারি ভ্রমরি! দেখো হলুধরনি,

পাপিয়ালো! শাঁখ বাজা’না!

(৪)

প্রকৃতির কক্ষে—কে আছ কোপায়—

সুরাসুর! যক্ষ! রক্ষ! নাগ! নব!

শুভকার্য্যে আজি হওগো সহায়,

এই ভিক্ষা মাগি সবার গোচর!

কর আশীর্বাদ—লোকপালগণ!

বিস্ব বিড়ম্বনা—হর’ বিস্বহব!

সুখে দুঃখে যেন এ ছ’টী জীবন—

কর্তব্যপালনে হয় অগ্রসর!

ধর্ম্মের পিপাসা, যশ পুণ্য আশা,

দিও ছুজনের লাগিয়া!

সত্য—সদাচার—পর-উপকার—

থাকে যেন মনে জাগিয়া!

(৫)

এসো মা! “প্রতিভা” পরি ফুল-সাজ;

প্রবেশ’ সংসারে, ধরি’ পতি-কর;

গৃহরাজ্যে তুমি—রাজরাণী আজ,

পতি হোক তব রাজরাজেশ্বর!

“শত রমণীর প্রাণ” বুকে ল’য়ে—

শতপাকে বাধি স্বামীর অন্তর,

গেকো পতিকূলে—“ঋবতারা” হ’য়ে,

বিগদে সম্পদে অজর অমর।

পতি—ধ্যান, জ্ঞান, পতি—প্রাণ, মন,

শিবের শিবানী যেমতি;

সিঁথির সিঁতুরে, উজলি’ ভবন,

“আয়তি” বেথ মা! তেমতি।

(৬)

“স্নেহ” ভক্তি প্রীতি লহ হাতে তুলে,

দয়া মায়া প্রেম সোহাগ আদর,

পবান সঁপিয়া—পতি পদ-মূলে,

হাসি হাসি মুখে স্নেহে কবো ঘর!

পতি—গতি মুক্তি, পতিই দেবতা,

জেনো রমণীর—অবনী ভিতর,

সাবিত্রী সমান হ’য়ো পতিরতা,

এই শিক্ষা মনে রাখি নিরন্তর!

ধনে পুত্রে—মাগো চর্যো বিভূষিত,

সুখমার কোলে সুখমা!

সে শোভা বর্ণিতে হবে পরাজিত,

কত “কালিদাসী উপমা।”

আশীর্বাদক

তোমার কাকাবাবু।

নূতন সংবাদ।

১। ময়মনসিংহ আলেকজান্ডার কালিকা-
বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রীনিবাস খোলা
হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য মাসিক
৬ ছয় টাকা বোর্ডিং ফি নির্দিষ্ট
হইয়াছে।

২। মুক্তাগাছার জমীদার বাবু জগৎ-
কিশোর চৌধুরীর পুত্র বাবু জিতেন্দ্রকুমার
পরলোকগতা পত্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী
স্ববর্ণার্থ ময়মনসিংহ ছাত্রীনিবাসে একটা
৬ টাকার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩। পার্লামেন্টের সভ্য ভাবতবন্ধু
ওয়েবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ববাব
ভারতের হিতার্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

৪। কলিকাতায় ইউরোপীয়দিগের
জন্য ৩১,০০০ টাকা ব্যয়ে একটা শব্দঘাট
প্রস্তুত হইতেছে। অনেক ইউরোপীয়
'গোর' অপেক্ষা শব্দঘাটের পক্ষপাতী
হইতেছেন।

৫। গত ১৫ই জুন স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র
সেনের মধ্যম পুত্র বাবু নিখিলচন্দ্র সেনের
সহিত পাইকপাড়ার রাণী মৃণালিনীর
বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতিতে ও ১৮৭২ সালের
৩ আইন মতে সম্পন্ন হইয়াছে। মৃণালিনী
১৪ বর্ষমাত্র বয়সে বিধবা হন, এখন
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মনোনীত পাত্রকে
জীবনের সঙ্গিরূপে বরণ করিয়াছেন।
এই বিবাহে দম্পতী চিরসুখী হউন।

৬। স্টেটস্কেটটারী এ হাউওয়ার্ডকে

ভারতীয় কৃষিবিভাগের এক উচ্চপদে
নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি পুনায় থাকিয়া
কার্য্য করিবেন।

৭। তিব্বত যুদ্ধে সুর্য্যসিংহ ইয়ংহজব্যাও
সাহেব ক্ষেপ্ত্রজ কলেজের বক্তা নিযুক্ত
হইয়াছেন ও "ভারতের সহিত আমাদের
সম্বন্ধ" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

৮। ঢাকার বদান্যাবর লালমোহন
শ্রীনিধি শ্রী দানসাগর হয় এবং
সকল বিষয়েই মহাসমাবেশ হইয়াছিল।

৯। বাবু যতীন্দ্রনাথ সেন এম এ
১৯০২ সালে বার্ষিক ১৪০০ টাকা হিসাবে
রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। তিনি
আর ৫ ৩ বৎসর এই বৃত্তিভোগ করিবেন।

১০। মেট্রোপলিটান কলেজের সুর্য্য-
সিংহ বিখ্যাত সংস্কৃতভাষাপক পণ্ডিত নবীনচন্দ্র
বিজ্ঞানবীরের মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত
হইলাম। তাঁহার বয়স ৮০ হইয়াছিল।

১১। রঙ্গপুরে একটা আদর্শ কৃষি-
ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ডিম্‌লার রাজা
জানকীবল্লভ সেন গবর্ণমেন্টের হস্তে ৮
হাজার টাকা দিয়াছেন।

১২। জাপান প্রবাসী ভারতছাত্রগণ
টোকিওতে শিবজী মহোৎসব করিয়াছেন।

১৩। আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম ধনী রক-
ফেলারের সম্পত্তির মূল্য ১৫০ (দেড় শত)
কোটি টাকা, সুবিখ্যাত এ কার্ণাজীর
৭১ কোটি মাত্র।

১৪। ভূমিকম্পে দান—রথচাইল্ড ৩০,০০০, কর্পুরথালার মহারাজ ১৫,০০০, সার জেমস ওয়াকার ১০০০, সার এডমণ্ড এসিস ২৫,০০০, কাশী মহারাজ ৫০০০, জেকব সেমুন ২০০০, লাভার টাকা সাহেব ৫০০০, মালের কোটলার দরবার ৩০০০ টাকা।

১৫। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা কটক কলেজের ছাত্রাবাস জন্য ৭৫৫০ এবং পারসী মহিলা পেটিট বোম্বাইয়ের এক ইন্সপাতালের জন্য ২৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

১৬। বজ্রবজ্রের বাবু মহিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের বাটীতে প্রায় ৩০ জন ডাকাত পড়িয়া সর্বস্ব লুট করে। শেষে বাটীর এক রমণী হৈসো অস্ত্রাঘাতে এক দস্থ্যকে মৃতপ্রায় করে। ইনি বীরাস্ত্রনা।

১৭। জাপানের যুবরাজ আসিসুগোরা সঙ্গীক লণ্ডনে মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহাভিমুখী।

১৮। ভাগলপুরে তেজনারায়ণ স্থাপিত কলেজের সাহায্যার্থ তাঁহার পুত্র বার্ষিক ১৪০০ এবং বনেন্দ্রীর রাজকুমার ১২০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

১৯। কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর ম্যাকিনন মেকেঞ্জি কোম্পানির কর্তা ম্যাকিনন সাহেবের ঝটলগে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ৪০, ৮৩,৮৭৭ টাকা। অবশ্য ভারতই ইহার মূলধার।

২০। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী

হইলাম, ময়মনসিংহের সম্ভ্রান্তের দানশীলা ভূমাদিকারিণী শ্রীযুক্তা দিনমণি চৌধুরাণী ক্ষয়কাশ-রোগীদিগের বাসস্থান জন্ম দার্জিলিং সহরে একটা আশ্রম নিৰ্ম্মাণ-কল্পে পনের হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২১। রাজকুমার ডিউক অব কনটের জ্যোষ্ঠা কস্তা মারগারেটের সহিত সুইডেন-রাজের পৌত্র গণ্টাভসের বিবাহ মিসর দেশে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

২২। পূর্ব বৎসরের ১৭ লক্ষ টাকার স্থলে গত বৎসর প্রায় ২২ লক্ষ টাকার সিগারেট ভারতবর্ষে কাটিয়াছে। আর ৫৮ কোটি সিগারেট এ দেশে আসিয়াছে। এ নেশা চলিত না হইলে কত লক্ষ টাকা বাচিত! কে বলে ভারতে অর্থাভাব।

২৩। কোরিয়া প্রণালী-জলযুদ্ধে ৬৫১২ জন রুষ জাপানীদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছে।

২৪। নবাধিকৃত মাকুরিয়া দেশে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের সুবিধা করিয়া দেওয়াতে জাপান-সম্রাটকে ধর্ম-গুরু পোপ দত্তবাদহুচক পত্র লিখিয়াছেন।

২৫। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট কলেজের মিঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে অস্বাস্থ্যভাবে বর্দ্ধমানের কমিশনার-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৬। আগামী বড় দিনের সময় কাশীতে কংগ্রেসের সহিত শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী হইবার উদ্যোগ হইতেছে।

২৭। কৃষিয়ার অন্তঃশত্রু কি ভয়ানক! সাম্রাটের শিশু পুত্রের ধাত্রী শিশুকে তপ্ত জলে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সম্রাজ্ঞী পূর্বাঙ্ক টের পাইয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন ।

২৮। পরলোকগত রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাছরের নামে একটি স্মরণ মেডেল বিতরণ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ১৪০২ টাকার গবর্ণমেন্ট কাগজ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার আয় হইতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের যে ছাত্র প্রবেশিকায় প্রথম হইবে, তাহাকে স্মরণপদক দেওয়া হইবে এবং যে ছাত্র এফ এ, পরীক্ষায় স্নাত্যবিজ্ঞানে প্রথম হইবে, তাহাকে নয় টাকার পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

৩০। লক্ষ্মেয়ের ক্যানিং কলেজের গৃহ-নির্ম্মাণার্থ বলরামপুরের মহারাজা ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩১। গ্রীসদেশের প্রধান রাজমন্ত্রী ভিলেসিস হত হইয়াছেন। ইহার আশায়ে গ্রীস দেশ বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

৩২। গত ৩রা জুলাই বিক্টোরিয়া কলেজের পারিতোষিক বিতরণে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা সভাপতির কার্য করেন। অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

৩৩। বড়ই পরিতাপের বিষয় গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশকে বিখণ্ড করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন !!

বামারচনা ।

জীবনের ভুল ।

থাকি এই সুবিশাল ধরা প্রান্তভাগে,
শুধু থেলা ধূলী আর ভাল কি গো লাগে ?
মিছা স্মৃতি মিছা হৃৎক মিছা হাসি গান,
মিছা কথা সাধ আশা মান অভিমান ।
এ কি গো মিথ্যার রাজ্য—সবি মিথ্যা হেথা,
মিছা সে আঁধার জল পরাণের ব্যথা ?
মিথ্যা বেচা কেনা এই ভবের বাজারে,
হেথাকার সবি কি গো ক্ষণেকের তরে ?
তাই যদি হয় পিতা ! তবে ত কেবলি
মিথ্যার ভাঙার লগ্নে যায় দিন চলি !
আর তো লাগে না ভাল পরাণ আকুল,
জীবনের প্রতি পলে শুধুই যে ভুল !

বুধা দিন বয়ে যায় কোথা ভগবান !
দেখিবে কি প্রাণে হয় ! বহে কি তুফান ?
জীবন-কর্তব্য-পথ রুদ্ধ চারিধার,
যে দিকে চাহিয়া দেখি আঁধার আঁধার ।
শূন্যের ভবনে শুধু শূন্য সিংহাসন,
কে যেন আঁধারে করে জুড়ুটি ভীষণ ।
এ আঁধার বড় তীব্র সহ্য নাহি যায়,
কি এক নৈরাশ্র-ছায়া ঘিরিছে সদায় ।
এ জুড়ুটি বড় তীব্র বড়ই ভীষণ,
অস্তরের অন্তঃস্থল করিছে দংশন ।
এ অশান্ত হৃদি লগ্নে কোথা যাব হায় !
পাব কি আশ্রয় পিতা ও চরণ-ছায় ?

আবেগ-রচয়িত্রী ।

নিদাঘ-তপন।

কেন ওহে দিবাঁকর,
 ঢালিতেছ খর কর,
 অনল প্রদীপ্ত তেজোরশি।
 মধ্যাহ্নে যৌবন মুক্তি
 ঝলসিছে এ ধরিত্রী,
 বিবশ মলিন মুখশী।
 আছে তবু বক্ষ পাতি,
 না হইয়ে আশ্রযাতী,
 আতপের তীর জালা সহি ;
 সরসী কর্দমাঝিল,
 উড়ে দলে দলে চিল,
 জলচর মরে রোদ্রে দহি।
 নলিনীও নাহি হাসে,
 তোমার উত্তপ্ত খাসে,
 মুখ তার হয়েছ মলিন।
 তমাল পিয়াল তরু
 নগ্ন শিরে ভার গুরু,
 ক্লিষ্টকায় অতি দীনহীন।
 কোটরে মুদিয়া আঁখি,
 বিহগ বিহগী সখী,
 তব ও পচণ্ড রূপ হেরে ;
 নীরবে সভয়ে থাকে,

ডাকে না কাতর ডাকে,
 পাছে তব রোষাঘাতে মরে।
 শিথিল-শরীর পাশ্ব,
 বর্গ করে অবিশ্রান্ত,
 আতপত্রে বাঁচাইছে শির ;
 পদতলে বহি জলে,
 ধবধীর সর্ব্বহলে,
 জীব জন্তু অধীর অস্থির।
 তব রক্ত দীপ্ত তেজে,
 অবশ শিথিল সাজে,
 মৃতকল্প তরু গুল্ম লতা ;
 কোমল কুসুমগুলি,
 মুবচ্ছি লুটায় ধূলি,
 প্রাণে তব নাহি কি মমতা ?
 জগৎ-সবিতা বলে, অর্থা মুনি ঋষি দলে,
 অর্থা দেন তোমার উদ্দেশে ;
 মহাকাল মূর্ত্তি ধরি, দশদিক্ দাহ করি,
 প্রলয় কি ঘটাইবে শেষে ?
 নীতল জগৎ-প্রাণ, হলে তুমি অস্ত্রদান,
 মহাশূর নিদাঘ-তপন !
 তোমাতে বিদায় করি, সন্ধারতি গান ধরি,
 অন্তাচল কর আরোহণ।

বাসনা।

বেশী নয় শুধু একটা বার
 তোমাতে আসনাম আগায়ো মনে ;

একটুকু দান নিতুই যেন
 দিতে গো বাসনা হয় দীন জনে।

বাণিতের তরে একবারো শুধু
যেন গো জলেতে নয়ন ভাসে ;
রোগীর সেবায় যেটুক পারি,
এ দেহ যেন গো কাজেতে আসে ॥
দিবসের শেষে পতির চরণ
একবার শুধু বন্দনা করি,

শয়নকালে আত্মচিন্তা টুক
যেন গো কদাপি নাহি পাসরি ॥
জ্ঞানহীনা অতি বালিকা আমি
বেশি বেশি কিছু চাহি না তাই,
এক একটা করে শিথিতে বাসনা,
তা না হ'লে সব ভুলিয়ে যাই ॥
শ্রীমতী প্রেমলতা দত্ত—ধারভাঙ্গা ।

পুনরাগমন ।

দূবদুষ্টি ! কেন পুনঃ প্রবেশ সংসারে ?
ভাবিছ কি শত সুখ বিবাহে ছেপায় ?
বহি-মুখ পতঙ্গ না চেনে হতাশন,
শুধু তার তীব্র রূপ নেত্রপথে ভায় !
পুণ্য পুত ব্রহ্মচর্যা আশ্রম ত্যাগি
সংসারের সুখ মোহ এত কি মধুর ?
অহো ! কেবা সুবিমল পয়োধারা ত্যাগি
দূষিত পঙ্কিল বাবি-পানে ত্যাগুব ?
কি ক্রমে—কি ত্রাস্তি-বশে ভুলি আপনায়
জগতে অতুলনীয় শ্রদ্ধা-সিংহাসন,
পদাধাতে ভাঙ্গি বাহা কবিরাজ চুব,
কি আছে আত্মার তৃপ্তি তার মর্তন ?
জনক জননী ভ্রাতা ভগিনীর মেহ,
বন্ধুদের ভাগবাসা, দেব-আশীর্বাদ,
পর-উপকাব-ব্রত পোষিত হৃদয়ে
চির জনমের, ভুলি পিচলিলা পাদ !
কি বলিব নয়নের তম্র আবরণ
খসিয়া পড়িবে অহা ! যে দিন তোমায়,

দতিবে কি হৃৎথে প্রাণ সহিবে কেমনে
আজন্মের প্রীতি স্নেহ বিবরু সবার ?
মেথানে হইতে পাবে প্রেমে অবহেলা,
পুত্র-শোকানল যথা দহিছে জীবন,
কর্তব্য পালিয়া শান্তি-সুখ প্রাপ্য নয়—
কেন সে অনল মাকৈ পুনরাগমন ?
শরতের দেবী-পীঠ দিয়াছিল সবে,
হৃদয় তপস্যা চিব ব্রহ্ম-চারিণীর,
তাই তব হীনাদর্শে মানবের প্রতি
জন্মে অবিবাস, প্রাণ এতই অদীর ।
যাঁর কুলবধূ বাল চেয়েছিলে বর,
ম্লান নত মুখ তাঁব নয়নসলিলে,
স্বর্গগত পতি তব প্রত্যাশায় ওই
দাঁড়ায়, মুণ্ডল কেন ঝাপিলে অতলে ?
প্রতিপদনি নির্ভরের কলৌলিনী বীণা
নীবন নিফল এবে সকল সাধনা,
শ্রোতার সুখে শেব নিঃশেষিত মধু,
কলকণ্ঠ তাজি হয় । কোথা পিকবধু ।
দুঃখ-পীড়িতা শ্রীকৃষ্ণমুকুন্দারী রায় ।

নৈশ শোভা ।

এ চাঁদনি রাতে এ মলয় বাতে
 প্রফুল্ল কুসুম হাসে ;
 গগনে স্তম্ভর পূর্ণ শশধব
 কিরণ-সাগরে ভাসে ।
 হাসি সমীরণ করহে ব্যজন
 কুসুম সৌরভ ল'য়ে ,
 দিগন্ত ছড়িয়ে হাসিয়ে হাসিয়ে
 হাসিতে বিভোব হ'য়ে ।
 নীরব রজনী স্তবধ অবনী
 চাঁদেব কিরণধারা
 নেহারি নয়নে আকুল পবাণে
 হইবে আপনা-হাবা ।
 কতই কামনা নবীন বাসনা
 পরাণে জাগিয়ে উঠে ।
 যদি অভ্যস্তরে মবমেব স্তরে
 প্রেমের লহবী ছুটে ।

হৃদয় তাগার যাতনার ভার
 ফণেকে ভুলিয়া যায়,
 তাই বাব বাব পবাণ আমার
 শশাঙ্কে দেখিতে চায় ।
 বল সুধাকর ! তোমার অন্তর
 কেন এত সুধাময় ;
 কি গুণে তোমার জগতে সবার
 হৃদয় করেছ জয় ।
 চাঁদ ! তব হাসি বড় ভালবাসি
 পবাণ তোমারে চায় ।
 বাহিবে আসিয়ে বিরলে বসিয়ে
 দেখিতে মানস ধায় ।
 চিরদিন শশী এইরূপে হাসি
 ঢাল মম মনে সুধা,
 কবিয়ে শীতল হৃদয় অনল
 মিটাও প্রাণের কুধা ।
 শ্রীউষা প্রমোদিনী দাসী ।

বকুলফুলের প্রতি ।

বকুল ! তোমার কাল ছিল যে বাহার,
 বল কেন আজ হলো অভাব তাহার ?
 আকুল হইয়ে লোকে সৌভতে যাহার,
 স-বতনে বেথেছিল হৃদয়মাঝার,
 হয় ! কেন তাহাদের আজি ভাবাস্তর,
 খেদে মরি দেখি তব হেন অনাদর ।
 ত্যজিয়ে অগুরু এবে গিয়েছ শুকিয়ে,
 পথিমধ্যে পড়ে আছ পরিত্যক্ত হয়ে,

কব না কাহারো আজ চিত্ত আকর্ষণ,
 বড় বাণা হয় মনে দেখে এ লাজ্জন ।
 শিবোপরি যাহাদের পেতে তুমি স্থান,
 মাড়িয়ে তোমায় তাবা করিছে প্রস্থান ।
 স্বার্থপর মানবকে কি বলিব হয় !
 আজ তুমি শুক বলে পায় দলে যায় ।
 তোমার অবস্থা দেখে পাই বড় ভয়,
 সবার অদৃষ্টে আছে এ দশা নিশ্চয় ।

শ্রীনিরুপমা দত্ত রায় ।

বঙ্গভাষা ।

মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার স্বেচ্ছাচন্দ্র দেব বস্মা ।

“বঙ্গভাষা” স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির আশ্রয়ে প্রকাশিত । ছাপার, কাগজের ও অবক্ষগোরবে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ।

কাবির শ্রীববাস্তনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীজগদ্বন্ধুনার মৈত্রেয়, শ্রীমতীশ চন্দ্র বিখ্যাতভূষণ ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পণ্ডিতনারা সুলেখক-গণ “বঙ্গভাষার” নিয়মিত লেখক । নমুনা দেওয়া হয় না । বার্ষিক মূল্য ২৫ । “বঙ্গভাষার” বিস্তারিত বিজ্ঞাপন আবেগের বাস্যগোবিন্দা পরিচালন মণ্ডাটের তত্ত্বীয় পৃষ্ঠায় দেখুন ।

“বঙ্গভাষা”—কার্যাদ্যক্ষ,
আগড়তলা, শ্রাদীম ভিপুরা ।

ডিম্পেপ্সিয়া কি ওর ।

অন্ন, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ ।

যাঁহারা বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । এক মাসের ঔষধের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ ।

শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন,

রাঘোপুত্র, গণপৎগঞ্জ পোঃ আফিম, ভাগলপুর ।

এজেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র দত্ত, ১৩১ নং বোলব্রাহ্মাডা রোড, কলিকাতা ।

স্ত্রীরোগে অশোক ।



বাদক, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, সূত্রবৎসাদ্রোষ, বেত বা রক্তপ্রদর, রক্তকৃচ্ছ, পেটে বাণা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীবিধি ও তদানুসঙ্গিক উপসর্গে আমাদের “এসেন্স অব্ অশোক” মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য্য করে । স্ত্রী শরীরে সেবনে যৌবন অটুট থাকে । মূল্য দুই টাকা মাত্র । পক্ষে পীড়ার অবস্থা পুঞ্জিয়া লিখিবেন । নাম ধাম প্রকাশের ভল নাই । গোপনে, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে গাঁড়ামুক্ত হইতে হইলে ইহাই দেখ ।

হাঁপানি, বহুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগের প্রশংসাপত্র সহস্রিত মূল্যতালিকার জল্প পত্র লিখিলে আমরা উহা ডাকমাশুল দিয়া পাঠাইয়া থাকি । একমাত্র ঠিকানা—
জে, সি, সুখার্জি এণ্ড কোং, ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, রাণাঘাট (বেঙ্গল) ।

মনোজবা ।

শ্রীমতী নিস্তারিণীদেবীপ্রণীত । বাবু সুরেন্দ্রপ্রসাদ সান্তাল এম এ কর্তৃক
অনুশীলিত । মূল্য কাপড়ে ভাল বাধা ১২ টাকা ; কাগজের মলাট ৬০ মাত্র । কলিকাতা
৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান ডিপজিটারীতে, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট গিটাবুক সোসাইটীতে
এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

দ্বিটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

ইহা দলে দলে বিচিত্র ভাবে বিকশিত ও বিবিধ হৃদয়ে স্রবিত । লেখিকা পিতৃ-ভক্তি অন্তরে
সংগৃহীত দেবারাধনা, মাতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দাম্পত্যপ্রণয়, সৌভাগ্য, সখ্য,
অশেষশ্রমতা, দীনে দয়া এবং সর্বভূতে সহানুভূতি এই সকল ভাব চিত্রাকনে আপনার লেখনী চালনা
করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থখানিকে সম্ভাব ও ধন্যভাবে পূর্ণ করিয়াছেন ।

কবিবর পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন :—

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর । গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়ের স্নিগ্ধ পুত ভাবসৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায়
প্রতিফলিত । আমি পুলকিতচিত্তে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি এবং সকলকেই ইহা পাঠ করিতে
অনুরোধ করিতেছি ।—ভক্ত যেমন “ওঁ জবাকুহনসকশিং” বলিয়া স্বাধেবকে বক্তৃতা অর্পণ করেন,
গ্রন্থকর্ত্রী তেমনি তাঁহার ভক্তিচন্দনে মাখা এই মনোজবাটী স্বর্গীয় গীতুদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন ।
এ অর্ঘ্য স্বর্গীয় গীতুপদে দিবার উপযুক্ত ।

“আবেগ ।”

(কবিতা পুস্তক)

কোন ভদ্র মহিলা বিরচিত ।

প্রাধান প্রাধান মাসিক পত্রে বিশেষরূপে প্রকাশিত ।

Abega—“Emotion” is a collection of lyrical and other pieces,
many of which are inspired by genuine feeling. The piece “Enlisted
Coolies in Assam” draws a picture of misery which is really
touching.—Calcutta Gazette, 30 September, 1900.

স্বল্পর কাপড়ে বাধাই আর্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১২
এক টাকা মাত্র । একরূপ সুলভ মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল
লাইব্রেরী, ও মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং জি, এন হালদারের দোকানে প্রাপ্য ।

চন্দ্রকান্ত ।

বর্তমান শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য কৈশ-তৈল !

চন্দ্রকান্ত উচ্চশ্রেণীর অমূল্যম স্ফাসিত কৈশ-তৈল ।

চন্দ্রকান্ত কলিকাতার উচ্চসমাজের একটি আদরের সামগ্রী ।

চন্দ্রকান্ত আধুনিক কেশবর্দ্ধক স্ফাসিত তৈলের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ ।

চন্দ্রকান্ত সর্বগকার মস্তিষ্ক রোগের একমাত্র মহোষধ ।

চন্দ্রকান্ত কেশের অকালশকতা ও টাকবোঁগ নিবারণে অব্যর্থ ।

চন্দ্রকান্ত শরীরের কাস্তি ও যৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে অদ্বিতীয় ।

চন্দ্রকান্ত গৃহলক্ষী কামিনীগণের প্রাণের সামগ্রী । ইহা ব্যবহারে তাঁহারা আজীবন স্ফাসিত কেশবাম লাভ করেন ।

মহিগাগন ! আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনারা অত্রাঞ্জন কৈশ-তৈল ব্যবহারে যদি কিছুমাত্র উপকার না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আশাশূন্য না হইয়া একটিবার মাত্র চন্দ্রকান্ত ব্যবহার করুন ।

চন্দ্রকান্ত সম্বন্ধে ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, মহারাজা, রাজা প্রভৃতি উচ্চসমাজের প্রামাণ্য প্রাপ্ত করুন ।

চন্দ্রকান্ত তৈলের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করাইবার নিমিত্ত ৩ মাসকালের জন্য

অভাবনীয় বিরাট উপহার

দিগার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । প্রত্যেক শিশির সহিত ১ খানি সুন্দর রেণুমা ক্রমাগত, ১ শিশি মূল্যবান্ বিলাতী এডেন্স ও ১টা সুন্দর মায়ান বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে । ক্রেতা ইচ্ছামুযায়ী ঐ ৩টির মধ্যে একটি মাত্র অধিকতর মূল্যবান্ উপহার লইতে পারেন । ১ ডজন হইলে ১টা নিকেল গোল্ডের সুন্দর টেকসজ্জি দেওয়া যাইবে ।

সুন্দর বড় শিশি—মূল্য ১২ এক টাকা ।

পুণ্যত্রাফারি ঐষধালয় বা পুণ্যভাণ্ডার, ৩৭৪ নং অপার চিংপুর রোড, অপার
৫১ বারকানাথ ঈশ্বরের পলি, মোড়ানাকো, কলিকাতা ।

স্বর্ণের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

যাহার যেরূপ পীড়া, সহজ বা কঠিনোপায়া, পীড়ার আদোপাস্ত্র বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না। দূষিত রক্ত, অগ্নিশূল, শরীরের অথবা হস্ত পদের দাহ, পুরাতন জ্বর, ও শরীর হ্রস্বল থাকিলে অনন্তমূল ও গুল্মপত্রের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্যা ফল পাইবেন। মূল্য ১ এক মাসের যোগ্য পত্রাক ৮০ আনি করিয়া ১৯০; আজকাল এই সিরাপদ্বয় সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তর, তন্মধ্যে এক থানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহায় তৈলঙ্গ স্বামীত পিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিহারদ, জানী বহুদর্শী শ্রীগামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল ব্রহ্মস্বে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিফল অমূল্যলিপি—শ্রীবুদ্ধ বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুল্মপত্র ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পারার দোষ (যাচা আমাব কালমেলে খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সর্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্যাস্ত সমুদ্রে নিম্মূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্বপদান। ইহার তুল্যা জগতে আর ঔষধ নাই। ১লা অধিন, ১৩০৭। শ্রীগামানন্দ সরস্বতী। এতকণ সর্বপ্রকার জ্বররোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৮০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি দ্রুত বা অবিষ্ট অগেজা বিশেষ ফল পাওয়া যাউতেছে। ইহা জ্বগোকদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখবোধ ও সুস্বাদু। আহাঃস্তুে দুগ্ধমহ ২ বার খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এখানে অরণ রাখা কর্তব্য যে, যেখানে অসিক রক্তস্রাব ও গর্ভবারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বন্ধাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার ও পাত হয়, এমনত স্থলে প্রাচ্য সিলাষ্যাদি সিরাপ ও রাত্রো আহাঃস্তুে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বন্ধাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং পর্ভের সম্ভাব্য বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধেব কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের জীবনা বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্বপ্রকার অজী-রোগ দূর হয়। আমাদের ধাত্রীধণ্ড তুল্যা পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৮০। সিলাষ্যাদি সিরাপ মূল্য ১৮। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

স্বাম্যনোজাব—শ্রীহৃদয়নাথ রায়, হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

থাইসিস্ ইন্হেলেনসন্ ।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ ।

যত্বপূর্ণ ভোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যত্বপূর্ণ ভোমার পিতা কিম্বা মাতার অর-কাশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যত্বপূর্ণ কখনও ভোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে ভোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জ্বর, হাত পা ও চক্ষু আলা গোব ঘন, রাগে বর্ষ্য অরুচি, ও ক্রমশঃ কাশিল ভাব ও দুর্দ্বিগতা অমুত্বব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এস্, সি, পালের থাইসিস্ ইন্হেলেনসন্ তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ ?

থাইসিস ইন্হেলেনসন্ থাইবার ঔষধ নয়। এই ঔষধের কেবল মাত্র আঘ্রাণ লইতে হয়। হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ-রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও লাশাতীত ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধের আঘ্রাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটাবু মক্ল (কড) ধ্বংস হইয়া যায় ও ফুস্ফুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের “থাইসিস্ ইন্হেলেনসন্” ব্যবহার করিলে অতি সহরই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আঘ্রাণে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না। মূল্য ১ শিশি ৫ টাকা, পাকিং খরচ ৮০ আনা। ডাক্তার-মাস্তগ ও ভি: পি: খরচা ৮০ আনা।

প্রশংসাপত্র ।

ডাক্তার এ. এন্. রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন :—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার “থাইসিস্ ইন্হেলেনসন্” ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইন্হেলেনসন্ ব্যবহার করিবার জন্য সর্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি। পরবাহকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল “থাইসিস্ ইন্হেলেনসন্” দিয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার ইদাল্জী কাওয়াসজী, এল্ এম্ এস, মার জামেগেজীর মানিটোরিয়াম, পল্লভাগা, বম্বে থোসিডেন্সি, লিখিয়াছেন :—আপনার “থাইসিস্ ইন্হেলেনসন্” খুব উপকারী ঔষধ; সর্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমার জ্বর ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা, অমুত্বব করিয়া ভি: পি: ডাকে তাঁহার জন্য এক বোতল “থাইসিস্ ইন্হেলেনসন্” পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার শ্রীশ্রীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্,

১৯ নং ডাক্তারগেট, ভাগতলা, কলিকাতা ।

সস্তানরক্ষক ।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার
অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অগ্ৰাশ্রয় অসুখ নিবারণের
অতি আশ্চর্য্য মালিস ।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্তব্য ;
বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া
যায় না, সেখানে ডাঃ পালের “সস্তানরক্ষক” মালিস যে কতদূর উপকারী
তাঁহা বলা যায় না ।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৬ ; প্যাকিং খরচা ৮০ ; ভিঃ পিঃ খরচা ও
ডাকমাশুল ৮০ । ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র গাল, এল্, এম্, এস্,
১৯৭ ডাক্তার্স গেন, তালতলা, কলিকাতা ।

প্রশংসাপত্র ।

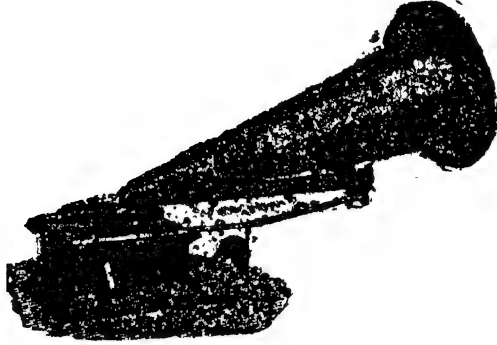
হুগলী । ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল ।

সসন্ত্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লাল ষুগলকিশোর
প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু । তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা
জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই
মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত । উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট “মিশ্র” উপাধি-
ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক তাহাই ছিল ।
আমার নিকট তাঁহারা এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি
আপনার “সস্তানরক্ষক” ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম । আপনি
বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত
মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায়
জীবন যাপন করিতেছে । তন্নিম্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই
নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার
করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । আপনার
ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই । উপরূত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও
তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম । ইতি ।

নিবেদক—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সন্ন্যাসী ।

দোয়ার্কিন এণ্ড সনের গ্রামোফোন বা গান গাহিবার কল ।



গ্রামোফোন চালাইতে যে কোন প্রকার কল-কৌশল-জ্ঞান; আশ্চর্য কীর, একরূপ যেন কেহ মনে না করেন। স্রীলোক বা বাগক মাতেই অনায়াসে এই যন্ত্র চালাইতে পারিবে। ক্লক বা ওয়াচ ঘড়ীর স্ফার চাৰি দিলেই ‘গ্রামোফোন’ আপনি গান গায়—অবিকল মানুষের মত। অনেক দূর হইতেও গানের কথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

‘গ্রামোফোন’ যে কত গান গাহিতে পারে, তাহার সীমা নাই। বাঙ্গালা, হিন্দী, ইংরাজি গান, ব্যাঙের বাজনা, কনসার্টের গং, থিয়েটারের অভিনয় ইত্যাদি গ্রামোফোনে সব শুনিতে পাইবেন। আমাদের নিকট কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্রীলোক বা পুরুষ গায়কদিগের গান, থিয়েটারের গান বাজনা ইত্যাদি অনেক মজুত আছে ও তৈয়ারী হইতেছে। আপনি একটি গ্রামোফোন ক্রয় করিলে ইচ্ছামত যে কোন গায়কের গান বিনা খরচে ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইবেন।

গ্রামোফোন যন্ত্রে ব্যবহারে খারাপ হইতে পারে একরূপ কিছুই নাই। যদি কোন অংশ অসাবধানতা বশতঃ কোন রূপে ভাঙ্গিয়া যায়, সেই অংশ বদলাইয়া দিলেই আবার ঠিক নূতনের মত হইবে।

গ্রামোফোনের দাম খুব কম। গ্রামোফোন হইতে অনেক নিকৃষ্ট যন্ত্র অনেক বেশী দামে এখনও বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু বাহারা গ্রামোফোন শুনিরাছেন, তাঁহারা অল্প কোন যন্ত্র পছন্দ করেন না।

দাম।

৩নং ৪৭১০; ৫নং ৭২১০; ৬নং ৮২১০; ৭নং ৯৭১০। মনর্ক গ্রামোফোন ১১২১০; ১৫০৭; ১৮৭১০।

গানের দাম স্বতন্ত্র। ছোট সাইজ ১৫০/০। বড় সাইজ ৩৫০। গানের তালিকা চিঠি লিখিলে পাঠান হয়

DWARKIN & SON,
The Paris Musical Depot, 267 Bowbazar Street, Calcutta.

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়, ইহার গত সর্বদুগ্ধাসম্পন্ন তৈল আর নাই, জবাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি, জবাকুসুম তৈল মস্তকের স্নিগ্ধকর, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মনোষধ। জবাকুসুম তৈল কেশের হিতকর।

এতৎ সম্বন্ধে—ভারতের উচ্ছলিত বহু শ্রীযুক্ত অনারেরল রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল মাথাধোরার বিশেষ উপকার করে। ইহা ব্যবহার করিলে সমস্ত শরীর, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। এই তৈল যেমন সুগন্ধি, তেমনই উপকারী।

ভারতের অদ্বিতীয় সন্তান ভুবনবিখ্যাত অনারেরল শ্রীযুক্ত হুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

জবাকুসুম তৈল সমস্ত শরীরের ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকারক এবং মনোহরগন্ধবিশিষ্ট।

• উড়িয়াবিভাগের কমিশনার, হুশনিদ্ধ লেখক, বঙ্গের গৌরবরসি শ্রীযুক্ত আব, সি, দত্ত, ব্যারিষ্টার-ম্যাট-ল, সি, আই, ই লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল আমার বাটীতে ব্যবহৃত হয়। তৈলটী সুগন্ধি, উপকারক ও মস্তিষ্ক-স্নিগ্ধকর।

যাহাদের চুল উঠিয়া যাইতেছে বা অকালে পাকিতেছে, যাহাদের মস্তকে টাক টুগাড়ায়েছে বা মগ্নমাস হইয়াছে, যাহাদের চুল ছোট ও বিবর্ণ, তাঁহারা জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন। জবাকুসুম তৈলের স্নায়ু কেশের উপকারক তৈল আর নাই।

বঙ্গের অদ্বিতীয় লেখক, পরম পূজ্যপাদ অমর বক্শিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার বাহাদুর, C. I. E মহোদয় লিখিয়াছেন—

“জবাকুসুম” তৈল আমার বাটীতে ব্যবহৃত হয়, ইহার বেশ সুগন্ধ আছে এবং কেশের ও মস্তিষ্কের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকার করে।

পঞ্জাব হাইকোর্টের হুশনিদ্ধ বিচারপতি পূজ্যপাদ অনারেরল জুটিস শ্রীযুক্ত শত্ৰুঘ্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের জবাকুসুম তৈল কেশের পক্ষে অতি উপকারক তৈল। জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও নিদ্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, এবং ইহা ব্যবহার করিয়া আমি মহান্ উপকার পাইয়াছি।

অপর স্থান হইতে জবাকুসুম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গাত্রের বাজালা অক্ষরে “জবাকুসুম তৈল, ২৯নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা” এই কয়েকটা কথা অঙ্কিত আছে দেখিয়া লইবেন, তৈলটার গন্ধ অতি মনোহর তাহাও দেখিবেন, নতুবা তাহা ভুল বলিয়া জানিবেন।

তৈল পাইবার ঠিকানা—

২৯নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

অশ্বগন্ধাটনিক

(দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত)।

প্রসবান্তে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পর্বীক্ষিত মছৌষধ। ইহা দ্বারা অধিক রক্তস্রাব নিবারণ, সর্সাদ্বের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুদ্রাবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার, দূষিত রক্তের শোধন, নূতন রক্তের উৎপাদন, পেটের কনকনানি ও শরীরের মেজ মেজানি দূর, তৃষ্ণা ও শ্লেষ্মা নিবারণ, জরায়ুর বন্যাদান ও স্তন্যদ্রা হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহার এক শিশি ব্যবহারেই প্রসূতি বল ও ক্ষুর্ভি পাইবেন।

ইহা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার সর্বশ্রেষ্ঠ টনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। অামুগুণী ও মস্তিস্কের উপর ইহার কার্য্য অতীব আশ্চর্য্যজনক। মাথাঘোর, বৃক ধড়ফড় করা, মন ত ছ কণা, স্রবণ ও দৃষ্টশক্তি হ্রাস, রক্তহীনতা, অনিদ্রা, ক্ষুণ্ণমান্দ্য, ষাতি, যে কোন রোগান্তে ও প্রসবান্তে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রসূ। হিষ্টরিয়া ও বচনরোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা সূক্ষ্ম শরীরে ও সকল ঋতুতেই ব্যবহার্য্য।

যাহাদিগকে অধিক পনিমাণে মস্তিস্কচালনা করিতে হয়, যথা—ছাত্র, শিক্ষক, হাকিম, উকীল—তাহাদের ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিস্কের বন্যাদান করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পাঠ্যভাসের সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অতীব উপকারী। ফলতঃ ইহা কডলিভার অএল, সালসা, ও মণ্ট অপেক্ষা অধিক উপকারী। কর্ণেল কে, পি গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, সিভিল সার্জান, ডাঃ কে, ডি, বসু, সিভিল সার্জান, ডাঃ এস, এন, বসু, এল্, এম্, এস্, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়-কুমার চৌধুরী, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মোলভা মুজিবর রহমান ও সবরেজিষ্টার বাবু তারাপদ ঘোষ প্রভৃতি ইহার ভূষনী প্রমাণ্য করিয়াছেন।

মূল্য—৮ দিনে দেয়া চাবি আউন্স শিশি দেড় টাকা, মাস্তলাদি নয় আনা।
বিশন—বার শিশি দেড় টাকা, ৬ শিশি দশ আনা ও ৩ শিশি সাড়ে চারি আনা।
শিশি বা তাহার অধিক এককালে লইলে মাস্তলাদি সময়ে সুবিধা হইয়া থাকে।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ, কে, বসু এণ্ড ব্রাদার্স,

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

৩৭ নং সিকদার বাগান স্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

কনসল্টিং ফিজিসিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র
মিথি; কেমিষ্ট—বাবু ভূপেন্দ্রকুমার বসু, এম, এ।

কুন্তলীন সর্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল কেন ?

কুন্তলদাম বিধাতার দুর্লভ দান ।

কেশরাশি নরনারীর বড় আদরের সামগ্রী ।

কেশের প্রাচুর্য্যে মহিলাগণের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় ।

কুন্তলরাশি মস্তিষ্কে শীতাতপ হইতে রক্ষা করে,

ইহা নরনারীগণের জীবন-ব্যাপী সহচর ।

কেশের প্রাচুর্য্য রক্ষার জন্য

একটি অতি উৎকৃষ্ট, বিশুদ্ধ, নির্মল ও স্নিগ্ধগন্ধ

কেশপোষক তৈল যথানিয়মে কেশে

ব্যবহার করা কর্তব্য ।

কুন্তলীনের উপযোগিতা

সমগ্র ভারতের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মহিলা ও

পুরুষগণের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরিয়া

বিশেষরূপে পরীক্ষিত ।

এইচ বসু,

ম্যাসুফ্যাকচারিং পারফিউমার,

৬২ নং বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা

“কন্যাশ্রমং পালনীয়া শিক্ষণীয়াত্মকতঃ”

কন্যাদেব পালন কবিরেক ও যত্নেব সহিত শিক্ষা দিবেক ।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত ।

৪৩ বর্ষ । { শ্রাবণ, ১৩১২ ; আগষ্ট ১৯০৫ । } ২য় ভাগ ।
৫০৪ সংখ্যা । { } ৮ম কল্প ।

সৃষ্টিপত্র ।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৯৭	১১। গৃহকর্ম ১২০
২। প্রবৃত্তি ৯৯	১২। নবীন ভাবভী ১২১
৩। মেহ ১০২	১৩। নূতন সংবাদ ১২৩
৪। মহাকবি মধুসূদনের মৃত্যুসংবাদ ১০৩	১৪। পুস্তকাদি সমালোচনা ১২৪
৫। মহাত্মা তুলসীদাস ... ১০৬	১৫। বামাবোধিনী—
৬। মহর্ষির জন্মদিন (পদ্ম) ... ১০৮	জোছনাবতী ... ১২৫
৭। প্রফুল্ল ১০৯	থুর্ক ১২৫
৮। উথান-গাথা (পদ্ম) ... ১১৫	জুঃখিনীর অক্ষ ... ১২৬
৯। জীবনোৎসব সপ্তের নাম ... ১১৭	কে তুমি ? ১২৭
১০। সন্যাস অবিলম্বে আটোশাইনসেব	মনের বাণী ১২৭
উপদেশ ... ১১৮	আশীর্বাদ ১২৮

কলিকাতা ।

৩নং কলকাতা স্ট্রিট বাইলেট, ইন্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রথমাব দত্ত কর্তৃক ৯নং আটনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫/০, অগ্রিম বাৎসরিক ১৫/০, পত্রাদয়ের বার্ষিক ৩ টাকার মাত্র ।

১। বামাবোধিনী অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৯/০, অথবা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ১১/০, না পাঠাইলে “বামাবোধিনী” পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ১০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কাৰ্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট “বামাবোধিনী”র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অনুমান এক বৎসরের জন্য প্রতিবৎসর ভাড়া ও সম্প্রদেয় দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২৯/০; অল্প পৃষ্ঠা ১০। অপরপূর্ণ নিয়ম বামাবোধিনী কার্যালয়ে জ্ঞাত।

৪। কাহার কোন বিষয় জাহায্য থাকিলে তিনি যেন অন্তঃস্থপুঙ্ক বিজ্ঞাই পোষ্টকাডে পর লেখেন। নতুবা উত্তর না পাঠিবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেত স্থানান্তরিত হইলে অন্তঃস্থপুঙ্ক সহব জানাইবেন।

৬। মফঃসল হইতে মণ অর্ডার, রেজিষ্টার “৩” বা অল্প উপায়ে তাহারা বামাবোধিনী মূল্যদি পাঠাইবেন, তাহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক আর্ট উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আর্টনিবগান লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আর্টনিবগান লেন, কলিকাতা।
২০এ শ্রাবণ, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্যাব্যক্ষ।

গ্রাহকদিগের প্রতি।

বামাবোধিনীর প্রাপ্য মূল্য গ্রাহকগ্রাহিকাগণ স্বাবগপূর্বক সহর সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

মাসেক মূল্য অধিক কেনা পড়িতে সাহায্য ভি পিতে কাগজ লইয়া অল্প অল্প করিয়া আদায় দিবার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়াছেন, তাহা-
দিগকে ধন্যবাদ। আমরা আশা করি, অন্য গ্রাহকগণ ক্রীকপ হিসাবে
ভি পিতে ক্রমশঃ দিতে পারেন, জানাইবেন। ভাদ্র মাসের পত্রসহ
কাহার নামে ক্রীকপ ভি পি হইবে, সহব লিখিলে বাঞ্চিত হইব।

৪ মাস গত হইয়াছে, নতুন বৎসর নূলা পাঠাইতে গ্রাহকগণ আর
বিলম্ব করিবেন না।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আর্টনিবগান লেন, কলিকাতা।
২০এ শ্রাবণ, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্যাব্যক্ষ।

কাল্পনিক-ব্রহ্মাণ্ডবেদ ।

ব্রহ্মাণ্ডবেদ সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সার সংগ্রহ এবং হিন্দুগ্রন্থাদির তাৎপর্যের ব্যাখ্যান । সাহিত্য অঙ্গতে সুপরিচিত, বিজয়বসন্ত প্রণেতা, কবিপ্রতিম সাধক প্রবর, মহাশয় কাল্প-ফিকরিচাঁদ হরিনাথ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত । হিন্দুশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সহ আশ্রয় ও সাধনতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া নির্গুণ অপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে, ব্রহ্ম স্বরূপ, রূপ, রস, গুণ, সাকার নিরাকার লীলাতত্ত্ব ও উপাসনা পদ্ধতি, যোগ সাধন প্রক্রিয়া প্রভৃতি ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সহজ ভাষায় সন্নিবিষ্ট । ফিকরিচাঁদের বাউল সংগীত ইহার সূত্র; ব্রহ্মাণ্ডবেদ তাহার ক্রম বিকাশ । ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশে যে কি কার্য্য হইয়াছে, তাহা আমরা কিছু বলিতে চাহি না, সে সম্বন্ধে কয়েকমানি পত্রের সারাংশ প্রকাশ করিলাম; তাহাতেই উপলব্ধি হইবে ব্রহ্মাণ্ডবেদ মানবের আবশ্যকীয় অমূল্য গ্রন্থ ।

বিলাত প্রত্যগত ডিগুটী ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পার্শ্বচরণ রায় বি, এ, দারজিলিং হইতে লিখিয়াছিলেন :—“... আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাঠ করিয়াছি । উহাতে অনেক বিষয় আছে, যাহা পাঠ করিয়া অনেক উৎকৃষ্ট হইবেন । ...”

দ্বারভাঙ্গার উকীল শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত বি, এম, গিনিয়াছেন :—

“... ব্রহ্মাণ্ডবেদের বিষয়ে কি আর লিখিব ? আর্য্যনা ইহা সম্বন্ধে প্রায়শ্চিন্দি হউক, এবং ব্রহ্মাণ্ডে বহুগ পর্ব্বমাণে প্রচলিত হইয়া অজ্ঞান নাশ করুক । ...”

উদ্যোগী শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্তী জিরাগঞ্জ মুর্শিদাবাদ আগন্তুক আশ্রম হইতে লিখিয়াছেন :—“... হংসে ধেরূপ তত্ত্ব ও অধ্যায়ভাবের সামঞ্জস্যতার সহিত প্রস্তাবাবলী লিখিত হইয়াছে, ইহা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবের পক্ষে উপায়ে গ্রন্থ । ...”

নোয়াখালী কালেক্টরী আফিস শ্রীঅমরচরণ মল্লী লিখিতেছেন :—

“... ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাঠে অতীব শান্তি লাভ করিতেছি । আমি যাহা গুজিতেছিলাম, তাহা ভাগ্যক্রমে আপনার সর্পফলগ্রন্থ সিদ্ধির স্মৃতিতে সকলই মিলিতেছে । ...”

শান্তিপুরের শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক বলিতেছেন :—“... ব্রহ্মাণ্ডবেদের কোন কোন বিষয় পড়িয়াছি । উহা আমাদের তায় কাল্পাণ্ডের পক্ষে মহামূল্য রত্ন স্বরূপ । সামান্ত অর্থে এই রত্ন লাভ বড়ই লাভ বলিয়া বোধ হইল । ...”

কুলীন গ্রামের শ্রীনবীনমাধব রায় রক্ষিত লিখিয়াছেন :—“... ধর্ম সম্বন্ধে আপনার গভীরভাব ও জ্ঞানের সম্বন্ধে আপনার অতি উন্নত মত দেখিয়া অত্যন্ত পরিচুত হইলাম ।

নলছিটির মিউনিসিঃ ডুঃ পুঃ তাইল-চেয়ারম্যান শ্রীঅধিকাচরণ সেন লিখিতেছেন :—

“... বেদ প্রচার কার্য্যে হিন্দুসমাজেরই সাহায্য করা অতীব কর্তব্য কার্য্য । কাল্পাল মহাশয় প্রকৃতই একজন মনবী, তিনি অধ্যায়তত্ত্ব সম্যক উন্নত, ধর্মপথে একজন উন্নত অগ্রবর্তী পথিক । তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার ধর্মনিষ্ঠায় আপামর সকলেই মুগ্ধ । ...”

টাঙ্গাইলের উকীল শ্রীজগজ্ঞান দাস লিখিয়াছেন :—“... বিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্র হইতে সার উদ্ধার করিয়া কোন একটী লক্ষ্য স্থির করিয়া চলা আমাদের তায় লোকের কষ্টকর । এমনত অবস্থায় অনেক সময় এইরূপ যেন আন্দোলন হইয়াছে যে, কোন

একখানা গ্রন্থ প্রচারিত হইলে, অনেক প্রকারে হিন্দুধর্মাজের উন্নতির কারণ হয়। মহাশয়ের প্রচারিত পুস্তকে সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া সম্বোধন লাভ করিলাম।.....

ঢাকা হইতে শ্রীজয়চন্দ্র দাস লিখিয়াছেন :— “... ব্রহ্মাণ্ডবেদে আমার কত উপকার হইতেছে, তাহা আমি এক মুখে কত বলিব? এদানিক উপাসনা, কষায়, পূজা, অর্চনাদি বিষয় অধ্যয়নে আমার হৃদয়ের অনেক অন্ধকার মোচন হইয়াছে।”

অমিদার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাদাস নিত্র বারাণসী হইতে লিখিতেছেন :— “... আপনার দ্বারা সম্পাদিত ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাইয়া ও পাঠ করিয়া অতুল আনন্দ পাইলাম। সাহায্য দশ টাকা পাঠাইলাম।”

শ্রীমদনমোহন চক্রবর্তী যোগঘর ঢাকা হইতে লিখিতেছেন :— “... আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথম পণ্ড পাঠ করিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি। অনেকেই আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদ লইতে ইচ্ছুক।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বসু মচলয় মজঃফরপুর হইতে লিখিয়া-
ভিলেন :— “... ব্রহ্মাণ্ডবেদের একমুখ পোচিনীয় অংশ হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত হ্রঃষিত হইলাম, ইহাতে যে লোকের কত উপকার হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ...

গ্রামপুত্র বোয়ালিয়া শ্রীযুক্ত রামজয় বাগচী লিখিতেছেন :— “... ব্রহ্মাণ্ডবেদ আত্মস্থ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। আপনি সাধু ব্যক্তি, ভগবানের কৃপায় সাধন পথে অনেকদূর অগ্রগত হইয়াছেন।.....”

এই অনুলা গ্রন্থ বেদ বুহবায়তন রয়েল প্রায় ৫০০ কর্ম্মায় মুদ্রিত হইয়াছে। যাহাতে এই উপাণ্ডের বেদ সকলের গৃহেই দিন পড়িবার ন্যায় বিতাক করে, সেই জন্য ইহার মূল্য যথা সম্ভব কমাইয়া ৬ ছয় টাকা স্থির করা গেল। কাজালের এই জনৈকাত্তার সাহায্যে ধনী দরিদ্র সকলেরই অদিগম্য হয়, সেই জন্য কোন প্রকার অর্থগণের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা ইহার এত কম মূল্য ধার্য করিলাম। এই মূল্য বাতীত ডাক-মাণ্ডল খরচা এক টাকা লাগিবে। সাধক প্রবোধের সাহায্যে মনোহর প্রচারই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বেদ আমাদের নিকট ভিন্ন অন্য কোন স্থানে পণ্ডরা যায় না।

কাজাল-ফিকিরচাঁদের বাউল সংগীত !

বাউল সংগীত সম্বন্ধে ভক্তিজ্ঞান জ্ঞান-বুদ্ধি ভববোধিনী সম্পাদক লিখিতেছেন :— “... বাউলের দেহাঙ্গসংক্রান্ত সংগীত আরম্ভ হইয়াছে, বড়ই ক্ষোভ হইতেছে, এমন সুভাবপূর্ণ সংগীতের একটাও পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিলাম না। এই সংগীত শুনিয়া কি বিষাদ কি সূর্য সকলে সমভাবে আর্দ্র হইয়াছিল। তৎকালের দৃষ্ট অতি বিষমকর। + + + তৎকাল ভদ্র সোকেরাও ভাবাবেগে উন্মত্ত ও উর্ব্বাক্ষ হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সে কি আনন্দ! কি উচ্ছ্বাস! ভববোধিনী। মাঘ। ১৩০৫ সাল। সেই সমস্ত সংগীত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১০/০ দশ আনা, ডাঃ মাঃ ১১০ পরমা। কলিকাতা শ্রী গুরুদাস চট্টোঃ ২০১ নং কর্ণওয়ালিস; মজুমদার লাইব্রেরী- ২০ নং কর্ণওয়ালিস।

শ্রীমতীশচন্দ্র মজুমদার কুমারখানী, (নদীয়া)

বঙ্গভাষা ।

মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার সুবেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা ।

“বঙ্গভাষা” স্বাধীন ত্রিপুরাদিগতির প্রযত্নে প্রকাশিত । ছাপায়, কাগজে ও প্রবন্ধগোরবে টহা সর্বোৎকৃষ্ট ।

কবির শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীসত্যকুমার মৈত্রেয়, শ্রীদীপ চন্দ্র বিদ্যাহৃদয় ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি প্রণিতনামা লেখক-গণ “বঙ্গভাষার” নিয়মিত লেখক । নমুনা দেওয়া হয় না । বার্ষিক মূল্য ২৫ । “বঙ্গভাষার” বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রাপ্তের বারম্বারোদিত পত্রিকার মণ্ডারের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন ।

“বঙ্গভাষা”-কার্যাদ্যক্ষ,
আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা ।

ডিম্পেপ্সিয়া কিওর ।

অম্ল, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ ।

যাঁহারা এছ ঔষধ ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । এক মাসের ঔষধের মূল্য ডাকমাগুল সমেত ১০ ।

শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন,

রাঘোপুর, গণপৎগঞ্জ পোঃ আফিম, ভাগলপুর ।

এজেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু ভদ্রগোপাল দত্ত, ১৩১ নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা ।

স্ত্রীরোগে অশোক ।



বাধক, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, মৃতবৎসাদোষ, স্বেত বা রক্তপ্রদর, রক্তকৃচ্ছ, পেটে ব্যথা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি বাবতীয় স্ত্রী ব্যাধি ও তদাহুযাজক উপসর্গে আমাদের “এমেন্স অব্ অশোক” মন্থ-শক্তির ন্যায় কার্য্য করে । স্তম্ভ শরীরে সেবনে যৌবন অটুট থাকে । মূল্য দুই টাকা মাত্র । পরে পীড়ার অবস্থা খুলিয়া লিখিবেন । নাম ধাম প্রকাশের ভয় নাই । গোপনে, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে পীড়ায়ুক্ত হইতে হটলে ইহাই সেবা ।

ইপানি, বহুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগের প্রশংসাপত্র সম্বলিত মূল্যতালিকার চতুর্থ পত্র লিখিলে আমরা উহা ডাকমাগুল দিয়া পাঠাইয়া থাকি । একমাত্র ঠিকানা—
ডে, সি, মুখার্জি এণ্ড কোং, ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, রাণাঘাট (বেঙ্গল) ।

মনোজবা ।

শ্রীমতী নিস্তারিণীদেবীপ্রণীত । বাবু জরেন্দ্রপ্রসাদ সাত্তাল এম এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাপড়ে ভাল বাঁধা ১৮ টাকা ; কাগজের মলাট ৫০ মাত্র । কলিকাতা ৭০ নং কলেনজ ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান ডিগজিটারীতে, ৬৪ নং কলেনজ ষ্ট্রীট সিটীবুক সোসাইটীতে এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

ইহা দলে দলে বিচিত্র ভাবে বিকশিত ও বিবিধ স্থগন্ধে সুবসিত । লেখিকা পিতৃ-ভক্তি অন্তরে লইয়া দেবারাধনা, মাতৃস্নেহ, সম্ভানবাৎসল্য, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দাম্পত্যপ্রণয়, সৌভ্রাতৃত্ব, সখ্য, স্বদেশপ্রিয়তা, দীনে দয়া এবং সর্বভূতে সহানুভূতি এই সকল ভাব চিত্রাক্ষনে আপনার লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থগানিকে সদ্ভাব ও ধর্মভাবে পূর্ণ করিয়াছেন ।

কবির পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন :—

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর । গ্রন্থকর্ত্রী হৃদয়ের স্নিক পুত ভাবসৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায় প্রতিকলিত । আমি পুলকিতচিত্তে এই গ্রন্থগানি পাঠ করিয়াছি এবং সকলকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি ।—ভক্ত যেমন “ওঁ জবাকুহুমসঙ্গাং” বলিয়া স্বর্গদেবকে রত্নজবা অর্পণ করেন, গ্রন্থকর্ত্রী তেমনি তাঁহার ভক্তিবন্দনে মাথা এই মনোজবাটি স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন । এ অর্ঘ্য স্বর্গীয় পিতৃপদে দিব্য উপযুক্ত ।

“আবেগ ।”

(কবিতা পুস্তক)

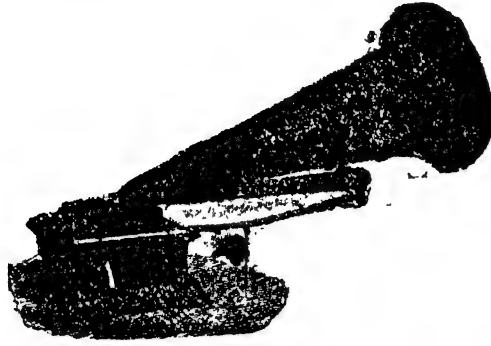
কোন ভদ্র মহিলা বিরচিত ।

প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে বিশেষরূপে প্রকাশিত ।

Abega—“Emotion” is a collection of lyrical and other pieces, many of which are inspired by genuine feeling. The piece “Enlisted Coolies in Assam” draws a picture of misery which is really touching.—Calcutta Gazette, 30 September, 1900.

অল্পর কাপড়ে বাঁধাই আঁট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১৮ এক টাকা মাত্র । একরূপ স্থগন্ধ মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ও মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং জি, এন হালদারের দোকানে প্রাপ্য ।

দোয়ার্কিন এণ্ড সনের গ্রামোফোন বা গান গাহিবার কল।



গ্রামোফোন চালাইতে যে কোন প্রকার কল-কৌশল জ্ঞান আবশ্যক করে, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। স্ত্রীলোক বা বালক মাঝেই অনায়াসে এই যন্ত্র চালাইতে পারিবে। ক্লক বা ওয়াচ ঘড়ীর আয় চাপি দিলেই ‘গ্রামোফোন’ আপনি গান গায়—অবিকল মাতৃয়ের মত। অনেক দূর হইতেও গানের কথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

‘গ্রামোফোন’ যে কত গান গাহিতে পারে, তাহার সীমা নাই। বাঙ্গালা, হিন্দী, ইংরাজি গান, ব্যাণ্ডের বাজনা, কনসার্টের গৎ, থিয়েটারের অভিনয় ইত্যাদি গ্রামোফোনে সব শুনিতে পাইবেন। আমাদের নিকট কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোক বা পুরুষ গায়কদিগের গান, থিয়েটারের গান বাজনা ইত্যাদি অনেক মজুত আছে ও তৈয়ারী হইতেছে। আপনি একটি গ্রামোফোন ক্রয় করিলে ইচ্ছামত যে কোন গায়কের গান বিনা খরচে ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইবেন।

গ্রামোফোন যন্ত্রে ব্যবহারের খারাপ হইতে পারে এরূপ কিছু নাই। যদি কোন অংশ অসাবধানতা বশতঃ কোন রূপে ভাঙ্গিয়া যায়, সেই অংশ বদলাইয়া দিলেই আবার ঠিক নূতনের মত হইবে।

গ্রামোফোনের দাম খুব কম। গ্রামোফোন হইতে অনেক নিকৃষ্ট যন্ত্র অনেক বেশী দামে এখনও বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু বাহারা গ্রামোফোন শুনিয়াছেন, তাহারা অল্প কোন যন্ত্র পছন্দ করেন না।

দাম।

৩নং ৪৭৥০; ৫নং ৭২৥০; ৬নং ৮২৭০; ৭নং ৯৭৥০। মনর্ক গ্রামোফোন
১১২৭০; ১৫০৮; ১৮৭৥০।

গানের দাম স্বতন্ত্র। ছোট সাইজ ১৫০/০। বড় সাইজ ৩৫০। গানের তালিকা
টিটি লিখিলে পাঠান হয়।

DWARKIN & SON,

The Paris Musical Depot, 267 Bowbazar Street, Calcutta.

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়, ইহার মত সর্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই, জবাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি, জবাকুসুম তৈল মস্তকের স্নিগ্ধকর, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহৌষধ। জবাকুসুম তৈল কেশের হিতকর।

এতৎ সখ্যে—ভারতের উজ্জলতম রত্ন শ্রীযুক্ত অনারেল রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল মাথাঘোরার বিশেষ উপকার করে। ইহা ব্যবহার করিলে সমস্ত শরীর, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। এই তৈল যেমন সুগন্ধি, তেমনই উপকারী।

ভারতের অদ্বিতীয় সম্ভ্রান ভূবনবিখ্যাত অনারেল শ্রীযুক্ত হুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

জবাকুসুম তৈল সমস্ত শরীরের ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকারক এবং মনোহরগন্ধবিশিষ্ট।

উড়িষ্যাভিভাগের কমিশনার, হুগলি লেফট, বঙ্গের গৌরবরবি শ্রীযুক্ত আর, সি, দত্ত, গ্যারিটার-ম্যাট-ল, নি, আই, ই লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল আমার বাটীতে ব্যবহৃত হয়। তৈলটি সুগন্ধি, উপকারক ও মস্তিষ্ক-স্নিগ্ধকর।

বাহাদুর চুল উঠিয়া বাইতেছে বা অকালে পাকিতেছে, বাহাদুর মস্তকে টাক পড়িয়াছে বা ম্যামাস হইয়াছে, বাহাদুর চুল ছোট ও বিবর্ণ, তাঁহার জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন। জবাকুসুম তৈলের জায় কেশের উপকারক তৈল আর নাই।

বঙ্গের অদ্বিতীয় লেফট, পবন পূজ্যাবদ অনাবদ স্নিগ্ধ চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, C. I. E. মহোদয় লিখিয়াছেন—

“জবাকুসুম” তৈল আমার বাটীতে ব্যবহৃত হয়, ইহার বেশ সুগন্ধ আছে এবং কেশের ও মস্তিষ্কের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকার করে।

পঞ্জাব হাইকোর্টের হুগলি বিচারপতি পূজ্যাবদ অনাবদ স্নিগ্ধ শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের জবাকুসুম তৈল কেশের পক্ষে অতি উপকারক তৈল। জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও নিদ্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, এবং ইহা ব্যবহার করিয়া আমি মহান্ উপকার পাইয়াছি।

অপর স্থান হইতে জবাকুসুম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গাত্রে বাজালা অঙ্করে “জবাকুসুম তৈল, ২৯নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা” এই কয়েকটি কথা অঙ্কিত আছে দেখিয়া লইবেন, তৈলটির গন্ধ অতি মনোহর তাহাও দেখিবেন, নতুবা তাহা ভেল বলিয়া জানিবেন।

তৈল পাইবার ঠিকানা—

২৯নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

চন্দ্রকাস্ত

বর্তমান শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য কৈশ-তৈল !

চন্দ্রকাস্ত উচ্চশ্রেণীর অমূল্য সুগন্ধিত কৈশ-তৈল ।

চন্দ্রকাস্ত কলিকাতার উচ্চসমাজের একটি আদরের সামগ্রী ।

চন্দ্রকাস্ত আধুনিক কেশবর্দ্ধক সুগন্ধি তৈলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।

চন্দ্রকাস্ত সর্কসকার মস্তিষ্ক রোগের একমাত্র মহোষদ ।

চন্দ্রকাস্ত কেশের অকালপকতা ও টাকরোগ নিবারণে অগার্য্য ।

চন্দ্রকাস্ত শরীরের কাস্তি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে অদ্বিতীয় ।

চন্দ্রকাস্ত গৃহলক্ষ্মী কামিনীগণের প্রাণের সামগ্রী । ইহা ব্যবহারে তাঁহারা
আজ্ঞাহীনিত কেশদাম লাভ করেন ।

মহিলাগণ ! আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনারা অজ্ঞাত কৈশ-তৈল ব্যবহারে
যদি কিছুমাত্র উপকার না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আশাশূন্য না হইয়া একটি বার
মাত্র চন্দ্রকাস্ত ব্যবহার করুন ।

চন্দ্রকাস্ত গবন্ধে ডাক্তার, ব্যাটিকার, মহারাজা, রাজা প্রভৃতি উচ্চসমাজের
প্রসংগাপত্র পাঠ করুন ।

চন্দ্রকাস্ত তৈলের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করাইবার নিমিত্ত ৩ মাসকালের জন্ত

অভাবনীয় বিরাট উপহার

বিবাহ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । প্রত্যেক শিশির সহিত ১ খানি সুন্দর রেশমী
রুমাল, ১ শিশি মূল্যবান্ বিলাতী এসেন্স ও ১টি সুন্দর সাবান বিনামূল্যে দেওয়া
যাইবে । ফ্রেতা ইচ্ছামুযায়ী এই ৩টির মধ্যে একটি মাত্র অধিকতর মূল্যবান্ উপহার
লইতে পারেন । ১ ডজন লইলে ১টি নিকেল রৌপ্যের সুন্দর টেকঘড়ি দেওয়া
যাইবে ।

সুন্দর বড় শিশি—মূল্য ১২ এক টাকা ।

পুণ্যত্র্যম্বর্ষি ঔষধালয় বা পুণ্যভাণ্ডার, ৩৭৪ নং অপর চিংপুর রোড, অথবা
৬ নং বারকানাথ ঠাকুরের গলি, ঘোড়শাকো, কলিকাতা ।

স্বর্ণের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

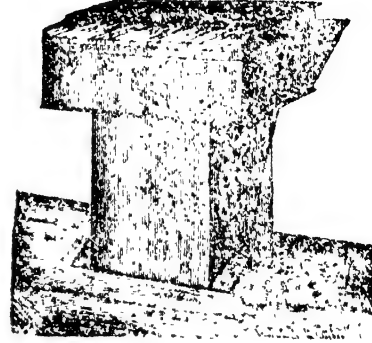
যাহার যেকোন পীড়া, সহজ বা জ্বরারোগা, পীড়ার আদোপাত্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না। দৃষিত রক্ত, অম্লশূল, শরীরের অথবা হস্ত পদের দাহ, পুরাতন জ্বর, ও শরীর চর্কল থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্যা ফল পাইবেন। মূল্য ১ এক মাগের যোগ্য প্রত্যেক ৫০ আনা করিয়া ১১০; আজকাল এই সিরাপদ্বয় সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তর, তন্মধ্যে এক খানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহাশ্রয় তৈলঙ্গ স্বামীর প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিশারদ, জ্ঞানী, বহুদর্শী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুলিপি—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পারার দোষ (যাহা আমার ক্যালমেল খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সর্করোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্গাত্ত সমূলে নিষ্কূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্বপ্রধান। ইহার তুল্য জগতে আর ঔষধ নাই। ১লা অক্টোবর, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্বপ্রকার জ্বরোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৫০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি ঘৃত বা অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা জ্বরোগদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেবা ও সুস্বাদু। আহারান্তে দুগ্ধসহ ২ বার খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এ স্থানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যেখানে অধিক রক্তস্রাব ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বক্ষ্যাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভসংকট ও পাত হয়, এমন স্থলে প্রাতে সিলায়ত্নাদি সিরাপ ও রাত্রে আহারান্তে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বক্ষ্যাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং গর্ভের সম্ভাবন বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমাদের খাজীখণ্ড ড্রাগা পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৫০। সিলায়ত্নাদি সিরাপ মূল্য ১। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

মান্যকার—শ্রীমুভূষণ রায়, হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

মণ্ডল ফলট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, ব্যাণ্ড-
মাষ্টার, অফিসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত
ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্তানী
সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যুৎ-
কৃষ্ট বহুপ্রচলিত মনোমুগ্ধকর “মণ্ডল
ফলট” উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারান্টি সহ-
বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতাত্মরাজী
প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়,
আত্মপ্রশংসা নিম্নয়োজন। মূল্য ৩



অক্টেভ ৩ টপ্ ৩৫, ঐ স্বক কাজ করা ৪০ টাকা। ঐ ছই শেট রীড ৪ টপ্
৬০ এবং ৭৫ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বোম্বার স্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—১০১ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—
(১) বড়বাজার শাখা, ২১২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; (২) শোভাবাজার
শাখা, ২২৫.১ অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসাবোড়,
ভবানীপুর, কলিকাতা; (৪) বাঁকীপুর শাখা, বাঁকীপুর; (৫) পাটনা শাখা, পাটনা।
(৬) মথুরা শাখা, মথুরা।

আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত রাখি। সহরের কয়েকজন অশিক্ষিত চিকিৎসক ঔষধালয়গুলির তত্ত্বাবধান
করিয়া থাকেন এবং অশিক্ষিত কর্মচারিগণ ঔষধিগণের সহিত সদাশ্রদ্ধা পরামর্শ
করিয়া ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করাই
কঠিন, এজন্য বিশেষ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনবরত তত্ত্বাবধান করেন। শিশি, কর্ক,
খাস্মিটাই, ষ্ট্রীলকোপ, প্রবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাস্ক ইত্যাদি বিশেষ অবিধা দরে
বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঔষধালয়ে চিকিৎসক বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া
থাকেন। মধ্যশ্রমবাসী চিকিৎসকগণ পত্র দ্বারা পরামর্শ পাইয়া থাকেন। পত্র
নিমিত্তেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বা বাংলা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত
মতিলাল বসু এণ্ড কোং
জগদ্বিখ্যাত ও ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল ।

জ্বগন্ধে, স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিবেপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্মরোগ
নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্বশুভাসম্পন্ন তৈল আর নাই।
মানসিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে
একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৮০, বোতল ২০; মফঃস্বলে প্যাকিং ও ডাক-
মাণ্ডুল স্বতন্ত্র।

প্রতি শিশি মায় ডাকমাণ্ডুল ১৮/০; বোতল ৩৮/০।

ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত সেই

সুধাসিন্ধু রস।

ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে জ্বালা, পাণ্ডু, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও
পুরাতন জ্বর, পালা, ত্রিকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর
আরোগ্য হয়। কুইনাইন-বর্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ৮০
আনা। মফঃস্বলে মায় প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডুল ১০ টাকা। সর্বত্রই এজেন্ট
আবশ্যক। রীতিমত কমিশন দেওয়া হয়।

বাতরাজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গেটে-বাত, কোমরের বাত, চলতি বাত, ঝিগঝিগে
বাত, চোরঙ্গি বাত, বাতরোগ যত বড় উৎকট হউক না কেন, এক শিশি ব্যবহারে
নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

মূল্য বড় শিশি ১০, ছোট শিশি ৫০ আনা, ডজন—বড় শিশি ১০০ টাকা, ছোট
৫০ টাকা, মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে প্রতি বড় শিশির প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডুল
১৮/০ আনা এবং ছোট শিশি ১৮/০ আনা।

জ্বিখ্যাত ডাক্তার, কবিরাজ এবং ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট
হইতে অসংখ্য প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং,
ডুগিষ্ট এণ্ড জেনারেল মার্চেন্টস,
১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 504

August, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

“कन्याध्वं पालनीया शिक्षणीयातिथतः”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নেব সহিত শিক্ষা দিবেক ।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত ।

৪৩ বর্ষ । { শ্রাবণ, ১৩১২ ; আগস্ট ১৯০৫ । } ৮ম কল্প ।
৫০৪ সংখ্যা । { } ২য় ভাগ ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

শুভ সংবাদ—(১) ইংলণ্ডেব যুবরাজ-পত্নী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন।
(২) বর্দ্ধমান-বাজাদিরাজ-পত্নীও আলিপুরের বিজয়মঞ্জিণে নবকুমাবেব মুখ দর্শন করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাদিগকে কুশলে রাখুন।

যুবরাজের ভারত ভ্রমণ—আগামী অক্টোবরের প্রথম ভাগেই ইংলণ্ডের যুবরাজ “রিনাউন” জাহাজে সঙ্গীক ও সদলবল পোর্টমাউথ বন্দব হইতে যাত্রা করিবেন। তাঁহার ভারতভ্রমণের মোটামুটি তালিকা এই ; আবশ্যকমতে ইহাব পরিবর্তন হইতে পারে :—

আগামী ৯ই নবেম্বর বোম্বাই পৌছিবেন। ১৫ই নবেম্বর পর্যন্ত তথায় থাকিবেন। তৎপরে আম্বীর বাইবেন। তথায় ১৬ই ও ১৭ই থাকিবেন। উদয়পুর ১৮-২০, জয়পুর ২১-২৪, পেসোয়ার ২৫-৩০ ডিসেম্বর, অম্বু ১ই, দিল্লী ৭ই

এবং ১০ই, দিল্লীতে প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের শিবিরে ১১-১২, আগরা ১৬-১৯, ভরতপুর ২০-২১, গোয়ালিয়র ২১-২৫, লক্ষ্ণৌ ২৬-২৮, কলিকাতা ২৯ ডিসেম্বর—৩ই জানুয়ারী, দার্জিলিং ৭-৮, কলিকাতা ৯, জাহাজে ১০-১২, রেক্সে ১৩-১৫, মান্দালে ১৬-১৮, নদীতে ১৯-২০, রেক্সে ২১, জাহাজে ২২-২৩, মান্দাজে ২৪-২৮, বাদ্দালোর এবং মহেশূবে ২৯এ জানুয়ারী—৭ই ফেব্রুয়ারী, হায়দ্রাবাদে ৮-১৫, ইলোর ১৬, বেনারস ১৮-১৯, নেপাল ২০ ফেব্রুয়ারী—২রা মার্চ। নেপাল তটতে সম্ভবতঃ শিমলা এবং অম্বালা স্থানে যাইবেন। কোম্বটায় ১২-১৬ই মার্চ থাকিবেন। কবাচিতে ১৭-১৯ মার্চ। ১৯শে তারিখে করাচি হইতে প্রত্যাগমন হইবেন।

পুরস্কার—(১) প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বাবু হবিনাথ দেব সংস্কৃতে পারদর্শিতাহেতু ২০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

(২) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গ্রিয়ারসন

সাহেব ভাষাতত্ত্বজ্ঞানেন নৈপুণ্যহেতু ফ্রান্সের একাডেমী হইতে ১২০০০ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন।

কংগ্রেসে দান—আগামী কংগ্রেস উপলক্ষে কাশীতে যে শিল্পপ্রদর্শনী হইবে, তাহাতে কাশ্মীর-মহারাজ ১ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং প্রদর্শনী কমিটির অভিভাবক হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বাস্তালীর কৃষ্টিত্ব—এটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্রের দৌহিত্র ও ডে: মাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাপ্রসাদ বহুর পুত্র মি: এম এন বহু কেন্দ্রি জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন।

কর্জন-কিটেনার বিবাদ ভঞ্জন—ষ্টেট সেক্রেটারী ব্রডারিক উভয়েব মান রক্ষা করিয়া সামরিক-শাসন-বিষয়ে রাজ-প্রতিনিধি ও প্রধান সেনাপতির বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

কৃষ-জাপ সন্ধি—আমেরিকার প্রেসি-ডেন্ট মহাত্মা কৃষভেটের অমুরোধে উভয় পক্ষ সর্বক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখন চিন গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন যে, তাহাদের সম্পর্কিত বিষয়ে তাহাদের পরামর্শ না লইলে তাহারা সন্ধি গ্রাহ্য করিবেন না।

জাপানের নূতন জয়—জাপান সাগর-লিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ জয় করিয়া লইয়াছেন। কবেরা ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

মৃত্যু—উত্তরপশ্চিমের ভূতপূর্ব ছোট

লাট উইলিয়ম মুইরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার নামে এলাহাবাদের মুইর কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে।

চিনের বাসনের কারখানা—মহা-রাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর স্থাপিত কারখানায় জাপান-শিক্ষিত বাবু সত্যসুন্দর দেব অধ্যক্ষতা করিবেন। সত্যসুন্দর ৩৪ মাস মধো ফিরিবেন।

সহানুভূতি—বারন রপচাইল্ড স্নায়-বিক পীড়ায় বরাবর কষ্ট পান, এজ্ঞাত মৃত্যুকালে এইরূপ পীড়াক্রান্ত লোক-দিগের জ্ঞাত হাঁসপাতাল নিয়োগার্থ প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়িতা গিয়াছেন।

আর্মীর মহিষীগণ—বিবি আদ্রাস হামিণ্টন কাবুলে ছিলেন, তিনি বিলাতের এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন আর্মীরের পাটরাণী একজন ক্রীতদাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি বহুগুণবতী ও তেজস্বিনী। প্রথমা পত্নী ১ লক্ষ, দ্বিতীয়া ৮০ হাজার, তৃতীয়া ৪০ ও ৪র্থ ২০ হাজার টাকা ভাতা পান। আর্মীর মোল্লাদিগের অমুরোধে ২৩টি বিবাহিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোরাণ মতে ৪ পত্নীতে দোষ নাই।

দৌনে দয়া—কুচবিহারের মহারাণী অশ্রুত বৎসরের ছাত্র এবং সন্তান গোবরার এলবার্ট বিক্টর কুষ্ঠাশ্রমের ২০ জন রোগীকে নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়াছেন।

নূতন কীর্তি—প্রসিদ্ধ ধনী আগা খাঁ

বিক্টোরিয়া হলে যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীর মার্মন-প্রস্তর-খোদিত যুগল মূর্তি স্থাপন করিবেন ।

সমাজ-সংস্কার—বরদাব “Social Reform Committee” (সমাজ-সংস্কার সমিতি) নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে । ভি, জি ভাণ্ডারকার তাহার সভাপতি । বরদা মহারাজের ইচ্ছা হিন্দু সামাজিক জীবনের সর্বপ্রকার গুরুতর প্রশ্ন ইহাতে আলোচিত হয় ।

রাজ ভ্রমণ—বরদাব গুইকমার মহিষী-সহ বিলাত ভ্রমণ করিতেছেন । ক্রিষ্টাব্দ-প্যালেস দর্শনে গিয়া তথায় ভোজ পাইয়াছেন ।

শোক-সংবান—কাশ্মীর-মহারাজের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র গতাব্দ হইয়াছে !

কমিশনার সমিতি—গত বর্ষের জ্যৈষ্ঠ এ বৎসরও দার্জিলিং এ আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর বঙ্গের সমুদায় বিভাগীয় কাম-শনারদিগের সম্মেলন হইবে । অলিম্পাস গ্রীক দেব-সভা মানব-ভাণ্ডার মীমাংসা

কবিত, এ দেব-সভার হস্তে বঙ্গভাগ্য ক্রকপে নিয়মিত হয়, কে বলিবে ?

বঙ্গচ্ছেদ বিধিপ্রচার—১৯০৩ সালের ডিসেম্বর হইতে লর্ড কর্জন যে অল্প শাণাইতেছিলেন, দেড় বৎসরে তাহা প্রশংসা করিয়া এক আঘাতে বঙ্গ-দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন । ছিন্ন বঙ্গ নামে ‘বেঙ্গল’ রহিল । ইহা হইতে চট্টগ্রাম, ঢাকা বিভাগ, পাবনা, বগুড়া, বঙ্গপুত্র, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাই-গুড়ি, মালদহ এবং কুচবিহার রাজ্য সবাইয়া লইয়া “পূর্ববঙ্গ ও আসাম” নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হইল । ইহা এক পৃথক্ ছোট ণটি দ্বারা শাসিত হইবে । বঙ্গদেশে প্রায় ৬ কোটি লোকের বাস ছিল, নূতন প্রদেশে লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি হইবে বর্ণনিত হইয়াছে । বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালী ভাই ভাগনীগণ ! এই দুর্দিনে মাতৃভাবাব দূরতর মিলনে এক হইয়া এই ঋণিবাক্ত শরীরে অশ্রুসিক্ত-নয়নে রাজভক্তির পরীক্ষা দানে কৃতকার্য হও ।

প্রত্নতত্ত্ব ।

প্রাচীন নগর ।

“সহস্র বৎসব নগর ও সহস্র বৎসর বন” ইহা নিতান্ত অমূলক প্রবাদ নহে । আমরাইগের নিকটস্থ সুল্লরবনই ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত । ইহার বিগত গৌরব

ও সমৃদ্ধির পরিচয় ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । বঙ্গবাস্যদানী গোড়, রাজগৃহ, শোণপুত্র বা শোণিতপুত্র (বাণ রাজার রাজধানী) এবং কান্তকূজ, হস্তিনা প্রভৃতিও অতীত উদাহরণ । অনেক নগর কাল-

গ্রাসে পতিত হইলেও তাহাদিগের ধ্বংস-
রাশি হইতে নূতন নগর সকল উৎপন্ন হই-
য়াছে। রামচন্দ্রের বিরোধিতার অব্যবহিত
পরেই কোশল রাজধানী অযোধ্যা সরযু-
গর্ভগাং হয়, কিন্তু পুনর্বার সরযুকূলে
নূতন অযোধার পত্তন হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের
দ্বারকা ও তাঁহার তিরোভাবের পর সমুদ্র-
সাগং হয়, অধুনা অনতিদূরে নূতন দ্বারকা
প্রতিষ্ঠিত। ইক্ষুপ্রস্থের স্থানে নূতন দিল্লী,
পাটলীপুত্রের স্থানে পাটনা ইত্যাদি
অনেক প্রাচীন নগরের ভগ্নের উপর নব
নগরের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয়। কিন্তু অত্যাধিক
এমন অনেক নগর বিলুপ্ত আছে,
কালের করাল কবল যাহাদিগকে স্পর্শ
করিতে পারে নাই। কালী, মথুরা,
এথেন্স, রোম ও জরুসলাম তাহার
সাক্ষী। এই সকল নগর পূর্বসীমা অতি-
ক্রম করে নাই বটে, কিন্তু পরিবর্তনের
হস্ত হইতে সর্বতোভাবে অব্যবহিত পায়
নাই। সপ্তগিরি-সম্বলিত রোম নগর
পূর্বতন সীমা অতিক্রম না করিলেও
এখন আর রমুলসের রোম নাই। নগ-
বেষ্টিত জরুসলাম আর হিরডেব জরুস-
লাম নহে এবং দিবোদাসের কালী বক্রনা,
অসী ও গঙ্গাতীরবর্তী হইলেও আব পূর্ব-
ভাবে অবস্থিত নাই। বোধ হয় ভূগণ্ডে
কালীর ভায়ে প্রাচীনতম নগর আর দ্বিতীয়
নাই, তথাপি প্রকৃততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এখানে
প্রাচীন কীর্তিকলাপের বিশেষ কোনও
নিদর্শন প্রাপ্ত হন না। স্থানে স্থানে
খনন দ্বারা পূর্বকীর্তির ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত

হওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সকল ধ্বংস-
রাশি বিশ্লেষণ করিয়া তৎসমকাল নির্ণয়
করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মধুদৈত্য
বা লবণের প্রতিষ্ঠিত মথুরাও বহুযুগের
নগর। ঘটনাবিপর্ধ্যয়ে, রাষ্ট্রবিপ্লবে,
বিশেষতঃ যবন-উপদ্রবে ইহারও অনেক
পরিবর্তন ঘটয়াছে। এখনও কংস-
রাজ্যের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে;
কিন্তু শত্রুঘ্নের বা পরবর্তী রাজত্ব সকলের
কিছু মাত্র নিদর্শন নাই। খনন দ্বারা
ইহারও পুরাত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

পাঠিকারা হোমরের বর্ণিত ট্রয় বা
ত্রয় নগরের কথা শুনিয়াছেন। ইহা
খৃষ্টাব্দের বহু শতাব্দী পূর্বে ধ্বংস-
প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহার পত্তন-স্থান
আবিষ্কার করিবার জন্ত বহু বৎসর ধরিয়া
চেষ্টা হইতেছে। কয়েক বৎসর হইল
ডাক্তার শ্লিমান্ন (Dr. Schlimann)
ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থান খনন করিয়া
আশ্চর্য্য রহিত আবিষ্কার করিয়াছেন।
তাঁহার মতে ত্রয়ের পত্তন নয় বার হইয়াছে
অর্থাৎ খনন দ্বারা নয়টা পৃথক পৃথক স্তর
দৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম স্তর পুরাত্ত্বের
পূর্ব যুগ। ইহার ধ্বংসাবশেষ অত্যন্ত
প্রাচীন, তদুপরে কিছুই নির্ণয় করা যায়
না। দ্বিতীয় স্তরে দুর্গপ্রাকার ও বৃহৎ
বৃহৎ তোরণের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়।
তৃতীয় স্তর দ্বিতীয় স্তরের ধ্বংসরাশির
উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহাতে অপর
কোন বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না। চতুর্থ ও পঞ্চম
স্তর তৃতীয়ের অনুরূপ। ষষ্ঠ স্তর অতীব

রহস্যপূর্ণ। ইহাই প্রকৃত হোমর-বর্ণিত ত্রয় নগর। ধ্বংসাবশিষ্ট স্থান সকলের মধ্যে হোমর-বর্ণিত অনেক স্থান নির্ণীত করা যায়। সপ্তম স্তরে ত্রয় ধ্বংস হইলে পিজিস্টেটসের * বন্ধু আর্কানাক্স (Archæanax) তদুপরি যে নূতন পুরী নির্মাণ করেন, তাহার প্রাকারংশ ও গৃহাবশেষ সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অষ্টম স্তরে গ্রীক গৃহ সকলের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয় এবং নবম স্তরে রোমীয় সভ্যতা ও উন্নতিজ্ঞাপক অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ত্রয় নগরের এ ধ্বংসাবশেষ স্তূপ সকল ব্যতীত আর কিছুই বর্তমান নাই। মুছর সিভালিওর (M. Chevalier) বলেন বর্তমান বোনারবাচি গ্রামই ত্রয়ের ধ্বংসরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা সমুদ্রতীর হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী। নগোপরি বহু উড়ুঘর বৃক্ষশ্রেণী অত্থাপি ইলিয়নের ভগ্ন দুর্গদ্বার হইতে স্বামান্দারনদের উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইতস্ততঃ মন্দিরাকৃতি স্তূপ সকল সমাধিক্ষেত্র পরিব্যক্ত মাত্র। অনেক স্তূপের মূলদেশ শত পদেরও অধিক। সিভালিয়ার বলেন, এই সকল ত্রয়-যুদ্ধের বীরদিগের সমাধি। অজাফ, হেক্তর, অখিলেশ, পেত্রক্লশ ও আণ্ডিলোকস প্রভৃতি বীরগণ ইহাদেরই

মধ্যে মহাশয়নে শয়ান আছেন। ত্রয়যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ১৫০০—১০০০ অব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়।

প্রাচীন আসেরিয়ার অন্তঃপাতী বেবিলনিয়া প্রদেশে নিপ্পুর নামে একটা নগর ছিল। ইহা টাইগ্রিস ও ইয়ুফ্রেটস নদদ্বয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ইহা বহুকাল কালকবলে নিহিত হইয়াছে, কিন্তু অত্থাপি ইতস্ততঃ অনেক ভগ্নাবশেষ স্তূপ সকল দৃষ্ট হয়। এই সকল স্তূপ খনন কবিত্তা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এই নগরও উপযুগ্যপরি অনূন সাতবার ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পুনর্নির্মিত হইয়াছে। উপরিভাগে যে সকল গৃহাদি নির্মিত ছিল, তাহা খৃষ্টীয় ২০০ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। তন্নিম্ন স্তরে খৃঃ পূঃ আড়াই শত বৎসরের ধ্বংসচিহ্ন। তৃতীয় নিম্ন স্তরে রাজা অসুরবন পালেব মন্দির-চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। এই রাজা খৃঃ পূঃ ৬৬৮—৬২৬ অব্দে রাজত্ব করিতেন। তন্নিম্ন চতুর্থ স্তরে খৃঃ পূঃ ১২৫০ অব্দের ধ্বংসরাশি। পঞ্চম স্তর উরুরেব সমকালীন খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দ। তন্নিম্ন ষষ্ঠ স্তরের গৃহচিহ্ন সকল খৃঃ পূঃ ৩৮০০ অব্দের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই স্তরে একটা পুস্তকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ইতিমধ্যে ২৫,০০০ লিখিত পদক (tablets) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আবিষ্কর্তা ডাক্তার হিলপ্রেস্ট (Dr. Hillprecht) অনুমান করেন নূনাদিক দেড় লক্ষ পদক প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। এই পুস্তকালয় ইলামাইট বা

* পিজিস্টেটন এথেন্সের রাজা ছিলেন। বাসদেব যেমন বেদ সংগ্রহ করেন, সেইরূপ তিনি হোমরের কাব্য সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করেন।

দ্বিহীনী আদি পুণ্য গ্রন্থাদিমেব শত বৎসর
পূর্ণে ধ্বংস হইয়াছে। সর্গশেষে স্তর
৩১ পাদ ভূনিমে আবিষ্কৃত হইয়াছে।
ইহাই প্রকৃত প্রাচীন নিপুণ। তথায়
কয়েকটা প্রাচীনতম ভগ্ন দেবমন্দির

আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কর্তা অনুমান
করেন ইহা খৃঃ পূঃ ৬-৭ সহস্র বৎসরের
হওয়া সম্ভব। মথুরা ও কাশী এইরূপে খনন
কবিলে আরও প্রাচীন কীর্তিকলাপের
চিহ্ন আবিষ্কার হওয়া সম্ভব।

স্নেহ।

স্নেহ নামটি বড় মধুর; বড় ভাবুকতা-
পূর্ণ। ইহা কবি কল্পনা কল্পমতক, ভাবুক-
দ্বয় নির্ঝরিনীর স্বর্গীয় স্রোত। কবি!
তুমি তোমার অক্লান্ত পক্ষে উদ্ভীষ্যমান
হইয়া নগজাবলীর ভুবনমোহনরূপে
মোহিত হইয়াছ; কখন কখন বন-
বিহঙ্গমে তানে মুগ্ধ হইয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে
বিচরণ করিয়াছ, অকুটস্থ ভাবে মধুর
মিলনে তোমার কল্পনা সঙ্গিনীকে কি
ভূষিত কবিবে না? ধর্মরত পবিত্রচিত্ত
সাধু! তুমি ধর্মসাধনার নিমিত্ত কত যত্নসা-
হা করিয়াছ, কত পূজা হোম যাগ যজ্ঞ
করিয়াছ; একবার কি এই ভাবে মোহিত
হইয়া তোমার ধর্মসাধনার চরম উৎকর্ষ
লাভ করিবে না?

এই দেখে বোগগ্রস্তা মাতা শরীরের
অসহনীয় যন্ত্রণায় জ্বলিয়া না করিয়া
স্বৈরাভিষিক্তদেহে স্নেহপুত্রলী কিসে সুখী
হইবে, কিসে তাহার নয়নমণি হৃদয়ের ধন
সুস্থশরীরে থাকিবে, এই চিন্তায় দিবারাত্র
নিমগ্ন। এই মা কখন কখন তুহিনাবৃত
হিমালী প্রদেশে প্রফুল্লহৃদয়ে যাবতীয় শীত-

বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া প্রাণপ্রতিমা
দেহখানি আবরিত করিতেছেন! অবিরত
তুমারপাত! বাত্যা-বিতাড়িত প্রচণ্ড
শীত! এই প্রচণ্ড ছুরোগে স্নেহ-তরঙ্গিনীর
অতলতল-নিমগ্না মাতা সন্তানরক্ষার্থ
স্বীয় হৃদয়খানি উৎসর্গ করিতেছেন!!
স্বার্থত্যাগের কি জলন্ত উদাহরণ!! এই
কলুষময় সংসারে যদি কাহাবও হৃদয়ে
স্বর্গীয় জ্যোতির কনামাত্র বিরাজ করে,
তবে সে মাতা কোমল হৃদয়ের ঐ
নিভৃত কন্দরে। সেই কন্দর হইতে এই
স্নেহধারা চিরকালই সমভাবে তটিনীর
ধরস্রোতের ছায় প্রবাহিত হইয়া স্বাধীন
অপবিত্র মানবের মোহাক্ষ মনে সর্বস্নেহ-
পূর্ণাকরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবে।

ঐ দেখ আর একটি স্নেহ-গবাক্ষ উন্মোচন
করিয়া দুইটি অপূর্ণ স্নেহপুত্রলী স্নেহের
প্রভা বিকিরণ করিয়া দণ্ডায়মান—ভ্রাতা
ভগিনী। এই স্থানে কবি! তোমার
কবিত্বের পূর্ণবিকাশ। স্নেহের অনন্ত-
ধারা শতমুখে প্রবাহিত হইয়া এক স্থানে
মিশিয়াছে। কবি! তুমি তারা-ফুলধরের

মিলন দেখিয়া নীরবে প্রেমাক্রপাত
কবিরাজ, মধুসূদন্যতীৰ নৃত্য দেখিয়া
হৃদয়ানন্দে আপ্ত হইয়াছ; একবার এই
স্বর্গীয় মেহপট তোমার হৃদয়সমীপে ধারণ
করিয়া কল্পনার আর একটি স্বর্গদ্বার
উন্মোচন কর। অহা! ভ্রাতা ভগিনীর
সম্বন্ধটি কি মধুর, শৈশবাবধি একত্র
আহার, বিহার, শরন, উপবেশনে হৃদয়
মধ্যে এক নৈসর্গিক মধুর মেহহার প্রাপ্ত
হয়। বিনি এই পুষ্পহার গলদেশে ধারণ
করিয়াছেন, বিনি কখনও কাঠাকে মেহ-
দানে স্বর্গেব অপূর্ণ ছায়া বিক্ষিপ্ত কবিরাজ-
ছেন, তিনি এই অনন্ত মেহভাণ্ডাব—
ভ্রাতা ভগিনীর অনন্ত মেহেব পবিত্রতা,

নির্মলতা প্রভৃতি যাবতীয় গুণ সম্যকরূপে
উপলব্ধি করিতে পাবেন। সংসারে যদি
কিছু সুখ থাকে, যদি কিছুতে পবিত্রতার
নিশ্চয় জ্যোতি এই পাপকুহকময় স্থানে
দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা ভগিনীর
হৃদয়ক্ষেপে। এই সুবাসিত মেহ-কুহকমে
গন্ধে চূড়াক্ত আমোদিত, মানব মুক্ত,
কবিরাজনা নবরসে আপ্ত। যতদিন সৃষ্টি
থাকিবে, ততদিন এই মেহ মোহাক্ত
ভোগ-রত সংসারকীটদিগের স্তম্ভিতপে
অনন্ত প্রেমাবারের অনন্ত মেহ-স্মৃতি
জাগরিত করিবে।

কুমারবিক্রম মজুমদার ।

মহাকবি মধুসূদনের মৃত্যুৎসব ।

গত ২৯এ জুন কলিকাতা লোয়ার
সাকুলার বোড সমাধিক্ষেত্রে কবির
মাইকেল মধুসূদন দত্তের ৩২ সাব্বৎসবিক
উৎসবে শতাব্দিক নানাজাতীয় নানা-
শ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া তাঁহার
স্মরণার্থ উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন! মিবব-
সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, মাইকেলের
জীবনচরিত-লেখক বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু
প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন। একটা
বিশেষ শুভ লক্ষণ—মুসলমান ভ্রাতার
বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিয়া বঙ্গকবির
গৌরববর্ধনে দিন দিন অধিক সংখ্যায়
সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদের একজনের
পঠিত একটা কবিতা সাদরে নিম্নে

প্রকটিত হইল, ইহাও ভাব, ভাবা, ছন্দোবন্দ
সকলই অতি প্রশংসনীয়।

১

এস ভাই হিন্দু এস মুসলমান,
ভক্তিপূর্ণহৃদে এস আজি সবে,
কর্তব্য মোদেরে ডাকিছে গম্ভীরে,
এস ভাই এস এ মহা উৎসবে।
আমাদের নব জলদ-আস্থানে
এস ভ্রাতৃবৃন্দ শ্রীমধু-শ্রাণনে,
বর্ষিতে শোকাগ্র আজি;
অর্পিতে তাঁহারে ভক্তি-উপহাব,
দেও কবিরূপ বীণায় স্বধার,
সমীর এনেছে সৌরভের ভার,
ফুটেছে কুসুমরাজি।

সবারি হৃদয়ে বিবাদের স্মৃতি,
সবারি হৃদয়ে ভক্তি-প্রেম-প্রীতি,
সবাই মেতেছে, সবাই জেগেছে
আজি এ মহোৎসবে ;
আকাশে দেবতা বর্ষিছে কুসুম,
বঙ্গকবিদের ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,
শোক-গাথা গাহে সবে ।
গাইছে কোকিল বিবাদের গান,
ধরেছে পাপিয়া হৃদয়ের তান,
গাইতেছে শ্রামা মাতায়ে পরাণ,
দয়েল কাতর রবে ।

২

বঙ্গের অতুল কবি !
ছেড়ে গেছে ধরা হ'ল বহুদিন,
আজো তব শোকে হ'য়ে বিমলিন,
বরষে আসার, সবে অনিবার,
স্মরি তব প্রেম-ছবি ।
তোমারি আশানে, মিলি এক প্রাণে,
জাতীয় সমাজ গড়িয়া যতনে,
জাতীয় সঙ্গীত গাঁব একতানে,—
উদিবে নবীন রবি ।

৩

তুমিই যতনে এ মৃত ভাষায়
দিরেছিলে নব-প্রাণ,
তাই কবি-কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কারে,
আজিও উঠিছে তান !—
তাই বর্ষে বর্ষে দীন বঙ্গকবি
তোমারি আশানে আসি,
স্মরিয়া তোমারে পূজিছে মায়েরে,
জাগাতে স্বদেশবাসী ।

৪

তোমারি চরণে বরষে বরষে
বরষি নয়ন-জল,
তোমারি ভাবেতে বিভোর হইয়া
লভিব নূতন বল !
তোমার ভাষায় গাইব গীতিকা,
গাঁথিব হরষে স্ফটিক মালিকা,
পরতে মায়ের গলে ;
হিন্দু-মুসলমান ধ্বংস-হিংসা ভুলি,
এস সবে মিলি করি কোলাকুলি
মায়ের চরণতলে ।

৫

হা মধুসূদন !
আমাদের লাগি অকাতরে তুমি
ক'রেছ কত না শ্রম,
কৃতঘ্ন আমরা চিনিনি তোমারে
নিদয় নিষ্ঠুর-সম !
আজি ক্ষুণ্ণ প্রাণে তব এ আশানে
এসেছি কাদিতে সবে,
জানি না হে তুমি ত্রিদিব হইতে
কি ভাবে মোদেরে লবে ।

৬

সদা অনাদরে বিষয় অস্তরে
যাপিয়াছ ও জীবন,
দারিদ্র্য-পীড়নে নিপীড়িত হ'য়ে
তাজিয়াছ এ ভুবন !
অসহায় তব তনয় দুইটি,
ক্ষুধায় কঁাদিল যবে,
দেখিনি আমরা তুলিয়া নয়ন,
এক মুষ্টি অন্ন দিইনি তখন,
ছি ! মোরা কৃতঘ্ন ভবে ।

৭

হা মধুসূদন!

কে আছে এ বঙ্গে তোমার সমান?—

কবিকুলেশ্বর তুমি মহাপ্রাণ,

স্বভাবের শিশু তুমি;

তব মেঘনাদ সাহিত্য-গগনে

শোভিছে অতুল, সোণার কিরণে

উজলিয়া বঙ্গভূমি।

তব ব্রজাঙ্গনা প্রেমের ঝরণা,

তব তিলোত্তমা চির নিরুপমা,

কি সুখ বরণে প্রাণে!

সে সৌন্দর্য্য-প্রভা জগমনোলোভা,

চরিত মধুর স্বরণের শোভা

কি স্বপ্ন হৃদয়ে আনে!

যে অমৃত-স্রোত সঞ্চারিলে তুমি

এ মৃত ভাষার প্রাণে,

একবিন্দু তার লভি এই কবি

আপনারে ধন্ত মানে!

৮

হা মধুসূদন!

তব জন্মভূমি না হ'য়ে এ বঙ্গ

হ'লে অন্ধ স্থান, হ'ত তীর্থ-অঙ্গ—

হ'ত পুত পুণ্যভূমি!

ধন্ত কবি! ধন্য তোমার শক্তি,

শত ধন্য তব স্বদেশ-ভক্তি,

মরিয়া অমর তুমি!

৯

তোমার অভাবে আজি বঙ্গমাতা

মৃতপ্রায় অচেতন,

ডাকিলে তাঁহারে না দেন উত্তর,

না বলেন ছনয়ন।

আজি ক্লেশমনে তাঁহারি চরণে

পড়িব লুটিয়া সজলনয়নে,

কাদিব আকুলপ্রাণে;

হৃদয়ের হুঃখ, মরম-বেদনা,

শতবর্ষব্যাপী অশেষ যাতনা,

নাশিব দীপক-তানে।

১০

তোমারি প্রসাদে লভি নব বল

গাইব দীপক গান,

হুঃখিনী মায়ের মৃত জড় দেহে

সঞ্চারিব নবপ্রাণ!

বল দেব! বল বারেক আমায়

হেন দিন কবে হ'বে,

যখন মায়ের অযুত সন্তান

জাগিয়া উঠিবে সবে?

কবে তারা নিজ-অভাব বুঝিবে,

উন্নতির পথে কবে বা ছুটিবে,

ঘূচাতে মায়ের হুঃখ?

কবে বা ঘুচিবে কোটি কু-আচার,

কবে ঘুচে যাবে স্বার্থ-অন্ধকার?

হিন্দু-মুসলমান হয়ে একপ্রাণ

উজলিবে মার মুখ!

১১

তুমি মহাকবি কর আশীর্বাদ,

ঘুচুক বঙ্গের যত অবসাদ,

ঘুচুক কুয়াসা ঘোর!

ঘুচুক আলস্য, ঘুচুক জড়তা,

ঘুচুক হুমুসু, মোহ হর্কলতা,

হউক তামসী ভোর!

ভাই ভাই মোরা মিলি প্রাণে প্রাণে,

আসিয়াছি আজ তোমার শশানে

ফেলিতে নয়ন-লোর !
তোমারি আশান হ'ক পীঠস্থান,
উঠুক জাগিয়া হিন্দু-মুসলমান—
দুঃখিনী মায়ের যতেক সম্ভান—
পরিয়া একতা-ডোর !
'জয় ভগবান' ভারত-বিধাতা,

বল ভাই সবে 'জয় বঙ্গমাতা',
'শ্রীমধুসূদন ত্রিদিব-দেবতা'
উঠুক বিজয়-সোর ।
কড়িয়া সাহিত্য-সমিতি ।
কায়কোবাদ ।

মহাত্মা তুলসীদাস ।

এলাহাবাদ জেলার অন্তঃপাতী যমুনার উপকূলে রাজাপুর গ্রামে সন্থ ১৫৮৩ অব্দে মহাত্মা তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ জানিবার উপায় নাই। কথিত আছে যৌবনকালে বিবাহ হইয়া অবধি তাঁহার জীৱ প্রতি অত্যন্ত আত্মরক্তি প্রদর্শন করিতেন, এমন কি ক্ষণমাত্র তাঁহাকে না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিবাহ অবধি কখনও তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠান নাই। তাঁহার শ্বশুর তজ্জন্ত সর্বদা ক্ষোভ করিতেন এবং পুনঃ পুনঃ অমুরোধ করিয়াও কন্যাকে নিজ-ভবনে আনিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে জীৱ নিজের অমুরোধ উপরোধও কোলও কার্যের হয় নাই। একদা বিশেষ কার্যোগলক্ষে তিনি দূরস্থ হাটে গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার শ্রালক আসিয়া ভয়ীকে স্বীয় আলয়ে লইয়া যান। তুলসী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া

সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং রাজি হই প্রহর পর্য্যন্ত তদগতভাবে বসিয়া দুঃখ ও পরিতাপ করেন। পরিশেষে নিতান্ত অধৈর্য হইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিতে কৃতসংকল্প হন। বিষম বর্ষাকাল। গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, মুখলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, যমুনায় বন্যা আসিয়া ছকুল প্রাবিত করিয়াছে, গাঢ় অন্ধকারে পার্শ্বস্থ পদার্থও দৃষ্ট হয় না। তুলসীর তাহাতে ক্রোধেপও নাই। ভিজিয়া ভিজিয়া অন্ধকারে সস্তরগ দ্বারা শববন্ধ বংশদণ্ড অবলম্বন করিয়া মহানদী যমুনা পার হইলেন এবং বহুকষ্টে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। গৃহের দ্বার বন্ধ, নিশীথ-সময়, বিশেষতঃ ঈদৃশ দুর্ধোগে ডাকিয়া সাড়া পাইবার সম্ভাবনা নাই; স্ততরাং প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্বক বাটামধ্যে প্রবেশ করিতে সংকল্প করিয়া বাটা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীৱ শয়ন-গৃহের পশ্চাৎ দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড কালসর্প ঝড় বৃষ্টি হইতে আশ্রয় লইয়া

রহিয়াছে। তাহার আশুদেশ বিবরণমধ্যে নিহিত এবং দীর্ঘ পুচ্ছ প্রাচীরদেশে লক্ষ্যমান। বিদ্যাদালোকে রজ্জ্বৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মোহবিহ্বল তুলসী রজ্জ্বৎ প্রমে সর্পপুচ্ছ ধারণ করিয়া প্রাচীরে উঠিলেন এবং লক্ষ্য দিয়া বাটীব মধ্যে নিপতিত হইয়া জীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই দশা প্রমত্ত বিব্রমঙ্গলেরও ঘটনা ছিল। চিন্তামণির বিরহ অসহ্য হওয়াতে সেও এইরূপ হুগোঁগে ও নিশীথে শবাবলম্বনে নদী পাব হইয়া ও সর্পপুচ্ছ ধারণ পূর্বক চিন্তামণির কুটীবে প্রবিষ্ট হয়। চিন্তামণি তদবস্থ বিব্রমঙ্গলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া যেমন তাঁহার নবজীবন লাভের সহায়তা করিয়াছিল, তুলসীপত্নীও স্বামীর ধর্ম্যজীবন লাভের তদ্রূপ সহকারিণী হইয়া ছিলেন। হঠাৎ স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া তুলসীপত্নী চমকিয়া উঠিলেন এবং পরিশেষে চিনিতে পারিয়া মিষ্টভংসনা করিয়া বলিলেন “ছিছি! আমার এই অকিঞ্চৎকর অস্থিমাংসময় নিরয়-দেহেব জন্য আপনার এত আকিঞ্চন? যদি নিস্তারকর্তা প্রভু রামের জন্য এরূপ আগ্রহী হইতেন, তাহা হইলে এতদিনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন।” জীর এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে তুলসীর দিব্যজ্ঞান হইল এবং “তুমি ঠিক বলিয়াছ” বলিয়া তৎক্ষণাৎ বৈরাগ্যপূর্ণ ভাবে তথা হইতে নিজস্ব হইলেন। পার্শ্ব অনিত্য প্রেমের উপশান্তি হইল—প্রতিবাতে নিত্য পুত-

প্রেমে হৃদয় আশ্রুত হইয়া উঠিল। তুলসী ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক হইলেন—তুলসী উদাসীন হইলেন। তিনি স্বশুভাঙ্গ গরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত গদবজ্রে গমন পূর্বক একবারে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরামের প্রতি অচলা ভক্তি লাভের জন্য বিবেচনের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর বরাহক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় মনোমত গুরু লাভ করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহার নিকট অধ্যায় রামায়ণ অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পরে পুনর্বার কাশীধামে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্বমত তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হন এবং মহাত্মা বাম্বীকির ত্রায় রাম-নামে সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাম-সীতাবিগ্রহ ও মহাবীরের মূর্তি অত্যাধি এখানে বিত্তমান আছে। যেখানে রামায়ণ পাঠ হইত, তিনি সেইখানেই গমন করিতেন এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে গদগদ হইতেন। সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ সাধারণের জ্ঞাত তিনি হিন্দিতে রামায়ণ রচনা করেন। হিন্দুস্তানিবাসী—বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ লোকদিগের ইহা অতীব আদরের সামগ্রী।

মহাত্মা তুলসীদাসের আশ্রম ভাদানিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ স্থানটি মণির্মণিকা হইতে নানাদিক এক ক্রোশ দক্ষিণ এবং লোলাক কুণ্ডের সম্মিহিত গঙ্গার তীরবর্তী। কাশীর অন্তর্গত হইলেও ইহা তখন বিজন-কাননসঙ্কুল ও বন্য জন্তুর আশ্রয় ছিল। সাধু যতিগণ পবিত্র কাশীধামে মলমুক্ত

পরিভ্রাণ নিষিদ্ধ বলিয়া নগরের প্রান্ত-
ভাগে অবস্থিত করেন এবং অনেক
গঙ্গার অপর পারে গিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি
সম্পন্ন করেন। মহাত্মা তুলসীদাসও
তদনুশাসনে প্রত্যাহ গঙ্গা পার হইয়া
রামনগরে গিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন
করিতেন। তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র
নৌকা ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য সওয়া হস্ত
ও প্রস্থ অনধিক এক হস্ত। তত্‌পরি
আরোহণ করিয়া তিনি গঙ্গা পার
হইতেন। এই পরিমাণের একখানি
জীর্ণ ভগ্ন ক্ষুদ্রতরী ও এক ঘোড়া খড়ম
অত্‌পাি তাঁহার মঠে রক্ষিত আছে। বাত্রী
ও দর্শকদিগকে ইহাই তাঁহার ব্যবহৃত
নৌকা ও খড়ম বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া
থাকে। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও পরম ভক্ত
ছেত্তি টোডরমল পূর্ণকুটীরের স্থানে ত্রিতল
পাণাময় অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন।
অধুনা পাণাময়গৃহের কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভসাৎ
হওয়াতে তত্‌ত্বরে ইষ্টকময় গৃহাংশ সংযুক্ত
করা হইয়াছে। এখানে প্রতি বৎসর
যথাসময়ে রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার অভিনয়
হইয়া থাকে। এতত্‌পক্ষে বিলক্ষণ ব্যয়-
ব্যসনও হইয়া থাকে। শতাব্দিক বিদ্বাদী

ছাত্র এখানে অবস্থানপূৰ্ণক নিয়মিত
অধ্যয়নাদি করিয়া থাকে। মঠ বা গৃহটী
প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর, গঙ্গার অব্যবহিত উপরে
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমধিক সুন্দর ও রমণীয়।
গঙ্গার উপরে তুলসী-বাটও অতি সুন্দর।

মঠ হইতে নানাদিক অর্দ্ধ ক্রোশ
দক্ষিণে তুলসীব তপোবন। তথায় ইন্দ্ৰের
প্রতিষ্ঠিত উত্তানমধ্যে সঙ্কটমোচন মহা-
বীর-বিগ্রহ। অধুনা পঞ্চায়েৎমণ্ডলী
তত্‌পরি দিব্য মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া
দিয়াছেন। প্রতি শনিবারে ও মঙ্গলবারে
অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে
একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে, তাহার
শাখা প্রশাখা ও রুরি অনেক দূব বিস্তৃত,
ছায়াতলে বসিলে বড়ই স্নিগ্ধ বোধ হয়।
সম্প্রতি গুরুপ্রসাদ স্কুল নামে একজন
বৃদ্ধ ভক্ত ইহার মূল বাধাইয়া দিয়া মন্দির
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং মহাবীরের
সম্মুখেও শ্রীবামের মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া-
ছেন। যাত্রিগণ ও সাধারণের সুবিধার
জন্ত তথায় একটি পুষ্করিণীও খনন
করিতেছেন। স্থানটী স্বভাবতঃ মনোহর,
তাহার উপর এই সফল কীর্তি প্রতিষ্ঠিত
হওয়াতে আরও মনোহর হইয়াছে।

মহর্ষির জন্মদিন।*

১৭ই মে, ১৯০৫।

দূরে থাক্ কোলাহল, বুধা আড়ম্বর—
বাক্যজাল-বিজড়িত পূজা আয়োজন!

মৌন ভক্তি-ধারা আজ ভেদিয়া অধর
করিয়াছে পূর্ণ এই সমাধি-প্রাঙ্গণ!

* হরিনাম্তি ব্রাহ্মসমাজের সমাধি-প্রাঙ্গণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিস্তম্ভপার্শ্বে বসিয়া লিখিত।

ভ্রাস্ত জগতের একি চেষ্টা ভ্রাস্তিময়,
চিরজীবিতের মৃত্যু করিতে প্রমাণ—
ভব-নাট্যে কেন হেন মিথ্যা অভিনয়?
মিথ্যা ল'য়ে কে পেয়েছে সত্যের সন্ধান?
নিত্য তব জন্মদিন—নিত্য তব গান

পূর্ণ করে অনন্তের আরতি মঙ্গল,
যে টুকু অপূর্ণ থাকে হে দিব্য মহান!
সেও তব মহত্বের অঘাচিত ফল!
এ বিজনে তব নামে জাগিয়াছে প্রাণ—
ভুঙ্ক পত্রসম দূবে পাক কোলাহল।

শ্রীহৃদ্ধ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রফুল্ল।

বন্ধিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে চারিটি স্তর আছে। হুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, রজনী ও চন্দ্র-শেখরকে প্রথম স্তরের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ও ইন্দিবাকে দ্বিতীয় স্তরের, রাজসিংহকে তৃতীয় স্তরের এবং আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামকে চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

আমরা প্রতিভাশালী ও হৃদ্গদর্শী লেখকদিগের উপন্যাসগুলি চিত্তাপূর্ণ অন্তরে পাঠ করিলেই দেখিতে পাই সাধারণতঃ উহা চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ নূতন শিক্ষা প্রবর্তন ও সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে কতকগুলি সামাজিক আদর্শ আসিয়া উপস্থিত হয়, অথচ সেই আদর্শের অমুরূপ কোন চরিত্র কিম্বা কোন ঘটনা সমাজে পরিলক্ষিত হয় না; অথবা কদাচিৎ কোথাও পরিলক্ষিত

হইয়া থাকে। কিন্তু হৃদ্গদর্শী লেখকগণ তাঁহাদের বিচিত্র প্রতিভাবলে সেই সকল ছায়া-শরীরী আদর্শেরই কাব্য নিৰ্ম্মাণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের আশ্চর্য্য কল্পনা-শক্তিতে উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মধ্যে ঐ সকল আদর্শকে এমন উজ্জ্বল ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া তোলেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তির তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যান, এবং ঐ সকল উপন্যাস বর্ণিত নায়ক নায়িকার আদর্শ সমাজ সংগঠনে প্রবৃত্ত হন।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে প্রতিনিয়ত যে সকল দৃশ্য দেখা যাইতেছে, যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে; শক্তিশালী লেখকেরা তাহাই কাব্য এবং উপন্যাসে মনোজ্ঞ ছবির নায়ক অঙ্কিত করিয়া তোলেন।

তৃতীয়তঃ অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সকল ঘটনা, চরিত্র ও চিত্রের বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে, প্রতিভাশালী লেখকেরা তাহারই হু একটি ঘটনা, চরিত্র ও চিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কল্পনাকোশলে ও বর্ণনা-

চাতুর্য্য এমন অপূৰ্ণ উপন্যাস প্রণয়ন করেন যে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, যেন তন্মধ্যে অকস্মাৎ কোন ঐজ্ঞ-জালিকের মায়া-প্রভাবে ইতিহাসের নিজীব চিত্রগুলিই সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ, যে সকল ভাব ও ঘটনা বিপুল সমাজের কোথাও পরিলক্ষিত হয় না, কোনও ব্যক্তির কল্পনায় উদ্ভূত হয় না, অথচ সেই সকল অভিনব ভাব ও ঘটনায় কবির কল্পনা উদ্দীপিত এবং হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠে, কবি সেই সকল অভিনব ভাব ও ঘটনাকে আদর্শ করিয়া কাব্য এবং উপন্যাস রচনা করেন। উক্ত-রূপ কাব্য উপন্যাস আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু কবি বা মনে করেন সমাজ ঐ সকল উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রকে আদর্শ করিয়াই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে; এবং ভবিষ্যতে উক্তরূপ চরিত্র সমাজে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে।

আমরা উপন্যাসের এই যে চারিটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিলাম, বন্ধিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে এই সংজ্ঞা দ্বারা বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তাহার উপন্যাসের চারিটি স্তর আছে; এবং সেই চারিটি স্তরের মধ্যে দেবী চৌধুরাণী চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত, কারণ দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের মধ্যে প্রফুল্লের চিত্রই সর্বোৎকৃষ্ট। এমন কি প্রফুল্লকে ত্যাগ করিলে দেবী চৌধুরাণীর কোন মূল্যই

থাকে না। অথচ প্রফুল্লের স্থায় রমণী বাঙ্গলা দেশের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এরূপ চিত্র এক বন্ধিমচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালীর কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই। তন্নিব বন্ধিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিলেই দেখা যায়, তিনি শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী, চিন্তারঞ্জিনী—মানবের এই চতুর্বিধ বৃত্তির বিকাশ ও উন্নতিকেই প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া মনে করিতেন। তজ্জন্য তাহার কল্পিত আদর্শ রমণী প্রফুল্লের চরিত্রে চতুর্বিধ বৃত্তির বিকাশই প্রদর্শন করিয়া-ছেন। কাজেই প্রফুল্লের চিত্র তাহার নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। তা ছাড়া দেবী চৌধুরাণী আছে যে কয়েকটা পুরুষ ও নারীর চিত্র আছে, তন্মধ্যে সাগর, ব্রজেশ্বর, ব্রজেশ্বরের পিতা এবং ভবানী-ঠাকুরই উল্লেখ-যোগ্য।

ইহাদের মধ্যে সাগর সুন্দরী, সুরসিকা, সূচতুরা ও বুদ্ধিমতী বালিকা, এবং তাহার হৃদয় সরলতা, সহৃদয়তা ও মেহ করুণা প্রভৃতি সদৃশ্যে ভূষিত বটে; কিন্তু সে সকল সদৃশ্য কোনও কাজেই আসে না। সে বড়লোকের একমাত্র মেয়ে; বাপের বাড়ীতেই আমোদ আশ্বাদে দিন কাটায়; কখনো কখনো সখ করিয়া স্বামীর কাছে আসে। কিন্তু বড় লোকের মেয়ে বলিয়া কেহই তাহাকে কাজ করিতে বলে না। তবে মামুষের একেবারে নিষ্কর্ম্ম হইয়া বসিয়া থাকাও দায়, সেইজন্য সে কখনো পান সাজে,

কখনো ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে রূপকথা শোনে, কখনো নয়ন-বোয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে,—তাহাকে ‘কালপেঁচা’ বলিয়া গালাগালি করে ।

তৎপরে ব্রজেশ্বরের পিতা ;—তিনি সেকালের একজন সূচতুর বুদ্ধিমান বিষয়ী ; প্রয়োজন হইলে পুত্রবধূকে ঝাঁটা মারিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন ; স্বার্থ এবং অর্থের জন্য উপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট করা যে কেন অনায়াস, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পান না । চিত্তের হিসাবে ব্রজেশ্বরের পিতার চরিত্র উজ্জ্বল এবং পরিস্ফুট ; তাঁহার কথা পড়িতে পড়িতে একজন সে কালের সূচতুর বিষয়ীকে যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ করা যায় ।

তন্নিম্ন ব্রজেশ্বরকে লেখক যতই সাহসী, নির্ভীক ও তেজস্বী বলিয়া বর্ণনা করুন না কেন, এবং তাহার সকল অপরাধ, সকল ত্রুটি পিতৃভক্তির উপর চাপাইয়া দিন না কেন, ব্রজেশ্বর কিছুতেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না । ভবানীঠাকুরের প্রতিভা আছে, পাণ্ডিত্য আছে, শক্তি আছে,—তিনি পরোপকারী, এ সকলই সত্য ; কিন্তু তথাপি তাঁহার চরিত্রকে আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে না । গো-বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে জুতা দান করিলে দানের ফল অপেক্ষা হত্যার পাতক যে অনেক বেশী, তাহা হৃদয়দর্শী লেখক অতি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন ; সেইজন্ত তিনি ভবানীঠাকুরকে

সহজে নিষ্কৃতি দেন নাই ; গ্রন্থকার গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন “ভবানী-ঠাকুর” মনে করিল, “আমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন ।” এই ভাবিয়া ভবানীঠাকুর ইংরাজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন । ইংরাজ হুকুম দিল, “যাব-জীবন ধীপাস্তুরে বাস ।” ভবানীঠাকুর প্রফুল্লচিত্তে ধীপাস্তুরে গেল ।”

পাঠকেরা বলিতে পারেন, ইহাতেও ভবানীঠাকুরের মহত্বই বৃদ্ধি হইল । তাহা সত্য । কিন্তু ভবানীঠাকুরের ডাকাতি কাজটা যে গ্রন্থকার সমর্থন করেন না, তাহাও বুঝা গেল । সুতরাং স্বয়ং গ্রন্থকারই যখন ভবানীঠাকুরের সকল কাজ সমর্থন করিতে পারেন না, তখন আমরাই বা তাঁহার চরিত্রকে উন্নত চরিত্র বলিব কিরূপে ?

অতএব দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে গ্রন্থকার একমাত্র দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রকেই আদর্শ চরিত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন । সেইজন্তই গ্রন্থকার গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার সময় লিখিয়াছেন,—এখন এসো প্রফুল্ল ! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি । একবার এই সমাজের সমুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, “আমি নূতন নহি, আমি পুৰাতন । আমি সেই বাক্য-মাত্র । আমি কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিয়াছি—”

এখন দেখা যাউক প্রফুল্লের চরিত্রে

আদর্শ রমণীর কি কি লক্ষণ বিদ্যমান আছে। অনেকে হয়ত বলিবেন, যে যে ডাকাতির জন্ত ভবানীঠাকুরের তুল্য জ্ঞানী ও পরোপকারী ব্যক্তির প্রশংসা করিতে পারা যায় না, সেই ডাকাতির জন্ত প্রফুল্লকেও ধর্মশীলা নারী বলা হইতে পারে না। এ কথার উত্তর স্বয়ং গ্রন্থকারই দিয়াছেন। যখন ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিল “মনের মন্দিরের ভিতর সোণার প্রতিমা গড়িয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি।”

প্রফুল্ল বলিল, “কি ডাকাইতি করি?”
ব্রজেশ্বর। কর না কি?

প্রফুল্ল বলিল “আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া পাই নাই। তুমি আমার দেবতা। আমি অত্র দেবতার অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি—আমি ডাকাইত নই।”

প্রফুল্ল যে ডাকাইত নয়, তাহা বুঝা গেল। কিন্তু তাহার জীবনের বিশেষত্ব কি, তাহাই দেখা যাউক। প্রফুল্লের জীবনে একটি প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহাকে শ্বশুর ত্যাগ করিয়াছেন, স্বামীও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কোন দিন যে গ্রহণ করিবেন তাহারও আশা নাই; এক্ষণ অবস্থায় প্রফুল্ল

শারীরিক শক্তিতে শক্তিশালিনী, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ও শত সহস্র লোকের সর্বময়ী কর্ত্রী হইয়াও একদিনের জন্ত স্বামীকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; স্বামীর কথা স্মরণ হইলেই অশ্রুতে তাহার গণ্ডস্থর ভাসিয়া যাইত; স্বামীর ভালবাসার নিকট শাস্তচর্চা, ধনৈশ্বর্য, লোকাধুরাণ সকলই তুচ্ছ বোধ হইত। প্রফুল্লের এই যে পতি-ভক্তি, ইহা প্রত্যেক রমণীরই অনুকরণ-যোগ্য, এই পতিব্রতা ধর্ম প্রফুল্ল যথার্থই রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া।

তন্মিন্ন প্রফুল্ল সংসারধর্মপালনেও নারীকুলের আদর্শস্থানীয়া। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন “প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল।” কেবল তাহাই নহে। “প্রফুল্ল নিকাম ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল, প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল; তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিকাম, অথচ কর্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।”

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, পতি-ভক্তিতে এবং সংসারধর্মপালনে প্রফুল্ল যে একজন আদর্শ রমণী, তাহা যেন বুঝিতে পারিলাম; তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্যদ শিখাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? মহা আড়ম্বরের সহিত বেদ বেদান্ত দর্শন বিজ্ঞান শিখাইবারই বা কি দরকার

হইয়াছিল, নানা প্রকার কঠোর সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ডাকাইতদিগের বাণী-পদে ব্রতী হইবারই বা কি আবশ্যক ছিল? হিন্দুসমাজেব অনেক রমণীই ত আশ্রয়িত হইয়া স্বামীকে ভালবাসিয়া থাকেন; নিঃস্বার্থভাবে পরিবারের সমস্ত লোকের পরিচর্যা করিয়া থাকেন; সে জন্য ত কুস্তি ক্রিয়া মল্লযুদ্ধ শিক্ষাবও প্রয়োজন হয় না; মহা আড়ম্বরের সাহিত কৃচ্ছ্রসাধনও আবশ্যক হয় না। তবে অশ্রুজলভাবে গৃহদম্য সম্পন্ন করিবার জন্ত জ্ঞানালোচনা আবশ্যক বটে। কিন্তু তথাপি প্রত্যেকরই যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। একজন পুরুষ যদি শঙ্কবাচার্যের মত জ্ঞানী, অর্জুনের স্থায় যোদ্ধা এবং চৈতন্যদেবের স্থায় ভক্ত হইয়া কলিকাতা-ব কোনও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সাহেবের আপীশের বড় বাবু হইয়া মাসে চারি পাঁচ শত টাকা উপার্জন করেন, এবং পরিবার পবিত্রজনে স্থখে রাখেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করা হয়। কিন্তু গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করা সম্বন্ধে আমাদের যেমন বলিতে ইচ্ছা হয়, লোকটির অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ রণবিজ্ঞা ও অতুলনীয় ধর্মজ্ঞান বুথাই গেল,—কোন কাজেই আসিল না;—তেমনি বলিতে ইচ্ছা হয় প্রফুল্লের নানা-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, মল্লযুদ্ধে পারদর্শিতা ও তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভা বুথাই গেল।

এই বই অভিযোগেরও একটা উত্তর দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থখানি মনোযোগ-পূর্বক পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, রমণীর যতই শক্তি থাকুক না কেন, গার্হস্থ্য-ধর্ম, পতিসেবা, সম্মানপালনই রমণীর পক্ষে স্বাভাবিক; তদ্বিন্ন অন্য কিছুতেই নারীর নারীধর্ম রক্ষা হয় না, এবং প্রকৃত ধর্ম-পরায়ণা, সুশীলা রমণী তাহাতে আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। প্রফুল্ল যুদ্ধ শিখিলেন, শাস্ত্রালোচনা করিলেন, নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেন, ধনৈশ্বর্যের অধিকারিণী এবং শত সহস্র লোকের কত্রী হইলেন;—কিন্তু কই, কিছুতেই ত স্বখ পাইলেন না; তাঁহার নারীমুদয়েব পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ত আব কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইল না! তৎপরে ঐ সকল বর্জন করিয়া যখন স্বামিগৃহ গমন করিলেন, তখন স্বামীকে ভালবাসিয়া, স্বস্তুর শান্তি ক্রিয়া সেবা করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

এই বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। রমণীর পক্ষে যে গৃহধর্ম পালন করাই স্বাভাবিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ রমণীর পক্ষে বিশেষ বিধিও আছে। গার্হস্থ্য ধর্ম পালন কি পুরুষের পক্ষেও উচিত নয়? কিন্তু বুদ্ধ চৈতন্য তাহা পালন করেন নাই বলিয়া তাঁহার অপরাধী নহেন। তাঁহার অন্য দশ জন লোকের স্থায়

সংসারী হইয়া বড় জোব যদি পাঁচ জন গ্রাম্য লোকের কিঞ্চিৎ উপকার করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর বেড়া কি লাভ হইত? তাহা না করিয়া তাঁহারা সমগ্র জীবন দিয়া যে জগৎকে উন্নত করিয়া গেলেন—মানবের সম্মুখে মানবত্বের যে এক মহান আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহাতেই ত সংসারের প্রকৃত কল্যাণ হইল। এইরূপ রমণীদিগের সম্বন্ধেও বলা ঘাইতে পারে যে, অশোক বাজার কত্কা সম্বন্ধিত্রা কোনও সচ্চরিত্র রাজ-কুমারের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে গ্রথিত হইয়া সংসারধর্ম পালন করিলে হয় ত কাজটা তাঁহার পক্ষে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি সংসারে প্রবেশ না করিয়া যে সম্মাসিনীর বেশে সিংহলে গমন করিলেন,—বৌদ্ধ-ধর্মের করুণা ও মৈত্রী প্রচার করিলেন, ইহাতেই কি জগতের অধিক কল্যাণ সংসাধিত হয় নাই?

এ সংসারে সাধারণ লোকেরাই সাধারণ নিয়মের অধীন; কিন্তু অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ বিশেষ নিয়মের অধীন। ইহার দৃষ্টান্ত এখন এই ভারতবর্ষে পাওয়া হুঙ্কর বটে; কিন্তু ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে কঠিন নহে। কত প্রতিভাশালিনী মনস্বিনী রমণী শৈশবকাল হইতে স্ফটিকরূপে সংসারধর্ম প্রতিপালনের জ্ঞানই শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকেন; কিন্তু পরে যখন শুভদিনে শুভ-ক্ষেণে হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিশ্ব-জগতের

আত্মানন্দধ্বনি শুনিতে পান, তখন বলিয়া উঠেন,—

“বিশ্বজগৎ আমাবে মাগিলে

কে মোব আত্মপব!

আমাব বিবাতা আমাতে জাগিলে

কোথায় আমাব ঘব!

কিসেবি বা সুখ, কদিনেব প্রাণ?

ওই উট্রিয়াছে স-গ্রাম-গান!

অমব মবণ বক্ত চরণ

নাচিছে মগোবব!

সময় হয়েছে নিকট, এখন

বোধন ছিড়িতে হবে।”

ইহাব পব যখন যথার্থই তাঁহারা বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমগ্র বিশ্বের প্রেমের বন্ধনে আপনাদিগকে বাধিয়া ফেলেন; তখন পূর্ণমুহি হউন বা নাবীহি হউন, সে বাধন কি কাহাবও পক্ষে অশোভন অথবা অস্বাভাবিক হয়?

সেই জ্ঞান বলি বন্ধিমচক্স প্রকুলকে যেমন সর্বগুণে ভূষিতা শক্তিসম্পন্ন মনস্বিনী নারীরূপে অঙ্কিতা কবিতাছিলেন, তেমনি তাহাকে গৃহস্থালীব সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ না করিয়া যদি বিশ্বের বিস্তৃত কার্যক্ষেত্রের মধ্যে লইয়া আসিতেন; এবং সজ্জামত্ৰা প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন-স্মরণীয় নারীদিগের ছায়া প্রকুলেব দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন করাইতেন, তাহা হইলে প্রকুলেব যুদ্ধশিক্ষা, জ্ঞান-লোচনা, কঠোর বৈরাগ্য সকলই মার্থক হইত। নচেৎ গৃহধর্মপালনের জ্ঞান বাঙ্গালী রমণীর মনযুদ্ধ শিক্ষা, মহা



আউদ্ভবের সচিৎ বাণী শুইয়া কতকগুলি অপ্রবাজনীয় নহে; অস্বাভাবিক বলিয়াও
নোকেব উপব কর্ত্ত্ব কবা কেবল মনে পবা । শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ।

উত্থান-গাথা ।*

ভাবত-ভবিনী উঠ জাগ মবে,
কত দিন আব ঘুমাটয়ে ববে ?
অনসৃত-পূর্ণ জু পাণ লয়ে,
জগতে সবাব দ্ব-নীত হ'য়ে,
কতদিন ববে এমনি ভাবে ?
আমাদেব প্রাত, পিতা, পুত্র, পানী,
পব পদানত - প্রাক্ষা-অনুমানী,
আমরা এমন নিশেটে শুইয়া,
সহিতেছি আজো এ সব চেবিয়া,
ভাবি না এ তুং কেমনে যাবে !
নারী-জীবনেব দাখিত্ত্ব ভুলিয়া,
আমাব ও সব আছি ঘুমাটয়া,
আমাদেব দেয়ে ভাবত-সম্মান
আছে যুগ আজো তাবাইবা স্তান,
তুলিয়ে দেশেব জুগতি সব ।
যদি তাঁতাদেব এ ভুল দেখাবে,
উত্তেজিত করি' দিতাম জাগায়,
তাঁহোলে কি আজো ভাবত-সম্মান,
উঠিত না জাগি হয়ে এক প্রাণ,
তুলিতে স্বদেশে বিজয়-রব ?
ধিক্ আমাদেব জড়তা জীবনে,
এখনো বিবত কর্ত্তব্যসাধনে !
এই ভারতেব আগানারীকূলে,

জয়া আমাদেব, গিয়ে সব ভুলে,
পাশ্চাত্য সভাতা নকলে বত !
এবে আমাদেব হ'য়েছে কেবল,
পাশ্চাত্য যা কিছু পাণেব সম্বল,
পাশ্চাত্য বিলাস-ভুগণে যজ্ঞিত
হয়ে মানি মনে কতই গপ্তিত,
দেখি না দেশেব জুগতি কত ।
সুশিক্ষিত হ'তে পাশ্চাত্য বিদ্যায়,
সংপিয়াছি মোরা প্রাণ মন কায়,
দেশী নীতি নীতি সুশিক্ষা আচাব,
পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভেবেছি অসাব—
অসাব বুকেছি দেশী যা আছে ।
জৌপদী, জানকী, আত্রেয়ী, সুমিত্রা,
কুন্তী, চিন্তা, আব সাবিত্রী পবিত্রা,
এই সব যত প্রাচীন মহিলা
গুণ-গনিমায় শীর্ষস্থানে ছিলা,
অসভা ইঁহারা মোদের কাছে ।
বেদ, সাংখ্য, আদি যুগ দর্শন,
বেদান্ত পুৰাণ শাস্ত্র অগণন,
পাকিতে এ হেন অমূল্য রতন,
উপেক্ষিয়া মোবা সে সব এখন,
শিক্ষার ভিখারী পরেব দোরে ।
চতুঃপশ্চি বিদ্যা এ দেশে থাকিতে,

* “গাথাটা” নবনা লেখিকার লেখনী-সম্বৃত হইলেও বিশেষ আদব ও উৎসাহযোগ্য বিবেচনায়
প্রবন্ধমধ্যে গৃহীত হইল । বা, যে, মা ।



কেন বহু পর-বিজ্ঞা উপার্জিতে ?
বেণী শেখা শুধু স্বামীরে পীড়িতে,

বিলাসের দ্রব্য লুকুন কোরে ।
সে শিক্ষা তো মোরা শিখেছি এখন,
সে মহতী দীক্ষা করেছি গ্রহণ,
শিখেছি আমরা সংসার ভাঙিতে,
স্বামীরে কলহে উত্তেজনা দিতে,

এত শিখে আজি পতিত মোরা ।
এ দেশ এমনি নহে চিবদিন,
সদৃশ-বর্জিত নারীজাতি হীন ;
বীর-প্রসবিনী ভারত বণিয়া,
পূর্বকালে ছিল অধঃ হইয়া,

পুণ্যের প্রবাহে আছিল পোরা ।
হেথা জনমিলা কত বীৰাঙ্গনা,
কমলা, পদ্মিনী, ক্ষত্রিয়-ললনা,
সংযুক্তা, দেবাল, কৰ্ম্মদেবী, আর—
কত হিন্দুনারী উচ্চতার সার,

কি না করেছেন স্বদেশ তরে ?
মহা সম্মানের তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি
বীর-মাতা নাম আৰ্ঘ্যনারী ধরি,
ছিলেন আকৃতা তাঁহারা সকলে,
বলবতী হয়ে মানসিক বলে,

এ বিশ্ব জগত প্রদীপ্ত করে ।
পাঠাতেন তাঁরা সানন্দ আননে,
সম্মুখ-সমরে পতিপুত্রগণে,
রণে তাঁরা সব হলে পরাহত,
মুক্ত অসি করে বীরনারী কত,

মরিতেন রণে অরাতি নাশি ।
অন্যে হাসিমুখে ঘোর চিত্তাঙ্গণে,
অর্পিতেন তহু সতীত্বের বলে,
সেই সব কথা ভুবনে বিদিত,

ইতিহাসে আজো রয়েছে লিখিত,

তাঁহাদের যত স্মকীর্তিরশি ।

তাঁদের মনের তেজস্বিতা-বলে
প্রসাবতা তাঁরা বীরসুতদলে,
শিবাজী, প্রতাপ, রাজসিংহ আর—
কত শত বীর, বীর-কুল-সার,
অতুল বিরল ভুবনমাঝ ।

সে সব বীরের বীর-গাথা যত,
প্রতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনি হত,
আছিলেন তাঁরা বীরদম্ব ভরে,
বৈজয়ন্ত সম স্পর্শিত করে

জনমভূমিরে সাধি স্বকাজ ।
আমরা তো সেই আৰ্ঘ্যনারীজাতি,
তবে কেন নাহি মোদের সে ভাতি ?
আমরা পরের দাসত্বের তরে,
প্রসবি এ হেন সম্মাননিকরে,
দাস মাতা নামে পাইতে খ্যাতি ?

আমরাও কেন তাঁদের সমান
নারি প্রসবিত পুত্র বীরাঙ্গন,
কেন নাহি পারি ভারতের নামে,
উত্তেজিত করি জাগাতে সংগ্রামে,
করেছেন যা আৰ্ঘ্যনারীজাতি ।

এই সে ভারত আদর্শের স্থল,
এই সে উন্নত হিমাদ্রি অচল,
সেই রবি শশী তারা অগণন,
অই তো রয়েছে সে নীল গগন,

আজো সে জাহ্নবী বহিছে অই ।
পুরাকালে সব ছিল গো যেমন,
এখনো সকলি রয়েছে তেমন,
সেই আৰ্ঘ্যনারীবংশে জন্ম লয়ে,
উৎসাহবিহীন জড়পিণ্ড হয়ে,

তবে কেন মোরা পড়িয়ে রই ৭১১

এস ভাবতের যত ভগ্নীগণ !

উদ্দীপনালোকে কর জাগরণ,

পিতা, পতি, পুত্র, ভারত ভ্রাতায়,

স্বদেশহিতার্থে জাগাতে সবায়,

করি দৃঢ়পণ মিলিত হয়ে ।

তাহোলে দেশের উন্নতি হইবে,

পরহিত-আশা আবার জাগিবে ।

নবীন উত্তমে এস ভগ্নীগণ !

নীচ বাজ্তারশি করি বিসর্জন ।

দেশে শান্তি-শ্রোত ঘাইবে বয়ে । ১২

নাবীর অসাধ্য কি আছে মহীতে ?

কেন্ কাঁজ নারী না পারে সাধিতে ?

কত যে বিপুল সাম্রাজ্য স্বাধীন,

হইয়াছে চির পরের অধীন,

নীচ ভাবাপন্ন নারীর তরে ;

আবার কতই পরাধীন জাতি,

মহৎ নাবীর উৎসাহেতে মাতি,

অধীন নিগড় সবণে ছিঁড়িয়া,

হ'তেছে উন্নত গৌরবে মাতিয়া,

আপনার দেশ স্বাধীন করে । ১৩

প্রাচীন নাবীর মহত্বের তবে,

ছিল আর্গাগণ ধবা ধস্ত করে,

আধুনিক সভ্য উন্নত জাপান,

নাবী-উদ্দীপনে এত বলীয়ান্,

বলেন এ কথা পণ্ডিত যত ।

জাগ ভারতের যত ভগ্নীগণ !

কেন থাকি আর ঘুমে অচেতন,

অলসতা-পূর্ণ জড় প্রাণ ল'য়ে,

জগতে সবার ঝগনীয় হ'য়ে,

কেন পড়ে থাকি সহিয়া এত ৭১৪

শ্রীমতী সুনীলা সন্দরী মিত্র ।

২৪ নং শোভাবাজার রাজবাটি,

কলিকাতা ।

স্ত্রীলোকের সখের নাম ।

১। ইংলণ্ডের ২য় জেমসের পত্নী
মডিলা মেরীর নাম অশ্রুধারী (Queen
of Tears.)

২। কবি লংফেলো দয়াময়ী ফ্লোরেন্স
নাইটস্বেলের নাম দিয়াছেন সেন্ট
ফাইলোমিনা ।

৩। বিখ্যাত গায়িকা জেনী লিগ্ণের
নাম (Swedish Nightingale) সুইড
বুলবুল ।

৪। ইংলণ্ডের ১ম জেমসের কন্যা

বোহিমিয়ার রাণী এলিজাবেথের নাম
(Queen of Hearts) হৃদয়ের রাণী ।

৫। কেণ্টের আরল এডমণ্ডের সন্দরী
কন্যা জোহানার নাম (Fair Maid of
Kent) কেণ্টের সন্দরী কুমারী ।

৬। সোড়শ শতাব্দীর এক দৈবজ্ঞ
নারী এলিজাবেথ বার্টন "Holy Maid
of Kent" কেণ্টের পবিত্র কুমারী নাম
পাইয়াছেন ।

৭। ফরাসী কবি গুলেবের নাম

“The Beautiful Rope-maker” স্কন্দ্র নিম্মাত্রী ।

৮। নম্মাণ্ডীৰ ডিউক ১ম রিচার্ডের কন্যা এমার নাম “The Gem of Normandy” নম্মাণ্ডীর রত্ন ।

৯। ডিউক অব মাবলবরোর কন্যা আনের নাম “The Little Whig” ছোট ছইগ ।

১০। ইংলণ্ডের ১ম হেনরী কন্যা মেটল্ডার নাম “Lady of England” “ইংলণ্ডের গেমডি” এই নাম উইক্কেষ্টারের রাজসভা প্রদান করেন ।

১১। দেম্মার্কবাজ এর ওয়ালডিয়ারের কন্যা মার্গারেটের সামরিক প্রকৃতির জন্য তাঁহার নাম “Semiramis of the North” উত্তরাঞ্চলের বীরঙ্গনা সেমিরামিস্ ।

১২। ইংলণ্ডের ৪র্থ জর্জের সময়

মেণী ডাবি রবিন্সন সৌন্দর্য, রসিকতা ও কাব্যের খ্যাতিব জন্য “The English Sapho” ইংলণ্ডীয় সাক্ষী নাম পাইরাছেন ।

১৩। ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের অগষ্টিনা জারাগোজা কবায়ীদের বিকল্পে জারাগোজা নগর ধ্বংস করিয়া “Maid of Saragossa” জারাগোসার বীরঙ্গনা উপাধি পাইরাছেন ।

১৪। ইংলণ্ডের মেরী নাম “Bloody Mary” রক্ত-পিপাত্ত মেণী ।

১৫। রাণী এলিজাবেথ অবিবাহিতা থাকতে তাহার নাম “Virgin Queen.” কুমারী রাণী ।

১৬। ফরাসী বীরঙ্গনা জোয়ান অব্ আর্কের নাম “Maid of Orleans” অগ্নিস্নেহ বীরঙ্গনা । ইনি ইংরাজ বিকল্পে কবায়ী জর স্থাপন করেন ।

সম্রাট অরিলিয়স আণ্টোনিউসের উপদেশ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

১। তুমি যদি আপনাব কর্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাক, তাহাইলে তুমি ঠাণ্ডায় আছ কি গরমে আছ, লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে কি নিন্দা করিতেছে—এ প্রভেদ তোমার গ্রাহ্য হইবে না ।

২। অত্যাচারকারীর প্রতিশোধ লইবার উৎকৃষ্ট উপায় এই যে, তাহার মত অত্যাচারী হইও না ।

৩। যখন একটি সামাজিক কার্যে যাও, তখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সেই একটি বিষয়ে সুখ অনুভব কর এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক ।

৪। যদি কোনও কার্য সম্পাদন তোমার পক্ষে কঠিন বলিয়া বোধ হয়, ইহা মানবের পক্ষে অসাধ্য মনে করিও না এবং ইহা তোমাদ্বারা সম্পাদিত হইবে না, এমনও মনে করিও না ।

৫। আমি যাহা ভাবিতেছি, এবং করিতেছি তাহা ঠিক নহে, কেহ যদি ইহা আমাব জদ্যত কবিতা দিতে পাবেন, আমি আনন্দপূর্ব্বক আমাব কাব্যপ্রণালী বদলাইব।

৬। শব্দী বতক্ষণ ক্লান্ত হইতেছে না, ততক্ষণ জীবনের কোন কার্যে নিকন্তম হওয়া আমাব পক্ষে লজ্জাকর।

৭। তুমি আপনাকে সবল, সাধু, পবিত্র, গভীর, আড়ম্বর-বিবর্জিত, জ্ঞান-নিষ্ঠ, দৈর্ঘ্য-উপাসক, দয়ালু, মেহশীল এবং সকল সাধু কার্যে উদ্যমশীল রাখ। দৈর্ঘ্যকে ভক্তি কর এবং মানবের হিতসাধন কর। জীবন স্বল্পকালদ্রাবী। এই মর্ত্য জীবনের একমাত্র সার্থকতা দৈর্ঘ্যের প্রতি ভক্তি এবং মানবদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার। এণ্টোনাইনসের শিষ্যোচিত সকল কার্য কর। স্মরণ কর, যুক্তিসঙ্গত সকল কার্যে তিনি কেমন নিষ্ঠাবান, সর্ববিষয়ে তিনি কেমন প্রাণান্তচিত্ত। তাহার দৈর্ঘ্যভক্তি, মুখমণ্ডলের শাস্ত্রভাব, তাহার প্রকৃতির মধুরতা, বৃথা যশোলিপ্সাব প্রতি অবজ্ঞা স্মরণ কর। স্মরণ কর লোকদিগের অজ্ঞায় নিন্দার পরিবর্তে প্রতিনিন্দা না করিয়া তিনি কেমন গ্লানি সহ্য করিয়াছেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া কোনও কাজ করেন নাই; তিনি পরনিন্দায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি লোকের ব্যবহার ও কার্য সকল কেমন ঠিক ঠিক বিচার করিতেন; তিনি অপব লোককে ভৎসনা করিতেন না অথচ ভীক, সন্দ্বিধ-

চিত্ত এবং পণ্ডিতাভিমাত্রী ছিলেন না, তিনি কেমন অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন, এবং পরিশ্রমী ও দৈর্ঘ্যশালী ছিলেন; তাহার বজ্জতা কেমন দৃঢ় এবং সমভাবাপন্ন ছিল; যাহাবা তাহার মতের প্রতিবাদ কবিত, তাহাদিগকে স্বাধীনরূপে মৃত প্রকাশ করিতে দিতেন। যখন কোনও ব্যক্তি উৎকৃষ্টতর কোন মত দেখাইয়া দিত, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি কুসংস্কারাবিষ্ট না হইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তুমি এই সকল গুণের অনুসরণ কর, তাহা হইলে চরম কালে তাঁহার বিবেক যেমন নিশ্চল ছিল, তোমাবও সেইরূপ থাকিবে।

৮। যিনি বর্তমান বিষয় সকল ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি সকলই দেখিয়াছেন—অনাদিকাল হইতে যাহা ঘটয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পূর্বে যাহা ঘটিবে, সে সকলই দেখিয়াছেন, কারণ সকল কার্যই একসূত্রে বদ্ধ ও এক আকারের বিকাশ মাত্র।

৯। তোমাব ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই তোমার উপযোগী কবিতা লও এবং বে সকল লোকের মতো তোমার ভাগ্য নিদ্রিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাস।

১০। তুমি যদি আপনাকে আনন্দে রাখিতে চাও, তাহা হইলে যাহাদিগের সহিত বাস কর, তাহাদিগের সদৃশ্য সকল আলোচনা কর।

১১। কেহ যদি বলপূর্ব্বক তোমার পথে বাধা দেয়, সন্তুষ্ট এবং শাস্তিচিত্ত হও

এবং সেই বাধাকে অন্য গুণ উপার্জনের উপায় করিয়া লও।

১২। যিনি খ্যাতি ভালবাসেন, তিনি অন্যের কার্যকারিতাকে আপনার মঙ্গলার্থ মনে করিয়া থাকেন এবং যিনি স্নেহ ভাল বাসেন, তিনি আপনার ইচ্ছা-চরিতার্থতা চাহেন; কিন্তু যাহার জ্ঞান আছে, তিনি আপনার কার্যকে আপনার মঙ্গলের কারণ মনে করেন।

১৩। কোনও বিষয়ে কোনও মন্তব্য পোষণ না করা আমাদের সাধ্যাত্ত এবং

আমাদের আত্মাকে বিচলিত হইতে না দেওয়াও আমাদের সাধ্যাত্ত; কারণ কোন বাহ্য বস্তুর এমন স্বাভাবিক শক্তি নাই, যাহা আমাদের একটি মত গঠন করিয়া দেয়।

১৪। তুমি যদি আপনার স্বভাবের সুগতির পথে চল, কোনও মানুষ তাহাতে তোমার বাধা দিতে পারে না। বিশ্ব-প্রকৃতির গতির বিরুদ্ধে কোনও ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

গৃহকর্ম।

১। নানখাদারী।

তিন ভাগ ময়দা ও এক ভাগ সূজী ঘি দ্বারা বেশ করিয়া ময়দান দিয়া ঘন ক্ষীর দিয়া মাখিতে হইবে। ক্ষীর অল্প দিতে হইবে। ডলিতে ডলিতে বেশ ময়দা মাখার মত হইবে, পরে অনেকগুলি দলিয়া চাকী বেলনাতে পুরু করিয়া বেলিয়া বর্ফির আকারে কাটিতে হইবে, পরে ডুবা ঘিয়ে বেশ বাদামী ধবণে ভাজিয়া নামাইয়া অমনি পেতা বাদাম ছুলিয়া তাহার মধ্যে বিধাইয়া রাখিতে হইবে। ভাজিবার সময় খুব সাবধানে ভাজিতে হয়, সূজী খুব কম দিতে হয়, নচেৎ ভাজিয়া যায়।

২। কড়াইসুঁটার কচুরী।

কড়াইসুঁটার খোসা ছাড়াইয়া ধনে,

জিরে, লুণ ও একটু জল দিয়া থকথকে করিয়া শুকাইয়া নামাইতে হইবে। পরে ময়দা ঘি ময়দান দিয়া বেশ করিয়া মাখিতে হইবে। পরে ছোট ছোট টাকার মত করিয়া তাহা বেলিতে হইবে। পরে একখানা লুচীর উপর ঐ তরকারী রাখিয়া উহার উপর আবার আর একখানা রাখিয়া চারিদিক বন্ধ করিয়া আন্তে আন্তে বেলিয়া (তরকারী যেন বাহির হইয়া না পড়ে) ডুবা ঘিয়ে ভাজিয়া গরম গরম থাইতে বেশ ভাল লাগে।

৩। পাটিমাপ্টা।

আতপ চালের গুঁড়া আন্দাজ মত গুড় দিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া জল কিছা ছধ দিয়া গুলিতে হয়। চিনি দিয়াও হয়। একটা কড়া উনানে চড়াইতে

হইবে, পরে একটু পরিষ্কার ঝাকড়ায় একটু বি মাখিয়া কড়াটা পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে একটা হাতাতে করিয়া খানিকটা গোলা লইয়া তাহাতে ছড়াইয়া দুইটা ঝাকড়া লইয়া কড়াইয়ের দুই কান ধরিয়া কড়াময় ছড়াইয়া দিতে হইবে। তাহার আগের দিন নারিকেল কুরিয়া গুড় দিয়া আঙনে চড়াইয়া জাল দিয়া রাখিতে হয়, তাহাই সেই ছড়ানো পদার্থের উপর বসাইয়া আস্তে আস্তে একটা কিছুক দিয়া জড়াইয়া দিয়া বেশ পানের আকার করিয়া গড়িতে হয়। লবঙ্গ দিয়া বিধাইয়াও বানান যায়।

গোলায় মধ্যে এলাচীর গুঁড়া দিলে বেশ সুগন্ধ হয়।

৪। ময়দার মালপোয়া।

সুবিধামত ময়দা লইয়া দুধ ও জল ও চিনি দিয়া গুলিতে হইবে। খুব ঘন কিনা খুব পাতলা যেন না হয়। পরে কড়াতে বি দিয়া ঘির গাঁজা মরিচে ছোট হাতা ধারা তাহাতে ছোট ছোট লুচীর আকারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ঐ গোমাই একটু চাকিয়া দেখিতে হয়—মিষ্টি হইয়াছে কি না। পরে তাহা একটু বাদামী ধরণের হইলে নামাইতে হয়। সুগন্ধি ইচ্ছামত দিতে হয়।

সু, বা, সেন।

নবীন ভারতী।

মানুষের দৃষ্টি যত উপরে থাকে, তত নীচু; যত নীচে নামে, ততই উঁচু হয়। ফলবান্ একটা গাছে, ফলের প্রতি লোকের চোক পড়ে এবং সে সেই ফলের আশ্বাদগ্রহণে ও তাহার রূপগুণবর্ণনে ব্যগ্র হয়। আগনার গাছও ফল না ধরিলে কিছুই নয় এবং ফল হইলে তাহাই গাছের সার বস্তু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে যেমন পাতা ও ফুল, সেইরূপ ফলটাও গাছের একটা প্রত্যঙ্গ মাত্র। ইহা থাকিলে বা গেলে আদত গাছের কোনও লাভানন্ত নাই। ফল হইতে রূপদেশ গাছের পক্ষে প্রয়োজন, কেননা তন্নিমিত্ত গাছের সুখ

হয় না। আবার স্কন্দ অপেক্ষা মূলদেশ বৃক্ষজীবনের পক্ষে অত্যাৱশ্যক, কেননা ইহা ভিন্ন গাছ বাচে না। গাছের মূল প্রায় অদৃশ্য, তাহা শিকড় আকারে ভূমি-নিম্নে থাকে। লোকে তাহার প্রতি দৃষ্টি করে না এবং তাহাব মৌন্দর্য্য মাপুর্ন্যও নাই। কিন্তু এই মূল স্তূপ থাকিলে বৃক্ষ-দেহ স্তূপ থাকে, ইহা রম্য বা ভিন্ন হইলে সমুদায় বৃক্ষশরীর রূপ হইয়া থাকিত না। মূলই সাব, মূল রক্ষা করিলে সর্বদা রক্ষা হয় এবং পত্র পুষ্প যথা-কালে আবশ্যিকাবী কার্য—পাণনা আদিত সম্পন্ন হয়।

মানুষ বাহ্যক্ষেত্রে যেমন, ধর্ম্মক্ষেত্রেও

সেইরূপ স্থলদর্শী। ফলের প্রতি আগে দৃষ্টি যায়, মূলে দৃষ্টি নাই। ধর্মের ফল উপরে উপরে অগণ্য—যাগযজ্ঞ, ক্রিয়া-কলাপ, দানধান, বিবিধ সংকীর্তি ও ধর্মধ্বজা। অপরের ধর্ম বিচার করিতে মানুষ এই সকল গণনা করে, আবার নিজের ধর্মসাধনেও ফলাকাঙ্ক্ষা। “আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।” ভগবানের নিকট ঐহিক সুখ-সৌভাগ্যের প্রার্থনা; না হয়, দেব-লোকে ইন্দ্র, স্বর্গভোগ, চিরজীবন ও স্থির যৌবনের প্রার্থনা! প্রকৃত ধর্মার্থীরা “ইহা-মুত্র ফল” ইহলোক বা পরলোকের সুখ-বাসনা ধর্মের কণ্টক বলিয়া পরিত্যাগ করেন। ধর্মজীবনের সর্বপ্রকার বাহ-ক্রিয়া ও লক্ষণ যত সুন্দর ও লোকহিতকর হউক, সে সকলকেও তাঁহারা অবাস্তব ও মূল্যহীন বলিয়া গণনা করেন। অনেক লোক বাহ্য লক্ষণ ও ক্রিয়াকে প্রকৃত ধর্ম বলিয়া তাহারই প্রভাবে ধার্মিক সাজে সজ্জিত হন এবং জগতের লোকের নিকট ধার্মিকের প্রশংসা-লাভের জ্ঞান লাগিয়ায় হন। ইহা তত কঠিনও নহে। কিন্তু স্থলদর্শী বিবেকীদিগের দৃষ্টি ফলে নয়—মূলে। ধর্মের মূল বিশ্বাস, ভক্তি, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। তাঁহারা যদি দেখেন, তাঁহাদের জীবন-বৃক্ষের মূলে এই সকল ঠিক আছে, ফল হউক না হউক, তাহাতে তাঁহাদের আসে যায় না।

মানুষের দৃষ্টির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা প্রশংসা নিম্নার ধার ধারেন না, কার্যের ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত। বহির্দৃষ্টিকে সংযত করিয়া তাঁহারা অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং অন্তরতর অন্তরতম দেবতার স্থির দৃষ্টি অমূল্য করেন। বৃক্ষের অবলম্বন শিকড় সকল যেমন মাটির নীচে, সকল কার্যের মূল শক্তি ও প্রবৃত্তি সেইরূপ এই অদৃশ্য অন্তর রাজ্যে। তাঁহারা আত্মাকে জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল করেন, হৃদয়কে নির্মল রাখিবার জ্ঞান যত্ন করেন এবং ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে ঈশ্বরের অমূল্যত করেন। নিম্নস্তর এই মূলের প্রতি যতই মানুষের দৃষ্টি যায়, ততই গভীর হইতে গভীরতর রূপে আত্মানুসন্ধান হয় এবং মানুষ আপনার প্রকৃতিতে “সত্যং শিবং সুন্দরং” ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তাহাকে সত্যময় শিবময় ও পূণ্যময় করিতে যত্নশীল হয়। এইরূপ লোক নিজে অমানী হইয়া অন্যের মান বর্ধন করে এবং আপনার জীবন দ্বারা সর্বমূল্যধার ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ধন ও কৃতার্থ হয়। ইহাদের জীবন-বৃক্ষের স্বক চরিত্র ও সুগঠিত। ইহারা কার্য অপেক্ষা চরিত্র এবং চরিত্র অপেক্ষা ঈশ্বর-যোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন, সুতরাং ইহাদের দৃষ্টি ক্রমে নিম্নে অবতরণ করিয়া আত্মস্থ ও শান্ত হয়।

নূতন সংবাদ ।

১। রুসীয়দিগের যে সকল জাহাজ ডুবিয়াছিল, একে একে তাহাদের উদ্ধার করিয়া জাপানীরা আপনাদের নৌবল বৃদ্ধি করিতেছে ।

২। অনেক রুস সম্রাট লোক একত্র হইয়া মস্কো নগরে এক কংগ্রেস স্থাপন করিয়াছেন, রাজ্যের আমূল সংস্কারসাধন তাহাদের উদ্দেশ্য ।

৩। নিউ ইয়র্কের ভাসার কলেজ বি এ শ্রেণীতে ২০০ বালিকা। এখানে একটা আশ্চর্য্য প্রথা—বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক উৎসব-দিনে সকলের একত্র ভোজ হয় এবং তখন রেজিষ্টারী ডাকা হয়। যাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে “দোষী” এবং যাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ হয় নাই, তাহাদিগকে “নির্দোষী” বলিয়া উত্তর দিতে হয় ।

৪। সম্প্রতি কলিকাতার “বঙ্গসমাজ-সংস্কার সভা” নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন তাহার সভাপতি ।

৫। যুবরাজ দিল্লী দর্শন করিবেন, তদুপলক্ষে ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮টা পুষ্করিণী ও ৩২৫টা কূপ খনন করা হইতেছে ।

৬। যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ থয়েরপুরের রাজা ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত ছিলেন, হুর্ভাগ্যক্রমে তথায় রাজপদার্পণ হইবে না ।

৭। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পূর্ণিয়ার উকীল বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর জেলা বোর্ড হইতে সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন ।

৮। মিলিনাল নামক এক সাহেব অয়ল্ডেণ্ড স্বর্ণখনি আবিষ্কার করিয়াছেন ।

৯। শ্রামজী কৃষ্ণবর্মা ভারতীয় ছাত্র-দিগেব জন্য লণ্ডনে এক আশ্রম তৈয়ার করিয়াছেন, গত ১লা জুলাই হাল্দিমান সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।

১০। ভারত-হিতৈষিনী কুমারী ম্যানিঙের পীড়ার সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। জগদীশ্বর তাঁহাকে নিরাময় করুন ।

১১। ভারত গবর্ণমেন্ট অখারোহিনী ধাত্রীব ব্যবস্থা করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর মহিলারা ৩ বৎসর হাঁসপাতালে শিক্ষা পাইয়া এই কার্যে নিযুক্ত হইবেন। অশ্বের জন্ত প্রত্যেকে মাসিক ৩০ টাকা পাইবেন এবং বিনা ভাড়ায় যথায় প্রয়োজন, বাইতে পারিবেন ।

১২। অষ্ট্রিয়ার হারটন টিউরন নামক এক ব্যক্তি নিজকণ্ঠে নিজের অন্ত্যেষ্টিসঙ্গীত গাইয়াছেন। ফনোগ্রাফে তাহার গান বাঁধিয়া রাখিয়া যান, তাহার নিদেশমতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে তাহা গীত হয় ।

১৩। যুবরাজপত্নী বোম্বাই পদার্পণ করিলে কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে,

তজ্জন্য বোম্বাইয়ের হিন্দু ও পারসী রমণীরা এক কমিটী গঠন করিয়াছেন।

১৪। গুজরাটে ভয়ানক ঝড় ও বতায় ১০ হাজার লোক গৃহশূন্য, কতকগুলি গতাস্থ হইয়াছে।

১৫। মাদ্রাজে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত।

১৬। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্ত ৮৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেন্ট ৫০ হাজার টাকা দিবে। পাট রপ্তানীর নাস্থলে ৫০ লক্ষ, ইনকম ট্যাক্সে ২ লক্ষ, গৃহস্বামীদের উপর গৃহট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ২৯ লক্ষ, রেলওয়ে যাত্রীদের হইতে ২৯ লক্ষ, তড়িৎ কড়ী কাঠ, জালানী কাঠ প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসাইয়া বাকী টাকার উপায় হইবে।

১৭। বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ-সভা উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের প্রত্যেক বিশিষ্ট স্থানে হইতেছে এবং বঙ্গদেশের সর্বস্থান হইতে প্রতিনিধি কলিকাতা টাউন হল সভায় প্রেরিত হইতেছে।

১৮। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ শাখা রেলওয়ে খুলিবার কথা।

১৯। লর্ড কর্জন আমায় পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর-কৃপায় আরোপ্য লাভ করিয়াছেন।

২০। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিফণ্ডে ডাক্তার আর এল দত্ত হাজার টাকা দিয়াছেন। আরও অনেকে টাকা দিতেছেন। ছোট লাট স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রভাতী উপন্যাস, শ্রীমতী অম্বজা-সুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত, মূল্য ১৮/০ আনা। লেখিকা পুস্তকখানিতে কল্পনার বৈচিত্র্য, ভাষার লালিত্য এবং চরিত্র-চিত্রাঙ্কনের দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডের স্থায় গল্প রচনাতেও তিনি প্রশংসার্হ।

২। বৌদ্ধ পত্রিকা—চট্টগ্রামের কয়েকটি বাঙ্গালী বৌদ্ধ মাতৃভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উন্নতিকল্পে এই পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক। কয়েকটি বুদ্ধ ভিক্ষুর ধর্মোৎসাহের বিবরণ পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৩। কপালিনী—শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রণীত। বামাবোধিনীর সুবিজ্ঞ প্রাচীন লেখক স্বর্গীয় কালীময় ঘটক যে “ছিন্নমস্তা” উপন্যাস লেখেন, তাহাই তাঁহার পুত্র কর্তৃক নাট্যকাারে গ্রথিত। পুস্তক পাঠে আমবা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার লেখা যেক্রপ প্রাঞ্জল এবং কবিত্ব ও রসিকতাপূর্ণ, তেমনি স্মৃতিতির পরিপোষক। পতিভক্তি ও পত্ন্যমুরাগের সুন্দর দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা পাঠিকাগণ আমোদের সহিত সঙ্গপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

বামারচনা ।

জোছনাবতী ।

জোছনা আমার !

স্বৰগ সুষমাখা পারিজাত ফুল,
স্নেহের প্রতিমাখানি আশার মুকুল ।

উষার অরুণ প্রায়,

তোরি মুখ শোভা পায়,

সরযুর কোলে ঘেন কমলের ফুল,

শারদ শশাঙ্ক মরি ! ও মুখের তুল ।

কি বলিব তোর কথা জোছনা আমার !

ভুলে যাই সব হেরি মুখানি তোমার !

অধ-ভাঙ্গা কথা বলি,

স্বকোমল হাত তুলি,

ডাক যবে “আয় চাঁদ কপালে আমার”

কত স্নধা ঝরে বালা ! ও মুখে তোমার !

আকাশের নীল কোলে রোহিণী যেমন

আপন দোন্দণ্য-স্নধা করে বরিষণ,

অথবা কাননকোলে

নব পারিজাত ফুলে

অথবা নীরদকোলে দামিনী যেমন,

মাতার হৃদয়ে বালা হাসিছ তেমন ।

আমি কি বলিব তোরে ফুল ফুগহার,

বিনিময় কিসে হবে হাসির তোমার ?

গালে মুখে ভরা হাসি,

আমি বড় ভালবাসি,

আমি বড় ভালবাসি জোছনা আমার ।

বিভল পরাণে তাই,

তোরি মুখে চেয়ে রই

চেয়ে দেখি হাসিমাখা কুসুম বাহার ।

নন্দনের পারিজাত জোছনা আমার ।

তোমার জ্যেষ্ঠাইমা

শ্রীমতী প্রভামুখী দেবী, তেওণা ।

খুকু ।

আয় খুকি, সোণামুখী

স্নেহের কোলে,

ছিলি তুই বেলী যুঁই

ফুটিয়া ডালে ।

গাণা তোর স্নখে ভোর

ছিলরে অলি,

কেন আজ ধরা মাঝ

কুসুমকলি !

আদরের সোহাগের

সোণার লতা,

চিত্র স্নখে মার বৃকে

থাকরে গাঁথা ।

অপ্তেব উপকারে—

ঢালিও শাণ,

বিশ্বধাম গাক্ তব

করণা গান ।

তোমার খুঁড়িমা শ্রীমতী স্নকচিবালা সেন ।

হুংখিনীর অশ্রু ।

কোথা যাও, ফিরে চাও, বাবাগো আমার !
কারে দিয়ে যাও তব সংসারের ভার ?

ছেড়ে সব সাধ, আশা,

ভুলে স্নেহ-ভালবাসা

নিঠুর হইলে আজ কেন এত হয় !

সন্ন্যাসীর বেশে পিতা যাইছ কোথায় ?

তুচ্ছ করি রাজ্যপাট,

ফেলিয়া হাকিমি ঠাট

ভূষিত করিলে অঙ্গ গঙ্গা মৃত্তিকায় ;

হরি-রাম নাম হ'ল ভূষণ তাহায় ।

তোমার এ সাজ দেখে বুক ফেটে যায় ।

অকালে বৈরাগি-বেশে কোথা যাও হয় !

বৃদ্ধা মাতা আছে ঘরে,

বলগো কেমন ক'রে

কার মুখ চাহি রবে জননী তোমার ?

তোমা বিনা 'মা' বলিতে নাহি যে গো তাঁর ।

বাবা ! বাবা ! কোথা যাও ?

ফিরে এস, মাথা খাও !

বিধবা হুংখিনী আমি তনয়া তোমার,

কারে দিয়ে যাও বাবা ! হুংখিনীর ভার ?

এত যে গো স্নেহ ক'রে

পালন করিলে মোরে,

বহিতে কি এ অনন্ত যাতনার ভার ?

সহিতে এ আলা বাবা ! পারিনে যে আর !

ধার্মিক ও সত্যপ্রিয়,

দাতা, ধীর, জিতেন্দ্রিয়,

এ ধরার যত গুণ ছিল তা তোমায় ;

তোমা লাগি আজি সবে করে হয় !

হায় !

সংসার শ্মশান আর—

সবি মোর একাকার,

সব দিছি বিসর্জন অলস্ত চিতায় ।

তবু দেহে আছে প্রাণ কি কঠিন হয় !

কোথা পিতা—কোথা পতি ?

এ কি সংসারের গতি ?

ভিখারিণী আজ আমি দাঁড়োব কোথায় ?

কে ডাকিবে আর মোরে স্নেহমমতায় ?

নিঠুর আবাড় মাস !

কি করিলি সর্বনাশ !

ভাসাইলি একেবারে একটি সংসার ;

হুংখিনীর ভাঙা হৃদি ভাঙ্গিলি আবার ।

বাবা গো ! সকল ফেলে,

যাইছ স্বরণে চ'লে

রত্ন-সিংহাসন তব রয়েছে তথায় ।

জগদীশ কোলে তুলে লবেন তোমায় ।

এ হুংখিনী কোথা যাবে

কোথা গিয়ে শান্তি পাবে,

কোথা আর আছে তার জুড়বার ঠাই ?

বাবা বিনা আমার যে আর কেহ নাই ।

অভাগিনী চারুশীলা ।

কলিকাতা—২৭এ আবাড় ।

কে তুমি ?

কে তুমি খেতবসনা, করুণা-রূপিনী ?
 প্রতিভাছটায় মগ্ন এ ভূবনখানি ।
 তব ও মধুর রশ্মি অন্তরাল হ'তে
 আলোকিত করে বঙ্গ প্রতি হৃদিপথে ।
 পিকবধু পায় লাজ শুনি তব গীতি,
 তারে তারে বাঁধা তান উথলয়ে প্রীতি ।
 কেহ বলে বীণাপাণি কমল-আসনা,
 কবিতার সরোবরে আছগো মগনা ।
 তরঙ্গে তরঙ্গে নিত্য উঠিছে উচ্ছ্বাস,
 ভাসিছে কুসুমগুচ্ছ শোভার বিকাশ ।
 “কনক” “কুমুদাঞ্জলি” “সুপ্রিয়প্রসঙ্গ”
 তরুণ অরুণ রেখা ফুটাইল বঙ্গ ।
 অভিমুখ্য গাথা গাহি শোকতীর্থজলে,
 আপনি পবিত্র হয়ে জগতে ভাসালে ।
 কবিকুলে জন্ম তব, মাধুবী কাননে
 ফুটেছিল এক দিন বিচিত্র কল্পনে
 “বীর-ব্রজাঙ্গনা মেঘনাদ তিলোত্তমা ।”
 অমিত্র অক্ষরে রস-ধারা অমুগমা ।
 সে অমৃত তরুতলে তোমার নিবাস,
 লহরে লহরে সুধা হইছে প্রকাশ ।

কিস্ত হায়! এত শোভা কক্ষ মেঘে ঢাকা,
 অমানিশি আবরিছে জ্যোৎস্নাময়ী রাকা ।
 হিমালয় বন্ধ ভেদি বহে মন্দাকিনী
 নাশিয়া কলুষ রাশি পাথালে ধরণী ।
 তব অন্তঃশীলা নীরে সিক্ত কাব্যমালা,
 স্নেহানুসাগরে থেলা বিধু ছায়া আলা ।
 শিখাতে প্রেমের গীতি ও হৃদয় কুঞ্জে,
 অবিরাম ও বাঁশরী বিবাদিয়া গুঞ্জে ।
 দূর শত দূর হতে বীণাধ্বনি পাই,
 নয়নে মিটেনা আশা, শ্রবণ জুড়াই ।
 নির্জনে কল্পনাপটে ও মুরতি আঁকি,
 দিয়াছি গো রান্ধা জবা অর্ঘ্যসম রাখি ।
 ফুটে না গোলাপ বেলা মল্লিকা মালতী,
 ছুটে না সুরভি বায় উথলিয়া প্রীতি ।
 প্রবাসের দূর প্রান্তে বন পথ মাঝে
 প্রকৃতি আপনি ফুটে বনচারিসাজে ।
 রক্তিম বরণ রূপে কানন-রঞ্জন,
 নগ্ন শোভা, দীন কান্তি, সঙ্কুচিত মন ।
 লবে কি ও কম করে তুলিয়া যতনে
 এনেছি বহিয়া সখি! তোমার কারণে ।
 শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী ।

মনের ব্যথা ।

এসেছি ঋগুরালয়ে
 পুণ্য পুত দেব-গেহ,
 ঋগুর শাশুড়ী আর
 দেবর নন্দ-স্নেহ

সকলই এখানেতে
 রহিয়াছে বিজ্ঞান,
 সকলেই সমভাবে
 করে মোরে স্নেহদান ।

ভগিনীর সম স্নেহ
করে সদা দিদি* মোরে,
সকলে আমারে হেথা
বৈধেছে স্নেহের ডোরে ।
কিস্ত হায় ! তথাপিও
প্রাণ সদা কঁাদে কেন ?
মরমে অলিছে সদা
ধু ধু ধু আশ্রয় যেন ।
ছোট ছোট ভাই বোন
কচি কুসুমের মত,
মনে পড়ে সেই মুখ
বসে বসে ভাবি কত ।
তাহাদের কথা শুনি
এখনো বাজিছে কানে,

* বড় যা ।

সে মধুর হাসধ্বনি
সদা মুখরিত প্রাণে ।
সে দিন হ'য়েছে ছোট
সোণার ভাইটি মম,
আদর করিয়া তারে
ডাকি আমি “অনুপম ।”
সে-এখন হাসে খেলে
হাত পা নাড়িয়ে কত,
নার পত্রে এ সংবাদ
জানি আমি অবিরত ।
স্নেহের প্রতিমা হায় !
এ জগতে বোন ভাই,
প্রাণ সদা কঁাদে মোর
তাদেব ছাড়িয়া তাই ।
শ্রীমতী স্বকচিবালা সেন,
নোয়াখালী ।

আশীর্বাদ ।

ফুলের কলিকা সমা তুই
দিন দিন উঠিস ফুটিয়া,
স্বাস ছড়াও নিশি দিবা
বিশ্ববাসী মানবে মোহিয়া ।
পর-উপকার মহাব্রতে-
দীক্ষিতা হও মা তুমি আজ
উৎসর্গিয়া এ তুচ্ছ জীবন
সাধিবে মা জগতের কাজ ?

মাতার হৃদয়ে তুমি মাগো
শোভহ হীবক রত্নসম,
চরিত্রের উজ্জল প্রভাষ
মনপ্রাণ বিমোহিত মম ।
স্নেহের পুতুলী তুমি মোর,
নিশি দিন রাখিবে হৃদয়ে
চুমিব কোমল গণ্ডে তব—
স্নেহ-চক্ষে দেখিব চাহিয়ে ।
তোমার খুড়ী মা, নোয়াখালী ।

মূল্য-প্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞ হার সহিত নিম্নলিখিত মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

অগ্রিম ।		বিবি আমীরহেনা, ব'পু	২.
সংসাদিকা, ত্রাঙ্কিকা সমিতি, চৌববাগান	১০.	.. তাহেবণ মোচা, চন্দনটাই	২১০.
মিঃ কে, জি, গুপ্ত, বালিগঞ্জ	২৪০.	.. হামিফরেনা, শিকাবপু	—
.. কে, সি, দে, দিনাজপুর	২৪০.	✓ সবলতা দেবী, জলপাইগুড়ি	৭৫০.
শ্রীমতী বিরাজময়ী ঘোষ, আমলাপাড়া	১০.	শ্রীমতী শশিব্রতী দত্ত বায়, জীরামপুর	৫.
বাবু ইশানচন্দ্র দেব, কবুপু	২৪০.	.. বিবাজময়ী ঘোষ, আমলাপাড়া	৩৫০.
শ্রীমতী বিপ্লবী সেন গুপ্ত, মঙ্গুচৌলা	২১০.	.. জামাহুন্দরী দেবী, কপুন্দিয়া নগর	৫০.
.. জামাহুন্দরী দেবী, কপুন্দিয়া নগর	২০.	.. হরিমোহিনী দেবী, মহিষদল	২৪০.
.. হরিমোহিনী দেবী, মহিষদল	১৫০.	.. সুলোচনা দেবী, বগুড়া	২৪০.
মিন নগেন্দ্রালা বসু, নীলভূম	২৪০.	.. নিস্তারিণী দাসী, জামচক	২.
মিঃ বি-এল গুপ্ত, সাবকুলার বোড	২৫.	.. বেবা বাও, বদে	২.
বাবু হুবেলমাথ বিদ্যান, মাগুরা	১০.	.. হেমললিতা সেন, কাজলাবর	১৫০.
.. স'সাবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সিমলা	২৫০.	.. কামিনী রায়, লাকড়াউন বোড	২.
.. অন্নদাপ্রসাদ সেন, ব'পু	২১০.	.. বামদেবী ঘোষ, বাবুটিয়া	২১০.
.. উপেন্দ্রনাথ মাইতি, বালিযাশকবপু	২৪০.	বাবু কিশোরীমোহন বায়, কাকিনা	—
.. শিবদাস মজুমদার, লোলা	১০.	.. বাকনাবাথ মুখোপাধ্যায়, শশোয়	২.
.. অশ্বিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নবাবগঞ্জ	২১০.	.. কবানী পসন্ন মিত্র, তপসি কলিয়াদি	২.
.. কিশোরীলাল সেন, হুধারাম	২৪০.	.. বৈদ্যনাথ মাজাল, বগুড়া	৩.
.. পিতৃভূষণ বায়, কটনহাট	২১০.	.. মলিনোহন সেন, বহুবমপুর	২১০.
.. ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিদাবাদ	—	.. উৎসাহানন্দ বসু, জয়ব'পু	৩.
বড়ু হুবেলেন	১০.	.. হরেন্দ্রনাথ মিত্র, চৈতলা	২৮
সবলতা দেবী, জলপাইগুড়ি	১০.	.. কালিদাস দ'ব, নাইয়ার	৩১০.
শ্রীমতী চাকমতি দেবী, গোবান্ডী	২১০.	.. উভবদাস দেবী, কিশোবগঞ্জ	৩৫০.
.. ভবতারিণী বসু, ভবানীপুর	২৪০.	.. যোগেন্দ্রনাথ দাস, দত্তবা	৫.
সাবেক ।	—	.. শিবদাস মজুমদার, গোলা	১০.
বাবু হেমমোহন রায়, ভবানীপুর	২	.. দীননাথ বসু, বেলেঘাটা	১০.
.. গোবিন্দলাল দত্ত, অকু বস্তুর লেন	১০.	.. কিশোরীলাল সেন, হুধারাম	২১০.
মহারাজা প্রমোদচন্দ্র সিং বাহাদুর, হুদদ	২.	.. বসনাথ বসু, মজুমদার	৩৫০.
মিঃ কে, জি, গুপ্ত, বালিগঞ্জ	২১০.	.. চণ্ডীপ্রসাদ দাস, কটক	৫.
.. কে, সি, দে, দিনাজপুর	১৮০.	.. নবীনচন্দ্র রায়, বেলেঘাটা	১৫০.
		শ্রীমতী কুমারস্বামী দেবী, কাজীগ্রাম	২.

পঞ্চতিত্ত বটিকা ।

(সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ ।)

ইহার ব্যবহারে প্রীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যকৃৎঘটিত জ্বর প্রভৃতি অতি দ্রুত নিবারিত হয়। ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হইলে (কুইনাইনের স্থায়) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প ব্যয়ে বাহাতে সকলেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য বতদূর সম্ভব কম করিয়াছি; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা নূন নহে।

১ কোটা—২ রকমে ৩০টা বটিকার মূল্য ১৮ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং ৮০ তিন আনা। উক্ত মাণ্ডলে এককালে ৪ কোটা পোরিত হইতে পারে। ১২ কোটার মূল্য ১০৮ দশ টাকা।

সচিত্র

কবিরাজি-শিক্ষা ।

(দশম সংস্করণ ।)

কবিরাজি-শাস্ত্র মাহুই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত-ভাষা না শিখিয়া সে সকল গ্রন্থ পড়িবার অধিকার হয় না। সেই জন্যই কবিরাজি-শাস্ত্র এতদিন সাধারণের পড়িবার উপায় ছিল না। “কবিরাজি-শিক্ষা” পুস্তকে সেই অভাব দূর হইয়াছে। ইহা আদ্যন্ত অশ্লীল বাক্যে লিখিত; সেই জন্য ইহা সকলেরই বোধগম্য হইয়াছে। বাংলা অতি সামান্য বাক্যে জানেন, তাঁহারাও নিজের নিজের এই পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন। স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ-পরীক্ষা, সমস্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা, ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত কথা এই পুস্তকে অতি বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। তাহার উপর—সমগ্র “সুশ্রুত-সংহিতা”—ইহার দ্বিতীয় ভাগ। সুতরাং এই একখানি পুস্তক পড়িলে, আর কোন পুস্তক পড়িবার সাবশ্রুত হয় না। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ। কিন্তু মূল্য ২১০ আড়াই টাকা মাত্র; ডাক-মাণ্ডলাদি ৬০ বার আনা।

গভর্নমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;

১৮১ ও ১৯ নম্বরের চিংপুর রোড, কলিকাতা ।

ঘরের খবর বাহিরে কেন ?

অন্তঃপুরে যাহাকে লোকচক্ষুর অস্ত্রাঙ্গে রাখিতে হয়, সে কবে বায়ুর ঝোঁকে আবল-তাবল বকিয়াছিল,—মাথা ঘুরিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল,—মুচ্ছুরি আবেশে হাত-পা গেলিয়াছিল—সে সব কথা যেখানে সেখানে বলিয়া লজ্জাশীলাকে আর লজ্জা দিবেন না। আমাদের “কেশরঞ্জন তৈল” এক শিশি রোগিনীকে ব্যবহার করাইবেন, তাহা হইলেই অতি সহজে—অতি আরামের সহিত, ঐ কঠিন ব্যায়াম নিবারণ হইয়া যাইবে। এজন্য চিকিৎসার কারণ কি আছে? সুন্দরীর কেশহীনতা ঘটিলে, তাঁহার মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হয়। সে লজ্জার কথা, ডাক্তার-বৈদ্যের নিকট পকাশ করিলে, সুন্দরীর মর্শ্ববেদনার সীমা থাকে না। বিলাসের ছলে, বেশরঞ্জন ব্যবহার করিলেই যখন কেশহীন মস্তক কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত সুদীর্ঘ কেশরাশিতে পরিপূর্ণ হয়, তখন আর ভাবনা কি? অভিমানিনীর উৎকট অভিমানে ঘব-সংসার ছাড়িয়া যখন অপমানের বনবাসের বাসনা হইবে, তখনও এই ‘কেশরঞ্জন’ এক শিশি তাঁহার হাতে দিবেন, দেখিবেন,—কেশরঞ্জনের মধুর-গন্ধে আত্মহারা হইয়া, তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে হস্তের ছটা ছড়াইয়া দিয়াছেন! ভারতের আবল-বুদ্ধ বনিতা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন, কেশের জন্তই কেশরঞ্জন। আপনি বেশরঞ্জনের সমাদর করিলে, গৃহিণীর নিকট আরও সমাদৃত হইবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল ১/০ আনা।

বিমল দশনপাতি বদনের শোভা—

এই কনিষাকাটা আপনার মনে পড়ে কি? ইহার সার্থকতা আপনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? মুক্তাবৎ উজ্জল দীপ্তিময় দশনপাতি মুখের শোভাবদ্ধক—দেহের সৌন্দর্য্যবদ্ধক। তাহা ছাড়া—দেহবস্ত্রের পরিপোষণের প্রধান সহায়। একথা কেন বলিলাম, ভাবিয়া দেখিবেন কি? মনে করুন, যাহা কিছু আমরা আহাৰ করি, যদি তাহা দস্তপাতি দ্বারা উত্তমরূপে চর্ষিত ও লালাপুষ্ট না হয়, তাহাহইলে সেই ভুক্ত খাদ্যে অজীর্ণতা উপস্থিত করে। দাঁতগুলি আছে বলিয়াই আমরা পাণ্ড্র দ্রব্য পরিপাক করিতে পারি। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা জানা—বলিয়া একটা কথা আছে। দস্ত রক্ষার জন্ত সকলে প্রথম হইতে চেষ্টা করেন না বলিয়া দস্তহীনতার জন্ত অকালবার্দ্ধক্য তাহাদিগকে অক্রমণ করে। আমাদের “দস্তধাবন চূর্ণ” নিয়মিত-রূপে ব্যবহার করুন। এতদ্বারা দস্তজাত সমস্ত রোগ বিদূরিত হইয়া দশনপাতি কর্মক্ষম ও মুক্তার ন্যায় উজ্জল হয়।

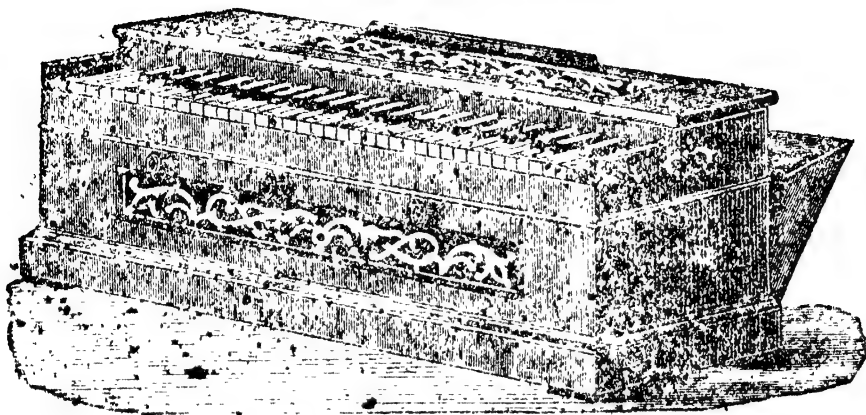
মূল্য প্রতি কোটা ১০ আনা। প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল ১/০ আনা।

গভর্নমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোম্যাগ্রাণ্ড

কবিরাজ শ্রীনিগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;

১৮১ ও ১৯ লোয়ার চিংপুর রোড,—কলিকাতা।

আদি ও অকৃত্রিম
মোহন ফ্লুট-হার্মোনিয়ম ।



দেশীয় সঙ্গীতচর্চার আমাদের এই জন্মস্থান হইয়াছে মোহন ফ্লুট-হার্মোনিয়ম যেরূপ উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই সেরূপ নহে । ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুকৌশল, সহজ বেগে সঞ্চালন এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় । ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক জাজ্ঞ্যমান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে । অতএব সাব্ধানত নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক “মোহন” কথাটি ও বেগের পৃষ্ঠে জলন্ত স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠিকিবেন । মফঃস্বলে জি, পি, তে পাঠাইয়া থাকি । যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয় । মূল্য ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৫, ও উর্জ । পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে সচিত্র মূল্য-তালিকা প্রেরিত হয় ।

একমাত্র নির্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স, মোহন মিউজিক্যাল ডিপো, ২ নং লোয়ার চিংপুর রোড (দ্বিতলের উপর), কলিকাতা । গ্যারান্টি ৩ বৎসর ।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য ।

কাব্যকুমার-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত । বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরে ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য । অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাধা । মূল্য ১৫০ টাকা, ডাকমাস্তুল ১০ আনা । কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য ।

টাকের মহৌষধ ।

২ আঃ শিশি—মূল্য ১ টাকা ।

১৮৬৫ সাল হইতে এই মহৌষধ প্রচারিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা হাজার হাজার লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে । যে কোন কারণে চুল উঠিয়া যাউক, এই ঔষধ ব্যবহারে নূতন চুল জন্মিবে ।

বাতরোগের মহৌষধ ।

১ আঃ শিশি—মূল্য ৮০ আনা ।

কোমরের বাত, সন্ধিবাত, খিলধরা, পক্ষাঘাত, সিওটিকা, লম্বেগো, দন্তরোগ, শিরঃপীড়া ও মচকান বাথা প্রভৃতি আরোগ্য হয় । এই উভয় ঔষধ দ্বারা শতকরা ৫০ হইতে ৬০।৭০ জন পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়া থাকে । ব্যয়ের ভয়ে এখানে প্রশংসাপত্র ছাপান হইল না । ঔষধের সঙ্গে অনেক প্রসিদ্ধ লোকের প্রশংসাপত্র পাইবেন । উপকার না হইলে সামান্য ক্ষতি ; উপকার হইলে বিশেষ লাভ । একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । ডাক-মাশুল ও প্যাকিং খরচা ১/০ আনা । সকল প্রকার অন্ত্র শস্ত্র ও এলোপ্যাথি ঔষধ সুলভ মূল্যে আমাদের নিকট পাওয়া যায় ।

মহলানবিস এণ্ড কোং, ডুগিফটস্,

২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

অক্ষয়চরিত

অথবা

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের সচিত্র ও সমূলক জীবনচরিত ।

কলিকাতা—৫৫নং অপার চিংপুথ রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে, কপেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে এবং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারিতে প্রাপ্তব্য । মূল্য ১০, ডাঃ মাঃ ২০ ।

The book is well written and contains many interesting acts regarding Babu Akshay Kumar Dutta's life which should be studied by all who have a taste for master-pieces on literary products of the great Bengali Author.

থাইসিস্ ইন্হেলেসন্ ।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ ।

যত্নপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যত্নপি তোমার পিতা কিম্বা মাতার জ্বর-কাশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যত্নপি কখনও তোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জ্বর, হাত পা ও চক্ষু জ্বালা বোধ হয়, রাতে ঘর্ম্ম অরুচি ও ক্রমশঃ কাহিল ভাব ও দুর্বলতা অসুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এস্, সি, পালের থাইসিস্ ইন্হেলেসন্ তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ ?

থাইসিস ইন্হেলেসন্ থাইবার ঔষধ নয় । এই ঔষধের কেবল মাত্র আত্মাণ লইতে হয় । হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ-রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন । এই ঔষধের আত্মাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটাদি সকল (জড়) ধ্বংস হইয়া যায় ও ফুস্ফুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না । ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” ব্যবহার করিলে অতি সঘরই রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করে । অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আত্মাণে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে । ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না । মূল্য ১ শিশি ৫ টাকা, প্যাকিং খরচ ৮০ আনা । ডাক-মাণ্ডল ও ভিঃ পিঃ খরচা ৮০ আনা ।

প্রশংসাপত্র ।

ডাক্তার এ, এন্, রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন :—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি । ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইন্হেলেসন্ ব্যবহার করিবার জন্য সর্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি । পত্রবাহকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” দিয়া বাধিত করিবেন ।

ডাক্তার ইদাল্জী কাওয়ারাজী, এল্ এম্ এস, সার জামসেৎজীর মানিটেরিয়াম, খাণ্ডালা, বম্বে প্রেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন :—আপনার “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” খুব উপকারী ঔষধ ; সর্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি । আমার জ্বর ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা, অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে তাঁহার জন্য এক বোতল “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” পাঠাইয়া বাধিত করিবেন ।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম, এস্,

১২ নং ডাক্তার্স লেন, ডালতলা, কলিকাতা ।

সন্তানরক্ষক ।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অত্যাশ্রয় অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য্য মালিস ।

সকল গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্তব্য ; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের “সন্তানরক্ষক” মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না ।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৮ ; প্যাকিং খরচা ১০ ; ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকমাশুল ১০ ।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল. এম্. এস্.

১৯নং ডাক্তার্স পেন, তালতলা, কলিকাতা ।

প্রশংসাপত্র ।

ভুগলী । ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল ।

সমস্ত্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লাল ষুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু । তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত । উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট “মিশ্র” উপাধি-ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক তাহাই ছিল । আমার নিকট তাঁহারা এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনাদের “সন্তানরক্ষক” ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম । আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে । তদ্বিন্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই । উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অমুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম । ইতি ।

নিবেদক—শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী সন্ন্যাসী ।

রাজস্ববর্গের পৃষ্ঠপোষিত

কলিকাতা আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ।

ম্যালেরিয়া—ম্যালেরিয়া ।

গ্রাম উৎসন্ন হটল—দেশ রসাতলে গেল। প্রাণের দায়ে—রোগের দীর্ঘকাল—
ব্যাপী যন্ত্রণা চইতে পরিভ্রাণ লাভের জন্ত লোকে কত পেটেন্ট ঔষধই ব্যবহার
করিল তাহারও সংখ্যা নাই; “মহাশক্তি” পেটেন্ট নহে—ইহা আয়ুর্বেদোক্ত
মহাশক্তি-সঞ্চারিণী বটিকা—অরের ব্রহ্মাস্ত্র। এক কোটা ব্যবহারেই অব্যর্থ ফল
প্রাপ্ত হয়।

মূল্য প্রতি কোটা ৥০/০।

প্রতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসম্মত ঔষধ ।

চাবন প্রাশ ।

জরাজীর্ণ, মৃতকল্প, বৃদ্ধ চাবনমুনি এই রসায়ন প্রভাবে পুনর্জীবন লাভ করিয়া-
ছিলেন। ইহা সেই অমোঘ রসায়ন। অকৃত্রিম চাবনপ্রাশ কিরূপ ফলপ্রদ, তাহা
আমাদের এই মহৌষধ পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। সামান্য সর্দি কাশী
হইতে হ্রঃসাধা কঠিন হাঁপানী, যক্ষ্মা, শ্বস্রভঙ্গ, উরঃক্ষত, ক্ষয় প্রভৃতি সর্ববিধ
কাশরোগে ইহা অব্যর্থ ও অমোঘ। দুর্বল ও ক্ষীণ ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

যাঁহারা কেবল আমলকী পিণ্ডমাত্র ভেল চাবনপ্রাশ সেবনে কিছুমাত্র ফল
প্রাপ্ত হন নাট, তাঁহারা আমাদের বিশুদ্ধ চাবনপ্রাশ একবার পরীক্ষা করুন; ইহাই
আমাদের অনুরোধ। যাঁহারা ইহা একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই
বিফলমনোরণ হন নাই।

মূল্য প্রতি সেৱ ৮ আট টাকা। প্রতি শিশি (২১ দিনের) ১ টাকা।

কবিরাজ শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যানিধি,

২২৭২ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার,

কলিকাতা।

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি ।

অল্প বাজে দোকানের জঘন্ঠ কেমিকেল স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্বে আমাদের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে অনুয়োদ করি। পত্র লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় জবাব এবং গহনার সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমাদের গহনা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্প প্রদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি। সত্য, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পারেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং।

ফিরিয়াসকোপ্ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র ।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখাইতে পারিবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সম্মুখীন—মহুয়া, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন, লুকিং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটির মূল্য ৪ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১১০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৮০ হিঃ পড়িবে। যেক্রমে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, বিডন স্কয়ার, কলিকাতা।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে ।



ইতিপূর্বে যে ১ নং বন্দুক ৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪ টাকা মূল্যে দিতেছি, শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুলিসে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় জন্ত এবং সর্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মানুষকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংবাদিকরূপে জখম করা যায়। ডাকখরচ দ্রুপ ১ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে.তি: পি: ডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কোটা ছরয়া গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ১/০ আনা হিঃ পড়ে। পি, সি, দাস; ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, বিডন স্কয়ার, কলিকাতা।

[দ্বিতীয় বর্ষ ।]

বর্তমান সময়ের উপযোগী, সর্বজনপ্রশংসিত, গৃহে-গৃহে সমাদৃত

কমলা

(কৃষি বাণিজ্য শিল্প ব্যবসা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা ।)

এরূপ ধরণের এত বড় পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় নাই এবং কখন হয় নাই ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৥০ আড়াই টাকা । এক সংখ্যার মূল্য ১০ আনা ।

প্রথম খণ্ড (প্রথম বৎসরের ১২ সংখ্যা একত্র) কাগড়ে বাঁধা—৩৯,

ঐ

ঐ

কাগজের মলাট—২৥০,

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র । • চারি আনা (নিয়মিত গ্রাহকের পক্ষে লাগে না) ।

কমলা অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার । ইহাতে বাজে কথা নাই, সকলই কাজের কথা ।
ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, গৃহস্থ, কৃষি, ব্যবসায়ী, শিল্পী সকলেই নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী
বিষয় ইহাতে পাইবেন এবং ইহা হইতে ব্যবহারিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও ধনবৃদ্ধির
উপায় করিতে পারিবেন । পয়সা দিয়া কমলা লইলে পয়সা মিছা নষ্ট হইবে না ।

সর্বসাধারণে শতমুখে কমলার প্রশংসা করিতেছেন এবং ইহার লিখিত বিষয়গুলি
সংবাদ পত্রাদিতে বহুলরূপে উদ্ধৃত হইতেছে । অনেক কৃতকর্মী লোক কমলার
লিখিতেছেন ।

বক্স প্রেস,
৬৩ নং বেচু চাটুর্ঘ্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

}

জি, সি, বক্স এণ্ড কোং,
কার্য্যাব্যাহার ।

বিজ্ঞাপন ।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর পুস্তকাবলী ।

১। মুক্তমাধব (আধ্যাত্মিক নাটক)—মূল্য ৮০ বারি আনা, মাণ্ডল এক আনা ।
২। ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড, মূল্য এক টাকা, মাণ্ডল এক আনা । ৩। ঐ ২য়
খণ্ড, মূল্য ও মাণ্ডল ঐ । ৪। সিদ্ধান্ত সমুদ্র । জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । ব্রাহ্মণ-
হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমুদয় জাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস বিস্তৃতাকারে
প্রকাশিত হইতেছে । ১ম খণ্ডে গন্ধবণিক, গোপ, সন্দোপ, মাহিষ্য ; ২য় খণ্ডে
সুবর্ণ বণিক, ৩য় খণ্ডে বাকুই, ৪র্থ খণ্ডে বৈদ্যা, ৫ম খণ্ডে তিলি, তামলী, ময়রা, ও
উগ্রকজ্রিয় এবং ৬ষ্ঠ খণ্ডে সাহা জাতির বিবরণ আছে । ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
(কলিকাতা) শ্রীশঙ্করদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায় ।

অশ্বগন্ধাটনিক

(দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত) ।

প্রাসঙ্গে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পরীক্ষিত মহৌষধ । ইহা দ্বারা অধিক রক্তের নিবারণ, সর্বাঙ্গের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুধারজি, কোষ্ঠ পরিষ্কার, দূষিত রক্তের শোধন, নূতন রক্তের উৎপাদন, পেটের কনকনানি ও শরীরের মেজ মেজানি দূর, তৃষ্ণা ও শ্লেষ্মা নিবারণ, জরায়ুব বলাধান ও স্নিগ্ধা হইয়া থাকে । ফলতঃ ইহার এক শিশি ব্যবহারেই প্রসূতি বল ও ক্ষুধি পাইবেন ।

ইহা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার সর্বশ্রেষ্ঠ টনিক । চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয় । স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য অতীব আশ্চর্যজনক । মাথাঘোরা, দুৰ্দ্ধকড় কবা, মন ছাড় কবা, স্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, রক্তহীনতা, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, বাত, যে কোন রোগান্ত্রে ও প্রসবান্ত্রে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রসূ । হিষ্টিরিয়া ও বহুমূত্র রোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে । ইহা স্নিগ্ধ শরীরে ও সকল ঋতুতেই ব্যবহার্য ।

যাহাদিগকে অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কচালনা করিতে হয়, যথা—ছাত্র, শিক্ষক, হাকিম, উকীল—তাহাদের ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী । মস্তিষ্কে বলাধান করিতে ইহা অদ্বিতীয় । পাঠ্যভাসের সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অতীব উপকারী । ফলতঃ ইহা কডলিভার অএল, মালসা, ও মর্ট অপেক্ষা অধিক উপকারী । কবেগ কে, পি গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, সিভিল সাঙ্জুন, ডাঃ কে, ডি, বসু, সিভিল সাঙ্জুন, ডাঃ এস, এন, বসু, বসু, এম্, এস, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়-কুমার চৌধুরী, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মোলভা মুজিবর রহমান ও সবরেজিষ্টার বাবু তারাপদ ঘোষ প্রভৃতি ইহা বড়সী প্রশংসা করিয়াছেন ।

মূল্য—৮ দিনে দেবা চারি আউন্স শিশি দেড় টাকা, মাশুলাদি নয় আনা ।
কমিশন—বাব শিশি দেড় টাকা, ৬ শিশি দশ আনা ও ৩ শিশি মাড়ে চারি আনা ।
৩ শিশি বা তাহার অর্ধেক এককালে লইলে মাশুলাদি সমস্তে স্ববিধা হইয়া থাকে ।

একমাত্র বিক্রেতা এইট, কে, বসু এণ্ড ব্রাদার্স,

টিকানা—১০ কলিকাতা ওয়ার্কস,

৩৭ নং সিকদার বোর্ড রোড, বাগবাজার পোষ্টি, কলিকাতা ।

কলকাতা-৮ ফিজিসিয়ান সার্জেন্স, বলাধানাথ দত্ত, এম্ বি, কবিবাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি; কেমিষ্ট—বাবু বসু, এম, এ ।

কুন্তলীন সর্বোৎকৃষ্ট কেশ তৈল কেন ?

কুন্তলদাম বিধাতার দুর্লভ দান ।

কেশরাশি নরনারীর বড় আদরের সামগ্রী ।

কেশের প্রাচুর্য্য মহিলাগণের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় ।

কুন্তলরাশি মস্তককে শীতাতপ হইতে রক্ষা করে,

ইহা নরনারীগণের জীবন-ব্যাপী সঙ্গচর ।

কেশের প্রাচুর্য্য রক্ষার জন্য

একটি অতি উৎকৃষ্ট, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও স্নিগ্ধগন্ধ

কেশপোষক তৈল যথানিয়মে কেশে

ব্যবহার করা কর্তব্য ।

কুন্তলীনের উপযোগিতা।

সমগ্র ভাবভেদে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মহিলা ও

পুরুষগণের দ্বাৰা দীর্ঘকাল ধরিয়।

বিশেষরূপে পরীক্ষিত ।

এইচ বস্তু,

ম্যানুফ্যাক্চারিং পাবলিউমার,

৬২ নং বোম্বার্ডার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ. কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। { ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১২। } ২য় ভাগ।
৫০৫-৬ সংখ্যা। { } ৮ম কল্প।

সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনীর প্রচলারম্ভ	১৪। রসায়ন ১৬৬
জন্মোৎসব ১২৯	১৫। জাপান-মহিলাব আভ্যুত- সেবা (পত্র) ১৬৯	
২। সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩০	১৬। অর্থনীতি ১৭০	
৩। অমলা ১৩২	১৭। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র নজুমদার (মিচি) ১৭৩	
৪। সতী পঞ্চক ১৩৮	১৮। বামাবোধিনীর জন্মোৎসব সভা ১৭৭	
৫। বর্ষায় পদ্মা (পত্র) ১৪৮	১৯। রুস জাপের সন্ধি ১৭৯	
৬। নবীন ভাবতী ১৫০	২০। স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগশীলতা ১৮০	
৭। আর্য্য অকবর (পত্র) ১৫১	২১। গৃহকর্ম্ম ১৮৭	
৮। বড়নাটের পরিবর্তে বড়লাট ১৫২	২২। নৃতন সংবাদ ১৮৯	
৯। চিন-সংস্রাংক কনফিউসস ১৫৪	২৩। পুস্তকাদি সমালোচনা ... ১৯১	
১০। বঙ্গবিভাগ নাটকের এক অঙ্ক ১৫৭	২৪। বামাবচনা—ঘোব পবীক্ষা-দিনে ১৯১	
১১। সত্য-শতকর্ম (পত্র) ১৬১	অথ, পেছে সব ... ১৯২	
১২। বাড়ীভাগ (পত্র) ১৬৪		
১৩। নারী-আদর্শ ১৬৫		

কলিকাতা।

৩নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেম, উড়িয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক ৯নং আউনিবানান লেন
হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বাধিক মূল্য ২৪/০, অগ্রিম বাধ্যাসিক ১৮/০, পঞ্চাঙ্গের বাধিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনীর উন্নতির মূর্ত্তন

শুভ সংবাদ—বামাবোধিনীকে সর্বস্বত্বস্বন্দর প্রথমশ্রেণীর পত্রিকা করিবার জন্য অনেকগুলি চিন্তাশীলা মুলেখিকা বিদ্বৎপট উদ্যোগিনী ও সম্পাদককে বিশেষ সাহায্যদানে প্রতিশ্রুতা হইয়াছে। পত্রিকায় নিয়মিত ছবি যাইবে, স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী স্ত্রী-রচিত ও অধিক মুদ্রিত হইবে এবং ইংরাজী স্তম্ভ থাকিবে। আগামী কাৰ্য্য সংখ্যায় বিশেষ বিবরণ জ্ঞাতব্য। বামাবোধিনীর প্রত্যেক গ্রাহক গ্রাহিকা অন্ততঃ এক একটা নূতন গ্রাহক সংগ্রহপূর্বক ইহার উন্নয়ন সাহায্যতা করেন, এই অনুবোধ।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩১২।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহকদিগের প্রতি।

শারদীয় পূজা আগত। এ সময় টাকার নিতান্ত প্রয়োজন, বাস্তব। বামাবোধিনীর প্রাপ্য মূল্য গ্রাহকগ্রাহিকাগণ স্মরণপূর্বক সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়াতে যাঁহারা ভি পিতে কাগজ ল অল্প অল্প করিয়া অ'দায় দিবার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতেছেন, তাঁঁদিগকে ধন্যবাদ। আমরা আশা করি, অগ্ৰাণ্ড গ্রাহকগণ কিরূপ হিংস্র ভি পিতে ক্রমশঃ দিতে পারেন, জানাইবেন। কার্তিক মাসের পত্র কাহার নামে কিরূপ ভি পি হইবে, সহর লিখিলে বাধিত হইব।

৬ মাস গত হইল, নূতন বর্ষের মূল্য পাঠাইতে গ্রাহকগণ আর বিলম্ব করিবেন না।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য-প্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

অগ্রিম ।			
বাবু গিরীন্দ্রনাথ বহু কলিকাতা	২৯/০	বাবু অমৃতলাল রায় বেলেঘাটা	২৯/০
" গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা	১৯/০	শ্রীমতী নীরদমোহিনী বহু কলিকাতা	"
" অক্ষয়কুমার ঠাকুর দড়মাহাটা	২৯/০	মিঃ এস. সি হোসালি অমরাবতী	"
" নিবাবণচন্দ্র দত্ত খাবিটকিন	"	ডাঃ বাজেন্দ্রনাথ নিত্র ভিগঞ্জলা	"
" তারাপদ ঘোষ খিদিবপুর	"	সাবেক ।	
" " মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া	"	বাবু চতুর্ভূজ পট্টনাথক কটক	২
" হুগু গুহ মাণিকগঞ্জ	১০/০	" চন্দ্রমোহন সেন চট্টগ্রাম	২
" লীপদ বহু বৃন্দাবন	২৯/০	" আনন্দমোহন বন্দন কমিষা	৫
" কালিকা দাস দত্ত বাহাদুর কুচবেহার	২	" প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত কটাই	৫
পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যাবতী রম্ভা	২৯/০	" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা	২৯/০
শ্রীমতী শ্রীলা দাসী কলিকাতা	"	" নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরনাবায়ণপুর	১০
মিসেস এন, সি, দত্ত নোয়াখালি	"	" নিবাবণচন্দ্র দত্ত খাবিটকিন	২৯/০
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাস গুপ্ত বারশাল	"	" প্রসন্নচন্দ্র দাসগুপ্ত গোহাটা	৪৮/০
ডাঃ অমৃতলাল সরকার সাঁথারিটোলা	"	" রাধানাথ দেব কলিকাতা	১
শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী কলিকাতা	২	" হরকমাব সেন কমিষা	২৯/০
" ইচ্ছাময়ী দেবী হেইলাকান্দি	১১/০	" নরেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা	৬০
" সবেলতা ঘোষ লালবাগ	২	" জ্ঞানেশ্বর সেন কলিকাতা	১৯/০
" কমলকামিনী দাসী বেনেপুর	১০	" শশিভূষণ গুহ মাণিকগঞ্জ	৩৯/০
মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর		" করালীপ্রসন্ন মিত্র চৌকিডাঙ্গা	২
পাথুরিয়াঘাটা	২৯/০	" কালিদাস সেন সীউড়ী	২৯/০
বাবু কেনাবনাথ বাগচি বায়পুর	"	" কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী ভবানীপুর	"
" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর	১৯/০	" পূর্ণচন্দ্র বহু দাবভাঙ্গা	৩
" মহেন্দ্রচন্দ্র ঠালদার খেওড়া	২৯/০	শ্রীমতী হেমলতা রায় কলিকাতা	২৯/০
শ্রীমতী শৈলবালা দেবী কালিয়া	১০/০	" কামিনী রায় কলিকাতা	১১/০
" হুমতী মজুমদার কলিকাতা	১১/০	ডাঃ দুর্গানন্দ সেন মালদা	৫১০
" কামিনী রায় কলিকাতা	১৮/০	মহাবাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর	
বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র সরকার কলিকাতা	১৯/০	পাথুরিয়াঘাটা	২৯/০
" প্রমথনাথ দে গড়পার	১	শ্রীমতী কমলকামিনী দাসী বেনেপুর	১৮/০
" উপেন্দ্রবিহারী তালুকদার বরগুণা	২৯/০	রায় কালিকা দাস দত্ত বাহাদুর	
" হরিনারায়ণ দাঁ বরাহনগর	"	কুচবেহার	৭৮/০
" কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাস বেলেঘাটা	"	শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী পিরজপুর	২৯/০
" বসন্তকুমার বহু বাগাঁচেরা	১	" শৈলবালা দেবী কালিয়া	৪৯/০
		মিঃ বি, মর্দীরাজ কটক	৪৮/০

বাধক-রুশ্চিক

অথবা

বাধক-বেদনার পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ।

এক পুরিয়া সেবনে যন্ত্রণা দূর হইবে। অনধিক তিন পুরিয়া সেবনে রোগিণী আরোগ্য লাভ করিয়া সন্তানধারণক্ষম হইবেন। একটা রোগিণীর অন্ত তিনটা মাত্র পুরিয়া প্রয়োজন। মূল্য প্রতি পুরিয়া ১/৫ আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। বামাবোধিনী পত্রিকার কার্য্যধ্যক্ষের নিকট ব্যবস্থাপত্র সহ প্রাপ্তব্য। ডাঃ পি, এন্, বসু।

দুরারোগ্য ধবল বা শ্বেতীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

তৈল ১ পোয়া ২ টাকা ও চূর্ণ ১ কোটা ১০ আনা।

এই দুই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। গুণাগুণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রসমূহ সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

The Hindu Patriot :—The medicine is reported to have achieved good result. The People :—The medicine has been proved by many Doctors and Kavirajes. রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ :—ঔষধ উহার (ধবলের) অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে কোনও দূষিত পদার্থ নাই। কৃষ্ণনগর :—অল্প দিন মাত্র ব্যবহারে গাত্রের ধবল-রং দূরীভূত হইয়া উহা স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট হয়। ফরিদপুর হিতৈষী :—এই ঔষধে এ দেশের অনেক রোগী এই ঘৃণিত ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। খুলনা হিতৈষী :—এই ঔষধে এ রোগ বিনা ক্লেশে অল্প দিনে স্থায়ীরূপে নির্দোষ হইয়া অতি সুন্দর ভাবে আরোগ্য হয়। আলিপুর হিতসাধক :—বর্ষে বর্ষে শত শত রোগী আরোগ্য করিয়া প্রশংসাপত্র পাইতেছেন।

চিঠিগত্র গোপনে থাকেন ঔষধ পাইবার একমাত্র ঠিকানা—ম্যানেজার, বেঙ্গল টোবাক্স, ঔষধ বিভাগ, ভবানীপুর, কলিকাতা।

অক্ষয়চরিত

অথবা

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের সচিত্র ও সমূলক জীবনচরিত।

কলিকাতা—৫৫নং অপার চিংপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে এবং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারিতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১০, ডাঃ মাঃ ২০।

The book is well written and contains many interesting facts regarding Babu Akshay Kumar Dutta's life which should be studied by all who have a taste for master-pieces on literary products of the great Bengali Author.

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

অপদ্বিখ্যাত ও ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল ।

সুগন্ধে, স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্মরোগ
নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত মগ্ন গুণসম্পন্ন তৈল আর নাই ।
মানসিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য । লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে
একমাত্র তৈল । মূল্য প্রতি শিশি ৮০, বোতল ২০, মফঃবলে প্যাকিং ও ডাক-
মাশুল স্বতন্ত্র ।

প্রতি শিশি মায় ডাকমাশুল ১৮/০ ; বোতল ৩৮/০ ।

ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত সেই

সুধাসিন্ধু রস ।

ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে জ্বালা, পাণ্ডু, স্নীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও
পুরাতন জ্বর, পালা, দিকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর
আরোগ্য হয় । কুইনাইন-বর্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত । মূল্য প্রতি শিশি ৮০
আনা । মফঃবলে মায় প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১৮ টাকা । সর্বত্রই এজেন্ট
আবশ্যক । রীতিমত কমিশন দেওয়া হয় ।

বাতরাজ তৈল ।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গঁটে-বাত, কোমরের বাত, চলতি বাত, স্নিগ্ধক্সে
বাত, চোরঙ্গি বাত, বাতরোগ যত বড় উৎকট হউক না কেন, এক শিশি ব্যবহারে
নিশ্চয় আরোগ্য হইবে ।

মূল্য বড় শিশি ১৮, ছোট শিশি ৮০ আনা, ডজন—বড় শিশি ১০৮০ টাকা, ছোট
৮০ টাকা, মফঃবলে পাঠাইতে হইলে প্রতি বড় শিশির প্যাকিং ও ডাকমাশুল
৮০ আনা এবং ছোট শিশি ৮০ আনা ।

অপদ্বিখ্যাত ডাক্তার, কবিরাজ এবং ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট
হইতে অগণ্য প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং,

ভুগিষ্ট এণ্ড জেনারেল মার্চেন্টস্,

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা ।

মনোজবা ।

শ্রীমতী নিস্তারিণীদেবী প্রণীত । বাবু সুরেন্দ্র প্রসাদ সাক্ষাৎ এম এ কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য কাপড়ে ভাল বাধা ১৮ টাকা , কাগজের মলাট ৬০ মাত্র । কলিকাতা স্ট্রীট ইন্ডিয়ান ডিপজিটারাতে, ৬৪ নং কলেজ স্ট্রীট সিটিবুক সোসাইটিতে এবং বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

এই গ্রন্থে আবেগিক শক্তি ও বিবিধ শৃঙ্খল সুবিস্তৃত । লেখিকা পিতৃ-ভক্তি অত্যন্ত বহুদেবোৎসাহনা, মাতৃ-স্নেহ, সম্মানবাৎসল্য, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দাম্পত্যপ্রণয়, সৌভাগ্য, মমতা, অশ্রুপ্রিয়তা, দীনে দয়া এবং সর্বভূতে সহানুভূতি এই সকল ভাব চিত্রাক্ষেপে আপনাব লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং তাহার গ্রন্থখানিকে সজীব ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ করিয়াছেন ।

কবির পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন :—

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর । গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়ে বঙ্গ পুত্র ভাবমৌন্দর্য্য তাহার কবিতায় প্রতিফলিত । আসি পুলকিতচিত্তে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি এবং সকলকেই ইহা পাঠ করিতে অনুবোধ করিতেছি ।—ভক্ত যেন “ওঁ জগদীশ্বরমসঙ্কশং” বলিয়া হৃদ্যদেবকে বক্তৃতা অর্পণ করেন, গ্রন্থকর্ত্রী তেমনি তাহার ভক্তিসন্মানে মাথা এই মনোজবাটী অগৌরবিত্বদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন । এ অর্ঘ্য অগৌরবিত্বদেবের উপযুক্ত ।

“আবেগ ।”

(কবিতা পুস্তক)

কোন ভদ্র মহিলা বিরচিত ।

প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে বিশেষরূপে প্রশংসিত ।

Abegg. — “Emotion” is a collection of lyrical and other pieces, many of which are inspired by genuine feeling. The piece “Enlisted Children in Calcutta” draws a picture of misery which is really touching. — Calcutta Gazette, 30 September, 1900.

১৯০০ কাপড়ে বাধাট আর্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১৮ এক টাকা মাত্র । একপা সুলভ মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের মসজিদার লাইব্রেরীতে এবং ২২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, হরিমোহন প্রসাদে প্রাপ্য ।

মণ্ডল ফুলট।

দেশাবখ্যাত রাজা, মহারাজা, ব্যাণ্ড-
মাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত
ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী
সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যা-
কৃষ্ট বহু পচলিত মনোমুগ্ধকর “মণ্ডল
ফুলট” উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারান্টি সহ
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুবাগী
প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়।
আত্মপ্রশংসা নিম্নয়োজন। মূল্য ৩
অক্টেভ, ৩ ট্রেপ্ ৩৫, এই দৃশ্য কাজ করা ৪০ টাকা। এই দুই শেট ব্লীড ৪ ট্রেপ্
৬০ এবং ৭৫ টাকা।



মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বোম্বেজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—
(১) বড়বাজার শাখা, ২২ বনকিন্দ্রয় লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; (২) শোভাবাজার
শাখা, ২৯৫ ১ অপর চিংপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা; (৪) বাঁকীপুর শাখা, বাঁকীপুর; (৫) পাটনা শাখা, পাটনা।
(৬) মথুরা শাখা, মথুরা।

আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত রাখি। সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসক ঔষধালয়গুলির তত্ত্বাবধান
করিয়া থাকেন এবং সুশিক্ষিত কর্মচারিগণ তাঁহাদিগের সহিত সদা সঙ্গীত প্ৰদর্শন
করিয়া ঔষধের অক্লিমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ঔষধের অক্লিমতা রক্ষা করাট
কঠিন, একত্র বিশেষ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনবরত তত্ত্বাবধান করেন। শিশি, কর্ণ,
থার্মামিটার, ষ্টীপমকোপ, স্লিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাজ ইত্যাদি বিশেষ সুবিশিষ্ট দ্রব্য
বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঔষধালয়ে চিকিৎসক বিনামূল্যে দান করিয়া
থাকেন। মফঃস্বলবাদী চিকিৎসকগণ পত্র দ্বারা পরামর্শ পাইয়া থাকেন। পত্র
লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বা বাংলা ক্যাটাগল প্রেরিত হয়।

স্বর্ণের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

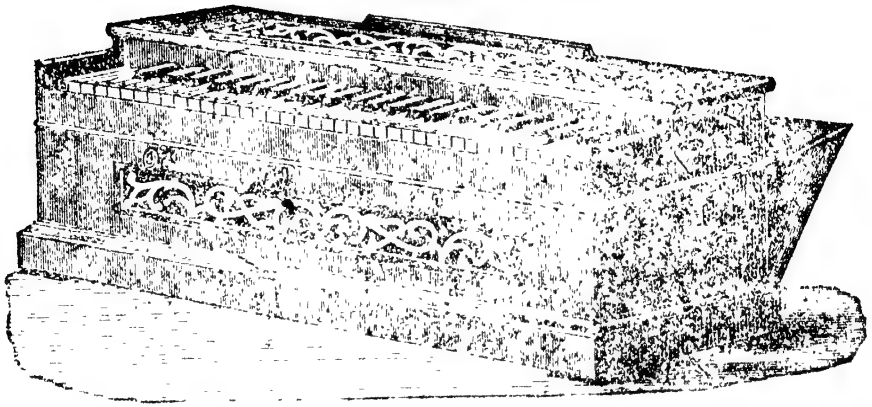
৮০নং হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

যাহার যেরূপ পীড়া, সহজ বা ছুরাবোগা, পীড়ার আদোপান্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র দিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না। দূষিত রক্ত, অগ্নিশূল, শরীরের অথবা হস্ত পদের দাহ, পুরাতন অর, ও শরীর চর্কল থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্যা ফল পাইবেন। মূল্য ১ এক মাগের যোগ্য প্রত্যেক ৬০ আনা করিয়া ১১০; আজকাল এই সিরাপব্যয় সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্র ও বিস্তর, তন্মধ্যে এক থানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহায় তৈলঙ্গ স্বামীর প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিহারদ, জ্ঞানী, বহুদর্শী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুলিপি—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের অর ও পারার দোষ (যাহা আমার কালমেল খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষদি দ্বারা শারীরিক সর্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্গাস্ত সমূলে নিষ্পূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্বপ্রধান। ইহার তুল্য জগতে আর ঔষধ নাই। ১লা আশ্বিন, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্বপ্রকার স্ত্রীবোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৬০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি ঘৃত বা অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া বাইতেছে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেবা ও সুস্বাদু। আহারান্তে দুগ্ধগ্রহ ২ বার খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এ স্থানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যেখানে অধিক রক্তস্রাব ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বন্ধাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ ও পাত হয়, এমন স্থলে প্রাতে সিলায়হাদি সিরাপ ও রাত্রে আহারান্তে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বন্ধাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং গর্ভেব সন্তান বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রৌতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমাদের ধাত্রীধণ্ড তুলা পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৬০। সিলায়হাদি সিরাপ মূল্য ১৬। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীহৃদয়নাথ রায়, হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

আদি ও অকৃত্রিম
মোহন ফলুট-হার্মোনিয়ম ।



দেশীয় সঙ্গীতচর্চায় আমাদের এই অগাধিখাত মোহন ফলুট-হার্মোনিয়ম যেক্রপ উপযোগী, আর কোন যদ্বই সেক্রপ নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুবোশল, সহজ বেলো সঞ্চালন এবং বাহ্য মৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা অগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক জাজ্ঞ্যমান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে। অতএব সামান্য নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক “মোহন” কথাটি ও বেগোর পৃষ্ঠে অলপ্ত স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠকিবেন। মফঃস্বলে ভি, পি, তে পাঠাইয়া থাকি। যন্তে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয়। মূল্য ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৫ ও উচ্চ। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে সচিব মূল্য তালিকা প্রেরিত হয়।

একমাত্র নির্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স, মোহন মিউজিক্যাল ডিপো, ২ নং লোয়ার চিংপুর রোড (বিতলের উপর), কলিকাতা। গ্যারান্টি ৩ বৎসর।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য ।

কাব্যকুসুমাজলি-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় অমিত্রাকরে ইহা অতিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দরকপে ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১১০ টাকা, ডাকস্বতল ৮০ আনা। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়, ইহার মত সর্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই, জবাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি, জবাকুসুম তৈল মস্তকের স্নিগ্ধকর, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহোষধ। জবাকুসুম তৈল কেশের হিতকর।

এতৎ সম্বন্ধে—ভারতের উজ্জলতম রত্ন শ্রীযুক্ত অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল মাথাঘোরার বিশেষ উপকার করে। ইহা ব্যবহার করিলে সমস্ত শরীর, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। এই তৈল যেমন সুগন্ধি, তেমনই উপকারী।

ভারতের অদ্বিতীয় সন্তান ভূবনবিখ্যাত অনারেবল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

জবাকুসুম তৈল সমস্ত শরীরের ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকারক এবং মনোহরগন্ধবিশিষ্ট।

উড়িয়াবিশভাগের কমিশনার, হুশসিদ্ধ লেখক, বঙ্গের গৌরবরবি শ্রীযুক্ত ঞার, সি, দত্ত, ব্যারিষ্টার-ম্যাটল, সি, আই, ই লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল আমার বাটীতে ব্যবহৃত হয়। তৈলটি সুগন্ধি, উপকারক ও মস্তিষ্ক-স্নিগ্ধকর।

যাঁহাদের চুল উঠিয়া ঘাইতেছে বা অকালে পাকিতেছে, যাঁহাদের মস্তকে টাক পড়িয়াছে বা মরামাস হইয়াছে, যাঁহাদের চুল ছোট ও বিবর্ণ, তাঁহারা জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন। জবাকুসুম তৈলের জ্বায় কেশের উপকারক তৈল আর নাই।

বঙ্গের অদ্বিতীয় লেখক, পরম পূজ্যপাদ অমর বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, C. I. E মহোদয় লিখিয়াছেন—

“জবাকুসুম” তৈল আমার বাটীতে ব্যবহৃত হয়, ইহার বেশ সুগন্ধ আছে এবং কেশের ও মস্তিষ্কের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকার করে।

পঞ্জাব হাইকোর্টের হুশসিদ্ধ বিচারপতি পূজ্যপাদ অনারেবল জুস্টিস শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেজনাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের জবাকুসুম তৈল কেশের পক্ষে অতি উপকারক তৈল। জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও নিদ্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, এবং ইহা ব্যবহার করিয়া আমি মহান্ উপকার পাইয়াছি।

অপর স্থান হইতে জবাকুসুম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গাঙ্গে বাজালা অক্ষরে “জবাকুসুম তৈল, ২৯নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা” এই কয়েকটি কথা অঙ্কিত আছে দেখিয়া লইবেন, তৈলটির গন্ধ অতি মনোহর তাহাও দেখিবেন, নতুবা তাহা ভেল বলিয়া জানিবেন।

তৈল পাইবার ঠিকানা—

২৯নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 505-6.

Sept., Oct. 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

“কন্যাশ্রম পালন-এয়া শিল্পশীল্যাত্মকতঃ”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নেব সহিত শিক্ষা দিবেক ।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত ।

৪৩ বর্ষ । { ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১২ । } ২য় ভাগ ।
৫০৫-৬ সংখ্যা । { } ৮ম কল্প ।

বামাবোধিনীর ত্রিচত্বারিংশ জন্মোৎসব ।

পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরের রূপায় বামা-
বোধিনী ৪২ বৎসব পূর্ণ করিয়া ৪৩ বর্ষে
পদার্পণ করিয়াছে এবং ক্রমে ৫০ বর্ষের
নিকটবর্তিনী হইতেছে। এই ক্ষুদ্র
পত্রিকার পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য ও
গৌরবের কথা নয়। করুণাময় বিধাতা
ইহাকে আরও আয়ত্ত্ব করুন। বামা-
বোধিনী বামাকুলের সেবায় ইহার জীবন
অবসান করিয়া ইহার যে মনসাপ অপূর্ণ
আছে, তাহা পূর্ণ করুক। বামাহিতৈষী
মহোদয় ও মহোদয়াগণ এই শুভ নববর্ষে
ইহাকে আশীর্বাদ করুন, ইহা যেন
নবোত্তম ও নবোৎসাহের সহিত আপনার
কর্তব্য পালন করিয়া স্ত্রী-জাতির হিতো-
ন্নতির কৃষ্ণিগাজ্ঞ ও সহায়তা করিতে সমর্থ
হয়। গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে যথাযোগ্য
সাদর অভিবাদনপূর্বক আমরা স্বকার্যে
পুনঃপ্রবৃত্ত হই।

শুভময় সিদ্ধিদাতা শুভাশীষ দানে
নবশক্তি দেও বামাবোধিনীর প্রাণে ।
রূপায় তোমার প্রভু—রূপায় তোমার,
বেয়াল্লিশ বর্ষ আজি হইল যে পার ।
এ দীর্ঘ জীবন-পথে বিঘ্ন বাধা কত,
পদে পদে চূর্ণ ভূমি কবেছ নিয়ত ।
ছন্দলেব বল—তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান,
লুকাইয়া করিয়াছ সহায়তা দান ।
যে অভাব যখন হয়েছে উপনীত,
অপূর্ণ বিধানে করিয়াছ অপরিত ।
তাই প্রাণে আশা এত—বৃকে এত বল,
আলোকে আঁধার পথ কবিছে উজ্জল ।
তুমি যার আছ, তাব কি ভয় ভাবনা ?
মরণে জীবন নব করিবে যোজনা ।
সুখে দুঃখে সমভাবে তব গুণ গাই,
তোমার সেবায় চির-জীবন কাটাই ।
যখন যেক্রমে ইচ্ছা রাখ দয়াময় !
এ জীবনে তব ইচ্ছা পূর্ণ যেন হয় ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

যুবরাজ-দম্পতী—ইহাঁদিগের অভ্যর্থনার্থ ভারতের ইংরাজ রাজ্য ও দেশীয় রাজ্যের সর্বত্র মহা আয়োজন হইতেছে। ইহাঁরাও দীর্ঘপ্রবাসের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি ইহাঁরা নিরাপদে ভারতে পদার্পণ করুন এবং প্রজাপুঞ্জের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ভারতের কল্যাণের সুব্যবস্থা করুন।

বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ সভা—গত ৭ই আগষ্ট টাউন হলে এই বিরাট সভায় ১০১২ হাজার লোক সমবেত হন, তন্মধ্যে ৮০০ জন মফঃস্বলের ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রতিনিধি। এমন দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই। ৪৫ হাজার ছাত্র সজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপস্থিত। দোকান পসার বন্ধ। টাউনহলে উপর ও নিম্নতলে স্থানভাবে গড়ের মাঠেও সভা ও বক্তৃতা হয়। মূল সভার সভাপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। বক্তা এ চৌধুরী, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু নলিনবিহারী সরকার প্রভৃতি। ইহাঁরা একদিকে আইনানুগত প্রজার আয় গবর্ণমেন্টে আশির্ক্য করিতেছেন, আর একদিকে স্বদেশজাত দ্রব্যব্যবহারের প্রসার-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গকে অটুট রাখিতে হইলে সকল বঙ্গসন্তান মাতৃভূমির কল্যাণের জন্ত একপ্রাণ হইয়া স্বার্থ বিসর্জন ও চরিত্রবলবল্লভে প্রস্তুত হউন।

ছাত্রবৃত্তি—এ বৎসরের পরীক্ষার ফলে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী হৈমবতী চক্রবর্তী ১ম শ্রেণীর জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি মাসিক ১৬ টাকা পাইয়াছেন।

সৎকার্য্য—বরিসাল জলাবাড়ীর জমীদার বাবু তারকনাথ রায়চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী মহামায়া স্বীয় পিত্রালয় বানরীপাড়া গ্রামে ৪০০০ টাকা ব্যয়ে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে অনেক দান ও দরিদ্র-ভোজাদি দিয়াছেন। সর্বসমেত ২০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পল্লীগামে উত্তম পুষ্করিণীর বড় অভাব। জলদানের আয় পুণ্য কার্য্যে এখনকার লোকের মতি গতি খুব কম। মহামায়া এ জন্ত বিশেষ ধন্যবাদার্থ।

শ্রমজীবিনী কার্য্যালয়—ভূপালের বেগম স্বরাজ্যের দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে স্বপোষণক্ষম করিবার অভিপ্রায়ে এই কার্য্যালয় খুলিয়াছেন। ইহার সঙ্গে কতকগুলি ছাত্রবৃত্তিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।—কলিকাতার ‘অনাথবন্ধু’ সমিতি ক্ষুদ্রাকারে এই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহা বন্ধ হইয়াছে।

স্ত্রী-কেরাণী—ইয়োরোপের নানা-দেশে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসে অনেক রমণী কেরাণীগিরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। জর্মানিতে সর্বাপেক্ষা

অধিক। তথায় দ্বী-কেরাণী ব সংখ্যা দুই লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার; গ্রেট ব্রিটেনে এক লক্ষ চুরাশি হাজার; রুশিয়াতে ৬০ হাজার; অষ্ট্রিয়াতে পঞ্চাশ হাজার; ফ্রান্সে আঠারো হাজার মাত্র। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে ষাট হাজার দ্বী-কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছেন শুনা যায়। ইহঁারা অবশ্য দেশীয় নহেন, ইয়ুরোপীয় বা ইউরেশীয়। দেশীয় বিছঘীরা কেন অগ্রসর হন না? জাপানেও দ্বী-কেরাণীর সংখ্যা ষাট হাজার হইবে।

ছোট লাটের ভ্রমণ—যে মালদহ ডিষ্ট্রিক্টে ছোট লাটের এলাকা-বহির্ভূত হইতে চলিয়াছে, তিনি তথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকে যত বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল, ছোট লাট ততই সাব্বনা-বাক্যে বলিলেন “তোমরা বুকিতেছ না, তোমাদের মঙ্গল হইবে।” বঙ্গ বঙ্গই থাকিবে, ছোট লাটই আরও ছোট হইতেছেন!

বাঙ্গালিগায়িকা—৮হরিহর সাহাচারের কথা ম্যাডাম বানার্জি সম্প্রতি লণ্ডনে ইটালীয়, জার্মান ও ইংরাজি ভাষায় সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতশক্তি অসাধারণ।

বিধবাবিবাহ আইন-স্মৃতি—২৫এ জুলাই এই আইন লিপিবদ্ধ হয়, এজ্ঞা গত বৎসর বোম্বাইয়ে ইহার স্বরণোৎসব হইয়াছিল। এ বৎসরও সেইরূপ হইয়াছে। অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। জর্জিস্ট চন্দ্রভারত্বর সভাপতির কার্য

করেন। উপস্থিত ২৭ জন মহিলার মধ্যে কানীবাই বক্তৃতা করেন।

গোথলেব সম্মান—আবার দুই বৎসরের জ্ঞা ইনি ভারত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। বিলাত যাওয়া বোধ হয় বন্ধ হইল!

বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভা—গত ১৩ই শ্রাবণ কলিকাতার নানান্তানে এবং মফঃস্বলে স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভা হইয়া গিয়াছে।

বেথুন স্মৃতি-সভা—গত ১২ই আগষ্ট বেথুন কলেজে বেথুনের স্মৃতি-সভা হয়, অনেক ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। জর্জিস্ট সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির কার্য করেন এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বেথুনের মহত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিল—বিলাতে আমাদের ঠেট্ট সেক্রেটারি সার জন ব্রডারিক ইহার সভাপতি। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এক এক জন অধ্যক্ষ আছেন এবং সভ্যসংখ্যা সর্বশুদ্ধ দশজন। রাজস্ব-বিভাগে ফিন্লে ও লী নামক বণিকদ্বয়; বাণিজ্য-বিভাগে সার জেমস্ মেকে; আইন-বিভাগে সার জন এজ; সামরিক বিভাগে সার জে গর্ডন ও সার আলেকজান্ডার ব্যাডকক। ভারতের বিভিন্ন প্রেসিডেন্সীর প্রতিনিধি স্বরূপ এক এক জন আছেন যথা, পঞ্জাব—সার ডেনিস ফিটজপেট্ট, মাদ্রাজ—সার ফিলিপ হট্টিঙ্গ, বোম্বাই—সার উইলিয়াম লী ওয়ারনার,

ব্রহ্ম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত—সার হিউজ বার্মেন্। সার ষ্টিওয়ার্ট বেল বঙ্গের প্রাতি-নিধি ছিলেন ; তাঁহার স্থান এখন শূন্য ।

অদ্ভুত বৃক্ষ—ব্রহ্মদেশে এক নূতন বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা বট বৃক্ষের জ্ঞান, কিন্তু অল্প বৃক্ষ হইতে উদ্ভূত । ইহা দেখিতে স্বর্ণর্ণ এবং ইহার ছাল কাটিয়া

লইলে ভিতরে সোণার রং দেখা যায় । ইহা এক বাহুপ্রমাণ, আরও বাড়িতেছে । ইহার অগ্রভাগ হইতে নির্মল জল স্রোতোবেগে বহিতেছে, হাজার হাজার লোক ব্যবহার করিয়াও শেষ করিতে পারে নাই । ব্রহ্মবাসীরা বলে ইহা সর্ব-রোগঘন ।

অমলা ।

(৫০২-৩ সংখ্যা—৪৫ পৃষ্ঠার পর) ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

লভিলা আশ্রয় দৌহে শাস্তি-নিকেতনে ।

ভৈরবী নদীর উত্তর উপকূলে বহুন্দিয়া গ্রাম । এ স্থানে ভঙ্গলোকের বাস অতি অল্প ; কিন্তু ইহা পল্লীগ্রামের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়স্থল ; মিনিয়া রেলষ্টেশন হইতে একটি পাকা রাস্তা গ্রামটির মধ্য দিয়া গমন করায় ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে । বহুন্দিয়ার হাট বিখ্যাত ; হাটটি পূর্বপশ্চিমে লম্বা । হাটের ছোট ছোট গৃহগুলি করগেটেড আয়রণের ছাদবিশিষ্ট ; সমগ্র স্থানটি ইষ্টক দিয়া বাঁধান । সাধারণতঃ এখানে কাগড়, মনোহারী জব্বা, মসলা ও মিষ্টানের দোকান সপ্তাহের সকল বারেই খোলা থাকে ; কিন্তু শনি ও মঙ্গলবারে শাকসব্জী ও মৎস্য প্রভৃতি গৃহস্থের আবশ্যক প্রায় সমস্ত জব্বাই বিক্রয় হয় । শীতকালে এখানে খেজুরে শুড় যথেষ্ট পরিমাণে

আমদানি হইয়া থাকে । শনি ও মঙ্গল-বারে এই হাটে বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যার মধ্যে যে কোম সময়ে হউক এক ঘণ্টা কাল উপস্থিত থাকিলেই তত্ত্বা লোকের আচার ব্যবহার অনেকটা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় । অনেক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ সরকারী, বে-সরকারী কর্ম-চারীকে শাক, আলু, বেগুন প্রভৃতি হাটে খরিদ করিয়া সহস্র বহনপূর্বক বাটা ফিরিয়া যাইতে দেখিলে অকপটচিত্তে তাঁহাদের উদারতা ও বাহাড়ম্বরশূন্যতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না ।

ইহা ভিন্ন আরও দুই কারণে গ্রামটি বিখ্যাত ;—পোষ্ট অফিস ও ইংরাজী বিজ্ঞালয় । পোষ্ট অফিসের গৃহটি যেমন হওয়া উচিত, তেমন নয় ;—ছেঁচা বাঁশের বেড়া দেওয়া মাত্র ; তাহাও নানা স্থানে ভগ্ন ও চারি পার্শ্বে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ; দেখিলে মনে হয় যেন পোষ্ট অফিসের

কর্তারা অতিশয় দরিদ্র ! এখানে নানা সময়ে নানা মূর্তির আবির্ভাব হয় ; কখনও বা শাস্তিশিষ্ট বশিষ্ঠ মূনের পাদম্পর্শে স্থানটী প্রকৃতই শাস্তিস্থলে পরিণত হয়, আবার কখনও বা বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবে অধিকাংশিগণকে বড়ই জ্বালান্তন হইতে হয়। ইংরাজী বিদ্যালয়টী বহুদিবস হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে মাইনর পর্য্যন্ত পড়া হইয়া থাকে ; বাসুড়ী, বসুন্দিয়া ও জঙ্গলবাধালের কয়েক জন ভদ্রমহোদয়ের যত্নে সামান্য পাঠশালা হইতে ইহা বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই স্কুলের বর্তমান হেডমাষ্টার বাবু বিধুভূষণ ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনিই এই স্কুলের প্রথমাবস্থা হইতে শিক্ষকতা করিতেছেন। ইহার যত্নে, পরিশ্রমে ও তত্বাবধানে এই স্কুলে প্রতি বৎসরই আশাতীত ফল লাভ হইয়া থাকে।

এই স্কুলের নিকট বসুন্দিয়া হাট ও পোষ্ট অফিস। শনিবার বেলা আটটা কি নয়টা বাজিয়াছে, এমন সময় অমিয় ও অমলা আসিয়া বসুন্দিয়ায় পৌঁছিলেন। তাঁহারা বসুন্দিয়া হাটের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু কখনও চক্ষে দেখেন নাই। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা স্কুলের সীমার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। স্কুল-ঘর দেখিয়া ভাবিলেন এই বুঝি হাট ; সুতরাং স্কুল-ঘরের দাওয়ায় উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

“বোদিদি! হাটে এখনও লোক আসেনি কেন ?”

“এখনও হাটের বেলা হয়নি।”

“এখন কি করবে ভেবেছ ?”

“যে কাজের জন্ত বেরিয়েছি তাই করব—যার জন্ত প্রাণত্যাগ করিনি, তারই অন্বেষণ করব।”

“এখানে থেকে কি হবে ?”

“এখানে বেশী দিন থাকা হবে না ; যে কোন গতিকে হুক কলিকাতা যেতে হবে ; তবে বিদেশ বিভ্রম যেতে হলে সব যন্ত্রণার সন্ধান লওয়া আবশ্যিক ; আজতো এখানে থাকা যাক, তারপর যেমন হয় করা যাবে।”

ক্রমে বেলা দশ বাজিল ; স্কুলের ছাত্রেরা ক্রমে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল দেখিয়া অমলা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা ভ্রমে পতিতা হইয়াছেন এবং ছাত্রদিগের নিকট হাটের গথ অবগত হইয়া হাট অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা সাড়ে দশটা বাজিল ; যথাসময়ে বিধু বাবু স্কুলে হাজির হইলেন। জনৈক ছাত্র কহিল “মাষ্টার মশায়, আপনি মজুর খুজছিলেন, আজ ছুটো বেশ শক্ত মজুর এইখানে অনেকক্ষণ বসেছিল।”

বিধু বাবু—ছেলে মানুষ নয় তো ?

ছাত্র—আজ্ঞে না ; একজনের বয়স ১৭।১৮ হবে, আর একজন ১৪।১৫, খুব শক্ত বলে বোধ হয়।

“এখন তারা কোথায় ?”

“হাটের দিকে গেছে।”

তাদের একটু বসিয়ে আমাকে খবর

দিলেই পারতে ;—স্কুল-ঘরগুলো বেশ করে লেপে সেব মনে করেছিলুম ;—কত কাজ ছিল, ফুল গাছের গোড়াগুলো খুঁড়িয়ে নেওয়া হতো।”

“তারা এখনও হাটে আছে।”

“গিয়ে দেখে আসতে পার—আর যদি থাকে, তাদিগে একবারে সঙ্গে নিয়ে আসবে ;—বলবে যে মাষ্টার মশায় ডাকছেন।”

তাহাই হইল—তৎক্ষণাৎ একটা বালক দৌড়িয়া গিয়া হাট হইতে অমিয় ও অমলাকে ডাকিয়া আনিল।

মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন “তোরা ঘর লেপতে পারিস্ ?”

অম। আজ্ঞে পারি।

“কত ক’রে রোজ নিবি বল্।”

“কাজ করি, তারপর খুসি হ’য়ে যা দেন তাই নেব।”

“কতক্ষণ হ’তে কাজ করবি ?”

“সকাল হ’তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।”

“খাওয়া দাওয়া করবি কখন ?”

“আমরা দিনের বেলা খাই না—সন্ধ্যার পর গা হাত ধুয়ে একবারে রেঁধে বেড়ে খাই।”

“আচ্ছা তোরা তবে এখন কাজ কর—সন্ধ্যার সময় মজুরি দেব ; তোদের কাজের অভাব কি ? খাটতে পারলে এই বসন্তেই তোদের ৪৬ মাস কেটে যাবে।”

“কোথাকার ঘর লেপতে হবে ?”

“এই স্কুল-ঘর—আজ শনিবার আছে,

দেড়টার সময় ছুটি হয়ে যাবে ; তা তোরা ততক্ষণ ঐ পূর্ব দিকের ঘরটার কাজ কর, তার পর সব আয়োজন করতে কর্তেই ১২টা বেজে যাবে, তা হলেই আজ সকাল কবে স্কুলের ছুটি দিয়ে দেব।”

“আচ্ছা মশায়, তবে সব যোগাড় করে দিন্।”

“তোরা একটু বস, সব ঠিক করে দিচ্ছি।”

“তোদের বাসা হয়েছে কোথা ?”

“যার ঘরে কাজ করবো, তারই ঘরে বাসা।”

“তা বেশ, তোরা ইচ্ছা করলে আমার বার বাড়ীতে একটা ঘর আছে, সেখানে থাকতে পারিস্—তোদের কোনও কষ্ট হবে না।”

“মশায় আমাদের খাওয়া হ’ক বা না হ’ক, থাকবার ঘায়গা একটু ঘেরা ঘোরা হ’লে বড় ভাল হয়। আমরা বিদেশ বিভূম বড় যাই টাই না, আমাদের ফাঁকা ঘায়গায় থাকতে বড় ভয় করে।”

“না, আমার সে বেশ ঘর—তোদের ভয়ের কোনও কারণ নাই—বেশ সুখে থাকবি ; আমার বাড়ীতে থাকবি যখন তখন, আর তোদের চিন্তা কি ?”

“আজ্ঞে মশায় তাই হলেই হলো—তবে কোথা কি আছে এনে দিতে বলুন।”

বিধু বাবুর আজ্ঞামতে স্কুলের দপ্তরী অমিয় ও অমলাকে সঙ্গে লইয়া বিধু বাবুর বাসা হইতে ঘর লেপিবার আবশ্যক জিনিষ পত্র আনিতে গমন করিল।

এতক্ষণে আমরা অমিয় ও অমলাকে নিরাপদ স্থানে রাখিতে পারিলাম। বিধুবাবুব শাস্তিকুঞ্জে যখন তাঁহারা স্থান পাইলেন, তখন আর আমাদের চিন্তার কোনও কাৰণ নাই।

এখন আসুন,—

কে বিধবা কে সধবা দেখি অশ্বেষিয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কে পারে নাশিতে তায় বিধি রাখে যায় ?

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে সিপাহি বিদ্রোহের পর চিরস্মরণীয় মহাবাহী ভিক্টোরিয়া যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের ভার নিজ-হস্তে গ্রহণ করেন, তখন সকলেরই প্রাণে যেন নূতন আশার সঞ্চার হইল। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন, দেওয়ানী ও কোদারি কায্যবিধি প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল;—সকলের মনে আশা হইল যে, চুরী, ডাকাতি, নবহত্যা প্রভৃতি দেশ হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়া যাইবে, লোকে নিরাপদে দেশবিদেশে গমনাগমন করিতে পারিবে।

কিন্তু জঠর-আলার নিকট আইনের বল খাটে না। অভাব না হইলে মনুষ্য কখনও চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে না। ভারতবাসীর অভাব পূরণ হইবার নহে,—বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যে ভারতবাসীর শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী;—যে ভারতবাসীর বার্ষিক আয়

লোক প্রতি কুড়ি টাকার অধিক নয়;—যে ভারতবাসীর ছুরবস্থা দেখিয়া হিউম (A. O. Hume) সাহেব 'তাহাদিগের গলদেশে কলসী বন্ধন করিয়া নদীজলে নিমজ্জন শ্রেয়ঃ' বলিয়া নিদ্বারণ করিয়াছেন;—যে ভারতবাসীর ছুরবস্থা দেখিয়া ১৮৭৯ সালে জন্ম ব্রাইট তাহাদিগকে ইংলণ্ডবাসীর সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, 'ইংলণ্ডের অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ভারতবাসীর দারিদ্র্যের বিষয় কল্পনা করিতে পারে না';—যে ভারতবাসীর সপরিবারে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থা ও জরাজীর্ণ বসন পরিধান দেখিয়া ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে মিষ্টার মার্শম্যান ওজস্বিনী ভাষায় তাহাদিগের ছুরবস্থা লিপিবদ্ধ করেন;—যে ভারতবাসীর আর্জুনাদে স্ত্রীর চার্লস ইলিয়টেরও হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল;—যে দরিদ্র ভারতবাসীর উপর ইংরাজ বাহাদুরের বিচারে প্রজার মঙ্গলের জ্ঞান নূতন নূতন ছঃসহ করভার অর্পিত হইতেছে;—যে ভারতবাসীর জমিদারের কর্মচারীগণের কল্যাণে হিসাবানা, পার্কনি, মাথুট প্রভৃতিতে প্রকৃতিগণ অহরহ উৎপীড়িত হইতেছে;—সে ভারতবাসীর দেশ যদি ছুর্ভিক্ষের চিরসহচর না হয়,—সেখানে যদি দম্ভ্য তত্ত্বের উপদ্রবে প্রজাগণের পথ পর্যটন বিপদসঙ্কুল না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে ?

১৮৬১ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছুর্ভিক্ষের পর ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যা

ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্ণমেন্ট সময়োচিত প্রতীকার না করায় দেশের ছয় আনা রকম লোক খাওয়াভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পরেই ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; এই দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে না পাইতে পুনরায় ১৮৭৬ সালে দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ ভীষণ মুষ্টি ধারণ করে। এই সময় লোকের জীবন ও অর্থ রক্ষা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। রত্নপ্রস্থ ভারতবর্ষে আশান-ভূমে পরিণত হইল; অন্নভাবে মৃতজননীর স্তনে দুগ্ধ না পাইয়া অজ্ঞান শিশুসন্তান কখনও চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছে, কখনও বা ক্রোধে মাতৃবক্ষে চপেটাঘাত করিতেছে, কখনও বা অসহ্য উদরজালায় দংশিত্বাঘাতে মাতৃস্তন ক্ষতবিক্ষত করিয়া শোষণ করিতেছে, অবশেষে ক্ষুধায় কাতর ও বিবেকজরিত হইয়া স্নেহময়ী জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া তাঁহার শিশু তাঁহারই অবেষণে ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে। দেশ যেন জনশূন্য; বাহারা জীবিত, তাহাদেরও মুখে বাক্য নাই; হৃদয়ে ক্ষুধা নাই। বাহারা ধনবান্, তাহাদিগেরও মনে দিবারাত্রি হুচিন্তা;—দস্যুত্বের আশঙ্কায় সকলে যেন জড়সড় হইয়াছে। কেবল দস্যুভয় নয়; শৃগাল কুকুরের ভয়ে গৃহের বাহির হইতে কেহই সাহসী হয় না। বাহিরে যাইবার বিশেষ আবশ্যক হইলে অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া ১০২০ জন লোক দল বাধিয়া বাহির হইতে হয়। চারিদিকে

যেন হাট বসিয়া গিয়াছে; হাটের খরিদদার শৃগাল কুকুর, বিক্রেতা দুর্ভিক্ষ; বিক্রয়-দ্রব্য নরমাংস; পচামাংস খাইয়া তৃপ্তিলাভ হইতেছে না বলিয়া খরিদদারগণ টাটকা মাংসের জন্য জীবিত মনুষ্যকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। তখন সবলের রাজ্য; যাহার শারীরিক বল অধিক, সেই বল-পূর্বক দুর্বলের মুখের অন্ন কাড়িয়া খাইতেছে। এই দুর্ভিক্ষে কলিকাতা বর্ধমান হুগলী মেদিনীপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি সকল স্থানেই দস্যুর উপদ্রবে বিদেশগমন প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ হইলে কি হয়, খাজনা তো দেওয়া চাই! সুতরাং সকলকেই করের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত; কালেক্টরীতে সংক্রান্তির সূর্যাস্তমধ্যে খাজনা দাখিল করিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইয়া যাইবে; সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক অর্ধ-সংগ্রহ করিয়া জমিদারগণ কালেক্টরীতে দাখিল করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

২২ শে জ্যৈষ্ঠ; সূর্য্য প্রায় অস্তমিত; এমন সময় একটা গো-শব্দ কঁ্যাচ-কঁ্যাচ শব্দে মেদিনীপুরের সন্নিহিত গোপনন্দিনীর তলায় আসিয়া পৌঁছিল। গোপ একটা ক্ষুদ্র পাহাড়,—মেদিনীপুরের দুই মাইল আন্দাজ পশ্চিমে অবস্থিত; এখানে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অস্তাবধি বর্তমান; শুনিতে পাওয়া যায় যে ইহা মহারাত্রীদিগের দুর্গ ছিল। এই অট্টালিকা মুক্তিকা হইতে অতি উচ্চে

অবস্থিত ; ইষ্টকের পরিবর্তে ইহা বামা পাণথের নির্মিত ; এই স্থান অতি মনোরম, কিন্তু অল্প অল্প জঙ্গলাবৃত ; মেদিনীপুরের মধ্যে ইহা একটা দেখিবাব উপযুক্ত স্থান বটে ; এই স্থানে ক্ষণকাল উপবেশন করিলে মনে অনেক অতীত বিষয় পুনরায় জাগিয়া উঠে । এই গোপ পাহাড়ের তলদেশে একটা হিন্দুদেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত । এই দেবীর নাম গোপনন্দিনী ; মন্দির বটবৃক্ষতলে অবস্থিত ; রাখাল চক্রবর্তী দ্বারা প্রতিদিন ইহাব পূজা হইয়া থাকে ।

দেবীমন্দির দেখিয়া শকট আসিয়া বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইল । শকটচালক ব্যতীত আরও তিন জন বলিষ্ঠ বরকন্দাজ শকটের রক্ষকরূপে আসিয়াছিল ; শকটের মধ্যে কেবল মাত্র একটা স্তম্ভের বলিষ্ঠ যুবাশ্রয় । যুবকের নিকট একটা মাত্র ছোট কাষ্ঠসিন্দুক ; তিনি নিজে জমিদারীর টাকা দাখিল করিতে মেদিনীপুর কালেক্টরীতে যাইতেছিলেন । কাপড় চোপড়, টাকা কড়ি সমস্তই সিন্দুকের মধ্যে ছিল । যুবক শকট হইতে অবতরণ করিয়া দেবীর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং চারিটি পয়সা দেবীমন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন । বরকন্দাজগণও এই অবকাশে এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া ছুপ্তিসহকারে ধূমপান করিতে লাগিল ; এমন সময় সূর্য্যদেব অন্তাচলে গমন করিলেন ।

আর কালবিলম্ব যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া যুবক শকটারোহণ করিলেন ও দ্রুতগতি

শকট চালাইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । শকট বৃক্ষতল ছাড়াইয়া পাকা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল ; এমন কালে হৈ হৈ শব্দে ২৫ । ৩০ জন দম্ভা আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল । বরকন্দাজগণ প্রাণপ্রাণে যুদ্ধ করিতে লাগিল ; প্রমাদ বুঝিয়া যুবক শকট হইতে অবতরণ করিয়া দম্ভাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । অবশেষে দম্ভ্যগণ জয়লাভ করিল, যুবক, বরকন্দাজ ও শকটচালককে মাংসাতিকরূপে আহত করিয়া সমস্ত অর্থগ্রহণপূর্ব্বক দম্ভ্যগণ প্রস্থান করিল ।

ঈশ্বরের কি অপার মহিমা ! কখন যে কাহাকে কি ভাবে নিয়োজিত করেন, তাহা মনুষ্যের দূরবিগম্য । মনুষ্যেরা কি ভ্রান্ত ! যখন তাহার কোন একটা কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন মনে করেন যে, তাহাদেরই বুদ্ধিপ্রভাবে উহা সমাধিত হইল । ঈশ্বরের অমুগ্রহ না থাকিলে কোনও আশ্চর্য্য বিষয়ই জগতে প্রচারিত হইত না । ঈশ্বর যত্নে না করিয়া আমাদের দ্বারা কার্য্যসমূহ নিন্দাহ করাইয়া লন । তিনি পথপ্রদর্শক, আমরা পর্য্যটক মাত্র ; তিনি স্বত্বধর, আমরা অস্বত্বধারী মাত্র । যখন যে কার্য্য সমাধান আবশ্যক হয়, তখনই তিনি তদুপযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করেন । আজি ৪৫টা মনুষ্য দম্ভ্যহস্তে আহত হইয়া যুবক অবস্থার ধরাশায়ী ; তাহাদিগের উদ্ধার সাধনার্থ উপযুক্ত লোক আবশ্যক । ঈশ্বরের অভিলাম অবশ্য পূর্ণ হইবে ।

দৃশ্যগণ গ্রহণ করিবার পর ক্ষণকাল মধ্যেই টমসন মানক জনৈক সাহেব অল্প-চরবর্গসহ মেদিনীপুর হইতে সেই পথ দিয়া অধারোহণে গমন করিতেছিলেন। গোপনন্দিনীর নিকট আগমন করিলে, গৌঁ গৌঁ শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সাহেব অল্পচরবর্গকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন; এবং আলোকের সাহায্যে সেই স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। টমসন সাহেব ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিলেন; এবং সকলকে সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে বলিলেন; কারণ, দৃশ্যকে বিশ্বাস নাই, তাহারা তাহাদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে।

সাহেবের আজ্ঞামতে তাঁহার অল্পচর-

বর্গ শব্দ লক্ষ্য করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। বহু চেষ্টার পর তাহারা একটি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল এবং অল্প ৩৪ জন মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে বলিয়া জ্ঞাপন করিল। সাহেবের ও তাঁহার অল্পচরবর্গের যত্নে যুবক একটু সুস্থ হইলেন, সকলেই তাঁহার জীবনের আশা করিতে লাগিল। সাহেব যুবককে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

এই যুবকের নাম সুধীর; ইনিই হত-ভাগিনী অমিরের স্বামী।

“সুধীরে লইয়া সাথে স্মৃষ্ট টমসন
বর্দ্ধমান হাঁসপাতালে করিয়া স্থাপন।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরাণীচরণ হাজরা।

সতী-পঞ্চক।*

দ্বিতীয় স্তবক।

১। পতিব্রতা।

ইনি কৌশিক-পত্নী, মহাসাক্ষী; ইহার সতীত্ববলে মৃত পতিও জীবিত হইয়া-ছিলেন।

প্রতিষ্ঠান নগরে কৌশিক নামে এক পাপাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি তাঁহারই পত্নী। ব্রাহ্মণ পূর্বজন্মকৃত পাপ বশতঃ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। কিন্তু পতিব্রতা

* সতীশতক গ্রন্থ-প্রকাশিত প্রথম পাঁচটি সতীর গুস্তান্ত সঙ্কলনপুর্কক “সতীপঞ্চক” নামে একটি শ্রবক্ষ বামাবোধিনীতে মুদ্রিত করাতে গ্রন্থকর্ত্তা পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে আর ৫টি সতীর বিবরণ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া তৎপ্রকাশের অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থও খণ্ড খণ্ড আকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকর্ত্তার এ সৌজন্য, উদারতা ও সহৃদয়তার আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার বহু যত্ন পরিশ্রমের আকৃত ফল সাধারণের নিকট সাদরে অর্পণ করিতেছি। পৌরাণিক উপাখ্যানের ঘটনা ও বর্ণনার সত্যাসত্য বিচার না করিয়া ইহার ভাবার্থ সকলে গ্রহণ করেন, ইহাই একান্ত আশ্রয়। বা, বো, স।

সেই কুষ্ঠরোগী স্বামীর চরণে তৈলমর্দন, অন্ন সংবাহন, স্নান, প্রাসাচ্ছাদন, স্নেহা মুত্র পুরীষ ও রক্তপ্রবাহ পরিষ্কার, নির্জনে হিতকথা ও প্রিয়সম্ভাষণাদি দ্বারা দেব-নির্কির্শেষে তাঁহার পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পতি নিতান্ত রুগ্ন, কোপন-স্বভাব ও নিষ্ঠুর বলিয়া বিনীতা পত্নী দ্বারা নিরন্তর পূজিত হইয়াও তাঁহাকে সর্কদা ভৎসনা করিতেন। পতির চলিবার শক্তি ছিল না, তথাপি পাপপ্রবৃত্তি প্রবল ছিল। একদা পত্নীকে আদেশ করিলেন আমি যে এক পরম রূপবতী বারনারীকে দেখিয়াছি, সে যে রাজপুত্রের পার্শ্ববর্তী গৃহে বাস করে, তুমি আমাকে সেইখানে লইয়া চল। হে ধর্ম্মক্ষে! সেই আমার হৃদয়মাঝারে বর্তমান রহিয়াছে, অতএব আমাকে তাহার নিকট সত্তর লইয়া চল। আমি প্রাতঃকালে সেই সুরূপা অবলকে দেখিয়াছি; এক্ষণে রাজি হইয়াছে, তথাপি আমার হৃদয় হইতে তাহার ছবি অম্লহিত হইতেছে না। যদি সেই ভুবনমোহিনী তরঙ্গী সর্কাক্ষসুন্দরী বালিকার সহিত সম্মিলন না হয়, তবে দেখিবে যে নিশ্চয়ই আমার প্রাণত্যাগ হইবে। দেখ অনেক লোক তাহার প্রার্থী, আমার আবার দাবিদ্য ও চলিবার শক্তি নাই, সূতরাং আমার পক্ষে বিষম সঙ্কট হইতেছে। পতিব্রতা স্বামীর এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎকার্য্য-সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিলেন। পরে স্বামীকে

স্বীয় স্বক্ষে আরোপণ করিয়া মুহুম্ম-গতিতে ঘাইতে লাগিলেন। একে রাজি-কাল, তাহাতে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সূতবাং সেই স্বামীর প্রিয়কারিণী সংকুলসমৃদ্ধা মহাভাগা দ্বিজান্ননা ঢঞ্চল বিদ্রাং আলোকে ক্ষণে ক্ষণে অন্ন অন্ন দর্শন করিয়া রাজপুত্রের দিকে ঘাইতে লাগিলেন। তখন মাণ্ডব্য মুনি চোর না হইয়াও চোরসন্দেহে শূল-প্রোথিত হইয়া পথিমধ্যে অন্ধকারে অত্যন্ত ইজ্ঞা ভোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই পত্নী-রক্ত-সমাক্রান্ত বৌশিক ব্রাহ্মণের পদ সঞ্চালিত হইয়া মুনিবর মাণ্ডব্যের শরীর স্পর্শ করিল, পদাঘাতে ঋষিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “যে ব্যক্তি পদচালনা করিয়া আমাকে অধিকতর ব্যথিত করিল, স্বর্গোদয় হইলেই সেই ক্রুর পাপাত্মা নরাধম অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে প্রাণত্যাগ করিবে।” অনন্তর পতিপরায়ণ পতিব্রতা মুনিবরের এই নিদাক্ষণ শাপ শ্রবণ করত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন “স্বর্ঘ্য আর উদ্ভিত হইবে না।” তদনন্তর সেই পতিশোকা-কুলা ব্রাহ্মণ-পত্নীর আদেশে স্বর্ঘ্য দেবের জম্বুদ্বীপে রাজিই রহিল। এইরূপে বহু দিন পরিমাণে রাজি অতীত হইলে দেবতার ভয় পাইলেন। তাঁহার ভাবিলেন স্বর্গোদয় ভিন্ন জগতের রক্ষা আর উপায় নাই, এক্ষণে কি প্রকারে সৃষ্টি রক্ষা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন “তেজ দ্বারা তেজঃ ও তপ দ্বারা তপের বিনাশ হয়। পতি-ব্রতার সতীত্বমাহাত্ম্যে দিবাকর উদ্ভিত

হইতেছেন না। স্বর্ঘ্যোদয়ের অভাবে
 তোমাদিগের ও মর্ত্যগণের অত্যন্ত হানি
 হইতেছে, অতএব যদি তোমরা স্বর্ঘ্যোদয়ের
 অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা
 তপস্বিনী অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন
 কর।” অনন্তর অনসূয়া দেবগণ কর্তৃক
 প্রসাদিত হইয়া কহিলেন “তোমাদের
 অভিলষিত বিষয় বল।” দেবতারা কহিলেন
 ‘পূর্বের শ্রায় দিবা রাত্রি হইতে থাকুক।’
 অনসূয়া কহিলেন “পতিব্রতার কথা
 মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক যাহাতে
 পুনরায় অহোরাত্রের সংস্থাপন হয় এবং
 সেই সাধ্বীরও স্বামি-বিনাশ সংঘটন
 না হয়, সেইরূপে পুনরায় দিবসের সৃষ্টি
 করিব।” অনসূয়া এই বলিয়া সেই সতীর
 আলয়ে গমন করিলেন। তৎপরে পতি-
 ব্রতাকে নানাবিধ বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া
 কহিলেন, “কল্যাণি! তুমি তো স্বামীর
 মুখদর্শনে আত্মাদিত হইতেছ এবং সকল
 দেবতা হইতে স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান
 করিতেছ! দেখ, আমিও কেবল পতি-
 শুশ্রূষা দ্বারাই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি,
 এবং আমার সমস্ত অভিলষিত বিষয়
 সিদ্ধিহেতু বিয় ও প্রতিবন্ধক সকল
 তিরোহিত হইয়াছে। হে সাধ্বি! পুরুষগণ
 সর্বদা পঞ্চপ্রকার ঋণ শোধ করিবে :—
 স্বীয় বর্ণের ধর্ম্মানুসারে ধনসঞ্চয় করিয়া
 সঞ্চিত অর্থ উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ
 করিবে। আর সর্বদা সত্য, সরলতা,
 ভণ্ডা, দান ও দয়াপর হইবে এবং প্রতি-
 দিন শ্রদ্ধাসহকারে অন্নরাগসহ ঘেষ-

বিবর্জিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের যথা-
 শক্তি অনুষ্ঠান করিবে। পতিব্রতে!
 পুরুষগণ এইরূপ মহাক্রমশে স্বজাতি-
 বিহিত লোক সকল প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে
 ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোক সকলেও
 গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু
 সাধ্বী জীর্ণ একমাত্র পতিসেবা দ্বারাই
 পুরুষের বহুকষ্টার্জিত ঐ পুণ্য সকলের
 অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়। জীলোকের পক্ষে
 যজ্ঞ বা উপবাসের কোনও পৃথক বিধান
 নাই, কেবলমাত্র স্বামি-শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম,
 কারণ স্বামীই জীলোকের পরম গতি।
 দেখ পুরুষেরা দেবতা, অতিথি বা পিতৃ-
 গণের প্রতি সংক্রিয়া অমুসারে যে পূজাদি
 প্রদান করেন, অনন্ত-মানস-নারী কেবল
 পতিশুশ্রূষা দ্বারাই তাহার অর্দ্ধাংশ ভোগ
 করিয়া থাকেন।”

পতিব্রতা দেবী অনসূয়ার বাক্য শ্রবণে
 সমাদরসহকারে তাহার প্রতি পূজা করিয়া
 বলিতে লাগিলেন “হে স্বভাব-শুভদায়িনি!
 অস্ত্র আমি ধ্বংস ও অমুগৃহীতা হইলাম।
 সৌভাগ্যক্রমে দেবগণও আমার প্রতি
 দৃষ্টিপাত করিলেন। আপনি আজ
 আমার স্বামিভক্তির সংবর্দ্ধন করিলেন।
 আমি জানি যে নারীদিগের পতির তুল্য
 আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি প্রসন্ন
 থাকিলেই ইহলোক ও পরলোকে মহো-
 পকার সাধিত হয়। হে যশস্বিনি দেবি!
 একমাত্র পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহ-
 লোকে ও পরলোকে পরম সুখ ভোগ
 করে, কারণ ভর্ত্তাই রমণীদিগের এক

মাত্র দেবতা। হে শুভে! হে মাননীয়ে! আপনি যখন আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন, তখন আমাকে অথবা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে অমুমতি করুন! যথাসাধ্য আপনার বাক্য প্রতিপালিত হইবে।” অনসূয়া কহিলেন, “সাক্ষি! তোমার বাক্যানুসারে দিবারজনী অপান্ত হওয়ায় সংক্রিয়া সকল বিনষ্ট হইয়াছে—জগৎ ধ্বংসের উপক্রম হইয়াছে। সেই জন্যই দেবগণ আমার নিকট পূর্বের ত্রায় দিনযামিনী সংস্থাপন প্রার্থনা করার আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। হে তপস্বিনি! দিনের অভাবে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইতেছে, এই মহৎ আপদ হইতে যদি জগৎকে রক্ষা করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তবে হে সাক্ষি, তুমি সর্সজীবের প্রতি প্রসন্ন হও, স্বর্গ্যদেব পূর্বের ত্রায় উদ্ভিত হউন।” পতিব্রতা কহিলেন, “মাণ্ডব্য মুনি অত্যন্ত ক্রোধভরে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন, ‘স্বর্গ্য উদ্ভিত হইলেই তোমার প্রাণত্যাগ হইবে’।” অনসূয়া কহিলেন, “যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জীবিত করিব, এবং তিনি নব কলেবর প্রাপ্ত হইবেন। হে বরবর্গিনি! পতিব্রতা রমণীর মহিমা সর্সতোভাবে আমার আরাধনীয়, সুতরাং আমি তোমার সম্মাননা করি।” পতিব্রতা ‘তথাস্ত’ বলিলে স্বর্গ্যদেব উদ্ভিত হইয়া জগৎকে নবজীবন প্রদান ও কৌশিকের প্রাণ হরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ যেমনি

প্রাণ ত্যাগ করিয়া ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন, অমনি তৎপত্নী পতিব্রতা মহাশোকে চীৎকারপূর্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘন ঘন কল্পিত হইতে লাগিলেন। অনসূয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, “ভদ্রে, পতিগতপ্রাণে! তুমি বিষম্বা বা ব্যাকুলা হইও না, পতিব্রতা বিষম্বা হইতে পারে না। আমি পতিসেবা দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি, অচিরেই তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে। রূপ, শীল, বুদ্ধি, বাক্য ও মধুরতা প্রভৃতি সঙ্গুণ দ্বারা কখনও কোনও পরপুরুষকে যদি স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে আজ এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত যুবা হইয়া পুনর্জীবন লাভ করতঃ পত্নীর সহিত শত বর্ষ জীবিত থাকুন। আমি যদি অন্য দেবতাকে স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্য দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ নিরাময় হইয়া পুনর্বার জীবিত হউন। কায়মনোবাক্যে যদি স্বামীরই আরাধনায় আমার উত্তম থাকে, তবে এই দ্বিজবর জীবিত হউন।” তদনন্তর দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া যুব-কলেবরে অজর অমরের ত্রায় দেহপ্রভায় স্বীয় নিকেতন উজ্জল করতঃ সমুখিত হইলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবলোকে হৃন্দুভিক্ষণি হইতে লাগিল। অনসূয়া বিদায় লইলেন, পতিব্রতাও নীরোগ তরুণ স্বামী লাভ করিয়া মনের সুখে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

২। সুশোভনা ।

পূর্বকালে সন্মন নামক এক ব্রাহ্মণের আকথ নামে এক পুত্র ছিল। সেই আকথের পত্নীই সাধুশীলা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-রূপা দয়াবতী সাক্ষী সুশোভনা। আকথ মুনি পিতৃবর্জিত হইয়া পত্নীসহ অতি দরিদ্রভাবে পঞ্চাহ পরে ষষ্ঠ দিনে ভোজন করিতেন, কিন্তু তিনি পরম ধার্মিক ও করুণাসম্বিত ছিলেন।

একদা তিনি পঞ্চাহ উপবাসের পর ষষ্ঠাহে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং মধুর বাক্যে কহিলেন “হে বিপ্র! আমি এক মাস উপবাসী আছি, অল্প ভোজনের জন্ত তোমার আলয়ে আসিলাম, যদি তোমার দানের উপযুক্ত আহাৰ্য্য থাকে ভালই, নচেৎ অথের গৃহে যাইয়া ক্ষুধা শাস্তি করি।”

আকথ যতির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন “হে দ্বিজেন্দ্র! পঞ্চ দিবসের পর অল্প ষষ্ঠ দিবসে আমার গৃহে আহাৰ্য্য আসিয়াছে, অতএব আর কোনও চিন্তা নাই, আমি অবশ্যই ভবদীয় পাদপদ্ম প্রক্ষালনপূর্বক সংস্কার করিব।”

যোগী আকথের বাক্য শ্রবণপূর্বক অমুমোদন করিয়া তদগৃহে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। আকথ তাঁহার পাদপদ্ম দ্ব্যেত করিলেন। পত্নী সুশোভনাও আহ্লাদসহকারে বনজাত শাক মুলাদি পাক করিয়া প্রস্তুত অন্ন কদলী-

পত্রে পরিবেশিত ও ঘৃতযুক্ত করিলেন। যোগী অতি আদরে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই ভক্ষণ করিলেন, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

সন্ন্যাসীকে ভোজনে সুপ্রীত দেখিয়া তপস্বী আকথ সঙ্গীক পরমানন্দিত হইলেন। যতিবর ভোজনাশ্বে যথেষ্ট গমন করিলেন। তৎপরে সুশোভনা ও তৎ-স্বামী নিরাহারে সানন্দে জপ ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর যেই আকথ সাধুশীলা পত্নীর সহিত কপোতবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পঞ্চাহ অতীত হইলে জনৈক দিগম্বর চক্ষু কণ্ঠ ও পদবিহীন কুশাঙ্গ, ক্ষতনখ, তেজস্বী, সর্বশাস্ত্রপারদর্শী দ্বিজ সাম বেদগান করিতে করিতে তাঁহাদের গৃহে আগমন করিলেন। তদর্শনে আকথ সুশোভনাকে কহিলেন, “প্রিয়ে! এই যে বিকৃতান্ন ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন, ইহাঁকে আমাদের অথকার আহাৰ্য্য অন্নের অর্দ্ধাংশ প্রদান কর। অপরাধ তোমার নিজের নিমিত্ত রক্ষা কর; কারণ আমার বোধ হইতেছে যে, অথকার দিন তোমার উপবাসে গত হইলে পুনঃ ষষ্ঠাহ পর্যন্ত আহারাভাবে তোমার জীবনাভাব হইবে। তুমি অতি সুকোমলা, এক্ষণে সুদীর্ঘ উপবাস বহনে অক্ষমা।” সাক্ষী সুশোভনা কহিলেন “বিধাতৃকর্তৃক ললাটে লিখিত আয়ুঃ উপবাস দ্বারা ক্ষয় বা আহার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্মণকে এই অন্ন দান করিলে আমার কিছুই

শারীরিক কষ্ট হইবে না, প্রত্যুত অপার মানসিক আনন্দ লাভ হইবে।” আকথ কহিলেন “যখন চিরায়ুঃ যক্ষেরও মন্তক মুহূর্ত্তক ছিন্ন হইয়াছিল, তখন স্বর্গায়ুঃ মনুষ্যের কথা কি ? তুমি এই মত পরিত্যাগ করিয়া ভোজন কর, নতুবা তোমার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, ব্রাহ্মণকে আমার ভাগের অন্নদান করিব।”

স্বশোভনা কহিলেন “দেব, আপনি অল্প খাকিলে আমি কিপ্রকারে আহার করিব ? আমার কি অগ্রে ভোজন করা উচিত ? আপনিও আজ ত্রয়োদশ দিন আমার ত্রায় উপবাসী আছেন, তবে আমাকে এমত অমরোষ করিতেছেন কেন ? আমি আর একটি কথা বলি তাহা শ্রবণ করুন। অন্নই মূল, দেহধারী প্রাণীদিগের প্রত্যক্ষ প্রাণস্বরূপ, তদ্ব্যতীত পশুতগণ অন্নদাতাকে প্রাণদাতা কহিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু আর নাই এবং উহার দানে মহা পুণ্য হইয়া থাকে। বায়ুচালিত অশ্বখ-পত্রাগ্র-সংলগ্ন বারিবিদ্যুৎ ক্ষণপতনশীল জীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান না করিলে জীবনকে ‘ব্যর্থ’ করা হয়। ধর্ম্মই পরলোকের সহায় হন। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ও অজ্ঞাত বান্ধবগণ, ধনসম্পত্তি ও যৌবন’ ইহকালে মহোপকার সাধনে সমর্থ, কিন্তু পরলোকে সাহায্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ধর্ম্ম-চরণপূর্ব্বক মরণকেও ধর্ম্মকাণ্ড বলা

যায়। অতএব অতিথি-বঞ্চনাপূর্ব্বক অন্নভোজন দ্বারা আমাদের ফল কি ? ধর্ম্মায়া অথক সাধনী ভার্গ্যা স্বশোভনার এবম্বিধ সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে উভয়ে মিলিয়া হৃষ্টচিত্তে সমস্ত অন্ন ব্রাহ্মণ অতিথিকে দান করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভপবান্ শঙ্কবস্বরূপ ভাবিয়া তাঁহার জাহ্নু, জহ্মা, গুল্ফ ও পদতল প্রক্ষালন করিয়া গৃহস্থানে আনয়নপূর্ব্বক পাদসন্ধি উন্মোচন করত তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সমাক্ষ অর্চনাপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ভোজন করাইলেন। তদনন্তর বিকলঙ্গ দ্বিজ শিবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কহিলেন “আমি তোমাদিগকে বর দিবার জন্তই আগমন করিয়াছি, তোমরা উভয়ে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।” তখন আকথ ও তৎপত্নী স্বশোভনা নিরতিশয় হৃষ্টচিত্তে বিভূষাদে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎপদ-ভক্তি রূপ বরই প্রার্থনা করিলেন, এবং ঐ পুণ্যবলেই শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন।

৩। মনোরমা ।

ইনি সপ্তদ্বীপা সমাগরা পৃথিবীজয়ী মহায়া কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের সাধনী পত্নী। ইনি অতিশয় বিজ্ঞাবর্তী, যোগজ্ঞা, পতিসেবা-পরায়ণ, বুদ্ধিমতী ও মনোহারিনী ছিলেন। মনোরমা স্বামীকে পুরুষশ্রেষ্ঠ পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে উত্তম জানিয়া উর্দ্ধ্বাশ্রমে বহির্বাটিতে রাজ-সদীপে আগমনপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাজা

কার্ত্তীর্গ্যার্জুন রাজসভায়ো মনোরমাকে সন্দর্শন করতঃ প্রফুল্লনয়নে প্রসন্নবদনে তাঁহাকে কহিলেন, “প্রিয়ে! আমি জমদগ্নিকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলাম। তৎপুত্র পরশুরাম ভ্রাতৃগণসহ যুদ্ধার্থে নর্যদাতীরে উপস্থিত হইয়া আমাকে আহ্বান করিতেছেন। তিনি ভবানীপতির নিকট অপর্য্যাপ্ত পাইয়া একবিংশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূত্রা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আমার বামঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে এবং গত রাত্রিতে অন্তঃকলপ্রদ স্বপ্নও দেখিয়াছি। আমি যে সব বিষয় স্বপ্নে দেখিয়াছি তাহা পূর্বে কখনও চিন্তা করি নাই, অথবা আমার পিতা বা বাতিক কিংবা কফ জন্ম পীড়াদিও ছিল না। প্রিয়ে, এ বিষয়ে কি কর্তব্য তাহা বল।” স্বামীর এককথিত বাক্যশ্রবণে তৎপত্নী মনোরমা উত্তপ্ত-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে গদগদ স্বরে রাজাকে বলিতে লাগিলেন “হে মহারাজ! হে সুলভরাগ্রগণ্য! হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! হে প্রাণপতে! আপনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়, আপনি আমার শুভকর বাক্য শ্রবণ করুন। পরশুরাম নারায়ণের অংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অতি বলিষ্ঠ এবং জগদীশ্বর হইতে অস্ত্রাদি লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি ধরাকে একবিংশবার ক্ষত্রিয়শূত্র করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ-বাসনা পরিত্যাগ করুন। আপনি পাপা-চারী রাবণকে জয় করিয়া আপনাকে

বলবান্ বোধ করিতেছেন। রাবণকে আপনি নিজশক্তিতে জয় করেন নাই। সে পাপাত্মা নিজ পাপদ্বারা পরাজিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম রক্ষা করে না, জগতে কেহই তাহার রক্ষাকর্ত্তা হয় না, সে অধার্মিক মূর্থ আপনা আপনিই বিনষ্ট হয়, সে পাপী জীবিত থাকিলেও মৃত-তুল্য। অন্তর্ময়ী পরমাত্মা প্রতিক্ষণ লোকের শুভাশুভ কর্ম দর্শন করিতেছেন, অজ্ঞান লোকে তাহা জানিতে পারে না। হে মহারাজ! পুত্র ভার্য্যা প্রভৃতি পরিজন-বর্গ এবং ঐশ্বর্য্য সমস্ত জলবুদ্বুদের ত্রায় অচিরস্থায়ী। ইহাদিগের বিনাশ অখণ্ড-নীয়। এ সংসার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ত্রায় মিথ্যা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বদা ধর্ম-চিন্তা ও ভক্তিপূর্ব্বক তপশ্চা করিয়া থাকেন। নাথ! সেই ভগবান্ দত্তাত্রেয় মুনির জ্ঞানোপদেশ কি বিস্মৃত হইয়াছেন? তাহা না হইলে বিপ্রহিংসাতে কিরূপে আপনার মন গেল? আপনি উপবাসী থাকিয়া জমদগ্নির আশ্রমে বাইয়া তাঁহার আতিথ্যে শাস্তি লাভ করতঃ ভোজনান্তে সেই নির্দোষ আশ্রয়দাতা বিপ্রকে হত্যা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি গুরুজন ও দেব-গণের অনিষ্ট করে, তাহার প্রতি অভীষ্ট-দেব রুষ্ট হন, বিপদ তাহার নিকটবর্ত্তী হয়। হে মহারাজ! সেই দত্তাত্রেয় মুনিকে স্মরণ করুন। গুরুভক্তিই সকল বিপদ বিনষ্ট করে। রাজন! ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কিঙ্কর, আপনি যুদ্ধবাসনা ত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণপুত্র পরশুরামের শরণাপন্ন

হউন! সদ্গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেবতার মত শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলে আপনার অসম্মান না হইয়া মহৎ কীর্তি লাভ হইবে, সুতরাং জামদগ্নির শরণাপন্ন হউন।” মহাপতিব্রতা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বামীর মুখপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বারংবার রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনর্দার বলিলেন “মহারাজ! আপনি স্নান করুন, আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ অভিলষিত দ্রব্য ভোজন করাইব; রাজন! আপনার এই সুন্দর শরীরে আমি উৎকৃষ্ট চন্দন, অগুরু, মৃগনাভি, কুঙ্কুম এবং আবীর এই সকল গন্ধ-দ্রব্য অমুলেপন করিয়া দিব। হে নাথ! কিছুকাল সজ্জীকৃত শয্যোপরি বিশ্রাম করুন, আপনাকে এ জন্মেব মত দর্শন করিয়া লই। হে নরপতি! পতিব্রতা নারীগণের পতির প্রতি পুত্র হইতে শতগুণ স্নেহ হয়, ইহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং বেদশাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন।” মহারাজ মনোরমার বাক্যান্তে কহিলেন “হে প্রিয়ে! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমার সমস্ত বাক্যই শ্রবণ করিয়াছি। শোকার্ন্ত মনুষ্যের বাক্য সভামধ্যে গণ্য হয় না। হে সুন্দরি! সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, লোকের সহিত বিবাদ এবং লোভ এ সকল মনুষ্যের শুভাশুভ কর্মের ভোগ-কালে উপস্থিত হয়। কালই লোককে কখন রাজ্য প্রদান করিতেছে, কখন

মৃত্যুঘটনায় পাতিত করিতেছে; কালই আবার লোকের জন্মপরিগ্রহণ করাইতেছে, জগৎ সৃষ্টি ও বিলোপ করিতেছে; কালই জগৎ প্রতিপালন করিতেছে। সর্বশক্তি-মান্ ভগবানই লোকসমূহের অদৃষ্ট-শুভা-শুভ-ফলদাতা। সেই ভগবানের আজ্ঞায় এ সংসার একবার প্রকাশিত ও একবার লুপ্ত হইতেছে—মনুষ্যের স্বেচ্ছায় কিছুই হয় না। অতএব হে প্রিয়ে, নিবৃত্ত হও। আমি স্বেচ্ছাপূর্বক পরশুরামরূপ হতাশনে পড়িতেছি, ইহা মনে করিও না; আমি জানি পরশুরাম নারায়ণের অংশ হইতে উৎপন্ন। তিনি একবিংশতিবার ধরাকে নিন্মুক্তির করিবেন, তাহাও জানিয়াছি। হে সুব্রতে! কখনই পরশুরামের প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে না। আমি তাঁহার নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইব, ইহাও আমি সম্যক্রূপে অবগত আছি, জানিবে। আমি সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্য জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু কি নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় পরশুরামের নিকট নূনতা স্বীকার করিব? প্রিয়ে! তাহা কখনই হইবে না। এ ধরাধামে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্তি হইতে মৃত্যুলাভ শ্রেয়স্কর জানিবে।” নৃপবর এইরূপ বলিয়া রণ-গমনে উদ্যত হইলেন; বাদকগণকে রণবাত্ত বাজাইতে আদেশ করিলেন। এককোটি নরপতি, ত্রিলক্ষ প্রধান ভূপাল, মহাবলপরাক্রান্ত লক্ষ অকৌহিলী-পরিমিত সৈন্য, অশ্বহন্তী ও অসংখ্য পদাতিকসহ রণ-গমনে উদ্যত হইলেন।

রাজা স্বয়ং বর্ষধারণপূর্বক অক্ষয় বাণ-
যুক্ত ধনুক হস্তে লইয়া রণগমনোদ্ভূত
হইয়াছেন, ইহা দর্শন করতঃ সতী-
প্রধানা মনোরমা স্তম্ভভাবে দণ্ডায়মান
রহিলেন। তদনন্তর নিজ স্বামীকে বহু
অশ্রুনয় বিনয়েও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত
করিতে অসমর্থ হওয়াতে সতী ক্রীড়া-
গারে প্রবেশ করতঃ কান্তবীৰ্যা মহা-
রাজকে ক্ষণকাল শয্যোপরি বসাইয়া
তঁাহার মুখপদ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন।
মনোরমা স্বামীর প্রমুখাং যাহা যাহা শ্রবণ
করিলেন, তদ্বারা ভবিষ্যৎ কার্য্য সমস্ত
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং
পরিণাম অমঙ্গলজনক ইহাও নিশ্চিত-
রূপে বুঝিলেন। তখন তিনি পুত্রগণ,
জ্ঞাতিবর্গ এবং স্বীয় কিস্করগণকে সম্মুখে
আনিয়া শীহরিপাদপদ্ম স্মরণ ও সংসাবকে
অসাব জ্ঞান করতঃ যোগাবলম্বনপূর্বক
নিজ শরীরস্থ ষট্চক্র ভেদ করিলেন।
পরে মস্তকেপরি প্রাণবায়ুকে উত্থাপিত
করিয়া বৃন্দবৃন্দ সদৃশ বিষয় হইতে আকর্ষণ-
পূর্বক স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে ব্রহ্মবদ্ধস্থিত
সহস্রদলপদ্ম মধ্যে স্থাপন ও নিষ্কল
পরমব্রহ্মের জ্ঞানরজ্জু দ্বারা বন্ধন করত
ত্রিবিধ কৰ্ম্ম সমূলে সন্ধ্যাস করিলেন।
এইরূপ অবস্থায় তিনি স্বামীর অগ্রেই
প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তখনও
তঁাহার দৃষ্টি নিষ্কাম ভাবে স্বামীতে বদ্ধ
এবং তঁাহার বাহ্যিক প্রাণাধিক প্রিয়তম
পতির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আছে।
পত্নীকে মৃত দেখিয়া রাজা বহু শোক

ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে
দৈববাণী দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে গমন
করিয়া রাজাও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন।
সাপ্তবী মনোরমার সহিত সম্মিলনে
উভয়ে পরমানন্দে স্বর্গস্থ ভোগ করিতে
লাগিলেন।

৪। বেদবতী।

ইনি চিরকুমারী মহাজ্ঞানশীলা এবং
ধাৰ্ম্মিকা ছিলেন। ইনি মহাত্মা কুশধ্বজের
ওরসে মালবতীর গর্ভে লক্ষ্মীর অংশে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ভূমিষ্ঠ
হইবামাত্রই উত্তমজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া
স্মৃতিকা-গৃহেই বেদ পাঠ করিয়াছিলেন,
তজ্জন্মই মনোমিগগ ইহার নাম বেদবতী
রাখিয়াছিলেন। ইনি সত্ৰাট-কথা হইয়াও
জাত মাত্রেই স্নান করতঃ তপস্তার জ্ঞাত
বনে গমন করিয়াছিলেন।

এই বালিকা তপস্বিনী এক ময়ূর
কাল পুষ্করতীরে উগ্র তপস্তা করিলেন,
কিন্তু তাহাতে তঁাহার কিছু মাত্র ক্লেশ
হইল না; বরং নিরাহারে নববোদন-
সম্পন্ন হইয়া তঁাহার শরীর পুষ্ট ও
জ্যোতির্ময়ী কাস্তিবিশিষ্ট হইল। একদা
তিনি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন “হে
সুন্দরী! তুমি জন্মান্তরে জগদীশ্বর হরিকে
পতি পাইবে, সেই ব্রহ্মাদির দুরাধা পতি
লাভ করিয়া স্ত্রুথে অবস্থান করিবে।”
এইরূপ দৈববাণী শ্রুত হইয়া পুনর্বার
অত্যধিক উত্তম সহকারে গন্ধমাদনে অতি
নির্জনে কঠোর তপ্তা আরম্ভ করিলেন।

কুশলজ-কন্ডা বেদবতী গন্ধমাদনে বহু কাল তপস্তা করত সেই স্থান নিরাপদ মনে করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার সম্মুখে মায়াবী লঙ্কেশ্বর রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহাকে অতিথি-জ্ঞানে পাণ্ডুর্য্য দ্বাৰা সংকর করিত সুব্রাহ্মণ্য ফল মূল ও সুশীতল জল প্রদান করিলেন। পাপিষ্ঠ রাক্ষস তাহা ভোজন করিয়া তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুন্দরি! তুমি কে? কাহাব কন্যা?” বেদবতী নিকন্তরা হইয়াছিলেন। মুচমতি রাবণ সেই মনো-হারিণী, শরৎকাশীন পদ্মের ছায় প্রফুল্ল-বদনা সুহাসিনী সুদর্শনা বেদবতীকে দর্শন করত হতজ্ঞান হইল। তৎপরে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে উত্তত হইল। তখন সতী বেদবতী স্তীক্ল ক্রোধময়ী দৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিলেন। পামরের হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি সমস্তই জড়ীভূত হইল—সে আর নড়িতে চড়িতে পারিল না। পাপিষ্ঠ তখন সেই সুপবিত্রা পদ্মাংশসম্বৃতা পদ্মলোচনা সতী বেদ-বতীকে মনে মনে শুভ করিতে লাগিল। দেবী বেদবতী তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনর্বার প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং বলিলেন “তুমি এই আমার জন্ম সবাক্ষবে বিনষ্ট হইবে।” সতী এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া ঘন ঘন কম্পিতা হইতে লাগিলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন “তুমি যখন আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছ, তখন এ অপবিত্র দেহ ত্যাগ

করিব, তাহা দর্শন করা।” এই বলিয়া মহাজ্ঞানশীলা ধ্যাপবায়ণা যোগজ্ঞা বেদ-বতী যোগবলে প্রাণবায়ু নিরোধ করিলেন এবং জ্যোতিষ্ময় আভায় বনস্থল প্রোজ্জ্বল কাবয়া দিবাগোকে চলিয়া গেলেন। গাঢ় তাঁহার মৃতদেহ গন্ধাজলে নিক্ষেপ করিল এবং “আহা! কি অক্লুত বাণীর দর্শন কাবয়াম, চায়! আমি কি অন্ধ্যায় কাগই কাবলাম” এই প্রকাব নানারূপ বিগাপ পবিতাপ করিতে করিতে নিজ-আলয়ে গমন করিল। এই মহাসাদ্বী বেদবতীই কালাস্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

৫। কালিন্দী।

ইনি সগরেব জননী, অযোধ্যাধিপতি মহায়া অমিতের সাদ্বী পত্নী। মহাবাজ ভরত-পুত্র অমিত, শশবিন্দু ও হৈহয় প্রভৃতি নৃপতিগণসহ যুদ্ধে অগ্ন সৈন্ত-বলপ্রযুক্ত পরাস্ত হইয়া নির্বাসিত হইলে, এই পতিব্রতা সতী তাঁহার অনুগামিনী হন। রাজা হিমালয় প্রদেশে তুণাবাত্ত ভীষণ অরণ্যে তপস্তায় নিযুক্ত হইলে তিনিও শারীরিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী সম্রাসিনীর ছায় একাগ্রচিত্তে তাঁহার শুক্রযা করিতে লাগিলেন। মহারাজ অমিত কালক্রমে লোকাস্তর-গত হইলে ইনি গর্ভবতী থাকিতে মহর্ষি চাবনের আদেশে প্রাণত্যাগ করেন নাই। একদা ইহার সপত্নী গর্ভ বিনষ্ট করিবার মানসে ইহাঁকে গরল মিশ্রিত খাদ্য প্রদান

করেন। তখন সাধ্বী-বিধবা নিরাশ্রয়া কালিন্দী মুচ্ছিতা হইয়া পড়েন। তদনন্তর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শোকতরে কাদিতে কাদিতে সেই দেবতুল্য তেজঃসম্পন্ন ভৃগু-নন্দন মহাত্মা চ্যবনসমীপে গমনপূর্বক ভূ-পতিতা হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। সর্বজ্ঞ মহর্ষি সেই পুরাণিনীর মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন “মহাভাগে! তোমার গর্ভ নষ্ট হইবে না, তোমার গর্ভে মহাতেজস্বী, মহাবলশালী, ভুবনবিজয়ী, মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন ক্রীমান্ পুত্র জীবিত আছে; অচিরকালমধ্যে তোমার সেই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে। কমল-লোচনে! তুমি আর শোক করিও না।” তদনন্তর সেই পতিব্রতা বিধবা রাজপত্নী মুনিকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। কালক্রমে মুনিস্বর যখন

রাজভবনে উপস্থিত হন, তখন রাণী এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তাঁহার গর্ভ বিনষ্ট করিবার জন্য সপত্নী যে গরল বা গর দিয়াছিল, তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিত উৎপন্ন হওয়ায় মহাত্মা চ্যবন ঐ নবজাত শিশুকে “সগর” নামে আখ্যাত করেন। এই সগর সমস্ত পৃথিবী শাসন করেন এবং তাঁহার যষ্টিসহস্র একটা পুত্র হয়। এই সগর-পুত্রগণই পৃথিবীর চারিদিকের চারি সাগর খনন করেন। মহাসতী কালিন্দী সপত্নী বিষপ্রদান করিলেও তাঁহাকে কোন প্রকার অভিসম্পাত কবেন নাই। তাঁহার ঔদার্য্য, ধৈর্য্য এবং ধর্ম্মভাবের তুলনা নাই। তাহা সর্বদেশীয় সর্বকালীন নারীর অমুকরণীয়।

শ্রীনির্মলাবালা।

বর্ষায় পদ্মা।*

অগ্নি পদ্মে! একি হায় একি তোর মতি!
একি ঘোর অট্টহাসি,
উগ্রচণ্ডা মুক্তকেশী,
একি ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূর্তি!
চরণ-দাপটে যে রে,
ধরা টলমল করে,
ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যে গরাসিতে ক্ষিতি,
ঘোর গরজনে আজি,
আবার চলেছ বুঝি,

তাই এ রুদ্রাণী বেশ এ উন্মাদ গতি!
একি সর্বনাশী ক্রোধ আশুরী শক্তি! ১
শ্রামল সুন্দর কত গ্রাম সুশোভন!
নয়নরঞ্জন ক্রত,
সুখময়ী পল্লী শত,
কত সৌধ অট্টালিকা আনন্দ-ভবন!
দরিদ্রের মহামুলা,
প্রাণের শোণিততুলা,
সবুজ শস্ত্রের ক্ষেত কুটার প্রাঙ্গণ।

* পদ্মা পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ নদী। এই ভয়ঙ্কর নদী উক্ত অঞ্চলের কত দেশ ও কত গ্রাম ভাঙ্গিয়া যে কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সবি তোর কুক্ষিগত,
হয়েছে জন্মের মত,
মিটাইতে তোর ক্ষুধা গিয়াছে সে ধন ।
তোর মত নিরদয়া,
কঠিন পাষণ-হিয়া,
হেন সৰ্বগ্রাসী তুমা তোমার মতন,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে দেখিনি কখন ! ২
তবুও অনন্ত আশা মিটিল না হয় !
আবার তাই গো হেরি
গভীর গৰ্জন কবি,
দিতে বাস্ রসাতলে কাহাবে কোণায় !
কি ঘোর আতঙ্কভরে,
পরাণ কেমন করে,
বাস্নে বাস্নে তুই ফিরে আয় আয় !
কাঁদাইতে বিশ্ববাসী,
ওই থল থল হাসি,
হাসিয়া অমন করে এ ঘোর নিশায়,
বাস্নে মিনতি তোর, আয় ফিরে আয় । ৩
ভরা ভাদরের জল কাণায় কাণায়—
নাহি কুল—নাহি তীর,
ধু ধু করে সিদ্ধনীর,
প্রাঙ্গণে মাঠেতে এক স্রোত বয়ে যায় ।
সাদা ধবুধবে জলে,
সবুজ শিরটি তুলে,
ডুবিয়া অতল তলে ধান গাছ চায় ।
লতা পাতা থরে থরে,
ভাসিছে সলিলপরে,
কুম্ভী তাহারি সাথে ভাসাইয়া কার,
আধেক নয়ন খুলে,
মুহু বায়ে ছলে ছলে,
চেয়ে যেন কার পানে মহা উতলায় ।

ছোট বড় ঢেউগুলি,
নাচিয়া নাচিয়া হলি,
কি জানি কাহার আশে চলেছে কোণায় ;
ছুটিছে জলের স্রোত হেণায় হোণায় । ৪
চারিদিকে জল-ঘেবা গৃহস্থের বাড়ি !
ছোট বড় দ্বীপগুলি,
যেন রে আধেক হেলি,
ভাসিছে মুখটি তুলি জলের উপরি ।
কাহার ঘরের বেড়া,
তইয়াছে আধ-পড়া,
কার স্রোতে ভেসে গে'ছে হরি, হরি, হরি !
উপরে চালটি শুধু,
দাঁড়ায়ে রয়েছে ধু, ধু,
ঘরের ভিতরে জল আছাড়িয়া পড়ি
চলিয়াছে কুল কুল,
দেখে হয় দিক ভুল,
উঠানে দাঁড়ায়ে গাভী বালকের সারি,
সভয়ে রয়েছে চেয়ে,
দাঁড়ি মাঝি গান গেয়ে,
চলেছে তাহারি পাশে ভাসাইয়া তরি ।
ও পারেতে গ্রাম্য বধু,
মু'খানি তুলিয়া শুধু,
আকণ্ঠ ডুবায় জলে ঘোমটা ভিতরি,
কলসী ভাসায়ে দিয়া কি দেখিছে মরি ! ৫
বিদায় নিতেছে সন্ধ্যা আকুল হিয়ায় ;
ধীরে ধীরে রান্ধা রবি,
যেন রে সোণার ছবি,
চলিয়া পড়িছে ওই আকাশের গায় ।
সারা দিবসের পরে,
বকগুলি ডানা ঝেড়ে,
সারি গোঁথে মেঘপাশে চলেছে কোণায় !

মাছরাঙ্গা মহাস্থে,
ছুটিছে আহা-মুখে,
ঐবাটি ঝাঁকায় হংসী নীড় পানে ধায় ।
জলিল সাঁঝের বাতি,
দেবতার সঙ্কারতি,
ধূপের পবিত্র বাস ভাসিয়া বেড়ায় ।
আমি রে এ দ্বীপে বসি,
হেরি সারা দিনা নিশি,
পরাণ-পাগল-করা—এই বরষায় ।

দেখি এ জলের রাশ,
কেবলি রে লাগে ত্রাস,
আজি কত দিন পরে আসিয়ে হেথায় ।
কোন সে অজানা দেশে,
আগ শেতে চায় ভেসে,
অগ্নি পদ্মে! আজ মোরে দাও গো বিদায়,
কি জানি আবার কবে আসিব হেথায় ।
আবেগ-রচয়িত্রী ।

নবীন ভারতী ।

মেওয়া গাছ রোপণ করিতে গেলে
প্রথমে মাটির পাট ভাল করিয়া করিতে
হয়। মাটিতে কঙ্কর, কাঁটা, খোঁচা
প্রভৃতি থাকিলে বীজের অঙ্কুবই হইবে
না। যদি হয়, অঙ্কুরেই তাহা বিনষ্ট হয়।
কাঁটা খোঁচা বাছিয়া ভাল মাটিতে গাছ
পুতিয়া জলসেচন করিতে করিতে তাহার
অঙ্কুর হয়। এই অবস্থায় অনেক শত্রু।
কীট সকল তাহার কচি মূল দংশন
করিতে পারে, পতঙ্গ সকল তাহার
কোমল পত্রের রস শোষণ করিয়া
তাহাকে মারিতে পারে। অঙ্কুর যখন
দলে দলে বিকশিত হইয়া উঠে উন্মিত
হয়, তখন জীব জন্তু সকল মাড়াইয়া
নষ্ট করিতে পারে। ছোট গাছটি
ছাগলে মুড়ায়, বড় গাছটি গো মহিষে
খাইয়া ফেলে। এইজন্য তাহার চারি-
দিক্ ঘেরিয়া কাঁটার বেড়া দিতে হয়।

তখনও গাছের উপযুক্ত ছায়া ও আতপ
চাই, তবে তাহা শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত
হইয়া উঠিবে। গাছ যখন বড় হইয়া
ছাগল গরুর মুখ ছাড়াইয়া উঠে, তখন
তাহার জীবন অনেকটা নিরাপদ হয়।
কিন্তু তখনও তাহার তত্ত্বাবধান করা
চাই। গাছের গোড়ার মাটি নরম
রাখিতে হয়, পিপড়া, শামুক, কীট
প্রভৃতি মূলে বা শাখায় ধরিলে ছাড়াইয়া
দিতে হয়। ঝড় বৃষ্টির উৎপাতে তাহার
গুঁড়ি বা শাখার ক্ষতি হইলে ঠেকা দিতে
হয়। যখন গাছটি নিরাপদে স্থানরূপে
বর্দ্ধিত হইয়া এক একটা মুকুল ধারণ
করে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে
চারিদিক্ আমোদিত হয়, মালীর হৃদয়
প্রফুল্ল হইয়া ফলের আশা করে। তখনও
ঝড়, কোয়াসা, শীলাবৃষ্টিতে মুকুল বিনষ্ট
হইতে পারে। সকল আপদ কাটাইয়া যখন

একটা মেওয়া ফলে, তখন কি আনন্দ! সেই মেওয়া পাকিলে মাণী স্বয়ং ভোজন কবে, অপরকে খাওয়ায়। অপূর্ণ আশ্বাদনে কত সুখ—কত তৃপ্তি! আবার সেই এক ফলেব বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া আরও কত মেওয়া ফলে!

ধর্মসম্বন্ধেও এইরূপ। ধর্মের বীজ অর্থাৎ উপদেশ যে সে ভূমিতে ছড়াইলে হয় না। যে মনে অহঙ্কার, কপটতা ও অশ্রদ্ধা আছে, তাহাতে ধর্মোপদেশ কোন কার্যকর হয় না। মনের এই সকল কাঁটা খোঁচা দূর কবিয়া তাহাতে সরলতা, বিনয়, শ্রদ্ধার সঞ্চার করিতে হইবে, তবে তাহাতে ধর্মের অঙ্কুর হইবে। যত্র ও সাধন জল নিয়ত সেচন করা আবশ্যিক। ধর্মবীজ অঙ্কুরিত হইলে তাহা বিনষ্ট করিবার জন্ত ছোট বড় অনেক শত্রু আসিয়া জুটে। অন্তরের শত্রু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এবং বাহিরের শত্রু—নিন্দা, ভৎসনা, তাড়না, উৎপীড়ন এবং বোগ শোক ও বিপদের নানা প্রকার পরীক্ষা। সংযমের বেড়া দিয়া ধর্ম-তরুকে ঘেরিতে হয় এবং ঐর্ষ্যা,

সহিষ্ণুতা ও ঈশ্বরনির্ভর দ্বারা সকল পরীক্ষা অতিক্রম করিতে হয়। সাধনের জল সেচন এবং ব্রহ্মরূপার প্রতি দৃষ্টি সর্বদাই আবশ্যিক। অমুকুল যাহা তাহার গ্রহণ এবং প্রতিকূল যাহা তাহার বর্জন চাই। সাধুসঙ্গ, সংশাস্ত্র ও সদ্গুরু উপদেশেব সাহায্য লইতে হয় এবং কুসঙ্গ, কু-তর্ক, কুকথা ও কদাচার বিষয় বর্জনীয়। দোষাগাক্রমে ধর্মতক বর্দ্ধিত হইয়া যখন ঈশ্বর-বিশ্বাসে বদ্ধমূল এবং ঈশ্বর-ভক্তিতে সবস হয়, তখন তাহার এক একটা মুকুল ও ফুল কত শোভা ও সৌভ বিস্তার কবে! রিপু সকল প্রবল হইয়া ইহাদেরও বিনাশসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু সকল বিপদ কাটিয়া গিয়া যখন ধর্মতক এক একটা মেওয়া ফলে, তখন সাধকের সকল পরিশ্রম সাংগক হয়। এই মেওয়ার অমৃত পান করিয়া সে নিজে ধন্য হয় এবং জগৎকে পবিত্রেশন কবিয়া সকল নর-নারীকে অপূর্ণ সুখে সুখী করে। এই মেওয়াব বীজ হইতে আবার কত মেওয়া গাছ উৎপন্ন হইয়া মানব-সংসারকে অমৃত-ময় করিয়া দেয়।

“আল্লাহ্ আকবর।”

(রাতি ৪টার লিপিত)

১
কে তুমি নিশীথকালে, “আল্লাহ্ আকবর”
বলে,

ডাকিছ মধুর তানে, জগত-পিতায়?

ডাক ডাক প্রাণ থলে, ডাক ছই বাহু তুলে,
“আল্লাহ্ আকবর” বলে, ডাক পুনরায়।

২

তব স্বর সুধাসম,

পশিয়া শ্রবণে মম,

অমৃত সিকিল যেন প্রাণেব ভিতর ;
হয়োনা উৎসাহহীন, ডাক তাঁয় নিশি
দিন,

হবে সর্ব পাপক্ষয় পবিত্র অন্তর।

৩

চিত্তশুদ্ধি নাহি যার, সকলি বিকল তার,
দান ধ্যান জপ পূজা, যথা পরিশ্রম ;
প্রেম ভকতিতে গলে, “আল্লাহ্ আকবর”
বলে,
নিকাম হইয়া ডাক, যাবে স্বর্গধাম।

৪

ভেদাভেদ পরিহারি, গলা ধরাধরি করি,
হিন্দু মুসল্লি উভে এস ডাকি অনিবার ;

তব সঙ্গ পাই যদি, পবিত্র হইবে জদি,
আমারো নির্দোষ-পথ হইবে প্রসার।

৫

পাছে সঙ্গী হই তব, তাই কি হলে নীরব
তিনবার মাত্র ডাকি, “আল্লাহ্ আকবর” ?
হুঃসহ নরক-ত্রাসে, যাচি গললয়বাসে,
ডাক সাধু, ডাক ডাক আর একবার।

৬

শুনি তব নামধ্বনি, পরব্রহ্ম চিন্তামণি,—
বৈকুণ্ঠে দাঁড়ায়ে শুভ কর প্রসারিয়া ;
চল ভাই সঙ্গে লয়ে, অন্ধ্রে পথ দেখাইয়ে,
পুষ্পগহ কীট যথা, যাই উতরিয়া।

ক, চ, হা।

বড়লাটের পরিবর্তে বড়লাট।

লর্ড কর্জন ৫ বৎসর প্রবল প্রতাপে
ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিয়া বিলাতের
কর্তৃপক্ষের এত প্রিয় হন যে, তাঁহার
তাঁহার শাসনকাল আবও দুই বৎসর
বাড়াইয়া দেন। হুঃখের বিষয় এক বৎসর
গত হইতে না হইতে তিনি কার্য
পরিচাল্যে বাধা হইয়াছেন এবং তাঁহার
স্থানে গত ২০এ আগষ্ট লর্ড মিণ্টো রাজ-
প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। লর্ড কর্জন
নানাকারণে ভারতবাসীদের অপ্রিয়,
আবার ইংলণ্ডের স্বজনদিগেরও অপ্রিয়
হইয়া স্বদেশ গমন করিতেছেন। তাঁহার
পুনর্দ্বারা বড়ই বিষাদকর।

লর্ড কর্জন বিলাতের কর্তৃপক্ষের কেন

অপ্রিয় হইলেন ? এই কর্তৃপক্ষ ভারত-
সামরিক বিভাগের একটা নূতন ব্যবস্থা
করেন, সম্ভবতঃ বর্তমান প্রধান সেনাপতি
লর্ড কিচেনার তাহার মন্ত্রণাদাতা। ইহাতে
বড়লাটের ক্ষমতার কিছু খর্বতা হইয়াছে,
সুতরাং ইহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।
গত জুন মাসে এ জন্য তিনি পদত্যাগে
উত্তম ছিলেন। কিন্তু বিলাতী গবর্ণ-
মেণ্ট তাঁহার মতামুসারে ব্যবস্থার কিছু
কিছু পরিবর্তন করিতে তিনি তাঁহাদের
সম্পূর্ণ অমুগত হইয়া কার্য করিতে স্বীকৃত
হন। তৎপরে সামরিক ভাণ্ডারাদ্য-
পদে তিনি ভারতীয় একজন সেনাপতিকে
মনোনীত করিয়া তাঁহার নিয়োগ জন্য

অমুরোধ কবেন। এ পদে লোক নিয়োগ করিবার অধিকার ষ্টেট সেক্রেটারীর। তিনি বড়লাটের মনোনীত লোক পছন্দ করেননা এবং কিচেনারের সহিত পরামর্শ করিয়া অত্র লোক মনোনীত করিতে বলেন। ইহাতেই বড়লাট আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া রাগে ক্ষোভে পদত্যাগের প্রার্থনা কবেন। তাঁহাকে পুনর্নির্দেশনাও জ্ঞাত বাব বার অমুরোধ করা হয়। তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়াতে রাজা এডওয়ার্ড তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্থানে লর্ড মিটোকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি অক্টোবরের শেষে যাত্রা করিয়া নবম্বরে ভারতে আসিবেন। লর্ড কর্জন তত দিন অপেক্ষা না করিলে মাস্ত্রাজের গবর্নর লর্ড আফিল পুনর্বার রাজপ্রতিনিধির প্রতি-নিধির করিবেন। অত্যন্ত অভিনানে লর্ড কর্জনের এই দশা ঘটিল। ষ্টেট সেক্রেটারী শেষে প্রকাশ করিয়াছেন, লর্ড কর্জনের নিয়োগাবধি তাঁহার অমুরোধ বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—এমন কি বঙ্গবিভাগেও সম্মতি দিয়াছেন—আব কত করিবেন? লর্ড কর্জন কিন্তু তাঁহার অমুরোধ-প্রত্যাখ্যান অসম্বোধে পদত্যাগ করিলেন।

লর্ড কর্জন অসাধারণ ক্ষমতাবান্ ও গুণবান্ পুরুষ। তাঁহার কৃত সংকল্প ও উপকারের জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বিনিময়ের হ্রিসতা, লবণ-করহাস, ইনকমট্যাক্স দায় হইতে ১০০০ টাকার

নূন আয়ের লোকদিগকে অব্যাহতি দান, রেলওয়ে বোর্ড স্থাপনপুঙ্ক বেলওয়ে কার্গ্যপনালী সংস্কার এবং ৩য় শ্রেণীর ভাড়া কমান, ভারতের প্রাচীন স্থপতি-কীর্তি এবং মৃত মহাত্মাদেব স্মৃতি রক্ষাব ব্যৱস্থাপন, রাজকীয় পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির নিৰ্ম্মাণ, জর্জিফ দমন, ইংরাজ অত্যাচার শাসন এবং আফ্রিকাতে ইংরাজ সৈন্যরক্ষাব ব্যয়ভার হইতে ভাবতের পবিত্রাণ, ইত্যাদি সু-কীর্তিব জন্য লর্ড কর্জন স্ববণীয় হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তিব্বৎ শুল্কি অভিনান, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, মিউনিসিপাল স্বায়ত্ত-শাসন উৎসেদন, কনভেক্সেন বজুতা, গুপ্তপ্রেস বিধি, প্রতিযোগিতা-পৰীক্ষা-স্থানে অমুগ্রহ-বিধি এবং বঙ্গচ্ছেদব্যবস্থা প্রভৃতিব ন্যায় যে সকল অপকীর্তিব জন্য তিনি সমুদায় ভারতবাসীর অশ্রিয় হইয়াছেন, তাহা তাঁহার শাসন-ইতি-হাসের চিরকলঙ্ক হইয়া থাকিবে। তিনি বাঙ্গালী জাতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদেব যে মহানিষ্ঠ সাধন করিলেন, তাহাব ক্ষতিপূরণ কি সম্ভব? তবে তাঁহাব দোষাত্ম্যাহেতু সমগ্র বাঙ্গালীর মধ্যে এতটা অভূতপূৰ্ণ জাতীয় প্রাণ সংহারিত হইয়াছে, ইহার জন্য তাঁহাকে দণ্ডবাদ করি।

লর্ড কর্জনের স্থানে যিনি ভারতে প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি :—

• আরল মিটোর পূবা নাম—গিলবার্ট

জনু মার কিনিনমণ্ড এলিয়ট, জি-সি-এম-জি, ডি এল, জে-পি। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ই জুলাই তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মিণ্টোর তৃতীয় আরলের পুত্র; ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকাররূপে “আরল অব মিণ্টো” উপাধি প্রাপ্ত হন। কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন সমাধা করিয়া তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটস্ গার্ডস্ দলে প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসরের মধ্যে লেফ-টেনান্ট পদে উন্নীত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল ব্রিগেডিয়ার জেনারালরূপে দক্ষিণ স্কটল্যান্ডের পদাতিক সেনাদলের অধিনায়কত্ব করেন। তিনি অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ও অস্ত্র সামরিক কার্যে লিপ্ত থাকিয়া সামরিক বিভাগে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রুশ-তুরক যুদ্ধে তুর্কী সেনাদলের সহিত বাঘিয়ার বিক্রেত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যে আফগান যুদ্ধ হয়, তাহাতেও তিনি লিপ্ত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কলোনিতে জেনারেল লর্ড

রবার্টসের প্রাইভেট সেক্রেটারির কার্য করেন এবং ১৮৮৩—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানাডার তৎকালীন গবর্নর জেনারাল লর্ড ল্যাম্সডাউনের মিণিটারি সেক্রেটারি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার উত্তর পশ্চিমাংশের বিদ্রোহ প্রশমনার্থে সেনাদল প্রেরিত হইয়াছিল, লর্ড মিণ্টো চিফ ষ্টাফ অফিসাররূপে সেই সেনাদলের সহিত গমন করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আরল অব আবাদিনের স্থানে তিনি কানাডার শাসন-কর্তৃত্বে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি এম, জি এবং তৎপরে জি, সি, এম, জি কে, সি, উপাধি প্রাপ্ত হন। পর বৎসর এপ্রিল মাসে কিংসটনস্থ কুইনস্ ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে এল এল ডি উপাধিতে ভূষিত করেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর। লর্ড ডফারিন ব্যতীত এত পরিণত বয়সে আর কেহ ভারতে বড়লাটের কার্য করিতে আসেন নাই।

আমরা আশা করি ইনি পরিণত বুদ্ধিতে প্রজার হিতার্থ রাজাশাসন করিবেন এবং আন্তরিক অশান্তি-পীড়িত ভারতে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইবেন।

চিন-সংস্কারক কনফিউসস।

প্রাচ্য খণ্ডে যীশুখ্রীষ্ট, ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব, আরবে মহম্মদ এবং পারস্যে জোরোয়াষ্টার প্রভৃতির আশ্রয় চীন মহাদেশে

সংস্কারক কনফিউসাস স্নমহৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইনি ৫৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে উত্তর পূর্ব চীনের লু নামক

প্রদেশে বর্তমান শ্রানটাং নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মহান্দ্রের ত্রায় অতি শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তদীয় জননী চিং এবং পিতামহ সুপণ্ডিত কুম্‌সি তাঁহার নৈতিক ও সাধারণ বিজ্ঞা সম্বন্ধীয় উন্নতিকল্পে অশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধ্যবসায় ও অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে কনফিউসস অত্যন্ত কাল মধ্যে বিবিধ জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে সনসি নামক এক মহাজ্ঞানী পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

কনফিউসস ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে লু-বাজ্যে সাধারণ সংস্কার কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, তাহার নাম “কন” এবং চিন ভাষায় ফিউসস অর্থে প্রভু বলে; সুতরাং কন সম্প্রদায়ের প্রভু বলিয়া তাঁহার নাম কনফিউসস হইয়াছে। যৎকালে তিনি লু-বাজ্যে সংস্কার কার্য আরম্ভ করেন, তখন চীন সাম্রাজ্য এক সম্রাটের অধীনস্থ হয় নাই, নয়টা বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যদিও লুবাজ ও তাঁহার অধীনস্থ অমাত্য ও প্রজাবর্গ কনফিউসসকে মহাজ্ঞানী বোধে মাতিশয় ভক্তি করিতেন, তথাপি তিনি অত্যাশ্রয় ধর্মসংস্কারকের ত্রায় পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হন—এমন কি অবশেষে সমাজচ্যুত হইয়া স্বদেশ হইতে বিতাড়িত

হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি উদাসীনভাবে ত্রায় দেশে দেশে পরিভ্রমণ করতঃ স্বীয় ধর্মমত প্রচার করিতে বিমুখ হন নাই। অধিকন্তু ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের মধ্য দিয়া মানব-জীবনের সার্ব কার্য্য করিতে অর্থাৎ মানব জাতিকে জ্ঞান ও আনন্দের পথে আনিতে অনবরত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চীন দেশের নৈতিক অবস্থা যখন অতীব শোচনীয়, তৎকালেই কনফিউসসের অভ্যুদয় হয়। প্রকৃতপক্ষে সত্য ও ত্রায়ের মূলসূত্র তখন ছিন্ন ছিল। ধর্মোপদেষ্টাগণ বিপণ্যগামী হইয়া তখন অদর্শজনক কার্য্যকলাপে তৎপর হইয়া ছিলেন। রাজ্য-লোলুপ মন্ত্রিসমাজ গুপ্ত ষড়যন্ত্র দ্বারা নৃপতি সকলের শিরশ্ছেদনোৎসুক। কুলপ্ৰভার পুত্রাধমগণ পিতৃরক্তে ধরা কলঙ্কিত করিতেছিল। এই হৃদিনে চীন দেশের সংস্কার সাধনার্থে কনফিউসস কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইউরোপীয় ধর্ম-গগন যখন ঘোর তমোরাশি-সমাচ্ছন্ন, আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যখন লোকচিহ্নের বিষয়াতীত, তখন এই মহাত্মা প্রতীচ্য-ভূমিতে যে ধর্মদীপ্ত রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্তকাল মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষের ত্রায় দিগন্তপ্রসারী শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ করিয়া অত্যাধিক পূর্ব দেশ-সমূহে স্বর্গীয় শান্তিচ্ছায়া দান করিতেছে। কনফিউসসের অসামান্য ত্রায়পরতা ও অপরিমিত গুণগোলাদর্শনে লুবাজ তাঁহাকে

তঁাহার পিতার পক্ষে অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিতে
অভিযুক্ত করেন। কনফিউসসের শাসনে
প্রবন্ধক কর্মচারী সকল পদচ্যুত হইতে
লাগিল। যাহা কিছু অমুপযুক্ত ও পাপময়,
তাঁহা সংস্কৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে
চীনে অধ্যক্ষ একরূপ ভয়ঙ্কর আকারে প্রবল
হইয়াছিল যে, দুর্নীতিদমনের জন্ত তিনি
লু-বাং হইতে অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। সংস্কারকার্যে ত্রী হইয়া
অতি কঠোর ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা
করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, দুর্ভুক্ত অত্যাচারি-
গণ কুমন্ত্রণা করিয়া তঁাহাকে পদচ্যুত ও
নির্বাসিত করে। তদনন্তর কনফিউসস
প্রায় ২০ বৎসর দেশভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন
দেশের রীতি নীতি শিক্ষা করিতে
লাগিলেন। কথিত আছে যে, তিনি
স্বদেশে সংস্কারোদ্দেশে প্রতীচ্য খণ্ডের
বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া ইউরোপ পর্য্যন্ত গমন
করিয়াছিলেন। তঁাহার শত্রুপক্ষীয়েরা
কয়েকবার তঁাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা
করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই।
এই বিংশতি বর্ষ লোকশিক্ষা প্রচার
করিবার পর যখন শত শত লোক তঁাহার
শিষ্য গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন আর
কেহ তঁাহার শত্রুতা করিতে প্রয়াস পায়
নাই।

যে চীন জাতি খ্রীষ্ট জন্মের ছয় শত বর্ষ
পূর্বে রাজশোণিত ও পিতৃরক্তে পূর্ব-
পুরুষগণের তর্পণ করিতে আদৌ দ্বিধা
বোধ করে নাই, তাঁহার কনফিউসসের
ধর্মনীতিবলে বলীয়ান হইয়া চীনের এই

অধঃপতন দিনেও রাজপূজা ও পিতৃপূজা
ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ করিয়া ভূমণ্ডলে
সর্বপ্রধান রাজভক্ত ও পিতৃভক্ত জাতি
বলিয়া কীর্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।
প্রকৃতপক্ষে কনফিউসসের ধর্মনীতি চীন-
বাসীদিগের চরিত্রগঠনের ও সমাজনীতি-
সংস্থাপনের মূল ভিত্তি স্বরূপ বলিতে
হইবে। তঁাহার প্রকৃত শিষ্য প্রায় তিন
সহস্র ছিল। কনফিউসস ৬৯ বৎসর
বয়সে পরিত্রাজকের কার্য্য হইতে অবসর
গ্রহণ করিয়া এক শান্তিময় উপত্যকা-
ভূমিতে দশজন প্রিয় ভক্তের সহিত কাণ-
ঘাপন করেন। তঁাহাদের সাহায্যে তিনি
পৌরাণিক ধর্মনীতিপুস্তকসমূহের সংগ্রহে
ও টাকা টিপ্পনি প্রণয়নে জীবনের অবশিষ্ট
কাল অতিবাহিত করেন। এই পবিত্র
ধর্মগ্রন্থ সকল ২৩ শত বৎসরব্যিকাল
জ্ঞান কল্যাণের অশ্রবণ হইয়া পৃথিবীর
একতৃতাংশ অধিবাসীর উপর অসীম
প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ৭৩ বৎসর
বয়ঃক্রমে কনফিউসস সেই শান্তিময়
নিকেতনে মানবগীলা সম্বরণ করেন।
তদবধি তিনি দেবসম্মানে পূজিত হইতে-
ছেন এবং তঁাহার সম্মাননার জন্ত
তঁাহার মরদেহের উপর একটা সুবিশাল
অট্টালিকা নির্মিত হইয়া তঁাহার নামে
উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। লোকে অত্য়পি
মহাতীর্থস্থান জ্ঞান করিয়া তথায় যাতায়াত
করে। তঁাহার পৌত্র জি-সাই প্রণীত
“ধর্মসম্বয়” এবং তঁাহার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য
জাংসিন-সংগৃহীত “মহাবিষা” নামক

এছরয়ে আর “লু-যু” নামক সংহিতায় কনফিউসসের সমাজনীতি ও ধর্মনীতি বিবৃত আছে। প্রতীচ্যের ধর্মগুরু গৌতম বুদ্ধ, যোরোয়াষ্টার, মুশা বা মহা-অদাদির তুলনায় তিনি সম্পূর্ণ বিপবীত ছিলেন। কেননা তিনি ভ্রমেও আপনাকে সর্বত্র কি দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। তিনি বিনীতভাবে সততই প্রকাশ করিতেন যে, তিনি কেবল সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাব আদৌ পক্ষপাত কি অহংকার ছিল না। কনফিউসসের মতে মানব প্রথমে পবিত্র ও স্মৃণী ছিল, তদনন্তর দুর্কর্মফলে অর্গাবিত্র ও দুঃখী হইয়াছে, কিন্তু সংকর্ম দ্বারা সেই প্রনষ্ট পবিত্রতা ও শাস্তিস্থ পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি বলেন—“মানব

স্বভাবতঃ পবিত্র—সুখ অশেষণই ইহার পরিবর্তনের কারণ।”

সাহিত্যসেবা, ধর্ম্মাভিধান, সাধুতা এবং প্রভুভক্তি এই চারি বিষয়েই কনফিউসস শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিস্তৃত চীন সাম্রাজ্যের প্রত্যেক নগরে তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির লক্ষিত হয়। চীন-বাসী প্রত্যেক নব নারী—এমন কি সম্রাট পর্যন্ত তথায় পূজাধিষ্ঠা করিতে বাধ্য। মন্দিরমধ্যে গন্ধদ্রব্য ও চন্দনাদি জলিত হয়; ফল, ফুল ও মদিরা বেদিকার উপর নৈবেদ্যরূপে সজ্জিত হয়, আর ধর্ম্মপুস্তক হইতে তাঁহাব প্রশংসাস্থচক শ্লোক ধর্ম্ম-যাজক কর্তৃক আবৃত্তি করা হয়। “অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ” ও “আত্মবৎ সর্বভূতেষু” এই স্মৃনীতি শিক্ষা প্রদানই কনফিউসসের প্রকৃত ধর্ম্মমত বলিতে হইবে।

মহারাজগি বৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী ।

বঙ্গবিভাগ নাটকের এক অঙ্ক ।

মন্ত্রী—(হাতে মাপ লইয়া) বঙ্গদেশ কি ভারি! বঙ্গদেশ কি ভারি! দীর্ঘে প্রায় ৭০০, প্রস্থে ৬০০ মাইল, আর ইহাতে ৮ কোটি লোকের বাস! যদিও ইহাতে পাহাড় পর্বত বেশী নাই, তথাপি কি ভারি! এই রাজ্য শাসন করিতে করিতে কত শাসনকর্ত্তা রুগ্ন ও ভয়দেহ হইয়াছেন, শেষে একজন মরিয়াই গেলেন!

বঙ্গভূমি—আপনি কি বলিতেছেন?

আমার উপর কত নদী ও সাগরইরঙ্গ যুগ যুগান্ত বহিয়া বহিয়া আমার ভূমি ধুইয়া লইয়া বাইতেছে, তাহাতে কি ক্রমে আমি হালকা না হইয়া ভারি হইতেছি? আর জ্বিতিকে, প্রেমে ও নানা উপদ্রবে বর্ষে বর্ষে কত লক্ষ লক্ষ সন্তান মারা যাইতেছে, আমার লোকসংখ্যা দেখিয়া কি হিংসা হয়? আমার ছোট লাট হালিডে, বিডন্ প্রভৃতি চাকরি

শেষ করিয়া পেন্সন লইয়া ৩০।৩৫ বৎসর সুখসচ্ছন্দভোগের পর সে দিন মরিয়াছেন, দৈবক্রমে উদবরনু মারা গিয়াছেন বলিয়া আমার শাসনকার্য্য কি এমনি ছকর ও মারাত্মক হইয়া উঠিল ?

মন্ত্রী—না, তোমার কোন ক্ষতি করা আমার ইচ্ছা নয় ; আমি তামাসা করিয়া তোমার গুরুত্ব ওজন করিতে করিতে ঐ কথা বলিতেছিলাম। আচ্ছা, তোমার অঙ্গ হইতে যদি ঢাকা ও চট্টগ্রামকে ছাড়াইয়া লইয়া আসামের সহিত যোগ করা যায়, আর মাদ্রাজ হইতে গাঞ্জাম প্রদেশ তোমার সহিত যুড়িয়া দেওয়া যায়, তাহাতে আপত্তি কি ?

বঙ্গ—আমি যেমন আছি তাই ভাল, আর ঘোড়া গাঁথার দরকার কি ? আসামকে আমার শরীর হইতে ত কাটিয়া লইয়াছ, তা এখন ইহাকে একটা বড় প্রদেশ করা কি রাজপুরুষদের অভিপ্রেত ?

মন্ত্রী—তা তত নয়, তবে জান আমি ভাষাতত্ত্ব, একভাষা-ভাষীদিগকে একত্র দেখিতে ভালবাসি ! আর নদী পর্ব্বত এই সকল দেশের স্বাভাবিক সীমা ; প্রদেশ সকলও এই সীমা দ্বারা বদ্ধ হইলে সুসঙ্গত হয়। গাঞ্জাম প্রদেশের লোকেরা উড়িয়া-ভাষী, উড়িয়া বিভাগের সহিত এইজন্ত ইহাকে মিলিত করিতে চাই। আর পদ্মা একটা দ্রবন্ত বড় নদী, তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন ও অস্থির করিয়াছে ; ইহাকে তোমার সীমার বাহিরে রাখিতে চাই। তা হলে তুমি একটু সচ্ছল হবে এবং

আসাম প্রদেশেটা সমুদয় ঢাকা বিভাগ লইয়া উপযুক্ত আকারে গঠিত হইবে।

বঙ্গ—তুমি না ভাষাতত্ত্ব এবং এক ভাষাভাষীদিগকে একত্রে রাখিতে চাও ? তবে বাঙ্গালাভাষীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে কেন ?

মন্ত্রী—না, না, শাসনের সুবিধার জন্ত বলিতেছি, আর আসামটাও বড় সড় হইয়া মাহুশের মত হয়।

নেপথ্যে—শাসনের সুবিধার জন্ত বলিতেছি।

বঙ্গ—আচ্ছা, একটা কাজ করনা কেন ? আমার অঙ্গ হইতে বেহার বা উড়িয়া সরাইয়া লইয়া সমুদয় বঙ্গ-ভাষীদিগকে এক হইয়া থাকিতে দাও না ? তাহাতে আমার তত দুঃখ হইবে না।

মন্ত্রী—এ ভাবিবাব কথা বটে, তবে এ বড় প্রশ্ন, আমি ইহাব উত্তর দিতে পারি না। আমাব উপরওয়ালার কৰ্ত্তারা আছেন, তাঁদের কাছে বলিব।

বঙ্গ—আমার ভাঙ্গা কপাল, তোমার তামাসেতেও ভয় পাই। ইহার ভিতর আমার জন্ত কর্ত্তৃপক্ষের যেন কোন ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র আছে বোধ হয়। আচ্ছা কাঙ্গালিনীব একটা কথা ভাবিবে কি ? আমার ভগিনী মাদ্রাজ ও বোম্বাই এক এক বড় প্রদেশ, এক এক লাট সাহেব দ্বারা শাসিত হয়, আমার জন্ত ছোট লাটের ব্যবস্থা কত দিন থাকিবে ? আমি যদি আকারে ও লোকসংখ্যায় বড় হইয়া থাকি, আমাকে এক জন পুরা লাটের

হাতে সমর্পণ করিলেই ত সকল গোল চুকিয়া যায় ।

মন্ত্রী—আপনার মন এত সন্দিগ্ধ কেন ? বঙ্গভূমির সহিত আমাদের গাঢ় মিত্রতা, আমরা ইহাকে বড় ভাল বাসি এবং কেবলই ইহার কল্যাণ চাই । যে প্রস্তাব তুলিয়াছি, তাহাও কেবল এই কল্যাণোদ্দেশ্যে, তোমার মন বুঝিবার জন্তই ফেবেফারের কিছু বলিলাম । শেষে যে প্রশ্ন কবিয়াছি, তাহাও একটা বড় প্রশ্ন, তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নয়, উপরওয়ালাদের সহিত পরামর্শ করিব ।

বড়লাট—মন্ত্রিবার ! আমাদের শুভ প্রস্তাব বঙ্গভূমি কি ভাবে গ্রহণ করিল ? ভিতরের কথা সব ত খুলিয়া বল নাই ?

মন্ত্রী—বাঙ্গালিরা বড় সন্দিগ্ধমনা, তাহাদিগকে বোঝান সহজ নহে । কথা না পাড়িতে পাড়িতে আমার কথা লইয়া অযথা আন্দোলন তুলিয়াছে, আপনার কাছে কত দরখাস্ত আসিবে দেখিবেন । এদের মধ্যে বল্গে লিখয়ে অনেক আছে ।

বড়লাট—ভূমি বাঙ্গালিচরিত্র বুক নাই, অধিকাংশ বিশেষতঃ আমাদের কৃষি প্রজালোক নিরীহ ভাল মানুষ । তাহারা সরকারকে ‘মা বাপ’ বলিয়া জানে । সরকার যা করেন, তাই তাদের মঙ্গলের জন্য মনে করে । জন কয়েক বিলাত-ফেরত ইংরাজীওয়াল হৈ চৈয়ে বাঙ্গালি আছে, তারা দেশহিতৈষী সেজে সভা সমিতি করে, গলাবাজি করে । তাদের গোলমাল কিছুই নয়, প্রমাণ করিব ।

তাদের দরখাস্ত কে গ্রাহ করে ? আমার সব ঠিক করা আছে এবং ট্রেট সেক্রেটারি আমার হাতের লোক । আমি যা ঠিক করিব, তার অন্যথা কে করে ?

বঙ্গ—(দরখাস্ত লইয়া করযোড়ে) ছজুব বড় লাট, ভারতের হস্তা কস্তা বিধাতা । বঙ্গ দ্বিধা করিবেন না । বাঙ্গালি ভাইভাইদিগকে ঠাই ঠাই করিয়া ক্রেশ দিবেন না ।

বড়লাট—আমি জানি এ সব মিছা আন্দোলন । ভারতের লোকমণ্ডলী নিরীহ বোবা জীব, গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কখনই আন্দোলন করিতে পারে না । বঙ্গ আশ্বস্ত হও, তোমার মঙ্গলের জন্য বহুদিন হইতে চিন্তা ও আয়োজন করিতেছি, আমি তোমার জন্য ক্রেশ স্বীকার পূর্বক মফঃস্বলে ভ্রমণ করিয়া সারজমিনে সকল দেখিব ও শুনিব—আমার মন এখন সাদা কাগজের মত, যেমন ছাপ পড়িবে, সেই অনুসারে কাজ করিবে জানিবে ।

বঙ্গ—ছজুর, আমারও প্রার্থনা তাই, সব দেখে শুনে সুবিচার করুন ।

বড়লাট মফঃস্বলে—(জনান্তিকে তাই ত অসম্ভব সম্ভব করেছে দেখছি) প্রকাশ্যে হে প্রজাবৃন্দ ! তোমরা কেন মিছে গোলযোগ কবিতোছ ? কলিকাতার বাবুভায়ারা তোমাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে, তাদের কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস করিও না । গবর্ণমেন্ট যা করিতেছেন, তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে এই বিশ্বাস মনে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাক ।

প্রজা—ছজ্ব! নিশ্চয় থাকিতে পারি
কই? আমাদের যে দেশ—মাতৃভূমি, জমি
জমা, পরিবার আত্মীয় স্বজন, ভাগা ভাগি
কাটা কাটি করিবেন না।

বড়লাট—নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া
যেখানে যাই ঐ এক কথা “বঙ্গ বিধা
করিবেন না,” “আমাদিগকে ছাড়া ছাড়ি
করিবেন না,” এ সব শেখান কথা, ইহাতে
আমি ভুলি না। কত আন্দোলন করিবে
করুক, কত দরখাস্ত করিবে করুক,
কিছুতেই কিছু হবে না। বঙ্গদেশটাকে
আরো মনের মত ভাগ করিতে হইবে।
চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল, পাবনা
বগুড়া, রংপুর রাজশাহি, দিনাজপুর,
জলপাইগুড়ি, আসামের সহিত যোগ
করিলে বেশ একটা বড় প্রদেশ হইবে,
তার উপর এক জন ছোট লাট বসাইব।
ছোট লাট কি বল?

ছোটলাট—আপনি যা ব্যবস্থা
করিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে। আমার
মাথার বোঝা যত কমাইবেন, ততইত
আমার সুবিধা। আরো কয়েকটা জেলা
বাঙ্গালা হইতে সরাইয়া লউন, তাতেও
আমার আপত্তি নাই। সুশাসনের খাতির
সর্বোপরি।

বড়লাট—তুমি আমার মনের ভাব
বেশ বোঝ এবং বঙ্গের আর একজন
প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু। দেখ আমরা
বঙ্গদেশে জমি নাই, বঙ্গভাষা শিখি নাই,
বাঙ্গালিদিগের আচার ব্যবহার রীতি
নীতি অভ্যাস করি নাই, বঙ্গদেশে বাড়ী

ঘর এবং জমিদারিও করিব না; তথাপি
বাঙ্গালিদিগের হিত আমরা যেমন বুঝি,
তাহারা নিজে তেমন বোঝে না। বোঝে
না এইজন্য আমাদের দুঃখ।

ছোটলাট—আমাদের বিত্তা প্রভাব,
বুদ্ধি প্রভাব, ধর্ম প্রভাব, নীতি প্রভাব
এবং সর্বোপরি সহায়ত্ব প্রভাব কত
বড় জিনিষ, এদেশের লোকের তা সম্ভবে
না। এদের দশা দেখে বাস্তবিক কেবল
দুঃখ হয়। যাহা হউক এখনকার অবোধ
লোকেরা বুঝিল না, ভবিষ্যৎবংশীয়েরা
বুঝিতে পারিবে। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি
এ প্রান ত উল্টাইয়া দিবেন না?

বড়লাট—তাঁহার নিকট অকাটা
যুক্তিসহ আমাদের অভিপ্রায় জানাইয়াছি।
আর গুণগোল করণপাত না করেন
বলিয়া দিয়াছি। আমাদের প্রান নিশ্চয়ই
মঞ্জুর হইবে এবং বঙ্গদেশে দুইজন ছোট
লাট বসাইয়া তবে আমি এ দেশ ত্যাগ
করিব।

মন্ত্রী—টেলিগ্রাম পাইলাম বঙ্গবিভাগ
ষ্টেটসেক্রেটারির মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।
বাঙ্গালিরা কেমন ঠকিয়াছে! কোথায়
কি হইতেছে নিগূঢ় সংবাদ কিছুই পায়
নাই। মনে ভাবিতেছিল বিলাত পর্যন্ত
গিয়া আন্দোলন করিবে, সে শুড়ে বালি।
সব ঠিক ঠাক হইয়া গিয়াছে।

ছোটলাট—কি আনন্দ কি আনন্দ,
বঙ্গের বড় সৌভাগ্য। আমি নানা স্থানে
ভ্রমণ করিয়া সব লোককে বুঝাইয়া গোল-
মাল থামাইয়া আসিব।

বড়লাট—“ওভার শীঘ্র” কাৰ্ণাট
এখন অবিলম্বে শেষ করিতে হইবে।
বঙ্গভূমি অনেক চেষ্টাচেষ্টা করিয়াছে, আর
ছই দিন একরূপ করিয়া আপনা আপনি
খামিয়া যাইবে। পুরাতন বঙ্গের কি সুন্দর
ব্যবস্থা হইল—বিহার রহিল, উড়িষ্যা
রহিল, ছোটলাটের ভ্রমণের জন্ত দার্জিলিং
শৈলাবাস রহিল; আবার অনেক গুপ্ত-
ধনের খনি সম্বলপুরও ইহাতে যুড়িয়া
দিলাম। “পূর্ববঙ্গ ও আসাম” একটা
সর্বাসুন্দর নতুন প্রদেশ হইল। ইহার
জন্ত নতুন নতুন ব্যবস্থা করিতে হইবে।
ব্যয় অনেক বাড়িল বটে, কিন্তু ভারত-

গবর্ণমেণ্টের ধনকোষ অক্ষয় ও পূর্ণ, এই
সব ব্যয় অনায়াসে কুলাইবে।

(নেপথ্য—বঙ্গবিভাগ সুশাসনের জন্ত
—মন্ত্রী বুঝিয়াছেন, বড়লাট বুঝিয়াছেন,
ছোটলাট বুঝিয়াছেন, স্টেটসেক্রেটারী
কাগজ পত্র না দেখিয়াই বুঝিয়াছেন—
তাঁহাব পারিষদেরাও বুঝিয়াছেন আর
স্বয়ং রাজস্বের এডওয়ার্ড কি না বুঝিয়া
যোড়া ছোট লাট মঞ্জুর করিয়াছেন?
বঙ্গবাসীরা কেন বুঝে না? এখনও
ছজুগ? পাল্‌মেণ্টে আপিল? পাল্‌মেণ্টে
ভারতের কি ধার ধারে? পাল্‌মেণ্টে না
বসিতে বসিতে সব কাজ শেষ হইবে!)

সত্য-শতকম্।

(১৩০৯ সাল ৪৭১ সংখ্যা—২২৭ পৃষ্ঠার পর)

ক্রিয়ানিশ্চ মূৰ্খশ্চ সত্যধর্মবিবর্জিতঃ।
নির্দয়ঃ সর্বভূতৈশ্চ বিশ্রুণুগাল উচ্যতঃ।
সত্যধর্মক্রিয়াহীন মূৰ্খ যে নির্দয়,
ব্রাহ্মণ হ'লেও সেই চণ্ডাল নিশ্চয়। ৫৮
সত্যস্য বচনং মাধু ন সত্যাদ্বিদ্যাতে পরম্।
সত্যার্জবপরো রাজান মিত্রকোষ-বলান্বিতঃ।
সত্যবাক্য সাধু, সত্যসম কি ধরায়?
সত্যার্জবে মিত্র-কোষ-বল বৃদ্ধি পায়। ৫৯
সত্যং পালয়তি ত্রীত্য নিত্যং ভূমিঃ অযচ্ছতি।
পুঞ্জয়েনতি ধীন ভূতান্ স রাজধর্ম উচ্যতে।
সত্য রক্ষা ভূমি দান অতিথি-পোষণ,
ভূত্যে তুষ্টি ধর্মশীল নৃপের লক্ষণ। ৬০
যানি মিথ্যাভিগন্তানং পতন্ত্যগ্রিণ যোদন্তাম্।
তানি পুরান্ শশুনু যন্তি তেবাং মিথ্যাভিশংসনাং।

মিথ্যা কথা ব'লে যারা অস্ত্রের কাঁদায়,
পুত্র পশুধন তাহাদের নাশ পায়। ৬১
যদি নাহানি পুত্রের ন চেষ পৌত্রের ন পুত্র।
নাহি পাপ-কৃতং কর্ম সধ্যা ফলতি গৌরিব।
পাপ-কর্ম ফল যদি সত্তা না লভয়,
পুত্র পৌত্র এক দিন ফলিবে নিশ্চয়। ৬২
সত্যমেবাত্মবর্জিত ন সত্যাদ্বিদ্যাতে পরম্।
সত্যে স্থিতাহি রাজানো জরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
সত্যাবীন হও, সত্য শ্রেষ্ঠতম ধন,
সত্য বলে পৃথ্বীজর করে রাজগণ। ৬৩
সুখাবানঃ পরিহবেৎ কুর্খাৎ অগ্রিমযাচিতঃ।
ন কাম্যং চ সংরস্তার ধৈর্যং সত্যমুৎসজেৎ।
মিথ্যা বাক্য ভাগ কর, স্বতঃ প্রিয় হও,
কাম্যে ক্রোধে ধৈর্যে ঘেন মিথ্যা নাহি কও। ৬৪

নাগজপেত প্রাণেশু নাবিভাব্যঃ গিরঃ স্বজ্ঞেৎ ।
 ন ক্বেত ন চাস্থমেত্তথা সংগৃহ্যতে পবঃ ॥
 এতঃ স্ফিজাসিলে বাক্য ব'লনা নিষ্ঠুর,
 উত্তর হইবে সত্য গভীর মধুর ॥৬৫
 প্রাজ্ঞঃ শূরোধনহৃষ্ট স্বামী ধার্মিক এব চ ।
 তপস্বী সত্যবাদী চ বুদ্ধিমান্চাপি রক্ষতি ॥
 প্রাজ্ঞ শূর স্বামী ধনী সত্যবাদী নরে,
 ধার্মিক তাপস বুদ্ধিমানে রক্ষা করে ॥৬৬
 তন্মাং সর্কেষু ভুতেশু শ্রীতিমান্ ভব পার্শ্বব ।
 সত্যমার্জবমক্রেত্বামনুষঃস্তম্ভ পালয় ॥
 সত্য সারল্যাদি গুণ করিবে ধারণ,
 সর্কভূতে শ্রীতিমান্ হইবে রাজন্ ॥ ৬৭
 অনঃশরঃ সত্যশীলঃ প্রাপ্নোতি পরমং শ্রুতিং ।
 বিবিষ্টেপে পুণ্যতমং স্থানং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
 নিশ্চয় সুরগতি পায় সত্যবাদী নর,
 বর্গে পুণ্যতম স্থান পায় নিরন্তর ॥ ৬৮
 মিত্রজ্ঞহঃ কৃতদ্রত জীৱন্তান্তবাদিনঃ ।
 চতুর্গাঃ বরমেতেবাং নিকৃতিঃ নামুজ্জ্বলমঃ ॥
 কৃতদ্র অন্তবাদী জী-বান্ধববাতি,
 শুনি নাই এ চারির কখনও নিকৃতি ॥৬৯
 সত্যোদিত্যন্তপতি সত্যেন ভাতি চন্দ্রমাঃ ।
 সত্যেন ভাতি পবনঃ সত্যোদগ্নিস্ত তিষ্ঠতি ॥
 ঋক সত্যেন সত্যেন দেবাঃ সত্যেন যজ্ঞাঃ ।
 সত্যেন ভূর্দারয়তি সত্যোদগ্নিষ্ঠতি ॥
 সত্যে চন্দ্র সত্যে সূর্য্য সত্যে হতাশন,
 দেব যজ্ঞাকাশ সত্যে সত্যেই পবন ।
 সত্যবলে বহুমতী করিছে ধারণ,
 জলের স্থিতির শুধু সত্যই কারণ ॥৭০
 কস্ত বশে প্রাধিগণঃ ? সত্যপ্রিয়ভাষণে
 বিনীতত ॥
 সংসারের জীবগণ কার বশে রয় ?
 সত্যবাদী প্রিয়ভাষী বিনয়ী যে হয় ॥৭১

সত্যেন শত্রুঞ্জয়তি ব্যাধিঃ সত্যেন নশ্রুতি ।
 সত্যেন লভতে বিদ্যাং সত্যেন যুবতীঃ জনঃ ॥
 সত্যে শত্রু জয় হয়, ব্যাধির নিধন,
 সত্যে বিদ্যা—সত্যে তুষ্ট যুবতীর মন ॥৭২
 বেদান্তঃ পঠতে নিত্যমন্তঃ পরিত্যজ্যেৎ ।
 সাংখ্যযোগবিচারহঃ স বিজ্ঞো বিজ্ঞ উচ্যতে ॥
 বেদ সাংখ্য পাঠ করে মিথ্যা নাহি কর,
 সে বিজ্ঞেই বিজ্ঞ ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥৭৩
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং পরমং স্মৃতম্ ।
 সত্যমেব ন চৈবাশ্রয়তি দেবোহন্তরীক্ষরিঃ ॥
 ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সত্যেই সাধন,
 সত্য সম নাই অশ্রয় হরির বচন ॥ ৭৪
 সত্যেন প্রাপ্নুয়াৎ সৌখ্যং রূপং কান্তিযশোবলম্ ।
 সত্যেন জয়মাপ্নোতি মুক্তিঃ সত্যেন লভ্যতে ॥
 সত্যে সুখ সত্যে রূপ শক্তি যশঃ বল,
 সত্যে জয়, সত্যে মুক্তি জানিবে কেবল ॥৭৫
 অনারোগ্যমনায়ুষ্যামবর্গকাতিশাবদম্ ।
 অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তন্মাং তৎপরিবর্জয়েৎ ॥
 অনায়ুষ্য অন্বর্গীয় রোগের কারণ,
 ঘৃণিত মলিন ত্যজ মিথ্যা কুবচন ॥৭৬
 কেয়ুরা ন বিভ্রবন্তি পুরুষং হারা ন চন্দ্রোজ্জ্বলাঃ ।
 ন স্নানং ন নিলেপনং ন কুহুমং নালকৃতামূর্দ্ধজাঃ ।
 বাণোকা সমীকরোতি কৃতিনঃ যা সংস্কৃতা ধার্য্যতে
 ক্ষীয়েন্তে খলু ভূষণানি সততঃ বাগ্ভূষণং ভূষণম্ ॥
 কেয়ুরে সন্দের হারে কুহুমে চন্দ্রনে,
 সন্দের করে না স্নানে কেশ বিরচনে ।
 পবিত্র মধুর বাণী বদনে বাহার,
 অক্ষয় ভূষণ তার অতি চমৎকার ॥ ৭৭
 নহি সত্যাত্মে কিকিৎসাজ্ঞাঃ বৈ সিদ্ধিকারণম্ ।
 সত্যে হি রাজা নিরতঃ শ্রেষ্ঠ্য চেহ চ নন্দতি ॥
 সত্য সম ফলপ্রদ কিছু নাহি আর,
 ইহ পরকালে সত্যে আনন্দ অপার ॥ ৭৮

ধৰ্ম্মমপি রাজেন্দ্র সত্যমেব পরঃ ধনম্ ।
 তথা রাজাঃ পরঃ সত্যান্নাত্ত্বিধাসকারণম্ ॥
 সত্যই ধর্ম্মের ধন সকলের সার,
 বিধাসকারণ বটে সত্যই রাজার । ৭৮
 লোকরঞ্জনমেনাত্ত্ব বাজাঃ ধর্ম্মঃ সমাতনঃ ।
 সত্যন্ত রক্ষণঃ চৈব বাবহারস্য চার্জবন্ ॥
 সারল্য সত্যের রক্ষা, লোকের রঞ্জন,
 জ্ঞানবান্ নৃপতির ধর্ম্ম সনাতন । ৭৯
 ন হিংসেৎ পববিত্তানি দেয়ঃ কালে চ নাপয়েৎ ।
 বিকান্তো সত্যবাক্ কান্তো নৃপো ন চলেতে পথঃ ॥
 হিংসাহীন, ভৃত্যে কালে যে দেয় বেতন,
 নহে সেই সত্যবাদী রাজার পতন । ৮০
 অমৃতকৈব মুত্যাচ্চ ধরঃ দেহে অতিষ্ঠিতম্ ।
 মুত্য়ুপাশ্রিতে মোহাৎ সত্যেনাপদান্তেহমৃতম্ ॥
 মরণামরণ দেহে উভয়ের বাস,
 সত্যই অমর নর, অক্লণা বিনাশ । ৮১
 ন সত্যাদধিকঃ কিঞ্চিদিত্যেতে ভূবনত্রয়ে ।
 সত্যেন প্রাপাতে ধর্ম্মঃ শ্রীঃ সত্যেনৈব লভাতে ॥
 সত্যের অধিক আর নাহি কিছুবনে,
 সত্যে স্বর্গলাভ, লক্ষ্মী সত্য আচরণে । ৮২
 নান্তি বিদ্যা সমং চক্ষুর্নাশ্রিত্য সত্যসং তপঃ ।
 নান্তি রাগসমং দুঃখং নান্তি ত্যাগসমং হৃৎ ॥
 বিদ্যা সম চক্ষু নাই, রাগ সম দুঃখ,
 সত্য সম তপ নাই, দান সম হৃৎ । ৮৩
 ঋতে সত্যমসম্ভাষ্য সত্যো হমৃতমাল্পিতম্ ।
 তস্মাৎ সত্যব্রতচারঃ সত্যযোগপরাধরঃ ॥
 সত্যাগমঃ সদা দান্তঃ সত্যেনৈবাত্ত্বকং জয়েৎ ॥
 অমিথ্যাই সত্য বটে সত্যে অমরণ,
 মুক্তির কারণ কর সত্য আচরণ,
 সত্যে জিতেন্দ্রিয় হও, শাস্ত্রে দেও মন,
 সত্য বলে কর সুখে শমন দমন । ৮৪
 অগ্নির্গাত্রাপি শুধ্যতি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি ।
 বিদ্যা তপোভ্যাং কৃত্যস্মা বুদ্ধিজ্ঞানেন শুধ্যতি ॥

অগ্নিযোগে গাত্র, মনঃ শুদ্ধ সত্যময়,
 বিদ্যা তপে আত্মা, জ্ঞানে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় । ৮৫
 সত্যধর্ম্মঃ পরঃ গম্যঃ সত্যজ্ঞানঃ চতঃ তপঃ ।
 সত্যে বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ সত্যে সর্গসিদ্ধং জগৎ ॥
 তপ যজ্ঞ স্বর্গ, জ্ঞান, সত্য সমুদয়,
 সত্য মোক্ষ, সত্য ধর্ম্ম, সত্য বিশ্বময় । ৮৬
 হিতা সদাহঃ কমলা বভাবে
 সত্যহিতে কৃতহিতে নিবিশ্টি ।
 ক্ষমার্জিতে ক্রোধবিষজ্বিতে চ ।
 নারীষু নিত্যং জিতেজ্জিয়াহ ।
 পতিরতাহ প্রিয়বাদিনীষু ॥
 লক্ষ্মী কন “থাকি আমি সত্যবাদি-সনে,
 সদা ফুল মনে,
 পতিব্রতা প্রিয়বদা,
 জিতেজ্জিয়া জীতে সদা ;
 আর থাকি ক্রোধহীনে, ক্ষমাশীলে
 ঈশকাবী জনে । ৮৭
 কারক্কেই ন বহতি ন চৈবাবল্য নাশিতিঃ ।
 ধর্ম্মঃ সংপ্রাপাতে হৃদ্যঃ সত্যহীনৈঃ হইরাপি ॥
 বহ ক্রোশে বহ অর্থ দিয়া দেবগণ,
 সত্যবাক্য বিনা ধর্ম্ম না পান কখন । ৮৮
 প্রতিমাত্রগতাঃ হৃদ্যাঃ প্রধানপুরুষধরাঃ
 সত্যবাক্যেণ গৃহ্যন্তে ন তর্কেন ন চক্ষুযা ॥
 হৃদ্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পরম ঈশ্বর,
 তর্কে চক্ষে নহে—শুদ্ধ সত্যের গোচর । ৮৯
 সত্যনিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠান্ত ধর্ম্মাঃ সত্যৈব কীর্ত্তিতাঃ ।
 তন্নয়োগাদরঃ লোকঃ শুচিঃ সাক্ষ্যধর্ম্মতৎপরঃ ॥
 সত্যই প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠা ধর্ম্মের কারণ,
 সত্যে ধর্ম্মশীল শুচি হয় নরগণ । ৯০
 সত্যপত্নী সতী যুতৈঃ পুঞ্জিতা জগতীপ্রিয়া ।
 যয়া বিনা ভবেমোক্ষো বহুতারহিতঃ সদা ॥
 জগতের প্রিয়া ‘সতী’ সত্যের ললনা,
 যারে ছেড়ে গেমে ঘটে বিবাদ লাহুনা । ৯১

অধর্শপত্নী মিথ্যা সা সর্গধূর্ভেদ পুঞ্জিতা।
 সত্যে অধর্শনা স্ব চ ত্রেতার্যং হৃদয়পিত্তা ॥
 অধর্শের পত্নী মিথ্যা ধূর্তের সহায়,
 সত্যে ছিল অধর্শনা সুজীর্ণা ত্রেতায় ১২৪
 অর্দ্ধাবয়বরূপা চ ঝাপস চৈব সংবৃত্তা।
 কলৌ মহাশয়গলভা চ সর্গজ ব্যাপিকা বলাৎ ॥
 অর্দ্ধরূপে ছদ্মবেশে ছিল যে ঝাপসে,
 এবে সে প্রগলভা যায় প্রতি ঘরে ঘরে ১২৫
 মহাপাতকিনো লোকা উপপাতকিনস্তথা।
 যান্ লোকানধিগচ্ছন্তি যান্তি তান্ কুটসাক্ষিণঃ ॥
 মহাপাপী উপপাপী যে যে স্থান পায়,
 মিথ্যাবাদী নরগণ সেই স্থানে যায় ১২৬
 অনুভং তন্নমোক্ষণং তমসা নীরতে হৃদঃ।
 তমোগ্রস্তা ন পশন্তি প্রকাশং তমসাবৃত্তাঃ ॥

অসত্যই তমোগ্রস্ত তমেই নিরয়,
 তমোগ্রস্ত সত্যজ্যোতি অবগত নয় ১২৭
 বৃষকতুপ্পাদ ভগবান্ ধর্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
 দ্যৌরন্তরীক্ষঃ পৃথিবী সত্যেনৈব ধৃতাহুত ॥
 চতুস্পাদ ধর্ম বিভূ সত্যে অবস্থিত,
 পৃথিবী স্বলোকাকাশ সত্যে প্রতিষ্ঠিত ১২৮
 সত্যে নানুতমুভূতং সত্যে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
 অবিকারিতমং সত্যং সর্গবর্ণেনু ভারত ॥
 সত্যেই অমৃত জন্মে সত্যেই জীবন,
 অবিকৃত সত্য সর্গ বর্ণের স্বধন ১২৯
 অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বরং জিহ্বা বিধা কৃত।
 নতু সত্যং পরিত্যজ্য বজ্রবামনৃতং বচঃ ॥
 তীক্ষ্ণ অসি ধারে কর রসনা কঠন,
 তবু সত্য ছেড়ে মিথ্যা ব'লনা কখন ১৩০

ইতি “সত্যশতকম্” সমাপ্তম্।

বাড়ীভাগ।

(সাময়িক)

আছিল সেকালে, শতজনে মিলে, বড়
 এক পরিবার ;
 এখন তা' নাই, সব ঠাই ঠাই, হ'ল গৃহ
 ছারখার।
 মেয়েদের দোষ, দেয় করি রোষ, যত
 অনিষ্টের মূল ;
 নিজ-দোষে এত, হ'বে আরো কত, কেন
 দোষ নারীকুল ?
 কুশিক্ষার গুণে, কুজনের সনে, হত যত
 শুভ আশা ;

নারীর শিক্ষার, অভাবে আঁধার, ভবন
 ভূতের বাসা।
 আছিল যা' কিছু, লাগি গ্রহ পিছু, করিতে
 বসিল নষ্ট ;
 ডাক ভগবান, হয়ে এক প্রাণ, থাকিবে
 না, ভাই কষ্ট ॥
 অবোধ নির্বোধ, নাহি মানে বোধ,
 কাদিয়ে ব্যাকুল হল ;
 সুবোধ যোজন, বিভূর চরণ, করিল সার
 সম্বল ॥

শ্রীন—

নারী-আদর্শ ।*

১। সত্যামিতার (বা প্রাক্ষোরিমার)
মত স্মৃকথা হই।

২। সীতার মত সতী হই।

৩। সাবিত্রীর মত পতিপ্রাণা হই।

৪। গৌরীর মত স্বামি-সোহাগিনী
হই।

৫। দ্রৌপদীর মত গৃহিণী হই।

৬। অরুন্ধতীর মত পতিকুলে অচলা
হই।

৭। বিহ্লার (বা কর্ণলিমার) মত
মাতা হই।

৮। যমুনার মত ভগিনী হই।

৯। গান্ধারীর মত ধর্মপক্ষপাতিনী
হই।

১০। কুন্তীর মত বিপদকে বন্ধ বলিয়া
দেখি।

১১। স্নেহদ্রার মত আশ্রিত-বৎসলা
হই।

১২। স্মিতার মত স্বার্থত্যাগিনী হই।

১৩। ভগিনী ডোরার মত বিশ্বসেবিকা
হই।

১৪। অন্নপূর্ণার মত দানশীলা হই।

১৫। বেহুলার মত পতিসেবিকা হই।

১৬। ভিক্টোরিমার মত সান্নাঙ্জী হই।

১৭। লক্ষ্মীব মত স্মৃকথা ও শীলবতী
হই।

১৮। সরস্বতীর মত গুণবতী হই।

১৯। দুর্গার মত বীরাসনা হই।

২০। পূর্ণিমার মত ধৈর্য্যশীলা হই।

২১। তুণের মত বিনীত হই।

২২। তরুণ মত সহিষ্ণু হই।

২৩। সূর্য্যের মত তেজোময় ও চক্ষের
মত স্নিগ্ধ হই।

২৪। গঙ্গার মত পাবনী হই।

২৫। লজ্জাবতী লতার মত লজ্জাশীলা
হই।

২৬। খনার মত জ্যোতিষী হই।

২৭। লীলাবতীর মত গণিতজ্ঞা হই।

২৮। দুর্গাবতীর মত তেজবিনী হই।

২৯। গার্গীর মত ব্রহ্মবাদিনী হই।

৩০। মৈত্রেয়ীর মত অমৃত-পিপাসু
হই।

* হিন্দুসমাজে যদিও স্মৃকথা, হুমতা ও হুতগিনীর অধ্যাপিও অভাব নাই, কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে নামোন্মেষ করা যায় এ শ্রেণীর এমন আদর্শ নারী দুর্লভ। ভার্য্যাই হিন্দু নারীজীবনের আদর্শ-স্থানীয়, এজন্য পুরাণে শত শত সতীর নাম পাওয়া যায়। আমরা অগত্যা বিদেশী ও জাদুনিবন্ধ করে কটা নাম লইয়াছি। যাহা এই অভাব পূরণ করিবেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ নাম প্রকাশ করিবা, বা, বো. স।

রসায়ন।

হাইড্রজেন মনক্সাইড বা জল।

সান্দ্রতিক চিহ্ন, H_2O ; সাংযোগিক বা মৌলিক গুরুত্ব ১৮।

ইতিহাস—অতি পূর্বকালে প্রাচীন পণ্ডিতগণ জলকে পঞ্চভূতমধ্যে গণনা করিতেন। পরে ১৮০০ খৃঃ অব্দের শেষে অর্থাৎ ১৭৭৬ অব্দে ডাক্তার ক্যাভেন্ডিশ (Cavendish) স্থির করেন, যখন হাইড্রজেন ভূবাযুতে দগ্ধ হয়, তৎকালে বায়ুহ্র অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া জল উৎপন্ন হয়। পরে ১৭৮১ অব্দে ডাক্তার ক্যাভেন্ডিশ জলের প্রকৃত সমাস অর্থাৎ কি কি উপাদানে জল উৎপন্ন হয়, তাহা স্থির করেন। জল মূল পদার্থ নহে, যৌগিক পদার্থ, নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা সমাধান হইতেছে।

১ম পরীক্ষা—কোন সোডা ওয়াটারের বোতলে ২ আয়তন হাইড্রজেন ও ১ আয়তন অক্সিজেন একত্র করিয়া তাড়িত সঞ্চালন বা দীপ স্পর্শ করিলে জল উৎপন্ন হয়। যথা— $O_2 + 2H_2 = 2H_2O$

২য় পরীক্ষা—যেমন ছই আয়তন হাইড্রজেন ও ১ আয়তন অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জলকে বিশ্লিষ্ট করিলে ২ আয়তন হাইড্রজেন ও ১ আয়তন অক্সিজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন জলপূর্ণ ম্যাসে ২৪ কোটা অম্ল মিশ্রিত করিয়া তাড়িত

সঞ্চালন কর, এবং উহার উপর ২টা পরীক্ষা-নল স্থাপন কর, তাহা হইলে দণ্ড-সংলগ্ন তার দিয়া যে পরিমাণে হাইড্রজেন বহির্গত হইবে, প্রাটিনম-সংযুক্ত তার দিয়া তাহার অর্ধেক আয়তন অক্সিজেন বহির্গত হইবে। যথা, $2H_2O = 2H_2 + O_2$ ।

জলের চিহ্ন H_2O , মৌলিকগুর ভার ১৮ ; অতএব জলে অক্সিজেনের গুরুত্বে $\frac{১৬}{১৮} = \frac{৮}{৯}$ ও হাইড্রজেন $\frac{২}{১৮} = \frac{১}{৯}$ আছে। নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যাইতেছে।

ক = ১০০ গ্রেণ

কপার-অক্সাইড ... = ১৫৯ গ্রেণ

সমষ্টি ১০৫৯ গ্রেণ

পরীক্ষার পর ঐ ছয়ের ওজন = ১০২৭ গ্রেণ

খ = ১০০ গ্রেণ

ক্যালসিয়ম-ক্লোরাইড = ২০০ গ্রেণ

সমষ্টি = ১১০০ গ্রেণ

পরীক্ষার পর ঐ ছয়ের ওজন = ১১৩৬ গ্রেণ।

প্রথমতঃ ক ও খকে ওজন কর ; মনে কর প্রত্যেককে উহার ১০০ গ্রেণ ; অনন্তর ১৫৯ গ্রেণ কপার-অক্সাইড ক কন্দুকে স্থাপন কর এবং খ ও ক কন্দুকে ২০০ গ্রেণ ক্যালসিয়ম-ক্লোরাইড রাখ ; অনন্তর গ ক্ৰপীতে হাইড্রজেন প্রস্তুত

কর; এদিকে ক কুপীতে তাপ দাও। তাপপ্রভাবে কপার-অক্সাইড্ হইতে অম্লজান পৃথক্ হইতে থাকিবে; পরে ক্যালসিয়ম-ক্লোরাইড্ দ্বারা বিপ্লব হাইড্রজেন ও কপার-অক্সাইড্ অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন হইবে। অনন্তর ঐ জল খ কুপীত ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডে আবদ্ধ হইবে। ক কন্ডুকের সমুদায় অক্সিজেন নিঃশেষিত হইলে ঐ ছইটা নল খুলিয়া লইয়া পৃথক্ রূপে ওজন করিলে দেখা যায় যে, ক নলের ভার ৩২ গ্রেণ, ক ও খ নলের ভার ৩৬ গ্রেণ অধিক হইয়াছে। সুতরাং ৩২ গ্রেণ অক্সিজেনের সহিত ৪ গ্রেণ হাইড্রজেন মিলিত হইয়া ৩৬ গ্রেণ জল উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব গুরুত্বে $\frac{৩৬}{৩২} = \frac{৯}{৮}$ অক্সিজেন; $\frac{৩৬}{৩২} = \frac{৯}{৮}$ হাইড্রজেন জলে বিস্তারিত আছে।

ধর্ম—বিপ্লব জল বর্ণহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ, গন্ধবিরহিত ও তরল পদার্থ। ০° শতাংশিক বা ৩২ ফারগেট পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়া রবফ হয়। ১০০° শতাংশিক বা ২১২ ফারগেট পরিমাণে উষ্ণ হইলে জল ফুটিয়া উঠে। অত্যাধিক পদার্থ শীতল হইলে তাহাদের আয়তনের হ্রাস হয়, কিন্তু জল ৪ ডিগ্রীর নীচে শীতল হইলে উহার আয়তন বৃদ্ধি হয়, এ কারণ বরফ জলে ভাসে। ৪° শতাংশিক বা ৩৯২ ফারগেট পরিমাণে শীতল হইলে জল চরম ঘনক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অল্প স্থানে সমুচিত হয়। জলের

গুণ্ড তেজ ৮° শতাংশিক বা ১৭৬ ফারগেট। জলীয় বাষ্পের গুণ্ডতেজ ৫৪০° শতাংশিক বা ৯৭২। জল, বরফ ও জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক তেজ যথাক্রমে ১; ৫০৪; ৪৮০৫।

১ লিটার জলের ভার = ১০০ গ্রেণ = ১

কিলগ্রাম = ১/১ সের।

১ ঘন ফুট জলের ভার = ১০০ আউন্স।

১ গ্যালন জলের ভার = ৭০০০ গ্রেণ =

১০ পাউণ্ড = ১/৫ সের।

জল বায়ু অপেক্ষা ৮২৫ গুণ ভারী। যদিও অক্সিজেন ও হাইড্রজেন সংযোগে জল উৎপন্ন হয়, তথাপি জল দ্রাবক বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের জলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম প্রাপ্ত হয়। বালুকা, পক্ষ, শৈবাল, মৎস্ত-ডিম্বাদি বিবিধ দ্রব্য জলে ভাসমান থাকে। ঐ সকল পদার্থ হইতে জলকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইলে বালি ও অম্লারের মধ্য দিয়া নিঃসৃত করিয়া লইতে হয়। নিঃসৃত করিয়া লইলেও জলের সকল ময়লা দূরীভূত হয় না। জল যে সমস্ত পদার্থে দ্রবীভূত থাকে, তাহা হইতে জলকে বিপ্লব করিয়া লইতে হইলে তাহাকে চৌয়াইতে হয়। নীল-মিশ্রিত জল নিঃসৃত করিয়া লইলেই তাহার নীলিমা অপগত হয় না, কিন্তু চৌয়াইয়া লইলে তাহার নীলিমা যায়।

কতকগুলি পদার্থ জলে সহজে দ্রবীভূত হয়; যথা, চিনি, সোডা, ফটকিরি ইত্যাদি। কতকগুলি পদার্থ জলে

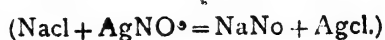
দ্রবীভূত হয় না; যথা, চাখড়ি, বালি ইত্যাদি। সামান্য জলে চা খড়ি দ্রবীভূত না হউক, বাষ্প-অঙ্গার মিশ্রিত জলে দ্রবীভূত হয়। যে জলে চা খড়ি, জিপসম প্রভৃতি পরার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাকে ভারী জল কহে; আর যে জলে ঐ সকল পদার্থ না থাকে, তাহাকে লঘু জল কহে। ইহাতে সাবান গুলিলে ফেনিল হয়।

বাষ্প-অঙ্গার-মিশ্রিত জলে চা খড়ি দ্রবীভূত থাকে; এ বিষয় পরীক্ষা করিতে হইলে খানিক পরিষ্কৃত চুণের জলে ফুংকার দাও; নিঃখসিত বাষ্প-অঙ্গারের সহিত চুণের সংযোগে চা খড়ি উৎপন্ন হয়; অনন্তর ৫ মিনিটের কম না হয়, উহাতে ফুংকার দিলে যে বাষ্প-অঙ্গার নির্গত হয়, তাহার সংযোগে চা খড়ি জলের সহিত মিলিয়া যায়; তখন ঐ জলের ছুণের আভা ঘুটিয়া গিয়া পুনর্বার পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে। এই জল উত্তপ্ত করিলে উহার বাষ্প-অঙ্গার উড়িয়া যাইবে এবং চা খড়ি খেতবর্ণ গুঁড়ার মত নীচে পড়িয়া থাকিবে; তখন ছাঁকিয়া লইলে বিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যে জলে চা খড়ি দ্রবীভূত থাকে, তাহা পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে জলে জিপসম দ্রবীভূত থাকে, সেই জল পরিষ্কৃত করা যায় না। বৃষ্টির জল পৃথিবীতে পতিত হইবার সময় উহাতে বায়ুহ বাষ্প-অঙ্গার দ্রব হয়; ঐ জল কোন চা খড়ি-বিশিষ্ট স্থানের মধ্যে

দিয়া গমন করিলে বাষ্প-অঙ্গার সংস্পর্শে কিয়ৎ পরিমাণে চা-খড়ি তাহাতে দ্রবীভূত হইয়া ঐ জল ভারী হয়। এই কারণে ইংলণ্ডে টেম্‌স্‌ নদীর জল ঐ চাখড়িযুক্ত বলিয়া ভাবী। ট্রেণ্ট নদীর জল জিপসমবিশিষ্ট পাহাড়ের মধ্য দিয়া আইসে বলিয়া ভারী। যে জলে চুণজাত লবণ নাই, তাহাকে লঘু জল কহে। জল যে পরিমাণে লঘু হইবে, সেই পরিমাণে নির্মূল হইবে। জলের তেজল্যা ও নবীনহের কারণ এই যে জলে বাষ্প সকল বিশেষতঃ কার্বনিক অ্যাসিড এবং অম্লজান মিশ্রিত থাকে। জল যত অধিক পরিমাণে বাষ্প ধারণ করিতে পারে, তত শীতল এবং যত অল্প বাষ্প ধারণ করে, ততই উষ্ণ হয়; এইহেতু উষ্ণ জলের আশ্রয়ন সৌন্দা বোধ হয়। জলের অপরিষ্কৃততার প্রধান দ্রব্য সকল যথা, লবণ (Na Cl) ক্যালসিয়াম কার্বনেট (caco,) এবং ক্যালসিয়াম সালফেট (Case ৪)।

জলের পরীক্ষা।

১। লবণের পরীক্ষা,—সিলভার নাইট্রেটের (AgNO_৩) দ্রাবণ জলস্থ লবণের সহিত যুক্ত হইয়া এক প্রকার সাদা ঘন গুঁড়া প্রস্তুত করে, তাহাকে সিলভার ক্লোরাইড (.AgCl) কহে; ইহা নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রব হয় না, কিন্তু অ্যামোনিয়াতে হয় :—



২। ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরীক্ষা,

—জলকে ফুটাইলে, জলস্থ কার্বনিক অসিড গ্যাস বিমুক্ত হয়, এবং কার্বনেট সাদা গুঁড়াক্রমে পাত্রেব নিম্নভাগে পতিত থাকে, ইহাকে ফাৰ্ (Fur) কহে ।

৩। ক্যালসিয়ম সালফেটের পরীক্ষা,—ইহার দুইটা পরীক্ষা ; একটি চূণেব, আর একটি সালফিউরিক অসিডেব । (১ম) চূণের (Lime) পরীক্ষা,—আমোনিয়া, তৎপরে আমোনিয়ম অগ্‌স্থালেটের (Ammonium Oxalate) দ্রাবণ জলস্থ চূণজাত লবণেব সহিত মিশ্রিত হইয়া সাদা চূণের গুঁড়া অর্থাৎ ক্যালসিয়ম অগ্‌স্থালেট (White precipitate of lime or Calcium Oxalate) প্রস্তুত করে । ইহা অসেটিক অসিডের (Acetic Acid) দ্বারা দ্রবীভূত হয় না । (২য়) সালফিউরিক অসিডের পরীক্ষা,—বেরিয়ম ক্লোরাইডের (BaCl_2) দ্রাবণ,

জলস্থ সালফিউরিক অসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া বেরিয়ম সালফেটের সাদা গুঁড়া (White precipitate of Barium Sulphate, BaSO_4) প্রস্তুত করে । ইহা সোন অসিডে দ্রব হয় না । যথা,—
 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4 + 2\text{HCl}$.

৪। সাবানের পরীক্ষা,—ভারী জলে সাবান গুলিলে ফেনিল হয় না, লঘুজলে সাবান গুলিলে ফেনিল হয় ।

৫। খনি হইতে উদ্ধৃত জল (Mineral Water),—খনি হইতে যে জল উত্থিত হয়, তাহাতে যে সকল পদার্থ থাকে, সাধারণ জলে সে সকল পদার্থ থাকে না । ক্যালগিবিয়ট জলে (chalybeate Water) লৌহজাত লবণ, এবং হেরোগেট জলে (Harnogate Water) সালফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন (Sulphurated Hydrogen) আছে ।

ডাঃ স, প্রি, দ ।

জাপান-মহিলার আহত-সেবা ।

ঘোর রণরঙ্গে মাতিল জাপান,
 বহিল শোণিত থর শ্রোতস্থান ।
 স্বদেশের তরে ব্যাধিত জীবন
 স্বদেশ-সেবায় করিছে অর্পণ ।
 মৃত্যুর পুতলি ধামাগণ যত
 বুক পাতি ছুখ গ্রহণেতে রত ।
 আহত-সেবায় আ মরি হের না
 জাপান-লগনা, নাহিক তুলনা !

দিতেছে ঔষধ, বাধিতেছে ক্ষত,
 বিশ্ব-সেবাত্রিতে ব্রতী অবিরত ।
 কেহ বায় রাজকন্ডার* ভবনে,
 প্রস্তুত করিছে 'পটি' একমনে ।
 দেশ-পূজা তরে সবাই ব্যাকুল,
 অশ্রুগঙ্গাদক—দেহ প্রাণ ফুল
 দিয়ে সবে পূজে জাপাননিবাসী

* রাজপুত্রধৃ কমেটুহ ।

কিবা রাজরাণী কিবা দাস দাসী।
সকলেই এক দেশের সেবায়
নাহি ভেদাভেদ পার্থক্য কোথায়।

শিখালে শতক দেশে নব প্রাণ,
ধন্য ধন্য ধন্য ধন্য হে জাপান!!
শ্রীনকুড়চঞ্জ বিশ্বাস।

অর্থনীতি।

(৫০২-৩ সংখ্যা—৬৫ পৃষ্ঠার পর।)

জ্ঞানদা। সরলা! ধনাগমের তিনটি প্রধান উপায় কি কি, তোমার মনে আছে?

সরলা। হাঁ, ভূমি, শ্রম এবং মূলধন।
আচ্ছা, শ্রম সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিতে চাই। ভূমি বলিতেছিলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রমের ফল আমরা পাই, সে কেমন?

জ্ঞা। দেখ, আমরা ঘরে বসিয়া যে সব জিনিষ ভোগ করি, তাহা কত স্থানে কত লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া প্রস্তুত করে। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন “চীনেরা আমার জন্ত চা সংগ্রহ করিতেছে, আরবেরা অর্থ সাজাইতেছে, ভূবস্তুরা গোলাপজল তৈয়ার করিতেছে, পারস্তেরা কার্পেট বস্ত্র এবং কাশ্মীর-বাসীরা শাল বুনিতেছে, কাবুলিরা নানা-বিধ মেওয়া ফল উৎপন্ন করিতেছে এবং কাফ্রিরা স্বর্ণ হীরক খুঁড়িয়া বাহির করিতেছে।” ইংলেণ্ডে অল্প বস্ত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইংলণ্ডবাসীরা সমুদায় পৃথিবীর লোকের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য সকল ভোগ করিতেছে।

স। আমরাও ত বিলাত হইতে অনেক জিনিষ পাই। এই যে বিলাতী কাপড় আমদানী হয়, ইহাতে পরিশ্রম করে কাহারো?

জ্ঞা। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ইহার জন্ত খাটিতেছে। আমেরিকার জর্জিয়া প্রদেশে তুলা জন্মে, সেখানকার ভূমি জলাভূমি, সেখানকার কৃষকদিগের কত পরিশ্রম ও কৌশলে তুলার বীজে বৃক্ষ হয়, সেই বৃক্ষের ফল হইতে তুলা সংগৃহীত হয়। রপ্তানির জন্য বণিক সকল আছে, তাহারা জাহাজে করিয়া মাল বিলাতে লইয়া যায়। এক-খানি জাহাজে কত ছুতার কামার, মুটে মজুর ও ইঞ্জিনিয়ার খাটে। জাহাজের দড়ীর জন্য কত লোক পাট তৈয়ার করে, দড়ী পাকায়, কত পরিশ্রম করে। জাহাজ চালাইবার জন্য কাপ্তেন, দাঁড়ি, মাল্লা কত চাই। কত লোক তুলার গাঁইট বাঁধে। ডকে আনিয়া ঘাটে ও রেলের বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা মাল চালান হয়। এই রেলওয়ে ও বস্ত্রসকল নির্মাণেও কত

সহস্র সহস্র লোক খাটিতেছে। কত শত লোকের শ্রমলব্ধ মূলধনে ইহার ব্যয় নিৰ্দ্ধারিত হইতেছে।

স। এত খুঁটিয়া ধরিতে গেলে লক্ষ লক্ষ লোকের পরিশ্রমে যে একখানি বস্ত্র তৈয়ার হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমেরিকা হইতে বিলাতে তুলা আনিতেই ত এই কাণ্ড! তাহার পর বিলাতী কল সকল আছে, তাহাতে সূতা তৈয়ার ও কাপড় বুনা হইবে। সেই কাপড় আবার গাঁইট-বন্দি হইয়া জাহাজে করিয়া ভারতে আসিবে, কতই পরিশ্রম—কতই অর্থব্যয়!

জ্ঞা। জেন, শ্রমটা বড় মজার জিনিষ, ইহা ভেক্সির মত কাজ করে।

স। সে কেমন?

জ্ঞা। দেখ কতকগুলো ধান আনিয়া দিলাম; শ্রম তাহা লইয়া সূন্দর চাউল, অন্ন, খেঁ, মুড়ি, চিড়া প্রস্তুত করিয়া দিল। এক আঁজলা গম দিলাম, সূন্দর রুটি, পিঠা তাহা হইতে বাহির হইল। খানিকটা লোহা দিলাম, দা, কুড়ুল, শাবল, হাতা, বেড়ি, কড়া, খুঁস্তি কত আকারের সামগ্রী হইল! আর খানিকটা সোণা, রূপা লইয়া কানের, হাতের, পার, গলার কত রকম গহনা তৈয়ার হইয়া গেল! শ্রম না হইলে যেথাকার জিনিষ সেইখানেই থাকিত, এত কাজে লাগাইত কে?

স। আমরা স্বভাব হইতে মাল মসলা পাই, শ্রম সে গুলিকে মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত করে। এই কি ঠিক?

জ্ঞা। ইহা ঠিক কথা। একটা চমৎকার দেখিতেছ—মানুষ কোন মাল মসলার সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা স্বভাব-প্রদত্ত। কিন্তু আবার মানুষের সাহায্য ব্যতীত স্বভাবদত্ত বস্তু সকল মানুষের ব্যবহারের উপযোগী হয় না। পরস্পরে সাহায্য চাই।

স। আচ্ছা, পরিশ্রম কাজের আছে বটে, কিন্তু একেজো মিছামিছিও ত হয়? কত লোক সমস্ত দিন পরিশ্রম করে—এক পয়সা সংস্থান করিতে পারে না।

জ্ঞা। শ্রম দুই প্রকার আছে—সফল (productive) ও নিষ্ফল (unproductive)। কৃষক, শিল্পী ও বণিক্ প্রভৃতি যে শ্রম করে, তাহা সফল, তাহাতে লাভ আছে। কিন্তু আমাদের দেশে বাবু ভায়া সমস্ত দিন তাস পেটেন অথবা টো টো কবিতা ঘুরিয়া টোটো কোম্পানির বেগাব দেন, তাহা নিষ্ফল, তাহাতে লাভ দেখা যায় না।

স। আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে ষণ্ডা ষণ্ডা দরোয়ানগুলো ডাল রুটি খাইয়া যে দেউড়িতে পড়িয়া থাকে, তাহাদের শ্রম সফল না নিষ্ফল?

জ্ঞা। তাহারা নিতান্ত অদরকারী মনে করিও না। তাহারা আছে বলিয়া তোমাদের টাকা কড়ি মান মৰ্যাদা রক্ষা পায়। যদি তাহারা না থাকিত, চোর ডাকাতে তোমাদের সব লুটিয়া লইয়া যাইত। এইরূপ গবর্ণমেণ্টের পুলিশ ও সৈন্যদল। আপাততঃ বোধ হয় তাহারা

অলস, কোনও কাজ করে না। কিন্তু তাহারা থাকিতে নগর রক্ষা ও রাজ্য রক্ষা হয়। চোর ভাণ্ডারে পড়িলে তোমার বাড়ীর দরোয়ানেরা আগে মাথা দিবে। সেইরূপ দেশে যুদ্ধ বিদ্রোহ ও অন্য গোলাযোগ ঘটিলে পুলিশ ও সেনাদিগকে মাথা দিতে হইবে।

স। আচ্ছা স্কুলের শিক্ষকেরা যে পরিশ্রম করেন, তাহা সফল না নিফল ?

জ্ঞা। এক সময় লোকে মনে করিত যে যে শ্রমে বাহ্য ব্যবহারোপযোগী কোন বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাই সফল। সে হিসাবে স্কুল মাষ্টারদের শ্রম নিফল বোধ হইবে। একজন ইংরাজ মহাপণ্ডিত এতদূর বলিয়াছিলেন যে, একজন মহা-মহোপাধ্যায় দার্শনিক পণ্ডিত অপেক্ষা একজন সামান্য চর্ম্মকার সমাজের উপকারী। কিন্তু স্মৃষ্টিতে এখন লোকে বুঝিতেছে যে বাহ্য মাল মসলা ব্যবহারের উপযোগী করিতে যে শ্রম লাগে, মানুষের শক্তিসকলকে বিকশিত ও ব্যবহারোপযোগী করিতে তদপেক্ষা অধিক শ্রম লাগে এবং সে শ্রম অধিক মূল্যবান। একজন মূর্থ শ্রমজীবী আট ঘণ্টা খাটিয়া যে কাজ করিবে, একজন শিক্ষিত শ্রমজীবী তিন ঘণ্টায় সে কর্ম্ম তদপেক্ষা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবে। ইহাতে কি কম লাভ ?

জ্ঞা। বাহ্য সাফায়ে বা পরোক্ষভাবে লাভজনক এবং জাতীয় ধনোন্নতির সহায়, তাহাই সফল শ্রম। জাতীয়

লোকদিগের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক যেকোন বিষয়ের উন্নতি কাহারও শ্রমে হইলে তিনিই সমাজের উপকারী বস্তু এবং তাহার শ্রমই সফল শ্রম।

স। ব্রাহ্মণেরা যে পূজা অর্চ্চা শাস্তি স্বস্তায়ন করেন, তাহাদের শ্রম ত তবে সফল শ্রম ?

জ্ঞা। ব্রাহ্মণ পুৰোহিত রাজক মোল্লা পাদরী ইহারা লোকের ধর্ম্মোন্নতি ও প্রাণের শান্তির জন্য যে কার্য্য করেন, তাহা সফল শ্রম, কেননা তাহাতে নর নারী এবং জনসমাজের মঙ্গল হয়। লাভ দুই প্রকার—ঐহিক ও পারমার্থিক। ঐহিক সামান্য অর্থ যত মূল্যবান, পরমার্থ তদপেক্ষা মূল্যবান, কারণ তাহা দ্বারা ইহ পরকালের মঙ্গল হয়।

স। আচ্ছা, বড় বড় বাবাজী মোহন্ত গদিয়ান্ হইয়া যে ভোগবিলাসে অনেক অর্থ উড়ায়, তাহাদের দ্বারা কি জাতির ঐহিক বা পারত্রিক কোনও লাভ হয় ? আমার বোধ হয় নিফল শ্রমের অবতারণা তাহারা ?

জ্ঞা। ধর্ম্মশালা ও মোহন্ত স্থাপন বাঁহারা করিয়াছিলেন, তাহারা ভাল উদ্দেশ্যেই করিয়াছিলেন। তাহারা ধর্ম্ম-রক্ষা, ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মার্থীদিগের পরম কল্যাণের জন্ত বিষয় বস্তুর ব্যবস্থা করিয়া যান। তাহাদের দেবত্ব সন্দেহে ধর্ম্মার্থে ব্যয় হয় দেখিবার জন্ত এক একজন রক্ষক বা মোহন্ত নিযুক্ত করিয়া-



নারী-হিতৈষী স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মহুমদার ।

সৌম্যমূর্তি শিশুদৃষ্টি পেমে ঢল ঢল,
 ধর্মপ্রাণ সুপণ্ডিত বিশ্বাসে অটল,
 বাগ্মিতায় চমৎকৃত কারণা জগৎ
 ধর্মপ্রচারক ত্রুত সাধিলে মহৎ ।
 ধারণ কারণা সিন্ধু হস্তে সুলেখনী,
 রচিনাছ কত গ্রন্থ অমৃতের খনি ।
 নারীজাতি-হিতকল্পে কতই উত্তম,
 যুবাদের উন্নতিতে কত পবিত্রম !
 গুরু-ভাক্ত, দলপ্রীতি, ভাবের উচ্ছ্বাস
 হ'লেও প্রবল, ছিল অসত্যের ভ্রাস ।

সত্য-অনুবোধে কত সচিলে পীড়ন,
 ছন্দাক্য লাঞ্ছনা দুখা নিন্দা অযতন !
 বপদেব বিখ্যালেয়ে হয়ে স্মারিত,
 অশ্রুজলে মলিনতা করি প্রক্ষালিত,
 জীবন-সর্বস্ব ধনে করি হৃদি-ধন,
 তার পদে করেছিলে আশ্রয়-সমপণ ।
 সাম্প্রতিক রোগে তাই কিবা শাস্তি ভাব ।
 শোক তাপ মৃত্যুজয়ী ধর্মের প্রভাব ।
 শাস্তি তরে বড় সাধ ছিল তব মনে,
 লভিয়াছ চিব শাস্তি শাস্তি-নিকেতনে ।



ছিলেন। কিন্তু রক্ষকেরা যে তক্ষক হইয়া আপনাদেব বিলাসিতা ও কুদাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত অর্থাৎ অপবায় করিবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নিষ্ফল শ্রমেব মত নিষ্ফল বায়ও দৃশ্যীয়। এই অপবায় ও নিষ্ফল বায়ের প্রতি-বিধান জন্ত গবর্ণমেন্টের বা দেশবাসী-দিগের যথাকর্তব্য করা আবশ্যিক।

স। আচ্ছা, গবর্ণমেন্ট ত রাজ্যেব লোকের কদির দোহন করিয়া টাকা সংগ্রহ করেন, তাঁহারা কি অপবায় করেন না?

জ। ধর্ম্যবক্ষকের ছায় গবর্ণমেন্টও দেশেব ধনরক্ষক এবং তাঁহাদের ধনা-গীরেব ধন দেশের কল্যাণার্থে ব্যয় হওয়া উচিত। কিন্তু গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধে কথা আছে ‘কোম্পানিকা মাল, দবিয়ামে ঢাল।’ গবর্ণমেন্টের হস্তেও অনেক সময় ধনের অপ-ব্যয় হয়। P. W. D. নামে গবর্ণমেন্টের ইঞ্জিনিয়ারিও বিভাগ আছে, তাহাতে একগুণে ৪ গুণ ব্যয় হয় শুনা যায় এবং যাহারা এ সব কাজ পার, হঠাৎ বড়মানুষ হইয়া উঠে। কত হাজার হাজার টাকার কাজেব প্লান হইতেছে, কত সময় কতক কাজ হইয়া আবার তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। এরূপ শ্রম ও বায় নিষ্ফল।

স। নিষ্ফল শ্রম ও বায় বোধ হয় গবর্ণমেন্ট, বড় মানুষ, মোহন্ত বাবাজী এই সব লোকেরই হইয়া থাকে। গরিব লোকদের পক্ষে কি এরূপ ঘটে? তাহারা প্রাণান্ত খাটিয়া দুই বেলাব অন্ন সংস্থানই করিতে পারে না; অপবায় কিরূপে করিবে?

জ। তা মনে করিও না। ঠিক কবিয়া ধবিলে গরিব লোকদেবও অনেক অপবায় আছে। দিন মজুরী করিয়া ১০ আনা আনে, কিন্তু কত লোক তার ৮০ আনা ১০ আনা তাড়ী, মজুপান বা বদমাইসীতে উড়াইয়া দেয়। আমাদের দেশেব ছোট লোকের মধ্যে তামাক খাওয়া একটা নিত্যবোগ, ইহাতে কত নিষ্ফল ব্যয় হয়। তামাক খাইলে বেশী শ্রম কদা যায়, এ তামাকখোরের কথা। যাহারা এ নেশা করে নাই, তাহারা তামাকখোবদিগেব অপেক্ষা অধিক শ্রম করিতে পাবে। জাতীয় অর্থের দিকে চাহিলে এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয় হইতেই সতর্কতা অভ্যাস করিতে হয়। সব শ্রম যেমন সফল শ্রম হইবে, শ্রমলব্ধ সকল অর্থও আবশ্যিক বিষয়ে খরচ হইবে, তাহা হইলে ব্যয় সফল ও সার্থক হয়।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ।

১৯৪৭ সালের আশ্বিন মাসে হুগলী প্রতাপচন্দ্রের জন্ম হয়। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে সেনের জন্মভূমি গরিকা। এই গরিকায়



তাহারও পৈতৃক বাসভূমি ছিল এবং সেখানে তিনি কেশবচন্দ্রের বালাসহচর ছিলেন। তিনি প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালাে গুরুমহাশয়ের কঠোর শিক্ষার অধীন হন। হুগলি কলিজিয়েট স্কুলে তাহার ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ হয়। কলিকাতায় কেশব বাবুর কলুটোলাস্থ পৈতৃক বাসভবনের সম্মুখে তাহারও পৈতৃক বাসভবন ছিল। সেখানে আসিয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী ও ইতিহাসে তাহার আশ্চর্য্য অধিকার দেখিয়া শিক্ষকগণ আশ্চর্য্য হন। তৃতীয় শ্রেণীতে তিনি এরূপ অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দেন যে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে না পড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে দুই বৎসর পাঠ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। তিনি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন। পিতৃত্যাজ্য যে সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, তাহাতে সচ্ছন্দে জীবনযাপনের উপায় ছিল। ১৮৫৯ সালে কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভূতা শ্রীমতী সোদামিনী দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে তিনি যাবজ্জীবন সুখী হইয়া ছিলেন এবং পত্নীকে ঈশ্বরের রূপার বিশেষ দান বলিয়া স্বীকার করিতেন। ঘোবনের প্রারম্ভে কুসংসর্গে পড়িয়া তাহার দুর্গতির সম্ভাবনা হইয়াছিল, নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গ পাইয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া নবজীবন লাভ করেন।

ইংরাজি ১৮৫৯ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত এবং ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রশ্রেণী-ভুক্ত হন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবও তাহার জীবনগঠনের সহায় হইল। এই সময় তিনি গৃহে বসিয়া দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক অনেক পুস্তক অধ্যয়ন করেন। প্রথম হইতেই নিরুজ্জনপ্রিয় ও চিন্তাশীল ছিলেন। এই সময় কেশব বাবুর জলন্ত উৎসাহ ও নেতৃত্বে ব্রাহ্ম-সমাজের কত বহিরান্দোলন হয়, কিন্তু তিনি গোলমালে না মিশিয়া আপনার মনে আপনার কার্য্যই করিতেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কেশব বাবু চাকরী আরম্ভ করেন। প্রতাপ বাবুও তথায় চাকরী করিতে যান। কিন্তু এক সময় কবি রামপ্রসাদ যেমন দপ্তরে বসিয়া সংগীত রচনা করাতে কর্ম্মচ্যুত হন, প্রতাপ বাবু আফিসে বসিয়া আফিসের সময়ে ভাবের উদ্বেজনায় সরল প্রার্থনা সকল লিপিবদ্ধ করাতে উপরওয়ালার অপ্রিয় হন ও কর্ম্ম হারান।

প্রথম বয়সে প্রতাপ বাবু বড়ই লজ্জাশীল ছিলেন। তাহার বিদ্যা বা বাক্পটুতার পরিচয় বাহিরে কেহ জানিতে পারে নাই। তিনি তত্ত্ববোধিনী, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ইণ্ডিয়ান মিরর—ব্রাহ্ম সমাজের এই সকল কাগজে কিছু কিছু লিখিতেন। ব্রাহ্মদিগের অধিবেশনে বাঙ্গালায় কখন কখন বলিতেন। কেশব বাবু আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

একটি প্রচারক দল গঠন করিলে তিনি তাহার সহিত যোগদান করেন। প্রথমে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিয়া বাঙ্গালা ও হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। পরে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে গিয়া ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। এই সময় হইতে তাঁহার চিন্তাশীলতা, বাগ্মিতা ও ধর্মপ্রচার-দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বাবু কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডদর্শনের পর ১৮৭৪ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং বক্তৃতা করিয়া প্রভূত যশ লাভ করেন। কেশবচন্দ্রের পবলোক-যাত্রার এক বৎসর পূর্বে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়া আমেরিকা ও জাপান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। যখন ফিরিয়া আসেন, তখন কেশবচন্দ্র স্বর্গগত। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো নগরে যে বিশ্বধর্মসভার (Parliament of Religion) অধিবেশন হয়, তাহাতে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি আহূত হন এবং ইংলণ্ড পুনর্দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার মধুব, জ্ঞানগর্ভ ও তেজস্বিনী বক্তৃতায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার নরনারীগণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারি প্রবর্তনায় আমেরিকাবাসিগণ “Barrow's Lectures” নামক বক্তৃতা ভারতে বর্ষে বর্ষে দিবার ব্যবস্থা করেন এবং প্রতাপ বাবুর জীবিকা ও ধর্মপ্রচারের সহায়তার জন্য স্বতন্ত্র ফণ্ডও সংস্থাপন করেন। প্রতাপ বাবু

ওরিয়্যান্টাল ক্রাইষ্ট, হার্টবিটস্, টুর রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড, কেশব বাবুর জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া ও পাশ্চাত্য জগৎকে চমৎকৃত করেন। তিনি ইংলণ্ডীয় ও আমেরিকাস্থ কতকগুলি পত্রিকাতে লিখিতেন। কিছুদিন বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রের সম্পাদন করেন এবং ইন্ট্রা-প্রিটার নামক তাঁহার নিজপ্রবর্তিত ইংরাজি মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেন। তাঁহার ইংরাজি অতি বিদগ্ধ ও সুদয়গ্রাহী ছিল।

কেশব বাবুর তিরোধানের পর প্রতাপ বাবু মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে যে ইংরাজী বক্তৃতা করিতেন, সহস্র সহস্র লোক তাহা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইত। প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার তত অভ্যস্ত ছিল না, কিন্তু পরে ইহাতেও বক্তৃতা উপদেশ ও রচনা দ্বারা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত জী-চরিত্র, আশীষ, কল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক অতি সুন্দর। তিনি বরাবর বামাবোধিনী পত্রিকার প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাতে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আমরা তাঁহার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ।

এদেশের নারীজাতির জ্ঞান ও ধর্মোন্নতির জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। বেথুন কলেজে ব্রাহ্ম ও হিন্দু রমণীদিগকে একত্র করিয়া তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। অত্যাশ্চর্য্য স্থানেও এইরূপ করিয়া ছিলেন। আপনার গৃহে ব্রাহ্মিকাদিগকে



সমবেত করিয়া উপাসনা ও উপদেশ দান করিতেন। বঙ্গদেশীয় কয়েকটি ছোটলাট দার্জিলিংয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অমুরাগী হন। জীশিক্ষা ও যুবকদিগের চরিত্রের উন্নতির জন্য তিনি ইহাদিগকে উত্তেজিত করেন। ছোট লাট ইলিয়ট ইহারই পরামর্শে বর্তমান “University Institute” সভার প্রতিষ্ঠা করেন। যুবকদিগের উপকারার্থ এক সময় প্রতাপ বাবু অনেক খাটিয়াছেন।

প্রতাপ বাবু কেশব বাবু নিতান্ত অসুস্থ ছিলেন এবং অনেক সময় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতমারে তাঁহার প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হইতেন। তথাপি তাঁহার সত্য-প্রিয়তা ও ন্যায়ামুরাগ এতদূর প্রবল ছিল যে, স্বমত ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কুচবিহার-বিবাহের পর “আপসল” হইয়া নববিধান-দলে প্রবেশ করিলেও তিনি সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উদারভাব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সকল সম্প্রদায় লইয়া একটা “ব্রাহ্ম সম্মিলন” সংগঠনার্থ যথেষ্ট ক্রেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্বদলস্থ লোকের নিকট নিন্দিত ও উৎপীড়িত হইয়াও জীবনান্ত পর্য্যন্ত আপনার স্বাধীনতা ও উদার ভাব পরিত্যাগ করেন নাই।

প্রতাপ বাবু দাম্পত্যজীবন আদর্শ জীবন। সন্তান না হইলেও স্বামী জী পরম্পরের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রেম পোষণ করিয়া আপনাদিগের কর্তব্যসাধন

করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রস্তাব বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া আমরা এই স্থলে অধিক লিখিলাম না। প্রতাপ বাবু দুইটি বাসগৃহ ছিল—একটি কলিকাতার “শান্তিকুটীর” ও অপরটি করসিয়াস্থ শৈলাবাস। বহুদিনাবধি তিনি বহুমুত্ররোগে আক্রান্ত হন। এই জন্য শৈলাবাসে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতেন এবং শীতকালে কলিকাতায় থাকিতেন। এই রোগ ক্রমে ক্ষয়কাশ আকারে পরিণত হয়। এক বৎসর কাল এই রোগ প্রবল আকার ধারণ করাতে তিনি দার্জিলিং, সিমলা, বাকীপুর, লক্ষৌ, দেৱাছন প্রভৃতি অনেক স্থানে বায়ু পরিবর্তন করেন, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হইল না। অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া সাত আট মাস থাকেন। এই পীড়ার অবস্থায় তাঁহার শাস্ত্রভাব ও প্রেম ভক্তির মধুবতা দর্শনে সকলে মোহিত হইয়াছেন। রোগের ঘোরতর যন্ত্রণাতেও তিনি অস্থিরতা প্রকাশ করেন নাই। পরিশেষে গত ২৭শে মে তাঁহার শান্তিকুটীরে অতি প্রশান্তভাবে রুদ্র ভগ্ন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

প্রতাপ বাবু অস্বাভাবিক সমারোহে সম্মত হয়। প্রায় দেড়শত লোক শবের অনুযাত্রী হইয়া আশান-ঘাটে গমন করেন। তাঁহার বিয়োগে কেবল ব্রাহ্ম সমাজসকল নহে, কিন্তু দেশহিতৈষী সভা সমিতি ও পদস্থ ব্যক্তিগণ এবং



রাজপুরুষগণও শোক প্রকাশ করিয়াছেন। দেশ বিদেশের সংবাদপত্র সকলে তাঁহার শুণামুকীর্তন করিয়া অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইউনিবার্‌সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে প্রতাপ বাবুর স্মৃতি-রক্ষণোদ্দেশ্যে এক বৃহৎ সভা হয়। স্বদেশ-বন্ধের ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার সভাপতির কার্য করেন এবং স্মৃতি-ফণ্ডে দাতব্য প্রদান করেন। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নরেন্দ্রনাথ

সেন প্রভৃতি দেশস্থ মহায়াগণও উপস্থিত হইয়া প্রতাপ বাবুর শুণগৌরব কীর্তন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্তকে বিশেষ ধন্যবাদ। তিনি অনেক কাশ হইতে প্রতাপ বাবুর চিকিৎসার জ্ঞান বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, আবার স্মৃতি-ফণ্ডে হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়া স্মৃতি-চিহ্ন স্থায় প্রাপ্তিষ্ঠিত হইবে।

বামাবোধিনীর শুভজন্মোৎসব সভা।

গত ২৪এ ভাদ্র অপরাহ্নে ৯ নং এন্টনিবাগান লেন ভবনে এই জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। নারীহিতৈষী কয়েকটি পুরুষ এবং নিম্নলিখিত নারীগণ ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন:—

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সানিক্তী সর্বস্বতী

„ চাক্রশীলা দাসী

„ কুমুদিনী দাস বি, এ, (বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ)

„ হেমলতা রায়

„ শ্রেয়লতা দেব

„ শ্রীমতীমারী চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তার হেমাবিনী কুলভি

কুমারী শরৎশশী চট্টোপাধ্যায়

„ বিভূবালা দেব

„ রাখারাগী মিত্র

„ শান্তশীলা মজুমদার

„ হুম্মাধিনী দেবী

„ চাক্রশীলা বিশ্বাস

কুমারী উষাপ্রভা দত্ত

„ শ্রীমতীবালা দেব ও বালিকাগণ।

কয়েকটি বালিকা সঙ্গীত করিলে সম্পাদক ঈশ্বরোপাসনার পর বামাবোধিনীর জীবনে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করণার লীলা বর্ণনা করেন এবং ইহার হিতৈষী বন্ধুগণকে বিশেষ ধন্যবাদ করেন। শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু ও মানকুমারী বসুর পত্র পাঠ করা হয়। তাঁহারা বিশেষ দ্রষ্টব্য সমাগত হইতে পারেন নাই। স্বর্ণপ্রভা বসু মহাশয়া বামাবোধিনীর উন্নতিকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আজি প্রিয় বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসবের দিনে বঙ্গমহিলাগণের সম্মুখে আমার হৃদয়ের বহুকালের অঙ্কিত কয়েকটি কথা জানাইয়া তাহা কার্য্যে

পরিণত দেখিতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। বর্তমান সময়ে জীজ্ঞাতির জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার কবিতো পারেন না। রাজধানী কলিকাতার ত কথাই নাই, সুদূর-পল্লিবাসিনী মহিলাদিগের মধ্যেও অনেকেই আপন আপন শ্রমভাবল্লভ প্রতিভার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে মনোহর ভূষণে সজ্জিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা মানকুমারী, বামাবোধিনী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কামিনী প্রভৃতির মত প্রতিভাশালিনী মহিলাদের মধ্যেও বিরল। এই সকল শিক্ষিত মহিলাকুলের প্রত্যেকেই যেন এক একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া ওৎপাদন দ্বারা স্বদেশের পরিচর্যা করুন, এই আমার বিনীত প্রার্থনা। স্বদেশোদ্দয়ের সময় ইষ্টদেবতার নাম জপ করিয়া এই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার বল ভিক্ষা কবিবেন। এক বিষয়ে সকলের মনোযোগ সমান কার্য্যকরী হইতে পারে না। বিধাতা যাঁহাকে যে শক্তিতে ভূষিত করিয়াছেন, তিনি সেই শক্তির সহায়তায় স্বদেশের সেবা করিয়া আপনায় জীবনকে ধ্বংস করুন। যাঁহাদের সংসারবন্ধন তেমন হৃৎশ্ছেদ্য নয়, তাঁহারা স্বদেশের জন্য অধিক সময় দান করিতে পারেন, অস্ত্রে অন্ন পারেন। নারীগণ কিন্তু সাধারণতঃ পারিবারিক কর্তব্য অবহেলা করিয়া বাহিরের কার্য্য করেন, আমার সে মত নহে। বঙ্গমহিলাকুল সংঘত ও

সুশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালিত করিতে যদি শিক্ষা করেন, তবে গৃহস্থলীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াও নানা প্রকারে মাতৃভূমির সেবা করিবার উপায় উদ্ভাবন কবিতো পারেন। অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত, দুঃখ প্রলোভনের তীব্রকশাঘাতে জর্জরিত দুঃখিনী ভগ্নীদের সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। জন্মের মধ্যে এই ভাব জলন্ত হইলে শত সহস্র উপায়ে মহিলাগণ কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। যিনি স্কুমার বিভায়া সুদক্ষ, তিনি সামান্য অবস্থাপন্ন নারীদিগকে তাহারই শিক্ষা দিয়া জীবিকার সংস্থান করিয়া দিতে পারেন। যিনি বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমুন্নত, তিনি সেই সেই বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। নব্য সভ্যতার ফলে প্রাচীন কালের শিল্পকর্ম্ম রক্ষনাদি বিলুপ্ত প্রায়। বালিকাগণকে গৃহকক্ষে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সুগৃহিণীরূপে গঠিত করা প্রত্যেক মাতার পক্ষে অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি কলিকাতা “স্বদেশী” ভাবের শবল বহুয় ভাসিতেছে। এই সময় আমার বিনীত অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না, ভরসা করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। স্বদেশীভাবে প্রণোদিত হইয়া অনেকেই অনেক প্রকার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতেছেন। বিলাতী সভ্যতার আলোক বাঙ্গালী পরিবারে যে ভাবে বিস্তৃত হইতেছে, তাহার পরিণাম ভাবিয়া কম্পিত হই। এই সময় “স্বদেশী” আন্দোলন বিধাতার বর বলিয়া মনে

করিতেছি। প্রত্যেক গৃহিণী সন্মত করুন, হোটেলের অথবা অস্থায়ী বিলাসী পুষ্করণকে মুক্তনৌ, মাছের ঝোল, ও পিঠা পুলিশ আদর করিতে বাধ্য কবিবেন—বিলাসিতার অসার মোহশাস ছিন্ন করিয়া স্বদেশেব হিত-কার্যে সাধ্যমত অর্থ দান করিবেন। ইহাতে স্বদেশবাসীর উৎকর্ষ ও পুণ্যসঞ্চয় হইবে।

বঙ্গনারী—

প্রকৃতি সদয়ভাবে যা করেন দান,
বিধির আশীষ ভেবে করিও সম্মান।
অমৃত বাসনা পোষা মুখু বিড়ম্বনা।
একটি ধরিয়া কর তাব আবাদনা।

শ্রীমতী নগেন্দ্রাবলা সরস্বতী বামাবোধিনীর প্রাতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দুইটা প্রস্তাব করেন—(১) গৃহচিকিৎসার

উপযোগী প্রাচীন ঔষধ সংগ্রহ এবং প্রাচীন গ্রন্থ ও গল্পাদি সংগ্রহ; (২) অনাথা বিধবাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের সহপায় বিধান।

সম্পাদক সমাগত সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বাক্ত করিলেন বামাবোধিনীর জন্ম কয়েকটা নূতন ব্যবস্থা হইবেঃ—
(১) বামাবোধিনীর চিত্রিত্রী ও চিত্রিত্রিণী বঙ্গগণকে লইয়া ‘বামাবোধিনী সভা’ পুনর্জন্ম কবা। একটা বিজয়ী পদস্থ মহিলা ইহা সম্পাদকীয় কার্যের সহকাপিতা করিতে এবং আর কয়েকটা কৃতি মহিলা লেখক সাহায্য করিতে শীল হইয়াছেন। (২) বামাবোধিনীর জন্ম কয়েকটা ট্রস্টী নিযুক্ত হইয়া ইহার স্থায়িত্বের ব্যবস্থা কবা হইবে। ইহা জলযোগ হইয়া সম্মিলনীর কার্য শেষ হয়।

রুস জাপোর সন্ধি।

দুই বৎসর কাল গজকচ্ছপের মহাবুদ্ধি লক্ষ লক্ষ মানবের দেহপাত হইয়াছে এবং প্রশান্ত মহাসাগর তোলপাড় ও রক্তময় হইয়া গিয়াছে। রুস পক্ষে ৪ লক্ষাদিক এবং জাপ পক্ষে ১ লক্ষাদিক জনক্ষয় হইয়াছে। বর্তমান কালে এরূপ ভীষণ কাণ্ড অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ণ। ছোট বড় শত শত যুদ্ধ হইয়াছে, কি জলে কি স্থলে—সকল যুদ্ধে জাপানের পূর্ণ জয় হইয়াছে এবং রুসিয়া ক্রমাগত লাহিত ও বিতাড়িত

হইয়া চিনসমুদ্র হইতে উত্তর হিমসাগরের নিকটবর্তী হইয়াছেন। রুসিয়া সৈন্য-সমাবেশ কম করেন নাই এবং বীর-দলও যথেষ্ট পনিচয় দিয়াছেন, কিন্তু দৈব যাতা। প্রতিকূল, কে তাহাকে রক্ষা করে? কোথায় অর্ধ পৃথিবীখণ্ড রুসীয় জার, আন কোথায় ক্ষুদ্র দ্বীপাদিপতি মিকাদো! কিন্তু রুসিয়ার গর্ভ যেমন থর থর হইতে হয় হইয়াছে এবং জাপানের শোণ্যবীর্য, প্রতাপ ও মহিমা দর্শনে জগৎ চমকিত,

মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। উভয় পক্ষের যেকোন অক্রান্ত বল ও আয়োজন, তাহাতে বহু বৎসরেও এ যুদ্ধের অবসান হইত না এবং কোটি কোটি লোক-ক্ষয়ের সম্ভাবনা ছিল। উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন অসম্ভব বোধ হইতেছিল—রুস হারিয়া হারিয়া কোন্ লজ্জায় জাপানের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিবেন? জাপান বিজয়ী হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হইয়া কেমন করিয়া দুর্বলতার পরিচয় দিবেন? এই উভয়দলটপ্পলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মহাত্মা রুসভেণ্ট কেবল ইহাঁদিগের নয়—সমুদায় জগদ্বাসীর যে হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নয়। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, “শান্তিসংস্থাপকেরা ধৃত, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সম্মান বলিয়া অভিহিত হইবে।” ধৃত ধৃত রুসভেণ্ট—ঈশ্বরের প্রিয় সম্মান, তোমার ও তোমার দেশের কল্যাণ হউক। যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথ নগরে রুসিয়া ও জাপানের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া একদিন সন্ধি-সম্বন্ধ সকল আলোচনা করেন। কিন্তু নানা বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হয়।

রুসিয়া হারিয়া ও আত্মগৌরব রক্ষা করিতে চান—ক্ষতিপূরণের টাকা দিবেন না, রাজ্যের ভাগ দিবেন না, মগ্ন জাহাজ সকলে শত্রুর অধিকার শীকার করিবেন না। এই সকল কারণে সন্ধিপ্ৰস্তাব ভঙ্গ হইতে পাবিত। কিন্তু জাপান যুদ্ধক্ষেত্রে যে বীরত্ব ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, সন্ধিক্ষেত্রেও তাহার অসাধারণ পরিচয় দিয়া বিশ্বজনকে অধিকতর মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছেন। জেতা জাপান উদাবহুদয়ে পরাজিত রুসের আবদারে সম্মত হইয়াছেন, তাই সন্ধিপত্র স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। এত সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়াতে জাপান গবর্ণমেন্টের প্রতি দেশবাসী অনেকে জাতক্রোধ হইয়া প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপন করে, কিন্তু সুনিপুণ রাজমন্ত্রী গোলযোগেব শাস্তি করিয়াছেন। জাপানের ধৈর্য্য, ক্ষমা, উদারতা ও আত্মসংবম অতুলনীয়। “শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা” যে ঋষিবাক্য আছে, জাপান তাহাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। জাপানের জয়গৌরব-মুকুট দ্বিগুণ উজ্জল হইয়াছে!! ঈশ্বানীকর্মে জাপান সর্বতোভাবে আদর্শ দেশ হউক।

স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগশীলতা।

বর্তমান সময়ের একটি বিশেষ গুণ লক্ষণ এই যে, এ দেশের লোক ভারতকে স্বদেশ—মাতৃভূমি বলিয়া গৌরব করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং স্বদেশী বস্ত্রসকল

প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাহার ব্যবহারে প্রতিজ্ঞাক্রম হইতেছে। যদিও বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে এই ভাবোচ্ছাস অধিক দেখা যায়, কিন্তু ইহার পশ্চাতে বয়স্ক

বিজ্ঞ কৃতবিদ্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীরা রহিয়াছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে বা বঙ্গ-দেশেই এই আন্দোলন বন্ধ নহে—মাড়োয়ারি, মারহাটা, পঞ্জাবী সকলে ইহাতে যোগ দিয়াছেন এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত একটি সুন্দর স্বদেশাত্ম-রাগের স্রোত বহিয়াছে। কেবল পুরুষ-দের মধ্যে নহে—অন্তঃপুরিকাদিগের মধ্যেও ইহাব তরঙ্গ প্রবাহিত। এ সময় জীলোকদিগকে কসিয়া হাল ধরিতে হইবে, তবী ঘেন ঠিক পথে যায়। ভগবানের নিকট আমরা সর্গীশ্বঃকরণে প্রার্থনা কবি এই ভাব আরও দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হউক এবং ইহাবা ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কলাগময় হউক।

স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে মহিলাদিগের অনেকগুলি পত্র ও প্রবন্ধ পাইয়াছি, বাহ্যভায়ে কয়েকটা মাত্র প্রবন্ধ নিয়ে দিলাম। বামাবোধিনীর সকল পাঠিকা এবং ভাবতবাসিনী সকল রমণী এ সময় নবপ্রাণে অহুপ্রাণিত হইয়া মাতৃভূমিব কলাগসাধনে সংঘম মহাব্রত ধারণ করুন, এই আমাদের একান্ত অহুবোধ। ভারত-রমণীগণ আত্মত্যাগ, ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মব্রত-পালনের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা স্ব স্ব সংসারকে ধর্মের সংসার করিবার জন্য ব্রতধারিণী হউন। দেবালয়, ভাণ্ডার-গৃহ ও রন্ধনশালা ত তাঁহাদিগের হস্তে। এ গুলিকে পবিত্রভাবে রক্ষা করিয়া সুনিয়মে নিয়মিত করুন। তন্ত্ৰিগ আপনাদের দেহ-সজ্জা, গৃহসজ্জা, বরসজ্জা ও তত্বসজ্জাদিতে

বিদেশীয় বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীয় প্রাচীন সরল ভাব পুনঃপ্রবর্তিত করুন, তাহাতে অর্থও বাঁচিবে এবং প্রকৃত সুখস্বচ্ছন্দতাব বৃদ্ধি হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশে জীলোকেরা সমাজের পরিচালিকা। এ দেশে বনারীগণেরও সমাজ পুনর্গঠন ও পবিচালনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তাঁহারা স্বদেশপ্রেমিকা হইয়া ধর্ম-প্রাণা ও ত্যাগশীলা হইলেই হয়।

১। বঙ্গের এ দুর্দিনে বঙ্গনারী

জাগ্রত হও।

আমাদের ঘোব দুর্দিন উপস্থিত। বড় লাট লর্ড কর্জন সাহেব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, বিলাতের গবর্ণমেন্ট তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। ভারত-সচিব মহোদয় কর্তৃক বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব অহুমোদিত হওয়ায় সমস্ত বঙ্গভূমি গভীর দুঃখে মগ্ন্যহত, এবং শোকে মুহমান হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত বঙ্গময় ঘোর হাচাকার-ধ্বনি উখিত হইয়া আকাশ পাতালে নিনাদিত হইতেছে।

সমস্ত বঙ্গের একজন শাসনকর্তা আছেন, তিনিই ছোট লাট। বড় লাটের মতে একা ছোট লাটের পক্ষে এত বড় বঙ্গভূমি শাসন করা নিতান্ত অসম্ভব। তাই তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিলেন—বঙ্গের উৎকৃষ্ট অঙ্গ সকল বঙ্গ হইতে ছেদন করিয়া আসামভুক্ত করিয়া দিলেন। বঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত

হইল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, পাবনা ইত্যাদি সমুদয় জেলা আসামভুক্ত হইল এবং এই নূতন প্রদেশ “পূর্ববঙ্গ ও আসাম” নামে অভিহিত হইল। আসামের চিক্‌মিশনার সাহেব মহাশয় এই সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইবেন এবং “পূর্ববঙ্গ ও আসামের” লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর নাম প্রাপ্ত হইবেন। ঢাকা তাঁহার বাসস্থান হইবে। এই ভয়াবহ সংবাদে সমস্ত বঙ্গভূমি একেবারে ফ্লেপিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ ভূভাগে বিভক্ত হইল—বঙ্গের উত্তরাঙ্গ সকল ছিন্ন হইল, বঙ্গবাসী আসামী হইল, ঠেঁহা হইতে দুঃখেব বিষয় আব কি হইতে পারে? বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব রহিত কবিবার জ্ঞাত বঙ্গবাসী যথাসাধ্য চেষ্টা কবিয়াছিলেন; কিন্তু লর্ড কর্জন স্থিরপতিস্ত, তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব লইয়া ইংলণ্ড গিয়াছিলেন এবং তাঁহার শাসনকাল অতীত হইলেও তিনি পুনরায় আবও দুই বৎসরের জ্ঞাত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অপ্রীতিকর ব্যবহারে সমস্ত বঙ্গে ঘোর ক্রন্দনের রোল উখিত হইয়াছে। হতভাগ্য বাঙ্গালীর ক্রন্দনই সম্বল। কিন্তু তাহারা এবার বঙ্গভূমির উদ্ধার সাধনের জ্ঞাত বন্ধপরি-কর। বাঙ্গালী অতি দুর্বল, কিন্তু এবার তাহাদের দেহেও যেন বল আসিয়াছে। সান্‌কীন সাপ সাপের রাজা, কিন্তু রাগ-হীন। প্রবাদ আছে এই সাপ যজ্ঞকারীর শত দোষ মাণ করে, এমন কি লাস্কুল মর্দন

করিলেও ইহার দংশন করে না, কিন্তু লাস্কুল ধরিয়া ঘুরাইলে ইহার ক্রোধাম্বিত হয় ও বক্রভাবে ফিরিয়া আঘাতকারীকে দংশন করে। বঙ্গবাসীও সান্‌কীন সাপের জ্ঞাত রাগহীন, লাস্কুল ধরিয়া টানিলেও ক্রুদ্ধ হয় না, কিন্তু এবাব সরকার সাহেব তাহার লাস্কুল ধরিয়া ভীমবেগে ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কুপিত সান্‌কীন সাপ বক্র হইতেছে, জানি না এবার কি হইবে।

চারিদিকে বঙ্গবাসীর ভীষণ প্রতিজ্ঞার গভীর গর্জন শোনা যাইতেছে। বঙ্গবাসী বঙ্গোদ্ধারের জ্ঞাত প্রস্তুত হইয়াছেন, বঙ্গোদ্ধাব না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা কখন বিলাতী বঙ্গ বা জব্বা ব্যবহার করিবেন না। ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্যাদি সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি উদাসীন। ইংরেজের এই উদাসীনতা দূর করিবার জ্ঞাত রাজা ও প্রজা, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারাজীব, দালক বৃদ্ধ ও যুবা সকলে সঙ্গর করিয়াছেন—“যত দিন গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রত্যাখ্যত না হয়, ততদিন আমরা বিলাতী জিনিস ব্যবহার করিব না।”

বামাবোধিনী পাঠিকা ভগিনীগণ! বঙ্গ-নারীগণ! বঙ্গের এ দুর্দিনে তোমরা নিদ্রিত রহিয়াছ, না জাগ্রত হইয়াছ? ভগিনীগণ! জাগ্রত হও, উঠ—বঙ্গোদ্ধারের উপায় কর। জিজ্ঞাসা করিতে পার, কি করিব, আমরা সামান্য জীলোক, বঙ্গোদ্ধারের জ্ঞাত কি করিতে পারি? কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, চেষ্টা

করিলে ক্ষুদ্রও কার্যক্ষম হয়। তবে তোমাদের বেশী কিছু কবিতে হইবে না, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর এবং সমস্ত আলাপী ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা করাও যে, বঙ্গচ্ছেদ রহিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কেহই বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। ভগিনীগণ ! আমাদের দেশে কি নাই ? কোন দ্রব্যের অভাব ? বিলাতী লণ্ঠন ব্যবহার না করিয়া তৈল-বাতি ব্যবহার কর, বিলাতী বস্ত্র পরিধান না করিয়া দেশী বস্ত্র পরিধান কর, সাগান কালী কলম সমুদয়ই দেশের তৈয়ারী প্রাপ্ত হইবে। দেখিবে এখন স্থানে স্থানে দেশী জিনিষের দোকান বসিবে। তোমরা সকলে মনকে সংবত কর, বিলাসিতা ত্যাগ কর।

বঙ্গনারীগণ—বঙ্গোদ্ধার-ব্রত পালনের জন্ত প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।

আমরা সকলেই ভারতসম্মান, বিলাতী দ্রব্যের উপর বিতৃষ্ণা জন্মান কি অসম্ভব ? সঞ্জীবনী হইতে একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম। যাহারা সঞ্জীবনী পড় নাহি, তাহারা পড়িয়া দেখিও অদৈতসম্মান শ্রীবৃত চন্দ্রমোহন গোস্বামী হিন্দুদের ক্রিয়াকলাপে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার বিষয়ে কি বলিতেছেন।

“বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, আমার একজন বিশিষ্ট আত্মীয় দ্বারা ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর ও বরিশালনিবাসী কোন কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি

যে,—শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, পূজা, তর্পণাদি কোনও প্রকার শাস্ত্রীয় কার্যে বিদেশজাত কাপড়, চিলি, ময়দা, চর্কির বাতী, লবণাদি অব্যবহার্য ও শাস্ত্র-বিক্রম। তাহারা এই প্রকার পাতি লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।”

যাহা বা হিন্দুসম্মান বলিয়া পরিচয় দিতে গোরব বোধ করেন, তাহা বা উক্ত ব্যবস্থাসূচক কার্য কবিবেন।

বঙ্গনারীগণ ! আমিও তোমাদিগকে ঐ কথাই বলিতেছি,—বঙ্গের এ দাক্ষিণ্য হৃদয়ঙ্গর দিনে বঙ্গনারীদের নিদ্রিত থাকা কিছুতেই উচিত নহে। এস আমরা সকলে একত্র হইয়া স্বামী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হই। আত্মা শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইলে পুরুষগণের বাহুতে ও মনে দ্বিগুণ বলের সঞ্চয় হইবে।

শ্রীমদ্রাজেন্দ্রী দাস গুপ্ত।

২। মাতৃপূজা।

এই যে দেশবাসী “বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ” সম্বন্ধে গভীর আন্দোলন চলিয়াছে, ইহাতে আমাদের চিন্তা অথবা কার্য করিবার কি কিছুই নাই ? প্রাতঃস্মরণীয় নমস্ত্র ব্যক্তিগণ মন্ডভেদী করুণগাথায় যে হৃৎখ-কাহিনী প্রকাশ করিতেছেন, আমরা কি আমাদের বধির শ্রবণ ও অন্ধ নয়ন মেলিয়া তাহা দেখিব না ও শুনিব না ? আমাদের আলস্ত-রচিত স্বেপন্যায় নিয়ে কি ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সর্বনাশের বীজ নিহিত করিয়া যাইব ? আমরা রমণী-

জাতি কি ছাত্রগণ অপেক্ষাও চিন্তাহীন? আমাদের এই নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট জীবন কি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে না? ছাত্র-গণেব সংসার-চিন্তা-বর্জিত ক্লান্ত হৃদয়ের পার্শ্বে যে ঘন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, আমাদের কি তাহার শতাংশের এক অংশও হইবে না? ইহা কি আমাদের আশা ও সাধনার কথা নহে—ছাত্রগণ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, “যাহা স্বদেশে পাওয়া যায়, তাহা বিদেশী ব্যবহার করিব না।” “জননী জন্মভূমির নামে অশোচ গ্রহণ করিব” ইত্যাদি। এই সমস্ত মহাকাব্যের মহৎ ভাব কি অস্তঃপুরের বাহিরে পড়িয়া থাকিবে? আত্মন ভগিনী গণ! নারী-হৃদয়ের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া আমরাও ছাত্রগণের পদাঙ্কসরণ করি, তাঁহাদের উচ্চারিত মহাবাক্য পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের আয় উচ্চারণ করি। বঙ্গ-মাতার চক্ষুর জলধারা মুছাইবার জন্ত ভ্রাতার পার্শ্বে ভগিনীগণ যখন দাঁড়াইবেন, তখন ভারতে জীবনী শক্তি জাগিয়া উঠিবে।

স্তম্ভমুখা পানের সঙ্গে সঙ্গে যে স্বস্তানগণ মাতৃহৃদয়ের মাতৃপূজার ভাব অধিকার করিবে, সেই ভবিষ্যৎ বংশ জননী জন্মভূমির চক্ষুর জল মুছাইতে শিখিবে। দেশের দুর্দশা, জাতির শোচনীয় পরিণাম, অত্যাচারিতা, ভয়ীগণের মর্ষ-ভেদী ক্রন্দন, এই সকল যদি অমুভব করিতে না শিখিলাম, তবে আর শিখিলাম কি?

জন্মভূমি।

কণা কণা রক্তবিন্দু দিয়া,
গড়েছ মা সন্তানের হিয়া,
তাই আজি শত কণ্ঠ হ’তে
তোমার হৃৎথের গান
ভরিয়া দিতেছে প্রাণ
তপ্ত দিবা, স্নান রজনীতে।

মা তোমার বক্ষ পরে
শত ধারে রক্ত ঝরে,
সন্তানে তা কোন্ প্রাণে সয়?
পরাজিত জাতি ব’লে
ভাসে শুধু অশ্রুজলে,
করণ ক্রন্দন লয়ে মুখপানে চায়।

কেন মা হলে না তুমি
মকছু পাষণ?
শান্তিতে ঘুমতে তুমি,
তা হ’লে স্বাপদ দল
করিত না কোলাহল,
জননী জনমভূমি।

স্নেহ কোমলতা দিয়া
গঠিত তোমার হিয়া,
রতন-ভূষিতা রাগী রক্তপ্রসবিনী।
বিষে করি বিষক্ষয়
মা তোরে বাঁচাতে চায়,
হেন পুত্র নাহি কি মা তোর?
দৈন্য হুঃখ বহি বহি
আছ কত জালা সহি
জননী জনমভূমি মোর।

সরলা দত্ত।

৩। আমাদের কর্তব্য ।

রক্তভাণ্ডার ভাবতভূমির এরূপ দুর্দশা কেন? এ কথার উত্তরে প্রত্যেকেই বলিবেন যে, ভারতের বৃকের রক্ত ভারতে এক তিলাঙ্কিও স্থান পায় না, তাইত ভারতভূমি রক্তহীন! যে দেশ সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়, যে ভারতভূমি রক্ত-প্রসবিনী, “শতশ্রামলা”, সেই ভারত আজ দুর্ভিক্ষের কবাল কবলে নিপতিত। কোটি কোটি নরনারীক কণক আর্ন্তর্য ভারতবাসীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে! হায়! হায়! আমাদের সাধের নন্দনকানন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে! কিন্তু এ সকল কাহাদের জন্ত হইয়াছে? আমাদের সোণার ভারত কাহাদের জন্ত মাটি হইয়াছে? কেবল মাত্র আমাদের জন্ত নহে কি? আমাদের বিলাসিতা, পাশ্চাত্য কুশিক্ষা প্রভৃতির বিষময় ফল কি ভারতভূমির অবনতির একমাত্র কারণ নহে? আমরা স্বদেশকে পদে দলিত করিয়া বিদেশকে বড় করিয়াছি; স্বদেশের অবমাননা করিয়া বিদেশের মান বাড়াইয়াছি। কাপড়, ছাতা, জুতা, সিগারেট, বাসন প্রভৃতি যাবতীয় নিত্য ব্যবহার্য বস্তুই বিলাতি। প্রতিমূহুর্তে আমাদের কত লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশের করতলগত হইতেছে, তাহা অনুমান করা অস্বকঠিন! আমরা বিদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতির যৎপরোনাস্তি সহায়তা করিয়াছি; কিন্তু, নিজের দেশের

জন্ত কি করিয়াছি? এ কথার উত্তরে সকলেই বলিতে বাধ্য “কিছুই না!” নিজের দেশকে উৎসন্ন দিয়াছি, নিজের দেশে উজ্জল মুখ চির অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছি। হায়! আমরা কি নিকরোধ!

আমরা বেশ সচ্ছন্দ-মনে ঘুমাইতে-ছিলাম! জানিনা কি শুভক্ষণে লর্ড কর্জন আমাদের দেশে পদার্পণ কবিয়া-ছিলেন। কর্জনের গর্জনে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে! আমরা নিজের পথ দেখিতে পাইয়াছি! মঙ্গলময় যাত্রা করেন, সমস্তই মঙ্গলের জন্ত!

পূর্বে ভাবিয়াছিলাম কর্জন সাহেব আমাদের পরম শত্রু, কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি আমাদের পরম মিত্র! যাহার দারুণ কশাঘাতে অনন্ত-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের ধন্যবাদ অন্তরের সহিত প্রদান করিতেছি।

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! যে বাঙ্গালী জাতি পূর্বে কথায় গটু ছিল, সে এখন কাজ করিতে শিখিয়াছে, যে বাঙ্গালী বিলাসিতার অলস তবন্ধে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল, সে এখন শ্রমশীল হইয়াছে। ধন্য বাঙ্গালী! এত দিনে জানিলাম—তুমি সম্পূর্ণ জীবনহীন নও! কিন্তু ইহাব মধ্যেও একটু আশঙ্কার কাবণ আছে। নিক্সাপোমুখ প্রদীপ একবার উজ্জল হইয়া উঠে, তাই ভাবিতেছি নিদ্রিত ভারতবাসী শীঘ্র অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত হইবেন না ত? ইহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা

নাই। কিন্তু আশা আছে ভারতবাসীর
প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম! সেই ধর্মের
নামে শপথ করিয়া যখন হিন্দু ও মুসল-
মানগণ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, তখন এ
প্রতিজ্ঞা যে চিরস্থায়ী হইবে, সে বিষয়ে
সন্দেহ নাই।

ভারতে আজ যুগান্তর উপস্থিত। যে
হিন্দু ও মুসলমানে চিরবিরোধ, সেই
হিন্দু ও মুসলমান একতাহুত্রে আবদ্ধ
হইয়াছেন। বাস্তবিকই আজ আমাদের
আনন্দের দিন! এখন আর ভাই ভাই
ঠাই ঠাই নয়। আশা করি, এ মিলনে
আর বিচ্ছেদ হইবে না।

কাশীর জন কতক লোকের মুখে দুই
একটা কথা শুনিয়া বাস্তবিকই প্রাণে
আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন
—“এ প্রতিজ্ঞা কখনই থাকিবে না।
গবর্ণমেন্টের শাসনে ইহা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া
যাইবে। পুজার মরসুমে আমরা বিলাতি
বস্ত্র সজ্জা হইলে কিনিব।” বাস্তবিক
এ সকল কথা যে ভারতসত্ত্বানের মুখের
অমুপযুক্ত, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঙ্গালী হইয়া যাঁহারা বঙ্গের হিত-
সাধনে অনিচ্ছুক, যাঁহারা দেশের জ্ঞাত
সামান্য মাত্র স্বার্থত্যাগ করিতে পশ্চাৎ-
পদ, তাঁহারা মাহুষ বলিয়া মনুষ্যসমাজে
গণ্য হইবার অমুপযুক্ত। যিনি ভারত-
মাতার অমঙ্গলের চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে
ভারত-কুপুত্র ভিন্ন আর কি বলিব?

আমাদের দেশে কি না আছে? আমা-
দের ব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্যই আমাদের

দেশে তৈয়ারি হইতেছে। প্রথম প্রথম
বস্ত্রের একটু অমুবিধা হইবে, কিন্তু তা
বলিয়া সে বিষয়ে উদাসীন হওয়া উচিত
কি?

মাতৃদায় হইলে সকলেই নিজে নিজে
প্রাণপণ চেষ্টায় সে দায় হইতে উদ্ধার
হন। আমাদের সকলেরি মাতৃদায়
উপস্থিত। এখন সকলেরি সাধ্যমত চেষ্টা,
শ্রম ও কষ্টে স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক।
আমাদের সকলেরি স্মরণ রাখা কর্তব্য,
“দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?”

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র জেলা
জাতির বসবাস রহিয়াছে, উপস্থিত
বিলাতি বস্ত্রের কাটতির দরুণ তাহাদের
শ্রমশীল-হস্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে।
তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিলে, তাহা-
দিগকে সাহায্য দান করিলে শীঘ্রই প্রচুর
পরিমাণে বস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে।
কানপুরের জুতা আমদানী করিলে সহরের
ও মফঃস্বলের লোকের সম্পূর্ণ অভাব
মোচন হওয়া সম্ভব। কানপুরের জুতা
দেখিতে সুন্দর, সুলাভ এবং বেশ মজবুত।

দেশীয় পুরুষগণ যেরূপ সাহস, উত্তম,
উৎসাহ প্রভৃতির পরিচয় দিতেছেন, যে-
রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, দেশীয়া রমণী-
দিগেরও তৎপথাবলম্বিনী হওয়া কর্তব্য।
সত্য কথা বলিতে কি, শিক্ষিতা রমণী-
সমাজ এ বিষয়ে যোগ দিলে যে দেশের
প্রভূত উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ
নাই। দেশীয় রমণীগণের নিকট বঙ্গ-
মাতা সম্পূর্ণ আশা করিতেছেন। অর্থ

ধারা, সামর্থ্য ধারা, বাক্য ধারা যিনি
যেদ্রুপে পারিবেন, তিনি সেইরূপেই মাথের
সেবা করিবেন। দেশীয়া ভয়ীগণের নিজ
নিজ সমাজের ভিতর চাঁদা সংগ্রহ করা
একান্ত কর্তব্য।

শ্রীজীবনবালা দেবী,
সোণারপুর—বেনারস।

৪। আবার তেমনি হব।

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে ভুল আমরা জেগেছি
আজ
তুলিয়া লইতে শিরে আপন কর্তব্য কাজ।
কেনই বা চিরদিন, পড়ে রব আশাহীন,
আমাদের পতিপুত্র সবাংকার হেয় হয়ে,
অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য কেন চিরদিন রব সয়ে?
কেনই বা দাঁড়াইব দীন অবনতমুখে
হীনতা পাষণ্ড ভার কেন বা বহিব বৃকে?
লভি সবে নব বল হোক হৃদি সমুজ্জ্বল,
স্বদেশের হিত তরে করি সবে প্রাণপণ,
এক মহাদীক্ষা লয়ে এক সূত্রে গাঁথি মন,
আমরা দাঁড়াব পাশে তাঁদের উৎসাহ দিতে
মুক্ত করি দেহ মন পাশ্চাত্য বিলাস হ'তে।
মোরা—পুণ্যশীলা আর্থ্যনারী আবার
হইব তাই,

এসো আজি সবে মিলে এ প্রতিজ্ঞা করি
তাই।
জগত-পিতার কাছে চাহি এসো হৃদিবল,
চিরদিন রহে যেন এ সঙ্কল্প অচঞ্চল।
যেন স্বদেশের হিতে দেহ মন পারি দিতে।
শত প্রলোভনে যেন বাঁধা নাহি পড়ে মন,
রাখিতে প্রতিজ্ঞা স্থির পারি যেন

আজীবন।

বিলাস-বাসনা মোরা নিশ্চয় ত্যজিব সবে,
ভাবিব স্বদেশ-শিল্প কেমনে উন্নত হবে।
চারিদিকে প্রলোভন, করিলেও আকর্ষণ,
আমরা নয়ন মেলি সে সকল দেখিব না।
আমাদের এ সঙ্কল্প কভু মোরা ভাঙ্গিব না।
আমরা—গরীয়সী আর্থ্যনারী হইব আবার
তাই,
এসো আজি এক সাথে এ প্রতিজ্ঞা করি
তাই!

নবোৎসাহে বাঁধি মন, করি এসো
আয়োজন,
করেছি যে ক্ষতি মোরা পুনঃ পূরাইয়া দিব,
মোরা—কার্যপরা আর্থ্যনারী আবার
তেমনি হব'।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

গৃহকর্ম।

ক্ষীরের জুটি।

ভাল ময়দা—/১০, খোয়া ক্ষীর—/১০,
চিনি /১, পেস্তা /০ ছটাক। আগে
চিনির রস করিয়া রাখ, তাহার পর

ক্ষীরটা বাটিয়া এবং পেস্তাগুলি বাটিয়া
একত্রে মিশাও। তাহার সহিত ছোট
এলাচ চূর্ণ ও একটু গোলাপী আতর
মিশাইয়া রাখ। ময়দাগুলি বেশ করিয়া

ময়ান দিয়া মাখ, তার পর লুচির অপেক্ষা ছোট লেচি করিবে। লুচির মত একখানি বেলিয়া রাখিবে আর একখানি অপেক্ষা কৃত ছোট করিয়া বেলিতে হইবে, তাহার উপর পুরু করিয়া ক্ষীর মাখাইয়া আগেকাব লুচিখানি ঢাকিয়া দিবে। তৎপরে চাবিধার মুড়িয়া ঘূতে ভাজিবে। লুচির অপেক্ষা ভাজা কিছু কড়া হওয়া চাই। এক এক খানি করিয়া ভাজিয়া রসে ফেলিবে। রস প্রবেশ করিলে খাইয়া দেখিবে খুব উপাদেয়।

লাউয়ের পায়স।

খুব কচি লাউ বেশ মিহি করিয়া কুটিয়া রাখ, তাহার পর অল্প ঘূতে জ্বলে চড়াও। ঘূত গরম হইলে তাহাতে লাউগুলি ছাড়িয়া দাও। অল্প ভাজা হইলে তাহাতে হুন্ধ দিও। হুন্ধ একটু বেশী দেওয়া আবশ্যক। হুন্ধ ঘন হইলে তাহাতে বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, এবং চিনি দাও। পরে নামাইয়া ছোট এলাচের গুঁড়া ও একফোঁটা গোলাপী আতর দিয়া ঢাকিয়া রাখ। খাইবার সময় লাউয়ের পায়স খাইতেছি, তাহা বুঝা যায় না।

লডকি।

কমলা লেবু ৬টা, দধি ১৥০, গোলাপ-জল অর্দ্ধ ছটাক, চিনি ১৥০, এবং কিঞ্চিৎ লবণ। লেবুগুলি খোসা ছাড়াইয়া কোয়ার উপরকার ছাল ছাড়াইয়া কোয়া বাহির করিয়া একটা পাথরের পাত্রে রাখিবে।

দধির সহিত চিনি ও লবণ মিশাইবে। লবণ আর চিনি দধির অম্লতা অম্লসারে দেওয়া আবশ্যক। লেবুর কোয়াগুলি দধির সহিত মিশাইবে এবং গোলাপজল টুকুও দিবে। লেবুগুলি যেন গোটা না থাকে, ভালরূপে মিশাইয়া যায়। ইহা খাইতে মুখরোচক।

পাকা কাঁঠালের ডালনা।

কাঁঠালের মুসল্লা ভাল করিয়া ধুইয়া খোসা ছাড়াইয়া লইবে। মধ্য হইতে নরম নরম গুলি বাহির করিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিবে। কিছু আলু খোসা ছাড়াইয়া ছানাব আকারে কাটিয়া লও। পবে উনানে কটাহ তুলিয়া অল্প জল দাও। আর ভিতরে আলু-গুলিকে সিদ্ধ করিয়া নামাও। তৎপরে আধখানা নারিকেল পরিষ্কার জলে ধুইয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রাখ। উনানের জ্বলে কটাহ তুলিয়া কিছু তৈল দাও। তৈলের গাজা মরিলে কয়খানা তেজপত্র জিরাফোঁড়ন দিয়া আলু এবং মুসল্লাগুলি ভাজিয়া লও। পরে আদা, জিরামরিচ, হুইটা লক্ষা বাটা ছাড়িয়া দাও। পরিমাণ মত লবণ দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া জ্বল দাও। পরে উপরি-উক্ত নারিকেল ছাড়িয়া দাও, কিছু ছোলা দিলে ভাল হয়। তরকারিগুলি সিদ্ধ হইলে অল্প অল্প জ্বাল থাকিতে একটু ময়দা দিয়া নাড়। বেশ থক থকে হইলে ঘি ও গরম মসলা দিয়া নামাও। ইহা খাইতে বড় ভাল লাগে।

নূতন সংবাদ ।

১। আগষ্ট মাসে পার্লামেন্ট মহাসভা ছয় মাসের জন্য বন্ধ হইয়াছে। সম্রাট এডওয়ার্ড এতদুপলক্ষে বক্তৃতা করেন, তাহাতে উল্লেখ আছে পৃথিবীর সকল রাজ্যের সহিত তাঁহার সম্ভাব বর্তমান। ভারত সম্বন্ধে কোনও উচ্চ বাচ্য করেন নাই।

২। আমেরিকার কর্নওয়াল কৃষিকলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থ চারিটা যুবক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন :— বাবু হীরলাল দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ শীল ও অপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩। আসামের চিফ কমিসনার ফুলার সাহেব শ্রীহট্ট পরিদর্শনকালে গবর্ণমেন্ট আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কাটাইয়া পুস্তকাদি দান করেন। তত্রত্য কোনও বিদ্যালয়ের ভাগ্যে ঐরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। কুচবিহারের মহারাজাও এই বিদ্যালয় দেখিয়া বালিকাদিগের জলখাবার ১৫ দিয়া আসিয়াছেন।

৪। গত ১৪ই আগষ্ট লেডী কর্জন সিমলায় স্কুয়ার শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

৫। গত ১৮ই আগষ্ট কলিকাতা অনাথ আশ্রমের বার্ষিক সভা হইয়া বালক-বালিকাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

৬। আমেরিকার পোর্টসমাউথ নগরে রুষ ও জাপানের সন্ধি-প্রস্তাব ধার্য্য

হইয়াছে :—(১) কোরিয়াতে জাপানের প্রাধান্য, (২) কম জাপান উত্তরেরই মাকুরিয়া পবিতাগ, (৩) মাকুরিয়াতে চীনের আধিপত্য ও শাসন স্থাপন, (৪) চীনকে অটুট রাখা এবং তাহাতে সকল জাতির বাণিজ্য-দ্বার উন্মুক্ত রাখা, (৫) রুশিয়ার লেণ্টন, পোর্ট আর্থার, ডালনি প্রভৃতি স্থান পরিত্যাগ। সাংগে-লিয়ানের ব্যবস্থা এবং জাপানের ক্ষতি-পূরণের টাকা লইয়া মতভেদ ছিল, জাপান উদার হৃদয়ে রুশের অবদার রক্ষা করিয়াছেন।

৭। বেনারস সংস্কৃত কলেজে কাশীর মহারাজা ৩০,০০০ ও মুন্সী মাধোলাল ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৮। পার্লামেন্টের সভা স্ত্রীর ভাও-নাগ্রি বঙ্গবিভাগে গবর্ণমেন্টের গৃহ সমর্থন করাতে কলিকাতার গোপদীঘাটে ৪৫ হাজার লোক জুটিয়া মহাসমারোহে তাঁহার কুশপুতলী দধ্ব করিয়াছে।

৯। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড উল্‌সলী ব কন্যা কুমারী ফ্রান্সিস উল্‌সলী বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ রমণী। তিনি উত্তান প্রস্তুতিব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়া স্বয়ং উত্তান-কার্য্যে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করেন।

১০। আলিগড় কলেজের সম্পাদক নবাব মসিন-অল-মলক একটা মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয়ের চাঁদা সংগ্রহার্থ ভারত-

ভ্রমণ করিতেছেন। ভূপালের বেগম এই ক্ষেত্রে ৩৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১১। গত ২৪এ আগষ্ট জাপানী অধ্যাপক ওমরীর অভ্যর্থনা আলবার্ট হলে হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মমহিলারা বীণা বাদন, গান ও আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

১২। বঙ্গবাসী সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদে আমরা সন্তপ্ত হইলাম। ইনি উद्यোগী পুরুষ ছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন।

১৩। ইংলণ্ড ও জাপানের বন্ধুত্ব নূতন সন্ধিপত্র দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। ইহাতে ইংরেজাধিকৃত ভারত অনেকটা নিরাপদ হইল।

১৪। ইটালিতে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে। এক কালেক্সিয়ায় ৩০০ লোক হত! রাজা বিক্টর ইমানুয়েল বহু পরিশ্রমপূর্বক অঙ্গসন্ধান ও বিপন্নদিগকে সাহায্য দান করিতেছেন।

১৫। স্বদেশী আন্দোলনের সফলতার কয়েকটা দৃষ্টান্ত—বিলাতী চুরোট বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় বিলাতী জবা যশোহরে ৩০০০ টাকার স্থানে ২০০০, বগুড়ায় ১৭০০ স্থানে ২০০, ঢাকায় ৫০০০ স্থানে ২০০০, আরায় ১৫০০ স্থানে ২০০, হাজারিবাগে ১০০০০ স্থানে ৫০০, নদিয়ায় ১৫০০০ স্থানে ২৫০০, মালদহে ৮০০০ স্থানে ১৩০০ এবং বর্ধমানে ৬০০০ স্থানে ১০০০ টাকার জবা বিক্রীত হইয়াছে।

১৬। অতিবৃষ্টিতে পঞ্জাবের স্থানে স্থানে বন্যা হইয়াছে। কাশ্মীরও ভাসিতেছে।

১৭। মাস্ত্রাজের ছতিকের প্রকোপ দেখিয়া খুষ্টান পাদরীরা কয়েকটা অন্নছত্র খুলিয়াছেন। ব্রাহ্মেরাও একটা অন্নছত্র খুলিবেন।

১৮। কুমারী মানিঙের মৃত্যুসংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বামাবোধিনীর উন্নতিকল্পে সময় সময় তিনি যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা চির-কৃতজ্ঞ। ভারতহিতৈষিনী কুমারী কার্পেণ্টারের প্রদত্ত ভার গ্রহণ করিয়া অদীর্ঘ কাল তিনি এদেশের নারীগণের এবং ইংলণ্ড প্রবাসী যুবকগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

১৯। গত ২১এ সেপ্টেম্বর মিন্ কার্পেণ্টার হলে “স্বদেশী আন্দোলন” সম্বন্ধে কলিকাতার মহিলাদিগের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে।

২০। গত ২২এ সেপ্টেম্বর টাউন হলে বঙ্গজ্ঞেদের বিরুদ্ধে ও স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে পুনরায় মহাবিরাট সভা হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান ১৫০০০ লোক মিলিত হন।

২১। আগামী ৩রা নবেম্বর বোম্বাইয়ে নূতন রাজপতিনিধি লর্ড মিন্টোর আসিবার কথা। লর্ড কর্জন তাঁহার হস্তে শাসন-ভার দিয়া ৪ঠা স্বদেশযাত্রা করিবেন। যুবরাজ-দম্পতীর এক সপ্তাহ পরে আগমনের সম্ভাবনা।

পুস্তকাদি সমালোচনা ।

১। বঙ্গলক্ষ্মী—মাসিক পত্রিকা, কাশীপুর প্র্যাকটিকেল ইনস্টিটিউশন্ হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য উপহার-সহ ১ টাকা। বৈশাখ হইতে আষাঢ় সংখ্যায় শিল্প সঙ্কলীয় অনেক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ দেখিলাম। পত্রিকাখানি সুন্দরাকারে সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইতেছে। আমরা ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

২। কৃষিভাণ্ডার প্রথম ভাগ—ইহা বঙ্গলক্ষ্মীর উপহার এবং কাশীপুর কৃষিশালা হইতে প্রকাশিত। ইহাতে কৃষিসম্বন্ধে কতকগুলি খনার বচন আছে, বার মাসে ভিন্ন ভিন্ন চাষের ব্যবস্থা আছে এবং আবশ্যক তরি তরকারী ও অন্যান্য চাষের প্রকরণ আছে। গ্রন্থখানি সাধারণের উপকারে আসিবে।

৩। অনাথ আশ্রমের ১৯০৪ সালের কার্য-বিবরণ—এই আশ্রম

৬৭ বৎসরের মধ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৩৯ জন, তন্মধ্যে ২৬টি বালক ও ১৩টি বালিকা। এ বৎসর ১৫০০০ টাকার অধিক আয় হইয়াছে এবং এক বিঘা ৩ কাঠা জমির উপর একটা সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। বদান্যবর কুমার মনোমোহন মিত্র বাহাদুর এই ভূমি দান করেন। গত ৬ বৎসর আশ্রমের জন্ম ৭৫০০০ টাকার অধিক সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইয়াছে এবং দুইটা অনাথ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। ইহার সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্থ। ঈশ্বরকৃপায় আশ্রমটা চিরস্থায়ী হইয়া দেশের একটা মহৎ অভাব পূর্ণ করুক।

বামারচনা ।

ঘোর পরীক্ষা-দিনে ।

একটা পরাণ সঙ্গে আছেন আমার,
অতি স্নেহময় তিনি—অমিয়া-আধার।
আমাকে বাসেন ভাল হৃদয় তরিয়া,
দুঃখ-কশাঘাত তাই বাই পাসরিয়া।
তাঁহার বিরহে কভু নাহি বাঁচে প্রাণ,
পৃথিবীর সুখ যত হয়ে যায় মান।

তিনি ত আমাকে ছেড়ে না রহেন কভু,
যত ক্রটি আছে মম জানেন সে প্রভু।
যত ক্ষত আছে এই নিভৃত কন্দরে
জানেন—রাখেন তাই অতি সমাদরে।
যখন পরাণ পড়ে ধূলিতে লুটিয়া,
যখন ঝটিকাহত এ ভগন হিয়া,

তখন লয়েন সখা কোলেতে তুলিয়া,
মৃত দেহে আসে প্রাণ ও নাম জপিয়া ।

প্রভো ! চিরদিন আল ও দীপ তোমার,
দেখি নিতাম-মৃত্যু-অধারের পার ।

শ্রী-ভা ।

সুখ ।

‘সুখ’ ‘সুখ’ করি কেন কৈদে মরি
সুখ ত রয়েছে হৃদয়মাঝে,
নিজে ‘সুখী’ বলে নিজেরে ভাবিলে
দূরে যায় যার যে ছুখ আছে !
কেহ নাহি পারে সুখ দিতে কা’বে
না কবিলে দয়া দয়াল হবি,
সুখ পরে ছুখ, ছুখ পরে সুখ,
রয়েছে-নিয়ম ধরণী ভরি !

মোরা মুঢ়মতি বোধহীন অতি,
সুখ খুঁজে তাই পাই যে বাথা ;
তলাসিয়া সুখ ভেঙ্গে যায় বুক,
না বুঝি সে সুখ বিরাজে কোথা !
হৃদয় কন্দবে প্রাণের ভিতরে
গোপনে লুকায়ে রমেছে সুখ ;
আর না কাঁদিব, আব না ভাবিব,
আর না দেখাব মলিন মুখ !
শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত ।

গেছে সব ।

গেছে সাধ, গেছে আশা,
গেছে সুখ দুটিয়া,
বৈচে আছি শুধু দেব,
বেদনা ভাব বহিয়া ।
অশান্তি সংসার মাঝে
থাকিতে চাহেনা প্রাণ,
কবে দেব, কবিলে এ
জীবনের অবসান !
গণিয়া একটা ছুটি
কেটে গেল কত দিন,
তবু তো হলো না প্রভো !
এ প্রাণ তোমাতে লীন ।

অপরাধ করিয়াছি
ক্ষমা তাব নাহি আর ?
তাই প্রভো দিতেছ কি
অসহ্য যাতনাতার ?
হৃদয়ের যত কিছু
সদয়ে লুকান থাকুক,
এ জগৎ হতে শুধু
নাম মোর মুছে যাক !
স্নেহের বন্ধনে নাথ
বাধিও না মোরে
ক্ষমা করি স্থান দাও
অভয় পদে তোমার ।
শ্রীকাঃপে দেবী ।

ঘরের খবর বাহিরে কেন ?

অন্তঃপুরে সাহাকে লোকচক্ষুর অস্ত্রাঙ্গে রাখিতে হয়, সে কবে বায়ু বোঁকে আবল-তাবল বকিয়াছিল,—মাথা ঘুরিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল,—মুছান মাঝেবেশে হাত-পা গেঁচিয়াছিল সে সব কথা যেখানে যেখানে বলিয়া লজ্জাশীলকে আর লজ্জা দিবেন না। আনাদের “কেশরজ্ঞান ঠেল” এক শিশি বোগিলীকে ব্যবহার করাইবেন, তাহা হইলেই অতি সহজে—অতি আরামের সহিত, যে কতিন ব্যারাম নিবারণ হইয়া যাইবে। এজ্ঞা চিন্তার কারণ কি আছে ? সুন্দর কেশহীনতা ঘটিলে, তাঁহাব মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হয়। সে লজ্জার কথা ডাক্তার-বৈদ্যের নিকট প্রকাশ করিলে, সুন্দরীর মর্ম্মবেদনার গীমা থাকে না। বিলায়ের ছলে, বেশরজ্ঞান ব্যবহার করিলেই যখন কেশহীন মস্তক কৃষ্ণবর্ণ কুক্ষিত সুদীর্ঘ কেশবাশিতে পরিপূর্ণ হয়, তখন আব তাবনা কি ? অভিমানিনীর উৎকট অভিমানে ঘর সংসার ছাড়িয়া যখন আপনার বনবাসের বাসনা হইবে, তখনই এই “কেশরজ্ঞান” এক শিশি তাঁহাব হাতে দিবেন, দেখিবেন,—কেশরজ্ঞানের মধুর-গন্ধে আশ্বতারা হইয়া, তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে হাতের ছটা ছড়াইয়া দিয়াছেন ! ভারতের আবল-বুদ্ধ বনিতা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন, কেশের জন্তই কেশরজ্ঞান। আপনি বেশরজ্ঞানের সমাদর করিলে, গৃহিণীর নিকট আরও সমাদৃত হইবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল ১/০ আনা।

বিমল দশনপাতি বদনের শোভা—

এই কবিতাটি আপনার মনে পড়ে কি ? হাজার সার্থকতা আপনি এর ? ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? মুক্তার উজ্জল দীপ্তিময় দশনপাতি মুখের শোভা ছন্দে দেহের সৌন্দর্য্যবদ্ধক। তাহা ছাড়া—দেহযন্ত্রের পরিপোষণের প্রাণান সত্য। কথা কেন বলিলাম, ভাবিয়া দেখিবেন কি ? মনে করুন, যাহা কিছু “দশনপাতি” করি, যদি তাহা দশনপাতি দ্বারা উত্তমরূপে চক্ষিত ও লালাস্পৃশ্য না হয়, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ অজীর্ণতা উপস্থিত করে। দাঁতগুণি আছে বলিয়াই আমরা খাদ্য দ্রব্য পরিপাক করিতে পারি। দাঁত থাকিতে দাঁতের মমাদা জানা—বলিয়া একটা কথা আছে। দস্ত রক্ষার জন্ত সকলে প্রথম হইতে চেষ্টা করেন না বলিয়া দস্তহীনতার জন্ত অকালবার্দ্ধক্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। আমাদের “দস্তপান চূর্ণ” নিয়মিত-রূপে ব্যবহার করুন। এতদ্বারা দস্তজাত সমস্ত রোগ বিদূরিত হইয়া দশনপাতি কর্মক্ষম ও মুক্তার স্রাব উজ্জল হয়।

মূল্য প্রতি কোঁটা ১০ আনা। প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল ১/০ আনা।

গভর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীমৎস্বনাথ সেনগুপ্ত ;

১৮১ ও ১৯ নোদার চিংপুর রোড,—কলিকাতা।

পঞ্চতিত্ত বটিকা ।

(সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ ।)

ইহার ব্যবহারে গ্ৰীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পাণাজ্বর, যকৃৎপ্রতিজ্বর প্রভৃতি অতি দ্রুত নিবারণিত হয়। ইহা সেবনে জ্বর আবেগা হইলে (কুইনাইনের দ্রব্য) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প বয়ে যাতাতে সকলেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি ; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা নূন নহে ।

১ কোটা—২ রকমে ৩০টী বটিকার মূল্য ১২ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং ১/০ তিন আনা। উক্ত মাণ্ডলে এককালে ৪ কোটা প্রেরিত হইতে পারে। ১২ কোটার মূল্য ১০২ দশ টাকা।

সচিত্র

কবিরাজি-শিক্ষা ।

(দশম সংস্করণ ।)

কবিরাজি-শাস্ত্র মাত্রই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত-ভাষা না শিখিয়া যে সকল গ্রন্থ পড়িবার অধিকার হয় না। সেই জন্যই কবিরাজি-শাস্ত্র এতদিন সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি উণায় ছিল না। “কবিরাজি-শিক্ষা” পুস্তকে সেই অভাব দূর হইয়াছে। ইহার সাহায্যে অতি সরল ভাষায় লিখিত। সেই জন্য ইহা সকলেরই বোধগম্য হইয়াছে। ইহার অতি সামান্য জ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহারও নিজে নিজে এই পুস্তক চিকিৎসা করিতে পারিবেন। স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ-পরীক্ষা, সমস্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা, ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত কথা এই পুস্তকে অতি বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। তাহার উপর—সমগ্র “সুত্র-শাস্ত্র”—ইহার দ্বিতীয় ভাগ। সুতরাং এই একখানি পুস্তক পড়িলে, আর কোন পুস্তক পড়ার আবশ্যক হয় না। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ। কিন্তু মূল্য ২৫/০ অর্থাৎ ২৫ টাকা মাত্র ; ডাক-মাণ্ডলাদি ১০ বার আনা।

গভর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ;

১৮১ ও ১৯ লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা ।

রাজশ্রবণের পৃষ্ঠপোষিত

কলিকাতা আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ।

ম্যালেরিয়া—ম্যালেরিয়া ।

গ্রাম উৎসন্ন হইল—দেশ রসাতলে গেল । প্রাণের দায়ে—রোগের দীর্ঘকাল
ব্যাপী যন্ত্রণা হইতে পরিভ্রাণ লাভের জন্ত লোকে কত পেটেন্ট ঔষধই ন্যস্ত
করিল তাহারও সংখ্যা নাই ; “মহাশক্তি” পেটেন্ট নহে—ইহা আয়ুর্বেদোক্ত
মহাশক্তি-সঞ্চারিণী বটিকা—অরের একান্ত । এক কোটা ব্যবহারেই অব্যর্থ ফল
প্রত্যক্ষ হয় ।

মূল্য প্রতি কোটা ৥৮০ ।

প্রতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসম্মত ঔষধ ।

চ্যবনপ্রাশ ।

অরাজীর্ণ, মৃৎকল্ল, বৃদ্ধি চ্যবনমুনি এই রসায়ন প্রভাবে পুনর্জীবন লাভ করিয়া-
ছিলেন । ইহা সেট অমোঘ রসায়ন । অকৃত্রিম চ্যবনপ্রাশ বিরূপ ফলপ্রদ, তাহা
আমাদের এই মতোষধ পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন । সামান্য সর্দি কাশী
হইতে চঃসাধা কঠিন হাঁপানী, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, ক্ষয় প্রভৃতি সর্ববিধ
কাশরোগে ইহা অব্যর্থ ও অমোঘ । দুর্বল ও ক্ষীণ ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

যাঁহারা কেবল আমলকী পিণ্ডমাত্র ভেল চ্যবনপ্রাশ সেবনে কিছুমাত্র ফল
প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা আমাদের বিস্তৃত চ্যবনপ্রাশ একবার পরীক্ষা করুন ; ইহাই
আমাদের অনুরোধ । যাঁহারা ইহা একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই
বিকলমনোরথ হন নাই ।

মূল্য প্রতি সের ৮ আট টাকা । প্রতি শিশি (২১ দিনের) ১ টাকা ।

কবিরাজ শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যানিধি,
২৯৭২ নং অপার চিংপুর রোড, শোভারবাজ,
কলিকাতা ।

থাইসিস্ ইন্‌হেলেন্সন্‌ ।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ ।

যত্বেপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যত্বেপি তোমার পিতা কিম্বা মাতার জ্বর-কাশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যত্বেপি কখনও তোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জ্বর, হাত পা ও চক্ষু জ্বালা বোধ হয়, রাত্রে বর্ষা অরুচি ও ক্রমশঃ কাহিল ভাব ও দুর্বলতা অনুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এস্‌, সি, প্যাণের থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন্‌ তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ ?

থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন্‌ খাইবার ঔষধ নয় । এই ঔষধের কেবল মাত্র আত্মাণ গঠিতে হয় । হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ-রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন । এই ঔষধের আত্মাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটাদি সকল (জড়) ধ্বংস হইয়া যায় ও ফুস্‌ফুস যন্ত্র আব নষ্ট হইতে পারে না । ক্ষয় কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার প্যাণের “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন্‌” ব্যবহার করিলে অতি সত্ত্বরই রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করে । অধিক দিমের পীড়া হইলে এই ঔষধ আত্মাণে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে । ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না । মূল্য ১ শিশি ৫ টাকা, প্যাকিং খরচ ৯০ আনা । ডাক-মাণ্ডল ও ভিঃ পিঃ খরচা ৯০ আনা ।

প্রশংসাপত্র ।

ডাক্তার এ, এন্‌, রাং চৌরী, এম্‌ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন :—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন্‌” ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি । ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইন্‌হেলেন্সন্‌ ব্যবহার করিবার জন্ত সর্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি । গুরুত্বাক্রম ভাঙি ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন্‌” দিয়া বাধিত করিবেন ।

ডাক্তার ইদাল্‌জী কাওয়াজী, এল্‌ এম্‌ এস, লার জামসেৎজীর মানিটেরিয়াম, থাণ্ডালা, বম্বে প্রেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন :—আপনার “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন্‌” খুব উপকারী ঔষধ ; সর্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি । আমার দ্বার ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা । অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে উহার জন্ত এক বোতল “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন্‌” পাঠাইয়া বাধিত করিবেন ।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্‌. এম্‌, এস্‌,

১৯ নং ডাক্তার্স লেন, ডালহুসী, কলিকাতা ।

সস্তানরক্ষক ।

গর্ভশ্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অগাণ্ড অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য মালিস ।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেবই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্তব্য ; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের “সস্তানরক্ষক” মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না ।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৮ ; প্যাকিং খরচা ৮০ ; ভিঃ পিঃ খবচ ও ডাকমাশুল ৮০ ।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস,

১৯নং ডাক্তার্স লেন, তাপতলা, কলিকাতা ।

প্রশংসাপত্র ।

হুগলী । ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল ।

সসম্মত নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লালা যুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু । তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত । উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট “মিশ্র” উপাধি-ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক তাহাই ছিল । আমার নিকট তাঁহারা এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার “সস্তানরক্ষক” ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম । আপনি বোধ হয় অবগত করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে । তন্নিমিত্ত সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই । উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম । ইতি ।

নিবেদক—শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী সন্ন্যাসী ।

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি ।

অন্ত বাজে দোকানের জঘন্ট কেমিকেল স্পর্শের গহনা ক্রয় করিবার পূর্বে আমাদিগের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসল কেমিকেল স্পর্শের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি। পত্র লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় স্রবোর এবং গহনার সচিত্র ক্যাটাগগ পাঠাইয়া থাকি। আমাদিগের গহনা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি। সত্য, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পারেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং।

ফিরিয়সকোপ্ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র ।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখাইতে পারিবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সম্মুখ—মহুয়া, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন, লুকিং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটির মূল্য ৪ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৬০ হিঃ পাড়বে। যেক্রমে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে ।



ইতিপূর্বে যে ১ নং বন্দুক ৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪ টাকা মূল্যে দিতেছি, শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুলিসে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় জন্তু এবং সর্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মানুষকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায়। ডাকখরচ দক্ষণ ১ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কোটা ছররা গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ১/০ আনা হিঃ পড়ে। পি, সি, দাস; ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

বর্তমান সময়ের উপযোগী, সর্বজনপ্রশংসিত, গৃহে গৃহে সমাদৃত

কমলা

(কৃষি বাণিজ্য শিল্প ব্যবসা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

এরূপ ধরণের এত বড় পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় নাই এবং কখন হয় নাই।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৥০ আড়াই টাকা। এক সংখ্যার মূল্য ১০ আনা।

প্রথম খণ্ড (প্রথম বৎসরের ১২ সংখ্যা একত্র) কাপড়ে বাঁধা—৩৮,

ঐ কাগজের মলাট—২৥০,

ডাকমাণ্ডুল স্বতন্ত্র। ০ চারি আনা (নিয়মিত গ্রাহকের পক্ষে লাগে না)।

কমলা অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার। ইহাতে বাজে কথা নাই, সকলই কাজের কথা। ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, গৃহস্থ, কৃষি, ব্যবসায়ী, শিল্পী সকলেই নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় ইহাতে পাইবেন এবং হতা হইতে ব্যবহারিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও দনবুদ্ধির উপায় করিতে পারিবেন। পয়সা দিয়া কমলা গুলে পয়সা মিছা নষ্ট হইবে না।

সর্বসাধারণে শতমুখে কমলার প্রশংসা করিতেছেন এবং ইহার লিখিত বিষয়গুলি সংবাদ পত্রাদিতে বহুলরূপে উদ্ধৃত হইতেছে। অনেক কৃতকর্মী লোক কমলায় লিখিতেছেন।

বহু প্রেস,	}	জি, সি, বহু এণ্ড কোং,
৬৩ নং বেচু চাটুখোর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।		কাষাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর পুস্তকাবলী।

১। মুক্তমাধব (আধ্যাত্মিক নাটক)—মূল্য ৮০ বাঁর আনা, মাণ্ডুল এক আনা।
২। ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড, মূল্য এক টাকা, মাণ্ডুল এক আনা। ৩। ঐ ২য় খণ্ড, মূল্য ও মাণ্ডুল ঐ। ৪। সিদ্ধান্ত সমুদ্র। জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমুদয় জাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস বিস্তৃতাকারে প্রকাশিত হইতেছে। ১ম খণ্ডে গন্ধবগিক, গোপ, সন্দোপ, মাহিষা; ২য় খণ্ডে স্তবর্ণ বগিক, ৩য় খণ্ডে বাকুই, ৪র্থ খণ্ডে বৈদ্য, ৫ম খণ্ডে তিলি, তামলী, ময়রা ও উগ্রাক্ষত্রিয় এবং ৬ষ্ঠ খণ্ডে সাহা জাতির বিবরণ আছে। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (কলিকাতা) শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়।

বঙ্গভাষা ।

মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মা ।

“বঙ্গভাষা” স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির প্রযত্নে প্রকাশিত । ছাপায়, কাগজে ও প্রবন্ধগোরবে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ।

কাববর শ্রীমদ্বীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীমক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীমতীশ চন্দ্র বিদ্যভূষণ ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি প্রণীতনামা সুলেখক-গণ “বঙ্গভাষার” নিয়মিত লেখক । নমুনা দেওয়া হয় না । বার্ষিক মূল্য ২৮ । “বঙ্গভাষার” বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রাপ্তের বামাবোধিনী পত্রিকার মণাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন ।

“বঙ্গভাষা”-কার্যাদ্যক্ষ,
আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা ।

ডিম্পেপ্সিয়া কিওর ।

অন্ন, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ ।

যাঁচারা বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । এক মাসের ঔষধের মূল্য ডাকমান্ডুল সমেত ১০০ ।

শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন,

রাঘোপুর, গণপৎগঞ্জ পোঃ আফিম, ভাগলপুর ।

এজেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল দত্ত, ১৩১ নং বেণিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা ।

স্ত্রীরোগে অশোক ।



বাধক, গভগ্রহণে অক্ষমতা, মূত্রবৎসাদোষ, শ্বেত বা বক্ত্রপ্রদর, রক্তকৃচ্ছ, পেটে ব্যথা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীব্যাদি ও তদাত্মক উপসর্গে আমাদের “এসেন্স অব্ অশোক” মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য্য করে । সুস্থ শরীরে সেবনে যৌবন অটুট থাকে । মূল্য দুই টাকা মাত্র । পত্র পীড়ার অবস্থা খুলিয়া লিখিবেন । নাম ধাম প্রকাশের ভয় নাই । গোপনে, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে পীড়ামুক্ত হইতে হইলে ইহাই সেবা ।

ইপানি, বহুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগের প্রশংসাপত্র সম্বলিত মূল্যতালিকার লব্ধ পত্র লিখিলে আমরা উহা ডাকমান্ডুল দিয়া পাঠাইয়া থাকি । একমাত্র ঠিকানা—
জে, সি, মুখার্জি এণ্ড কোং, ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, রাণাঘাট (বেঙ্গল) ।

অশ্বগন্ধাটনিক

প্রসবাস্তে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পরীক্ষিত মহৌষধ। ইহা দ্বারা অধিক
 ক্রমশঃ নিবারণ, সর্দাহের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুধারক্তি, কোষ্ঠ পরিষ্কার,
 জরায়ুর বলাধান ও স্নিগ্ধা হইয়া থাকে। ইহা শারীরিক ও মানসিক
 দুইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ টনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। শাশুগণ্ডী ও মস্তিষ্কের
 দুইয়ের ইহার কার্য্য অতীব আশ্চর্য্যজনক। মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, মন হু হু
 করা, অরুণ ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, রক্তহীনতা, রক্তচাপ, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, বাত, যে
 কোন রোগান্তে ও প্রসবাস্তে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রদ। হিষ্টিরিয়া ও বহুমূত্র
 রোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা সূত্র শরীরে ও সকল ক্ষতুতেই
 ব্যবহার্য্য। খোশ পাঁচড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। ছাত্র, শিক্ষক, হাকিম,
 ক্রীড়ক ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের বলাধান
 করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পাঠাভ্যাসের সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অতীব উপকারী।
 কলতঃ ইহা কডলিভার অএল, সালসা, ও মন্ট অপেক্ষা অধিক উপকারী।
 বর্গেল কে, পি, গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, সিভিল সার্জেন, ডাঃ কে, ডি, বসু,
 সিভিল সার্জেন, ডাঃ এস, এন, বসু, এল, এম্, এস, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়কুমার
 চৌধুরী, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মোলভা মুজিবর রহমান, সুনসেফ বাবু অপূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও
 ব্যবসেজিষ্টার বাবু তারাপদ ঘোষ প্রভৃতি ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মূল্য :—ছোট শিশি এক টাকা, বড় শিশি দেড় টাকা, মাগুনাডি আট আনা।

শ্বাস-ভস্ম ।

শ্বাস-ভস্ম কালির অব্যর্থ পরীক্ষিত মহৌষধ। মূল্য ছোট শিশি এক টাকা, বড়
 দেড় টাকা। মাগুনাডি ছয় আনা।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ, কে, বসু এণ্ড ব্রাদার্স,
 ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ওয়ার্কস,

১১ নং সিকদার বাগান স্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

কলিকাতা ফিজিসিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র
 দত্ত; কেমিষ্ট—বাবু ভূপেন্দ্রকুমার বসু, এম, এ।

কুন্তলীন সর্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল কেন ?

কুন্তলদাম বিধাতার দুর্লভ দান ।

কেশরাশি নরনারীর বড় আদরের সামগ্রী ।

কেশের প্রাচুর্য্যে মহিলাগণের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় ।

কুন্তলরাশি মস্তিষ্কে শীতাতপ হইতে রক্ষা করে,

ইহা নরনারীগণের জীবন-ব্যাপী সহচর ।

কেশের প্রাচুর্য্য রক্ষার জন্য

একটি অতি উৎকৃষ্ট, বিশুদ্ধ, নিশ্চল ও নিশ্চল

কেশপোষক তৈল যথানিয়মে কেশে

ব্যবহার করা কর্তব্য ।

কুন্তলীনের উপযোগিতা

সমগ্র ভারতের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মহিলা ও

পুরুষগণের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরিয়া

বিশেষরূপে পরীক্ষিত ।

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার,

৬২ নং বোদাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বামাবোধিনী পত্রিকা

“কন্যাশ্রম পালনীয় শিক্ষণীয়ানিযতনঃ”

কল্যাণে পালন কবিবেক ও যত্নেব সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ { কার্তিক, ১৩১২। নবেম্বর, ১৯০৫। } ২য় ভাগ
৫০৭ সংখ্যা { } ৮ম কষ্টা

সূচীপত্র।

১। যুবরাজদম্পতীর অভ্যর্থনা (সচিত্র) মুখপত্র	৮। অমলা (উপক্ৰাস) ... ২১৪
২। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ১৯৩	৯। সম্রাট আরিয়স আটোনাট- নাসেব উপদেশ ... ২১৯
৩। ভারতবর্ষে ত্রিযলী কুমারী ম্যানিং ১৯৬	১০। গৃহকথ্য ... ২২০
৪। শঠনশিব বা শনিগ্রহ (সচিত্র) ১৯৯	১১। বিবিধ বিবরণ—
৫। মহম্মদ ও ইসলাম ধর্ম ... ২০৩	৫৬ বৎসরে মৃত্যু ... ২২১
৬। সাধুচরিত-সংগ্রহ ... ২০৯	প্রাসিক নাটিকা ... ২২২
৭। স্বদেশ-পূজায় বঙ্গমহিলা	১২। নৃতন সংবাদ ... ২২৩
বন্দে মাতরং ... ২১১	১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা ... ২২৩
ভগিনী আত্মজ্ঞান ... ২১২	১৪। বামাবচনা—
ছঃখের মিশন ... ২১৩	জাতদ্বিতীয়া ... ২২৪

কলিকাতা।

৯নং কলেজ ষ্ট্রিট বাউলেন, ভিভিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

মুদ্রিত ও শ্রীধর্মাব দত্ত কর্তৃক ৯নং আর্টনিবাপান লেন

হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩১/০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১১/০, পঞ্চাঙ্গের বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

আয়ুর্বেদ-জলধি-মথিত সোমেশ্বর-রসায়ন ।

অম্লপিত্ত, শূল, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও খাতৃকর ইত্যাদি বিবিধ প্রকার জটিল রোগের মহৌষধ ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেবনের পরক্ষণেই অম্লপিত্তেব বৃকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুপনবৎ দাক্ষণ বেদনা, বমন, চোয়া দেহুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বৃকে বাধা, মুগ দিরা জন উঠা, পেজ ঠোণ মারিয়া থাকে ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে ।

বাহ্যবের আহারাশ্বে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাহাবা ২ দাগ খাইলেই ইহার বশেষ উপশান্তি উপলব্ধি করিবেন । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সপল মল নির্গত হইবে, অরুচিনিহ স্ফোপ যথা বৃক ছুড় ছুড় করা বা বড় বড় করা নিবারণ হইবে ।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জটরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যই কচি হইবে । ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে ।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলচাগ, আমায় মল, উত্তরে কর্তনবৎ বেদনা আশু নিবারিত হইবে । আয়ুর্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর ।

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউস এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১৬০, মাণ্ড ১০ আনা ।

খাসারি ।

(হাঁপানি কাশির ইহাই মহৌষধ ।)

"খাসারি" সেবনে প্রায় তরল হঠয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে । শ্বাসের সঁশা শব্দ দূরে যাইবে, গলায় ঘড়, ঘড়, শব্দ থাকিবে না । কাশিতে কাশিতে প্রাণ শুষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না ।

৪ দাগ "খাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বৃক পিঠ সাটিয়া ধরা বা ব্যাধা, পেট ফাঁপা বা মূচ্ছিত্তভাব অপসীত হইবে ।

শিশু ও বালক বালিকাদিগের জনকাশি, বুড়ো কাশি, রাত্রিতে গলা সাই দাঁই বা ঘড়, ঘড়, করা, বৃকে বস্মা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে ।

কাশিরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ । যে সকল রোগীৰ শ্বাস কাশি নিয়ত বর্জনীয় আত্ম-প্রাণেবতঃ রাত্রির শেষে পোড়ার বৃষ্টি, অবিরত কাশিতে হর ও গরব উঠে, অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাহারাও এই "খাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহ মধ্যে হৃহতা লাভ করিবেন ।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "খাসারি"র মূল্য ১৫০ টাকা, ডাকমাণ্ড ১০ আনা, মোট ২ টাকা পড়ে ।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্মা কবিভূষণ,

৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোকাবাজার

কলিকাতা ।

ঘরের খবর বাহিরে কেন ?

অন্তঃপুরে যাহাকে লোকচক্ষুর অস্ত্রবাণে বাগিতে হয়, সে কবে বায়ব যৌকে আবল-তাবল বকিয়াছিল, —মাথা ঘুরিয়া আছাড় খাটিয়া পড়িয়া ছিল, —মুছিয়া আবেশে হাত পা খেঁচিয়াছিল — সে সব কথা দেখানে দেখানে বলিয়া লজ্জাশীলকে আর লজ্জা দিবেন না । আমাদের “কেশরজ্ঞান টেল” এক শিশি বোগিনীকে ব্যবহার করাইবেন, তাহা হইলেই অতি সহজে — অতি আরামের সহিত, ঐ শিশি ব্যারাম নিবারণ হইয়া যাইবে ।

একটা চিন্তার কারণ কি আছে ? সুন্দর কেশচীনতা ঘটিলে, তাঁহার মৃত্যুর অবিক যন্ত্রণা হয় । সে বজ্রার কথা ও ক্রাৎ দেবদোর নিকট প্রকাশ করিলে, সুন্দরী মর্ষবেদনার সীমা থাকে না । বলাসের ছলে, বেশরজ্ঞান ব্যবহার করিলেই যখন কেশচীন মস্তক ক্রক্কাৎ কুঁকিত সুদীর্ঘ কেশবাশিতে পরিপূর্ণ হয়, তখন আর ভাবনা কি ? অভ্যাসানীত উৎকট অভ্যাসে ঘব-সংসার ছাড়িয়া যখন আপনার বনবাসের বাসনা হইবে, তখনও এই ‘কেশরজ্ঞান’ এক শিশি তাঁহাব হাতে দিবে, দেখিবেন, — কেশরজ্ঞানের মধুর-গন্ধে আশ্বাসিত হইয়া, তিনি গৃহপ্রাক্ষণে হস্তের ছায়া ছড়াইয়া দিয়াছেন ! ভারতের আবল-গদ্ধ বিনতা মুককণ্ঠে বলিয়া থাকেন, বেশের জন্মই কেশরজ্ঞান । আপনি বেশরজ্ঞানের সমাদর করিলে, গৃহিণীর নিকট আরও সমাদৃত হইবেন । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা । প্যাকিং ও ডাকমাস্তল ১০ আনা ।

বিমল দশনপাতি বদনের শোভা—

এই কবিতাটি আপনার মনে পড়ে কি ? ইহার সাধকতা আপনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? মুক্তাবৎ উজ্জল দীপ্তিময় দশনপাতি মুখের শোভাবদ্ধক — দেহের সৌন্দর্যাবদ্ধক । তাহা ছাড় — দেহযন্ত্রেণ পরিপোষনের প্রধান মন্ত্র । এই কথা কেন বলিলাম, ভাবিয়া দেখিবেন কি ? মনে করুন, যাহা কিছু আমরা আহাৰ করি, যদি তাহা দশপাতি দ্বারা উত্তমরূপে চর্চিত ও লালস্পৃশ্য হয়, তাহা হইলে সেই ভুক্ত খাণ্ডে অজীর্ণতা উপস্থিত করে । দীর্ঘ ও লম্বা আছে বলিষ্ঠ আমবা স্বাস্থ্য দেয়া পরিপাক করতে পারি । দীর্ঘ থাকিতে দাঁতের সহায়তা লাগে । বলিয়া একটা কথা আছে । দস্ত রক্ষার জন্য সকলে প্রচলিত হইতে চেষ্টা করেন না । বলিয়া দস্তচীনতায় জন্ম অকামবান্ধব্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে । আমাদের “দস্তবান্ধ চূর্ণ” নিরামল-রূপে ব্যবহার করুন । এতদ্বারা দস্তজাত সমস্ত রোগ বিদূষিত হইয়া দশনপাতি কর্মক্ষম ও মুক্তার ত্রায় উজ্জল হয় ।

মূল্য প্রতি কোটা ১০ আনা । প্যাকিং ও ডাকমাস্তল ১০ আনা ।

গভবমেট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ;

১৮১ ও ১৯ নোয়ার চিংপুর রোড, — কলিকাতা ।

পঞ্চতিত্ত বটিকা ।

(সর্বপ্রকার জ্বরের মর্হোষধ ।)

ইহার ব্যবহারে গ্ৰীহা ও যক্ষ্মসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যক্ষ্মঘটিত জ্বর পড়তি অতি জরায় নিবারিত হয়। ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হইলে (কুইনাইনের তায়) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প নায়ে যাহাতে সকলেই এত ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি ; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা নূন নহে।

১ কোটা—২ রকম ৩০টা বটিকার মূল্য ১৮ এন টাকা। ডাকমাণ্ডুল ও প্যাকিং ৮০ তিন আনা। উক্ত মাণ্ডুলে এককালে ৪ কোটা প্রেরিত হইতে পারে। ১২ কোটার মূল্য ১০৮ দশ টাকা।

সচিত্র

কবিরাজি-শিক্ষা ।

(দশম সংস্করণ ।)

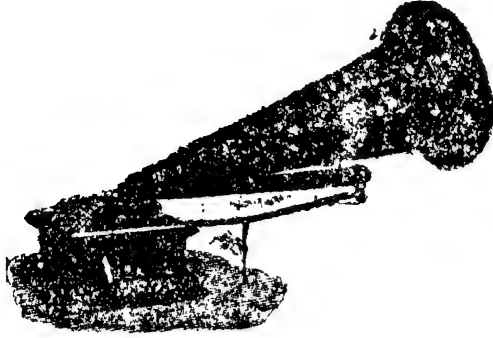
কবিরাজি-শাস্ত্র মাত্রই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত-ভাষা না শিখিয়া সেই সকল গ্রন্থ পড়িবার অধিকার হয় না। সেই জন্যই কবিরাজি-শাস্ত্র এতদিন সাধারণের পড়িবার উপায় ছিল না। “কবিরাজি-শিক্ষা” পুস্তকে সেই অভাব দূর হইয়াছে। ইহাও আদ্যন্ত অতি সরল বাঙ্গালায় লিখিত ; সেই জন্য ইহা সকলেরই বোধগম্য হইয়াছে। যাহারা অতি সামান্য বাঙ্গালা জানেন, তাঁহারাও নিজে নিজে এই পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন। স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ-পরীক্ষা, সমস্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা, ঔষধাদির শস্ত-বিন ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত কথা এই পুস্তকে অতি বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। তাহার উপর—সমগ্র “সুত্রত সংহিতা”—ইহাব দ্বিতীয় ভাগ। সুত্রতঃ এই একখানি পুস্তক পড়িলে, আর কোন পুস্তক পড়িবার আবশ্যক হয় না। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ। কিন্তু মূল্য ২৫০ আড়াই টাকা মাত্র ; ডাক-মাণ্ডুলাদি ৮০ বার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোম্যাগ্রাণ্ড

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ;

১৮১ ও ১৯ লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

দোয়ার্কিন এণ্ড সনের গ্রামোফোন বা গান গাহিবার কল।



গ্রামোফোন চালাইতে যে কোন প্রকার কল-কৌশল-জ্ঞান আবশ্যক করে, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। স্ত্রীলোক বা বালক মাজেই অনায়াসে এই যন্ত্র চালাইতে পারিবে। কল বা ওয়াচ ঘড়ীর স্থায় চাবি দিগেই 'গ্রামোফোন' আপনি গান গায়—অনিকল মাহুযেব মত। অনেক দূর চটতেও গানের কথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

'গ্রামোফোন' যে কত গান গাহিতে পারে, তাহার সীমা নাই। বাঙ্গালা, হিন্দী, ইংরাজি গান, ব্যাণ্ডের বাজনা, কনসার্টের গং, থিয়েটারের অভিনয় ইত্যাদি গ্রামোফোনে সব শুনিতে পাইবেন। আমাদের নিকট কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোক বা পুরুষ গায়কদিগের গান, থিয়েটারের গান বাজনা ইত্যাদি অনেক মজুত আছে ও তৈয়ারী হইতেছে। আপনি একটি গ্রামোফোন ক্রয় করিলে ইচ্ছামত যে কোন গায়কের গান বিনা খরচে ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইবেন।

গ্রামোফোন যন্ত্রে ব্যবহারে খারাপ হইতে পারে এরূপ কিছুই নাই। যদি কোন অংশ অসাবধানতা বশতঃ কোন রূপে ভাঙ্গিয়া যায়, সেই অংশ বদলাইয়া দিগেই আবার ঠিক নূতনের মত হইবে।

গ্রামোফোনের দাম খুব কম। গ্রামোফোন চটতে অনেক নিকৃষ্ট যন্ত্র অনেক বেশী দামে এখনও বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু গাহারা গ্রামোফোন শুনিয়াছেন, তাহারাই অল্প কোন যন্ত্র পছন্দ করেন না।

দাম।

ওনং ৪৭৥০ ; ওনং ৭২৥০ ; ওনং ৮২৫০ ; ওনং ৯৭৥০। মনার্ক গ্রামোফোন ১১২৫০ ; ১৫০৮ ; ১৮৭৥০।

গানের দাম স্বতন্ত্র। ছোট সাইজ ১৫০/০। বড় সাইজ ৩৫০। গানের তালিকা চিঠি লিখিলে পাঠান হয়।

DWARKIN & SON,

The Paris Musical Depot, 267 Bow bazar Street, Calcutta.

মনোজবা ।

শ্রীমতী নিহারিণীদেবীপ্রণীত । বাবু সুরেন্দ্রপ্রসাদ সান্নাল এম এ কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য কাপড়ে ভাল বাঁধা ১২ টাকা ; কাগজের মশাট ৬০ মাত্র । কলিকাতা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ইণ্ডিয়ান ডিপজিটারীতে, ৬৪ নং কলেজ স্ট্রীট সিটিবুক সোসাইটিতে এবং ২০০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

সিটি বুকস্টোর অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

এই পুস্তক দুইটি ভাবে বিকশিত ও বিবিধ শৃঙ্খল স্থাপিত । লেখিকা পিতৃ-ভক্তি অস্ত্র লেখনী প্রসারিত, মাতৃ-স্নেহ, সন্তানবাসনা, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দাম্পত্যপ্রণয়, মোল্লাব, সখা, পরোক্ষপ্রণয়, দীনে দয়া এবং মঙ্গলভূতে মঙ্গলভূতি এই সকল ভাব চিত্রাঙ্কনে আপনার গোপনী চালনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থগানিকে সম্ভাব ও ধন্যভাবে পূর্ণ করিয়াছেন ।

কবির পণ্ডিত তাবাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন :—

ইহার কবিতাগুলি সত্যই মধুর । গ্রন্থকর্ত্রীর জগৎপ্রতিপত্তি পুত্র ভাষ্যসৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত । আমি পুনরিত্তিতে এই গ্রন্থগানি পাঠ করিয়াছি এবং সবলকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি ।—ভক্ত যেমন “ও জবাকুমদস্বাসং” বলিয়া স্বয়ংদেবকে বক্তৃতা কর্ত্তব্য করেন, গ্রন্থকর্ত্রী তেমনি তাঁহার ভক্তচন্দনে মাপা এই মনোজবাটি স্বর্গীয় শিতুদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন । এ অর্ঘ্য স্বর্গীয় শিতুপদে দিবার উপযুক্ত ।

“আবেগ ।”

(কবিতা পুস্তক)

ফোন ভদ্র মহিলা বিবচিত

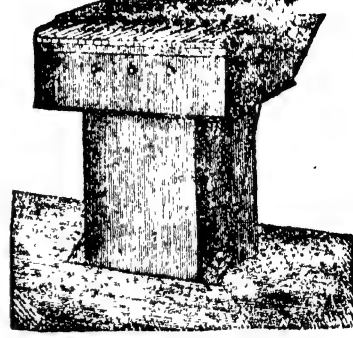
প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে বিশেষরূপে প্রকাশিত ।

Abega—“Emotion” is a collection of lyrical and other pieces, many of which are inspired by genuine feeling. The piece “Enlisted Coolies in Assam” draws a picture of misery which is really touching.—Calcutta Gazette, 30 September, 1900.

সুন্দর কাপড়ে বাঁধা আট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র । একরূপ সুরভ মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ও মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, হরিমোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

মণ্ডল ফলট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, বাণ ও
মাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত
ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী
স্বরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যন্ত-
কৃষ্ট বহু পচলিত মনোমুগ্ধকর “মণ্ডল
ফলট” উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারান্টি সহ
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতামুরাগী
প্রত্যেকেই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়।
আম্র প্রশংসা নিম্নয়োজন। মূল্য ৩
অক্টেভ, ৩ ইন্স ৩৫, ঐ স্বর কাল করা ৪০ টাকা। ঐ ৬৮ শেট রোড ৪ ইন্স
৬০ এবং ৭৫ টাকা।



মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বোম্বে রোড, কলিকাতা।

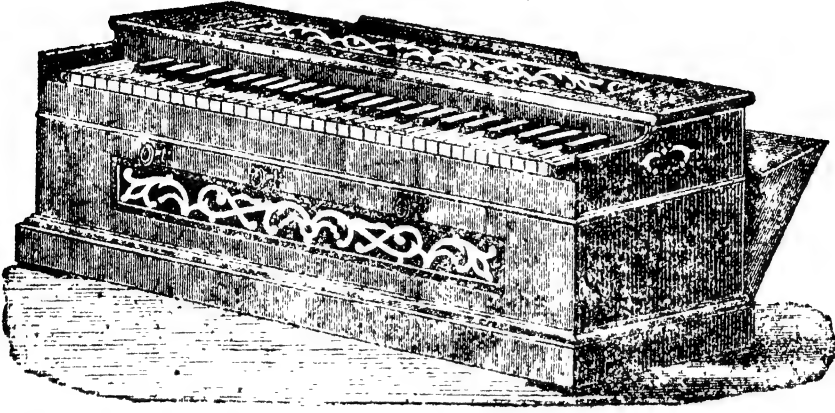
লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—
(১) বড়বাজার শাখা, ২২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; (২) শোভাবাজার
শাখা, ২২৫ ১ অগার চিংপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রমারোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা; (৪) বাকীপুর শাখা, বাকীপুর; (৫) পাটনা শাখা, পাটনা;
(৬) মথুরা শাখা, মথুরা

আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের যাবতীয় জ্ঞান বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত রাখি। সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসক ঔষধালয়গুলির তত্ত্বাবধান
করিয়া থাকেন এবং সুশিক্ষিত কর্মচারীগণ তাহাদিগের সহিত সদাসদৃশ্য পরামর্শ
করিয়া ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করাই
কঠিন, একজন বিশেষ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনবরত তত্ত্বাবধান করেন। শিশি, কর্ক,
থান্ডামিটাল, ষ্টীগসকোপ, ম্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দ্বারা
বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঔষধালয়ে চিকিৎসক বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া
থাকেন। মফঃস্বলবাসী চিকিৎসকগণ পত্র দ্বারা পরামর্শ পাইয়া থাকেন। পত্র
লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বা বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

আদি ও তৃতীয়
মোহন ফ্লুট-হার্মোনিয়ম ।



দেশীয় সঙ্গীতচর্চায় আমাদের এই জগদ্বিখ্যাত মোহন ফ্লুট-হার্মোনিয়ম যেকোন উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই সেরূপ নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুকৌশল, সহজ বেলায় মঞ্চালন এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক জাজ্ঞামান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল চটয়াছে। অতএব সাধুনয় নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্ট্রারী করা ট্রেড মার্ক “মোহন” কথাটি ও বেলোর পৃষ্ঠে জলন্ত স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠকিবেন। মফঃস্বলে ভি, পি, তে পাঠাইয়া থাকি। যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয়। মূল্য ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৫, ও উর্দ্ধ। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে সচিব মূল্য-তালিকা প্রেরিত হয়।

একমাত্র নির্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স, মোহন মিউজিক্যাল ডিপো, ২ নং লোয়ার চিংপুর রোড (দ্বিতলের উপর), কলিকাতা। গারান্টি ৩ বৎসর।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য ।

কাব্যকুসুমালিন-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানিকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষার অমিত্রাক্ষরে ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাধা। মূল্য ১৯০ টাকা, ডাকমাস্তুল ৮০ আনা। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি ।

অন্য বাজে দোকানের জঘন্ত কেমিকেল স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্বে আমাদিগের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসিল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি। পরে লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় জ্ঞান এবং গহনার সচিত্র ক্যাটাগগ পাঠাইয়া পাকি। আমাদিগের গহন সকলোৎকৃষ্ট বর্ণিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্পদর্শনীর সভা হইতে ফাইক্সাস সার্টিফিকেট পাওয়াছি। সুতরা, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পাবেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং

ফিরিয়সকোপ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র ।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখাইতে পারিবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারে দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন মন্দির — মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জাপানী, প্রভৃতি ইত্যাদি অনেক দেশের কতো চিত্র দেখিতে পাইবেন, লুৎং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটির মূল্য ৪ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই মাইজ, ১ ডজন ১০০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৩০ হিঃ পড়িবে। যেকোনো ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডঃ মাঃ স্ত্রঃ

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিংপুং রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

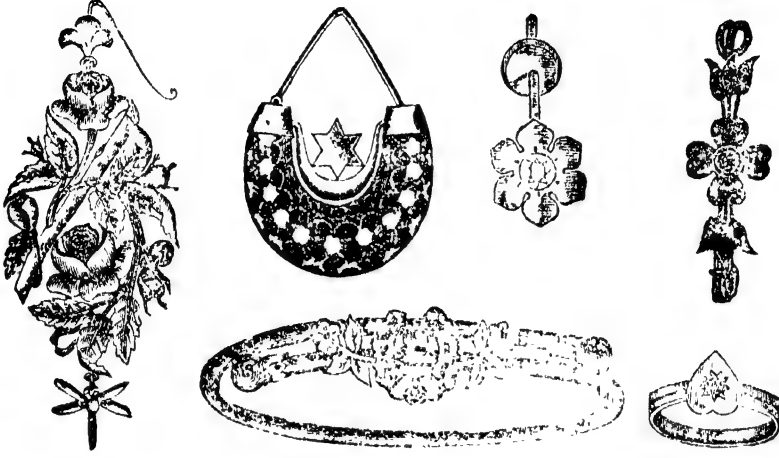
হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে ।



ইতিপূর্বে যে ১ নং বন্দুক ৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪ টাকা মূল্যে দিতেছি। শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুলিশে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় জন্তু এবং গর্ষ প্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মাতুষকে মারিলে প্রাণের তানি হয় না, তবে মাংসাত্মকরূপে জখম করা যায়। ডাকখরচ দ্রুপ ১ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃপিঃডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কোটা ছয়শা গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ১/০ আনা হিঃ পড়ে। পি, সি, দাস; ৩৪৪ নং অপার চিংপুং রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

কেবল ভদ্র মহিলাদিগের জন্য ।

ভদ্র প্রীলোকের তত্ত্বাবধানে সোণা রূপা ও জহরতাদির দোকান ।



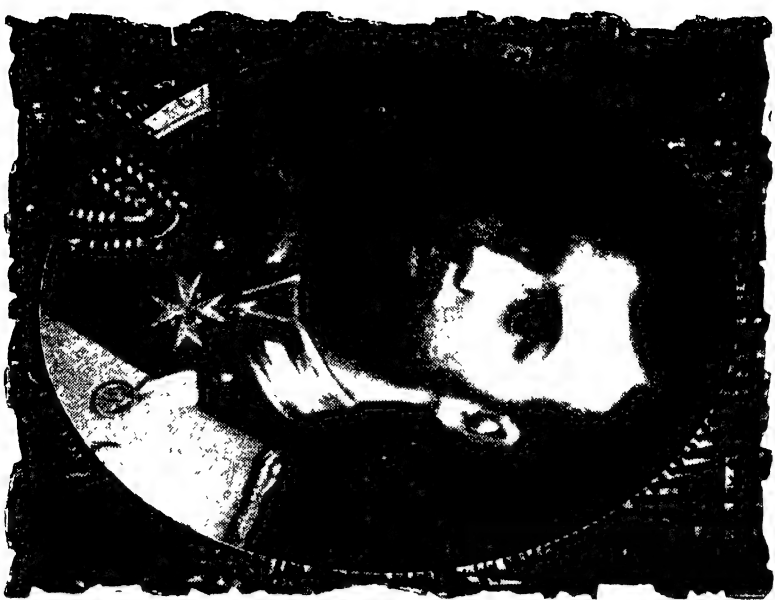
অম্বুপুত্রবাসিনী রমণীরা আপন আপন পছন্দ ও কুচি মত আপনাদের মাথার বস্ত্র অলঙ্কারাদি স্বেচ্ছা দেখিয়া ক্রয় করিতে পারেন, কলিকাতা নগরীতে কি দেশী কি বিদেশী কোন দোকানে এরূপ সুব্যবস্থা নাই। অনেক দিন হইতে এই অভাব দূর করিবার জন্ত আমরা চেষ্টা করিতেছি। বিধাতার ক্রায় আমাদের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। ৬ই কার্তিক হইতে আমাদের দোকানবাটীর দ্বিচল গৃহে প্রতিদিন বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মহিলাদিগের জন্ত দোকান খোলা থাকিবে। যাহাতে বঙ্গকুলধ্বংসের লজ্জা ও সম্মান রক্ষার কোন ক্রটি না হয়, তাহার বিশেষ নন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মহিলাদিগকে সাদরে গাড়া হইতে উদ্ধৃত্ত গৃহে লইয়া যাইবার জন্ত একজন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। যে মহিলার উপর উক্ত দোকানের ভার আছে, তিনি আগ্রহ ও যত্নসহকারে জিনিষ দেখাষ্টবেন, বিক্রয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে অর্ডারও লইবেন। সাধামত সোণা রূপার, জড়োয়া অলঙ্কার ও নানাবিধ ঘড়ি এবং উপহার দিবার উপযোগী বিবিধ জিনিষে দোকান সজ্জিত করা হইয়াছে। বঙ্গললনাগণ একবার পরীক্ষা করুন।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

সোণা রূপার অলঙ্কার, ঘড়ি ও চশমা বিক্রোতা,

৭৪ নং হেরিগন রোড, কলিকাতা।

যুবরাজ প্রিন্স ভাব ওয়েল্‌স ও যুবরাজ বধু



“চিরঞ্জীব রাজপুত্র রাজ-বধু মনে।”

যুবরাজ দম্পতীর শুভ অভ্যর্থনা।



বিস্টোবিয়া-বংশধর সম্রাট-কুমার
এস যুবরাজ! সহ মাতিবো তোমার।
রোগ দৈন্ত পীড়নে ভারত শ্লিষমাণ,
তথাপি তোমারে দিবে হৃদয়েতে স্থান।
আদর সম্মান গণ্ড শুভ অভ্যর্থনা,
জগদীশ তোমাদেব পুরান্ কামনা।

এ ভারত ধর্মভূমি—কম্পাঠস্থল,
ইতিহাসে কীর্তিগাথা আঁকিত উজ্জ্বল।
দেখ শত পুণ্যার্থী পূবী তপোবন
আধি-বাব-রাজধর্ম করিছে বোষণ।
দীন হীন আজি সে পাতিত পরাদীন,
তথাপি ভারত নহে গৌরব-বিহীন।

দেখ চেথা তুঙ্গশৃঙ্গ হিম-গরিবর,
দেখ পুণ্যভোয়া নদী অরণ্য সাগর।
জগতের সব দৃশ্য মহান্ শোভন
সম্মিলিত হেন কোথা করিবে দর্শন?
মানব-প্রতিভা চেথা হুইয়া ক্ষুরিত
কত শতরূপে দেথ আছে প্রকাশিত!

পুণ্যশীলা নারীগণ জন্মি এ ভারতে
পবিত্র করেছে জন্মভূমি বিধিমতে।
সতীত্ব সুনীতি শৌর্য জ্ঞানধর্মবলে
রেখেছে অমর কীর্তি অবনী মণ্ডলে।
সুমাতা সুভাষা ভগ্নী সুতা সুলক্ষণা
আজো ঘরে ঘরে শোভে ভারত-ললনা।

পিতামহী দেবী তব কাঙাল-জননী
ছিলেন উজলি ভারতের শিরোমণি।
কি শোজন্ত স্নেহ দয়া করি বিতরণ
করেছেন প্রজাদের কল্যাণ সাধন!
জয় জয় মহারাজী জয় বিষ্টোরিয়া!
চিরস্মরণীয়া তুমি চিব-বরণীয়া।

স্বাধীন যশস্বান্ তুমি যুবরাজ
ভারত-হিতৈষী—এলে এ ভারতে আজ।
বাহু আড়ম্বর তোমামোদ নৃত্য গীত,
তোমারে ভুলিতে কত রয়েছে সাজ্জত।
কুহকে ভুলিয়া কিহে দেখিবে না ভুলি—
ভারতের হীন দশা দিব্য আঁপি খুলি?

আলোক-মালায় ঢাকা মালিন বদন,
কোণাচলে শ্রুতি নহে করণ ক্রন্দন।
অস্তিত্বসার দেহ যেখানে সেখানে,
নাহি শৌর্য নাহি বীর্য ত্রিশ কোটি প্রাণে।
ভারতের আশা তুমি ভাবী রাজেশ্বর,
দেখ দেখ এক হৃৎথেতে ভারত কাতর।

কি সুবর্তী আনিয়াছ ভারতের তরে,
শুনিতে ব্যাকুল আজি কোটি নারীনবে।
তোনাদের প্রতিনিধি এখানে যাঁগারা,
আমাদের আর্ন্তনাদে বধিব তাঁহারা।
আশ্বাস অমৃতধারা করিয়া সিঞ্চন,
মৃতপ্রাণে আনি দাও নূতন জীবন।

বলো বাজ-পিতৃদেবে—বলো মন্ত্রিগণে,
বলো বলো দেশবাসী সর্ব সাধারণে।
সাদৃশত বর্ষ থাকি ইংরাজ-অধীন
পতিত ভারত আজো দীনহীন ক্ষীণ।
(তবু) বাজভক্ত জাতি ভুলিব না কদাচন
তোমাদের উপকার থাকিতে জীবন।

ভাগ্যে রূপা করে দেছ চক্ষু ফুটাইয়া,
তাইত জানাই হুঃখ কঁাদিয়া কঁাদিয়া।
নিবারিতে পার যদি এ হুঃখ ক্রন্দন,
তবেই সার্থক তব ভারতগমন।
(শোন) উঠিছে প্রার্থনা ত্রিশ কোটি কর্ণধনে—
“চিরং জীব রাজপুত্র রাজবধুগনে।”

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 507

Nov. 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

“कन्याध्वं पालनीया शिक्षणीयातिथ्यतः”

কন্যাকে পালন করিবেক ও বদ্বৈব সাহিত্য শিক্ষা দিবেক ।

৪৩ বর্ষ । { কার্তিক, ১৩১২ । নবেম্বর, ১৯০৫ । } ২য় ভাগ ।
৫০৭ সংখ্যা । { } ৮ম কল্প ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

শুভাগমন ও শুভযাত্রা -- আগামী ১২ই নবেম্বর যুবরাজ এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস সপত্নীক ও সঙ্গল বোম্বাই পৌছিলে লর্ড কার্জন অগ্রসর হইরা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবেন । এই জ্ঞাত হইলেও যুব বাবুয়া কবিয়াছেন যে, লর্ড কার্জন ওরার পরিবর্তে ১৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থিতি করিবেন । এই দিন নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে শাসন-ভাব গ্রহণ করিলে তিনি সঙ্গীক বিলাত যাত্রা করিবেন । রাজ-আগমন ও রাজ-প্রতিনিধিদ্বয়ের গমনাগমন শুভ হউক ।

লর্ড মিণ্টোর প্রারম্ভিক কার্য্য— তিনি ১৮ই নবেম্বর বোম্বাই পৌছিয়া সেই দিনই কলিকাতা যাত্রা করিবেন এবং ২০শে গবর্ণমেন্ট হাউসে কাউন্সেল লইয়া বসিবেন ।

বঙ্গবিভাগ—১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ

দুই ভাগে বিভক্ত হইল । যাব এণ্ড ফেজাব বাঙ্গলার ছোটলাট রহিলেন, যাব হেনবী দুলাব পূর্ব বঙ্গ ও আসামের ছোটলাট হইলেন । আপাততঃ সিংহ পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালানী হইল ।

অথগু বঙ্গ ভবন—গত ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জন যেমন বঙ্গচ্ছেদ করিলেন, সেইকাল সেই দিন পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে স্থায়ী যোগ-বন্ধনের চিহ্নস্বরূপ “Federation Hall” (অথগু বঙ্গ ভবন) নামে একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন । ইহার স্থান কলিকাতা মুক-বধির-বিজ্ঞালয় ও ব্রাহ্ম-বালিকা-বিজ্ঞালয়ের মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে ।

স্বদেশী আন্দোলন—গত মাসে বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে মহোৎসাহে এই আন্দোলন চলিয়াছে । এক এক সম্মুখে শত শত স্থানীয় সভায় লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছে । সকলের

প্রতিজ্ঞা বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবে। গবর্ণ মেণ্টের বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা হইতে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের ফল—(১) প্রাতঃবঙ্গবিরজয়া দশমীব দিন কালকাতার মাড়ওয়ারী বণিকগণ বিলাতে লক্ষ লক্ষ টাকার বিলাতী দ্রব্যের অভাব দিত, এ বৎসব মোটে দেখে নাই। ইহাতে ম্যাগেষ্টার ও অজ্ঞাত স্থানের বিলাতী বণিকগণের বিস্তর ক্ষতি হইল। (২) বিলাতী চুকট একেবারে বন্ধ হইয়াছে। অন্য বিক্রয় এত কম যে, যেখানে দিন ৫০ টাকা বিক্রয় হইত, সেখানে ৫ টাকাও হইতেছে না। (৩) দেশবাসীদিগের মনে স্বাধীনতার ভাব প্রবল হইয়াছে, তাহাতে নানাস্থানে দুপুলেরা সবলদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দগ্ধপট করিতেছে। প্রথম বরণ কোম্পানী ১০০ জনী একদিনে গদতাগ কর, পরে বঙ্গল প্রিমিগেমস ও ইণ্ডিয়া প্রেসের কাম্ভাবকগণ কার্য স্থগিত কবে, ইহা যল এক বুৎবার ফলিকাতা গেজেট সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। পবে ট্রামওয়েব ক রটারিগণ বিগ্রোহী হয়। ই আই বেলওয়ার গাড় ও ড্রাইভারগণ ইহাদিগের পথাহুসরণ কবে। (৪) বাঙ্গালী দেশের জাতীয় জীবন গঠনাথ বাখী বজন। বাবিকে হলস্থল পড়া গিয়াছে, আরও বা ক হয়!!

শুভ বিবাহ—গত ৪ঠা অক্টোবর বৈজনাথ জামনে লাহোব চিফকোটের প্রবিখ্যাত উকিল শ্রীমান্ রামভূজ দত্ত চৌধুরীসহিত সর্গীয় মহর্ষি দেবেজনাথ চৌধুরী মণ্ডপয়েব দৌহিত্রী ও বাবু জানকী দেবী বোম্বেলের কন্যা, ভাবতীর সুপ্রসিদ্ধা নন্দাদিকা শ্রীমতী সবলা দেবী বি, এবং

শুভ পবিত্র সম্পন্ন হইয়াছে। জগদীশ্বর বব কন্যাকে চিবস্থনী করুন।

যোগ্যের সম্মান—বনাতনগরের সনাম-খ্যাত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ-সংস্কার ও দেশের দাবি প্রমজীব দিগেব উন্নাতসাধনত্রে জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ ফেপন কারিয়াছেন। তাঁহাব সম্মাননাথ ভাটপাড়াব পণ্ডিতবা তাঁহাকে “সেবা-এত” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

নানকের বংশধর—সর্গীয় বাবাজেয়ম সিংহ বেদী পদে তদীয় পুত্র বঙ্গ সিংহ শিপশুভ হইয়াছেন।

বদাখতা—লওনের এক নিলাম অফিসেব সভা ই, জি, বডেন ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি সঞ্চয় করেন, তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা সংকল্যে দান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্রগণ, স্ত্রীলোকগণ, দরিদ্রশ্রেণী এবং শিশুসন্তানগণ সকলেই ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে।

মৃত্যু—গত ৩রা অক্টোবর গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলেব হেডমাষ্টার বাবু অন্নদাচরণ বাগচী ৫৬ বৎসব বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বঙ্গের সঙ্গপ্রদান আর্টিষ্ট ছিলেন। ১৬ বৎসব বয়সে শিল্প ব্যবসা আরম্ভ করেন। লর্ড নর্থক্লক তাঁহার চিত্রিত ছবি দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হন যে তাঁহাকে পূর্ক দেশের “রাফেল” বলিতেন এবং আর্ট গ্যালারী সম্বন্ধীয় বন্দবস্তের ভার তাঁহারই হস্তে প্রদত্ত হয়। ইহার বিয়োগে বঙ্গ-মাতা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

ডাকের নূতন ব্যবস্থা—১লা অক্-

টোবন হইতে ১০ আনার ডাক টিকিট
বন্দি টাকটের কাশ্য করিতেছে।

গোথলের কাশ্য—মাব উছনিয়ম
ওরেডাববববব আহ্মানে সুবিধাত দেশ-
স্থি তথী গোথলে ই-লগে গিয়া সামাজিক
বক্তৃতা দি কাবতেছেন, ডিসেম্বরে ফিরিয়া
আগিয়া বেনাবস কংগ্রেসের সভাপতি হই
কবিবেন।

হেগ কনকাবেস—কসিয়াব বর্ডমান
সমিটি এই শাস্ত্রসভাব প্রতিষ্ঠাতা।
কস জাপান সঙ্কেল আন্তর্জাতিক কতক-
গুলি গোণমাল গীমাংসাপ তিন হইব
বিতীয় সভা আহ্মান করিতেছেন।
প্রেসিডেন্ট কসভেন্ট এই কাগোব অন্-
মোদন করিয়াছেন।

স্ত্রী আন্দোলনকর্তী—গত ২৬এ
সেপ্টেম্বর শ্রীমতী সবলা ঘোষাল এক্ষণে
দত্ত চৌধুরী) গার্লস নগবে স্বদেশী আন্দো-
লনের সভা কবেন, তাহাতে ৫০০ বাঙ্গালী
একত্র হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র
দেন।

রুস পারস্ত বন্ধুত্ব—কসিয়া ও
পাবস্তেব মধ্যে যোগবন্ধন জন্ম একদল
কসীয় ইঞ্জিনিয়ার পাবস্তে আসিতেছে।

যুবরাজের ভারতভ্রমণ বাবস্তা—
আগামী ৯ই নবেম্বর অপবাহু বোম্বাইয়েব
আপনো বন্ধরে যুবরাজ সন্নীক পদার্পণ
করিলে লর্ড কাঙ্জন তাঁহাকে গবর্নমেন্ট
হাউসে লইয়া বাইবেন এবং এক মঞ্চে
আহার করিবেন। তাহার নানা স্থান
ভ্রমণের দিন এইরূপ স্থির হইয়াছে:—

বোম্বাই ৯—১৪ নবেম্বর, ইন্দোর ১৫—১৭,
উদয়পুর ১৮—২০, জয়পুর ২১—২৩, বিকা-
নিব ২৪—২৭, বাহার ২৮—১লা ডিসেম্বর
পেশবার ২—৪, বাবাপাণ্ডি (বৈষ্ণব
প্রদর্শন) ৫—৮, জম্মু ৯—১০, অমৃতসব
১১, দিল্লি ১২—১৫, আগ্রা ১৬—১৯,
গোবিন্দাবাব ২০—২৫, লক্ষৌ ২৬—২৮,
কাথবারা ২৯—৬ই জাম্মুবাণি, দাঙ্গিলিগ
৭—৮, কলিকাতা ৯, জাহাজে ১০—১২,
বেঙ্গল ১৩—১৫, মাণ্ডাল ১৬—১৮,
নদীবে ১৯—২০, বেঙ্গল ২১, জাহাজে
২২—২৩, মহীশূর ২৯—৪ঠা নোব্বাবি,
বাক্সালোব ৫—৭, হাইদ্রাবাদ ৮—১৫, ট্রেনে
১৬, ইলোবা ১৭, বেনাবস ১৯—২০,
নেগাল ২১—৪ঠা মার্চ, ২২—২৩, ২৪,
সিমলা ৭ ৯, ট্রেনে ১০—১১, বোম্বাই
১২—১৬, কবাচি ১৭—১৯, কবাচি হইতে
বাক্সা ১৯শে মার্চ।

বোম্বাইয়েব মহিলাবা টাউন হলে
যুবরাজপত্নীকে অভিনন্দন কবিবেন।
অভিনন্দন-পত্র ইংবালি, উর্দু, মাবহাতি,
গুজরাতি, পার্সি ও কেনাবিস ভাষায়
লিখিত হইয়া একখানি এলবাম সহিত
প্রদত্ত হইবে।

কলের হিসাব—ভাবতবর্ষে মর্কসমেত
একশত একানব্বইটি স্থান ও কাপড়ের
কল আছে। ইতাব মধ্যে ৭২টি বোম্বাই
সহবে, ৫৪টি বোম্বাই প্রদেশে, ১১টি
মাজ্জাজ প্রদেশে, ১০টি বাঙ্গালার, ৮টি
যুক্তপ্রদেশে, ৭টি মধ্যপ্রদেশে, ৬টি পঞ্জাবে,
৪টি পশ্চিমবঙ্গে, ৩টি বাঙ্গালানায়, ৩টি



হারদ্রাবাদে, ১টি মধ্যভাবত, ১টি মহী-
শূব, ১টি বেবাবে এবং ১টি ত্রিবাঙ্কুরে।
এই কলগুলির মধ্যে ১৪টিব মালিক
এদেশবাসী এবং এদেশবাসী কর্তৃক

উত্তারা পরিচালিত। অবশিষ্ট ৫০টি
কলের মালিক ও পরিচালক বিদেশী।
দেশের অভাব পূরণ জন্ত আরও শত শত
কলের প্রয়োজন।

ভারতহিতৈষিনী কুমারী ম্যানিঙ ।

ভারতহিতৈষিনী কুমারী কার্পেণ্টারের
পরে যে ইংরাজ মহিলা ভারতের প্রধান
বন্ধু ছিলেন, গত ১০ই আগষ্ট তিনি ৭৭
বৎস বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ কবিত্যা-
ছেন। তিনি দীর্ঘকাল পীড়িত ছিলেন ;
এবং পীড়িত অবস্থাতেও তাঁহার অব-
লম্বিত ভাবত-হিতৈষিত পালন কবিত্যে-
ছিলেন ; শেষে এককালে অক্ষম হইয়া
পড়িলে কার্গাফেজ হইতে অবসর লইয়া
বোগ-শ্রম্যাগত হন। এত শীঘ্র তিনি
চলিয়া যাইবেন, আমরা ভাবি নাই।
যাহা হউক ভগবানেব আশ্বান আগিলে
আর কে থাকিতে পাবে ? ইহঁকে
হারাইয়া সাধাবণতঃ ভাবতবাসিগণ এবং
বিশেষতঃ ভাবত-রমণী ও ই-লগুগামী
যুগগণ একজন পরম সুহৃদকে হারাই-
বেন। শাস্ত্রদাতা মঙ্গলবিদাতা ইহঁার
শ্রুতির পদস্বাব দান ও আশ্রয় চিব-
শক্তি বিধান করুন এই আমাদের ঐকা-
শ্রুত পার্থন। ইহঁার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত
নিম্ন প্রকাশিত হউল।

নিম্নলিখিত এডিলেড ম্যানিঙ ১৮২৮
সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহঁার পিতার
নাম জেমস ম্যানিঙ। তিনি সাজিয়ান্ট

ম্যানিঙ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি একজন
অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যবসায়াজীব
এবং মহাবাহী বিক্টোরিয়ার “প্রাচীন
সাজিয়ান্ট” ছিলেন। ১৮১৬ সালে
তাঁহার যুত্ন হয়, তদবধি সে পদও রহিত
হইয়া যায়। “ম্যানিঙ ও গ্রাজার” নামক
আইন রিপোর্ট সকল তাঁহার চিবস্ববণীয়
কীর্তি। কুমারী ম্যানিঙ বাল্যকাল হইতে
আড়ম্ববশুত ও শাস্ত্রস্বভাব ছিলেন। তিনি
অবিবাহিত থাকিয়া সাধারণ হিতকর
কার্যে আত্মসমর্পণ কবিত্যাছিলেন।
কুমারী মেরী কার্পেণ্টার শিক্ষাসম্বন্ধে যে
সকল কার্য কবেন, তিনি তাহার সহ-
যোগিতা কবিতেন। (Froebel society)
ফ্রোবেল সোসাইটি নামক শিক্ষায়ত্তি
সমাজেব তিনি সম্পাদিকা হন। উত্তর-
কালে কেম্ব্রিজ নগরে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার
জন্ত যে গার্টন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি
তাঁহার সংস্থাপকদেব মধ্যে একজন।
তাঁহার বিমাতা এই কার্যেব নেত্রী ছিলেন
এবং তিনি প্রথমে ইহার ছাত্রী হইয়া
পরে অধ্যাপকদিগের সহায়তা কবিতেন।
এই বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইলে কুমারী
এমিলী ডেবিস ইহার প্রধান কার্যভার



লন। মিস ম্যানিঙ তখন কলকাতার অধ্যক্ষ দলের একজন হইয়া তাঁহাব সহিত এক-
যোগে ইহার কার্য সম্পাদন করিতেন।
চিরদিন এই বিভাগের প্রতি তাঁহার
গভীর সহানুভূতি ছিল।

ভারতের প্রতি কুমারী ম্যানিঙের
অনুবাগের এক কারণ কুমারী কার্পেটার,
দ্বিতীয় কাবণ তাঁহার বিমাতা বিবী
ম্যানিঙ। এই বয়সী প্রথম স্বামী
কার্যোপলক্ষে ভারতে বাস করিতেন।
তিনি তাঁহাব সহিত অবস্থিত কবিয়া
ভারতের অনেক বিষয় প্রায় পণ্যবেক্ষণ
করেন এবং “Ancient and Media-
val India” নামক ভারত-ইতিহাস
রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি মূল্যবান্ এবং
ইহা পাঠ কবিয়া ভারতের প্রতি মিস
ম্যানিঙের অনুবাগ বদ্ধিত হয়। তাঁহাব
জীবনের শেষ ৩০ বর্ষ তিনি ভারতের
সেবায়ই ক্ষেপণ করিয়াছেন। মিস
কার্পেটার “The National Indian
Association” জাতীয় ভারতসভা
স্থাপন করিয়া অল্পদিন পবে (১৮৭৭ সালে)
পবলোক গমন করেন। মিস ম্যানিঙ
সেই সময় হইতে জীবনের চরম সময়
পর্যন্ত তাঁহাব সম্পাদকতা কার্য অতি
যোগ্যতাব সহিত সম্পাদন করিয়াছেন।
ইংলেণ্ডে ইহাব মূলসভার অভিভাবিকা বর্ত-
মান ইংলেণ্ডেরী এবং তাঁহাব কমিটিতে
পার্লোমেন্টের বড় বড় সভ্য ও অবসর-
প্রাপ্ত ভারতের রাজপ্রতিনিধিগণ ও
অগ্রাঙ্গ পদস্থ লোকেরা ছিলেন। ইহাব

শাখা বঙ্গদেশ মাল্লাজ, বোম্বাই প্রভৃতি
প্রদেশে বিস্তারিত হইয়াছিল। ইহাব
একখানি মাসিক পত্রে ভারতের চিত্রকর
বিষয় সকল লিপিত হয় এবং কুমারী
ম্যানিঙ তাহা অতি যত্ন সহকারে সম্পাদন
করিতেন। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা এবং ভারত-
মহিলাদিগের পাঠাগারগণী কয়েকখানি
পুস্তকও এই সভাব উদ্যোগ ও বায়ে প্রচা-
বিত হয় এবং অষ্ট্রেলিয়া শিক্ষাব কিছু কিছু
ব্যাপ্ত হয়। এই সভাব সাধারণিক
অধিবেশন বিলাতে অতি সমারোহে সম্পন্ন
হইত। শুদ্ধি কুমারী ম্যানিঙ অতিচ্ছ
ইংলণ্ড বা ভারতীয় বক্তা পাইলেই বিশেষ
অধিবেশন আহ্বানপুত্রক বক্তৃতা ও
ভাবচর্চিতক প্রবন্ধে আলোচনা
করিতেন। বস্তুতঃ তিনি ভারতের সহিত
একীভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাব চিন্তা,
লিখন ও কার্য ভারতের জন্তই ছিল।

ইংলেণ্ড-প্রবাসী ভারত-যুবকগণের
অনেকে অভিভাবকত্বীন হইয়া বড়ই বিপন্ন
ও ভীমচিন্তিত হইয়া পড়িতেন। কুমারী
ম্যানিঙ বহু প্রবৃত্তি হইয়া হঠাৎদেব তত্ত্বা-
বধান-ভাব গ্রহণ করেন এবং মাতৃস্থানীয়া
হইয়া ইহাদিগকে সত্বপদেশ, সংপবামর্শ ও
সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিতেন। এই
উপায়ে তিনি যে কি মহৎ অভাব পূর্ণ
করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা কবিরার নয়।
এই অজ্ঞাত বিদেশে ভারত যুবকগণ তাঁহার
নিকট আসিয়া জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ
জানিতে পারিতেন, বাসস্থান ও আহারা-
দির সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন এবং

প্রয়োজন হইলে অর্থ ঋণ লইয়া আবশ্যিক ব্যয় নির্বাহ করিতেন। একরূপ সাহায্য না পাঠিলেও গণেন্দ্রের স্থায় সহরে অনেককে উপবাসে মরিতে বা ঋণদায়ে ছেলে বাস করিতে হইত। হুঃশ্বেব বিষয় কোন কোন হুঃশ্বেব ভারতযুগ মিস্ মানিঙেব দয়ার অপব্যবহার করিয়াছেন এবং টাকা ঋণ লইয়া আব পরিশোধ কবেন নাই। একজ্ঞ তিনি সময় সময় হুঃশ্বেব প্রকাশ করিতেন, তথাপি বিপন্ন ভারতবাসীদিগের বিপদহারেব ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার পেমত্রোক ক্রেসেণ্টের গৃহদ্বার সকল ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি বন্ধুদিগের সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতেন, আয়োজিতসাধনে উৎসাহিত করিতেন এবং সাধ্যমত সর্বপ্রকার সাহায্য দানে প্রস্তুত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার্থী এবং ডাক্তারী ও বারিষ্টারী শিক্ষার্থী শত শত ভারত-যুগ তাঁহার উপকার ঋণে ঋণী।

কুমারী ম্যানিঙ বাজনীতি ও ধ্যান্দোলন হঠতে আপনাকে স্বস্ত্র রাখিলেও, তিনি একেব্ববাদিনী ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ও সহকারিতা ছিল। এদেশে জীশিক্ষা ও যুবকদিগের নীতিশিক্ষা বিষয়ে ব্রাহ্মেরা যে সকল অজ্ঞান করিয়াছেন, তিনি অর্থ ও পুস্তকাদি পারিতোষিক দ্বারা তাহার সাহায্য করিয়াছেন। আবার উইলে ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞান দান রাখিয়া

গিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি তাঁহার কার্যের সহায়তা করিয়াছেন।

ভাবতের প্রতি মিস মানিঙেব অনু-রাগের বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শনার্থ তিনি বুদ্ধবয়সে (১৮৮৮ ও ৯৮) দুইবার এদেশ দর্শন করিয়া যান। তাঁহার শরীর অতি কৃশ ছিল, তথাপি তাঁহার হৃদয়যে রূপ প্রেমপূর্ণ এবং প্রাণযে রূপ উৎসাহানলে প্রজ্বলিত, তদ্বশে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। কলিকাতায় তাঁহার প্রথম আগমনসময়ে বঙ্গের বিভিন্ন জেলাব জীশিক্ষাবিদায়িনী ১০১২টী সম্মিলনী সমবেত হইয়া মহাসমাবেদে তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন করেন। আরকোনও দেশীয়া কি বিদেশীয়া মহিলার ভাগ্যে একরূপ সম্মাননা ঘটে নাই। কলিকাতা, উত্তর পশ্চিম, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণকালে তিনি বালিকা-বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন এবং স্থানীয় দেশীয় মহিলাগণের সহিত বনিষ্টভাবে মিশিয়া তাঁহাদিগের ক্রীতি ও উৎসাহবর্দ্ধন করেন।

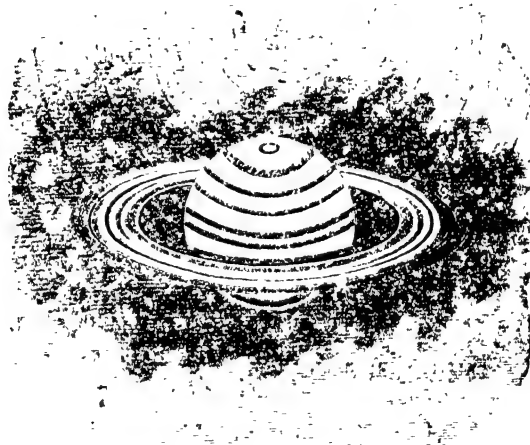
কুমারী ম্যানিঙ বামাবোধিনীর গ্রাহিকা ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। তিনি ইহার উন্নতির জন্য পরামর্শ দিতেন এবং অল্পব্যয়ে বিলাত হঠতে ছবি সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার এ ঋণ আমরা কখনও ভুলিব না।

কুমারী ম্যানিঙেব মৃত্যুতে ভাবতের অনেক স্থান হইতে সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ ও জী-

বিজ্ঞানসকল তাঁহার অভাবে আপনা-
দিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়াছেন।
বোম্বাইয়ে তাঁহার জ্ঞাত প্রকাশ্য সভা
হইয়াছে। জগদীশ্বর ভাবতহিতৈষিনী
মিস কাপেন্টারের স্থান মিস মানিঙ

দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন, এখন ইহাঁর স্থান
কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবে? বিবী আর্নোল্ড
ইহাঁর উল্লেখিত হইয়া জাতীয় ভাবত
সভার সম্পাদকতা কবিত্তেছেন, আমরা
আশানুজ্ঞে তাঁহার প্রতিচাহিয়ারহিলাম।

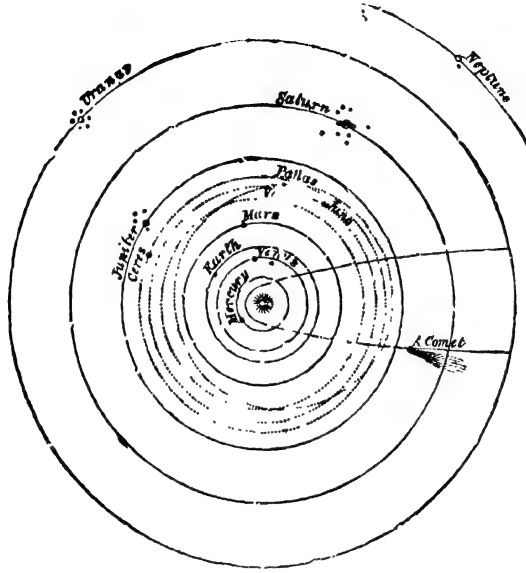
শনৈশ্চর বা শনিগ্রহ।



শনৈশ্চর একটি অগাধত গ্রহ।
তাঁহার আকৃতি, পরিমাণ ও তৎপার্শ্ববর্তী
অপূর্ণ উজ্জল অঙ্গুণীয়ায় এবং দশটি চন্দ্র
তাঁহাকে অতিশয় সুন্দর বেশে সজ্জিত
করিয়াছে। আমাদের একটি চন্দ্র রজনীকে
কেমন বিভূষিত করে, শনৈশ্চরের
দশটি চন্দ্র ও অঙ্গুণী তাঁহাকে বে কিকণ
বিভূষিত করিয়া রাখে, যদি কোনও
মানব এই গ্রহে বাস করিতেন, তাহা দেখিয়া
কতই চমৎকৃত হইতেন!

শনৈশ্চরের সহিত তুলনা করিলে
বৃহস্পতি ব্যতীত অন্য সকল গ্রহই কনী-
য়ান বলিয়া বোধ হয়। এই স্থলে আমরা

সৌরজগতের পটিকৃতি দিতেছি এবং
গ্রহদিগের মধ্যে কয়েকটি প্রদান গ্রহের
বিবরণ সন্নিবেশ করিতেছি। সৌরজগৎ
অর্থাৎ স্বর্গকে লইয়া যে জগৎ। চিত্রের
মধ্যস্থলে জ্যোতিষ্ময় সূর্য। তাঁহার চারি-
দিক্ যাহাবা প্রদক্ষিণ করে, তাঁহারা গ্রহ।
প্রথম গ্রহ (Mercury) বুধ, ২য় (Venus)
শুক্ল, ৩য় (Earth) পৃথিবী, ৪র্থ (Mars)
মঙ্গল, ৫ম (Jupiter) বৃহস্পতি, ৬ষ্ঠ
(Saturn) শনি, ৭ম Uranus ইউরেনাস,
৮ম (Neptune) নেপচুন। এতদ্ভিন্ন
অনাবিস্কৃত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে।



গ্রহ	সূর্য হইতে দূরত্ব মাইল	ব্যাস মাইল	স্থলস্থ ঘন মাটল	যেকদণ্ড গতি ঘঃ মিঃ সেঃ	কক্ষ গতি দিন	আবিকার সময়	আবিকাবক পাণিপাখিক	সংখ্যা
বুধ	৩ কোটি	৩ সহস্র	১০ সহস্র	২৪-৫৫-৫৫	৮৮	প্রাচীন	"	"
শুক্ল	৬ "	৭৫ "	২ লক্ষ	২৩-২১-৫৫	২২৫	"	"	"
পৃথিবী	৯ "	৮ "	২৫ "	২৩-৫৬-৪	৩৬৫	"	"	১
মঙ্গল	১৩ "	৪ "	৪৮ সহস্র	২৪-৩৭-২৩	৬৮৭	"	"	"
বৃহস্পতি	৪৭৫ "	৮৪ "	৩৪ কোটি	৯-৫৫-২৬	৪,৩৩৩	"	"	৪
শনি	৮৭ "	৭০ "	২৪ "	১০-২২-১৭	১০,৭৫৮	"	"	১০
ইউরেনাস বরণ	১৭৫ "	৩৩ "	২ "	{ ৭-৫-১১ ৯-৩০-১১ }	{ ৩০,৬৮৭ ৩০,৬৮৭ }	৭: ৫: ১৭৮১	হাশেল	৪
নেপচুন	২৭৪ "	৩৭ "	"	"	৬০,১২৬	১৮৪৬	আডাম্প ও লাবরিয়ার	১
সূর্য	৮৮২ "	৪ নিগরু						
চন্দ্র	২ "	৫ সহস্র						

শনিচরের অঙ্গুরীয় সম্বন্ধে নানি প্রকার মত দৃষ্ট হয়। হাইবেন্স নামক জ্যোতির্বিদ বলেন যে, উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রমণ্ডলী মাত্র। গ্যালিলিও প্রথমে ঐ অঙ্গুরী আবিকার করেন, কিন্তু তাহা মধ্য মধ্য অদৃশ্য হয় দেখিয়া তিনি স্বীয় দূরবীক্ষণকে অবিশ্বাস করিয়া ঐ বর্তন সম্বন্ধে কারণাত্মকভাবে কিছুদিন

নিবৃত্ত রহিলেন। অবশেষে হাইঘেন্সের মতই গৃহীত হইল। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন যে, যখন ঐ অক্ষুবী পৃথিবীর সমস্ত হয়, তখন তাহা অদৃশ্য হয়।

আনান্দেব পাঠিকাবা বদি “Encyclopaedia Britanica” গ্রন্থে Astronomy নামক অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে এই কথাই অর্থ বুঝিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থে অক্ষুবী কিকপ পবিবর্তিত হয়, তাহা চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বল নামে দুইজন জ্যোতির্বিদ অল্প-মান কবিয়াছিলেন যে, অক্ষুবীষ দুই ভাগ আছে। ভাগদ্বয় ঐক্যেজ্জী; তন্মধ্যে একটি অপরাপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হার্শেল বলিয়া-ছেন যে, ঐ অক্ষুবী কতিন পদার্থে গঠিত এবং শটনশ্চব অপেক্ষা তাহাব অক্ষুবী উজ্জ্বল। যখন শটনশ্চবকে দেখা যায় না, তখন অক্ষুবী দৃষ্ট হয়। কোন কোন জ্যোতির্বিদ বলেন যে, অনেকগুলি অক্ষুজ্জল বেখা ঐ অক্ষুবীকে বিভক্ত করিয়াছে। অক্ষুবীতে কতকগুলি অক্ষুজ্জল দাগ অবলম্বন করিয়া হার্শেল সাতের গণনা করিয়াছেন যে, অক্ষুবী ১০ ঘণ্টা ১২মিনিট ১৫.৪ সেকেন্ডে আপনার কক্ষে ভ্রমণ করে।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে অক্ষুবীর ভিতরে ধূমবর্ণ অর্ধবৃত্ত আর একটি অক্ষুবী দুইজন জ্যোতির্বিদ এককালে আবিষ্কার করেন। মাল্ভোর মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদ কাপ্তেন জেকাব্‌স বলেন যে, ঐ ধূমবর্ণ

অক্ষুবী মধ্য দিয়া শটনশ্চবকে দেখা যায়। অট্টেভ নামে জনৈক ফরাসিস পণ্ডিত প্রমাণ কবিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তহেতে ঐ অক্ষুজ্জল বেখা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মণ্ডলী জ্ঞাত ছিলেন এবং উহাকে বিষুব কটিবন্ধ (Equatorial belt) বলিতেন। তিনি হাইঘেন্স, কেসিনাই, হার্শেল, গ্রিক প্রভৃতির গণনা অবলম্বন কাব্যাপ্তি কবিয়াছেন যে, শটনশ্চবে দুইটা উজ্জল অক্ষুবী আছে, তন্মধ্যে ভিতরে উজ্জল অক্ষুবী অক্ষুর্ধ্বী ভাগ শটনশ্চবের ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে এবং উভয় অক্ষুবী ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতেছে।

শটনশ্চবে বিষুবদেশ ও উত্তর কেন্দ্রব ব্যাস পবম্পবেব অনুপাত ২২৮১ : ২০৬১ অর্থাৎ বিষুবদেশ কেন্দ্রদেশ অপেক্ষা পবিবর্তিত বড়।

শটনশ্চব শব্দার্থ “আস্তে আস্তে যে চলে”। এদেশে প্রবাদ এই যে, শটনশ্চব মন্দগতিতে আকাশপথে ভ্রমণ করে, এবং সে সূর্য ও সূর্যাপন্নী ছায়ার পূত্র। সেইজন্য তাহাব আব একটি নাম সৌবী, অথবা নাম ছাবায়জ, ছায়াতনয় ইত্যাদি। তাহাকে নীলবস্ত্রে আচ্ছাদন করা হয়, তজ্জন্ত তাহাব নাম নীলবাসা ও নীলাধর।

শটনশ্চবের দশটা চন্দ্র আছে। ঐ সকল চন্দ্র ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পবে আমরা তাহার বিবরণ পাঠিকা-দিগকে জ্ঞাত করিব। হাইঘেন্স-নামক জ্যোতির্বিদ তাহার প্রথম চন্দ্র আবিষ্কারক। তৎসম্বন্ধে তিনি সেই

অজ্ঞকালোচিত একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে কেবল ছয়টি গ্রন্থ এবং ছয়টি চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল অর্থাৎ বুধ, বৃহস্পতি, পৃথিবী, মঙ্গল, শুক্র এবং শনৈশ্চর। পৃথিবীর ১ চন্দ্র, বৃহস্পতির ৪টি চন্দ্র এবং শনির একটি চন্দ্র। নেপচুন ও ইউবেনস তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। হাইঘেন্স স্বয়ংই কুসংস্কারাপন্ন হউন অথবা সেই কাল অজ্ঞানকাল বলিয়াই হউক—লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, সাত অপেক্ষা অধিক গ্রন্থ ও চন্দ্র থাকিতে পারে না, কেননা আমাদের মস্তক সন্নিধানে সাতটি মাত্র দ্বার আছে—চক্ষু ২, শ্রোত্র ২, নাসিকা ২, মুখ ১—সপ্তাহে সাতদিন আছে, ধাতু সাতটি মাত্র। সেই জন্ত তিনি অল্প গ্রন্থ ও উপগ্রহ আবিষ্কারের আবশ্যকতা নাই বলিয়া নিরস্ত হইলেন! যখন কেসিনাই শনৈশ্চরের আর চারিটি চন্দ্র আবিষ্কার করিলেন এবং হার্শেল আর দুইটি বাহির করিলেন এবং ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে হার্ভার্ড মানমন্দিরে আব একটি আবিষ্কৃত হইল এবং পরিশেষে ইউরেনাস ও নেপচুন আবিষ্কৃত হইল, তখন হাইঘেন্সের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইল।

এই স্থানে আমরা শনৈশ্চরের উপগ্রহ (চন্দ্র) গুলির বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিলাম।

তাহাদের আবিষ্কার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, হাইঘেন্স প্রথম পারিপার্শ্বিক আবিষ্কার করেন; কেসিনাই চারিটি এবং ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে হার্শেল আর দুইটি এবং ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে হার্ভার্ড মানমন্দিরে একটি আবিষ্কৃত হয়।

শনৈশ্চরের পারিপার্শ্বিকদিগের বিবরণ।

গতি	ব্যাস আবিষ্কার	আবিষ্কার	বিবরণ	
দি-ঘ- মি	মাইল	সময়	নাম	
১	০-২২-৩৭	১০০০	১৭৮৯খৃঃ	হার্শেল
২	১- ৮-৫৩	...	ঐ	ঐ
৩	১-২১-১৮	৫০০	...	কেসিনাই
৪	২-১৭-৪১	৫০০	...	ঐ
৫	৪-১২-২৫	১২০০	...	ঐ
৬	১৫-২২-৪১	৩৩০০	...	হাইগেন্স। এই চন্দ্রটি বুধগ্রহের তুল্য বৃহৎ।
৭	২১-৭-৭	১৮৪৮		বল ড
৮	৭২-৭-৫৩	১৮০০	...	কেসিনাই
৯	১৮৯৮	পিকারিং
১০	১৯০৫	ঐ

এখন শনৈশ্চর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাংশে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে উদ্ভিত হয়। পাটিকাগণ শেষ রাত্রিতে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন। চক্ষু দ্বারা একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থমাত্র দৃষ্ট হইবে, তাহার অঙ্গুরী দেখা যায় না।

য, চ।

মহম্মদ ও ইসলাম ধর্ম।

ইংরাজী ৫৭০ অব্দের ১০ই নবেম্বর (কাহার মতে ৫৭১ সালের ২১শে এপ্রেল) দিবসে কুবেশ-জাতীয় হাশেম বংশধর আবদুল্লাহ ওরফে ও আমিনার গর্ভে আববদেগত মক্কানগরে মহম্মদেব জন্ম হয়। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। কুবেশ জাতি আরবজাতীয়দের আদিপুরুষ ইস্মাইল হইতে আপনাদের উৎপত্তি করিয়া থাকেন। বাইবেলমতে ইব্রাহিমের বিবাহিত স্ত্রী সবার গর্ভজাত পুত্র ইস্মাহাক হইতে যীহুদী জাতির আর তাঁহার স্ত্রী দাসী হাগারের গর্ভজাত পুত্র ইস্মাইল হইতে উক্ত আরব জাতিব উৎপত্তি হইয়াছে। যাহাহউক বড় বাণিজ্যব্যাপাবকুশল কুবেশজাতীয়েরা ধনাঢ্যতা ও সভ্যতা বিষয়েই যে কেবল বিপাত ছিল এমত নহে, তাহার আরব-জাতির সাধারণ প্রাচীন উপাসনাত্তান কাবাব নিকট বাস করত পুরুষাত্মক্রে তপাকার যাবতীয় কার্যের সম্পাদক ও অভিভাবক হইয়াছিলেন। পৌবোহিত্য-সম্বন্ধিত সে স্থলের আধিপত্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁহাদের হস্তগত থাকতেই তাঁহারা তপাকার একপ্রকার সর্দেশক হইয়া উঠেন। অতি শৈশবাবস্থায় মহম্মদেব পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং উক্ত কাবার প্রধান পুরোহিত নিজ বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মতলিবকর্তৃক তিনি

প্রথমে প্রতিপালিত হন। মতলিবের মৃত্যুর পর মহম্মদ কনিষ্ঠ পিতৃব্য আবু তাগিমের আশ্রিত হইলেন। মহম্মদ খুল্ল-তাতেব নিকট উত্তমরূপে বিষয় কর্ম শিক্ষা করেন এবং তাঁহার সহিত অর্ণবধানে সুরিয়া, দাময়স, বোগদাদ, বাসোরা প্রভৃতি অনেক দেশ পরিভ্রমণপূর্বক বাণিজ্য কবিসা ভিন্ন ভিন্ন দেশাচার, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-মত ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতির শোভা দর্শনে প্রভূত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমেব সময় মহম্মদ মহা-তীর্থ মক্কা যাত্রীদিগের পাণেয়-লুষ্ঠক অপ-হাবক জাতিগণের প্রতিকূলে বৃদ্ধযাত্রা করেন। এইরূপ পরিভ্রমণ ও সমর্যভিবানে তত্ত্ব কর্মে তাঁহার সাহস বদ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ নীরধর্মের এক প্রকার জন্ম হইয়াছিল। ইত্যবকাশে বিশ্রাম ও ধর্মচিন্তাব নিমিত্ত তাঁহার নির্জন বাসের আবশ্যক হয় এবং সমকালীন উপাসকগণ মক্কা গিয়া যাদূশ নির্ভুবভাবাপন্ন পৌত্তলিক ধর্ম ও অসঙ্গত কর্ম সকল সম্পাদন করেন, তদ্বিয়েব বিশেষ তথ্য অবগত হইতে প্রয়াস পান।

মহম্মদ পঞ্চবিংশ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে খাদিজা-নাম্নী ধনবতী বিধবা যুবতীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার পাণগ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি ক্রমাগত পঞ্চদশ বৎসর

কাল স্বীয় অতীষ্টসাধনে সন্তুষ্ট হইয়া বারং-
বার অদূরবর্তী ভূবরের গুহাতে কখন বা
সিবিয়া কখনও বা আরবের দক্ষিণাঞ্চলে
গমনাগমন করিতেন। এইরূপ পরি-
ভ্রমণসময়ে যতদূরসাধ্য সর্ব বিষয়েব
সমাচাৰ লইতে তিনি ক্রটি করিতেন না।
কথিত আছে যে, তিনি কিয়ৎকাল
কতিপয় সুবিজ্ঞ ব্রীহদী ও খৃষ্টীয়ানব
আশ্রয়তা করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত
রবী আবদুল্লা ইবন সোল্লম এবং
তাঁহার শ্যালক-পুত্র রবকেব বিষয় বিশেষ-
রূপে বর্ণিত আছে। ব্রীহদী ও খৃষ্টান-
দিগের নিকট হইতে মহম্মদ ব্রীহদী ও
খৃষ্টান ধর্ম অর্থাৎ বাইবেলের আদি ও
অন্ত ভাগের মর্মজ্ঞ হইয়া চত্বারিংশ বর্ষ
বয়সে আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া
পরিচয় দিলেন এবং আশ্রয় স্বজনগণেব
মধ্যে আপনাব মত ও অভিপ্রায় প্রকাশ
করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী খাদিজা
এবং তাঁহার পিতৃবাপুর আলিবিব আবু
তাগিব প্রভৃতি তৎপরিবাসস্থ লোক
সকল অবিলম্বে তদন্ত উপদেশকে
ধর্মোপযোগী এবং তাঁহাকে প্রকৃতই
ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলিয়া স্বীকার
করাতে তাঁহার উদ্যম সফল হইতে
পারিল। পরিবাসস্থ সকলকে স্বীয় মতে
আনিয়াই তিনি হাসেমবংশীয় মান্য ব্যক্তি-
দিগকে নিজালয়ে আহ্বান করিয়া এই
প্রচার করেন যে, জেরেলনামক পবন-
শব্দের দূত স্মরণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া
তাঁহাকে এই প্রত্যাশদেশ করিয়া গিয়াছেন

যে, তুমি নিবতিশয় বহু সহকারে স্বদেশীয়-
গণকে জগদীশ্বরের অমূল্য প্রসাদ বিতরণ
কর, তাহাতে তাঁহাদেব পবন কন্ঠাণ
হইবে। এই কথা ঘোষণায় কেবল
আণী নামক একজন বালক মহম্মদের
মত ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু অত্যা-
সকণ্ঠেই তাঁহার প্রতি দৃঢ়তা প্রদর্শন
কবিলেন। আশ্রয় স্বজনেব বাধায় ভীত
না হইয়া বরং শতগুণ উৎসাহে মহম্মদ
স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন।
কথিত আছে যে, তিনি মহাকবি নেবিদ-
নামক জনৈক পণ্ডিতকে সম্মতে আনিয়া
মহাসম্মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই
ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া ধর্মব্যা-
প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহার বক্তৃতাবলে
আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ অত্যা-
মাত্র লোক পুরুষপবম্প্রবাস্ত চিত্তপ্রচলিত ধর্ম-
ক্রিয়াকলাপাদি পবিত্রাঙ্গপূর্বক মহম্মদের
ধর্মমত গ্রহণ করে। তদনন্তর পত্নী
খাদিজার লোকান্তর হইলে মহম্মদ
আবুবেকবেব একমাত্র ছিত্তা আয়েসাব
পানিগ্রহণ করেন। তত্পক্ষে সন্তান
জামাতায় অতিশয় প্রীতি জন্মে। আবু-
বেকবেব পবামর্শবলে আবু ও বৈছ,
হমজা, ওসমান ও উমাব প্রভৃতি কতিপয়
প্রধান প্রধান ভদ্রসন্তান মহম্মদের
প্রচারিত মত গ্রহণ কবিলেন। দশ বর্ষ
কাল মধ্যে এই নব ধর্মের কিছুই উন্নতি
হয় নাই। ফলতঃ যদি কুবৈশজাতীয়েরা
হাসেমবংশধবগণের প্রতিকূল না হইত,
তাহা হইলে ইহার এককালে লোপাপত্তি

হইবার সম্ভাবনা ছিল। মহম্মদেব কতিপয় অনুচর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আর্মিনিয়া দেশে পলায়ন কবিয়া ছিল বটে, তথাপি তাহাদেব মনে বিবাদানল প্রজ্বলিত ছিল। অবশেষে মক্কাস্থ বাবতীয় লোকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া মহম্মদেব প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় তিনি প্রজ্বরবেশে বাতবেল নগরে পলায়ন কবেন। ঐ নগর পথে মদিনা নামে খ্যাত হয়। ইংবাজী ৬২২ সালের ১৬ই জুলাই এই ঘটনা হয় এবং ঐ পলায়ন দিবস হইতেই মহম্মদীয় জিজিবা-নামক অল্প প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মদিনাবাসীরা ক্রমশঃই তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া এই নব ধর্ম্য মত গ্রহণ কবিল। মহম্মদ এই সুযোগে মদিনাবাসীদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন “পৌত্তলিক-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে সজ্ঞ ধারণ কবা এই সনাতন ধর্ম্মের মতানুসারে যুক্তিযুক্ত; অতএব পৌত্তলিকেরা যাবৎ আমাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া না মানে এবং একেশ্বরবাদী কি অদ্বৈতধর্ম্মমতাবলম্বী না হয়, তাবৎ কাফেরদিগের অর্থাৎ পৌত্তলিকগণের শোণিতে স্ব স্ব কববাল আবদ্ধ করাই বিশেষ কর্তব্য।” মদিনাবাসীরা মহম্মদেব বশবর্তী ও আক্ষাধীন হওয়ায় অবাবস্থিত পনেরি কুবের জাতিব সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। উক্ত কুবের জাতি আবু সফিয়ানেব অমুগামী হইয়া বেদরনামক এক পর্বতের গহ্বরে মহম্মদেব সহিত যুদ্ধ

কবে, কিন্তু সর্বভেদেই পবাজিত হইয়া স্ব স্ব অর্থ সম্পত্তি হেঁদায়া কে কোথায় পলায়ন কাবল, তাহা বানবর হইল না। এই পবাজ্যে অসমানিত হইয়া পব বঙ্গব পিতৃপিতৃ ও অন্ধ আবু সফিয়ান তিন মাসের যোদ্ধার বন্দন সমাধিব্যতীত লইয়া যুদ্ধান মদিনা অভিমুখে যাত্রা কবেন। ওহাব পক্ষের নিকট এই যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে মহম্মদ অত্যন্ত আহত হন। শত্রুগণ্যেদা এই যুদ্ধে জবী হইয়া বটে, কিন্তু মহম্মদ আঁবদেব বিজয় সৈন্ত সকল দগ-বদ্ধ কবিয়া মহাবয়বাকান্ত আশীশ মতাবতায় বণ খেদে পুনর্বার উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে মদিনানগর ক্রমাগত দশ দিন শত্রু কড়ক আক্রান্ত থাকিল। পবে উভয় পক্ষেই ঐকমত্যে দশ বঙ্গব কাল যুদ্ধ বিগ্রহ স্থগিত রাখাই নিরূপিত হইল। ইত্যবসরে মহম্মদ কৈনকা, কোবৈদা, নদীব ও কৈবাব প্রভৃতি প্রধান প্রধান যীতদীয় জাতিদিগকে পবাজয় করিতে প্রবৃত্তি দিলেন সঙ্গামানুগযুদ্ধ যীতদীদিগের হস্ত হইতে তর্জ ও নগাদি অস্ত্রশেঠ অপদ্রত ও লুপ্তিত হইল। ভাঙ্গা প্রজাবা জেতাব নবধর্ম্মাবলম্বনে অনিচ্ছুক হওয়ায় অতি নিষ্ঠুরতাসহকারে দেশ হইতে দ্বীভূত ও বিবিধ যাতনায় ক্লিষ্ট এবং হত হইতে লাগিল। এইরূপে সে দেশীয় জাতি সকলের দমনে মহম্মদের পবাক্রম ও মহিমার ইঙ্গিতা রহিল না। কুরেশজাতীয় প্রাচীন-

ধর্মাবলম্বীরা ক্রিয়াকালেব নিমিত্ত সময়
স্থগিত বাথিলেক বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন না কবায়
মহম্মদ দশ সহস্র যোদ্ধা সংগ্রহপূর্বক
তিজরি ৮ অঙ্গে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়া
বিনা বাধাব নগর জয় কবিলেন। মহম্মদীয়
অধৈবত ধর্মের জয়পতাকা উত্তোলিত
দেখিয়া মক্কানিবাসীরা যে নাক্ষিক হৈতি-
পূর্বে পৈতৃক বাসস্থান হইতে নির্বাসিত
করিয়াছিল, তাহাকে একবাক্যে মক্কার
অধীশ্বর বলিয়া মানিয়া তাহার শরণাগত
হইল। মহম্মদ যাহাদের হইতে পূর্বে
এত অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা-
দিগকে নিজমতাবলম্বী দেখিয়া তাহা-
দিগের অপরাধ মার্জনা কবিতে ক্রটি
কবিলেন না। মহম্মদ তখন কাবার
চতুর্দিকস্থ ৩৬০ খানি দেব-প্রতিমা ভগ্ন
ও চূর্ণ কবিয়া পৌত্তলিক ধর্মের চিহ্ন-
মাত্রও বাথিলেন না এবং ঐ সকল স্থান
এক অদ্বিতীয় পরাংপর শব্দেধারক
ভজনাগরে স্থাপোভিত করিয়া দিলেন।
তদবধি ঐ স্থান মহাতীর্থরূপে খ্যাত
হইয়াছে। তথায় যাত্রীরা যে সমস্ত ধর্ম-
চর্চা ও ধর্মালুপ্তান কবিয়া থাকে, সে
সকল তাঁহারই উপাসনা ও ভজনা
অনুসরণ বলিতে হইবে।

মহম্মদ কর্তৃক মক্কাব পরাজয় ও
তৈরফেব দুর্ভিক্ষ-দুর্গের পতন দর্শন করিয়া
আবাবীয় সমস্ত পৌত্তলিকধর্মাবলম্বী
জাতি অবিলম্বে তাঁহার অধীন হইল।
নিকটবর্তী প্রদেশ সকলের প্রাধানেরাও

তাঁহার শরণাগত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা
কবিতে লাগিল। পারস্তরাজ যশ পবনজ
ও আবিসিনিয়া দেশের রাজা হিরাক্লিটস
প্রভৃতি তাঁহার প্রত্যাপে ভীত হইয়া
তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন। এদিকে
তিন সহস্র মোসলেম যোদ্ধা সংগৃহীত
হইয়া প্যালেষ্টাইনের পূর্বদীর্ঘা আক্রমণ
করিল। ইহাতে পশ্চিমাঞ্চলেব নানা-
দেশীয় বিবিধ জাতি বেষ্টিপূর্বক মহম্মদেব
বধ্যতা স্বীকার করিল। খ্রীষ্টানবর্গের
উপবদয়া প্রকাশপূর্বক মহম্মদ তাহাদের
নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ কর গ্রহণ
করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। এই সকল
যুদ্ধবাহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া
তিনি আর একবার মক্কাতে গমনানন্তর
মদিনায় প্রত্যাগমন কবেন। তথায় দুই
সপ্তাহ কাল ভ্রবোণে পীড়িত হইয়া
তত্রত্য শিষ্যগণকে মহা শোক-সাগরে
নিমগ্ন করিয়া পরলোক গমন কবেন।
ইংরাজী ৬৩২ অব্দেব ৮ই জুনে এই ঘটনা
হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসব।
মহম্মদেব মরণানন্তর তাঁহার উদাত্তবৎ
শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারী ওমবেব মনে দৃঢ়
প্রতীতি হইল যে, মহম্মদের মরণ কদাচ
হইতে পাবে না। বাহাইউক আবু-
বেকর যৎপর্বোনাতি প্রমাণ প্রদোষ
দর্শাইয়া তত্রত্য ক্ষিপ্তবৎ জনতা সন্নিধানে
উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, “তোমরা
যাহাকে উপাসনা কব, তিনি কি মহম্মদ
না মহম্মদেব ঈশ্বর? অতএব যিনি
মহম্মদের ঈশ্বর, তাঁহার মৃত্যু নাই।

মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত বাক্তি, সুতরাং তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু আমাদেরই মত হইবেক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।”

মহম্মদেব বুদ্ধিবৃত্তি অদ্ভুত ও তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি এমন কোণল করিয়া ছিলেন যে, তৎপ্রণীত ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অমুসন্ধান কি তদ্বিষয়ে কেহ কোন ভ্রম করে নাই। সুতরাং শতাব্দীর মধ্যে সমুদায় আবব, সুরিয়া, আসিয়া-মাইনর, পাবন্ত, মিশর এবং আফ্রিকার কিয়দংশের মধ্যে তাঁহার জয়পতাকা উড্ডায়মান হইল। বর্ত্তমানে চিন হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডে কোটি কোটি মহম্মদীয়মতাবলম্বী লোক লক্ষিত হইতেছে।

মহম্মদ-প্রণীত ধর্ম্মের নাম ইসলাম ধর্ম্ম। কোবাণনামক গ্রন্থে ঐ ধর্ম্ম সুবাক্ত আছে। মহম্মদ স্বয়ং ঐ গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু প্রচাৰ করিয়া গিয়াছেন যে, জিরেণনামক ঐশ্ববেব দূত তাঁহাকে প্রত্যহ এক এক অধ্যায়ের উপদেশ দিতেন। বাহাউক এই ধর্ম্মের দুই অঙ্গ—“ইমান” ও “দীন”। মত-প্রকাশকের প্রতি যে বিশ্বাস, তাহার নাম ইমান; ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার নাম দীন। এই ধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, পবনেশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়, নিত্য, সর্গশক্তিমান, সর্গজ্ঞ, অমৃত্যুমী ও পরম কারুণিক। কেবল তাঁহার উপাসনাদি শ্রেয়ঃ সাধন ও সর্গতোভাবে কর্তব্য। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারই তাঁহার

অষ্টম ও নিয়ম্মত্বের একমাত্র নিদর্শন। তিনিই জগতের কর্ত্তা, পাতা, শাস্তা ও ভাগ্যাভাগোর নিয়ন্তা। এই ধর্ম্মের বীজমন্ত্র “লা ইলাহা ইল্লিল্লা মহম্মদ রসুল আলা” অর্থাৎ ঈশ্বর এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। এই বাক্যে বিশ্বাস না করিলে কেহই মুসলমান হইতে পাবে না। মহম্মদ প্রকাশ করেন যে, কুসংস্কার ও অবিশ্বাস বিনাশার্থ ঈশ্বর ইচ্ছিতে দুই লক্ষ চতুর্লিংশতি সহস্র পয়গম্বর বারমুহূর এই জগতে প্রেরিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুশা ও ঈশা এবং মহম্মদই প্রদান। তিনি আবও প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর আদমকে ১০ খানা, আব ইনককে ৩০ খানা পবিত্র পুস্তক দান করেন; বিশেষতঃ মুশাক তোবত, ডেভিডকে জাবুর, যীশু খ্রীষ্টকে ইঞ্জিল আর মহম্মদকে কোবাণ সবিক গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন।

মহম্মদেব মত এই যে, মনুষ্যের আত্মা নিত্য। মনবানিস্তব মানব শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভাগী হইবে। ধর্ম্মশীলোবা অনন্ত স্বর্গস্থল ভোগ করিবে ও পাপাশ্রাব্য অবিচ্ছিন্ন নরক-যাতনার দণ্ড পাপ্য হইবে। ইশলাম ধর্ম্ম এই প্রকাশ করে যে, পৃথিবীর শেষ দিবসে পরমেশ্বর এক মহাসভা করিয়া সমস্ত মনুষ্যকে সমাদি হইতে পুনরুত্থাপিত করতঃ প্রত্যেকেরই দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক যথাবিহিত পুরস্কার ও দণ্ড প্রদান করিবেন। ঐ দিবসের নাম

কিয়ামত অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন। ঐ চব্বিশ দিনের প্রাক্কালে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয়, ও পূর্ণিমী ধূমাচ্ছন্ন হইবে এবং মনুষ্য বাক্যভাষী হইরা পশু পক্ষী প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অশুভ চিহ্ন প্রদর্শন করিবে। মহম্মদীর স্বর্গ নরক তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত নহে। ইহার অধিকাংশ যীহুদী, পারসী ও হিন্দুদিগের আর কিয়দংশ খৃষ্টানদের মত হইতে তৎকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

মূলগমানেবা স্বর্গকে ভেহস্ত ও জানাত, আর নরককে জাহান্নাম ও দোজক বলেন। কোরাণে স্বর্গ সপ্ততল বলিয়া বর্ণিত আছে। সর্বোপরিষ্ত সপ্তম তলের নিরতিশয় সুখময় ধামই মহম্মদের আবাসস্থান। মহম্মদীঈশ্বর্যাবলম্বীদিগের প্রত্যেকেই উপযুক্ত বাসস্থানে অপ্সরাগণের সহিত সুখ সম্ভোগ করিবে। বস্তুতঃ মহম্মদ স্বীয় ধর্ম অবলম্বন করাইবার জন্ত শিষ্যদিগকে এই প্ররোচনা দিয়াছেন যে, তাহারা অস্তে স্বর্গে গিয়া ছুফ্ফেননিভ শব্দায় শয়ন ও নানাজাতীয় অলৌকিক সুস্বাদু ফল ভোজন এবং অপ্সরাগণের সেবা-সুখ লাভে সমর্থ হইবে। কোরাণে অনেক প্রকাব নরক বর্ণিত হইয়াছে। শিষ্যগণকে ভয়প্রদর্শনার্থ মহম্মদ পাপভেদে নরক-ভেদ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সকলের মধ্যে নূন শাস্তি পাইকা-বিহীন পাপ অগ্নিতে সংস্থাপন। তপ্ত-তৈল-পূর্ণ কটাহে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভর্জিত হওয়া

নাস্তিকের দণ্ড। স্বর্গ নরকের মধ্যস্থানে আরাক নামক এক লোক বিশেষ আছে। যাহাদের পাপ পুণ্য সমান, তাহারা ঐ লোকে গিয়া অবস্থিতি করিবেন। নরকের উপরিভাগ দিয়া পুল মেয়ত নামে এক সেতু আছে, তাহা কেশের দ্বারা সুসজ্জ এবং ক্ষুব্দারাপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। সকল মনুষ্যকে উহা অতিক্রম করিতে হইবে, কিন্তু যাহারা পাপিষ্ঠ, তাহাবাই যাইবার উত্তম করিবামাত্র ঐ সেতুব নিম্নস্থ অতল-স্পর্শ মহা ঘোর নরকে পতিত হইবে।

ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ইতিকর্তব্যতা-কলাপের মধ্যে প্রত্যহ পাঁচবার মসজিদে উপাসনা করাই মুখ্য কর্ম। দেহভুক্তি ও ভ্রয়োভ্রম আরাধনা ব্যতীত জীবনের মধ্যে একবারও মকায় যাওয়া কর্তব্য। লোকেরা চাষিচাষী বৈধ বিবাহ করিতে পারিবে। কোরাণে জ্ঞানকৃত বধ, লাম্পট্য, মিথ্যা সাফ্যদান, কুসীদগ্রহণ, দাত্তক্রীড়া, মগ্ধ-পান, ও শূকরমাংস ভোজন নিরতিশয় পাপমধ্যে গণ্য।

মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়্যা ও সুন্নি নামে দুই প্রধান সম্প্রদায় আছে। পারস্ত-দেশীয় মুসলমানেরা সিয়্যা আর তুরস্ক-জাতীয়েরা সুন্নি। সিয়্যারা আলীনামক মহম্মদের জামাতাকে মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া মান্য করেন, আর সুন্নিরা আবুবেকর প্রভৃতিকে মহম্মদের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করেন। কোরাণ ভিন্ন মুসলমানেরা হাদিস অর্থাৎ প্রবাদ-ব্যাখ্যাাদিও মান্য করে এবং ইজমা অর্থাৎ

প্রাচীন ধর্মোপদেষ্টৃগণের মতও গ্রাহ্য কবে।

মুসলমানদিগের মধ্যে সৈয়দ, মেথ, নোগল ও পাঠান এই চারি প্রসিদ্ধ জাতি আছে। মুসলমান সম্প্রদায় বিচারককে কাজী, আইন-প্রকাশককে মুফতি, ধর্মোচায্যকে ইমাম এবং চিকিৎসককে তাবিন ও হাকীম বলিয়া থাকেন। এতদ্বির ইচ্ছা বা কোনও বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ পাণ্ডিত্যকে মুলাফিক, ধর্মশাস্ত্র-ব্যাপককে মুতাফালম, ধর্মজ্ঞ পাণ্ডিত্যকে নোগবী, আইনজ্ঞকে ফাকি, প্রবাদবাক্য-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে মুহাদিস, চতুষ্পাঠীর অন্যতমকে মাদারিস এবং কোরাণের ভাব্য-কাবকে মুফাসিব বলেন। সাধুকে পীরওয়ালী বলা হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে “মহরম” নামক একটি প্রসিদ্ধ মহোৎসব আছে। উহার মাসের প্রাবস্তে ঐ মহোৎসব আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত দশদিন আলী ও তৎপুত্র হাসান হোসেনের মৃত্যু

অবসান “মাতাম” অর্থাৎ শোক বিলাপ প্রকাশ করিয়া থাকে। সিয়া সম্প্রদায়েরা এই মহোৎসব বিশেষরূপে পালন করেন। মুসলিম কেবল দশম দিন অম্বুরাকে পবিত্র ভাবে পালন করেন, কেননা ঈশ্বর নাকি এই দিবসেই আদম ইভ, স্বর্গ নবক, জীবন মৃত্যু ও ভাগ্য ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহরমের পূর্বে ইমামাবা বা অম্বুরখানা নিষ্পিত হইলে মদ্যে একটি গন্ধ খনন করা হয় এবং উহাতে প্রক্ষলিত অগ্নি রাখিয়া রাত্রে বৃদ্ধ যুগ ও শিশুগণ লাঠী ও তরবার লইয়া উহার চতুর্দিকে নৃত্য করে, আর হাসেন হোসেন শব্দে চীৎকার কবে। অবশেষে তাজিয়া ও তাবুত অর্থাৎ হাসেন হোসেনের শুষ্ক ও পতাকা প্রদর্শিত হইয়া দশম দিবসে উহা কোনও জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে মহোৎসব সাঙ্গ হইয়া যায়।

ম, রা, শ্রীজৈনোক্যমোহন রায় চৌধুরী।

সাধুবচন-সংগ্রহ ।

আহারের পারিপাট্যে দিন কবে অর,
আশ্বোদতি করিবার কোথায় সময় ? ১
বে যত কথায় পটু, সে তত অসার ;
শূন্য আর পূর্ণকুণ্ড নিদর্শন তার। ২
সংসার বিমল স্বচ্ছ বিশাল দর্পণ,
আপনি যেমন, ইহা দেখাবে তেমন। ৩
নীরবে তপন চলে, দেহে রক্ত বয়,
প্রকৃতির বড় কাজ নীরবেই হয়। ৪

করিতে জানে না ‘দুলা’ স্বয়ং-ঘোষণা,
মধুকর তবু তাব করে অলমণ। ৫
মতীব প্রশংসা শুনি কাব প্রাণ জলে ?
অসতী বলিয়া যাবে নিন্দয় সকলে। ৬
নিবধি শুদীর্ণ গুণ কে হয় কাতর ?
দ্রবিত নিগুণ দেই সমাজভিতর। ৭
পরের ঐশ্বৰ্য্যে কার নয়ন টাটায় ?
আপন প্রকৃতি যার গঠিত হিংসায়। ৮

করিলে করিতে পারে অপবে উদ্ধাব,
এইমাত্র ভরসায় দিও না সঁতার। ৯
অনাদবে যেই বীজ দলিতেছ পায়,
হ'তে পারে পাবে শাস্তি তাহারি

ছায়াব। ১০

হাসিতেছ আজি যেই শিশুর কপাল,
হয়ত বাঁচিবে দেশ তার প্রতিভায়। ১১
যদি বাড়ে ধন মান নামের পয়াব,
হইতে স্বদেশ-প্রেমী আপত্তি কাহার? ১২
হাতী বোড়া ধন জন সব যায় বয়ে,
কালীর আঁচড় থাকে চিরজীবী তরে। ১৩
রোগ শোক অভাবের ছোট বড় নাই,
যখন বা উপস্থিত, অসহ তাহাই। ১৪
পোয়া পাখী বিশ্বাসের উপযুক্ত নয়,
যখন যাহার হাতে, তারি কপা কয়। ১৫
কাননের বাঘ কিম্বা জলের কুম্ভীর,
অনিয়া যে পোষেঘরে, মূহূ তাব স্থিতি। ১৬
অজ্ঞানে করিলে পাপ ফলে না কি ফল?
শিশু কি মরে না প্রাণে থাইলে গবল? ১৭
খোলা ঘট পূর্ণ হয় কুণে নিমজ্জিলে,
কুদ্ধ ঘট শূণ্য থাকে সমুদ্রে ডুবিলে। ১৮
অলসের হাতে যাহা কণ্টকের বন,
পরিশ্রমী করে তাহা নন্দনকানন। ১৯

কুকর্ষেতে কেবা কার পবামর্শ চায়?
পায়ধবা তোষামোদ যদি পড়ে দায়। ২০
সুখত চলিয়া যায় দিয়া মাত্র দেখা,
দুঃখটা বহিয়া যায় পাযালেব বেথা। ২১
যদি না থাকিত হায়! স্নেহের বন্ধন,
অনায়াসে হ'ত লাভ মুক্তি ছেন ধন। ২২
জ্ঞানবদ্ধ কত আছে শাস্ত্রের সাগরে,
না ডুবিলে কেবা পায় স্নান? ২৩
যেখানে সবাই বিজ্ঞ, সবাই প্রদান,
হিতকথা কত সেথা নাহি পায় স্থান। ২৪
সহস্র ধাত্তীব সেবা হয় যদি লাভ,
তথাপি ঘোচে না এক মায়ের অভাব। ২৫
পুষ্পসঞ্জে উঠে কীট দেবের মাথায়,
কিন্তু তাই বলে তার কীটই কি যায়? ২৬
স্বর্ণেব পরীক্ষা হয় অনলে পাষণে,
নরেন্দ্র পরীক্ষা হয় বিপদ-ঘর্ষণে। ২৭
মরিল দরিদ্র কবি পথ্য না পাইয়ে,
আজি মহোৎসব তার জন্মদিন নিয়ে। ২৮
বাঁচিতে সলিল-বিন্দু দিল না যে ছেলে,
শ্রাদ্ধে সে দানসাগর করে হেসেথলে। ২৯
বাকুল হৃদয়ে আসে ঈশ্বরের বল,
চাতকের পিপাসা নিবারে স্বর্গজল। ৩০

চ।

স্বদেশ-পূজায় বঙ্গমহিলা।

বর্তমান ভারতবাসী স্বদেশী আন্দোলনে ও মাতৃভূমির পূজায় তাঁহাদের বঙ্গ-মহিলাবা দেক্ষপ সম্মিলিত এং পুরুষ-দিগের কার্যের সহকারিতায় স্বতঃপ্রবৃত্ত,

একপ দৃষ্ট আর কখনও দেখা যায় নাই। পুরুষদিগের ভ্রায় জীলোকেরাও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সভাসমিতি করিয়া বঙ্গ-অঙ্গচ্ছেদে দুঃখপ্রকাশ এবং বিদেশীয় দ্রব্য

বর্জন করিয়া স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে
 প্রতিজ্ঞাকৃত হইতেছেন। স্ত্রীলোকদিগকে
 উৎসাহিত করিবার জন্ত পুরুষের উত্তেজনা
 এখন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, কোন কোন
 মহিলা অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্য সভায়
 পুরুষদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন, আর
 গৃহে গৃহে তাঁহাদিগের প্রভাব প্রকাশ
 করিয়া স্বামী, ভ্রাতা ও সন্তানদিগকে
 মাতৃপূজা-ব্রতে দীক্ষিত করিতেছেন।
 ১৬ই অক্টোবরের "Federation Hall"
 সম্মিলন গৃহেব ভিত্তিপ্রাপনে প্রায় ৫০০
 মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। সুসময়
 বিধাতার বিশেষ কৃপায় উপস্থিত হইয়াছে।
 আমরা পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের রমণীগণ
 দেবালয়, রন্ধনশালা ও ভাণ্ডারের কর্ত্রী
 এবং অস্ত্রপুত্রের সামাজ্যী, তাঁহারা দুচরিত
 হইলে দেশের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সমাজের
 সংস্কারসাধন অসম্ভব। আমরা আর
 অধিক কথা না বলিয়া বর্তমান আন্দোলনে
 কয়েকটা সদ্ব্যম মহিলার উক্তি নিয়ে
 প্রকটিত করিতেছি এবং সর্গসিদ্ধিদাতা
 ভগবানের নিকট সর্গাস্ত্রকরণে প্রার্থনা
 কবিতোছি, স্ত্রীপুরুষের মণিকাকলী যোগে
 মাতৃভূমির সন্মার্গ সিদ্ধ হউক।

১। বন্দে মাতরম্।

জাগিয়াছে মা তোমার কৃতত্ত্ব সন্তান।
 মুছ মা অঁখিল জল,
 ভগ্ন বুকে বাঁধ বল,
 হীনতা দীনতা থাকে, কর দৃষ্টিদান। ১
 জাগিয়াছে মা তোমার কৃতত্ত্ব সন্তান।
 ডুবিয়া যুগের ঘোরে,

অনাচারে অত্যাচারে,
 কবিতোছে বিধিমেতে তব অপমান। ২
 কিন্তু আজ জাগিয়াছে কৃতত্ত্ব সন্তান।
 আব তাবা তোবে ছাড়ি
 বাবে না পবের বাড়ী,
 মাতৃপূজা মহাযজ্ঞে দিবে প্রাণ দান। ৩
 কবেছি প্রতিজ্ঞা সবে মাতৃপূজা তরে,
 থাকে যদি শক্তিভক্তি,
 মায়েব করিব মুক্তি,
 বিদেশের বিলাসিতা বাহ ভেদ করে। ৪
 ভুল মা! সন্তানকৃত পূর্ণ অপমান,
 আজি তাবা অমৃতপু,
 কামিনা বাসনা মুক্ত,
 প্রাণ ভবে গায় "বন্দে মাতরম" গান ৫
 লভিয়াছে নিদ্রিতেরা নব-জাগরণ,
 সঞ্জীৱনী সুধা দিয়ে
 তুলিয়াছে বাঁচাটয়ে
 রাজগঙ্গী—মা তোমার স্ততস্ততাগণ। ৬
 বহেছে নগরে গামে প্রেমের তুফান।
 মার হৃৎপ দ্বব তবে,
 ব্রত করে ঘবে ঘবে,
 মায়েব জড়িয়ে ধবে মার গুসন্তান। ৭
 ছুটিয়াছে বঙ্গভূমে প্রেমের তুফান;
 বাজিছে বিজয়-ঢাক,
 পলিছে মঙ্গল শাপ,
 মধঃপতিতব আজি স্বর্গেতে উত্থান। ১০
 আট কোটি বাঙ্গালির অপূর্ণ মিলন!
 দেয়াধেয়ি আব নাই,
 মিশিয়াছে ভাই ভাই,
 বোনের করেছে বোন কণ্ঠ-আলিঙ্গন। ১১

বর্জিব বিলাসী দ্ব্য কি চর্কয় পণ !
 ধনী দীন ডাকে মাকে,
 লাক্ষণে চণ্ডালে ডাকে,
 চিবভাদ্রী ছোক্ এই শুভ সম্মিলন । ১২
 ঋণানে এসেছে শিব বল বম্ বম্,
 সম্মানের আয়দান,
 মাতৃপূজা অলুটান,
 কি সুন্দর কি পবিত্র বন্দে মাতবম্ । ১৩
 ঋণানে এসেছে শিব বল বম্ বম্,
 কাটুক মা অঙ্গ হোব,
 ফেগিস না অঁপি-ঘোব,
 প্রাণ ভরে শোন গীত বন্দে মাতবম্ । ১৪
 আসামী হইলু সব বাঙ্গালী যাচারা,
 তাহাও সার্থক ভাবি,
 যদি মাতৃপদ সেবি,
 জাতা ভগ্নীদেব সঙ্গ নাতি হই হাবা । ১৫
 আসামী হইলু মোবা বাঙ্গালী যাচাবা,
 তথাপি মায়েব ছেলে,
 রহিব মায়েব কোলে,
 মরিয়া বাঁচিব পুনঃ পিয়া স্তন দাবা । ১৬
 ভুলি পূর্বে ভেদাভেদ বঙ্গ বাসিগণ,
 গাল সবে বিদ্রিষ্ট
 মাতৃ-পূজা পুণ্য রত,
 বন্দে মাতরম্ গাও বন্দে মাতবম্ । ১৭
 ত্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত ।

২। ভগিনী আহ্বান ।*

রজনী পোহাল, দিবস আসিল,
 অরুণকিরণে দিগন্ত ভাসিল ;

* মহিলা সমিতির বৈঠকে গঠিত হইবার
 উদ্দেশে লিখিত ।

বহুদিন পরে ভারত-আকাশে,
 কি অপূর্ণ জ্যোতি আজিকে প্রকাশে ।
 সে জ্যোতিতে আর কে ঘুমায়ে রবে ?
 পূজিতে মায়েব চরণ কমল,
 যুড়িতে তাঁহার ক্ষত বঙ্গ-হৃৎ,
 দ্রবীণাবে তাঁর যাতনা সবল,
 বন্ধপরিকর হযেছে সবে ।
 মবি আজি কিবা মধুব মিলন,
 বঙ্গজননী প্রিয়সুতাগণ,
 হায়চ আজিকে এখানে মিলিত,
 জননী ব কষ্টে সবাই ব্যথিত,
 সবাকাব মুখে একই কথা ।
 আজিকে সবাই জাতি-ধর্ম্য ভুলে,
 হিন্দু মুসলমান লাক্ষ বৌক মিলে,
 প্রতিজ্ঞায় বন্ধ হ'তেছে সকলে,
 ঘৃণাতে মায়েব মবম-বাণা ।
 বঙ্গ জননী প্রিয় পুত্রগণ,
 বিলাস-বাসনা দিখা বিসর্জন,
 ছাড়িতেছ সবে বিলাসী বসন,
 ছাতা, ছড়ি, জুতা, সব ই) ছেড়েছে ।
 সৌখীন বাবুবা সিগারেট ছাড়ি,
 ধনবাছন সবে স্বদেশীয় বিডি,
 বিলাসী এসেন্স, বিলাসী সাবান,
 কারো কাছে আব নাহি পায় স্থান ;
 স্বদেশী জিনিসে সবে মেতেছে ।
 আমবা ভগিনী অবলা বলিয়া,
 থাকিব কি বসে নিশ্চেষ্ট হইয়া ?
 তাহা ত হবে না আমরাও তবে,
 বিলাসী জিনিষ ত্যাগিব সবে,
 মার কষ্ট দূর করিতে কষ্টবে ।
 করিতে দেশের কল্যাণ-সাধন,

বিলাতী জিনিষ করিতে বর্জন,

যথাসাধ্য মোরা কবি প্রাণপণ,

এস এস বোন, মিথিয়া হবে।

“মাব দেওয়া মোটা কাপড়” পবিব,

মার দেওয়া সব (ই) আদবে লইব,

স্বদেশী জিনিষে লজ্জা নিবারণিব,

এস, এ প্রতিজ্ঞা সকলে করি।

হে ভগিনীগণ, খুলি প্রাণ মন,

বল সমস্তবে “বন্দে মাতরম্”

কিবা স্মধুর, কিবা মনোবম,

শুনি প্রাণ মন উঠ শিহরি।

আমাদের মাতা চিবপবাদিনী,

পবধনে তাই মোরা গববিনী,

মাতৃদত্ত ধনে অবজ্ঞা করিয়া,

রহিয়াছি সবে মোহেতে ডুবিয়া,

তাঁহাতে এ হেন দুর্দশা মা'ব।

ত্রিশ কোটি ভায়! বাব স্মৃত স্মৃতা,

সেই অভাগিনী পরের আশ্রিতা!

আজি সে সবার চরণে দলিতা,

দিক্ ত্রিশ কোটি সম্মানে তাঁর।

এতদিন মোরা মোহেতে ডুবিয়া,

নিজ জননীকে ছিলাম ভুলিয়া,

জননীকে কষ্টে বুকিনি কখন,

বিলাতীয় মোহে ছিলাম মগন,

এখন বুচেছে ঘুমের ঘোর।

মার কষ্ট এবে বুঝেছি সকলে,

ত্রিশ কোটি মোরা মা'ব মেয়ে ছেলে,

একতার হার সবে পরি গলে,

বুচাব মায়ের যাতনা ঘোর।

ধর্ম্মে মতি আর একতার বল,

পাকিলে হইবে নিশ্চয় সফল

মোদের উদ্যম; ক্ষত বক্ষঃস্থল

মোদের মায়ের লাগিবে ঘোড়া।

পুনঃ এস বোন খুলি প্রাণ মন,

বল সমস্তবে “বন্দে মাতরম্”

কিবা স্মধুর কিবা মনোবম,

দিগ্দিগন্তবে পড়ুক সাড়া ॥

শ্রীনী।

৩। ছুংখের মিলন।

অহো! পাকিতে জীবিত জননীর কোলে

ত্রিশ কোটি পুত্র, কি কুভাগ্য-ফলে

এ ঘোর নিঃশ্বাসে, মিত্র অশ্রুজলে

ভগিনী জননী বলনা ভাই?

আমাদের দেহে নাহি কি জীবন,

নাহি বাহু? নাহি নয়ন শ্রবণ?

উত্তপ্ত শোণিত শীতল এখন,

নীরবে এ ছুংখ নেহারি ভাই।

কুদ্র বাগকের জননী-অঞ্চল

ছাড়াইতে বল কার আছে বল?

সুকুমার শিশু অশ্রুত দুর্কল,

তবু লোটে ভ্রমে আকুল প্রাণে।

ভায়। জননীর স্রবোণ্য কুমার

অজস্র থাকিতে কোন উপকার

হইল না, সাধ্য নাহিল কাহার,

বাঁচাতে মায়ের অভয়দানে?

শোকভ্রুংখ-ক্লিষ্টা মোদের জননী,

বিবিধ আঘাতে আকুলিত প্রাণী,

হায়রে জননী! তবু মেহখনি,

প্রীতির মূবতি তবুরে ভাই!

কে ছিলবে সুখী আমাদের মত,

কে পেয়েছে বল জননী এমত,

যদিও ঠাঁচাব দেও অস্বাহত,
 তবির বক্ষে তবু মোদের ঠাঁই।
 আমরা ভিখারী ছুঃখিনী-কুমার,
 এ ভূষণ বাস সংজ্ঞে কিরে আর ?
 দরিদ্রতা রাছ আসিল যাহার
 প্রিয় জন্মভূমি, স্বদেশিগণে,
 পারি যদি মোবা স্বদেশ-শোণিতে
 একটা ছুঃখী বেনদনা দূরিতে,
 তার চেয়ে আর কি আছে মহীতে
 বারেক দেখনা জীবন পণে ?
 কি অভাবে ভাই আমবা বিকল,
 রত্নখনি মাতা কেন নিঃসম্বল,
 হতভাগ্য মোবা ভিখারী দুর্কল,
 বিদেশীরা ধনী মোদের ধনে ?
 করহ প্রতিজ্ঞা দিবনা, দিবনা,
 শেষ মুষ্টিমেয় সম্বল আপনা
 বিদেশী বণিকে ; এ শুভ কামনা,
 পূর্ণ কি হবে না জীবন পণে ?
 ধনী, ধনবন্ধে করে সমুজ্জ্বল
 মাতৃভূমি ; মোবা দরিদ্র দুর্কল
 সাজাব মাতায় ভক্তি অশ্রুজল,
 প্রফুটিত বন কুসুম দিয়ে,

আমরাও ভাই পরিব সকলে
 স্বদেশী বসন ভূষণ যা মিলে,
 ভিখারীর অঙ্গে কতু কি সাজেবে
 রাজভূষা ; বুথা সাজি কি নিয়ে ?
 ছাড়ি ভ্রাতৃগণ, বিদেশী ভূষণ,
 স্বদেশীয় শিল্পে করহ যতন,
 আকারে মানব, মোদের জীবন,
 মনুষ্যত্বহীন হবে কি বলে ?
 এখনো আমরা জাগিলে আবার,
 স্বর্গের দেবতা ঢালি স্মৃধাধার
 করিবে মোদের জীবন সঞ্চার,
 মা বলে মায়েরে ডাক সকলে।
 গাও ভ্রাতৃগণ, গাও স্মৃধাময়,
 বন্দে মাতরম্ ! বড় ছুঃসময়,
 নগরে গ্রামস্তরে বিজনে, কি ভয়
 গাইতে মায়ের প্রশংসা গান ?
 গাও ভাই সবে স্বদেশ-মঙ্গল,
 স্বদেশের ছুঃখে ফেল অশ্রুজল,
 স্বদেশের তরে হোক অচঞ্চল,
 ‘ছুঃখের মিলন’, জুড়াক প্রাণ ॥

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী—ঢাকা, উয়ারী।

অমলা।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
 “শ্রেয়ঃ প্রাণবিসর্জন পর-উপকারে।”
 ভাগ্যচক্র যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত,
 তাহা নহে ; ইহা জাতিগত ও দেশগত।
 প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে যেমন “চক্রবৎ

পরিবর্ত্তস্তে ছুঃখানি চ সুখানিচ”, প্রত্যেক
 দেশের ভাগ্যেও ঠিক তদনুরূপ। যে
 ভারতবর্ষ সর্বস্বত্বের আকর ছিল,
 তাহাকেই আজি নিত্য ব্যবহার্য্য শিল্প-
 জাত দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে

হইয়াছে; যে দেশেব উৎকৃষ্ট জ্বোত
সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া
ভারতবর্ষের বণিকদিগেব উপর গুরুতর
শুক্রভার স্থাপনার্থ বিলাতী বণিকদিগেব
অত্যায অমুরোধ—এবং এই অমুরোধ
রক্ষার অসমর্থ হওয়ায় ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে
উদয়নালাব যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রকৃতিরঞ্জন
মিরকাশীমকে পরাভয়ন করিতে হইয়াছিল;
যে দেশের পণ্যজবা বিলাতী পণ্য অপেক্ষা
কতগুণে শ্রেষ্ঠ দেখাইবার জন্ত টমাস
মনরো (Thomas Monro) মহোদয়
বলিয়াছিলেন যে, “ভারতীয় শাল অধিক
মূল্যে খরিদ করিব সেও ভাল, তথাপি
আমি ইউরোপীয় শাল বিনামূল্যে উপ-
চৌকনস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ব্যব-
হার করিতে অভিলাষ করি না”; যে
ভারতবর্ষের বস্তাদির উপর বিলাতে শত-
কবা ৭০% হইতে ৮০% টাকা কর নিদ্ধাবণ
করিয়াও ইহার কাটিত বন্ধ করিতে বহু
শময় লাগিয়াছিল; সেই ভাবতবর্ষ কিরূপে
বিলাতী বণিকদিগেব প্রবন্ধনামূলক চুক্তি-
পত্র ও জববদস্তী বায়না, সিপাহীর কশা-
ঘাত, বণিককণ্ঠচাবীৰ অমানুষিক অত্যা-
চারে প্রপীড়িত হইয়া বস্ত্র ব্যবসায়
হারাইল ও ভারতের অসংখ্য স্বল্পদর নুশংস
বিদেশী বণিকদিগের হত হইতে জাতি
কুল মান বজায় রাখিবার জন্ত কিরূপে
সহস্রে আপনাদিগের ব্রহ্মসুলী কর্তন
করিয়া অনশনে থাকিয়াও অকম সাজিতে
বাধ্য হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন মেয়র
কোর্টের জজ উইলিয়ম বোল্টন সাহেব

উাহাব “ভাবতব্যাপার আলোচনা”
(Considerations on Indian
Affairs) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ
কবিয়াছেন। যখন সামান্য জ্বোত
বিদেশেব ভবসায় থাকিতে হয়, তখন
দেশেব কোনও বৃহৎ ব্যাণ্যাবের জন্ত
আবশ্যক জবা যে বিদেশ হইতে আমদানি
কবিত হইবে, ইহা আব বিচিন্তি কি ?
তথাপি ভাবত গবর্ণমেণ্টকে দত্তবাদ যে
বিপুল বিদেশীয় আমদানিব মধ্যে পাল-
পার্সিগে স্বদেশজাত জ্বোতপাদনার্থ মধ্যে
মধ্যে উৎসাহদান কবিয়া থাকেন।

১৮৭৬ সাল, নবেম্বর মাস। আগামী
বর্ষে ১লা জানুয়ারি তারিখে দিল্লীৰ দরবার
বসিবে। সম্প্রতি লর্ড কর্জনেব আমলে
যেমন ভারতবর্ষে একটা জাঁকজমক-
পূর্ণ দরবার হইয়াছে, ১৮৭৭ সালে লর্ড
লিটনেব সময়েও প্রায় তদনুরূপ হইয়া-
ছিল। উহাতে মহাবলী বিজ্ঞারিয়াকে
ভারতের সাম্রাজ্যী বালয়া ঘোষণা কবা
হয়। নানা দেশের ব্যবসায়গণ দিল্লী
পাঠাইবাব জন্ত উপবৃদ্ধ জবাাদি প্রস্তুত
কবিতছে, উত্তর পশ্চিম পদেশ ও পঞ্জাব
প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদার, দনী, বণিক মণ্ডলে
মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। উপাধিপ্রায়
অন্তঃসাব-শূন্য অমিদাবগণ বহু কষ্টে কিছু
টাকা কর্জ কবিয়া বণিকদিগের নিকট
উপস্থিত হইতেছেন, ও ইউরোপ হইতে
পছন্দমত পোষাক আনাইয়া দিবাব জন্ত
ফবমাইস করিতেছেন। এখন আমাদের
দেশে বিজয়া দশমীর দিবস বস্তাদির অর্ডার

সংগ্রহ করিবার জন্ত যেমন মানচেষ্টার হইতে বণিকদিগের প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় আসিয়া থাকেন, সে সময়েও সেটরূপ জনকয়েক সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য রথ দেখা ও কলাশোভা। আমাদের টমসন সাহেবও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি দরবারের ১১০ মাস পূর্ণ হইতে আসিয়াছিলেন; নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে, ভারতবর্ষে একটা বস্ত্রের ব্যবসায় খুলিলে বিস্তর লাভ হইবে। অর্ডার সংগ্রহ ভিন্ন, তিনি এই বিষয়ে বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি স্বয়ং এলাহাবাদে একটা কারবার খুলিবেন এবং এলাহাবাদেই বাসভাড়া লইলেন।

একদিন বৈকালে টমসন অস্ত্র ছই তিন জন সাহেবের সহিত আপন কামরায় উপবিষ্ট হইয়া মনঃকলিত ব্যবসায় সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সাহেবের চাপরাশী দোড়িয়া আসিয়া সম্বাদ দিল, “অনেক অমুসন্ধান করিয়া ও টমিকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।”

টমি টমসন সাহেবের একমাত্র সপ্তম-বর্ষীয়া কন্যা। যমুনা নদীর উপকূলে টমসন সাহেবের বাসা। “তবে জলে ডুবিয়াছে” এই বলিয়া টমসন ও অন্যান্য সাহেবগণ যমুনার তীরের দিকে ছুটিলেন; এবং একটা যুবক তাঁহাদিগের অমুসরণ করিল।

চাপরাশীকে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া

দিয়া টমসনপত্নী স্বয়ং যমুনাকূলে গমন করিয়াছিলেন। যমুনাতট লোকে লোকারণ্য; কচ্ছপ-বহল যমুনা কুলকুলস্বনিতে গঙ্গা সম্মিলনে চলিয়াছে। কিন্তু টমির কেহই সন্ধান পাইতেছে না। টমসনপত্নী মণিহারী কণীর আয় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছেন; টমিকে যে কেহ পুঞ্জিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে অজস্র অর্থ প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

টমসন সাহেব উন্নতের আয় যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। প্রকৃতিও তাঁহাকে দেখিয়া বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিল। শীতকালের বৈকাল; আশুগতির যেন অস্তিত্ব লোপ হইল; অস্তোমুখ সূর্য্যদেব লোহিত মূর্তি ধারণ করিলেন, যমুনার কুলকুলস্বনি যেন নীরব হইল; নিকটস্থ বৃক্ষোপরি একটা পক্ষিশাবক তাহার মাতার মুখ হইতে আহাৰ লইয়া কিচমিচ শব্দে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল; নিকটস্থ গরুর পালে একটা গাভী তাহার স্তন্যগ্রহত বৎসের গাত্র লেহন করিতে করিতে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

সাহেব স্বয়ং যমুনার মধ্যস্থল বিশেষরূপে পরিদর্শন করিবার জন্ত একটা মাজিকে নোকা আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ইতিমধ্যে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল “ঐ যে কি একটা দেখা যাচ্ছে না? একবার ডুব্ছে, একবার উঠ্ছে!”

হালধরকুন্ডীর বিশেষতঃ কচ্ছপের ভয়ে কেহ জলে নামিতে সাহসী হইল না;

হঠাৎ একটা যুবক উঠেঃঃবে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ কবতঃ যমুনাবক্ষে লাফাটয়া পড়িল, এবং পূর্ণোক্ত ব্যক্তির উল্লিখিত বস্ত্র নিবেশন করিয়া সম্ভরণ দিরা চলিতে লাগিল। মা যমুনা যেন প্রিয়পুত্রকে ক্রোড়ে পাইয়া আদর করিয়া নাচাইতে নাচাইতে লইয়া চলিলেন ; সম্ভান ভীৎ হইবে বলিয়া যেন যমুনা জলজন্তুকে ফণ-কাপেব জ্ঞাত লুকাইত থাকিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ছুটছেলে সে কথা শুনিলে কেন ? এক একবার উঁক মারিয়া যুবককে দেখিতে থাকে ; পুনরায় তিরস্কারের ভয়ে লুকাইয়া পড়ে।

কিন্তু যুবকের কোন দিকে লক্ষ্য নাই ; তিনি অবিলম্বে তিস্তে গম্বুয়া স্থানে পৌঁছিলেন। ভাসমান দ্বীপটি তুলিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই মল্লুবা ; বয়সও ৭৮ বৎসরের অধিক নয়। তখন তাঁহাব হৃদয়ে বিগ্ণ উৎসাহ ও বাহতে চতুর্গণ বলের সঞ্চার হইল ; তিনি দক্ষিণ হস্তে টমিকে লইয়া বাম হস্তে সম্ভরণ দিরা ভীরে পৌঁছিলেন। টমি তখনও জীবিত ছিল ; ঈশ্বরাত্মগ্রহে বহু গুণাধার পবটমি এ ব্যাক্ত প্রাণ পাইলেন।

যুবককে সকলে অবাৎ হঠয়া দেখিতে লাগিলেন। টমসন সাহেব ও তৎপত্নী যে তাঁহাকে কি উপহার দিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না ; একবার যাহা প্রদান করিবেন স্থির করেন, তাহা একপ উপকারীর অযোগ্য ভাবিয়া পরক্ষণেই পরিত্যক্ত হয়। এখন তাঁহার কল্য

কথা ছাড়িয়া দিয়া যুবকের বীরত্ব ও উপ-চিকীর্ষার বিষয় স্মরণ করিয়াই অধিক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে টমসন সাহেব কহিলেন “মহাশয় ! আজ আপনি আমার যে উপকাণ কবেছেন, তাব দার আমি জীবনে শোধ কবতে পারব না, আর আপনি আজ যে বীৰত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাহাব জন্য ঈশ্বর আপনাকে পুণ্যাব দিবেন।”

যুবক। মহাশয় ! ঈশ্বর আমার মঙ্গল করবেন, এ ভেবে তো নদীতে ঝাঁপ দিইনি। মরণ যখন নিশ্চিত, তখন প্রাণটাকে একটা ভাল কাজের জন্য দিতে কে না ইচ্ছা কবে ? আর আপনার আমি কোন উপকারই করতে পারিনি ; আপনি আমার যা উপকার কবেছেন, আমি কোন জন্মেই সে ঋণ হতে মুক্ত হতে পাবব না। সে উপকারের তুলনায় এ অতি তুচ্ছ।

টমসন। আপনি আমার কন্যার প্রাণদান করেছেন।

যুবক। আপনিও আমার জীবনদাতা।

টমসন বিস্মিত হইয়া কহিলেন “কই ! আমি যে আপনাব এমন কোন উপকার কবতে পেরেছি বলে স্মরণ হয় না।”

যুবক। আপনি কি কখনও যেদিনী-পুত্র গিয়াছিলেন ?

টমসন। পাঁচ ছয় মাস পূর্বে।

যুবক। গোপপাহাড়ের নিকট কোনও বিশেষ ঘটনা স্মরণ হয় কি ?

টমসন। সে সময় দম্মাগণ কয়েকজন পথিককে নিহত ও একজনকে আহত করে রেখে গেছিল; আহত ব্যক্তিকে আমি বর্ধমান হাঁসপাতালে রেখে এসে-ছিলুম; এখন তিনি সেয়ে বাড়ী গেছেন। আপনি কি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন নাকি?

যুবক। মহাশয়! এই অধীনকেই আপনি আহত অবস্থায় এনে বর্ধমানে রেখেছিলেন।

সাহেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি যুবকের হস্তদ্বয় আপনার চক্ষের উপর রাখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। টমসন-পত্নী অবিরত জেখরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাবও চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রু ভূতলে পতিত হইল। সাহেব অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কহিলেন “আপনি বাড়ী গিয়ে আমায় সংবাদ দেননি কেন?”

যুবক। হাঁসপাতাল হ’তে এখানেই আসছি; এখনও বাড়ী বাইনি।

টমসন। দরবারের কাজের উত্তোকে আমি বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, মধ্যে কিছুদিন আপনার সংবাদ নিতে পারিনি; তার পর আমি আপনার নাম উল্লেখ করিয়া বর্ধমানের এসিষ্ট্যান্ট সার্জনের টেলিগ্রাম করি; সেইদিনই টেলিগ্রামে উত্তর

পাইলাম যে “রোগী প্রায় সম্পূর্ণরূপে আবোগ্য লাভ করিয়াছেন; তিনি বাড়ী গিয়াছেন।”

যুবক। তিনি ঠিকই লিখেছিলেন; আমিও একথা জানি। আপনি যে ডাক্তার বাবুর নামে টেলিগ্রাম করে-ছিলেন, তিনি প্রায় এক মাস হইল ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছেন, এই কথা লিখে-ছিলেন।

টমসন। তা হ’তে পারে। টেলিগ্রামে তাঁর নাম ছিল না; ‘বর্ধমান হাঁস-পাতালের এসিষ্ট্যান্ট সার্জন’ এইরূপ লেখা ছিল। তাতেই আমি ভেবেছিলুম যে ইনি তবে পূর্বের ডাক্তার বাবুই হবেন।

এইরূপ ক্ষণকাল কথাবাত্তাব পর টমসন সাহেব কহিলেন “আপনার পূর্বের বিপদের কথা এর পর শুনা যাবে; এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমি লোকদ্বারা আপনার আহাঙ্গাদির আয়োজন করিয়ে দিচ্ছি; পৃথক বাড়ী ও ভাল ব্রান্ডের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।”

আমবা সূধীরের সাক্ষাৎলাভ করিলাম; এবং তিনি উপযুক্ত স্থানেই আশ্রয় পাইয়াছেন। এখন দেখা যাউক “অমলার হারানিধি মিলে কিনা মিলে।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরাণীচরণ হাজরা।

সম্রাট্ অরিলিয়স আণ্টোনাইনসের উপদেশ ।

৭ম অধ্যায় ।

১। যে সকল বস্তু তোমার মনের বাহিরে, তাহাদেব সহিত তোমার কোনও সম্বন্ধ নাই, তোমার মনের এইরূপ ভাব হউক, তাহা হইলে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে ।

২। সকল কাজের মধ্যে গর্জিত ভাব নয়, কিন্তু সুবসিক্তাব ভাব দেখান তোমার কর্তব্য । ইচ্ছাতে বুঝিবে যে, যে মানুষ যেক্ষণ কাজে ব্যাপ্ত, তাহার মূল্য তদনুসারী ।

৩। অন্যের সাহায্য লইতে লজ্জা বোধ করিও না । ভবিষ্যতেব ভাবনায় অস্তিত্ব হইও না, কাবণ তাহা যথাসময়ে তোমার নিকট আসিবে ।

৪। শরীরের যে সকল অংশ পতনের ক্রেশ অমুভব করিতে পারে, ককক । যে সকল অংশ কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহারাই ইচ্ছা কবিলে অভিযোগ কবিতে পারে । কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মন্দ বলিয়া আমি যতক্ষণ বিবেচনা না কবি, ততক্ষণ তাহাতে আমার ক্ষতি কবিতে পারে না । আর এরূপ মনে না করা আমার সাধ্যায়ত্ত ।

৫। মনের নিয়ামক কোনও বৃত্তি আত্মাকে চঞ্চল বা ব্যথিত করে না । শরীরকে কোনও ক্রেশ সহ্য করিতে না হয়, তাহার পথ শরীর দেখুক এবং ক্রেশ

পাইলে মুখ ফুটিয়া তাহা বলুক । কিন্তু যে আত্মা ভয় ও ক্রেশ অমুভব করিবে, অমুভবনীয় বিষয়ে তাহার নিজের মন্তব্য নিদ্ধাবণেব সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহার আছে । শরীরেব ক্ষতিতে তাহার কোনও ক্ষতি হইবে না ; কারণ আপনার ক্ষতিকর অপসিদ্ধান্তে সে উপনীত হইবে না । আত্মা নিজে অভাব সৃষ্টি না করিলে সে নিজে অভাবগ্রস্ত হইবে না । আত্মা আপনি আপনাকে চঞ্চল ও পেথিত না করিলে চঞ্চল ও পেথিত হইবে না ।

৬। যাহাবা অনিষ্ট করে, তাহা-দিগকে ভালবাসিবার বিশেষ ক্ষমতা মানুষের আছে । কিন্তু অনিষ্টকারী তোমার কোনও ক্ষতি করে নাই, কারণ সে তোমার আত্মাকে পূর্সাপেক্ষা অপকৃষ্ট করিতে পারে নাই ।

৭। তোমার যা নাই, তাহাব অপেক্ষা বা আছে, তাহাবই বিষয় অধিক চিন্তা কর । যাহা আছে, তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যাহা, তাহাই মনোনীত কর এবং পরে চিন্তা কর ; তাহা না থাকিলে কত আগ্রহের সহিত তাহারই অন্বেষণ করিতে । কিন্তু এই বস্তুর অতিগৌরব করিও না, কারণ এক্ষণ করিলে পরে তাহার অভাবে ক্রেশ অমুভব করিবে ।

৮। কল্পনাকে মুছিয়া ফেলা বর্জ্য মানের ভাবনা ভাব । মানুষ কোনও

অনিষ্ট করিলে যেখানে করে, সেইখানেই তাহা রাখিয়া দাও।

৯। সরলতা, শিষ্টতা এবং অনামস্কৃতি গুণে ভূষিত হও। মানবজাতিকে ভাল বাস এবং ঈশ্বরের অনুসরণ কর।

১০। লোকের উপকার কবিয়া অত্যাচারিত হওয়া রাজকীয় গোবব।

১১। ঈশ্বরের উপর নির্ভরপূর্বক আপনার বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়া, প্রতিবেশী লোকদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করা এবং সতর্কতাসহকারে—তোমার বর্তমান চিন্তা ফলপ্রসূ করা সর্বদানে এবং সর্বকালে তোমাব ক্ষমতায়ত্ত।

১২। মনে কব তুমি মৃত এবং বর্তমান সময় পর্য্যন্ত তোমার জীবনের সীমা পূর্ণ হইয়াছে; তৎপরে যেটুকু জীবন পাও, স্বভাবের অনুগত হইয়া তাহা যাপন কর।

১৩। তোমাব ভাগ্যে যা ঘটে এবং তোমাব অদৃষ্টস্থ বাহা নির্মাণ কবিয়া দেয়, তাহাই ভালবাস। ইহাব অপেক্ষা তোমার উপযোগী আর কি হইতে পারে ?

১৪। প্রত্যেক ব্যক্তিই অনিচ্ছাপূর্বক সত্য, ন্যায়পরতা, মিতাচারিতা এবং উপচিকীর্ষা হইতে বঞ্চিত হয়—এই কথা সন্দেহ মনে রাখিও; কাবণ তাহা হইলে তুমি অন্যের প্রতি অধিক ভদ্রাচরণ করিতে সমর্থ হইবে।

১৫। যখন কোনও ক্লেশ পাও, তখন এই চিন্তা মনে জাগ্রত রাখিবে যে, ইহাতে কোন অমঙ্গাদা নাই এবং ইহা তোমার ধর্মবুদ্ধিকে মলিন করিতে পারে না।

১৬। যদিও সমুদায় সংসার তোমার বিবন্ধে চীৎকার করে এবং স্বাপদ জন্তগণ তোমার শবীবের অঙ্গ সকল ছিড়িয়া যায়, তথাপি নির্বিঘ্নে মনের পরম শান্তিতে বাস করা তোমার সাধ্যায়ত্ত।

১৭। তাঁহাবাই সম্পূর্ণ চরিত্রবান, যাহাবা জীবনের প্রত্যেক দিনকে জীবনের শেষ দিন বলিয়া যাপন করেন।

১৮। যখন তুমি কোনও ভাল কাজ কব এবং অপবে তোমাব কাজের গোবব লাভ কবে, তখন তোমাব নিজের গোবব বা পুণ্ডারের অধ্বষণ করিও না।

গৃহকর্ম।

বোম্বাই আলুর পায়েস।

প্রথমে উনানের আলো একটা হাঁড়ি কিসা কটাহ তুলিয়া তাহাতে জল দাও। জল গরম হইলে কতক গুলিন বোম্বাই আলু তার ভিতরে ছাড়িয়া দাও। আলু গুলিন বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া বোম্বাই

ছাড়াইয়া একটা পরিষ্কার পাত্রে রাখ। পরে আধ পোয়া ময়দা ও আধ পোয়া আতপ চাউলের গুঁড়ো দ্বারা উক্ত আলু গুলিন সুন্দররূপে মাখ। অনন্তর ছোট ছোট বাটি বানাইয়া তার ভিতরে শুকনো ক্ষীর পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ছানাবড়ার

আকারে বড় বান। পরে উনানের
আগে কটাহ তুলিয়া খানিকটা ঘি ঢালিয়া
দাও। ঘি গরম হইলে উক্ত বড়াগুলন
অল্প অল্প ভাজিয়া নামাও, তারপর তিন-
সের দুধ ঘন করিয়া আগ দিয়া তাহাতে
বড়াগুলন ছাড়িয়া দাও এবং বাদাম,
পেস্তা, কিসমিস, কদখানা তেজপত্র ও চিনি

দিয়া মৃদু আগ দাও। পরে একটু কপূর্ণ
ও দুইটা এলাচের গুঁড়া দিয়া নাড়িয়া
চাড়িয়া নামাইয়া একটা পরিষ্কার পাত্রে
ঢাল। ইহা পাইতে অতি উত্তম জিনিস।
এই পায়ের রাধিয়া বুদ্ধ শিশুকে বা
তত্ত্বল্য ব্যক্তিকে খাইতে দাও।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়—দারভাঙ্গা।

বিবিধ বিবরণ।

৫৬ বৎসরে মৃত্যু।

১। ইংলণ্ডের অষ্টম হেন্ৰি—জাত
খ্রীষ্টাব্দ ১৪৫১, মৃত ১৫০৭।

২। জর্জ স্মাট ৪র্থ হেন্ৰি—জাত
১০৫০, মৃত ১১০৬।

৩। প্রবিধান প্রথম রাজা প্রথম
ফেডারিক—জাত ১৬৫৭, মৃত ১৭১৩।

৪। ইংরাজ কবি আলেকজান্ডার
পোপ—জাত ১৬৬৮, মৃত ১৭২৪।

৫। ইটালীয় কবি ডান্টে—জাত
১২৬৫, মৃত ১৩২১।

৬। ইংরাজ প্রাচ্য ভাষা-তত্ত্ববিদ জর্জ
সেল—জাত ১৬৮০, মৃত ১৭৩৬।

৭। মার্কিন রাজনীতিজ্ঞ জন হাক্ক
—জাত ১৭৩৭, মৃত ১৭৯৩।

৮। ফরাসি সাম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসা
—জাত ১৭৯১, মৃত ১৮৪৭।

৯। মিসর ও সিরিয়ার সুলতান
সালাদিন—জাত ১১৩৭, মৃত ১১৯৩।

১০। ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট
ষ্ট্রিভেনসন—জাত ১৮০৩, মৃত ১৮৫৯।

১১। ইংলণ্ডের ২য় হেন্ৰি—জাত
১১৩৩, মৃত ১১৮৯।

১২। ইংরাজ গ্রন্থকার রবার্ট চার্লস
কিংসলি—জাত ১৮১৯, মৃত ১৮৭৫।

১৩। স্পেনীয় সেনাপতি ও রাজ-
নীতিজ্ঞ জুয়ান প্রিন—জাত ১৮১৪, মৃত
১৮৭০।

১৪। রোমীয় সেনাপতি জুলিয়াস সিজর
—জাত খৃঃ পূঃ ১০০, মৃত খৃঃ পূঃ ৪৪।

১৫। রোমীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ জোঠ
প্রিনি—জাত খৃঃ ২৩, মৃত খৃঃ ৭৯।

১৬। রোম-সম্রাট ২য় ক্লাডিয়াস—
জাত ২১৪, মৃত ২৭০।

১৭। মার্কিন রাষ্ট্রবিপ্লব সেনাপতি
হেন্ৰী নগ—জাত ১৭৫০, মৃত ১৮০৬।

১৮। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট এড-
হাম লিঙ্কন—জাত ১৮০৯, মৃত ১৮৬৫।

১৯। রোমীয় সেনাপতি কনিষ্ঠ সিপিও
এমিলিয়েনাস আফ্রিকেনাস—জাত খৃঃ
পূঃ ১৮৫, মৃত খৃঃ পূঃ ১২৯।

২০। মেণ্ডিষ্ট ধর্ম-প্রবর্তক জর্জ
হোয়াইটফিল্ড—জাত ১৭১৪, মৃত ১৭৭০।

২১। জন্মণ সম্রাট ২য় ফ্রেডারিক—
জাত ১১৯৪, মৃত ১২৫০।

প্রসিদ্ধ নাসিকা ।

বৃহৎ স্ফুটিত নাসিকা মহাপুরুষের
চিহ্ন । আমাদের দেশে এক্ষণ নাসিকাকে
গণ্ডের বা শুকপক্ষীর নাগা বা তিল-
ফুলের সহিত তুলনা করা হয় । অশ্রাব্য
দেশের ইতিহাসেও এইরূপ দেখা যায় ।

১। লাইকারগাস এবং গোলোনের
নাক ৬ বুরুল লম্বা ছিল ।

২। কবি ওভিডের নাক বোতলের
মত ছিল বলিয়া তাহার ডাক-নাম
নাসো ।

৩। সিপিও নাসিকার নাম তাহার
বৃহৎ নাসিকা হইতে উৎপন্ন ।

৪। আলেকজান্ডারের বৃহৎ নাসিকা
ছিল । রিচিলিউ এবং কার্ডিনাল উলসিরও
তদ্রূপ ।

৫। প্রাচীন মেডাল বা মুদ্রায় দেখা
যায় পারস্তবাজ সাইবাস ও আর্টা জাবাক্-
সিসের নাসিকার স্থল অগ্রভাগ তাহার
বেড় স্পর্শ করিয়াছে ।

৬। অষ্টম আন্ট্রিয়োকোসের নাসিকা
শকুনীর নাসাব মত বৃহৎ ও বক্র ছিল,
এজন্য তাহাকে “গ্রাইপাস” বলিত ।

৭। ওয়াসিংটনের নাসিকা ঈগল

পক্ষীর নাসিকার স্থায় ছিল । ইহা
অতিশয় দৃঢ়তা, বৈর্য্য এবং বীরত্বের
পরিচায়ক ।

৮। মহম্মদের নাসিকা এক্ষণ বক্র
ছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অধর ও ওষ্ঠের
মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া বোধ হইত ।

৯। জুলিয়াস সিজারের নাসিকা
ঈগল পক্ষীর নাসার স্থায় ছিল ।

১০। রোমরাজ নিউমার নাসিকা
৬ বুরুল লম্বা, তাহাতে তাহার আর এক
নাম পম্পিলাস হইয়াছিল ।

১১। সেগপীয়ার, বেকন, ফ্রান্সলিন
ও ডাক্তার জনসনের নাসারক্ষু প্রশস্ত
ছিল । ইহা মনশিতা এবং গভীর চিন্তা-
শীলতার চিহ্ন ।

১২। প্রথম নেপোলিয়নের নাসিকা
যেন ছাঁচে ঢালা, বাটালি কাটা, সুন্দর-
কৃতি ও সুন্দরভাববাজক ছিল ।

১৩। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের নাসিকা
এত বড় ছিল যে, লাভেডার বাজি রাখিয়া
বলিয়াছিলেন যে, আমি ১০,০০০ লোকের
মধ্যে চক্ষে কাপড় বাধিয়া বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও
তর্জনী স্পর্শে ইহা ধরিয়া দিব ।

নূতন সংবাদ ।

১। গত নবেম্বর কলিকাতার “সম্মিলন-
গৃহের” প্রাক্ষণে এবং মফঃস্বলের প্রায়

সর্বস্থানে মহাসমারোহে মহারাজী বিক্টো-
রিয়ার ১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বরের

ঘোষণাপত্র ও দেশবাসীদিগের ঘোষণাপত্র
পঠিত হইয়াছে। শেখোক্ত পত্র এই :—

“সমগ্র দেশেব সমবেত প্রতিবাহ সবেও
গবর্ণমেন্ট যখন বঙ্গদেশকে বিভক্ত
করিলেন, তখন আমরা এই প্রতিজ্ঞা
ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ-
জনিত সকল প্রকার অপকাবেব প্রতি-
বিধানার্থ এবং জাতীয় একতা সংরক্ষণার্থ
আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিব। ঈশ্বর
আমাদের সহায় হউন।”

২। কলিকাতায় যুবরাজেব অভ্যর্থনা-
প্রণালী—যুবরাজ সঙ্গীক ও সদল ২৯এ
ডিসেম্বর প্রিন্সেপ ঘাটে নামবেন।
গবর্ণমেন্ট হাউসে রাজপুরুষগণের অভি-
নন্দন প্রদান ও যুবরাজপত্নীকে অলঙ্কার
দান। ৩০এ ঘোড়দৌড় দর্শন ও বেল-
বেড়িয়ারে ভোজ। ৩১এ সেন্টপল গির্জায়
ভজনাপূর্বক বারাকপুর গমন। ১লা
জানুয়ারি প্যাবেড, রাজভোজন ও বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে উপাধিগ্রহণ। ২রা ময়দানে
প্রকাশ্য অভ্যর্থনা। ৩রা আলোকদান ও
উত্থানভোজন। ৪ঠা রাজভোজ ও নৃত্য।
৫ই বিক্টোরিয়া স্মৃতি হল স্থাপন ও লর্ড

বিচনারেব সহিত ভোজন। ৬ই
দার্জিলিঙ যাত্রা।

৩। বোলটন সাহেব কর্মত্যাগ কবাত
মেং কে, জি, ওপু রেবিনিউ বোর্ডের
পাকা মেম্বর হইলেন।

৫। গত ১৬ই অক্টোবর বাবু পশুপতি
নাথ বসুর বাটিতে যে জাতীয় ফণ্ডের
স্থাপনা হয়, তাহাতে ৭৫ হাজারের অধিক
টাকা উঠিয়াছে।

৬। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের
উদ্যোগ হইতেছে। বাবু সুবোধচন্দ্র
মল্লিক এতদ্ব্যতীত লক্ষ টাকা দিবেন।

৭। কাকরা ভূমিকম্প সাহায্য-ফণ্ড
হইতে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।
২৫ হাজার টাকা হাতে আছে।

৮। রুসিয়ার উপব মহাবিজয় লাভের
পব জাপান সম্রাট ঘোষণা করিয়াছেন—
“আমরা দৃঢ়স্বরে উপদেশ দিতেছি,
আমাদের প্রজারা যেন বৃথা গর্গর প্রকাশের
কোনও পরিচয় না দেয় এবং আদেশ
কবিত্তেছি তাহাদের কর্তব্যকার্যে নিযুক্ত
হউক এবং যতদূর সাধ্য সাম্রাজ্যকে
বলশালী কারবার চেষ্টা করুক।”

পুস্তকাদি সমালোচনা ।

১। Aids to Newspaper Read-
ing and the Study of English—
বাবু নরেন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বারা সংগৃহীত।
ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপযোগী অনেক
পদ ও বাক্যাদি বিশেষ বস্তুপূর্বক সংগৃহীত

হইয়াছে। এতৎপাঠ ইংরাজী গৃহশিক্ষার্থী-
দিগের বিশেষ উৎকার হইতে পারে।

২। বঙ্গের যুগান্তর—মূল্য ৮/০ আনা।
বর্তমান বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন
উপলক্ষে লিখিত। কবিতাগুলি সরল

এবং দেশটিও যিতাব্যাজক। ইহাতে এক দিকে জাতীয় শোকোচ্ছ্বাস, অশ্রু দিকে উদ্দীপনা আছে।

৩। শ্রীমৎ পবনমহঃশিবনাথায়ণ স্বামীর উপদেশ—শ্রীমোহনোমোহন চট্টোপাধ্যায় কতক সংগৃহীত—দশসাবন ও আচারাদি

বিষয়ে পবনমহঃশ দেবের মত ইহাতে বিবৃত আছে। তিনি একটি সারকণা বলিয়াছেন, যুক্তি অবগমনপূর্বক বিচার কবিয়া বস্তুবা নিদ্ধারণ প্রত্যেক মানবের পক্ষে অবশ্য কৰণীয়। কিন্তু প্রাচ্যৈক্তি সূর্য-পুঞ্জাদি কি যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্পন্ন?

বামারচনা।

ভাতৃদ্বিতীয়া।*

আমরা ভগিনী আজ ভাতৃদ্বিতীয়ায়

করিব ভগ্নীর কাজ,

ভাকিব ভাতৃসমাজ,

মঙ্গল কামনা করি স্নেহ মমতায়। ১

আজ ভাতৃদ্বিতীয়ায় ধান দুপা হাতে,

সাহস সঞ্চল নিয়ে

পথে আছি দাঁড়াইয়ে,

মিশিতে এ কাণ্ডক্ষেত্রে ভাতাদেব সাপে। ২

এক বঙ্গমার পুত্র—আট কোটি ভাই,

সকলেই সন্তোদব,

একটিও নহে পব,

ভাতাদেবো সন্তোদবা আমরা সবাই। ৩

প্রবাদ এ বঙ্গভূমে অবলা স্ত্রীলোক

স্বার্থময় অন্তঃপুরে

অজ্ঞান অধার ঘোবে

পড়ে থাকে, নিয়ে আপনার হুংখ শোক। ৪

ছিছি!! এ ঘণার কথা, চল ভাতৃগণ!

সম্মুখে কর্তব্য কাণ্ড,

দেখাইব শৌর্য্য বীর্য্য,

দেখিবে এ বিশ্ববাসী অবলা কেমন। ৬

ভাতৃগণ!

দিবা নিশি শ্রম কর স্বদেশেব তবে,

(মোরা) সাধ্য মত উপকার

করিব প্রোতজ্ঞা সাব,

ধন দিয়া মন দিয়া প্রাণপণ করে। ৭

ভাতৃগণ কাণ্ডাক্ষম ভগিনীব স্নেহ,

(মোরা) বিক্রি কবে রত্ন ভূষা,

মিটাবো ভাতাব আশা,

দেশেব উন্নতি হেবি জুড়াইব বুক। ৮

সীমন্তে মিন্দুব আব বাততে বলয়,

এই বাধি আব যত,

অলঙ্কার নানা মত,

নাশিতে দেশেব হুংখ করিব বিক্রয়। ৯

আজ ভাতৃদ্বিতীয়ায় শুভ সম্মিলন

হলো ভাতা ভগিনীব,

কি সৌভাগ্য জননীর,

ভাতা ভগিনীর হলো মাথক জীবন। ১০

শ্রী অম্বুজানন্দরী দাস,

প্রভাতী রচয়িত্রী।

* "জাতীয় ধনভাণ্ডার" জন্ম ভাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বঙ্গীয় ভাতৃগণ ভগিনীদের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত।

মূল্য প্রাপ্তি ।

১৩১২ সাল ।		শ্রীমতী বসন্তম্বরী ঘোষ নাগপুর	
সম্পাদক বন্দন লাহিড়ের হাশাল	২১০০	" নন্দীবালা দেবী কলিকাতা	২১০০
যাবু হারদাস মালিক মুঙ্গের	২১০০	" রাধাকৃষ্ণরী গুহ নয়মনসিংহ	২১০০
" প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় কটক	২১০০	" হেমলতা রায় কলিকাতা	২১০০
" মতেশ্বর নাথ সেন গুপ্ত কলিকাতা	১	" জীবনমোহিনী ঘোষ ভবানীপুর	১০০
" গোবিন্দলাল দত্ত	১	" ক্ষরদাসবাসিনী কলিকাতা	১০০
" সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জনাই	২১০০	সাংকে ।	
" কালীপদ বসু ঢাকা	২১০০	বাবু মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস দিনাজপুর	৫
" কালীপদ চন্দ্রশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	২১০০	" অমরকুমার দাস হেইলাকালি	৪
" কালীপ্রসন্ন আচার্য ঘোড়াঘাট	২১০০	" নীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দকুল	৩
" রমানাথ বসু মল্লিকবপুর	১০০	" রাজবিনয়ী দাস ডাঙ্গার	২১০০
" নেপালচন্দ্র মুনসী জলপাইগুড়ি	১১/০	" কালীপদ বসু ঢাকা	২১০০
" মতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলহাবাদ	২১০০	" কালীপ্রসন্ন মিত্র রাণীগঞ্জ	২
" উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলিকাতা	২১০০	" কালীপ্রসন্ন আচার্য ঘোড়াঘাট	২১০০
" হারমোহন দত্ত	১	" অরুণচরণ মল্লিক কলিকাতা	১০০
" বৃষ্টিচন্দ্র বিশ্বাস	১০০	" জয়দেব বসু কলিকাতা	১১/০
" অতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তালি	২১০	" রমানাথ বসু মল্লিকবপুর	১০০
" ভারতপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় চুনার		" শরৎচন্দ্র দত্ত শ্রীহট্ট	৪৫০
(১৩১২)	১৫০	" কালিদাস চক্রবর্তী নটোর	২১০০
(১৩১৩)	৫০০	" বাবুদাস মল্লিক কলিকাতা	১
" ব্রজেনকিশোর রায় চৌধুরী বৈদ্যনাথ	২১০০	" বেদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বরানসী	২
ডাঃ নীরদচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ি	১/০	নন্দীবালা দেবী কলিকাতা	২১০০
" রমানাথ বাগচী শ্রীহট্ট	২১০০	ভবানীপুর	
বিবি ভাহেরণ দেহা বোদে	২১০০	" অমোদক রায় বাহাদুর দ্বিজপুর	৪
শ্রীমতী সারদামঙ্গল দত্ত লাবান	২১০০	" রায় শঙ্করনাথ বসু বাহাদুর কলিকাতা	২১০০
" রাণী মৃণালিনী কলিকাতা	১১/০	শ্রীমতী মনমুখালা সেন গুপ্ত ঢাকা	২১০০
" কামিনা রায়	১৫০	" শরৎকুমার দত্ত বাহাদুর	২
" রাণী হেমন্তকুমারী দেবী পুটিয়া	২১০০	" রাধাকৃষ্ণরী গুহ নয়মনসিংহ	২১০০
" জীবনমোহিনী ঘোষ ভবানীপুর	১	" নৈলবালা মল্লিক কলিকাতা	৩
" অম্বিকালা সেন গোবিন্দপুর	২১০০	" বৃন্দন কুমারী রায় ভবানীপুর	২১০০

“বামাবোধিনী”র কয়েকটি নিয়ম।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৪/০, অথবা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ১৮/০, না পাঠাইলে “বামাবোধিনী” পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ১০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্যালয়ে কিম্বা সরকারদপ্তরের নিকট “বামাবোধিনী”র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাঁপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অনুান এক বৎসরের জন্য প্রতিবার কভার ও সমুখের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২৪/০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১২/০। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী-কার্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্বক রিগ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লেখেন। নতুবা উত্তর না পাঠাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্বক সত্বর জানাইবেন।

৬। মফঃস্বল হইতে মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি চিট বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আন্টনিবগান লেন, কলিকাতা, টিকানার পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আন্টনিবগান লেন, কলিকাতা।
২০ কার্তিক, ১৩১২।

নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বামাবোধিনী সচিব হইল। ইহার সম্বন্ধে আর আর ব্যবস্থা পশ্চাৎ প্রকাশ।

৭ মাস গত হইয়াছে, এ বৎসরের মূল্য প্রেরণে গ্রাহকগ্রাহিকাগণ আর বিলম্ব করিবেন না।

সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়াতে যাঁহারা এককালে দিতে না পারেন, ভিঃ, পিতে, ক্রমে ক্রমে পাঠাইলে লওয়া যাইবে। আগামী মাসের পত্রিকার কাহার নামে কিঃ, পিঃ, হইবে, সত্বর লিখিলে বাধিত হইব।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আন্টনিবগান লেন, কলিকাতা।
২০ কার্তিক, ১৩১২।

নিবেদক
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ডাক্তার বি. এন. দত্ত মহোদয়ের কৃত
ডাক্তার বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত মহোদয়ের কৃত

যোয়ানাদি বটিকা

OR

Compound Ptychotis Pill

FOR

DYSPEPSIA.

অম্ল ও অজীর্ণ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ ।

ইহা নিম্নমিত ব্যবহারে অম্লঘটিত উপসর্গ যথা :—গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, বুক কন্-
কন্ করা, পেটবাথা, পেটফাঁপা, পেট কামড়ান ইত্যাদি এবং কোষ্ঠবদ্ধ,
অক্ষুধা, অরুচি, অপাক, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগের আশু-ফলদায়ক ।

স্নায়বীয় দৌৰ্ব্বল্যে বল প্রদান করিতে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে ও ভয়বাহ্য
পরিবর্তন করিতে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা ।

প্রত্যহ ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থেরই ইহা গৃহে রাখা

বিশেষ আবশ্যক ।

কয়েকটা মহোপকারী ভৈষজ্য ও উৎকৃষ্ট যোয়ান হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার
সারাংশ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সুবিধার জন্য বটিকাকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে ।
এই বহুশুভসম্পন্ন বটিকা উল্লিখিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির যে অতি আদরের জিনিস,
তাহাতে অণুগাত্র সন্দেহ নাই । ইহার শুণের পরিচয় লইতে হইলে একবার পরীক্ষাই
তাহার একমাত্র উপায় । বটিকা ব্যবহারের কোন কষ্টকর নিয়ম নাই ।

মূল্য—প্রতি কোটা (২৪ বটিকা পূর্ণ)

১০০ আনা ।

এক ডজন কোটা

ঐ

৩৬০ আনা ।

ডাঃ মঃ স্বতন্ত্র লাগে ।

স্বত্বাধিকারী—

ডাক্তার বি. এন. দত্ত এণ্ড কোং,

শিবপুর—হাবড়া ।

সোল এজেন্টস্—

মেসার্স বটকুম্ভ পাল এণ্ড কোং,

চিনাবাজার—কলিকাতা ।



ম্যালেরিয়া ও সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ ।

অদাণুবিধি সর্ববিধ জ্বররোগের

এমন আশু শাস্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই ।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত ।

মূল্য—বড় বোতল ১০, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ১ টাকা ।

ছোট বতল ৫০, ঐ ৫০/০ আনা ।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অজ্ঞাত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন ।

এডওয়ার্ডস

লিভার এণ্ড স্পিন অয়েন্টমেন্ট

অর্থাৎ

প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম ।

প্লীহা ও যকৃত নির্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদের এডওয়ার্ডস টনিক

বা স্যান্টি-ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত

মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মাশিশ করা

আবশ্যক । ঔষধ সেবনের সহিত এই মলম

মর্দন দ্বারা আশু ফল পাইবেন ।

মূল্য প্রতি কোটা ১০/০ ছয় আনা । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে ।

সোল্ এজেন্টস—বটরুঞ্চ পাল এণ্ড কোং,

কেমিকল্ এণ্ড ড্রুগিস্ট্

১ ও ১২ নং স্কফিল্ডস লেন, (চীনা বাজার), কলিকাতা ।

থাইসিস ইনহেলেসন্।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য ঔষধ।

যত্নপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যত্নপি তোমার পিত্তা কিম্বা মাতার অর-কাশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যত্নপি কখনও তোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জ্বর, হাত পা ও চক্ষু জ্বালা বোধ হয়, রাতে ঘর্ম অকুচি ও ক্রমশঃ কাতিল ভাব ও দুর্বলতা অসুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এন্স, সি, পালের থাইসিস ইনহেলেসন্ তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ ?

থাইসিস ইনহেলেসন্ থাইবার ঔষধ নয়। এই ঔষধের কেবল মাত্র আত্মাণ লইতে হয়। হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ-রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধের আত্মাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটানু সকল (জড়) ধ্বংস হইয়া যার ও কুস্কুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের “থাইসিস ইনহেলেসন্” ব্যবহার করিলে অতি মজারই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আত্মাণে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না। মূল্য ১ শিশি ৫ টাঙ্গা, প্যাকিং খরচ ৯০ আনা। ডাক-নামুদ ও ভিঃ পিঃ খরচা ৯০ আনা।

প্রশংসাপত্র।

ডাক্তার এ, এন্স, রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন :—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার “থাইসিস ইনহেলেসন্” ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইনহেলেসন্ ব্যবহার করিবার জন্ত সর্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি। পরবাহকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উতাকে এক বোতল “থাইসিস ইনহেলেসন্” দিয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার ইদাল্লী কাওয়ারাজী, এল্ এম্ এস, সার জামসেৎজীর মানিটেরিয়ার, থাণ্ডালা, বম্বে পেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন :—আপনার “থাইসিস ইনহেলেসন্” খুব উপকারী ঔষধ; সর্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমার জ্যেষ্ঠ ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা। অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে তাঁহার জন্ত এক বোতল “থাইসিস ইনহেলেসন্” পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র গাঙ্গ, এল্, এম্, এন্স,

১২ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা।

সস্তানরক্ষক।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার
দ্রব্যস্বত্বা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অঘাঘ্র অস্বাভাবিক নিবারণের
ব্যতি আশ্চর্য্য মালিস।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্তব্য ;
বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া
যায় না, সেখানে ডাঃ পালের “সস্তানরক্ষক” মালিস যে কতদূর উপকারী
তাঁহা বলা যায় না।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২০ ; প্যাকিং খরচা ১০ ; ভিঃ পিঃ খরচ ও
ডাকমাশুল ১০।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস,

১৯নং ডাক্তার্স গেন, তালতলা, কলিকাতা।

প্রশংসাপত্র।

হুগলী। ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল।

সসস্ত্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গাব সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লাল। যুগলকিশোর
প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা
জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই
মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত। উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট “মিশ্র” উপাধি-
ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক তাহাই ছিল।
আমার নিকট তাঁহার এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি
আপনার “সস্তানরক্ষক” ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আপনি
বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত
মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায়
জীবন যাপন করিতেছে। তন্নিম্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই
নামক স্থানের কয়েকজন ভক্ত গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার
করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার
ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও
তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। ইতি।

নিবেদক—শ্রীধরানন্দ মহাভারতী সন্ন্যাসী

বাধক-রুশ্চিক

অথবা

বাধক-বেদমার পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ ।

এক পুরিমা সেবনে যন্ত্রণা দূর হইবে। অনধিক তিন পুরিমা সেবনে রোগিণী আরোগ্য লাভ করিয়া সন্তানধারণক্ষম হইবেন। একটা রোগিণীর অল্প তিনটা মাত্র পুরিমা প্রয়োজন। মূল্য প্রতি পুরিমা ১/৫ আনা, ডাকমাসুল স্বতন্ত্র। বামাবোধিনী পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট ব্যবস্থাপত্র সহ প্রাপ্তব্য। ডাঃ পি, এন্, বসু।

দুরারোগ্য ধবল বা শ্বেতীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ ।

তৈল ১ গোয়া ২৮ টাকা ও চূর্ণ ১ কোটা ১০ আনা।

এই দুই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। গুণাগুণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

The Hindu Patriot :—The medicine is reported to have achieved good result. The People :—The medicine has been proved by many Doctors and Kavirajes. রঙ্গপুর দীক্ষণকাশ :—ঔষধ উহার (ধবলের) অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে কোনও দূষিত পদার্থ নাই। কৃষ্ণনগর :—অল্প দিন মাত্র ব্যবহারে গাত্রের ধবল-রং দূরীভূত হইয়া উহা স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট হয়। ফরিদপুর হিতৈষী :—এই ঔষধে এ দেশের অনেক রোগী এই ঘৃণিত ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। খুলনা হিতৈষী :—এই ঔষধে এ রোগ বিনা ক্লেশে অল্প দিনে স্বাভাবিকরূপে নির্দোষ হইয়া অতি সুন্দর ভাবে আরোগ্য হয়। আলিপুর হিতসাধক :—বর্ষে বর্ষে শত শত রোগী আরোগ্য করিয়া প্রশংসাজ্ঞ পাইতেছেন।

চিঠিপত্র গোপনে থাকে। ঔষধ পাইবার একমাত্র ঠিকানা—ম্যানেজার, বেঙ্গল টোবাক্স, ঔষধ বিভাগ, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বঙ্গে যুগান্তর ।

ইহা বর্তমান সময়োপযোগী উদ্দীপনা পূর্ণ নূতন ধরণের একখানি বহি। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও অশেনী আন্দোলন সম্বন্ধীয় কবিতা, জাতীয় সঙ্গীত ও হাত্তোদ্দীপক কথোপকথনে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক বঙ্গোপাখ্যাতী বঙ্গবাসীর ইহা পাঠ করা কর্তব্য। বঙ্গদেশী কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত। মূল্য ৯/০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তির স্থান—

১। এ. কে. রায় এণ্ড কোং। ৫৭১ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা।

২। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। সি. কে. রায় এণ্ড কোং। ৫৭১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরবল্লীকষায়

দূষিত রক্ত শোধনে

এই কষায় অধিতীয়।

সুরবল্লীকষায়ের উপাদানগুলি যেকোন অমিততেজঃসম্পন্ন মেটরূপ হিতকর।
শোণিতদোষ নিবারণ করিতে ইহা যেকোন অধিতীয়, রক্তের পারদ্ব্যুষ্টি সাধনে ইহা
মেটরূপ অপারিগমীম শক্তিসম্পন্ন।

ভ্রুঃসাধা চন্দ্রভোগ, বাতগাধি প্রভৃতি প্রাপ্তি কবিত্তে একমাত্র সুরবল্লীকষায়ই
সম্পূর্ণ সমর্থ।

দুর্বারোগা বলিয়া, চিকিৎসক-পরিতাক্ত পুরোক্ত ব্যাবিনিচয়—সুরবল্লী সেবনে
অচিরেই চিরকালের জন্য উন্মূলিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১।।০ দেড় টাকা।

ভিঃ, পিঃ, ডাকমাণ্ডলাদি ১।।০ নয় আনা।

তিন শিশির মূল্য ৩।।০ টাকা।

ভিঃ, পিঃ, ডাঃ মাঃ ৫।।০ আনা।

অমৃতাদি বটিকা।

উৎকৃষ্ট জ্বর ঔষধ।

প্লীহা, যকৃৎ ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহার অকল্প প্রভাব সকলেই স্বীকার করিয়া
থাকেন। সবিরাম না অবিরাম, নতুন না পুরাতন যে কোনরূপ জ্বরে, প্রযুক্ত হইলেই
ইহার অমোঘ শক্তি প্রকটিত হইয়া থাকে।

অমৃতাদি বটিকার বিশেষত্ব এই যে অত্যন্ত জ্বর ঔষধের জ্বার ইহার ফল
ক্ষণস্থায়ী নহে। ইহা সেবন করিলে জ্বরের পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না।

কুইনাইনে জ্বরের শান্তি হয় বটে, কিন্তু উহার পুনরাক্রমণ অবশ্যস্বাভাবী। জ্বর
শান্তির নিমিত্ত কুইনাইন পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইলে শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে; তখন
আর উহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার উপায় থাকে না। এরূপ অবস্থাতে আমাদের
অমৃতাদি বটিকা প্রকৃতই জ্বরের জ্বাৰ কাৰ্য্য করে এবং কুইনাইন বিষ হইতে
রক্ষা করিয়া রোগীকে ব্যাবিমুক্ত করে।

এক কোটার মূল্য ১।।০ এক টাকা।

ভিঃ পিঃ ডাকমাণ্ডলাদি ১।।০ তিন আনা।

তিন কোটার মূল্য ২।।০ ভিঃ পিঃ ডাকমাণ্ডলাদি ১।।০

ডাকমাঃ ১।।০ টাকা। ভিঃ পিঃ মাণ্ডলাদি ১।।০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ

২০ নং কলকাতা স্ট্রীট - কলিকাতা।

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

জগদ্বিখ্যাত ও ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

সুগন্ধে, স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জালা ও চর্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত দরপ্তম সম্পন্ন তৈল আর নাই। মানসিক পরিশ্রমকারাদিগের পক্ষে নিতান্ত বাবহাঙ্গী। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৮০, বোতল ২০; মফঃস্বলে প্যাকিং ও ডাক-মাস্তুল স্বতন্ত্র।

প্রতি শিশি মায় ডাকমাস্তুল ১০/০; বোতল ৩০/০।

ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত সেই

সুধাসিন্ধু রস।

ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে জ্বালা, পাণ্ডু, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর, পাল্লা, দিকালীন, ত্রিকালীন, ও দিবস জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর আবেগা হয়। কুইনাইন-বর্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ৮০ আনা। মফঃস্বলে মায় প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল ১ টাকা। সর্বত্রই এজেন্ট আবশ্যক। রীতিমত কমিশন দেওয়া হয়।

বাতরাজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গেটে-বাত, কোমরের বাত, চলতি বাত, ঝিনঝিনে বাত, চোরঙ্গি বাত, বাতরোগ যত বড় উৎকট হউক না কেন, এক শিশি ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

মূল্য বড় শিশি ১০, ছোট শিশি ৫ আনা, ডজন—বড় শিশি ১০০ টাকা, ছোট ৫০ টাকা, মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে প্রতি বড় শিশির প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল ১০ আনা এবং ছোট শিশি ৫ আনা।

জুবিখ্যাত ডাক্তার, কবিরাজ এবং ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট ইহাতে অসংখ্য প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং;

ডুগিষ্ট এণ্ড জেনারেল মার্কেটস্,

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

স্বর্ণের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

যাহার যেরূপ পীড়া, সহজ বা দুরারোগ্য, পীড়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই মিথুণ হইবেন না। দূষিত রক্ত, অম্লশূল, শরীরের অথবা কস্ত পদের দাহ, পুরাতন জ্বর, ও শরীর দুর্বল থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্যা ফল পাইবেন। মূল্য ১ এক মাসের যোগ্য প্রত্যেক ৫০ আনা করিয়া ১৥০; আজকাল এই সিরাপের সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তর, তন্মধ্যে এক খানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহায় তৈলঙ্গ স্বামীর প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিশারদ, ক্ষানী, বহুদর্শী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল সহস্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকল অমূল্য—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পারার দোষ (যাহা আমার কালমেলা খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষদি দ্বারা শারীরিক সর্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্দাস্ত সমূলে নির্মূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্বপ্রধান। ইহার তুল্য জগতে আর ঔষধ নাই। ১লা আশ্বিন, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্বপ্রকার জ্বরোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৫০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি দ্রুত বা অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা স্নানোন্নিবেগ ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেবা ও সুস্বাদু। আহাৰ্য্যে দুগ্ধসহ ২ বাস খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এ স্থানে অরণ্য রাখা কর্তব্য যে, যেখানে অধিক রক্তপ্রাণ ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বক্ষাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার ও পাত হয়, এমত স্থলে প্রাতে সিলায়হাদি সিরাপ ও রাত্রে আহাৰ্য্যে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বক্ষাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং গর্ভের সম্ভাবন বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীতিবৃত্ত ব্যবহার করিলে শরীরের লাভাণ্ড বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমাদের খাজাখণ্ড তুলা পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৫০। সিলাযহাদি সিরাপ মূল্য ১৬। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

ব্যানিজার—শ্রীহৃদয়নাথ রায়, হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

রাজস্ববর্গের পৃষ্ঠপোষিত
কলিকাতা আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ।

ব্রণ, মেচেতা ও ছুলির মহৌষধ

মালতীকুসুম ।

মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, মাণ্ডল ১০ আনা ।

যুবতীদিগের সৌন্দর্য্যই প্রধান । ব্রণ ও মেচেতা মুখমণ্ডল কলঙ্কিত করিয়া সেট সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে । রমণী-মুখমণ্ডল মনোমোহন করিবার জন্য আমরা বহু পরিশ্রমে মালতীকুসুম প্রস্তুত করিয়াছি । ইহার গন্ধ অতীব মনোহর ।

আপনার “মালতী কুসুম তৈল” ব্যবহার করিয়া বৃষ্ণিণাম, উহা ব্রণ ও মেচেতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুগন্ধ ।

রাণী শিবভাবিনী, আব্দুল রাজবাটী ।

কল্যাণ-দ্রুত

শ্রী-ব্যাধি দূর করিবার অমোঘ মহৌষধ ।

ইহা জরায়ু সর্ব্বদেহে বাবতীর শ্রী-রোগ, রক্ত-প্রদর, শ্বেত-প্রদর, পেটবেদনা ও তদাভ্যুৎপাদিত স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ প্রভৃতি নির্মূল আরোগ্য করিয়া পাকে । বাহারি চির-বন্ধা, তাঁহারি এই মহৌষধ প্রভাবে সন্তানের মুখ সন্দর্শনে জীবন সার্থক করিবেন ।

ইহা কামিনীকুলের স্বাস্থ্য-রক্ষার একমাত্র মহৌষধ । বাহারদের পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছে, তাঁহাদের কল্যাণ-দ্রুত সহ কামিনীকল্যাণ বটিকা সেবন নিতান্ত আবশ্যক ।

মূল্য ১ শিশি ১০ টাকা, মাণ্ডল ১০ আনা ।

কবিরাজ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যোনিধি,

২২৭ নং অপার চিংপুর রোড, শোভাবাজার,
কলিকাতা ।

বঙ্গভাষা ।

মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার স্বরেন্দ্রচন্দ্র দেব বন্দ্যো ।

“বঙ্গভাষা” স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির প্রযত্নে প্রকাশিত । ছাপায়, কাগজে ও প্রবন্ধগোরবে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ।

কাববর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীজয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যভূষণ ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি প্রণীতনামা সুপেখক-গণ “বঙ্গভাষার” নিয়মিত লেখক । নমুনা দেওয়া হয় না । বার্ষিক মূল্য ২২ । “বঙ্গভাষার” বিস্তারিত বিজ্ঞাপন শ্রাবণের বামবেোধিনী পত্রিকার মণ্যটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন ।

“বঙ্গভাষা”-কার্যাদায়ক,

আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা ।

ডিম্পেপ্সিয়া কিওর ।

অম্ল অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ ।

যাহারা বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । এক মাসের ঔষধের মূল্য ডাকমাস্তুল সমেত ১০ ।

শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন,

রাঘোপুর, গণপৎগঞ্জ পোঃ আফিম, ভাগলপুর ।

“এজেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল দত্ত, ১৩১ নং বেলিয়াঘাটা রোড, বাণিকাতা ।

স্ত্রীরোগে অশোক ।



বাদক, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, মূতবৎসাদোষ, স্বেত বা রক্তপ্রদর, রজঃকৃচ্ছ্র, পেটে বাগা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীব্যাদি ও তদানুযায়িক উপসর্গে আমাদের “এমেন্স অব্ অশোক” মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য্য করে । সুস্থ শরীরে সেবনে যৌবন অটুট থাকে । মূল্য দুই টাকা মাত্র । পত্র পীড়ার অবস্থা খুলিয়া লিখিবেন । নাম ধাম প্রকাশের ভয় নাই । গোপনে, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে পীড়ামুক্ত হইতে হইলে ইহাই সেবা ।

ইপানি, বহুমূল্য প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগের প্রশংসাপত্র সম্বলিত মূল্যতালিকার কল্প পত্র লিখিলে আমরা উহা ডাকমাস্তুল দিয়া পাঠাইয়া থাকি । একমাত্র ঠিকানা—
জে, সি, মুখার্জি এণ্ড কোং, ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, রাণাঘাট (বেঙ্গল) ।

অশ্বগন্ধাটনিক

প্রসবাস্তে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পরীক্ষিত মহৌষধ। ইহা দ্বারা অধিক
রক্তশ্রাব নিবারণ, সর্ষাপ্লেহের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুধারদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার,
শ্লেষ্মা নিবারণ, জরায়ুর বলাধান ও স্নিগ্ধা হইয়া থাকে। ইহা শারীরিক ও মানসিক
দুর্বলতার সর্বশ্রেষ্ঠ টনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। স্নায়ুশক্তি ও মস্তিষ্কের
উপর ইহার কার্য্য অতীব আশ্চর্য্যজনক। মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, মন ছু
করা, স্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, বক্রহীনতা, রক্তচাপ, অনিদ্রা, ক্ষুণ্ণামান্দ্য, বাত, যে
কোন রোগাস্তে ও প্রসবাস্তে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রদ। হিষ্টিরিয়া ও বহুমূত্র
রোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা স্তন্যশায়ে ও সকল ক্ষতহেই
বাবহার্য্য। খোশ পাঁচড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। ছাত্র, শিক্ষক, হাকিম,
ডাক্তার ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের বলাধান
করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পাঠ্যভাসের সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অতীব উপকারী।
ফলতঃ ইহা কডলিভার অএল, সালমা, ও মল্ট অপেক্ষা অধিক উপকারী।
কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, মিভিল সার্জেন, ডাঃ কে, ডি, বসু,
মিভিল সার্জেন, ডাঃ এস, এন, বসু, এল্, এম্, এস্, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়কুমার
চৌধুরী, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলভী মুজিবর রহমান, মুনসেফ বাবু অপরূপচন্দ্র ঘোষ ও
সবরেজিষ্টার বাবু তাবাপদ ঘোষ প্রভৃতি ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মূল্য :—ছোট শিশি এক টাকা, বড় শিশি দেড় টাকা, মাস্তলাদি আট আনা।

শ্বাস-ভস্ম।

ইপানি কাশির অব্যর্থ পরীক্ষিত মহৌষধ। মূল্য ছোট শিশি এক টাকা, বড়
শিশি দেড় টাকা। মাস্তলাদি ছয় আনা।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ, কে, বসু এণ্ড ব্রাদার্স,

ইম্পিৰিয়াল কেমিক্যাল ল্যাবরটরী,

৩৭ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

কনসল্টিং ফিজিচিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কবিবাহু শ্রীবোধচন্দ্র
দ্বাণিনিধি ; কেমিষ্ট—বাবু ভূপেন্দ্রকুমার বসু, এম, এ।

কেবল বঙ্গের পুরুষগণ নহেন,
বঙ্গের মহিলাসমাজ ও
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
আর তাঁহারা বিলাতী জিনিস ব্যবহার করিবেন না ।

এ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিলাতী এসেন্স, বিলাতী ম্যাকেসার তৈল,
বিলাতী মিল্ক অব রোজ এবং বিলাতী ল্যাভেণ্ডার,
অ-ডি-কলোন, ফ্লুরিডা ওয়াটার ব্যবহার
করিয়াছেন,
দেশীয় এসেন্স ও গন্ধদ্রব্যে বিলাতীই এই অভাব তাঁহারা অনায়াসেই
পূর্ণ করিতে পারিবেন । কারণ

সর্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল

কুন্তলীন

হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার এসেন্স ও গন্ধদ্রব্য আমরা নিজের
কারখানায় দেশীয় কারিকরগণের দ্বারা দেশীয় উপাদানে স্বদেশীয় মহিলা
ও পুরুষগণের জন্ত প্রস্তুত রাখিয়াছি । যেমন সুলভ তেমনই উৎকৃষ্ট ।

একবার পরীক্ষা করুন ।

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার,
৬২ নং বোদাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

বামাৰোধিনী পত্রিকা

“কন্যাধেবং পালনীয় শিচ্ছনীয়াতিয়তনঃ”

কণ্ঠ্যাক পালন কবিবেক ও যত্নেব সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। { অগ্রহায়ণ, ১৩১২। ডিসেম্বর, ১৯০৫। } ২য় ভাগ।
৫০৮ সংখ্যা। { } ৮ম কল্প।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ২২৫	১২। নূতন সংবাদ ... ২৫০
২। মহিষাশুর মর্হাবলী ... ২২৬	১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা .. ২৫১
৩। আদর্শ দাম্পত্য জীবন ... ২৩০	১৪। বামাধিনী—
৪। প্রবচন সংগ্রহ ... ২৩৩	বঙ্গের উদ্দিনে (আজি) জাগরণ
৫। স্নেহোপহাৰ (পঞ্চ) ... ২৩৭	ভগিনীগণ ... ২৫২
৬। সাধুবাক্য ... ২৩৯	বার্থী বন্ধন ... ২৫৩
৭। হিন্দু মুসলমান-সম্মিলন ... ২৪১	ভ্রাতৃপূজা তিথি ... ২৫৪
৮। বিবিধ তত্ত্ব ... ২৪৩	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ... ২৫৫
৯। পাঞ্জাবিন (সচিত্র) ... ২৪৫	১৫। লর্ড মিণ্টোর অভ্যর্থনা
১০। গৃহকর্ম ... ২৪৭	(সচিত্র) ... ২৫৭
১১। অর্থ-নীতি ... ২৪৮	১৬। English ... ২৫৯

কলিকাতা।

৬নং কলেক্টর ট্রাট বাউলেন, ইন্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত কর্তৃক ৯নং আটনিবাগান লেন
বহতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫/০, অগ্রিম বাৎসরিক ১১/০, পশ্চাদ্দের বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

আয়ুর্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন ।

অন্নপিত্ত, শূল, অন্নর্ধ, অগ্নিমান্দ্য, অকট, গ্রহণী ও পাত্তকণ্ঠ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার রোগের মতোদধ ।

অন্নপিত্ত শূল বোগীকান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর বসায়ন সেবন করুন, সেবনের পরক্ষণে অন্নপিত্তের পূর্ণত্বনা, নাড়ি চাপি পার্শ্বে অকটনবৎ দাঁকন বেদনা, বমন, চোঁষা চেঁচু, পেঁফো, পেট ও বুক ব্যথা, মুখ দিবা জল উঠা, পেট ঠাণ মাঝিষা থাকে ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্র উপশমিত হইবে ।

গাঁচাবের আচাবেতে ভুক্ত্রা বমন দ্বারা উঠিয়া যায় তাহার ২ দাগ খাউশেই ইহাব বনে উপকারিতা উপার্জন করিবেন । কোষ্ঠাক থাকিলে মাস মন নির্বাহ হইবে, অন্নজনিত জ্বরে যথা বুদ্ধ ভুক্ত্রা বনা বদ্ধ ভুক্ত্রা নিবারণ হইবে ।

অগ্নিমান্দ্য বা অকট থাকিলে সেবন করুন জ্বরগ্রস্ত অজীর্ণ হইবে, সকল প্রবোই রুচি হইবে ভুক্ত্রা নহজে পানপাক হইবে ।

গ্রহণবোগে গাংহাব করুন যাবাব মনগ্রাণ, আনন্দ মন, উন্নত কল্পনবৎ বেদনা আ নিবাহিত হইবে । আয়ুর্বেদোক্ত বসায়ন উপর বলিয়া ইচ্ছা সকল বোগেই হিত কর ।

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউস এক শিশি সোমেশ্বর । নামনের মূল্য ২৮, বাস্তব ১০ আন

শ্বাসারি ।

(ইপানি কাশিন ইহাই মহোদধ ।)

“শ্বাসারি” সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাক্ষে উঠিয়া যায়বে । শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূবে যাই গলাব ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না । কাশিতে কাশিতে শ্বাস শুভাগত থায হইবে না ।

৪ দাগ “শ্বাসারি” সেবনে ইপানির টান বন্ধ হইবে, পূর্ণ পিঠ লাটিব বনা বা ব্যথা, পেটকাঁ বা মুঁহুত ভাব অপনোত হইবে ।

শিশু ও বালক বানিরাপিগে জ্বরকাশি, বুড়ী কাশি, বারিতে গলা সাই সাই বা ঘড় ঘ কর, বুক বসা অকট বোগ দুই দিনে কমিবে ।

কাশরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ । যে সকল বোগীর শ্বাস কাশি নিবৃত্ত বর্তমান আ বিশেষতঃ বারির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি, অবিরত কাশিতে হব ও গয়েব উঠে, অথচ ইপানির ঋকে, তাহার ৩ এই “শ্বাসারি” সেবন করুন, সম্বাহ মধো হুহুতা শান্ত করিবেন ।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি “শ্বাসারি”র মূল্য ১০ টাকা, ডাকমণ্ডল ১০ আনা, মোট ২০ গড়ে ।

কবিবরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ

৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার

কলিকাতা ।

বটকৃষ্ণ পালের



ম্যালেরিয়া ও সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ ।

অদ্যাবধি সর্ববিধ জ্বরবোগের

এমন আশু শাস্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় মাই ।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত ।

মূল্য—বড় বোতল ১০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১ টাকা

ছোট বতল ৫০, ঐ ৫০/০ আনা ।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মানুসারে সম্বন্ধীয় অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন ।

এডওয়ার্ডস

লিভার এণ্ড স্পিন অয়েন্টমেন্ট

অর্থাৎ

প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম ।

প্লীহা ও যকৃত নিদ্রোষ আরাম করিতে হইলে আমাদের এডওয়ার্ডস টনিক

বা এ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক সেপেরেব সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত

মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মার্শন করা

অগ্রান্তক । ঔষধ সেপেরেব সহিত এই মলম

মর্দন দ্বারা আশু ফল পাইবেন ।

মূল্য প্রতি কোটা ১০/০ ছয় আনা । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে ।

সোল্ এজেন্টস্—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,

কেমিস্টস্ এণ্ড ড্রাগিস্টস্

৭ ৬ ১২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি ।

অন্ত বাজে দোকানের লব্ধ কেমিকেল স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্বে আমাদিগের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রসংগিত আসল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে; অনুরোধ করি। পত্র গিথিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় ত্রব্যের এবং গহনার লচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমাদিগের গহনা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইরাছি। সভা, মিথ্যা বোকানে আসিয়া দেখিতে পাবেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং।

চিত্রদর্শনকোপ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র ।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখিতে পারিবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য ভুতবেন, যেন সজীব—মহুবা, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন; লুক ম্যাগ্নিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটির মূল্য ৪৮ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১৯০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৮০ হিঃ পাড়বে। যেক্রমে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিংপুং বোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে ।



ইতিপূর্বে যে ১ নং বন্দুক ৮৩ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৬৮ টাকা মূল্যে দিতেছি, শাস্ত্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুনিমে পাস করিতে হয় না, কাবণ বাক্স লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটো, ছোট বড় লব্ধ এবং সর্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মাস্তুলকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায়। ডাকবৎ দক্ষ ১৮ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে তিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িয়ার নিয়মাবলী ও ১ কোটা ছরয়া গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ১/০ আনা হিঃ পক্ষে। পি, দি, হাণ্ড; ৩৪৪ নং অপার চিংপুং বোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

থাইসিস্ ইন্হেলেসন্।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।

যত্নপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যত্নপি তোমার পিতা কিম্বা মাতার অর-কাশে মূহূ হইয়া থাকে, যত্নপি কখনও তোমার বক্তৃ উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হঠাৎ তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে অর, হাত পা ও চক্ষু মালা গোথ হয়, রাত্রে বর্ষ অক্টি ও ক্রমশঃ কাহিল ভাব ও দুর্গন্ধতা অনুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এস্, সি, পালের থাইসিস্ ইন্হেলেসন্ তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ ?

থাইসিস ইন্হেলেসন্ থাইবার ঔষধ নয়। এই ঔষধের কেবল মাত্র আত্মাণ লইতে হয়। হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধের আত্মাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটানু সকল (জড়) ধ্বংস হইয়া যায় ও ফুস্ফুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” ব্যবহার করিলে অতি সত্ত্বরই রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করে। অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আত্মাণে পাঁড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না। মূল্য ১ শিশি ৫ টাকা, প্যাকিং খরচ ৬০ আনা। ডাক-মাশুল ও ভিঃ পিঃ খরচা ৬০ আনা।

প্রশংসাপত্র।

ডাক্তার এ, এন্, রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন :—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইন্হেলেসন্ ব্যবহার করিবাব অন্ত সন্দেহাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি। পরবাহকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” দিয়া বাবিত করিবেন।

ডাক্তার ইদালজী কাওয়াসজী, এল্ এম্ এস, সার জামসেৎজীর মানিটেরিয়াম, খাণ্ডালী, বম্বে পেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন :—আপনার “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” খুব উপকারী ঔষধ ; সন্দেহাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমার জ্বর ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা। অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে তাঁহার অন্ত এক বোতল “থাইসিস্ ইন্হেলেসন্” পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্. এম, এস,

১৯ নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

সন্তানরক্ষক ।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অশ্রান্ত অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য্য মালিস ।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্তব্য ; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের “সন্তানরক্ষক” মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না ।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৯ ; প্যাকিং খরচা ১০ ; ভিঃ পিঃ খরচা ও ডাকমাশুল ১০ ।
ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্,
১৯নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা ।

প্রশংসাপত্র ।

হুগলী । ৭ই পৌষ ১৩১১ সাল ।

সমস্ত্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লালু যুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু । তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত । উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট “মিশ্র” উপাধি-ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক তাহাই ছিল । আমার নিকট তাঁহার এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার “সন্তানরক্ষক” ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম । আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছেন । এতদ্ব্যতীত সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই । উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম । ইতি ।

নিবেদক—শ্রীধরানন্দ মহাভারতী সন্ন্যাসী ।

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত -

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

জগদ্বিখ্যাত ও ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল ।

হৃগ্ধে, শিষ্ণুকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। মানসিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে নিত্যা ব্যবহার্য। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৮০, বোতল ২৫; মফঃস্বলে প্যাকিং ও ডাক-মাণ্ডুল স্বতন্ত্র।

প্রতি শিশি মায় ডাকমাণ্ডুল ১৮/০; বোতল ৩৮/০।

ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত সেই

সুধাসিন্ধু রস ।

ইহা নিয়মিতরূপ সেবনে জ্বাৰা, পাণ্ডু, প্রীহা ও যক্ষ্ম-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর, পালা, দিকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। কুইনাইন-বর্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ৮০ আনা। মফঃস্বলে মায় প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডুল ১৫ টাকা। সর্বত্রই এজেন্ট আবশ্যিক। রীতিমত কমিশন দেওয়া হয়।

বাতরাজ তৈল ।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গের্টে-বাত, কোমরের বাত, চলতি বাত, ঝিগঝিগে বাত, চোরঙ্গ বাত, বাতরোগ বত বড় উৎকট হউক না কেন, এক শিশি ব্যবহারে নশিষ্ণু আরোগ্য হইবে।

মূল্য বড় শিশি ১৫, ছোট শিশি ৮০ আনা, ডজন—বড় শিশি ১০৮০ টাকা, ছোট ৫১০ টাকা, মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে প্রতি বড় শিশির প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডুল ৮০ আনা এবং ছোট শিশি ৮০ আনা।

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার, কবিরাজ এবং ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট হইতে অসংখ্য প্রশংসাশ্রিত প্রাপ্ত হইয়াছি।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং,

ডুগিষ্টন্স এণ্ড জেনারেল মার্চেন্ট্‌স্,

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

বঙ্গভাষা ।

মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার হুৰেন্দ্রচন্দ্র দেব বৰ্ম্মা ।

“বঙ্গভাষা” স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির প্রযত্নে প্রকাশিত । ছাপার, কাগজের ও প্রবন্ধগোরূপে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ।

কবিবর শ্রীবীজনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীমতীশ চন্দ্র বিশ্বাসভূষণ ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পণ্ডিতনামা সুলেখক-গণ “বঙ্গভাষার” নিয়মিত লেখক । নমুনা দেওয়া হয় না । বার্ষিক মূল্য ২২ । “বঙ্গভাষার” বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রাবণের বামাবোধিনী পত্রিকার মণ্ডাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন ।

“বঙ্গভাষা”—কার্যাদাঙ্ক,

আগকৃতগা, স্বাধীন ত্রিপুরা ।

ডিম্পেপ্সিয়া কিওর ।

অল্প অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ ।

ঐহারা বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । এক মাসের ঔষধের মূল্য ডাকমাগুল সমেত ১০ ।

শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন,

রাঘোপুর, গগণবগল্ল পোঃ আফিস, ভাগলপুর ।

এজেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল দত্ত, ১৩১ নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা ।

স্ত্রীরোগে অশোক ।

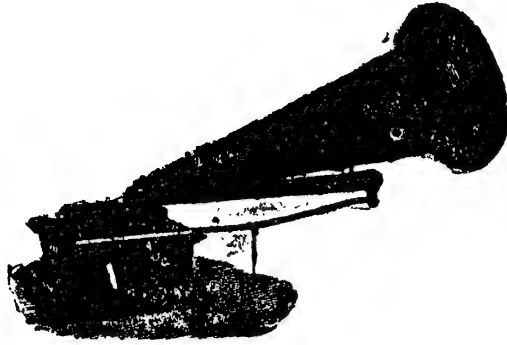


বাধক, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, মৃতবৎসাদোষ, শ্বেত বা রক্তপ্রদর, রক্তকৃচ্ছ, পেটে বাপা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীবাধি ও তদাধুষ্টিক উপসর্গে আমাদের “এসেকা অব্ অশোক” মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য্য করে । স্ত্রী শরীরে সেবনে যৌবন অটুট থাকে । মূল্য দুই টাকা মাত্র । পত্র পীড়ার অবস্থা খুলিয়া লিখিবেন । নাম ধাম প্রকাশের ভয় নাই । গোপনে, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে পীড়ামুক্ত হইতে হইলে ইহাই দেখা ।

ইপানি, বহুমন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগের প্রাশংসাপত্র সম্বলিত মূল্যতালিকার অল্প পত্র লিখিলে আমরা উহা ডাকমাগুল দিয়া পাঠাইয়া থাকি । একমাত্র ঠিকানা—
জে, সি, মুখার্জি এন্ড কোং, ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, রাণাঘাট (বেঙ্গল) ।

দোয়ার্কিন এণ্ড সনের

গ্রামোফোন বাগান গাহিবার কল।



মা

গ্রামোফোন চালাইতে যে কোন প্রকার কল-বোশ-জান আবশ্যক করে, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। স্বীলোক বা বাগল মানেই অনায়াসে এই যন্ত্র চালাইতে পারিবে। কল-বাগল-ঘড়ীর জায় চাৰি দিলেই 'গ্রামোফোন' আপনি গান গায়—অবিকল মুখের মত। অনেক দূর হইতেও গানের কথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

'গ্রামোফোন' যে কত গান গাহিতে পারে, তাহার সীমা নাই। বাজনা, হিন্দী, ইংরাজি গান, বাঙালী বাজনা, কনসার্টের গান, থিয়েটারের অভিনয় ইত্যাদি গ্রামোফোনে সব শুনিতে পাইবেন। আমাদের নিকট কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্বীলোক বা পুরুষ গায়কদিগের গান, থিয়েটারের গান বাজনা ইত্যাদি অনেক মজুত আছে; ও তৈয়ারী হইতেছে। আপনি একটি গ্রামোফোন ক্রয় করিলে ইচ্ছামত যে কোন গায়কের গান বিনা খরচে ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইবেন।

গ্রামোফোন যন্ত্র ব্যবহারের খরচ হইতে পারে একটুকুট নাই। যদি কোন অংশ অদাবধানতা বশতঃ কোন কালে ভাঙা যায়, সেই অংশ বদলাইরা দিলেই আবার ঠিক নুতনের মত হইবে।

গ্রামোফোনের দাম খুব কম। স্বীগ্রামোফোন হইতে অনেক নিকট যন্ত্র অনেক বেশী দামে এখনও বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু বাহারা গ্রামোফোন শুনিয়াছেন, তাহারা অল্প কোন যন্ত্র গ্রহণ করেন না।

দাম

৩নং ৪৭০ ; ৫নং ৭২০ ; ৬নং ৮২০ ; ৭নং ৯৭০। মনর্ক গ্রামোফোন ১১২০ ; ১৫০ ; ১৮৭০।

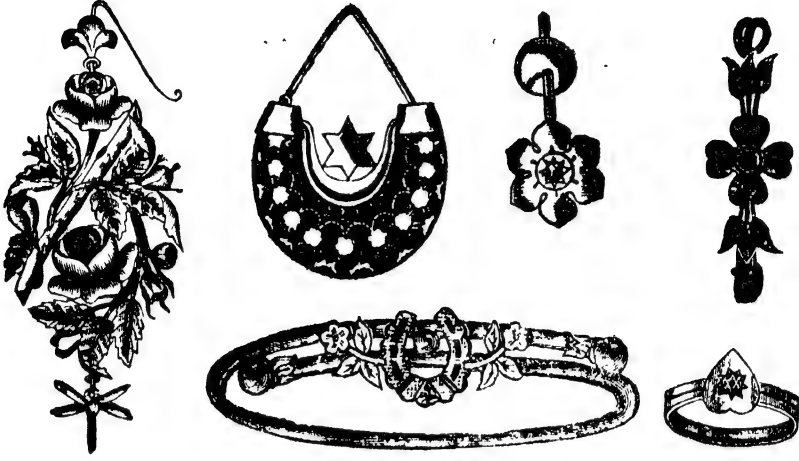
গানের দাম স্বতন্ত্র। ছোট সাইজ ১৫০। বড় সাইজ ৩৫০। গানের তালিকা চিঠি লিখিলে পাঠান হয়।

DWARKIN & SON,

The Paris Musical Depot, 267 Bowbazar Street, Calcutta.

কেবল ভদ্র মহিলাদিগের জন্য ।

ভদ্র স্ত্রীলোকের শুশ্রূষাধানে সোণা রূপা ও জহরতাদির দোকান :



অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা আপন আপন পছন্দ ও ক্রটি মত আপনাদের সাধের বস্ত্র অলঙ্কারাদি সচক্ষে দেখিয়া ক্রয় করিতে পারেন, কলিকাতা নগরীতে কি দেশী কি বিদেশী কোন দোকানে এরূপ সুবাবস্থা নাই। অনেক দিন হইতে এই অভাব দূর করিবার জন্ত আমরা চেষ্টা করিতেছি। বিধাতার কৃপায় আমাদের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। এই কার্তিক হইতে আমাদের দোকানবাটীর দ্বিতল গৃহে প্রতিদিন বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মহিলাদিগের জন্ত দোকান খোলা থাকিবে। যাহাতে বঙ্গকুলবধূণের লজ্জা ও সম্মান রক্ষার কোন ক্রটি না হয়, তাঁহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মহিলাদিগকে সাদরে গাড়ী হইতে উদ্ধৃত গৃহে লটয়া যাইবার জন্ত একজন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। যে মহিলার উপর উক্ত দোকানের ভার আছে, তিনি আগ্রহ ও যত্নসহকারে জিনিষ দেখাইবেন, বিক্রয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে অর্ডারও লইবেন। সাধামত সোণা রূপার, জড়োয়া অলঙ্কার ও নানাবিধ ঘড়ি এবং উপহার দিবার উপযোগী বিবিধ জিনিষ দোকান সজ্জিত করা হইয়াছে। বঙ্গললনাগণ একবার পরীক্ষা করুন।

যোষ এণ্ড সন্স,

সোণা রূপার অলঙ্কার, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

৭৪ নং বেরিংসন রোড, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 508.

December, 1905.

BAMABODHINI PATRICA.

“कन्याधैवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः”

কন্যাকে পালন করিবেন ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেন ।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রাবর্তিত ও সম্পাদিত ।

৪৩ বর্ষ । { অগ্রহায়ণ, ১৩১২ । ডিসেম্বর, ১৯০৫ । } ২য় ভাগ ।
৫০৮ সংখ্যা । { } ৮ম কল্প ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি—ভারতের নূতন রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টো মঙ্গীক ৭ সদল গত ১৭ই নবেম্বর বোম্বাই পৌঁছিয়া ২২এ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমবা সম্মান তাঁহার অভিনন্দন করিতেছি এবং শাস্ত্রচীন ভাবে শাস্ত্র স্থাপনার্থ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

যুবরাজ দম্পতী—বোম্বাইয়ে রাজ-ভক্তিসহ অত্যন্ত ও পুজিত হইয়া ইন্দোব, জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য ভ্রমণ করিতেছেন। যুবরাজপত্নীকে বোম্বাইয়ের পাবনী, হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণ স্ব স্ব জাতীয় প্রথাভূসারে বরণ করিয়াছেন।

নরওয়ার রাজা—৭৬দিন নরওয়ারে সুইডেনের সহিত যুক্ত ছিল, এখন স্বতন্ত্র হইয়া দেমার্করাজের পোল প্রিন্স চার্লসকে

৭ম হেকন উপাদি দিয়া রাজা করিয়াছে।

জাপান প্রভাগত বঙ্গযুবা—আমাদের প্রথম মেম্বার্সদ শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথের জাপানে ২১ ১২মব অবস্থিতি-পুষ্পক চিনা বাসন প্রস্তুতি প্রভৃতি শিরে শিক্ষা করিয়া গত ২৩এ নবেম্বর ধরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও অনেক আশা করা। তাঁহার স্বতন্ত্র্যের মেম্বারগণের স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

কন্যাশ্রম—লর্ডমিণ্টোব এলিন, রুবী ও বাবলেট ইংলন্ড নামী ৩ বচ্ছা পিতা মাতার সহিত আসিয়াছেন।

ভিত্তিস্থাপন—যুবরাজ বিক্টোরিয়া স্মৃতি মন্দির ছাড়া বাঙ্গালোব টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও লক্ষ্মী মেডিকেল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

জাতীয় ফণ্ড—বাংলাদেশ পশুপাতিনাথ বন্য
বাহাদুরের বাটতে যে জাতীয় ভাণ্ডার
স্থাপিত হয়, তাহাতে প্রায় একলক্ষ টাকা
জমিয়াছে।

দান—কাশ্মীরাজ লক্ষ্মী মেডিকেল
কলেজের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান
করিয়াছেন।

দেশহিতৈষিনী মহিলা—কুমারী শ্রী
মোবাক্কী আমেরিকার কানাডা বাজো
গিয়া গুনাব শিক্ষা প্রচালনের সংক্ষেপে বক্তৃতা
করিয়াছেন।

ভূমিকম্প—গত ১২ই নবেম্বর বেঙ্গলে
ভূমিকম্প হইয়াছে, লাহোরে ও সিমলাতেও
ভূমিকম্প হইয়াছে।

অন্ধের জীবিকা—জাপানে অন্ধসংখ্যা
৫০,০০০, তহানিগের চৌকি আনা পরিমাণ
বার্তাবাহের কার্য্য কবে।

সিবিল সার্জন—শ্রীহট্টাসী গুণসদয়

দত্ত গুণ বৎসব সিবিল সার্জিন্স পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হন, এ বৎসর শেষ পরীক্ষার প্রথম
স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বন্দেমাতবং—স্বদেশী আন্দোলনের
মূলমন্ত্র রূপে ইহা সমুদায় বঙ্গদেশে ও বঙ্গ-
সমাজে কীৰ্ত্তিত হইতেছে। ইহাব আশ্চর্য্য
শক্তিতে বাঙ্গালীরা উৎসাহিত ও এক-
প্রাণ হইতেছেন। আসাম ও পূর্ববঙ্গের
ছোটলাট মাননীয় ফুলারের ইহা অসহ্য।
ভাবত গবর্ণমেন্ট বরাবর দেশজাত দ্রব্যের
প্রতিপোষক, বঙ্গের ছোটলাট ফ্রেজারও
আপনাকে ইহাব সপক্ষ বলিয়া পরিচয়
দিয়াছেন। কিন্তু নব ছোটলাটের বিবে-
চনায় ‘বন্দেমাতবং’ ও স্বদেশী আন্দোলন
বিদ্রোহাত্মক এবং এ জন্য তাহার
শাসনাবলী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ তিরস্কৃত,
অবমানিত ও দাণ্ডিত হইতেছেন। বঙ্গ-
বিভাগেব এই এক প্রথম কুফল!!

মহিষাদলের মহারাণী।

প্রথম প্রস্তাব।

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে
দেখা যায়, অনেক দেশে অনেক সময়ে
বুদ্ধিমত্তা রমণীগণ প্রকাণ্ড জমিদারী ও
অবিভক্ত রাজ্যসমূহ সূচাকরূপে শাসন
করিয়া গিয়াছেন। ইহাব দৃষ্টান্ত একটী
বা দুইটী নহে, শত শত প্রামাণিক
ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা যথার্থ
প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। হিন্দু
জাতির প্রাচীন ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্ত

বিবল নহে। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রাঙ্-
সাবে স্ত্রীজাতিতে গুরুতর কন্যভার
অর্পণ কার্য্যাবিধি নাই, তথাপি উভয়
জাতিতেই ইতিহাসে শত শত “রমণী-
রাণী” রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে।
বর্তমান ভারতেও ইহা অপ্রচুর নহে।
ইন্দোরের অহল্যা বাই, নাটোরের রাণী
ভবানী, কাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাই, পঞ্জাবের
কিন্দনকুমারী, ভোপালের বেগমগণ,
বরোদার যমুনা বাই, মাজাজের আপ্পা

আইয়ান, কাশিমবাজারের সর্গময়ী, পুটিয়াব শবৎসুন্দরী ও ভুবনময়ী প্রভৃতি ত্রিভাশালিনী বমণীগণ বিস্তৃত রাজ্য ও জমিদারী শাসন করিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুর জিলা কর্তৃক মহিষাদলের রাজ্য ও রাণীগণ আত্মপ্রাচীন ও পানিক বংশ হইতে সমুদ্ভূত ম'বাদলের রাজবংশ অত্যন্ত সম্রাট ও অতীব বরণীয়। এই বংশের কয়েক জন বাণী আত্ম আশ্চর্য্য প্রাতিভা, কস্মদক্ষতা, ধর্মপরায়ণতা এবং পরাক্রমেব সহিত গুণগণ রাজকাগ্য পরিচালন করিয়া সমরসাধনের মধ্যে বিশিষ্ট সূত্রে অভিজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন। বামাবোধিনীতে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। অদ্যকার প্রস্তাবে মহাবাণী জানকী দেবীর বিবরণ লিখিলাম।

মহারাণী জানকী দেবী মহিষাদলের নরপতি আনন্দলাল উপাধায় মহোদয়ের সহধর্ম্মিনী। বাঙ্গালা ১১৭৭ সালে (খ্রীষ্টীয় ১৭৭০ অব্দে) জানকী দেবী তাঁহার পতিব মৃত্যুর পরে সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তখন বঙ্গদেশে টিপুয়া কোম্পানীর সহিত মুর্শিদাবাদের মুসলমান নবাবদিগের বঙ্গশমন লইয়া ঘোরতর বাদজুবাদ চলিতেছিল। নিবপেক্ষ ভাবে বলিতে হইলে তখন বাঙ্গালায় অশান্তি অব্যাজকতা ও ঘোব আত্মকলহ উপস্থিত ছিল। এইরূপ ঘোবতর অশান্তির সময় বিস্তৃত রাজ্য শাসন করা কিরূপ গুরুতব ব্যাপার, তাহা পাঠক ও পাঠিকার

মহাজই বৃত্তিতে পারেন। কিন্তু মহারাণী জানকী দেবী তাঁহার অসাধারণ দীর্ঘজীৱন সহায়তায় এক দিনের জন্তও পদস্থলিত হন নাই। তিনি এমন সুকঠিন রাজকাগ্য ব্যাপৃত্য পারিকর্য্য পূজা, অর্চনা, শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ, দেবসেবা, অতিথিসংস্কার এবং বিধবার ত্রুক্ষণ্য পদ্ধতি অনুষ্ঠান যথাবিধি পালন করিয়া গিয়াছেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিয়মমতে মহারাণী মহাদেয়া বহুসংখ্যক লাক্ষণ, মাধু অতিথি, পণ্ডিত, অধ্যাপক, বিদ্যাগী এবং দরিদ্র পুরুষ ও বমণীকে প্রচুর মুদা, বস্ত্র ও আহার্য্য দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। লাক্ষণদিগকে ভূমি দান করিতেও তিনি বিম্বহা হন নাই। এই সময় টিপুজ গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস একজন কবসংগ্ৰাহক (কলেক্টর) প্রেরণ করিয়া মহিষাদলের মহাবাণীর নিকট কর প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার জমিদারীর আয়কর দাবী করিয়া দিতে চান। বুদ্ধিমতী জানকী দেবী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজকাগ্য পূর্ণমত পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস স্বীয় অতীত সাধনে অক্ষম হইয়া মহারাণীকে রাজস্ব দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। জানকী দেবী এই বিষয় বাগবুদ্ধি মর্গোবের জয়যাত্রা করিয়া বাঙ্গালা ১১৮৫ সালে “গোপালজী” বিজ্ঞান স্থাপন এবং এই মূর্ত্তির মূলাবান নবরত্ন

মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। ঐ মন্দির এখনও বর্তমান। মন্দিরের গাত্রে প্রস্তর-লিপি এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে—

“শুভমস্তু ১৭০০শকে

শ্রীমদানন্দলালশ্র পত্নী

শ্রীজানকীয়া স্বন্দ্র ত্রয়োবিংশ

সনে দশেষু নবরত্ন দদে

সপ্তদশ শকে গোপাল রায়

তৎগঠিত শ্রীপাচু সেনা মিশ্রিয়ে ॥

১১৮৫ সাল ॥”

অল্পকাল মধ্যে মহারাণী মহাশয়া দেউল-পোতা গ্রামে গোপীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই মন্দির প্রতিষ্ঠা দ্বারা, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, বিদ্বান্ধী ও কান্ধালীর অল্প সংস্থান হইয়াছিল। অতিথিদিগের পক্ষে ইহা আশ্রয় ও আশ্রম স্বরূপ পরিগণিত ছিল। অনন্তর জানকী দেবী কৃষিকার্য্যে মনোবোগ প্রদান করিয়া এবং বহু স্থানের পতিত জমিতে চাষ করাইয়া শস্যের প্রচুরতা সম্পাদন করেন। স্থানে স্থানে শস্য-ভাণ্ডার নির্মাণ করিয়া শস্যের মূল্য স্থলভ, প্রাপ্তির সুবিধা ও দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করিবার সহজ উপায় বিধান করেন। ১১৯৫ সালে রামবাগ নামক স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরের নিকটেও কতকগুলি প্রকাণ্ড শস্য-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে কল্লণাময় দাস ও গৌরান্দ্র চন্দ্র দাস এই দুই সুবোগ্য ব্যক্তি জানকী

দেবীর মন্ত্রী ছিলেন। এই দুই মন্ত্রী বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায়, মহারাণীর পোষ্য পুত্র কুমার মতিলাল উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রাজবংশের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাণী মহোদয়া তাঁহার পুত্রের শিক্ষা ও দীক্ষা সম্বন্ধে যথোচিত অর্থব্যয় ও যত্ন স্বীকার করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি যে কেবল নিজের পোষ্যপুত্রের শিক্ষার জন্ত অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা নহে, পরন্তু তৎকালীন গ্রামাপাঠশালার ছাত্রবর্গের ও চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত বিদ্বান্ধীদিগের সাহায্যার্থে ও চাউল, বস্ত্র, রোপা মুদ্রা পাঠাইয়া দিতেন। জানকী দেবী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। দেবনাগরী অক্ষরে তাঁহার হস্তের স্বাক্ষর এখনও অনেক পুরাতন কাগজ পত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উপরে যে রামবাগের মন্দিরের কথা উল্লিখিত হইল, তাহার গাত্রস্থ খোদিত লিপি এইরূপ—

“শুভমস্তু ১৭১০ সতর শ দশ দিক অষি

চন্দ্র সখোভু শকে ভূমুতবাসরে

অশ্র বংশে ঘটসামাক্ষ্যা বেদী ভূমাস্তা

তিথো তথা। ভূমিপানন্দলালশ্র পত্নী

শ্রীজানকী মুদাদদৌ শ্রীরামচন্দ্রায়

মন্দিরক্ষেদমুদ্রমং । (১১৯৫)”

মহারাণী মহোদয়া বৃন্দাবনধামে ১২০৬ সালে ৮ জানকীরমণের যে মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার গাত্রস্থ লিপি এইরূপ—

১। শ্রীশ্রীমং বৃন্দাবন কুঞ্জমন্দির

শ্রীশ্রীজানকীরমণস্থাপিত

শ্রীমত্যা রাণী জানকী দেবীতু পত্যা

পরগণে মহিষাদল তৎকর্মকর্তা

বদরী নাথ দাস মহন্ত । সন

বাজালা ১২০৬ সাল ।

২। শ্রীমৎ বৃন্দাবনে রাজ্যা জানক্যা

কৃষ্ণপ্ৰীতয়ে । জানকীরমণস্থ

অস্থ মন্দিরং কারিতং দৃঢ়ম্ ।

রস বারগাষ্ট চক্রে অশ্বে ভূতেনাজীন্দ্রকে
শকে মল্লৌ চ দিতে স পুত্রা

তৎ অম্লরূপং প্রাপ্তিষ্ঠিতং । সংবৎ ১৮৫৬।

দ্বিতীয় শ্লোকটি দেবনাগরাক্ষরে এবং
প্রথম শ্লোকটি বাঙ্গালাক্ষরে খোদিত ।

নন্দীগ্রামের মন্দির-গাতন্ত্র খোদিত
লিপি নিম্নে দেওয়া গেল । বাঙ্গালা ১২১০
সালে ধর্মপ্রাণা মহাবানী জানকী দেবী
এই মন্দির নির্মাণ করিয়া “জানকীনাথ”
নাম দিয়াছিলেন । তাঁহার প্রতিষ্ঠিত
সমুদয় দেবমন্দিরে দরিদ্রদিগের অন্ন-
সংস্থানের উপায় ছিল ।

“শকে পঞ্চমুয়েষি চক্রে শিতাহে

ক্রিয়ে পঞ্চবিংশে বটপূর্ণমাস্তাং ।

নৃপানন্দলালস্ত রাজ্ঞী তু রাজ্ঞী

দদৌ জানকী জানকীনাথকায়াম্ ।

শক ১৭২৫, সাল ১২১০ ॥”

কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে, রাজ্ঞী
মহোদয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পরলোক-
গত পতি মহাশয় যে সকল জমিদারকে

টাকা কর্জ দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের
অধিকাংশ লোক টাকা শোধ দিতে
অস্বীকৃত । এজন্য অনেক জমিদারের
সহিত রাজ্ঞীর বিবাদ উপস্থিত হয় ।
ময়না পরগণার রাজা ব্রজানন্দ বাহুবলেক্স
অতিশয় পরাক্রমী ও প্রতাপশালী লোক
ছিলেন । তিনি অনেক টাকা স্বর্ণ
গ্রহণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া দিন
কাটাইতেন । রাণী মহাশয়া তাঁহার নামে
ডিক্রীজারি করিয়া ১৯,৯৮২ টাকা আদায়
করেন । এমন হৃদ্যস্ত্র খাতকের নিকট
হইতে টাকা আদায় করা প্রবল-পরাক্রান্ত
পুরুষের পক্ষেও সুকঠিন, কিন্তু রাণী
মহাশয়া নিজবুদ্ধিবলে অতি অল্পকাল
মধ্যে এই গুরুতর কার্য্য সহজে সম্পন্ন
করিয়া লইয়াছিলেন । এইরূপে নানা-
বিধ পুণ্য কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বহু
লোকের মহোপকার সাধন করিয়া, ভ্রায়
ও ধর্ম্মেব সহিত রাজ্য শাসন করিতে
করিতে, বাঙ্গালা ১২১১ সালে মহারানী
জানকী দেবী ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক
অথও স্বথময় স্বর্গধামে গমন করেন ।
তাঁহার অসংখ্য কীর্ত্তি এখনও মেদিনীপুর
জেলায় এবং বৃন্দাবনধামে বর্ত্তমান থাকিয়া
তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে । এমন
পুণ্যবতী রমণী পৃথিবীর সকল দেশেই
শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপযুক্ত ।

শ্রীধন্যানন্দ মহাভারতী ।

আদর্শ দাম্পত্য জীবন ।

দর্গীর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়
অল্পবয়সে ২ বৎসরের বাগিকা সৌদামিনী
দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু তিনি
বলিয়াছেন যে, বিদ্যাতার বিদ্যানে তাঁহার
পত্নী তাঁহার এমন সম্পূর্ণ সুযোগ্য্য হইয়া-
ছিলেন যে, তিনি বয়স্ক হইয়া পছন্দ করিয়া
একপ জীবনসঙ্গিনী পাইতেন কি না
সন্দেহ। সৌদামিনী যদিও উচ্চ-শিক্ষিতা
নহেন, কিন্তু পতিমর্যাদা জানিতেন এবং
গার্হস্থ্যকার্য্যে সূক্ষ্ম ছিলেন। তদুপরি
তিনি ধর্ম্মপ্রাণা, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার
ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অতি প্রবল।
প্রতাপ বাবু অল্প বয়সেই মাতৃ-পিতৃহীন
হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে পরিজন-
দিগের স্নেহবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হন—
এমন কি নিজ বাসভবন পরিত্যাগ
করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে তাঁহাকে
বাস করিতে বাধ্য হইতে হয়; কিন্তু
সাক্ষী পত্নী তাঁহার সুখের সুখী ও
দুঃখের দুঃখী ছিলেন এবং ছায়ার ছায়
সর্বত্র তাঁহার অনুগমন করিয়া কৃতার্থ
হইতেন। স্বামী এক সময় ধনবান
ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে জীবনসর্বস্ব
উৎসর্গ না করিয়া সংসারী হইলে সম্পন্ন
ব্যক্তির ছায় জীবন কাটাইতে পারিতেন।
কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যয় নির্বাহ করিতে
করিতে তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। পত্নী
যেমন সম্পৎসময়ে—তেমনি দরিদ্রতার মধ্যে

সমভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছেন এবং
তাঁহাকে কোনও অভাব অনুভব করিতে
দেন নাই। প্রতাপ বাবু আহারে ব্যবহারে
একটু উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকের মত
থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কোনও বিষয়ে
ক্রটি হইলে তাঁহার কষ্ট হইত। কিন্তু
সাক্ষী পত্নী অনন্তমানে ও সুনিপুণতা-
সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও গার্হস্থ্য
পারিপাট্য রক্ষা করিয়া তাঁহার মন প্রশান্ত
রাখিতেন। পতির জন্য আত্মবিসর্জন
করিতে নব্যা রমণীদিগের মধ্যে এমন
দৃষ্টান্ত বিরল। সাক্ষী-পত্নী যেমন পতিকে
জীবনসকল বলিয়া জানিতেন এবং সর্ব-
প্রকারে তাঁহাকে সুখী করিয়া সুখী
হইতেন, সাধু স্বামীও সেইরূপ ভাৰ্য্যাকে
শ্রেষ্ঠতম সখা জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ
নির্ভর করিতেন এবং তাঁহার জ্ঞান, ধর্ম্ম
ও সুখশান্তি বৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে
চেষ্টা করিতেন। স্বপ্নান না হওয়া গার্হস্থ্য
জীবনের একটা মহাভাগ্যা এবং অনেক
পতিপ্রাণা স্বাক্ষী জ্ঞীও পূত্রবতী না
হওয়াতে স্বামীর বিরাগভাজন হইয়াছেন।
কিন্তু অগুপ্তক এই দম্পতীর প্রণয়ের
গাঢ়তা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব
উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রতাপ বাবুর
লিখিত গ্রন্থসকলে পত্নীমুরাগের তিনি যে
পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠকমাজেই
জানেন। পত্নী লেখনী দ্বারা পতিভক্তি



প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাহা তাঁহার
হৃদয়ে স্তবে স্তবে প্রাণিত এবং তাঁহার
কার্যাবলী প্রকাশিত। প্রতাপ বাবু
অনেক বার দীর্ঘকালব্যাপী উৎকট রোগ
ভোগ করিয়াছেন, পত্নী অশেষ প্রকারে
প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছেন। যে
বোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল, বহুবর্ষ
তাহা তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল,
পত্নী সেবা যত্নে এক দিন তাঁহার জীবন
রক্ষা পাইয়াছে। বোগের চব্বিশ অবস্থায়
বৎসবাবধিকাল পত্নী তাঁহার নিদ্রা
উপেক্ষা করিয়া প্রতিসেবায় যেরূপ আত্ম-
সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা পতিভক্তা নারীর
আদর্শ। এই দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে এক
কৃত্রিম মস্ত্রান্ত রাক্ষসী বাহা লিখিয়া
পাঠাইয়াছেন, তাহা এ স্থলে প্রকটিত
হইল।

“১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নিতাস্ত বালিকা বয়সে
যখন এই মহানগরী কলিকাতায় আগমন
করি, তখন প্রথম দর্শন মাত্র সাধু
মহাত্মা প্রতাপ চন্দ্রের প্রগাঢ় ধর্মনিষ্ঠাস-
পূর্ণ সদানন্দ স্বাবলুলা প্রশান্ত মুক্তি হৃদয়ে
প্রগাঢ় ভক্ত্যভাব উদ্ভূত করিয়াছিল।
স্বর্ণমত মহাত্মার অসাধারণ ধর্মজ্ঞান,
ধার্মিকতা ও ধ্যানধারণা সম্বন্ধে দেশ
বিদেশে প্রভুত্ব বশ বিস্তারিত আছে। এ
হীন লেখনী এই বিষয়ে নূতন কথা আর
কি বলিবে? আমি এই মহাত্মার পরি-
বাসের সাংস ১৮৬৯ হইতে অতি ঘনিষ্ঠ-
ভাবে মিশিত থাকিয়া ইহাদের দাম্পত্য
জীবন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। সেই

জুই ইহাদিগকে আদর্শভাবে মহা-
গণের সম্মুখে দাবিতে আজ সচসী হইলাম।
অসামান্য সাধন ভজনব ফলে অনেক
ধর্মাত্মা হৃদয়ের কোমল ভাব চাবাইয়া
ফেলেন। সর্গীয় প্রতাপচন্দ্র সেই শ্রেণী-
ভুক্ত ছিলেন না। প্রথম দর্শন মাত্রই
তাঁহার সমস্ত মধুর সম্ভাবন আগ্রহের
হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস, প্রীতি ও
শ্রদ্ধার উদ্বেগ কাঁপিয়া দিত। ইহঁদের
হৃদয় যথার্থ ভাববাসী, সবসময় ভাব ও
পারিতোষ প্রসবন ছিল।

শ্রদ্ধা সোদামিনী দেবী জানেন যদিও
পতিব সমকক্ষ ছিলেন না, তথাপি স্বর্ণমত
মহাত্মা ইহঁাকে সমগ্র হৃদয়ে ভাল বাসা
দিয়াই থাকি ছিলেন না—বৎসাবলী,
পারিতোষ, গৃহলক্ষ্মী ভাবে পূজা করিয়া
ছেন। ইহঁাদের গৃহ যথার্থই শান্তি,
পারিতোষ ও কোমলতার আবাস ছিল।
যখনই ইহঁাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি,
তখনই উচ্চ সজীব ভাব ও প্রসন্নতা হৃদয়ে
আসিয়াছে। যে দিক্‌ দৃষ্টিতে এই আদর্শ
দাম্পত্যকে লক্ষ্য করিয়াছি, হৃদয় মোহিত
হইয়াছে। যখন ১৩ নং মূজাপুর ষ্ট্রীটে
(বর্তমান City College গৃহে) ভাবিত
আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর, তখন তৎসংলগ্ন
ক্রীড়ালয় ও নারীশিক্ষণালয় সভায় এক
ক্রীড়াভিত্তিক উন্নত পরিবার জুই সাধু
প্রতাপচন্দ্র উদার উন্নত মত প্রকাশ ও
তৎসমুদয় কার্যে পারিতোষ কার্যাবলী জুই
সোদামিনীদেবীকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।
বয়স ভূষণ শিক্ষা দীক্ষা সকল বিষয়ে



তাঁহার যে আদর্শ ছিল, পত্নীকে ঠিক সেই ভাবে পরিচালিত করিতে আজীবন প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং স্ত্রের বিষয় অনেক অংশে কৃতকার্য ও হইয়াছিলেন।

১৮৬৯ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে পবিত্র দীক্ষা গ্রহণ করি। তখন আমার বয়স অতি অল্প ছিল। এই পূজনীয় দম্পতী আমার মত নগণ্য বালিকাকে ঐ স্মরণীয় পবিত্র দিনে সম্মেলন ভাবে ধর্মপথে অগ্রসর হইবার জ্ঞাত সম-বয়স্ক বন্ধুর ছায় যে সাহস ও উৎসাহ দান-পূর্বক মন্দিরে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে ভুলিয়া যাইব?

সংসারের কঠোর নির্ধাতনে, শোক দুঃখের ভীষণ বজ্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ইহাদের অপার ভালবাসা ও সহানুভূতি-মুচক অটল ধর্মভাব প্রসূত মধুর ব্যব-হারে দম্ব প্রাণে অপরিণীত সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি, ইহা কি ভুলিবার কথা? দুঃখ দুর্দিনের সময় দার্জিলিঙে ইহাদিগকে কয়েক দিন গৃহে রাখিয়াছিলাম। আমার ক্ষুদ্র শিশুসন্তানগুলি ইহাদের কোমল সম্মেলন সরস ভাবে একান্ত অনুরাগিত হইয়া-ছিল। অতি প্রত্নাষে উঠিয়া গৃহকর্ম করিয়া বেড়াইতাম, ২১টা সঙ্গীত গাহিতাম, তাহাই দেখিয়া ইষ্ঠাং “Goddess of energy” বলিয়া আমার নামকরণ করিয়াছিলেন। ৪ বৎসর অতীত হইল দার্জিলিং সহরে আমার

ঘোরতর পারিবারিক বিয়োগ বজ্রাঘাতের মত হৃদয় ভগ্ন করে। তখনকার অবর্ণ-নীয় দিনে আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিলাম, “কি করিয়া এ ভয়ানক বজ্রা-ঘাত সহ্য করিব?” তিনি ধীর প্রশান্ত-ভাবে দৈনিক পুস্তকে লিখিয়া দিলেন “পবিত্র পরমাত্মা চির দিন তোমার সঙ্গে থাকুন।” এই নাম জপ করিয়া দুঃখজ্বালা অত্যাধিক ভুলিয়া সংসারে চলিবার বল লাভ করিতেছি। এজ্ঞাত পরলোকগত ধর্মাত্মাকে অন্তরেব কৃতজ্ঞতা জানাই। ইনি সহধর্মিণীকে জ্ঞানধর্মের উন্নত ও ধর্মপথে আপনায় সঙ্গিনী করিতে যেরূপ হৃদয় মন দিয়া চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক স্বামীর তাহা অনুকরণ-যোগ্য। শ্রদ্ধেয়া সোদামিনী দেবীও সংসারে একা যে ভাবে স্বামীর সকল বোঝা স্বন্ধে গ্রহণপূর্বক সম্পূর্ণ মুক্ত-ভাবে তাঁহাকে স্বীয় পথে চলিবার জ্ঞাত এত কাল বল দিয়াছেন—অবিচলিতভাবে কঠোর রোগে ঘোরতর পরীক্ষায় অটল ভাবে স্বামীর পার্শ্ববর্তিনী হইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি শোকাতুরা এই ধার্মিক মহিলা ধর্মের বলে বলবতী হইয়া তাঁহার পতির শিক্ষা ও ধর্মভাব নারীজাতির মধ্যে প্রচার করুন ও তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ধন্য হউন।”

প্রবচন সংগ্রহ।*

অ।

- ১। অশ্বিনী চাঁ প্রবাসী চ
স বাবিতব মোদতে। (১)
- ২। অকস্মী নাপিতের ধানভবা কুর।
- ৩। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত।
- ৪। অকাল কুশ্মাণ্ড। (২)
- ৫। অকাল বোধন। (৩)
- ৬। অকালে সকাল।
- ৭। অকালে না নৌয় বীশ,
বীশ কবে টাস টাস।
- ৮। অকালের তাল বড় যিষ্টি।
- ৯। অকুল পাণার।
- ১০। অকেজো বাউ, লাউ কুটেতে দড়।
- ১১। অগস্ত্য বাত্রী। (৪)

(১) মহাত্ম্যবতের আধ্যাতিকায় বক্রগণী ধন্য
যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন স্থণী কে? তাহার
উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন—অশ্বিনী ও অশ্বিনী ব্যক্তি
স্থণী।

(২) অকালের কুমড়া কোনও কাজের নয়।
যে লোক কোনও কাজের নয়, একে আর করে,
তাঁহাকে 'অকাল বৃক্ষাণ্ড' বলে।

(৩) বাবণবধাৎ শ্রীবামচন্দ্রের অকাল আশ্বিন
মাসে দুর্গাপূজা প্রবাদ।

(৪) পুরাণে বর্ণিত আছে যে বিষ্ণুচল ক্রমে
উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া অগ্নি স্পর্শ করিতে
বাইহেছিল, অগস্ত্য মূর্কে তাহার নিকট দিয়া
যাইতে দেখিয়া সে অস্ত্র নত করিয়া প্রণাম

- ১২। অগস্ত্য জগদব মাজ। (১)
- ১৩। অশ্বপ মাতৃস গুণ না চিনে,
মৃগা না চিনে বিড়ালী;
অপ্রেমিক প্রেম না চিনে,
কাঠ না চিনে কড়ালী।
- ১৪। অশ্বক চন্দন ফেলে চায় সেড়া
কাঠ,
কোকিলের ধ্বনি ফেলে বাদ্যব
নাট।
- ১৫। অঘটন ঘটান।
- ১৬। অঘটন ঘটী হল,
জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।
- ১৭। অঙ্গারঃ শতমৌতেন মলিন হং ন
মুগ্ধতি।

১৮। অজবক বা অজগর (নিবুর্জি)।

১৯। অজাযুদ্ধ। (২)

কাবল, তাহাতে অগস্ত্য বলিলেন যে পর্যন্ত আমি
ফিরিয়া না আসি, অস্ত্র তুলিব না। অগস্ত্য
আব ফিরিলেন না, বিশ্বাও নত হইয়া রহিল।
হিন্দু মতে অগস্ত্য যাত্রাব দিনে অহুত যাত্রা করিলে
আব ফিরিতে হয় না।

(১) তপাধিকৃতসংস্কার, নিকার্য নাশি
বোধিতঃ। গড়মূলমাতৃস দক্ষী গদ্যরাজ্যে।

(২) অজাযুদ্ধঃ স্বর্গলোকঃ প্রভাতে মেঘডঙ্কর
দম্পতীকতকৈবৎ স্বর্গলোকে বসুন্তর।

* বাগাবোধিনীতে ইতিপূর্বে যে প্রবচন-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তাহা অনেক বর্ধিত হইয়াছে।
পুস্তকাকারে যেরূপ প্রকাশকের ইচ্ছা, তাহার নমুনা দেওয়া গেল। 'অকার্য' দ্বারা প্রবচন আরও
কাহারও কিছু জানা থাকিলে পাঠাইতে পারেন। বা, মো, স।

- ২০। অজীর্ণে ভোজনং বিষং।
 ২১। অজ্ঞান-কৃত পাপের ক্ষমা আছে,
 জ্ঞান কৃত পাপের ক্ষমা নাই।
 ২২। অজ্ঞানে করে পাপ,
 জ্ঞান হলে করে,
 সজ্ঞানে করে পাপ,
 সঙ্গ সঙ্গ ফিরে।
 ২৩। অতিদর্পে হতা লক্ষ্য।
 অতিমানে চ কোরবাঃ।
 অতিদানে বলিবন্ধঃ
 সর্পমত্যস্তং গর্হিতং।
 ২৪। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর,
 অতি বড় ঘবণী না পায় ঘব।
 ২৫। অতি বড় সোদর,
 তিন দিন আদর।
 ২৬। অতি বাড় বেড় না,
 ঝড়েতে উড়াবে,
 অতি ছোট হ'ওনা,
 ছাগলে মুড়াবে।
 ২৭। অতি বাড় পতন।
 ২৮। অতি বুদ্ধির হা ভাত।
 ২৯। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।
 ৩০। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।
 ৩১। অতি সোদর হয়, গালে তুলে
 দেয়,
 চিক্লেতে (গিল্লে) হয়।
 ৩২। অদৃষ্টের দস্ত হ'ল,
 কামড় খেতে প্রাণ গেল।
 ৩৩। অদৃষ্টের হাসি,
 দেখতে ভালবাসি।
 ৩৪। অদাতা বংশদোষণ।

- ৩৫। অদৃষ্টের ফের।
 ৩৬। অল্প ভক্ষ্যে ধনুর্গণঃ। (১)
 ৩৭। অধনেন ধনং প্রাপ্য
 তৃণবৎ মন্ততে জগৎ।
 ৩৮। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাপে,
 পুষ্পসহ উঠে কীট দেবতার
 মাথে।
 ৩৯। অধিকস্থ ন দোষায়।
 ৪০। অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চট
 চট করে।
 ৪১। অনায়ক্য বিনশ্চ
 নশ্চ শিশুনায়ক্যঃ।
 স্ত্রীনায়েক্য বিনশ্চ
 নশ্চ বহুনায়ক্যঃ।
 ৪২। অনাহারী মাজিষ্ট্রেট। (২)
 ৪৩। অনুগ্রহ দিলে যদি সংস্কৃত হয়,
 তবে কেন বামসুন্দর মাচাব
 তলে রয়।
 ৪৪। অনেক ছুঁড়াগা যার ঘবে
 নাই মা,
 অনেক ছুঁড়াগা যার ঘরে
 নাই ছাঁ।
 ৪৫। অনেক সম্মাসীতে গাজন নষ্ট।
 ৪৬। অন্ধ আগো ? না কিবা রাজি
 কিবা দিন।

(১) ত্রিতোপদেশে শৃগালেব গজে আছে, এক
 শৃগাল মানুষ, মৃগ, শূকর এত খাদ্য পাইয়াও খাব্য
 যেন তাহার কিছুই নাই, সেই কথা ধনুকের ছিল।
 খাইতে গিয়া গলার ফাঁস লাগিয়া মরিয়া যায়।
 প্রবাক্ত অতি দরিদ্র বুঝায়।

(২) অনবাবী বা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের
 প্রবেশিক।

- ৪৭। অন্ধকার ঘোরঘুটি,
চোরের মাংস কুরকুটি ।
- ৪৮। অন্ধকারে ঢিল মারা বা ঢিল
ছোড়া ।
- ৪৯। অন্ধমুনির শাপ । (১)
- ৫০। অন্ধের হাতে দর্পণ বা অন্ধকে
দর্পণ দেখান ।
- ৫১। অন্ধের হাতে দীপ ।
- ৫২। অন্ধের লড়া ।
- ৫৩। অন্ন ব্রহ্ম ।
- ৫৪। অন্নচণ্ডা চমৎকার ।
- ৫৫। অন্নদানের পব দান নাই ।
- ৫৬। অন্ন দেখে দেবে ঘি,
পাত্র দেখে দেবে ঝি ।
- ৫৭। অন্ন নাই ঘরে, তার মানে কিবা
করে ?
- ৫৮। অন্নবিনা ছন্নছাড়া ।
- ৫৯। অন্ন গোকে ভূয়া দেয়
ভাগ্যে আমি চিনি ।
- ৬০। অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে ।
- ৬১। অন্নকাঞ্চালি যায় নগরে নগরে,
বস্ত্রকাঞ্চালি যায় বনের ভিতরে ।
- ৬২। অন্নমূলং বলং পুংসাং ।
- ৬৩। অন্নের মন অন্ন দিকে,
চোরের মন বোচকার দিকে ।
- ৬৪। অপরং বা কিং ভাবিষ্যতি । (২)

(১) শাপে বর। অপূত্রক রাজা দশরথকে
পুত্রগোকে মরিবে বলিয়া অন্ধমুনি শাপ দেন ।
রাজা এই শাপে পুত্র লাভ করেন ।

(২) ভোজনং যত্র তত্রাস্য শয়নং হটুমঙ্গিরে ।
সরণং গোমতী-তীরে অপরং কিং ভবিষ্যতি ।

- ৬৫। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম
ভুভাঙ্গভং ।
- ৬৬। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ।
- ৬৭। অবাক্ কলি পাগে ভবা ।
- ৬৮। অবাক্ কাহ্ন ভদ্রি,
অস্বপে দিলি দধি ।
- ৬৯। অবাক্ কল্লৈ নাকের নতে,
কাজ কি আমাব কানবালাতে ?
- ৭০। অবাক্ বুড় রসের গুড় ।
- ৭১। অবাক্ সৃষ্টি, গুড়ে নাই মিষ্টি ।
- ৭২। অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাই
মানে,
টেকিরে বুঝাব কত নিত্য দান
ভানে ।
- ৭৩। অবোধেব ঠকায় বোধায়,
বোধারে ঠকায় খোদায় ।
- ৭৪। অব্যবহৃতচিহ্নস্ত প্রমাদোহপি
ভয়করঃ ।
- ৭৫। অভাদ্র বৎসকাল,
হরিণী চাটে বাঘের গাল ।
শোনি হরিণী তোলে কই,
সময়গুণে সবই সই ।
- ৭৬। অভাগী কপাল ফাটা,
তিন ঠাই তার ইঁটল কাটা ।
- ৭৭। অভিমানে বাণির দত্ত যান গড়া-
গড়ি । (১)

(১) কনৌজ হইতে গন্ধ ব্রাহ্মণের সহিত
পাঁচ জন কারস্থ আশিশুবেব যজ্ঞে আসেন । যোব,
বহু, মির ব্রাহ্মণের চাকর বলিয়া পরিচয় দিয়া
কুলীন হন । “বস্ত্র বধেন ভূত্যা নহি শুন মতা-
পাল ।” দত্ত এই জ্ঞাত্য অভিমানী বলিয়া নিন্দা-
ভাজন হইলেন ।

- ৭৮। অযোগ্যের গোপনে অনিন্দ।
 ৭৯। অভাগা বদ্যপি চার,
 সাগর শুকিয়ে যায়,
 হেঁদে লক্ষ্মী হয় লক্ষ্মীছাড়া।
 ৮০। অভাবে স্বভাব নষ্ট।
 ৮১। অভিমানী ছুরো,
 নেতি পেতে গুরো।
 ৮২। অভেদায়া হরিহর।
 ৮৩। অভ্যাসে বিষ্ঠা, ভাগ্যে ফল। (১)
 ৮৪। অনাঙ্ঘবে মাঙ্ঘব নিন্দে,
 বদনা নিন্দে ব্যারী।
 জোনাকি পোকায় সূর্য্যে নিন্দে,
 ঐ হুংথে মরি।
 ৮৫। অমাবস্তার চাঁদ।
 ৮৬। অমৃতং বালভাষিতং।
 ৮৭। অমৃতৈ অরুচি কাব ?
 ৮৮। অযোধ্যার রঘু,
 আর বাঁশবনের ঘুঘু।
 ৮৯। অরণ্যে রোদন।
 ৯০। অর্থমর্থং ভাবয় নিতাং।
 ৯১। অর্থেন সর্ক্রে বশাঃ।
 ৯২। অর্দ্ধচন্দ্র দান। (২)
 ৯৩। অর্দ্ধেক রণে, অর্দ্ধেক পণে।
 ৯৪। অলভ্যের বাণিজ্য কচকচি সার।
 ৯৫। অলকা তিলকা সার।
 ৯৬। অলক্ষীর বিগুণ ক্ষুদা।
 ৯৭। অলক্ষীর হাটের বাজনা সাব।

(১) অভ্যাসানুসারী বিদ্যা। বুদ্ধিঃ কণা-
 সারিনী। উদ্যোগানুসারি ভাগ্যং ফলং ভাগ্যানু-
 সারি চ।

(২) গলা খাকা দেওয়া।

- ৯৮। অন্ন জলের তিত পুঁটি।
 তার এত ফটফটি ?
 ৯৯। অন্ন টাকায় মহাজনি করে,
 খাতক থাকিতে মহাজন মরে।
 ১০০। অশথ কেটে বসত করি,
 সতিন কেটে আলতা পরি।
 ১০১। অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপনা
 নাশিতে।
 ১০২। অশ্বখামা হত ইতি গজঃ। (১)
 ১০৩। অষ্টাঙ্গে আসনা।
 গোদা পায়ে পাসনা।
 ১০৪। অষ্টাঙ্গে ব্যাথা, অমৃদ দিব কোথা ?
 ১০৫। অষ্ট রম্ভা।
 ১০৬। অষ্ট বজ্র এক ঠাঁই।
 ১০৭। অষ্টমীর পাটা।
 ১০৮। অসতী সতী নিন্দে,
 য়ত নিন্দে মাতাল।

(১) সত্যের ভাণে মিথ্যা কথা। জ্যোতিষ্যের
 পুঞ্জের নাম অশ্বখামা আব রাজা। ঔর্বেধনের এক
 হস্তীর নাম অশ্বখামা ছিল। জ্যোতিষ্য বধন
 সেনানায়ক হইয়া পাণ্ডবদৈত্য দলন করিতে-
 ছিলেন, অশ্বখামা হস্তী তখন হত হয়। ঐকৃষ্ণের
 কৌশলে জ্যোতিষ্যকে ক্ষান্ত করিবার জন্য
 সকলেই বলিতে লাগিল অশ্বখামা মারা গিয়াছে।
 সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মুখে সত্য সংবাদ পাইবার
 জন্য জ্যোতিষ্য ঔহাকে জিজ্ঞাসা করেন।
 যুধিষ্ঠির উচ্চ রবে বলিলেন “অশ্বখামা হতঃ” আর
 “হীত গজঃ” যুধিষ্ঠির বলিলেন। জ্যোতিষ্য
 পুলহারা হইরাছেন তাবিয়া যুদ্ধে নিহত হইয়া
 “ক্রন্দন কটুক পরাস্ত ও হত হইলেন। এই
 মিথ্যার জন্য যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিতে
 হইয়াছিল।

কুলটায় পতি নিন্দে,
চোরে নিন্দে কোটাপ।

১০৯। অসন্তুষ্টো দ্বিজো নষ্টঃ

সন্তুষ্ট ইব পার্থিবঃ।

১১০। অসারে খলু সংসারে,

সারঃ শ্বশুরমন্দিরঃ।

হিমালয়ে হরঃ শেতে,

হরিঃ শেতে মহোদধৌ।

১১১। অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সাব।

১১২। অটৈল সহিতে নারি,

থানায় জল বেখে ডুবে মরি

(মিকেয় বসে ঝুলে মরি।)

১১৩। অগ্নি ভাজ ভাজ।

১১৪। অস্থিতপদম।

১১৫। অহঙ্কার পতনের মূল।

১১৬। অহিনকুল সম্বন্ধ।

১১৭। অহিংসা পরমো ধর্মঃ।

মেহোপহার ।

(শ্রীমান্ সত্যসুন্দর দেবের জাপান হইতে স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে লিখিত।)

মাতৃভূমির উক্তি।

(১)

আয় বাবা আয় ;

মা বাপের প্রাণধন,

জীবনের আভরণ,

অঁদারি সে যুগ ছদি, মাগিয়া বিদায়

গিয়াছিলে দুব দেশ,

সব্বেরে কতই ক্রোশ,

ভাইবোন বন্ধুগণ ছাড়িয়া তোমার ;

সুকুমার তম্বু তোর,

প্রবাসে যাতনা ঘোর,

বিধাতা করিলা রক্ষা দেব-করুণায়,

অনিন্দে যরের ছেলে আয় ঘরে আয়।

(২)

তুনি তোর কীর্ত্তি-কথা,

ভুলিছ অসহ ব্যথা,

মুছিয়াছ বাঙ্গালির কলঙ্কের কালি ;

শিথিয়াছ বাপ ধন,

শিল্প, চিত্র আৰো রণ, *

শিবে দেছে জয়লক্ষ্মী শুভাশীষ ঢালি !

(৩)

যাবা কহে গর্ভে মাতি

“বাঙ্গালি অধম জাতি—

দাসের সমুপ্ত শুধু, কাপুরুষপনা”

তারি কি দেখেছে চেয়ে,

বাঙ্গালির রক্ষে চেয়ে

আছে পুত অর্ঘ্য লোক, সেই অধিকণা ;

(৪)

বল বাবা, কি দেখিলে,

কি শুনিলে কি শিখিলে,

আসিয়ার ভাগ্য-ভাষু উদিত জাপানে ;

* এই বালকটা জাপানে ভলট্টিয়ার হইয়া-
ছিল এবং পরীক্ষার প্রথমস্থানীয় হইয়া পুরস্কার
পাইয়াছে।

সেই বীৰ-রাজ্যে পুরে,
কি এনেছ প্রাণে পুরে ?
সে শুভকাহিনী কহ এ তুষিত পাণে ।

(৫)

একতা, উত্তম, দৈৰ্ঘ্য,
দৃঢ়তা, দক্ষতা, ঐশ্বর্য,
দয়া, ধর্ম, সহিষ্ণুতা, প্রতিজ্ঞা অটল,
চরিত্রের পবিত্রতা,
বীরত্বের অমৃততা,
এনেছ কি প্রাণাধিক, মায়ের সম্বল ?

(৬)

দেখু-বাছা দেখ চাহি,
এ আমি সে আমি নহি—
রাজ-দণ্ডে ছই খণ্ডে বিদীর্ণ হৃদয় ;
সেই দিন আর নাই,
ভাই ভাই ঠাই ঠাই,
এ বাদ সাধিল কোন নির্ভর নিদর ।

(৭)

সে অঘাতে নাছি ছথ,
ভেঙে গেছে ভাঙা বুক,
সম-দণ্ড রাজ-দণ্ড একই সমান ।
আয় তোরা আয় বৃকে,
কোটি কোটি সোণামুখে,
“বন্দে মাতরম্” গাহি প্রাণের সন্তান ।

(৮)

আয় বাবা আয় ঘরে,
তিন বরষেব পরে,
বিধাতার শুভাশীষ লইয়া মাথায় ;
আলো কর গৃহ-কক্ষ,
জনক-জননী-বক্ষ,
আলো কর দেশ তব সুবংশ-পভায় ।

লেখিকা—বঙ্গবাসিনী ।

দাদা মহাশয়ের অভিনন্দন ।

১

ঘবে এস প্রিয়ধন হে সত্যসুন্দর !
কতদিন আশা করে রয়েছি তোমাব তরে,
তুমি এসে জুড়াইবে তাপিত অন্তর ।

২

সেই এক দিন, আর এই এক দিন,
যে দিন বিভূষ পাশ মণিমা দিয়া তোমায়,
বিদায় লইছ সবে বদন মণিন !

৩

আজি কি আনন্দ-জ্যোতি চারিদিকে
ভায় !
হেরিয়া তোমার মুখ উপজে অপার সুখ,
আয়জন ডাকি সবে দেখিতে তোমায ।

৪

ব্রহ্মমগ্নে দীক্ষা দিয়ে, বাঁধি তব গলে
অক্ষয় কবচ—নাম, বিশ্বহর প্রাণারাম,
দিলাম ভাসায়ে তোমা মগ্ন সিক্তজলে ।

৫

অকূলে তোমায় কুল দিনেন নিঃসরি,
প্রেমচক্ষে পদে পদে রাখিলেন নিরাপদে,
পালিলেন মাতৃসম স্নেহবক্ষে ধরি ।

৬

বিদেশ স্বদেশ-সম হয়েছিল তাই ;
পর হলো আপনার, স্নেহ দয়া করুণার
কত নিদর্শন দেখিয়াছ কত ঠাই !

৭

“ব্রহ্মরূপা হি কেবলঃ” জেনো জেনো
সার,
তোমার যে বল বুদ্ধি, উদ্যোগ সাধনা
সিদ্ধি—

সব করুণার দান বিশ্ব-বিধাতার ।

৮

পাগলিনী জননী তোমারে হারাইয়া,
পিতা জীর্ণ তুষ্ণকীর্ণ চিন্তাকুণ অমুদিন,
সর্বভাগী ভিখারী সে তোমার লাগিয়া।

৯

ভাই ভগ্নীগণ আব আয়ীষ স্বজন
তোমার কল্যাণ তরে সকাতরে ঘোড়করে
বিভূপদে কত শত করেছে প্রার্থন।

১০

আজি পুথিয়াছে সবাঁকাব মনস্কাম ;
এস তুমি এস ঘবে, প্রীতি-প্রফুল্ল অশ্ববে,
সবে মিলে গাই পুনঃ দয়াময় নাম।

১১

কতজনে দেখেছিলে দেখিবে না আর ;
যে মহর্ষি দীক্ষাগুরু, যে রাজেন্দ্র শিক্ষা-
গুরু,
সকলেই গিয়াছেন ভাবার্ণব-পাব।

১২

অমবাণ্ড ঘাই ঘাই, দেখিতে তোমায়
আছি হেথা কম দিন, সাতস সামর্থ্যহীন,
তোমারে দেখিয়া স্মৃতে লইব বিদায়।

১৩

একটি স্বর্গের দূত আসিয়াছে ঘরে ;
দেখ নাই দেখ ভারে, ধন্য বলি বিদাতারে,
উৎসুক তোমায় সে যে দেখিবার তরে।

১৪

সবাঁকাব স্মৃতি শাস্তি করত বর্দ্ধন ;
বিদেশ চট্টাক মন কবিলে যা উপার্জন,
স্বদেশের চিতে তাহা কর বিতরণ।

১৫

মাতৃভূমি ভাবতব বড় ভঃসময় ;
বিকারী রোগীর প্রায় জাগিয়াছে শুধু
হায় !

দেখিবারে আগনার জীবন-সংশয়।

১৬

জীবন্ত জাপান হ'তে তুমি পাতাগত ;
কত তার গুণগান কবেছ ভবিয়া প্রাণ,
সজীবন মাস্ত তার বাঁচাও ভারত।

১৭

দেহ মন প্রাণ সব করি সমর্পণ
খাট মাতৃভূমি তরে নিরগমে অকাতরে
দেবতা-প্রসাদ শিরে করিয়া ধারণ।

১৮

শুভ আশীর্বাদ দান করি প্রাণভবে—
চিবজীবী হয়ে রব, সুপুল স্বরত হও,
ধাম্বিক সমূহ অর্থী বিদাতাব ববে।

১৯

পিতা মাতা শুউন কৃতার্থ তব গুণে ;
মাতৃভূমি হোক ধন্য, দবগৌ কৃতার্থনয়,
সবে অর্থী তোমাব অংশ-বার্তা শুনে।

২৩-১১-০৫

সাধুবাক্য ।

১। পিতা মাতাকে ঈশ্বরের প্রতি- কবিরে ও সর্বপ্রথমে সর্দদা তাঁহাদের
নিধি—সাফাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাবলিয়া জ্ঞান সেবা করিবো।

২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতৃবদৃশী। কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠ-গণকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে এবং জ্যেষ্ঠ-গণ কনিষ্ঠদিগকে স্নেহ করিবে।

৩। ভাই ভগ্নীগণ স্নেহে মিলিয়া একত্র বাস করিলে, তাহাই পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য।

৪। কেহ আঘাত করিলে তাহার পরিবর্তে আঘাত করিবে না, কেহ গালি দিলে তাহার পরিবর্তে গালি দিবে না; কিন্তু বাহারা অপকার করে, তাহাদের উপকার কর এবং যাহারা গালি দেয়, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর।

৫। ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পবাজয় করিবে, হিংস্র ব্যক্তিকে দয়া দ্বারা এবং অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

৬। পরস্পরে পরস্পরের ভাব বহন কর, সৎ ভাই-ভগ্নী দুর্ভাগ ভাই-ভগ্নী সাহায্য কর, যে কেহ বড় হইতে চাও, সে ছোট হও।

৭। আমরা যেন পরস্পরকে প্রীতি করি, কাৰণ প্রীতি ঈশ্বরের; যে প্রীতি কবে, সে ঈশ্বরের “কৃত সন্তান এবং ঈশ্বরের জ্ঞানে জ্ঞানী। কিন্তু যে ভাই-ভগ্নীকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে বাস করে, অন্ধকারে ভ্রমণ করে এবং কোণায় বাইতেছে তাহা জানে না।

৮। ঈশ্বর করুন তিন যেমন আমা-দিগের একমাত্র পিতা মাতা ও মুক্তি-দাতা, আমরা যেন সেইরূপ সন্তান

পরস্পরে মিলিত হইয়া বাস করি এবং পরস্পরের দোষ ক্ষমা করিয়া পরস্পরের সেবা করি।

৯। এক ব্যক্তি যদি সমুদয় পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় এবং আত্মার সদগতি হইতে বঞ্চিত থাকে, তাহাতে তাহার কি লাভ?

১০। এই পৃথিবীতে অনেক লোক বৃথা জ্ঞানগর্ভে গর্ভিত হইয়া মারা যায় এবং ঈশ্বরের সেবায় যত্ববান হয় না।

১১। প্রভু! রক্ত মাংস যেন আমাকে পবাবব না করে—কখনই যেন পরাভব না করে।

১২। সংসার এবং সংসারের ক্ষণস্থায়ী গৌরবে আমি যেন প্রতারিত না হই। সংসার এবং সংসারের বাদনা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার অনু-গত হন, তিনি চিবজীবী হইয়া থাকেন।

১৩। তুমি বল আমি ধনী, ঐশ্বর্যাশালী এবং আমার কিছুই অভাব নাই; কিন্তু তুমি কি জান না যে তুমি দরিদ্র, দুর্ভাগা, অন্নবস্ত্রহীন অন্ধ?

১৪। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর, কারণ তিনি দয়ালু ও তাঁহার করুণা চিরকাল সমান।

১৫। পিতা মাতা যেমন সন্তানদিগকে স্নেহ করেন, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে সেইরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন।

১৬। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর, তাঁহার নাম কীর্তন কর এবং তাঁহার মহৎ কার্য সকল জগদ্বাসীদিগের নিকট প্রচার কর।

১৭। বাষ্পের ছায়া ইহা অলক্ষণ দৃষ্টি-
মান হইয়া কোণায় বিলীন হইয়া যায়।

১৮। মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে,—
এই ভাবিয়া যিনি জীবনে ধর্মসাধন করেন,
তিনিই ধৃত।

১৯। জীবন ছায়া, শিশির-বিন্দু,
নিঃশ্বাসের বায়ু, ঠোঁটের হাসি, স্বপ্ন, প্রবহ-
মান জলস্রোত।

২০। ঈশ্বরের বাণীর কখনও বিশ্রাম
নাই; বাহিরে সংসারের কোলাহল এবং
অন্তরে বিপ্লুদিগের বিপ্লব, আমাদিগকে
ব্যস্ত করিয়া বাথে—সেই জ্ঞাত সেই বাণী
শুনিতে পাই না।

২১। যে আত্মা অস্তরতঃ ঈশ্বরের বাণী
শুনিতে পায় ও তাঁহার মূল হইতে সান্নিধ্য-
বাক্য লাভ করে, সেই ধৃত।

২২। তোমাকে জানি না যে তোমা দর
শবীর ঈশ্বরের দেবমন্দির এবং সেই
পরমায়া হইবে মর্যে বিরাজমান?

২৩। ঈশ্বর তাহার ভক্তদিগের জ্ঞাত
যে ঈশ্বর সক্ষম কবিয়া বাখিয়াছেন, চক্ষু
তাহা দেখে নাই, কর্ণ তাহা শুনে নাই,
মন তাহা কল্পনা কবিতো সমর্থ হয়
নাই।

২৪। যেমন শবীরের মর্যে আত্মা,
তেমনি আত্মার মর্যে পরমায়া বাস
কলেন।

২৫। প্রভু নিকট আমি একটি
প্রার্থনা করিয়াছি এবং তাহাবৎ জ্ঞাত
চেষ্টা করিব, আমি যেন যাবজ্জীবন তাঁহার
মৌলিক দর্শন করি ও তাঁহার মন্দিরে
তাঁহাকেই অবেষণ করি।

হিন্দু-মুসলমান-সম্মিলন ।

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার পূণ্য হইবে
দিন, ভারতসম্প্রীত-সমাজে হিন্দু ও মুসল-
মানগণের সাক্ষা সম্মিলন হইয়াছিল।
সভাভঙ্গের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীযুক্ত
পণ্ডিত তাবাকুমা কবিরহ মহাশয় ঐ
বাটীর নিকট দিয়া বাইতেছিলেন। তিনি
দ্বারতঃ সভাগণকর্তৃক সাদবে সভাগলে
আনীত হন। সভাগণ, সম্মানিত মুসলমান
ভ্রাতাদের নিকট কবিরহ মহাশয়ের
পরিচয় দেওয়ায়, উপস্থিত প্রধান মৌলবী
ও তাঁহার সহচরেরা সকলেই পরমানন্দে

কবিরহ মহাশয়কে বাব বাব পূজা
আনিঙ্গন ও অভিবাদনাদি কবিলেন।
কবিরহ মহাশয়ও প্রীতিভবে প্রত্যাবিঙ্গ-
নাদি দ্বাৰা সকলকে আপ্যায়িত কবিলেন।
বুদ্ধ বাক্যের সতিত বুদ্ধ মৌলবীর ও
অত্যাশ্রয় মুসলমান ভ্রাতার তাদৃশ অকৃত্রিম
সৌহার্দ্য-প্রেমের অপূর্ণ দৃষ্টি দর্শনে
পুনর্বার হইয়া হিন্দু-মুসলমান সকলেই
মুক্তবস্ত্র বাবাবাব ঈশ্বরের নাম প্রত্য-
পূজক জয়ধ্বনি বারত বাজিলেন এবং
এই বৃগল সম্মিলনকে হিন্দু-মুসলমানের

চিত্র-সম্মিলনের মঙ্গলাচরণ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সে সময় সমাগত হিন্দু-মুসলমান মধ্যে যে কি এক গ্রেমধাবা উচ্ছলিত হইল! তাহা বাক্য কবা যায় না।

কবিরত্ন মহাশয় অল্পকক্ষ হইয়া তৎ-কালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

কবিরত্ন মহাশয়ের কথা;—হে হিন্দু-মুসলমান সোদরগণ! ঈশ্বর ও জন্মভূমি আমাদের সকলের পিতা-মাতা। এষ্ট এক তাত্ত্বিক সকলের হৃদয়কে বন্ধন করাই আমাদের প্রকৃত রক্ষাত্ত্ব বা রাখীবন্ধন। এই অভেদ্য অক্ষয় সম্বন্ধই হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ সংযোগ-ভূমি বা সন্ধিস্থল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই আশ্রিত। যে, যে নামে, যেক্রমে ডাকুক ও উপাসনা করুক, সেই একই ঈশ্বরকে ডাকে ও উপাসনা করে। একই পদার্থ, নামভেদে কখনও বিভিন্ন হয় না। হিন্দু ও মুসলমান, যে যাহা পানাহার করুক, তাহা এই একই জন্মভূমির রস। হিন্দু ও মুসলমান, যে ধর্মায় শয়ন করুক, তাহা এই একই জন্মভূমির কোড়। এ দেশের উপর হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ঈশ্বরদত্ত, পৈতৃক, মাতৃক, জাতাবিক স্বত্ব। উভয়ের অস্থি, মাংস, মজ্জা, শোণিত, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ সকলি এই মাতৃভূমির উপাদানে সৃষ্ট ও পুষ্ট। এমন প্রাণের সম্বন্ধ, হৃদয়ের টান, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান-মধ্যে যেমন, জগতে আর কাহারও সহিত আমাদের

তেমনটা নাই এবং থাকিতেও পারে না।

হিন্দু-মুসলমান-মধ্যে সম্ভাব্য নিতাই পরি-বর্ধিত হউক, আমরা উভয়ে ভারত-মাতার সমবক্ত—সমপ্রাণ—সমন্বয়—একাত্মা, যমজ-পুত্র। যে স্থলে উভয় সম্মান এক মাতার শুভ্র সমভাবে পান করে, সে স্থলে সেই মাতার শোণিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সেই মাতার রসধাতু বিশোধিত হইলে, যেমন উভয় সম্মান সমকালে সমভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই মাতৃভূমির সার-সব্ব ক্ষয় পাইলে, হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই সমকালে সম-ভাবে ক্ষয় পাইতে হইবে। যখন স্বয়ং ঈশ্বর এদেশের হিন্দু-মুসলমানকে জীবন মরণের এই একীভূত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংযুক্ত করিয়াছেন, তখন যে হিন্দু মুসলমানকে বিবেচ্য করেন, তিনি আত্ম-দ্রোহী ও আত্মঘাতী; এবং যে মুসলমান হিন্দুকে বিবেচ্য করেন, তিনি আত্মদ্রোহী ও আত্মঘাতী। অত্ৰ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু আত্মদ্রোহেব—আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

বর্তমান আন্দোলনে আমার বক্তব্য এই;—আমাদের আত্মায় ধর্মবল বদ্ধমূল এবং সেই সঙ্গে পুরুষকার সমজসভাবে মিলিত হইলে, তবেই আমরা সফলতার পথে অগ্রসব হইব। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন;—

“না ব্রহ্ম ক্ষত্রমুগ্রাতি নাক্রতঃ বর্জ্যতে তপঃ।
ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ সম্পূজ্যমিহ চামুজ বর্জ্যতে॥”

অর্থাৎ ধর্মবলশূন্য বাহবলের স্থায়ী

বিকাশ হয় না, বাতবলশূন্য ধর্মবলেরও
স্থায়ী বিকাশ হয় না। সমগ্রসভাবে
এই উভয় বলের অচ্ছেদ্য সংযোগই চির-
স্থায়ী উন্নতির মূল।

অহো! আজি আমি এই কৃষিভূম্য
পূজনীয় বৃদ্ধ মৌলবী মহাশয় এবং তদনু-
রূপ কতিপয় মুসলমান সাধুর অশ্রুসিক্ত-
সকম্প—গাঢ়—ঘন ঘন আলিঙ্গনে যে
অনিন্দ পাইলাম, তাহা আমার সেই

প্রত্যক্ষ দৈহিক ও পিতা-মাতার আলিঙ্গনেও
পাই নাই। নিজস্ব দিন দেবী-মণ্ডপে
অসংখ্য আত্মীয়ের প্রাণভরা প্রেমালিঙ্গন,
আজিকার এ আলিঙ্গনের নিকট ভুচ্ছ।
এ আলিঙ্গনে আমার অন্তরাত্মা ও নাড়ী-
চক্র অতুতপূর্ণ প্রেমে দ্রব হইয়া গেল।
এ অনিন্দ আমার অমর আত্মায় চিদানন্দ-
রূপে থাকিয়া যাইবে। আর কিছুই
বলিতে পারি না, আমায় ক্ষমা করুন।

বিবিধ তত্ত্ব ।

১। একটা হাতীব শুঁড়ে যত মাংস-
পেশী আছে, অথ জন্তব সমুদায় শরীরে
তাঁহা নাই। মল্লয়া-শরীরের মাংসপেশীর
সংখ্যা ৫০৭, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ কুবীবেল
মতে হস্তিশুঁড়ে মাংসপেশী ৪০ সহস্রের
অধিক। এই জন্ত ইহা এত নমনীয়,
গতিশীল এবং স্পর্শপ্রবণ।

২। তিমি মৎস্যসকল জন্ত অপেক্ষা
বৃহৎ। একটা গ্রীণগণ্ড তিমির ওজন
১০০ টন বা ২৮০০ মণ, ইহা ৮৮টা হাতী
এবং ৪৪০টা ভল্লকের ওজনের সমান।
বলটিক সাগরের তীরে যে তিমি-পঞ্জব
পাওয়া গিয়াছে, তাঁহা দেখিয়া অল্পমান
হয়, তাঁহার শরীর গ্রীণগণ্ড তিমি অপেক্ষা
২৭ গুণ বৃহৎ এবং ভারী ছিল!!

৩। স্থলচর্য্য জন্তদিগের মধ্যে তিমি
একটা প্রধান। ইহার শরীর স্থানে স্থানে
২ বৃক্ক পুচ্ছ, কিন্তু অনেক স্থানে ২ ফুট

পুচ্ছ। আমাদের দেশে গণ্ডাব সরোপেক্ষা
স্থলচর্য্য, তাঁহাব চর্য্যসিঁহ গণ্ডাবের নথবা-
ঘাতে ভিন্ন হয় না, হববারি ও সামাজ্য
গুণিতে ভিন্ন হয় না। জলচর্য্য চর্য্যও
গণ্ডাবের অনুরূপ। এই উভয় চর্য্যে ঢাল
প্রস্তুত হয়।

৪। ১৮১২ সালের ডবলিন ফিফাফ্স
জর্গানে একটা অদ্ভুত নবকঙ্কালের বর্ণনা
আছে। ঐ সালে ১০ই জুলাই অয়ার্ল্যান্ডের
পিকলিপি নামক স্থানের সমাধিক্ষেত্র
খুলিতে খুলিতে ইহা পাওয়া যায়। ইহা
যে ময়ূরোব, সে ১০ ফুটের অধিক অর্থাৎ
প্রায় ৭ হাত দীর্ঘ ছিল। তাঁহাব একটা
দাঁঠ অঙ্গুলী প্রমাণ দেখা গিয়াছিল।

৫। পতঙ্গদিগের যে শব্দ শুনা যায়,
তাঁহা তাঁহাদিগের মুখ বিনির্গত নয়,
পতঙ্গ-সঞ্চালন-জনিত। পতঙ্গের পাখা
কত শীঘ্র স্পন্দিত হয়, মাগী নামক

আশিত্ত্বনিদ এক যন্ত্র দ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়া বিখ্যাত ছেন—গৃহমাপিকা এক সেকণ্ডে ৩৩৫ বাব এবং মোমাজি ৪৪০ বার পাখা সঞ্চালন করে—মোমাজির ক্রান্তি পক্ষেও এক সেকণ্ডে ৩৩০ বার স্পন্দন হয়। যে প্রজাপতির পাখা নাড়িলে কোনও শব্দ হয় না, তাহারই পাখা দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইয়া শব্দ করে। মশক বসিয়া থাকিলে শব্দ হয় না, যখন উড়িয়া পাখা নাড়ে, তখনই তাহার ডাক শুনা যায়।

৬। খৃষ্টাব্দ ১৩৭০ সালে ইউরোপে ক্রক ঘড়ী প্রথম নির্মিত হয়। ইহার নির্মাতা হেনরী ভিক্। ফরাগীরাজ ৫ম চার্লসেব জন্ত ইহা তৈয়াব হয়। ঘড়ীয়াল ৪ ঘটিকা বহানে বোমান অঙ্ক IV লেখেন, বাজা চটিয়া বলেন সেই স্থানে ৪টা দাড়ী হইবে। তদনুসারে অঙ্ক সংশোধিত হয়। অত্যাপি সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

৭। পাশ্চাত্য দেশে ২৪ ঘণ্টায় দিন এবং ৬০ মিনিটে ঘণ্টা প্রচলিত, এ গণনার প্রবর্তক প্রাচীন বাবিলনের জ্যোতিষদগণ।

৮। গত ২১এ আগষ্ট সামোয়া দ্বীপ ভূমিকম্প হইয়া আশ্বেষগিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়। ৫ দিন ধাতু-নিঃস্রব অবিশ্রান্ত বিনির্গত হইয়া চারিদিকে ৪ মাইল পর্যন্ত বিস্তারিত হয়।

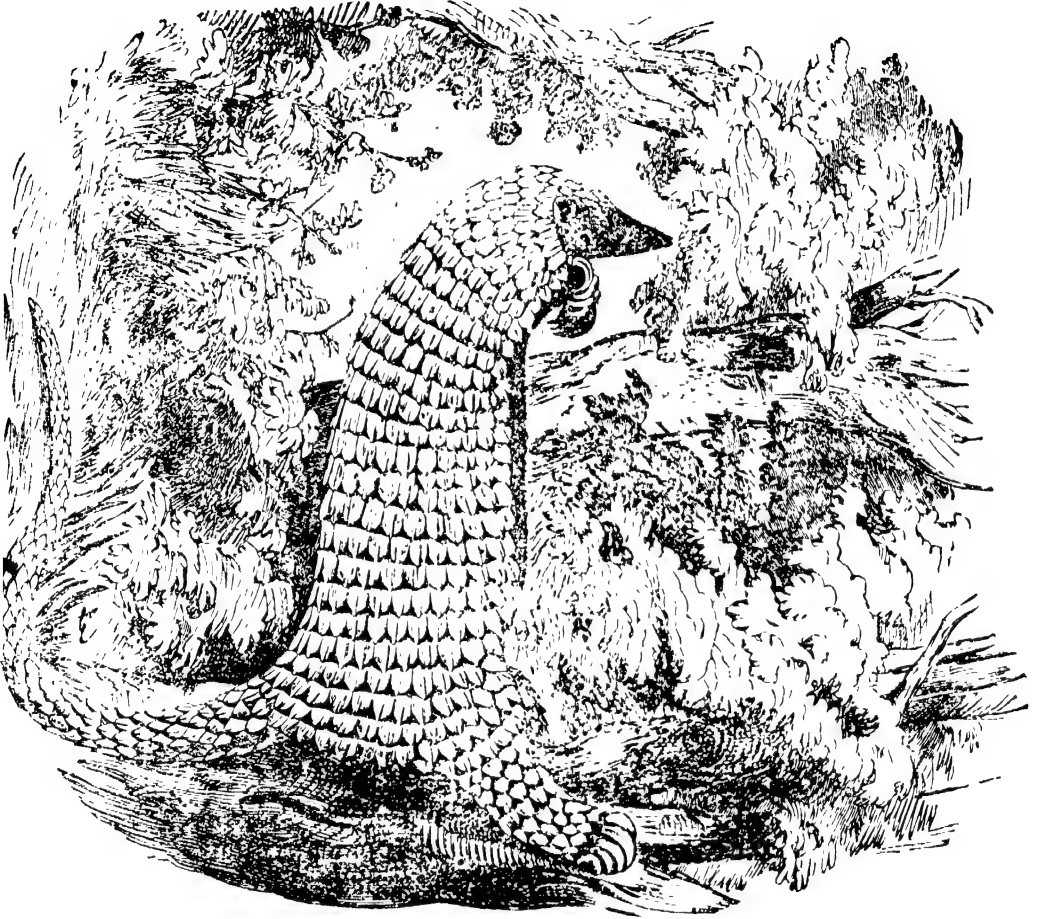
৯। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে অগ্ন্যুৎপাতে সেন্ট পিয়রী মার্টিনিক দ্বীপ বিলুপ্ত

হয়। তথায় অগ্ন্যুৎগিরণে যে স্তূপ হয়, তাহা কখনও ক্ষুদ্র, কখনও বৃহদাকার, কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য হইতেছে। ১৯০৩ মে মাসে ইহা দুর্গের মত ১০০০ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে, ইহার নিম্নদেশের বেড় ৩০০ হইতে ৫০০ ফিট এবং চূড়াটি সমুদ্রতল হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চে উঠে। দর্শক হিল্যান লেখেন পপোকাটাপিটেল, কলোরোডো বা অত্যা আশ্বেষগিরির দুর্গ-চূড়া দেখিয়াছি, কিছুই একরূপ আশ্চর্য্য নয়।

১০। তালজাতীয় বৃক্ষের পাতা সন্ধ্যাপেক্ষা বৃহৎ। আমেজন নদীতীরে (Inaja palm) ইনাজা পাম নামে এক প্রকার তালবৃক্ষ জন্মে, তাহা দীর্ঘে ৩০ হইতে ৫০ ফিট এবং প্রস্থে ১০।১২ ফিট হয়। লঙ্কাদ্বীপে তালিপাত নামে তাল গাছ হয়, তাহা দীর্ঘে ২০ এবং প্রস্থে ১৮ ফিট। এই তালপাতায় সে দেশের লোক ঘর ছায়, তাহাতে বৃষ্টি নিবারণ হয়। ডবল নারিকেলের পাতা ৩০ ফিট লম্বা হয়।

১১। সাইবিরিয়ার শীতে যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, সেইরূপ তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ জমাট হইয়া এত শক্ত হয় যে, ছুরি দিয়াও কাটা কঠিন। বাজারে ইষ্টক-খণ্ডের তায় দুগ্ধখণ্ড বিক্রয় হয় এবং মৎস্য মাংস প্রভৃতি বরফে জমাইয়া রাখা হয়। বাজারে বরফে জমান মাছ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইটের পাজা বা কাটের গাদায় তায় বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকে।

পাঙ্গেলিন ।



ঈশ্বরের সৃষ্টি কতই বিচিত্র! আবার
এই বিচিত্রতার মধ্যে কত আশ্চর্য্য
বিচিত্রতা! বিবিধজাতীয় জীবের গাভ্রা-
বরণ পৰীক্ষা করিলে ইহাৰ বিশেষ পরিচয়
পাওয়া যায়। মানুষ বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধি-
কোশলে শীত গ্রীষ্ম নানা সময়ের উপ-
যোগী গাভ্রবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে,
আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইলে ধাতু-

নির্মিত বর্ম ও শিরদ্বাণ ধারণ করে।
কিন্তু ইতর জীবদিগের প্রয়োজন জানিয়া
বিদ্যাতা হাৰ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন
এবং তাহাদ্বারা তাহাদের সকল অভাব
পূর্ণ হইতেছে।

যে জন্তর প্রতিকৃতি এখানে অঙ্কিত
হইয়াছে, ইহা দেখিতে সরীসৃপের ভ্রায়,
কিন্তু বস্তুতঃ ইহা স্তম্ভগায়ি-জাতিভূক্ত।

আম্রোডিলো, পিপীলিকাভুক্ত, শ্রুত প্রভৃতির
শ্রায় প্রাণিতত্ত্ববিদদের মতে ইহা
মানিসশ্রেণীস্থ। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ,
মালয় এবং নূতন মহাদ্বীপেও ইহাদিগকে
দেখিতে পাওয়া যায়। মালয়বাসীরা
ইহাকে পাম্বোলিন বলে।

পাম্বোলিন লাসুল ছাড়া ১ ইহাতে ৩
ফুট লম্বা। লাসুল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন
ভিন্ন প্রকার, কাহারও খুব ছোট, কাহারও
শরীরের দ্বিগুণ দীর্ঘ। ইহাদের পা এত
ছোট যে, চলিলে যেন ভূমির উপর
সাঁতারাইয়া যাইতেছে বোধ হয়। কর্ণ
ক্ষুদ্র এবং জিব লম্বা ও কণ্টকময়, তাহা
দ্বারা সহজে পিপীলিকা ধরা যায়। ইহাদের
দেহাবরণই সর্পিপেক্ষা চমৎকার। বহু-
সংখ্যক অস্থিময় শঙ্ক বা অংইস, একটার
থানিকটা উপরে আর একটা—তাহার
উপর আর একটা পড়িয়া সমস্ত দেহকে
সুন্দর সুসজ্জিত করিয়াছে। কেবল উদরের
দিক্ অনাবৃত এবং গোন কোন শ্রেণীর
লাসুলের অগ্রভাগ ও তাহার নিকটবর্তী
স্থান শঙ্কের পরিবর্তে লোমে আচ্ছাদিত।
এই লোমে উদরও আবৃত। প্রত্যেক
পায় পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, প্রথম দুই অঙ্গুলির
নখর সামান্য, কিন্তু তৃতীয় অঙ্গুলির নখর
অদীর্ঘ, বক্র ও পার্শ্বেচাপা, সম্মুখের পদদ্বয়ে
ইহা বিশেষরূপ লক্ষিত হয়। ইহারা
বেড়াইবার সময় অঙ্গুলি সম্মুখ ও পশ্চাতে
এমন ছড়াইয়া দেয় যে, শরীরের ভারে
নখরের কোনও ক্ষতি হয় না।

পাম্বোলিনের মুখ লম্বা, মসৃণ ও

গোলাকার। ইহাদের আদৌ দন্ত নাই
এবং অন্যান্য পিপীলিকাভুক্তদিগের ন্যায়
শক্ত আলজিব পশ্চাৎ দিকে গলার ভিতর
পর্যন্ত প্রসারিত। নিম্নের চোয়াল পাতলা
দুইখণ্ড অস্থিতে দাড়ীর নিকট মিলিত
এবং মস্তকের অস্থির সহিত শিথিল ভাবে
সংলগ্ন।

পাম্বোলিন প্রধানতঃ আসিয়া ও
আফ্রিকায় দুই বিভিন্নজাতীয়। আসীয়
জন্তুদিগের শঙ্ক মাথা হইতে লাসুল পর্যন্ত
বিস্তৃত, শঙ্কের মধ্যে মধ্যে লোম আছে
এবং লাসুলের অগ্রভাগ অনাবৃত থাকিতে
স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। ইহাদের
ছোট ছোট কর্ণও আছে। আফ্রিক
জন্তুদের লাসুলের ২০ বুরুল উর্দ্ধে মধ্য
শঙ্কশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাহাদের
বাহিরের শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ নাই।
ইহাদের ৪ উপজাতি—দীর্ঘ লাসুল,
শ্বেতোদর, ক্ষুদ্র-লাসুল এবং বৃহদাকার
(Giant) পাম্বোলিন। ইহাদের কাহার
কাহার লাসুলের আগাগোড়া—কাহার
কাহার কতক অংশ শঙ্কে আবৃত। দীর্ঘ-
লাসুলের লাসুলস্থি ৪৬ খান, অন্য
কোনও শুন্যগায়ীর এরূপ দেখা যায় না।

লুই ফ্রেজার তাহার প্রাণিতত্ত্ব গ্রন্থে
পাম্বোলিন সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ
লিখিয়াছেন :—

“ফার্নাও পো (আফ্রিকার দ্বীপ) বাদ-
কালে এক ঘোড়া জীবন্ত পাম্বোলিন
সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার বাচ্চা,
শরীর ১২ এবং লেজ ১৮ বুরুল লম্বা।

তাহাদিগকে একটা ঘরে ছাড়িয়া দিয়া-
ছিলাম, তথায় কালো পিণ্ডা অনেক
ছিল এবং তাহা তাহারা আগ্রহের সহিত
ভোজন করিত। ঘরের খুঁটি বাহিয়া
উঠিত এবং মাথা নীচু করিয়া নামিত।
কখন কখন শবীর তাল গোল পাকাইয়া
লক্ষ দিয়া পড়িত, তাহাতে কোনও কষ্ট
বোধ করিত না। লাস্কুল ও পশ্চাতের

পদদ্বয় খুঁটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া শরীর শূন্যে
লম্বা করিয়া ছাড়িয়া দিত ও দোল খাইত
এবং তাহাতে বড় আমোদ পাইত।
ঘুমাইবার সময় গোলাকাব হইয়া ঘুমাইত।
ঘুমাইবার সময় গৃহের কোণে ছিদ্র স্থানে
শব্দ ও পদ এমত দৃঢ়বদ্ধ করিত যে,
তাহাদের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কেহ তাহা-
দিগকে ঠেলিয়া সরাইতে পারিত না।”

গৃহকর্ম।

ছানাব পুলি।—ছানা ১/১০, ক্ষীর
১/১০, ঘৃত ১/১০, চিনি ১/১০, সফেদা ১/১০,
ক্ষীর বাটিয়া তাহাতে কিছু ছোট এলাচ
চূর্ণ মিশাইয়া রাখিবে। তাহার পর ছানা
বাটিয়া, তাহার সহিত সফেদা ভালকপে
মিশাইয়া লইবে। ছানাতে উক্ত ক্ষীরেব
পূর দিয়া ছোট ছোট পুলির ন্যায়
গড়িবে। চিনিতে একতারবন্দ রস করিয়া
ঐ পুলিগুলি ঘূতে ভাজিয়া বসে ফেলিবে।
বাদামি রঙের ন্যায় ভাজা দরকার।
ইহা খাটিতে উত্তম লাগে।

পাকা আমের বড়া।—সুমিষ্ট পাকা
আমের রসে সফেদা ও চিনি মিশাইয়া
রাখিবে, তাহাতে ছোট এলাচের চূর্ণ
এবং বড় এলাচ ১০০ দানা মিশাইয়া লইবে।
তাহার পর ছোট ছোট বড়ার ন্যায় ঘূতে
ভাজিবে, বড়াগুলি লালচে হওয়া চাই।
গরম গরম খাইতে ভাল।

খেজুরি।—ময়দা ১/১০, চিনি ১/১০,
ঘৃত ১/১০, ভাল ময়দা ময়ান দিয়া তাহার

সহিত চিনি এবং ছোট এলাচ চূর্ণ ও বড়
এলাচের দানা মিশাইয়া জল দিয়া মাখিয়া
লইবে। ময়ান বেশী দিতে হইবে।
তাহার পর লেচি কাটিয়া পাকাইয়া লইবে,
লেচিব মাঝখানটা আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া
দিবে, এবং অল্প অল্প জালে ঘূতে
ভাজিয়া লইবে। ভাজাটা বেশ কড়া
হওয়া দরকার।

ইন্দ্রভোগ।—চিনির রস পরিমাণ
মত চড়াইয়া যখন বেশ ঘন হইয়া আসিবে,
তখন তাহাতে ১ ভাগ ছানা বাটা, ১
ভাগ বাদাম বাটা, ১ ভাগ নারিকেল বাটা
ও ১ ভাগ ক্ষীর দিয়া পরে তাহাতে
এলাচের গুঁড়া, পেস্তা ও সবের কুচি
দিয়া নাড়িতে হইবে। সব ভাজার মত
মোটা সর হইবে এবং তাহা কাঁচি দিয়া
কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দিতে হইবে।
পরে রস নাড়িতে নাড়িতে যখন চটচটে
ও মোহনভোগের মত হইবে, তখন তাহা
নামাইতে হইবে।

অর্থ-নীতি ।

(৫০৫-৬ সংখ্যা—১৭০ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানদা । সরলা, ধনাগমের তিনটি উপায়ের মধ্যে ভূমি ও শ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে । তৃতীয়টি কি এবং তাহা দ্বারা কি বুঝ ?

সরলা । অর্থাগমের তৃতীয় উপায় মূলধন । মূলধন অর্থাৎ আগে কিছু টাকা হাতে না থাকিলে ভূমি-কর্মাদির যন্ত্র কোথা হইতে হইবে এবং শ্রমজীবীরা বা কি খাইয়া পরিশ্রম করিবে ?

জ্ঞা । মোটামুটি ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার পূর্বের ভ্রম ঘাইতেছে না । ধন মানে কেবল টাকা নয় পুঁজি বুঝাইয়া দিয়াছি । মূলধন অর্থও কেবল সঞ্চিত টাকা নয়, ইহা টাকা ছাড়া ধান চাউল, অস্ত্র বস্ত্র বা গো-মহিষাদিও হইতে পারে । টাকার দরকার ত এই সকলের জন্তই ?

স । ভূমি ঠিক বলিয়াছ, ধন বলতে টাকাই মনে হয়, তাই ভুল হয় । শতধন গোধন প্রভৃতিও ধন । তবে মূলধন যে কোনও প্রকার ধনের সংস্থান বলা যাইতে পারে ।

জ্ঞা । দেখ একজন চাষার টাকা চাই, কিন্তু টাকাত সে খাইবে না, পরিবেও না । তাহাকে যদি টাকা না দিয়া অস্ত্র বস্ত্র দিতে পার আর তাহার পরিশ্রমের

যন্ত্র সকল দিতে পার, তা হলেই ত সে সচ্ছন্দে খাটিয়া ধনাগমের উপায় করিতে পারে । অতএব যে কোন প্রকারের ধন ভবিষ্যৎ ধনাগমের সাহায্যার্থ সঞ্চিত হয়, তাহাই মূল ধন ।

স । যে কিছু ধন সঞ্চিত থাকে, তাহাকেই কি মূলধন বলা যায় না, তাহা ত ভবিষ্যৎ ধনাগমের জন্য ব্যয় হইতে পারে ?

জ্ঞা । তা কেমন করিয়া বলিবে ? পোতা ধন ও রূপণের ধনত সঞ্চিত ধন, কিন্তু তাহা কোনও ব্যবহারে আসে না এবং তাহা দ্বারা ব্যক্তিগত বা জাতিগত ধনের উন্নতি হইতে পারে না । সে অবস্থায় তাহা থাকা না থাকায় সমান । পৃথিবীর গর্ভে ত রত্ন আছে এবং সমুদ্র-গর্ভে মুক্তা আছে, তাহা কাজের সহায় হয় না ।

স । আচ্ছা জাতিগত ধন কি এবং জাতিগত মূলধন বা কি ?

জ্ঞা । সমুদায় দেশের ধনকে জাতিগত ধন বলা যায় এবং যে ধন অপব্যয়ে নষ্ট বা অব্যবহারে বৃথা সঞ্চিত না হইয়া দেশেয় ধন বৃদ্ধির জন্ত ব্যয় হয় তাহাই জাতিগত মূলধন ।

স । আচ্ছা, আমাদের দেশের লোকে

না খাইয়া পরিয়া এবং না ব্যয় করিয়া যে কোম্পানীর কাগজ করিয়া রাখে, তাহাকে কি মূলধন বলা যায় ?

জ্ঞা। সেও রূপণের ধনবজ্রায়, তাহা দ্বারা ত ধন বৃদ্ধি হয় না। কাজে খাটাইলে একগুণে দশগুণ ধন উৎপন্ন হইত। আমাদের ন্যায় মৃত অলস জাতির পক্ষে নিজের এবং পরিবারদেব ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কোন প্রকারে কিছু ধন সংগ্রহ করিয়া বাইতে পারিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল মনে হয়। কিন্তু ইংলজ, জার্মণ, মার্কিন, জাপান প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী জাতির মধ্যে ধন বসিয়া থাকে না, কোন না কোন কাজে খাটিয়া থাকে, তাই তাদের জাতীয় এত অর্থোন্নতি।

স। কোনও জাতিব সমুদায় মূলধন কি এক সময় ব্যবহারে আসিতে পারে ?

জ্ঞা। তাহা সম্ভব নয়। আমরা ধন বলিতে আবার টাকার দৃষ্টান্ত লইয়াই বাড়াবাড়ি করিতেছিলাম। রাজার ব্যবসা বাণিজ্য কল কারখানা করিলেও কতক টাকা বসিয়া থাকিবে, আর শত্ৰুদি মূলধন-রূপে সম্পূর্ণ ব্যয় হওয়া সম্ভবপর নয়।

স। কেন, আমাদের দেশে যে ধান চাউল হয়, তাহাত কিছুই থাকে না দেখিতে পাই। হয় দেশের লোকে খায়, নয় রপ্তানী হইয়া বিদেশে যায়।

জ্ঞা। দেশে যে কিছুই থাকে না, তা নয়। তার পর এই ধান চাউল সম্বন্ধে কতটা মূলধন, কতটা নয়, তাহা কি স্থির করিতে পার ? দেশের লোক যাহা খাইয়া

ধনবৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করে, তাহা মূলধন বটে। মনে কর একজন চাষা জমী চাষ করিয়া ১০০ মণ ধান গাইল। সে যদি এই ১০০ মণই ধনবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করে, তাহা মূলধন হইতে পারে। কিন্তু সে প্রথমে মনে করিলেও তাহার মনের ভাবের কত পরিবর্তন হইতে পারে এবং অবস্থা গতিকেও তাহার ইচ্ছা বিফল করিতে পারে। তার আরাম দারাম আছে, লোকলৌকিকতা আছে, ভাল খাওয়া পরার ইচ্ছা আছে এবং অগ্নিভয় দম্ভাভয় প্রভৃতি উপদ্রব আছে, শেষে ঠিক কতটা মূলধনে দাঁড়াইবে, স্থির করা অসম্ভব। এক জনের বিষয়ে এই, দেশের অসংখ্য লোকের অসংখ্য কৃতি ও অবস্থা ভেদে জাতীয় মূলধনের সমষ্টি কিরূপে ঠিক হইবে ?

স। আচ্ছা, বর্ষান্ত্রে দেশের সব ধান যদি কুরাইয়া যায়, তখন মূলধনের হিসাবে কত গেল, কি ঠিক করা যায় না ?

জ্ঞা। কেবল ধনবৃদ্ধির হিসাবে ঠিক কত শত ব্যয় হইয়াছে, তাহা যদি ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে বিষয়ে মূলধন স্থির হইতে পারে। কিন্তু লোকের আয়লব্ধ ধন দেখিয়া ইহা ঠিক হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি কচিভেদে ও অবস্থাভেদে ধনের কত সন্ধ্যায় ও অপব্যয় হইতে পারে। একজন মিতাচারী ক্রমক ১০০ মণ কৃষি-লব্ধ দ্রব্য সমুদায়ই মূলধন হিসাবে নিয়োগ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুত্র এই ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া অপব্যয়ে

সকলই উড়াইয়া দিতে পারে। মূলদানীরও মনের ভাব সময়ে ভিন্নরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব নিজের তৌলে জাতীয়

মূলধন ঠিক করা যায় না। অনেক বাদ দিয়া ধরিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড আম্পহিলের পরিবর্তে সার আর্থার ললি মাস্ত্রাজের নূতন গবর্ণর হইয়াছেন।

২। মসলিপটেম স্বদেশী ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ২০,০০০ হাজার টাকা মূলধনে এক লিমিটেড কোম্পানি খোলা হইয়াছে। দশ টাকা করিয়া অংশ হইবে।

৩। পৃথিবীর ১৫০ কোটি লোকের মধ্যে ৮০ কোটি লোক এখনও অসভ্য অবস্থায় আছে।

৪। কর্ণহীনদিগের ক্ষেত্রে লর্ড মাউন্ট ষ্টিফেন দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

৫। ইংলিস চ্যানেল পার হইতে হইতে হিন্দা নামক জাহাজ গলমগ্ন হয়, তাহাতে ১২০ জন লোক ডুবিয়া মরিয়াছে, ৫ জন মাত্র বাঁচিয়াছে।

৬। ইংলণ্ডের এডওয়ার্ড এবং গ্রিকুরাজ গত ২০শে নবেম্বর বকিংহাম প্রাসাদে উপস্থিত হন। রাজা এডওয়ার্ড সম্প্রতি যে আঘাত পান, তজ্জন্ম খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতেছেন।

৭। ইহুদিরা দক্ষিণ ক্রিয়া হইতে চলিয়া যাইতেছে। ইহাদের হত্যা

চলিতেছে। ইহাদের অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১০ লক্ষের অধিক টাকা জমিয়াছে।

৮। পটুগালের রাজা পারিসে আসিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট লুবে ও মন্ত্রিগণ তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

৯। লর্ড কুর্জনের স্মৃতিক্ষেত্রে ৩৬০০০ টাকার অধিক স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১০। হটেণ্টটদিগের সহিত জঙ্গলিগণ যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহাদের সেনাপতি জঙ্গলিগণ হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

১১। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী পদ-ত্যাগ করাতে গত ৪ঠা ডিসেম্বর সার হেনরী কাথেল বানার্মান তৎপদে বৃত্ত হইয়াছেন। ইনি উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের একজন নেতা এবং ঐ সম্প্রদায়ের সুযোগ্য লোকদিগকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

১২। যে পার্লামেন্ট স্থগিত আছে, ইহা শীঘ্র ভঙ্গীকৃত হইবে এবং ইহার স্থানে নূতন পার্লামেন্ট গঠিত হইবে।

১৩। কুমারী সোরাবজী আইন শ্রুতি পরামর্শ দিয়া বঙ্গদেশের কয়েকটা ধনাঢ্য পরিবারকে মোকদ্দমার দায় হইতে রক্ষা

করিয়াছেন এবং অস্ত্রান্ত্র প্রকারে অস্ত্র-
পুরিকাদিগেব সম্পত্তি রক্ষার সাহায্য
করিয়াছেন, এজন্য গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে
ধন্যবাদ করিয়াছেন ।

১৪। তিব্বতের তাসিলামা আগামী
২৬এ ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিবেন ।

১৫। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দীর্ঘ
সহস্রাধিক মাইল, তদ্বিত্ত শাখা রেল

আছে ইহাব কর্মচারীর সংখ্যা ৭২,৪০৩।
ষ্টেশন-সংখ্যা ৩৬৩টি । গত বৎসর, এই
রেলওয়ে যোগে ২৥ কোটির অধিক লোক
গমনাগমন করিয়াছে ।

১৬। বর্ধমানরাজ ৬ মহতাপটাদার
পত্নী মহারানী নারায়ণকুমারীর ৭৫ বৎসরে
মৃত্যু হইয়াছে ।

পুস্তকাদি সমালোচনা ।

১। সত্য-শতকম্—শ্রীভরবচস্র চৌধুরী
কর্তৃক সংগৃহীত, অনূদিত ও সংশোধিত,
কিশোবগঞ্জ আর্ধ্য বজ্র হইতে প্রকাশিত,
মূল্য ৮০ আনা । বামাবোধিনী পত্রিকায়
পঞ্চ অমুবাদ-সহ সত্যের মহিমা সম্বন্ধে
যে শত লোক প্রকাশিত হইয়াছিল,
তাঁহাই একটা সুন্দর ভূমিকা সহিত
পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । সত্যই
মানব-সমাজ স্থিতির এবং নীতি ও ধর্মের
মূল, সত্যের আলোচনা, শিক্ষা ও আত্ম-
গত্যা যতই হইবে, ততই সমাজের সর্বাঙ্গীণ
মঙ্গল । সর্বসাধারণে এই গ্রন্থের উপযুক্ত
সমাদর করেন, এই আমাদের অমুরোধ ।

২। অকিঞ্চনের নিবেদন—ডাক্তার
হরিধন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৮০
আনা । বর্তমান স্বদেশী আন্দোলন উপ-
লক্ষ্য করিয়া কোনও সুপণ্ডিত দেশ-
হিতৈষী মহাত্মা ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন ।
ইহাতে ধীরভাবে দেশের বর্তমান অবস্থা

সকল আলোচিত এবং বর্তমান সময়ে
দেশবাসীদিগের কর্তব্যনির্দ্ধারিত হইয়াছে ।
আমরা আশা করি প্রত্যেক বঙ্গবাসী
এই স্বল্পমূল্যের পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া
পাঠ করিবেন । বিক্রয়লব্ধ অর্থ স্বদেশ-
সেবায় নিয়োজিত হইবে, 'সুতরাং উহার
জনা ছই আনা বায় অসার্থক হইবে না ।

৩। সত্যশতক ১ম খণ্ড—শ্রীমির্জা-
বালা চৌধুরাণী-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, মূল্য
১০ আনা । গত বৈশাখে আমরা এই
পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছি । ইতি-
মধ্যে ইহাব দ্বিতীয় সংস্করণ যেরূপ আনন্দ-
কর, তেমনি ইহাব গুণের পরিচায়ক ।
দ্বিতীয় সংস্করণ যেরূপ সংশোধিত ও
সংবর্ধিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা সাধা-
রণের নিকট সমধিক সমাদৃত হইবে
সন্দেহ নাই । সত্যশতক নিকল্পে সম্পূর্ণ
কারে প্রচারিত হউক, সর্বাঙ্গতঃ করণে
আমাদের এই প্রার্থনা ।

বামারচনা।

বঙ্গের দুর্দিনে (আজি) জাগ গো ভগিনীগণ।

(১)

বঙ্গের দুর্দিনে আজি জাগ ভগ্নীগণ !
 স্বদেশের তরে কর আত্মসমর্পণ ।
 গাছ গো মঙ্গল-গান,
 উৎসাহে মাতাও প্রাণ ;
 দুখিনী মায়ের তরে হোক অগ্রসর
 তোমাদের স্বামী, পুত্র, পিতা, সহোদর ।

(২)

কেন আজি বঙ্গমাতা বিষাদ-বদনে
 ঝর ঝর বারিধাবা ঝরিছে নয়নে ?
 কোটি পুত্র কত্যা যার
 কিসের অভাব তার ?
 কেন তিনি পরাধীনা অশনে বসনে ?
 জাগাও, ভগিনীগণ স্বামী পুত্রগণে ।

(৩)

চল সবে ভগ্নীগণ চল ধেয়ে যাঠ,
 বঙ্গজননীর অশ্রু অঞ্চলে মুছাই ।
 মাতৃ-স্নেহ স্নুধা পিয়ে
 বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে
 গাউক আনন্দ-গীতি মাতায়ে সংসার,
 সে গান শুনিলে হবে আনন্দ অপার ।

(৪)

বিদেশীর পণ্য ত্যাগ স্বদেশী গ্রহণ
 করিয়া—করিব এস মঙ্গলাচরণ ।

জয়মালা শিরে পরি,

বিজয় নিশান ধরি,

বঙ্গজননীর মুখ করিতে উজ্জল
 হও সবে অগ্রসর, হও মহাবল ।

(৫)

বিলাতী পোষাক আর বিলাতী বাসন—
 ওসব আমবা আর ছোঁব না কখন ।

বঙ্গের সন্তানগণ

হরৈ এক প্রাণমন

স্নেহময়ী বঙ্গ মায়ে বাজরাণী করি,
 জয় চলাচলি দিমে লটবে গো বরি ।

(৬)

উৎসাহ আনন্দে মাতি বঙ্গের সন্তান
 স্বদেশের তরে কর জীবন প্রদান ।

বিলাতীয় পরিহরি

স্বদেশী বসন পরি

পবিত্র স্বদেশ-ব্রত কর উদ্‌ঘাপন,
 কর গো তারতভূমি-মহিমা কীর্তন ।

(৭)

জাগরে স্বদেশবাসী হিন্দু মুসলমান,
 স্বদেশ তক্তির বলে হও বীর্যবান ।

শিবজী প্রতাপ বীর,

উদয়, সমরে ধীর,

বঙ্গের মুকুট শিরে করিয়া ধারণ
 স্বদেশের তরে তারা ত্যজিলা জীবন ।

(৮)

বীরপুত্র ধাত্রী মাতা বীরপ্রসবিনী
 শুনাইত বিজয়-কাহিনী জননীয়ে ।
 শুনেছি পুরাণে কত
 আর্গ্যদের কীর্তি যত,
 যতনে মায়েরে তারা করিত পূজন,
 ধন্য ধরাতলে সেই আর্গ্য-স্মৃতিগণ ।

(৯)

সেই আর্গ্য-বংশে জন্ম হিন্দু কুমার
 জয় জয় ধ্বনি কর মঙ্গল আচার ।
 কোট পেণ্ট, পবিহরি
 স্বদেশীয় বস্ত্র পরি,
 নাবাংসাহে'মাতি সবে হও অগ্রসর,
 জিতেন্দ্রিয় নিষ্ঠাবান্ আর্গ্যবংশধর ।

(১০)

ভাবতের পুণ্যক্ষেত্রে শতিয়া জনম
 কেনবে থাকিব মোবা জড়ের মতন ?
 বাজিছে স্বদেশী তেরী,
 জাগ জাগ বঙ্গ-নারী,
 সেই আর্গ্যানাবী মোরা হঠেব আবার,
 যুটাইব জননী'ব বিষাদের ভার ।
 (১১)
 সুপরিজ্ঞ আর্গ্যভূম জনম মোদের,
 জাগ গো ভগিনীগণ ঘুমিও না আর ।
 বাঙ্গের ছুঁকিনে এবে
 তোর না জাগিলে সবে,
 এ ঘুমন্ত বঙ্গদেশ জাগে না জাগে না,
 জাগ গো ভগিনীগণ উঠিছে ঘোষণা ।
 শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়,
 দ্বাবভাঙ্গা ।

রাগি বন্ধন ।

(৩০শে আশ্বিন)

আজি শুভ দিনে এস ভগ্নীগণ !
 লয়ে স্নেহ প্রীতি অকপট মন—
 প্রাণ-ভরা আশা, দিয়ে ভালবাসা—
 জদয়ে জদয়ে বৈধে সবে যাউ ।
 স্নেহ আলিঙ্গনে ধরিয়া আদরে,
 সুপরিজ্ঞ রাখী বাধি পরস্পরে,
 এস হাতে ধরে, বলি দৃঢ় স্বরে,
 বোনে বোনে মোরা ভেদাভেদ নাই ।
 ভুলে যাই দ্বৈষ, স্বার্থ আপনার,
 শত্রু মিত্র জ্ঞাব করি পরিহার,
 উচ্চ নীচ জ্ঞান, তাজি অভিমান,
 বোনে বোনে সব মিলি এক ঠাই ।
 করি এ প্রতিজ্ঞা পবিত্র জদয়ে,

দেশের কল্যাণে পবান সঁপিরে,
 যথাসাধ্য যাব, স্বার্থ আপনার,
 বিলাসিতা স্তব্ধ তাজিব সবাই ।
 মোবা গরীয়সী ভারত-রমণী,
 ছিলাম যেমন, হইব তেমনি,
 দিয়ে প্রাণ দান, আপন সম্মান,
 হিন্দুর গৌরব রাখিব আবার ।
 সীতা, দময়ন্তী, ক্রপদনন্দিনী,
 সতী সাবিত্রীর যে পুণ্যকাহিনী—
 শত কণ্ঠে গায়, এক দিন হয় ।
 আমবাই ছিহু আদর্শ তাহার ।
 যমুনা জাহ্নবী কল কল তানে,
 বহিত মোদেরি গৌরবের গানে,

পুণ্য সমীরণ, করিত বহন,
 আর্গাবমণীর কীর্তি পরিমল ।
 কুহুম-কোমলা, আমবা রমণী,
 চিবদিন হয় ! আছি কি এমনি ?
 বিলাসে, অলসে, প্রমোদ হরষে,
 ভীকৃতায় চেন হয়েছি দুর্জল । ৪
 বাগ্দেরী, কমলা, কালী কপালিনী,
 সেই অংশোদ্ধতা আমবা রমণী,
 করে খর অসি, শক্তি মহীয়সী—
 সমুখ সমরে নাশিয়াছি অরি ।
 গণিতে, জ্যোতিষে, কলা কবিতায়,
 থনা, লীলাবতী, আমরাই হয় !
 মহিমা মণ্ডিত, কীর্তি বিভূষিত,
 যশের মুকুটে সেজেছি অমরী । ৫
 কুন্তী ও কোশল্যা সুভদ্রার মত,
 বীরপুত্রগর্ভে ধরিয়াছি কত,
 বাদেব প্রতাপে, ঘোর বীর দাপে,
 সিদ্ধ হিমাচল উঠিত কাঁপিয়া ।
 পুণ্য-রক্তগর্ভা ভাবতজননী,
 তাঁচাব চুহিতা বীর-প্রসবিনী,
 ভারত গোবব, বীরত্ব বৈভব,
 বিশ্বয়ে জগৎ দেখিত চাহিয়া । ৬
 সেই আর্গা নারী, আমরা এখন,
 আজি আমাদের কি ঘোর পতন !

পুতুলের মত, হাসি থেলা-রত,
 শুধু স্বার্থসুখে হয়েছি মগন ।
 কুহুম-কোমলা আমরা রমণী,
 চিবদিন হয়, আছি কি এমনি ?
 বিলাসে, অলসে, প্রমোদ হরষে,
 ক্ষুদ্র সুখ দুঃখে কাটাই জীবন । ৭
 আজি শুভ দিনে এই শুভক্ষেণে,
 স্বার্থ পরিহারি, দৃঢ়তার সনে,
 এস ভয়ীগণ ! করি এই পণ,
 বীরের জননী আবার হইব ।
 পতি পুত্রগণে শিখাব যতনে,
 তুচ্ছ করি শ্রাণ, সঙ্কল্প সাধনে,
 পরার্থে জীবন, দিতে বিসর্জন,
 হিন্দুর গৌরব আবার রাখিব । ৮
 আজি শুভ দিনে এস ভয়ীগণ !
 লয়ে মেহ, প্রীতি, অকপট মন—
 প্রাণভরা আশা, দিয়ে ভালবাসা—
 হৃদয়ে হৃদয়ে বেঁধে যেরে যাই ।
 মেহ আলিঙ্গনে ধরিয়া আদরে,
 সুপবিত্র রাখি বাধি পরস্পরে,
 এস হাতে ধরে, বলি দৃঢ় স্বরে,
 সব আপনাব পর কেহ নাই । ৯
 শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী,
 কানপুর ।

ভাতৃপূজা তিথি ।

বল্লি মহা পুণ্যময় ভাতৃপূজা ভোরে,
 শরতে সোণার ছবি জাগে উষা ভোরে ।
 ধর্ম্মপাণ হিন্দুতান প্রীতি পদ পদ,
 শিক্ষায় পবিত্র রীতি স্নানীতি বিশদ ।

একটি তিলক ভালে রাজ-টীকাসম,
 নব শশী উদে যেন শোভা নিরুপম ।
 ভাঙ্গা শ্রাণ ঘোড়া দেয় আনে নব বল,
 আজিকার এ দ্বিতীয়া মহা সমুদল ।

নব বল নবোৎসাহ—নবীন উজ্জমে
 আবার ভারতে বেণু বাজাও সঘনে।
 বঙ্গের বিধাদ-দিনে তুমি হে দেবতা,
 জাগাও ভ্রাতার প্রাণে স্বর্গের একতা।
 ভগিনীর করদত্ত, তিলক বিমল
 পরিণে লগাটে আজি কামনা সফল।
 ভাই ভাই এক ঠাঁই, এক মন্ত্র প্রাণে,
 রাখিবে অনন্ত কাল এ মহা মিলনে।
 প্রণমামি হে দ্বিতীয়া তোমাৰ চরণে,
 শিখাও কর্তব্যনিষ্ঠা পবিত্র বিধান।
 ভাই বোন এক হয়ে, সাধিব কল্যাণ,
 ভারত মাতার মোরা অধম সন্তান।
 আমরা অবলা বালা নাহি বুদ্ধি জ্ঞান,

অকিঞ্চন হয় অতি বুদ্ধি না বিজ্ঞান।
 ধরিতে জ্ঞানি না ধনু কোমল করেতে,
 শুধুই বিলাস-ভোগে বাঁধা নিগড়েতে।
 হে দেবতা ভ্রাতৃ-পূজা, দেহ নব শক্তি,
 জাগাও মুমূর্ষু প্রাণে উন্মাদিনী তক্তি।
 মায়েৰ সন্তান হয়ে মাতৃপূজা করি,
 ভাই বোনে সমভাবে লব বাণা হরি।
 সাজায়ে নূতন অৰ্থা নব দুর্কীধানে,
 হে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া আজি দিতেছি চরণে।
 ভায়ে ভায়ে বৈথ শাস্তি, একতা বন্ধনে॥
 অটুট অক্ষুণ্ণভাবে তোমার সম্মান
 ভগিনীর প্রাণে যেন রহে দীপ্তমান।
 শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

প্রণমি তোমারে দেব! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়!
 উষার অক্ষুটালোকে
 বিহগ পুলকে সুখে
 তুলিয়া অমিয় কণ্ঠে আগমনী গায়!
 পূরবে সুনীলাকাশে
 উজল বালুকভাসে,
 সরাসে তমসা রাশি বক্তিম আভায়!
 মাতায়ে অবনী খানি
 হাসিছে হেমন্ত রাণী,
 ধীরি ধীরি বহিতেছে সুমধুর বায়!
 আজিকে ভগিনী হিয়ে
 উঠিয়াছে উথলিয়ে;
 ভ্রাতার কপালে ফোঁটা দিবে পুনরায়!
 বাঙ্গালির প্রতি ঘরে
 আজি পুনঃ সঙ্ঘৎসরে,—

হাসিছে উজল রবি স্নেহের ছটায়!
 প্রণমি তোমারে দেব! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়।
 প্রণমি তোমারে দেব! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়!
 আজি সারা বঙ্গময়,
 প্রবাহে প্রবাহে বয়,
 রেহ প্রীতি ভালবাসা অজস্র ধারায়!
 এ হেন সুখের দিনে
 মিলিয়া ভগিনীগণে
 ভ্রাতার কল্যাণ ঘাচে ও অভয় পায়।
 কাহার বাক্যের পরে
 হেন অমরতা ধরে,
 “কৃতান্ত সমান” কেবা ‘পরমায়ু’ পায়?
 আছে কি সে আৰ্য্য শক্তি,
 অটল অচল তক্তি,
 শাপ, বর এখনো কি দিতে পারা যায়?

তবে কি তোমার বরে
এসেছে সে দিন ফিরে
বহিছে কি অর্ঘ্য রক্ত “ভগিনী”
হিয়ায় ?
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ! ২
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় !
এ হেন সুখের তিথি
স্নেহপূর্ণ ভাই দ্বিতী—
পেয়েছি আমরা দেব ! তব করুণায়।
মমতায় ভরা বৃক্ষ,
উৎপলি উঠিছে সুখ,
ডাকিতেছে ভ্রাতৃগণে স্নেহ মমতায় !
কি আছে মরত পরে
স্নেহভরে প্রীতিভরে
পরহারা দিবে সুখে ভ্রাতার গলায় ?
এ নহে আপন পর
আট কোটি মহোদর,
অমৃত ফোয়ারা ছোটো স্রবণেতে হয়।
ভগিনীর হিয়াপরে
অমিয় বর্ষণ ক’রে,
উজ্জ্বলি উঠিছে স্নেহ ধমনী শিবার !
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়। ৩
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় !
আজিকে মমতা রাশি
লহরে লহরে তাসি
প্রাবিত করিছে ক্ষুদ্র রমণীহিয়ায় !
যে আছে আঁধার বাসে
তাহারো হৃদয়াকাশে
অজ্ঞান তিমির নাশি নব জ্যোছনার ;

অর্গ্য আলোকরাশি
উজলি উঠিছে ভাসি
মন্দারসৌরভঃবহেই হেমস্তের বায়।
মৃত-সঞ্জীবনী দিমা
দিবে না কি জিয়াইয়া
যাহাতে “ভগিনী” হিয়ে ফিরে পুনঃ পায় ?
আজিকে মোদের প্রাণ
কর দেব ! কর দান,
প্রকৃত ভগিনী যাতে হতে পারা যায় !
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়। ৪
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় !
উষার অক্ষুটালোকে
বিহগ পুলকে সুখে
তুলিয়া অমিয় কণ্ঠে আগমনী গায় !
আজিকার মহা ঘট।
স্নেহের কিরণ-ছটা—
ছড়িয়ে পড়েছে সুখে রক্তিম আভায় !
দাও জ্ঞান, দাও ভক্তি,
দাও প্রভু ! অর্ঘ্যশক্তি,—
ছুটুক বিজগী সম ভ্রাতার হৃদয় ;
বাধিয়া একতা ভেরে
দাও সব মহোদরে
সাধিতে বঙ্গের হিত তুলি আপনায় ;
সত্যশীল, মাতৃভক্ত,
জ্ঞান ধর্ম অমুরক্ত,
সকলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম তোমার পূজায়।
প্রণমি তোমারে দেব ! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়। ৫
শ্রীমতী—

বামা বোধিনীর অভ্যর্থনা ।



ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনারল ও রাজ-প্রতিনিধি

লর্ড মিন্টো ।

(নবেম্বর—১৯০৫)

ভারতের দুঃসময়ে হইলে উদয়,
এস এস সমাদরে করি অভ্যর্থনা ;
বুঢ়াও দেশের যত বিবাদ বেদনা,
সবে মিলি গাই স্তখে ভয় মিন্টো জয় ।

শতবর্ষ গত পিতামহ মহোদয়
স্বনাম লভিলা করি এ রাজ্য শাসন ;
তার মত রাজধন্য করিয়া পালন,
ঈশ্বর-রূপায় লভ সুবশ অক্ষয় ।

Bamabodhini Patrika.

Glorify be to God—the giver and sustainer of life and the dispenser of all good, Bamabodhini through His grace has entered the 43rd year of her career and hopes to be of some service to our motherland and her daughters in the future as she has been in the past. Heaven help her.

The Government have changed both in India and at home. The Earl of Minto has succeeded Lord Curzon as Viceroy and Governor-General of India. Sir Henry Campbell-Bannerman of the Liberal party has succeeded Mr Balfours as Premier of England. We hope the state of things both at home and abroad will be changed for the better under the new *regime*. The public utterances of our new Viceroy promising to give peace and security to the land are hopeful.

We accord our hearty welcome to their Royal Highnesses the Prince and Princess of Wales who are touring round India amidst most loyal and enthusiastic cheerings and are expected in Calcutta within this month. We earnestly hope that the royal visit will augur well for India and her people. May God bless our exalted visitors and guide their ways.

A METRICAL TRANSLATION OF

"BANDE MAFARAM"

(From the STATESMAN)

"Mother, hail !

Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn-crops growing,

Mother, hail !

Thou of the silvery-joyous
moon-blanced night,
Thou with fair groups of
flowering tree-clumps bright,
Sweetly smiling,
Speech beguiling,

Pouring bliss and blessing,

Mother, hail !

Though now seventy million
Voices through thy mouth sonorous
shout,

Though twice seventy million
hands hold thy trenchant
sword blades out,

Yet, with all their power now,
Mother, wherefore powerless thou ?
Holder thou of myriad might,
I salute thee, saviour bight,
Thou who dost all foes affright,

Mother, hail !

Thou sole creed and wisdom art,
Thou our very mind and heart.
And the life-breath in our bodies,
Thou, as strength in arms of men,
Thou, as faith, in hearts dost reign,

The ladies of Bombay have given

On the first landing the Parsi ladies in their delicate veils of light blue sea-green, primrose, and pink silk performed the quaint rite known as *Vadhavi-levam*. The Princess stood in the middle of the group while an egg and a cocoanut were passed round her head seven times, symbolizing the seven circles of the world, and were then broken, in sign that whatever calamity the Fates have had in store for the person thus treated will be broken even as were the egg and the cocoa-nut, and the recipient of these attentions may henceforth live in safe contempt of the Fates and their cruel machinations. To this significance of the rite, a significance which I think may be traced to what anthropologists call mimetic magic, is added another equally symbolized though less profound. The egg and the cocoa-nut are interpreted as emblems of good nourishment, and as they were broken on behalf of the Princess even so will every evil ever concocted by destiny turn to her advantage and, so to speak, nourishment. With a similar purpose a dish of water was passed seven times round Her Royal Highness's head and then poured away. This libation is interpreted as a prayer that no drought but rainy abundance may be the Princess's lot in life. It also belongs to the category of symbolic magic, and, though the good Parsi ladies were

probably unaware of the fact, in pouring that water out they were performing an act common to the wedding ceremonies of many races whose very names are unknown to them. After the egg, cocoanut and water, followed a handful of rice thrown over the Princess's head, likewise indicative of prosperity and plenty, the original meaning of our own custom of throwing rice after the departing bride. The one really original part of the ceremony was the last. The lady learned in mystic lore who had already accomplished the things described above ended by pressing her knuckles fast against her own temples and making them crack, thus expressing in a curiously practical manner the wish that all evil may be cracked off the Princess's head for ever and ever.

On the top of the stairs the Hindu ladies were awaiting their own turn of benevolent witchery. Their ceremony was even more abstrusely interesting if simpler in form than the *Vadhavilevam*. A bunch of burning wicks and a handful of mysterious red powder were prepared in a tray, indicating that as red is the brightest of the seven colours, even so may the brightest of lots be granted to the Princess. It was the intention of the Hindu ladies to conclude their *arati* by marking Her Royal Highness's brow with the red powder, but the Princess evaded this attention with her habitual tact.

Having thus successfully passed through these two ordeals of fire and water Her Royal Highness proceeded to the entrance of the Hall to undergo a third trial, namely, the Mahomedan rite of *Ameen*, the prettiest of the three and the least embarrassing. The

Mahomedan ladies indulged neither in water nor in fire. Their magic consisted in garlanding the Princess and scattering round her head almonds and other nuts, their leaves plated with gold and silver, emblems of peace. They say that as the nuts are full of oil, even so may the oil of peace smooth the course of the Princess's life. These nuts reminded me of the nuts with which the ancient Romans used to salute the bride, and the Greeks to shower upon newly-bought slaves. The meaning in both cases, as in this modern instance, was peace and prosperity. The ladies then handed to the Princess a cocoanut, emblematic of the wishes that as its kernel gives food and contains water, as its leaves provide roofings, as its coir makes some useful articles of furniture, and finally, as its shells make cups, even so may the Princess never lack food, water, shelter, and furniture.

When I arrived in Bombay I little dreamed that I was destined to enjoy so interesting and instructive an experimental lecture on Indian folk-lore. The pleasure was therefore all the greater, and but for the solemnity of the occasion I would say that all those fair priestesses of good luck—Parsi, Hindu and Mahomedan alike—have earned my abiding affection.

Legal Adviser to Ladies.—The Bengal Board of Revenue, reporting on the work of Miss Cornelia Sorabji as legal adviser to the "Purdanashin" ladies under the Court of Wards remarks :—"By the exercise of great tact she has succeeded in compromising litigation in no less than four

cases ; and has been consulted by ladies on private matters in seven others. The Board hopes that in future the District Officers will be able to make a more free use of her services, and that the ladies under the Court of Wards will feel that they have a friend whom they may consult at any time, and who is always ready to explain their real wishes to the District Officers and to deliver and explain to the ladies at first hand the orders and direction of the Court of Wards. The Board joins with the District Officers in expressing their very high appreciation of the valuable services of Miss Sorabji."

The following is the list of the new Cabinet which the King has approved. —

Sir Henry Campbell-Bannerman, Prime Minister and First Lord of the Treasury

Sir Robert Reid, Lord High Chancellor

Mr. H. H. Asquith, Chancellor of the Exchequer

Mr. Herbert Gladstone, Home Secretary.

Sir Edward Grey, Foreign Secretary.

Lord Elgin, Colonial Secretary.

Mr. Haldane, War Secretary.

Mr. John Morley, Indian Secretary.

Lord Tweedmouth, First Lord of the Admiralty.

Mr. Lloyd George, President of the Board of Trade.

Mr. John Burns, President of the Local Government Board.

Captain John Sinclair, Secretary for Scotland.

Lord Carrington, President of the Board of Agriculture.

Mr. Sydney Buxton, Post-Master General.

Lord Crewe Lord President of the Council.

Lord Ripon, Lord Privy Seal.

Mr. Augustine Birrell, President of the Board of Education

Lord Justice Walker, Lord Chancellor of Ireland.

Mr. "Lulu" Hucourt, First Commissioner of Works

Sir Henry Fowler, Chancellor of the Duchy of Lancaster.

Lord Aberdeen, Lord Lieutenant of Ireland.

Mr. James Bryce, chief Secretary for Ireland.

Further appointments.

Mr. Edmund Robertson—

Secy to the Admiralty.

„ R. Cruston—Paymaster General.

„ Lawson Wilton—Attorney-General.

„ W. Robson—Solicitor General.

„ Reginald Meckenna—

Secy to the Treasury.

„ Herbert Samuel—

Under Secy, Home Office.

„ Thomas Shaw—

Lord Advocate of Scotland.

„ Alexander Ure—

Solicitor G. for Scotland.

„ John Ellis—

Under Secy, Indian Office.

„ W. Churchill „ Colony „

Earl of Portsmouth „ War „

Marquis of Bute „ Foreign „

মূল্য প্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

সন ১৩১২ সাল ।

শ্রীমতী কৃপাময়ী তরফদার

বাব গোবিন্দ লাল দত্ত, কলিকাতা ১৮

মধুবনি ২১০/০

„ সত্যেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত

„ অশোকলা দাস দেৱাচন ২১০/০

কলিকাতা ১৮

„ বিজ্ঞানতী আবিয়ার সরস্বতী

„ অবৈতচরণ মল্লিক কলিকাতা ১১০

জয়নগর ১১/০

„ নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ কমলকামিনী দাসী বোলপুর ১১/০

কলিকাতা ১৮

সাবেক ।

„ গোঁসাই দাস দত্ত মেদিনীপুর ২১০/০

বাব করালী প্রসন্ন মিত্র চৌকীভাঙ্গা ২৮

„ নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

„ দেবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অযোধ্যা ২১০/০

বাগেরহাট ৪৮

„ ধরদীপ দাস ব্রজগুপ্তী ১৬০

„ বিজয় প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

„ প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত

সম্বলপুর ২৮

বাজবাটী ২১০/০

„ বৈদ্যনাথ সাক্ষাল বগুড়া ৩৮

„ মণিমোহন বসু বলায়ামপুর ২১০/০

„ শ্রীলাল হালদার বহরমপুর ৫৮

„ শঙ্কর চন্দ্র বাগচি দিক্‌গড় ২১০/০

„ ধরদীপ দাস ব্রজগুপ্তী ৬০/০

„ ডাঃ ভূপেন্দ্র মিত্র মেদিনীপুর ২৮

„ প্রসন্ন কুমার দাস গুপ্ত রাজবাটী ৬০

„ ডাঃ অক্ষয়কুমার পাইন

„ চতুর্ভূজ পট্টনায়ক কটক ২৮

কান্দি ২১০/০

মহাবাদ্রা জগদিস্বনাথ রায় বাহাদুর

রায় জগন্নাথ বড়ুয়া বাহাদুর

ভবানীপুর ২১০/০

বোড়হাট ২১০/০

রায় জগন্নাথ বড়ুয়া বাহাদুর

রায় বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর

বোড়হাট ২১০/০

নাগপুর ২১০/০

শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী

শ্রীমতী শ্রীরোদবাসিনী রায়

ব্যাচনাইট ২১০/০

ভবানীপুর ২১০/০

„ কৃপাময়ী তরফদার মধুবনি ২১০/০

তারাসুন্দরী দেবী

„ নিস্তাধিনী দাসী দমকিরা ২৮

ব্যাচনাইট ২১০/০

„ চারুলাল ঘোষ মিউরি ৪০০/০

“বামাবোধিনী”র কয়েকটি নিয়ম।

১। বামাবোধিনী বর্ষিক মূল্য ২৫/০, অথবা অগ্রিম বাধ্যতামূলক মূল্য ১১/০, না পাঠাইলে “বামাবোধিনী” পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ১০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্যালয়ে কিম্বা সরকারদপ্তরের নিকট “বামাবোধিনী”র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অনুসারে এক বৎসরের জন্য প্রতিবার কভার ও সম্মুখের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২৫/০; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১০/০। অপরপূর্ণ নিয়ম বামাবোধিনী-কার্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অমুগ্রহপূর্বক প্রিন্সাই পোষ্টকার্ডে পত্র লেখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ হানাহুত্ব হইলে অমুগ্রহপূর্বক সহর জানাইবেন।

৬। মফঃবল হইতে মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি চিঠি বা অস্ত্র উপায়ে যাহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাহার অস্ত্র নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা, টিকানার পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্যালয়, ৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা।	}	নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু, কার্য্যাধ্যক্ষ।
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১২।		

গ্রাহকগণের প্রতি।

বামাবোধিনী সচিত্র হইয়াছে, ইহার সহিত ইংরাজী-সম্ভব ও সংযোজিত হইল। আমরা যেমন নানা প্রকারে পত্রিকাখানির উন্নতির চেষ্টা করিতেছি, আশা করি সাধারণ পাঠক ও হিতৈষী মহোদয়গণ সেইরূপ গ্রাহক বৃদ্ধি দ্বারা ইহার আয়োজনতির চেষ্টা করিয়া পত্রিকার সহায়তা করিবেন।

৮ মাস গত হইয়াছে, এ বৎসরের মূল্য প্রেরণে গ্রাহকগ্রাহিকাগণ আর বিলম্ব করিবেন না।

সাবেক মূল্য অধিক দেমা পড়াতে যাহারা এককালে দিতে না পারেন, ভিঃ, পিঃ, ক্রমে ক্রমে পাঠাইলে লওয়া যাইবে। আগামী মাসের পত্রিকায় কাহার নামে কিরূপ ভিঃ, পিঃ, হইবে, সহর লিখিলে বাধিত হইব।

বামাবোধিনী কার্যালয়, ৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা।	}	নিবেদক শ্রীবিপ্রচরণ বসু, কার্য্যাধ্যক্ষ।
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১২।		

পাক্‌তিক্ত বটিকা ।

(সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ ।)

ইহার ব্যবহারে প্ৰীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যকৃৎঘটিত জ্বর প্রভৃতি অতি জ্বরাক্‌ নিবারিত হয় । ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হইলে (কুইনাইনের ত্রায়) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না । অল্প বায়ে বাহাতে সকণেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি ; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা নূন নহে ।

১ কোটা—২ রকমে ৩০টা বটিকার মূল্য ১৮ এক টাকা । ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং ১০ তিন আনা । উক্ত মাণ্ডলে এককালে ৪ কোটা প্রেরিত হইতে পারে ।
১২ কোটার মূল্য ১০৮ দশ টাকা ।

সচিত্র

ডাক্তারি-শিক্ষা ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

(পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ।)

ডাক্তারি শিখিবার জন্য যাহা কিছু জানিবার আবশ্যক, এই একখানি পুস্তকে ডাক্তার সমস্ত বিষয়ই অতি বিস্তৃতরূপে লিপিত হইয়াছে । কম্পাণ্ডারি-শিক্ষা, জ্বা-
শূল, শারীরতত্ত্ব, রোগ-পরীক্ষা, চিকিৎসা-প্রণালী, রোগের কারণ ও লক্ষণ, অস্ত্র-
চিকিৎসা ও দ্ব্যতীবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়ের কোন অংশই ইহাতে পরিত্যক্ত
হয় নাই । তত্ত্বিন্ন বড় বড় ডাক্তারের ভাল ভাল প্রস্ক্রিপশন্‌ প্রায় ছই হাজার
ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ—ছই হাজার পৃষ্ঠার
উপর । ছই খণ্ডে বিভক্ত ;—মূল্য ৪৮ চারি টাকা ; বাধান পুস্তক ৫৮ পাঁচ টাকা ;
ডাক-মাণ্ডলাদি ৮০ বার আনা মাত্র ।

গভর্নমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ;

১৮১১ ও ১৯ লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা ।

বঙ্গেশ্বরের নূতন নন্দন কানন।

অমরায় নন্দন কানন আছে। পুণ্যে, কাবো, নাটকে, গাথায়, কথায়, ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মর্ত্যের অমরাবতী এই কলিকাতা সহরের বুকে একটা নূতন নন্দন কাননের আশ্রয় প্রতিষ্ঠা হইবার চেষ্টা হইতেছে। অরব বঙ্গেশ্বর কলিকাতার গোলাদিঘর পুরাতন উদ্যানটিকে নন্দনেরা শোভাসম্পদ দিয়া সাম্রাইবার জমিদারিসিপালিটার হাত হইতে উদ্যানটা বাসে লইয়াছেন। আমরা দের যুবরাজ ভাবী সত্ৰাটের ভারতে আগমনের পূর্বেই ইহার সংস্কার কার্য শেষ হইয়া বাইবে। তখন হয়তঃ ইহা শোভাসম্পদে ইন্দ্রের নন্দনকে পরাজিত করিবে। বঙ্গেশ্বরের নব-প্রতিষ্ঠিত নন্দনকাননে সুরভি-সম্ভার সমস্ত পুষ্পবৃক্ষের সমাবেশ হইবে, কিন্তু দেবভোগ্য পারিজাত ত সেখানে থাকিবে না! পাঠকগণ! যখন এই মর্ত্যের উদ্যানে ভ্রমণ করিবেন, তখন হয়তঃ পারিজাত না দেখিয়া হতাশ-চিত্তে ফিরিয়া আসিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে একটা সংপরামর্শ দিই। সময় থাকিতে এক শিশি কেশরজন কিনিয়া তাঁহারা উদ্যানে প্রবেশ বকুন। দেখিবেন অদৃষ্ট পারিজাতের মনোহর গন্ধে তাঁহাদের চিত্তবিভ্রম উপশিত হইয়াছে।

মূল্য প্রতিশিশি ১ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১০ আনা।

সর্ববিধ স্ত্রীরোগে

রমণী হিন্দু সংসারের কল্যাণী—রমণী রক্ষা করুন

অ-শো-কা-রিফট
অ-শো-কা-রিফট
অ-শো-কা-রিফট
অ-শো-কা-রিফট
অ-শো-কা-রিফট
অ-শো-কা-রিফট
অ-শো-কা-রিফট
অ-শো-কা-রিফট
অ-শো-কা-রিফট

রমণী জননী—রমণী মুহিতা—রমণী বনিতা—

মহা কল্যাণকর মহৌষধ।

মূল্য প্রতি শিশি ও এক কোটা ১১০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১/০।
কবিরাজ শ্রীগেহেনাথ সেন গুপ্ত, ১৮১ ও ১২ লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

রাজস্বর্গের পৃষ্ঠপোষিত

কলিকাতা আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ।

ব্রণ, মেচেতা ও ছুলির মহৌষধ

মালতীকুসুম ।

মূল্য প্রতি শিশি ৯০ আনা, মাগুন ১০ আনা ।

স্ববতীদিগের সৌন্দর্য্যই প্রধান । ব্রণ ও মেচেতা মুখমণ্ডল কলঙ্কিত করিয়া সেই সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে । রমনী-সুখমণ্ডল মনোমোহন করিবার জন্য আমরা বহু পরিশ্রমে মালতীকুসুম প্রস্তুত করিয়াছি । ইহার পক্ষ অতীব মনোহর ।

আপনার “মালতী কুসুম তৈল” ব্যবহার করিয়া বুকিলাস, উহা ব্রণ ও মেচেতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুগন্ধ ।

রাণী শিবভাবিনী, আন্দুল রাজবাটী ।

কল্যাণ-স্নাত

স্ত্রী-বাধি দূর করিবার অমোঘ মহৌষধ ।

তঁহা জরায়ু সৰ্ব্বক্ষে বাবতীয় স্ত্রী-রোগ, রক্তপাত, স্বেতপান, পেটবেদন ও তদানুযায়িক স্নায়ুদৌৰ্জ্জ্বল্য, মৃতবৎসা দোষ প্রভৃতি নিস্কূল আরোগ্য করিয়া থাকে । যাহারা চির-বক্ষা, তাঁহারা এই মহৌষধপ্রভাবে সন্তানের মুখ সন্দর্শনে জীবন সার্থক করিবেন ।

ইহা কামিনীকুলের স্বাস্থ্য-রক্ষার একমাত্র মহৌষধ । যাতাদের পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছে, তাঁহাদের কল্যাণ-স্নাত সহ কামিনীকল্যাণ বটিকা সেবন নিত্যস্থ আবশ্যক ।

মূল্য ১ শিশি ১০ টাকা, মাগুন ১০ আনা ।

কবিরাজ শ্রীঅপরূপকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যার্নিধি,

২২৭ নং অগার চিৎপুর রোড, শোভারাজপুর,

কলিকাতা ।

বাধক-স্বাস্থিক

বাধক-বেদনার পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ ।

এক পুরিমা সোনে যন্ত্রণা দূর হইবে । অমদিক তিন পুরিমা সোনে রোগিণী আরোগ্য লাভ করিয়া সম্মানধারণক্ষম হইবেন । একটা রোগিণীর জন্ত তিনটা মাত্র পুরিমা প্রয়োজন । মূল্য প্রতি পুরিমা ১/৫ আনা, ডাকমাফুল স্বতন্ত্র । বামাবোধিনী পত্রিকার কার্য্যাদাক্ষের নিকট ব্যবস্থাপত্র সহ প্রাপ্তব্য । ডাঃ পি, এন, বসু ।

দুরারোগ্য ধবল বা শ্বেতীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ ।

তৈল-১ পোয়া ২, টাকা ও চূর্ণ ১ কোটা ১০ আনা ।

এই দুই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় । গুণাগুণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।

The Hindu Patriot :—The medicine is reported to have achieved good result. The People :—The medicine has been proved by many Doctors and Kavirajes. রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ :—ঔষধ উহার (ধবলের) অমোঘ অস্ত্র । ইহাতে কোনও দুষিত পদার্থ নাই । কলকাতা :—অল্প দিন মাত্র ব্যবহারে দাত্তের ধবল-রং দূরীভূত হইয়া উহা স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট হয় । ফরিদপুর হিটৈতষী :—এই ঔষধে এ দেশের অনেক রোগী এই ঘৃণিত ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে । খুগনা হিটৈতষী :—এই ঔষধে এ রোগ বিনা ক্লেশে অল্প দিনে স্বাভাবিক রূপে নির্দোষ হইয়া অতি সুন্দর ভাবে আরোগ্য হয় । আলিপুর হিতসাধক :—বর্ষে বর্ষে শত শত রোগী আরোগ্য করিয়া প্রশংসাত্মক পাইতেছেন ।

চিঠিপত্র গোপনে থাকে । ঔষধ পাইবার একমাত্র ঠিকানা—স্যানিটারি, বেঙ্গল টোরস্, ঔষধ বিভাগ, তবানীপুর, কলিকাতা ।

বঙ্গে যুগান্তর ।

ইহা বর্তমান সময়োপযোগী উদ্দীপনা পূর্ণ নূতন ধরণের একখানি বহি । বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধীয় কবিতা, জাতীয় সঙ্গীত ও হাত্তোদ্দীপক কবোপকথনে পরিপূর্ণ । প্রত্যেক স্বদেশীমুগ্ধ বঙ্গবাসীর ইহা পাঠ করা কর্তব্য । স্বদেশী কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত । মূল্য ৯/০ আনা মাত্র ।

প্রাপ্তির স্থান—

- ১। এ, কে রায় এণ্ড কোং, ৫৭১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ২। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩। ব্রহ্মবাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

স্বর্ণের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর মার্টিফিকেট প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০মং হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা ।

স্বাস্থ্যের যেকোন পীড়া, সহজ বা জঘারোগা, পীড়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না । দৃষিত রক্ত, অম্লশূল, শরীরের অথবা কস্ত পদের দাচ, পুরাতন জ্বর, ও শরীর দুর্বল থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্যা ফল পাইবেন । মূল্য ১ এক মালের যোগ্য পাতোক ৮০ আনা করিয়া ১৯০, আজকাল এই সিরাপব্যয় সকলেই ব্যবহার করিতেছেন । ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তৃত, তন্মধ্যে এক খানি দেখুন ।

দেবকল্প বিদেহায় তৈলঙ্গ স্বামী প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিহারদ, জ্ঞানী, বহুদণী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল বহুস্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুলিপি—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পারার দোষ (যাহা আমার ক্যাংমেলে খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে । ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সর্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে । গ্যাসের দাগ পর্ণাপ্ত সমূলে নির্মূল হইয়াছে । বলিতে পারি, অগতে এই ঔষধ সর্বপ্রধান । ইহার তুল্য অগতে আর ঔষধ নাই । ১লা আশ্বিন, ১৩০৭ । শ্রীরামানন্দ সরস্বতী । এইরূপ সর্বপ্রকার জ্বরোগে অশোকাদি সিরাপ অমেষ ঔষধ, মূল্য ৮০ । অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি স্কৃত বা অগ্নিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে । ইহা দ্বাপোকদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেবা ও সুস্বাদু । আহারাশ্বে দুর্জগৎ ২ বার খাইতে হয় স্বাস্থ্য । কিন্তু এ স্থানে অগ্নি রাখা কর্তব্য যে, যেখানে অধিক রক্তপ্রাব ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বন্ধ্যাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ ও পাণ্ড হয়, এমত স্থলে প্রাতে সিল্যিহাদি সিরাপ ও রাতে আহারাশ্বে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বন্ধ্যাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং গর্ভের সম্ভাবন বগিষ্ঠ হয় । উক্ত ঔষধের কোন অগ্নিষ্টকর ফল নাই । বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাভণ্য বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্বপ্রকার জ্বরোগ দূর হয় । আমাদের ধাত্মীশও তুল্য পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই । মূল্য ৮০ । সিল্যিহাদি সিরাপ মূল্য ১২০ । পুত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয় ।

ম্যানেজার—শ্রীহৃদয়নাথ রায়, হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা ।

চিকিৎসাদ্বারা-পরীক্ষিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ।

মহামেদ-রসায়ন।

“মহামেদ-রসায়ন” সেবন করিয়া অল্প মেধা ও বিলুপ্ত বা নষ্টস্থিতিসম্পন্ন বিভাগদের বালক-বালিকাগণ জচিরে মেধাবী হয়। পাঁচ ঘণ্টার পাঠ, এক ঘণ্টায় কণ্ঠস্থ হয় এবং পুনরায় ভুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

“মহামেদ-রসায়ন” জগতে অদ্বিতীয়,—

ইহার জ্ঞায় সর্বগুণসম্পন্ন ঔষধ ইতিপূর্বে কাচা ও দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই।

“মহামেদ-রসায়ন” স্নায়বিক দুর্বলতার আশ্চর্য ঔষধ,—

অর্থাৎ,—অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা, অতিরিক্ত মস্তকপরিচালন প্রভৃতি জনিত স্নায়বিক দুর্বলতা (Nervous Debility), স্মরণশক্তির হ্রাস, মস্তকধ্বনি, মস্তক গরম, প্রভৃতি এবং তজ্জনিত উপসর্গগুলির একমাত্র আরোগ্যকর ঔষধ “মহামেদ-রসায়ন”।

“মহামেদ-রসায়ন” মস্তকপরিচালনশক্তিবর্ধক,—

অর্থাৎ,—অধিক পরিমাণে মস্তক আগোড়ন করার জন্য যাহাদিগকে মস্তকের ব্যারামে কষ্ট পাহতে হয়, এবং যাহাদিগকে সর্বদাই অতিরিক্ত পরিমাণে মস্তকের চালনা করিতে হয়, (বিচারক, ব্যাবিষ্টার, উকিল, মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র প্রভৃতি) মস্তক স্নিগ্ধ ও কার্যক্ষম রাখিতে হইলে “মহামেদ-রসায়ন” ব্যবহার করা কত্তব্য।

“মহামেদ-রসায়ন” মুচ্ছা ও উন্মাদের অব্যর্থ ঔষধ,—

অর্থাৎ,—পুরুষ বা স্ত্রীদ্বয়ের মুচ্ছা (হিষ্টিজিয়া), উন্মাদ ও মৃগীরোগ আরোগ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

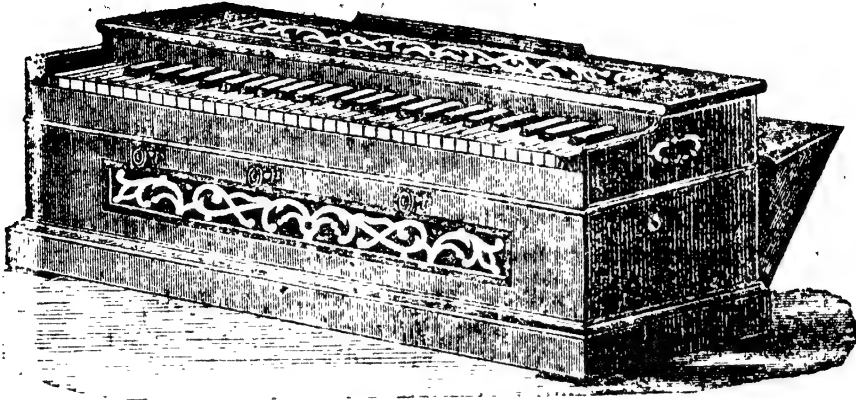
“মহামেদ-রসায়নের” মূল্যায়নের কথা,—

১ শিশি ১ এক টাকা, মাস্তুল ১০ ছয় আনা; ছই শিশি ২ ছই টাকা, মাস্তুল ১০ আট আনা; ৩ শিশি ৩ আড়াই টাকা, মাস্তুল ১০ দশ আনা; এবং একজো ৩ ছয় শিশি ৫ পাঁচ টাকা, মাস্তুল ১০ চৌদ্দ আনা ইত্যাদি।

শ্রীহরলাল গুপ্ত কবিরাজ;

৪ নং বাবুরাম কোম্পেন্সারী লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

মোহন ফ্লুট-হার্মোনিয়ম ।



দেশীয় সঙ্গীতচর্চায় আমাদের এই জগদ্ধিখ্যাত মোহন ফ্লুট-হার্মোনিয়ম যেক্রপ উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই যেক্রপ নহে । ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুকৌশল, সহজ বেগো সঞ্চালন এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় । ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক আজ্ঞামান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে । অতএব মাতুলনয় নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক “মোহন” কথাটি ও বেলের পৃষ্ঠে অগস্ত স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠিকিবেন । মফঃস্বলে ভি, পি, তে পাঠাইয়া থাকি । যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয় । মূল্য ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৫, ও উর্ক । পর লিখিলে বিনা মূল্যে সচিত্র মূল্য-তালিকা পেরিত হয় ।

একমাত্র নির্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স, মোহন মিউজিক্যাল ডিপো, ২ নং লোয়ার চিংপুর রোড (বিতলের উপর), কলিকাতা । গ্যারান্টি ৩ বৎসর ।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য ।

কাব্যকল্পমঞ্জলি-চরিত্রী ত্রিণভী, বীরকুমারী প্রণীত । বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরে ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য । অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাঁধা । মূল্য ১১০ টাকা, ডাকমাণ্ডল ১০ আনা । কলিকাতা, ২১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য ।

সুরবল্লীকমায়

দুষিত রক্ত শোধনে

এই কমায় অধিতীয়।

সুরবল্লীকমায়ের উপাদানগুলি যেরূপ অমিততেজঃসম্পন্ন সেইরূপ হিতকর।
শোণিতদোষ নিবারণ করিতে ইহা যেরূপ অধিগৌর, রক্তের পরিপুষ্টি সাধনে ইহা
সেইরূপ অপরিমীম-শক্তিসম্পন্ন।

হৃৎসাধা চর্মরোগ, বাতব্যাধি প্রভৃতি প্রশমিত করিতে একমাত্র সুরবল্লীকমায়ই
সম্পূর্ণ সমর্থ।

হৃদরোগা বলিয়া, চিকিৎসক-পরিভাষ্য পুর্নোক্ত ব্যাধিনিচয়—সুরবল্লী সেবনে
অচিরেই চিরকালের জন্য উন্মূলিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৥০ দেড় টাকা।

ভিঃ, পিঃ, ডাকমাণ্ডলাদি ৥০ নং আনা।

তিন শিশির মূল্য ৩৫০ টাকা।

ভিঃ, পিঃ, ডাঃ মাঃ ৫৫০ আনা।

অমৃতাদি বটিকা।

উৎকৃষ্ট জ্বরগ্র ঔষধ।

শীত, ষষ্ণু ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহার অফুর প্রভাব সকলেই স্বীকার করিয়া
থাকেন। দবিরাম বা অবিরাম, নূতন বা পুণাতন যে কোনরূপ জ্বরে, প্রযুক্ত হইলেই
ইহার অমোঘ শক্তি প্রকটিত হইয়া থাকে।

অমৃতাদি বটিকার বিশেষ এই যে অত্যন্ত জ্বরগ্র ঔষধের জ্বার ইহার কল
কণহারা নহে। ইহা সেবন করিলে জ্বরের পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না।

কুইনাইনে জ্বরের শাস্তি হয় বটে, কিন্তু উহার পুনরাক্রমণ অবশ্যস্বাভাবী। জ্বর-
শাস্তির নিমিত্ত কুইনাইন পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইলে শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে; তখন
আর উহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার উপায় থাকে না। এক্ষণে অবস্থাতে আমাদের
অমৃতাদি বটিকা প্রকৃতই অমৃতের জ্বার কার্য করে এবং কুইনাইন বিষ হইতে
রক্ষা করিয়া রোগীকে ব্যাধিবিমুক্ত করে।

এক কোটার মূল্য ১৮ এক টাকা।

ভিঃ পিঃ ডাকমাণ্ডলাদি ৮০ তিন আনা।

তিন কোটার মূল্য ২৥০, ভিঃ পিঃ ডাকমাণ্ডলাদি ৮০,

ডজন ১০৮ টাকা। ভিঃ পিঃ মাণ্ডলাদি ৥০ আনা।

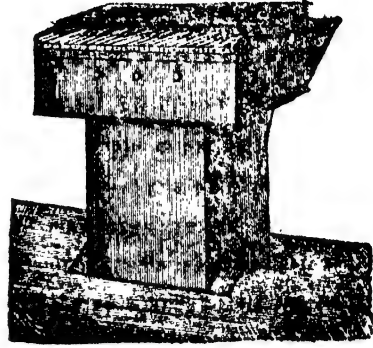
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ

শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ,

২০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মণ্ডল ফলুট ।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, বাণ-
মাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত
ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী
সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যাৎ-
কৃষ্ট বহুপ্রচলিত মনোমুগ্ধকর “মণ্ডল
ফলুট” উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারান্টি সহ
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী
প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়।
আত্মপ্রশংসা নিশ্চয়োজন। মূল্য ও



অক্টে ৩ টপ ৩৫, ঐ স্থল কাজ করা ৪০ টাকা। ঐ দুই শেট রীড ৪ টপ
৬০ এবং ৭৫ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বোম্বার স্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রয়তা ।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—
(১) সড়নাজার শাখা, ২২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা ; (২) শোভাবাজার
শাখা, ২২৫ ১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা ; (৪) বাকীপুর শাখা, বাকীপুর ; (৫) পাটনা শাখা, পাটনা ;
৬) মথুরা শাখা, মথুরা ।

আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের ব্যবহার্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত রাখি। সহরের কয়েকজন অশিক্ষিত চিকিৎসক ঔষধালয়গুলির তত্ত্বাবধান
করিয়া থাকেন এবং অশিক্ষিত কর্মচারীগণ ওঁহাদিগের সহিত সদাসর্বদা পরামর্শ
করিয়া ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করাই
কঠিন, একান্ত বিশেষ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনবরত তত্ত্বাবধান করেন। শিশি, কর্ক,
বার্নামিটার, স্টীপসকোপ, মবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাস ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা যত্নে
বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঔষধালয়ে চিকিৎসক বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া
থাকেন। মঞ্চঃস্থলবাসী চিকিৎসকগণ পত্র দ্বারা পরামর্শ পাইয়া থাকেন। পত্র
নিধিগেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বা বাংলা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

মনোজবা ।

শ্রীমতী নিস্তারিনীদেবী প্রণীত । বাবু সুবেদ্র প্রসাদ সাহাণ এম এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাপড়ে ভাল বাধা ১২ টাকা ; কাগজের মণাট ৬০ মায় । কলিকাতা ৭০ নং কলেজ ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান ডিপজিটারীতে, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটিবুক সোসাইটীতে এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

ইহা দলে দলে বিচিত্র ভাবে বিকশিত ও বিবিধ শৃঙ্খলে স্থপতিত । লেখিকা পিতৃ-ভক্তি অথবা লইয়া দেবারাধনা, মাতৃস্নেহ, সম্বানবাৎসল্য, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দাম্পত্যপ্রণয়, মৌজাতি, মধ্য, স্বদেশপ্রিয়তা, দীনে দয়া এবং সর্বভূতে মহাত্মভূতি এই সকল ভাব চিত্রাঙ্কনে আপনার লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থপানিকে সজীব ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ করিয়াছেন ।

কবির পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন :—

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর । গ্রন্থকর্তার হৃদয়ের স্নিগ্ধ পুত ভাবসৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত । আমি পুলকিতচিত্তে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি এবং সকলকেই ইহা পাঠ করিতে অ সুবোধ করিতেছি ।—ভক্ত যেমন “ও জ্বাকুহুমসঙ্কশং” বলিয়া স্যাদেবকে রক্তজবা অর্পণ করেন, এ হৃকর্তী তেমনি তাঁহার ভক্তিচন্দনে মাথা এই মনোজবাটি স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন । এ অর্ঘ্য স্বর্গীয় পিতৃগণে দিব্য উৎকৃষ্ট ।

“আবেগ ।”

(কবিতা পুস্তক)

কোন ভদ্র মহিলা বিরচিত ।

প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে বিশেষরূপে প্রশংসিত ।

Abega—“Emotion” is a collection of lyrical and other pieces, many of which are inspired by genuine feeling. The piece “Enlisted Coolies in Assam” draws a picture of misery which is really touching.—Calcutta Gazette, 30 September, 1900.

স্বল্পর কাপড়ে বাধাই আট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র । একরূপ স্বল্প মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ও মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হরিমোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

অশ্বগন্ধাটনিক

প্রসবাস্থে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পৰীক্ষিত মহৌষধ। ইহা দ্বারা অধিক
রক্তস্রাব নিবারণ, সর্পাঙ্গের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুব্ধবুদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার,
শ্লেষ্মা নিবারণ, জরায়ুর বলাদান ও স্নিগ্ধা হওয়া থাকে। ইহা শারীরিক ও মানসিক
দুর্বলতার সর্বশ্রেষ্ঠ টনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। মাথামুণ্ডগী ও মস্তিষ্কের
উপর ইহার কাণ্ড অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। মাথাবোবা, বুক ধড়ফড় করা, মন ছু
করা, স্মরণ ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, রক্তহীনতা, বক্তত্ব, স্নিগ্ধা, ক্ষুধামান্দ্য, বাত, যে
কোন রোগাশ্লেষ ও প্রসবাস্থে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রসূ। তিস্তিরিয়া ও বলমূত্র
রোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা স্তন্যশবীরে ও মলকল্লুতেই
ব্যবহার্য। খোশ পাঁচড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। ছাত্র, শিক্ষক, হাকিম,
ডাক্তার ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের বলাদান
করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পাঠ্যভাগের সময় ভাবদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী।
ফলঃ ইহা কড়লিভাব অএল, মালমা, ও মণ্ট অণেফা অদিক উপকারী।
কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, মিভিল মার্জিন, মেজব বি, কে বসু
এম ডি, মিভিল মার্জিন, ডাঃ কে, ডি, বসু, মিভিল মার্জিন, ডাঃ এম, এন, বসু,
এল্, এম্, এম্, ডেপুটী মার্জিন ইট বাবু অক্ষয়কুমার চৌধুরী, ডেপুটী মার্জিন ইট মোলভী
মুজিবর বহমান, সব জজ বাবু আব, এন, মুখার্জি, মুনসেফ বাবু অপূর্ণচন্দ্র ঘোষ
সববেজপ্তার বাবু তারাপদ ঘোষ, ত্রাশস্তান ব্যাঙ্কের উচ্চ কর্মচারী বাবু হর্গাপদ
বসু প্রভৃতি ইহা ব ভ্রমণ-প্রশংসা করিয়াছেন।

মূল্য :—৪ আউন্স শিশি এক টাকা, মাশুলাদি আট আনা।

শ্বাস-ভস্ম।

ইপানি কাশির অব্যর্থ পরীক্ষিত মহৌষধ। মূল্য ছোট শিশি এক টাকা, বড়
শিশি দেড় টাকা। মাশুলাদি ছয় আনা।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ্, কে, বসু এণ্ড বাদার্স,

ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ওয়ার্কস,

৩৭ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

কন্সল্টিং ফিজিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কবিরাজ শিবোদ্যচন্দ্র
কৈয়ানিধি; কেমিষ্ট—বাবু হুপেন্দ্রকুমার বসু, এম, এ।

কেবল বঙ্গের পুরুষগণ নহেন,
বঙ্গের মহিলাসমাজ ও
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
আর তাঁহারা বিলাতি জিনিস ব্যবহার করিবেন না ।
এ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিলাতী এসেন্স, বিলাতী ম্যাকেসার তৈল,
বিলাতী শিঙ্ক অব রোজ এবং বিলাতী ল্যাভেণ্ডার,
অ-ডি-কলোন, ফ্লুরিডা ওয়াটার ব্যবহার
করিয়াছেন,

দেশীয় এসেন্স ও গন্ধদ্রব্যে বিলাতীর এই অভাব তাঁহারা অনায়াসেই
পূর্ণ করিতে পারিবেন । কারণ

সর্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল

কুন্তলীন

তইতে আরম্ভ করিয়া সবল প্রকার এসেন্স ও গন্ধদ্রব্য আমবা নিজেব
কাবথানায় দেশীয় কারিকরগণের দ্বারা দেশীয় উপাদানে স্বদেশীয় মহিলা
ও পুরুষগণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি । যেমন স্থলভ তেমনই উৎকৃষ্ট ।

একবার পরীক্ষা করুন

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার,
৬২ নং বোম্বেজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

“কন্যাশ্রমং পালনীয়া শিচ্চক্ষীয়াতিয়তনতঃ”

কন্যাকে পালন করিবেন ও যত্নব সহিত শিক্ষা দিবেন।

শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। { পৌষ, ১৩১২। জানুয়ারী, ১৯০৬। } ২য় ভাগ।
৫০৯ সংখ্যা। { } ৮ম কল্প।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ...	২৬৩	১০। গৃহ-চিকিৎসা পঞ্চ)	২৮৪
২। অমরা ...	২৬৫	১১। সামিগাতিক বোগের বিশেষ	
৩। কাশীতে স্ত্রী-সম্মিলনী ...	২৬৯	ব্যঙ্গ ও গদ্যিকা	২৮৫
৪। সাধুবাণী ...	২৭১	১২। বেনারস কনগ্রেসের আংশিক	
৫। সাধনাব প্রতিদান (পঞ্চ) ...	২৭২	চিত্র	২৮৭
৬। দ্বিপদী ...	২৭৩	১৩। নৃতন সংবাদ	২৯০
৭। সজাব (সচিত্র) ...	২৭৬	১৪। বামাগচনা—সম্ভাব্য	২৯১
৮। শতদল ...	২৭৮	জগদ্বৈব প্রতি, চিনি নাট	২৯২
৯। বারাবদী জাতীয় মহাসভা		খোকাব গীতাবেলা	২৯৩
(সচিত্র) ...	২৮২	নীতি	২৯৪

কলিকাতা।

৩নং কলেজ ষ্ট্রীট বাহলেন, হাউসিং পোস্টে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রিন্টমাংস দত্ত কর্তৃক নং আটনিবাসান লেন
৪৩তে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৪/০, অগ্রিম বাৎসরিক ১৮/০, পঞ্চাঙ্গের বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

সোমেশ্বর-রসায়ন ।

অন্নপিত্ত, শূল, অসীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অকট, গ্রহী ও ধাতুকর ইত্যাদি বিবিধ প্রকার **অটিল** রোগেব মহৌষধ ।

অন্নপিত্ত শূল বোগাকাত্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করন, সেবনের পরক্ষণেই ব্রশ্মিষ্মেব বৃক্কাভা, নাভিব চাপি পার্শ্বে আকৃষ্টনবং দাক্ষণ বেদনা, বমন, চোয়া চেতুর, পেট ঠাণ্ডা, পেটে ও বৃক্কে বাধা, মূত্র দিয়া জন উঠা, পেট ঠোণ মাথিয়া থাকে ইত্যাদি উপসর্গ **শীঘ্রই** উপশমিত হইবে ।

গাঁতাবের আচায়েন্তে ভূক্কাভা বমন দ্বাৰা উঠিয়া যায়, তাঁতাবা ২ দাগ খাইলেট ইহার বশেষে উপকাৰিতা উপাধিক্ত কৰিবেন। কোষ্ঠ্যক থাকিলে দরল মল নির্গত হইবে, অন্নজনিত জন্মোগ্রাৎ বধা বৃক্কে হ্রদ হ্রদ কৰা বা বড় বড় কৰা নিবারণ হইবে ।

অগ্নিমান্দ্য বা অকট থাকিলে সেবন করন অষ্টবায় প্রজ্জলিত হইবে, সকল স্রব্যোই কটি হইবে । ভূক্কাভা সহজে প্রেরণা হইবে ।

গ্রহণীবোগে ব্যাচাব করন বাবাব মনোগ্রা, অবময় মল, উৰবে কর্তনবং বেদনা আন্ত নিবাবিত হইবে। আয়ুর্লোক্য রসায়ন ঔষদ বালয়া ইহা সকল বোগেই হিতকর ।

৮ দিন সেবনের উপবাসী ৮ আডল এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১৫০, মাণ্ডল ১০ আনা ।

খাসারি ।

(হাঁপানি কাশির ইহাই মহৌষধ ।)

"খাসারি" সেবনে প্রেক্ষ্য তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে । বাসেব সাঁ সাঁ শব্দ দূবে যাইবে, গলাব বড়, ঘড়, শব্দ থাকিবে না । কাশিতে কাশিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় হইবে না ।

৪ দাগ "খাসারি" সেবনে হাঁপানিব টান বন্ধ হইবে, বৃক্কে পিঠ পাটিয়া ধরা বা বাধা, পেটকাঁপা বা মুচ্ছিত্তাব অপনীত হইবে ।

শিশু ও বাবক গালিচানিয়া জ্বকশি, খুন্ডা কাশি, বাব্রিতে গলা সাট সাঁই বা ঘড়, ঘড়, করা, বৃক্কে বসা প্রভৃতি বোগ দুই দিনে কমিবে ।

কাশরোগেব পক্ষে ইহা অদ্বতীয় ঔষধ । যে সকল বোগীব খাব কাশ নিয়ত বর্তমান আছে, বিশেষতঃ বারিব শেষে পীড়াব বৃদ্ধি, অবিরত কাশিতে হয ও গয়েব উঠে, অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাহারাত এই "খাসারি" সেবন করন, দস্তাহ মধ্যে অস্থতা লাভ কৰিবেন ।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "খাসারি"ব মূল্য ১০০ টাকা, ডাকমাণ্ডল ১০ আনা, যেটি ২০ টাকা শড়ে ।

কবিরাজ

শ্রীমতীশচন্দ্র শাণ্ডা কবিত্বষণ,

৪ নং রাজা নারায়ণ ষ্ট্রীট, শোভাবাজার

কলিকাতা ।

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

জগদ্বিখ্যাত ও ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত মেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল ।

অগ্নকে, দ্বিধ্বকারিতার, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জালা ও চর্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহা বহু মত মঙ্গলম্পর্ক তৈল আর নাই। মানসিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে নিত্য ব্যবহায়া। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৮০, বোতল ২০ ; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী সেন্ট বা পুস্পসার।

বিলান্তি সেন্ট বা পুস্পসার হইতে কোন অংশে নিকটে নহে, বরং শত গুণে শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং স্বদেশজাত দেশীয় ফুলের মিষ্ট মধুময় যৌগিক পরিভাষ্য করিয়া বিদেশী ফুলের কঠোর গন্ধের দিকে কেন প্রবাহিত হইবেন ? আম্রাঙ্গের বেলা, পেঙ্গানিকা, চম্পক, মালতী, জেসমিন, লিলি এবং পুস্পসার ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১০। তিন শিশির সুন্দর বাক্স ২০। উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার, মূল্য প্রতি শিশি ৮০।

সুধাসিন্ধু রস ।

ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে জ্বালা, পাণ্ডু, পীড়া ও যকৃত-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর, পালা, দ্বিকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি মর্কপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। কুইনাইন-বর্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ৮০ আনা। প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

বাতরাজ তৈল ।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গাঁটে-বাত, কোমরের বাত, চক্ষুতে বাত, ঝগঝগে বাত, চৌরঙ্গি বাত প্রভৃতি সকল প্রকার বাত রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বক্স শিশি ১০, ছোট শিশি ৮০ আনা, ডজন—বক্স শিশি ১০৮০ টাকা, ছোট ৮০ টপ্পা। প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং,

ভুরিহাট এণ্ড জেনারেল মার্কেটস,

১২২ নং পুরাতন চিলাবাজার, কলিকাতা।

বটকৃষ্ণ পালের



ম্যালেরিয়া ও সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ ।

অদাবাদি সর্ববিধ জ্বররোগের

এমন আশু শাস্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই ।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত ।

মূল্য—বড় বোতল ১০. প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ১ টাকা

ছোট বতল ৫০, ঐ ৫০/০ আনা ।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সহকারী অফিস জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন ।

এডওয়ার্ডস

লিভার এণ্ড স্প্লিন অয়েন্টমেন্ট

অর্থাৎ

প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম ।

প্লীহা ও যকৃত নির্দোষ আগ্রহ করিতে হইলে আমাদের এডওয়ার্ডস টনিক

বা স্প্যান্ট-ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত

মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা

আবশ্যক । ঔষধ সেবনের সহিত এই মলম

মর্দন দ্বারা আশু ফল পাইবেন ।

মূল্য প্রতি কোঁটা ১০/০ ছয় আনা । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে ।

সোল এজেন্টস—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,

কেমিস্টস এণ্ড ড্রুগিস্টস

৭ ও ১২ নং বন্কিল্ডস লেন, (চীনা বাজার), কলিকাতা ।

থাইসিস্ ইন্‌হেলেন্স্‌ ।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ ।

যত্বপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিবা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সম্ভেদ হইয়া থাকে, যত্বপি তোমার পিতা কিবা মাতার অসুখ-মাংশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যত্বপি কখনও তোমার রক্ত উষ্ণিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন চেষ্টে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জ্বর, হাত পা ও চক্ষু জ্বালা যোব হয়, বাহ্যে ধর্ম্ম অক্ষত ও ক্রমশঃ কাশিগত ভাব ও ছন্দোভাব অমুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এম্‌, সি, পালের থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন ক্রিম কেন না ব্যবহার করিতেছ ?

থাইসিস ইন্‌হেলেন্সন থাইয়ার ঔষধ নম্ব । এই ঔষধেণ কোণ মাত্র আত্মাণ লইতে হয় । হাজাব খাজার ক্ষয়-কাশ-রোগী এই ঔষধ ব্যৱহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন । এই ঔষধের আত্মাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটগু সঞ্চল (জড) ধ্বংস হইয়া যায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ময়্য আব নষ্ট হইতে পারে না । ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন” ব্যবহার করিলে অতি সহজই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ কবে । অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আত্মাণে পাড়া আব কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে । ক্ষয়কাশ রোগে আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না । মূল্য ১ শিশি ৫ টা বা, প্যাকিং খরচ ৩০ আনা । ডাক-মাডল ও ভিঃ পিঃ খরচা ৩০ আনা ।

প্রশংসাপত্র ।

ডাক্তার এ, এন্‌, রায় চৌধুরী, এম্‌ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন :—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন” ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি । ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইন্‌হেলেন্সন ব্যবহার করিবার জন্য সর্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি । পরবর্ত্তকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উত্থাকে এক বোতল “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন” দিয়া বাবিত করিবেন ।

ডাক্তার ইদাল্‌দী কাওদাসজী, এল্‌ এম্‌ এস মাদ জামসেৎজীর মানিটেবিরাম, থাণ্ডালা, বম্বে পেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন :—আপনার “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন” খুব উপকারী ঔষধ ; সর্বদাই আমাব রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি । আমার জ্বর ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা । অমুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে তাঁহার জন্য এক বোতল “থাইসিস্‌ ইন্‌হেলেন্সন” পাঠাইয়া বাবিত করিবেন ।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্‌, এম, এস্‌,

১২ নং ডাকবাংলো, তালতলা, কলিকাতা ।

সস্তান রক্ষক ।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অগাঢ় অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য্য মালিস ।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্তব্য ; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের “সস্তানরক্ষক” মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না ।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২২ ; প্যাকিং খরচা ৮০ ; ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকমাশুল ৮০ ।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্,

১৯নং ডাক্‌হাউস গেন, তালতলা, কলিকাতা ।

প্রশংসাপত্র ।

হুগলী । ৭ই পৌষ, ১৩১১ সাল ।

সসস্ত্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লালা যুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু । তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত । উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট “মিশ্র” উপাধি-ধারী জনৈক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক তাহাই ছিল । আমার নিকট তাঁহার এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার “সস্তানরক্ষক” ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম । আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে । তন্নিম্ন সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরায় নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতবৎসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই । উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম । ইতি ।

নিবেদক—শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী সম্বাসী ।

চিকিৎসাধারা-পরীক্ষিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ।

মহামেদ-রসায়ন ।

“মহামেদ-রসায়ন” সেবন করিয়া অল্প মেদা ও বিলুপ্ত বা নষ্টস্বভিষম্পন্ন বিভ্রাণয়ের বালক-বালিকাগণ অচিরে মেধাবী হয় । পাঁচ ঘণ্টার পাঠ, এক ঘণ্টায় বঠত্ব হয় এবং পুনরায় ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না ।

“মহামেদ-রসায়ন” জগতে অদ্বিতীয়,

ইহার জায় সর্বগুণসম্পন্ন ঔষধ ইতিপূর্বে কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই ।

“মহামেদ-রসায়ন” স্নায়বিক দুর্বলতার আশ্চর্য ঔষধ,—

অর্থাৎ,—অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালন প্রভৃতি জনিত স্নায়বিক দুর্বলতা (Nervous Debility), স্মরণশক্তির হ্রাস, মস্তকযুগ্মন, মস্তক গরম, প্রভৃতি এবং তজ্জনিত উপসর্গগুলির একমাত্র আরোগ্যকর ঔষধ “মহামেদ-রসায়ন” ।

“মহামেদ-রসায়ন” মস্তিষ্কপরিচালনশক্তিবর্দ্ধক,—

অর্থাৎ,—অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক আলোড়ন করাব জন্ত যাহাদিগকে মস্তকের ব্যাধিতে কষ্ট পাইতে হয়, এবং গাঢ়াদিগকে সর্বদাই অতিরিক্ত পরিমাণে মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয়, (বিচারক, ব্যাখ্যাতা, উকিল, মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র প্রভৃতি) মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কার্যক্ষম রাখিতে হইলে “মহামেদ রসায়ন” ব্যবহার করা কর্তব্য ।

“মহামেদ-রসায়ন” মুচ্ছা ও উন্মাদের অব্যর্থ ঔষধ,—

অর্থাৎ,—পুষ্ণ বা জ্বালোকেব মুচ্ছা (হিষ্টিরিয়া), উন্মাদ ও মূর্গারোগ আরোগ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী ।

“মহামেদ-রসায়নের” মূল্যাদির কথা,—

১ শিশি ১ এক টাকা, মাণ্ডল ১০ ছয় আনা ; দুই শিশি ২ দুই টাকা, মাণ্ডল ১০ আট আনা ; ৩ শিশি ২১০ আড়াই টাকা, মাণ্ডল ১১০ দশ আনা ; এবং এক ক্রেড ৬ ছয় শিশি ৫ পাঁচ টাকা, মাণ্ডল ৬০ চৌদ্দ আনা ইত্যাদি ।

শ্রীহরলাল গুপ্ত কবিরাজ,

৪নং বাবুরাম ঘোষের লেন, আছেরীটোলা, কলিকাতা ।

বঙ্গভাষা ।

মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মা ।

“বঙ্গভাষা” স্বাধীন ত্রিপুরাবিশিষ্ট প্রযত্নে প্রকাশিত । ছাপায়, কাগজে ও আবক্ষগোব্দে হহা সর্বোৎকৃষ্ট ।

কাবির শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীসতীশ চন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি প্রণীতনামা সুপেখক-গণ “বঙ্গভাষার” নিয়ামক লেখক । নমুনা দেওয়া হয় না । বার্ষিক মূল্য ২২ । “বঙ্গভাষার” বিস্তারিত বিজ্ঞাপন আবেগের বামাবোধিনী পত্রিকার মগাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন ।

“বঙ্গভাষা”-কার্যাব্যাহার,
আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা ।

ডিম্বেপ্‌সিয়া কিওর ।

অল্প, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ ।

বীহারি বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার পলীক্ষা করিয়া দেখুন । এক মাসের ঔষধের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ ।

শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন,

রাঘোপুর, গণপৎগঞ্জ পোঃ আফিম, ভাগলপুর ।

এজেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল দত্ত, ১৩১ নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা ।

স্ত্রীরাগে অশোক ।



বাধক, গর্ভগ্রচণে অক্ষমতা, মৃতবৎসাদোষ, ক্ষেত বা বক্তৃৎসব, রজঃকল্লু, পেটে বাথা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীব্যাদি ও তদাচরণিক উৎসর্গে আমাদের “এসেন্স অফ্‌ অশোক” মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য করে । সুস্থ শরীরে সেবনে যৌবন অটুট থাকে । মূল্য দুই টাকা মাত্র । পত্র পীড়ার অবস্থা স্থলিয়া লিখিবেন । নাম ধাম প্রকাশের ভয় নাই । গোপনে, অল্প সময়ের মধ্যে ও কম ব্যয়ে পীড়ামুক্ত হইতে হইলে ইহাই সেবা ।

ইপানি, বহুমুত্র প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগের প্রশংসাপত্র সম্বলিত মুলাভালিকার অল্প পত্র লিখিলে আমরা উত্তম ডাকমাশুল দিয়া পাঠাইয়া থাকি । একমাত্র ঠিকানা—
ডে, সি, মুখার্জি এণ্ড কোং, ডিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌, রাণাঘাট (বেঙ্গল) ।

বাধক-রুশিচক

অণুণা

বাধক-বেদনার পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ ।

এক পুরিয়া সেবনে যন্ত্রণা দূর হইবে । অনধিক তিন পুরিয়া সেবনে রোগিনী আরোগ্য লাভ করিয়া সম্মানধারণক্ষম হইবেন । এমতী বোগিনীও জন্ম তিনটি মাত্র পুরিয়া প্রয়োজন । মূল্য প্রতি পুরিয়া ১/৫ আনা, ডাকমাসুল স্বতন্ত্র । বামাবোধিনী পত্রিকার কার্যাদায়কের নিকট ব্যবস্থাপত্র সহ প্রাপ্তব্য । ডাঃ পি, এন, বসু ।

ছুরারোগ্য ধবল বা শ্বেতীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ ।

তেল ১ শোয়া ২ টাকা ও চূর্ণ ১ কোটা ৥০ আনা ।

এই ছই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় । শুণাশুণ গন্ধকে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।

The Hindu Patriot :—The medicine is reported to have achieved good result. The People :—The medicine has been proved by many Doctors and Kavirajes. রঙ্গপুর দিক্‌পকাশ :—ঔষধ উদ্বা (দবলের) অমোঘ অস্ত্র । ইচ্ছাতে কোনও দূষিত গদার্থ নাই । কৃষ্ণনগর :—অল্প দিন মাত্র ব্যবহারে গাত্রের ধবল-বৎ দূণীভূত হইয়া উহা স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট হয় । ফরিদপুর হিতৈষী :—এই ঔষধে এ দেশের অনেক রোগী এই ঘৃণিত ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে । খুশনা হিতৈষী :—এই ঔষধে এ রোগ বিনা ক্লেশে অল্প দিনে স্থায়ীরূপে নির্দোষ হইয়া অতি সুন্দর ভাবে আরোগ্য হয় । আলিপুর হিতসাধক :—বর্ষে বর্ষে শত শত রোগী আরোগ্য করিয়া প্রশংসাপত্র পাইতেছেন ।

চিঠিপত্র গোপনে থাকে । ঔষধ পাইবার একমাত্র ঠিকানা—ম্যানেজার, বেঙ্গল ষ্টোবস্, ঔষধ বিভাগ, ভবানীপুর, কলিকাতা ।

বঙ্গ যুগান্তর ।

ইহা বর্তমান সময়োপযোগী উদ্ভীপনাপূর্ণ নূতন ধরণের একখানি বহি । বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধীয় কবিতা, জাতীয় মঙ্গীত ও ঠাত্তোদ্ধাপক কথোপকথনে পরিপূর্ণ । প্রত্যেক স্বদেশীমুখাঙ্গী বঙ্গবাসীর ইহা পাঠ করা কর্তব্য । স্বদেশী কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত । মূল্য ৯/০ আনা মাত্র ।

প্রাপ্তির স্থান—

- ১। এ, কে রায় এণ্ড কোং, ৫৭১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ২। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩। শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

কেবল ভদ্র মহিলাদিগের জন্য ।

ভদ্র স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে সোণা রূপা ও অহরতাদির দোকান ।

অমৃতপুত্রবাসিনী রমণীরা আপন আপন পছন্দ ও রুচি মত আপনাদের সাধের বস্ত্র অলঙ্কারাদি প্রচণ্ড দেখিয়া ক্রম করিতে পারেন, কলিকাতা নগরীতে কি দেশী কি বিদেশী কোন দোকানে এরূপ সুবাবস্থা নাই । অনেক দিন হইতে এই অভাব দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি । বিধাতার কৃপায় আমাদের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে । এই কার্তিক হইতে আমাদের দোকানবাটীর দ্বিতল গৃহে প্রতিদিন বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মহিলাদিগের জন্য দোকান খোলা থাকে । যাহাতে বঙ্গকুণবধূগণের লজ্জা ও সম্মর রক্ষার কোন ক্রটি না হয়, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । মহিলাদিগকে সাদরে গাড়া হইতে উদ্ধৃত্ত গৃহে লইয়া যাইবার জন্য একজন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে । যে মহিলার উপর উক্ত দোকানের ভার আছে, তিনি আত্ম ও যত্নসহকারে জিনিষ দেখাইবেন, বিক্রয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে অর্ডারও লইবেন । সাধামত সোণা রূপার, জড়োয়া অলঙ্কার ও নানাবিধ ঘড়ি এবং উপহার দিবার উপযোগী বিবিধ জিনিষে দোকান সজ্জিত করা হইয়াছে ।

বঙ্গ-ললনাগণ একবার পরীক্ষা করুন ।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

সোণা রূপার অলঙ্কার, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

৭৪ নং হেরিসন রোড, কলিকাতা ।

বাগাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 509

January, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

“कन्याध्वजं पालनीया शिक्षणीयानिचमनः”

কন্যাকে পালন করিবেক; ও যদ্বৈব সহিত শিক্ষা দিবেক ।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত ।

৪৩ বর্ষ । { পৌষ, ১৩১২ । জানুয়ারী, ১৯০৬ । } ২য় ভাগ ।
৫০৯ সংখ্যা । { } ৮ম কল্প ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

শ্রীশিক্ষার উন্নতি—গত বৎসর বালিকা বিদ্যালয়ে সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে, বালকদিগের সহিত পাঠশালে পাঠিকা বালিকার সংখ্যাও শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে। এখনও শ্রীশিক্ষার যথেষ্ট অভাব, ইহার আরও উন্নতি প্রার্থনীয়।

মাস্ত্রাজ গবর্ণরের সুস্বশ—লর্ড আফিল অতি সুখ্যাতির সহিত রাজ্য শাসন করিয়া অবসর লইয়াছেন। দেশবাসিগণ সভা বরিয়া তাঁহাব যশোগান করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রের উন্নতি—১লা জানুয়ারি হইতে লাহোরের সুবিখ্যাত “ট্রিবিউন” পত্র দৈনিক হইয়াছে। ইতিপূর্বেই এলাহাবাদের “ইণ্ডিয়ান পিণল” দৈনিক হইয়াছে। বঙ্গদেশের জ্ঞান অন্বেষণ প্রবেশেও

দেশীয় পত্রের উন্নতি দেশের শক্তিবৃদ্ধির পরিচায়ক।

লেডি মিন্টো—ইহার প্রকৃতি ও ব্যবহাব মধুব বলিয়া কীর্তিত হইতেছে। হান “লেডি ডফারিংফোর্ড” এবং কলিকাতা সেবিকা (Nurse Institution) সঙ্ঘার সভাপতি হইয়াছেন এবং ভারতীয় রমণীদিগের উন্নতি ও কল্যাণ বিধানার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন।

যুবরাজের; ভ্রমণ—যুবরাজ সম্রাট যথানিয়মে বোম্বাই হইতে মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া গত ২৯এ ডিসেম্বর কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। প্রিন্সপ্‌স ষাটে অভ্যর্থনার মহা সমারোহ হয়। তৎপরে গড়ের মাঠের প্যারেড ও মহা অভ্যর্থনা, নগরের দক্ষিণাংশে আলোকসজ্জা ও আভোষবাজী

হয়। বেলভিডিয়ারে রাজবধূকে লইয়া মহিলা-সম্মিলন এবং বিশ্ববিজ্ঞানগণে যুব-রাজের ডি এন্ড উপাধি-গ্রহণ হয়।

নববর্ষের সম্মান—ভারত-সম্রাটের অমুজ্জাহুগারে রাজপ্রতিনিধি নিম্নলিখিত মহিলাদিগকে কৈশরী হিন্দ মেডাল দিয়াছেন :—

জানকীবাই—বোম্বাই দৌলতরাম উমবা
সিংহের বিধবা ১ম শ্রেণী।

কুমারী এমা কার—মাস্তাজ বালিকা-
বিজ্ঞানায় সঙ্কলের ভূতপুর্ন
শিক্ষয়িত্রী ২য় শ্রেণী।

শ্রীমতী মহাদেবী—দেবাজন কজাপাঠ-
শালার অধ্যক্ষ ২য় শ্রেণী।

শিক্ষারিভাগের ডিরেক্টর আলেকজান্ডার
পেডলার এবং ছোটবন্ধের ছোট লিট.
ফ্যার সাংহেব "সার" উপাধি পাইয়া
কুলাীন-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

জাতীয় মহাসভা—কাশীধামে ২১
বার্ষিক কনগ্রেস মহাসমারোহে ও মহোৎ-
সাহে ২৭এ হইতে ৩০এ ডিসেম্বর পর্যন্ত
চলিয়াছিল। সভাপতি সুবিখ্যাত গোথলে
সুদীর্ঘ চিত্তাপূর্ণ সম্বোধনযোগী স্বন্দর
বক্তৃতা করেন। ভারতের সর্বপ্রদেশের
সংস্কৃত সংস্কৃত প্রতিনিধি এবং অনেকগুলি
মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১০ হাজার
লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

কনগ্রেসের আনুষ্ঠানিক—বৎসর
বৎসর কনগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক
সমিতি, শিল্পপ্রদর্শনী, ব্রাহ্ম সম্মিলনী
প্রভৃতি হইয়া থাকে, এবারও হইয়াছে।

বেশী ভাগ কাশীতে ধর্মমহামণ্ডল, আর্ধ্য-
সভা, মহিলা-সম্মিলন ও মাদকনিবারণী
সভা প্রভৃতি ঘটা করিয়া হইয়াছে। মহিলা-
সম্মিলনের বিশেষ বিবরণ অন্তত প্রকাশিত
হইল।

টাসি লামার ভ্রমণ—ইংরাজরাজের
অমুগৃহীত টাসি লামা দার্জিলিং, বুদ্ধগয়া
প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা
দেখিয়া গিয়াছেন। বড় লামা এখনও
রুস রাজ্যে।

রুস-বিভ্রাট—রুসিয়ার বিপদের শেষ
নাই। সাম্রাজ্যের চারিদিকে ঘোর
বিদ্রোহ। অনেক লোক হত্যা করিয়া
মক্কো মহানগরে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে।

আমেরিকায় ভারতবাসী—তিনিদাদ
হইতে যে সকল ভারতবাসী সম্প্রতি দেশে
ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার খরচ খরচা
বাদে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা লইয়া
আসিয়াছেন। এক এক জনের উপার্জন
৫০০ হইতে ১৩,৬০০ টাকা। কেহ কেহ
তিনিদাদে জমিদারী করিয়াছেন, আবার
তথায় ফিরিয়া যাইবেন।

দানের ভারতগ্য—মণিমাধিক্য-ভূষিত
হারভ্রাঙ্গার মহারাজা কেদুও পুণ্যকার্য
অমুষ্ঠানের জঙ্ক যুবরাজ প্রিন্স অব
ওয়েলসের হস্তে লক্ষ টাকা দিলেন। আর
আমরা দেখিলাম এক চীরবয়স্কারী
হুঃখিনী রিধবা বিধবাপ্রমে, তাঁহার
জীবিকার সঞ্চল হইতে একটা মুদ্রা দান
করিলেন। ভগবানের চক্ষে শ্রেষ্ঠোক্তদানের
যে মূল্য অধিক বলা বাহুল্য।

অমলা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

“দ্রাঘিনীদে নিমজ্জিত উদ্ভ্রান্ত হৃদয়।”

মানুষেব সৌন্দর্য্য-পিপাসা অদ্ভুত। বাহ্যকে কখনও দেখি নাই, কল্পনায় মানসপটে তাহার চিত্র এমন অঙ্কিত হয় যে, তাহাতে মানুষকে পাগল কবিয়া তুলে এবং তাহার জন্ত সে অগাধা সাধনেও প্রবৃত্ত হয়।

সুরেশ অঞ্জনার সৌন্দর্য্য বর্ণনা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; এক্ষণে চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন মানসে পিতা মাতা বন্ধুবান্ধব ও অর্দ্ধাঙ্গিনী পতিপাণা সাদৃশী পত্নীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া অবিচলিত হৃদয়ে চলিয়াছেন। সাধনার্থী যোগীপুরুষ যেমন সংসারের অসাবিতা উপলব্ধি করিয়া নিষ্ঠাকচিতে হিংস্রজন্তু-সমাকুল পক্ষিতে বা অবশ্যে একমাএ পরত্রঙ্কের অশেষণে ব্যাকুল, সুরেশ সেইরূপ আজি অঞ্জনাতেই সংসারের একমাত্র সারবস্তু ভাবিয়া তন্ময় হইয়া সেই জ্যোতিষ্ময়ী মূর্তি সাক্ষাৎকারের জন্ত ব্যস্ত। এক একবার হৃদিপটে অঞ্জনার মোহিনীমূর্তি প্রতিফলিত করিতেছেন, পুনরায় হতাশপ্রাণে আকাশ পানে চাহিয়া অগদীধরকে অরণ করিতেছেন।

ক্রমে বিভাবরী ধীরে ধীরে সমাগত হইল ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তমসাক্ষর করিয়া ফেলিল।

সুরেশর কোন দিকে লক্ষ্য নাই, ক্ষত-বিক্ষত শরীরে অঙ্গকাবের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। সুদূর পথপগাটনে তিনি ক্লান্ত ও তৃষ্ণাক্ত হইয়া পড়িলেন। অরণ্য-পথ অতিক্রম করিয়া তারাদিহি-গ্রামের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপত্যকায় এক শালবৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলেন। শয্যা শীতল, উপাধান বলিষ্ঠ বামভূজ। এই পর্য্যটনকে যদিও তারাদিহির অশ্রুগত বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু এখানে জনমানবের সম্পর্ক নাই। এই পর্য্যটনের নিকট একটি জঙ্গল; এই অবশ্য দুই ক্রোশ-বাপী; ইহার পব আর একটি পর্য্যট আছে; এই পর্য্যটের পর মল্লয়ার বাসস্থান।

তারাদিহি বুদ্ধগয়ার মধ্যে; ইহা বুদ্ধগয়ার অগ্রপূর্ণাব দেবত্র সম্পত্তি। খ্রীঃ ১৮৮২ সালে দিল্লীব নবাব মহাশয় লাণ-গিবিকে ইহা প্রদান করেন; দিল্লীর সম্রাট-এ মহাশয়দিগকে বুদ্ধগয়া মঠেব জন্ত অনেক গ্রাম জায়গির প্রদান করেন। ওয়াজিরুল মুমালিক কমরুদ্দিন খাঁ ছয়টি গ্রাম প্রদান করিয়াছেন; দিল্লীর সম্রাট ফেরোকশিয়ার মহাশয় কেশবগিরিকে অস্থবান প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মহাশয় শিবগিরির সম্মুখ মাঠর কতকগুলি সম্পত্তি ১৮১৯ সালের ২য় রেগুলেশন ও ১৮২৮ সালের ৩য়

রেগুলেশন অনুসারে গভর্ণমেন্ট খাস দখলে আনয়ন করেন; অবশেষে বিশেষ তদন্তের পর এই সম্পত্তি পুনরায় মহাশ্বকেই প্রদান করেন। ইহার ১৪০০ চেলা ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হেমনারায়ণ গিরি মহাশ্ব ছিলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ও বহু প্রাচীন হস্ত-লিখিত সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদৃত হন। ১৮৭৩—৭৪ সালের ছুটিফের সময় প্রজার জীবন রক্ষা বিষয়ে তিনি গভর্ণমেন্টকে সমন্বিত সহায়তা করিয়াছিলেন; সেই জন্য গভর্ণ-মেন্ট তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৬ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহাকে দেওয়ানি আদালতে কখনও উপস্থিত হইতে হইবে না বলিয়া আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সময়ে চেলা সংখ্যা পুষাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁহার গোঁসাই চেলাদিগের জন্ত বেনাবাসে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটা বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন ও তাঁহার জমিদারীতে অনেক দেবাদানীও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাশ্ব হেমনারায়ণ গিরির প্রদান কয়েক জন শিষ্যের মধ্যে হরেরাম বাবাজী তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিলেন। হরেরাম বাবাজীর বয়স পঞ্চাশতের উদ্ধ হইবে। তিনি সংসারীও বটেন, সন্ন্যাসীও বটেন। সৰ্ব্বপ্রকার সম্মম পালন করিয়া অহর্নিশ ঈশ্বরচিন্তা করেন, স্তবতাং যোগী পুরুষ; কিন্তু

তাঁহার একমাত্র পালিতা কন্যা তাঁহার নিকট অবস্থান করায় তাঁহাকে সংসারীও বলা যাইতে পারে। কন্যার নাম মহিমা। মহিমা ব্রাহ্মণকন্যা; দেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শৈশবকালেই তিনি পিতৃ-মাতৃ-হীন হন; পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে সম্মেহে লালন পালন করেন; মহিমার বয়স যখন ৪ বৎসর, তখন তাঁহার সহোদরও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহিমা এককালে নিঃসহায়। সেই সময় হরেরাম বাবাজী কোন কারণ বশতঃ সেই গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মহিমাকে দেখিয়া তাঁহার বড় দয়া হইল; মহিমা পিতা মাতার জন্ত নয়—দাদার জন্তই কাঁদিয়া আকুল, কারণ পিতা মাতার কথা আদৌ তাহার স্মরণ হয় না, সহোদরকেই সৰ্ব্বদা বলিয়া জানিত। মহিমার কৰুণ ক্রন্দনে অনেকবই হৃদয় দ্রবীভূত হইল। বটে, কিন্তু কেহ তাঁহাকে আশ্রয় করিতে সক্ষম হইলেন না।

মহিমা রোদন করিতেছে, প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত চারিদিক ঘেরিয়া বসিয়াছে, এমন সময় হরেরাম বাবাজী সেই দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন। শিশুর আর্তনাদে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল; তিনি নিকটে গিয়া বলিলেন, “কেন মাগি? কাঁদছ কেন?” এই প্রশ্ন করিয়া মাত্র একটা জ্বীলোক বলিয়া উঠিলেন “খুকি, আর কাঁদিস না; দেখ তোব বাবা এলেন। তিনি বুঝি

বিদেশে চাকরী কর্তে গেছিলেন, তোর জন্ত আজ ঘর ফিরে এসেছন।” অনেকে ভাবিলেন স্বীলোকটা কি পাগলী; যানয় তাই বলছে।” কত সময় প্রলাপ বচনের মধ্য হঠাৎ কত স্বর্গীয় ভাব মনুষ্যের প্রাণে জাগিয়া উঠে, তাহা কে বলিতে পারে? সত্য ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশকে মনুষ্য প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, কিন্তু আবার এমন দিন আসে যে সেই প্রলাপ-বচনের সত্যতায় জগৎ মুগ্ধ হয়; সেই বাক্যকে জীবন-প্রেরিত সুসংবাদ বলিয়া মস্তকে তুলিয়া লয়; এবং তাহা দ্বারা সংসারে থাকিয়া মুক্তিলাভে ব্রতবান্ হয়।

আজি ঐ স্বীলোকের প্রলাপ-বাক্যই মহৎ উপকার সাধন করিল। বালিকার ধারণা হইল “নিশ্চিতই ইনি আমার পিতা।” সে হবেবাম বাবাজীকে দেখিয়া যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বাবাজীও সম্মুখে তাহাকে কোলে তুলিয়া বসিয়া আদর করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী মজিলেন; ডোব কোপান মায়া-জালে সমাচ্ছন্ন হইল; ভগবৎপ্রীতি দ্বিধা বিভক্ত হইল। বালিকাকে আব্রোহু হইতে নামাইতে ইচ্ছা হইতেন না; বালিকাও আব্রোহুতে চাহে না। সকলেই আশ্চর্য হইল। সন্ন্যাসী বিপদে পড়িলেন; তিনি বালিকাকে লইয়া কি করিবেন? সকলেবই অভিলাষ যে সন্ন্যাসী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া যান, কারণ বালিকার এক জগদীশ্বর ভিন্ন আপনাব

বলিবার কেহই ছিল না। সকলেই বলিতে লাগিলেন “বাবাজী, আপনি মেয়েটাকে লয়ে যান; এখানে থাকলে কে দেখবে? ভয়তো না খেতে পেয়েই মাঝা পড়বে।”

সন্ন্যাসী সমস্ত বিষয় সমাক্রমে অবগত হইলেন; তিনি ছুট এক ফোঁটা অশ্রু বর্ষণ করিলেন ও বালিকাকে লইয়া আপন মঠের দিকে চলিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দিত হইল, ঈশ্বরের মতি-মায় বালিকার আজ একটা উপায় হইল।

হররাম বাবাজী বালিকাকে লইয়া তারাদিহির পর্বতের এক গুহায় সংস্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসী সেখানে থাকেন ও মহাশ্বেত নিকটেও প্রায়ই যান। বালিকার জন্ত আহার্য প্রভৃতি সামগ্রী সেই স্থান হইতেই আনয়ন করেন। তিনি বালিকার নাম রাখিলেন “মহিমা”। সেই সময় হইতেই মহিমা এক পালক পিতা ভিন্ন আর কাহারও মুখ দর্শন করিতে পান নাট; আজি মতিমা পঞ্চবি শত বৎস পদার্পণ করিয়াছেন।

প্রাকালে মহিমা কদমী কক্ষে অরণ্যে বাসি আনয়ন করিতে নিষ্কাশিত হইলেন। পশ্চিমদেয় বৃক্ষ হলে যজ্ঞাপন্য তদানী যুবককে নিদ্রিত দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া চিরপুহুলীত ভায় তাঁহার পানে তাকাইয়া বহিলেন। শুরেশ্বর অমামুষিক রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ভিন্ন জগতের জীব বলিয়া মনে মনে নির্ধারিত করিলেন; কিন্তু সে স্থান হইতে

এক, পাও নড়িতে শঙ্কমে হইলেন না। একবার ভাবিলেন যে, শিতাকে ডাকিয়া এই দেপুক্ষের সাক্ষাৎ লাভ করাইয়া দেন; আবার ভাবিলেন যদি শিতাকে ডাকিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে করিতে এই অপক্লেশ সামগ্রী অজুহিত হয় তাহা হইলে শৌ আৰ তাৎকালিক মনন ভরিয়া দেবা হইবে না। এইরূপ মনে মনে নানা প্রকার ভোলা পাড়া করিয়া সেই স্থানে কলগী রাখিয়া পিতৃস্মরণার্থে গমন করিলেন। মহিমার মূৰ্ধে বিস্তারিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হররাম বাবাজীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; ভাবিলেন বিধি বুঝি এতদিনে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন,—অজি মহিমা বুঝি নিজভক্ত। নিজেই অঙ্গসন্ধান করিয়া লইলেন।

পিতাকে সঙ্গে লইয়া মহিমা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হরেশকে অবলোকন করিয়া বাবাজীও স্তম্ভিত হইলেন। উভয়ের পরস্পর দৃষ্টিতে তাহার কোমল শরীর বলসিত হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়ার সহসা তিনি অঙ্গরিত হইলেন। সমুদ্রে লাবণ্যময়ী মূর্তি দর্শন করিয়া সম্মুখে সোধনপূৰ্ণক হইলেন “তুমি কি অজনা?”

মহিমা নীরব;—যেন বলিতে চক্ষা হইতেই “না,—আমি মহিমা, তোমার বড় ভালদাসি।”

“তুমি কি অজনা?” এই কথা শ্রবণ করিয়াই হররাম বাবাজী হরেশের অতীত জীবনের অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হইলেন

এবং হরেশের প্রতি মহিমার ভালবাসার সীমা নিষ্কারণ করিবার অল্প কক্ষণব্যয়ে হরেশকে উত্তর করিলেন

“তুমি কে?”

“প্রভু! আমি একজন পণিক মাত্র, পথপটীটনে ক্লান্ত হইয়ে এই স্থানে নিদ্রিত হইয়ে পড়েছিলাম।”

“কোন সাহসে অপরিচিতা যুবতীকে একপ তাবে সংঘোধন করলে?”

“প্রভু! আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত হয়েছি, তাই একটু জল চাচ্ছিলাম।”

“তোমার তৃষ্ণা জলের তৃষ্ণা নয়; আমার কাছে পটীটা খাটবে না;—সব মিথ্যা কথা।”

“না প্রভু! আমি তৃষ্ণায় অধীর হয়ে পড়েছি; রাজ্যকালে অনেক অঙ্গসন্ধান করলেম, কিন্তু কোথাও একটু জল পেলোম না।”

মহিমার নবনীত হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তিনি কহিলেন “বাবা, আমি জল আনব?”

হররাম গম্ভীরবরে উত্তর করিলেন “না।”

“তবে বাবা, শুকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যে ঘোঁষিয়ে দিয়ে আসি?”

“না।”

“কেন বাবা? তৃষ্ণায় ওর মুখ শুকয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন না?”

“তাহা তোমার আমার কি?”

“তা বলে বাবা, তৃষ্ণার সময় লোককে একটু জল দেবে না?”

“জল! ত্বকি মাম্ময় যে ক্রমশঃ জল
দেব? ও ঐষজ্ঞান ডাকাত!”

“না বাবা, উনি বড় যজ্ঞন; এরূপ
কুমারী মর্তি, ঢল, ঢল আঁশি, - চক্রনিজ
বদন, কি, কখনও দৃষ্টিতে দেখে মজুক
হয়?”

পুনরায় আরো, ক্রান্তরক্ষক কহিলেন,
“প্রভু! একটু জল দিন।” আরো আর
করণ বরো মহিম। যেন, অধীর, হইয়া
পড়িলেন; পিতাকে উত্তর করিলেন,
“বাবা! বাই, আমি জল আনিগে।”

এই বলিয়া, কলসী কক্ষে যাউতেছেন,
এমন সময়ে হরোরাম, ক্রমশঃ, কহিলেন

“বাও, কোথা?—এখনি এই পাপিষ্ঠকে
সমুচিত শাস্তি প্রদান করব।” এই বলিয়া
হরোরাম ক্রোধে মূর্তিতে আরো আর দিকে
অগ্রসব হইলেন।

পিতার উগ্রমূর্তি দেখিয়া ‘মহিমাক
কক্ষে, কলসী ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি
মারিতে লাগিল। মহিমা তৎক্ষণাৎ
পিতার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাল পদ ধারণ
করিয়া কহিলেন,—“বাবা!—ওঁকে কিছু
বলবেন না;—বা শাস্তি দিতে হইবে, আমায়
দিন।”

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণগীতরণ হাজরা।

কাশীতে স্ত্রী-সম্মিলনী।

বিগত ৩০শে ডিসেম্বর—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে
এই মহানগরীতে এক অপরূপ সম্মিলনী
হইয়াছিল। বলা বাহুল্য হিন্দু-পবিত্র
তীর্থ কাশীধামে প্রবৎসরে জাতীয় মহা
সভার অধিবেশনে নানা বিগ্ৰহে হইতে
বিভিন্ন জাতির স্ত্রী ও পুরুষের সমাগম হয়
এবং জিন্না, জিন্না, হলে, নানা প্রকার সভা
সমিতির অধিবেশন হইয়া বিবিধ বিষয়ে
বক্তৃতা হয়। এমনকি, যিনি ইতি-
পূর্বে প্রদেশের কলন হইয়াছে। অবশ্য
পুরুষগণের সভা সমিতির অধিবেশন,
মহান হিন্দী কলকাতা মন্ত্রণালয় পণ্ডিত বক্তা
প্রভৃতির পরামর্শের মিলন ও অনুষ্ঠান-
প্রণালী, এক্ষণে অগাধ হইয়াছে। কিন্তু

বলিতে গেলে অবরোধ প্রণালী করিয়া
রমণীগণের এই পবন হিতকর মিলন-
সুযোগ এই প্রথম উপস্থিত। হিন্দী
নাগরী প্রচারিত সভাগৃহে ইহার অধি-
বেশন হয়। ছয় শতক অধিক ভক্ত মহিলা
একত্র হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী,
হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, দক্ষিণী, ইংরাজি
প্রভৃতি সকল জাতি ও সকল ধর্মী
নিরঙ্কর হইতে বিহীন প্রাজুয়েট মহিলাগণ
পর্যন্ত যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতাপ-
গড়ের রাণী সভাপতির আসন গ্রহণ
করেন, মিসেস টমলরাম সেক্রেটারী
ছিলেন। মিসেস দেব কার্ধ্যাধ্যক্ষের পদ
গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথমে সভাপতি মাননীয়া রাণীর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হইলে পর মিসেস টহল-রাম ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। পরে একটি বাঙ্গালি রমণী হিন্দিতে “জী-জাতির কি কর্তব্য এখন” সে বিষয়ে বলেন, তাহার পর মিসেস রমণ বাই ইংরাজীতে জীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন। পরে আর একটি হিন্দুস্থানী ভদ্র মহিলা হিন্দিতে বলেন। অতঃপর, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী “মাতৃপূজা” নামে একটি হিন্দি বক্তৃতা করেন। ইহার পর মিসেস তারাবাই নাম্নী একজন মহারাষ্ট্রী মহিলা হিন্দি ভাষায় জীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন। পরে আর এক রমণী মহারাষ্ট্রী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উহা কাহাবই বোধগম্য না হওয়াতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় স্থগিত হয়। অবশেষে মিসেস পি, কে রায়ের সুদীর্ঘাবক্তৃতাতে, শ্রীমতী সরলা দেবীর সুমধুর জাতীয় সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী ৮৯ বৎসরের বালিকা জীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা আবৃত্তি করিল। বালিকার সুন্দর স্মরণশক্তি, অনর্গল বলিল। কষ্ট স্ব করান হইয়াছিল বোধ হয়। আরও দুটি বালিকা শ্রীমতী অমলা ও শ্রীমতী সুনীতি, সঙ্কটে সরস্বতীর স্তব ও শ্লোক ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়াছিল।

দুঃখের বিষয় এক্ষণ জীজনতার মধ্যে বক্তৃতাকারিণীগণের ক্ষুদ্র কঠোর সকলের প্রতিগম্য হয় নাই। অনেকের মুখেই

“কিছুই শুনিতে পাই নাই” এই কথা শুনিলাম। আর অধিকাংশ বক্তৃতা ইংরাজিতে হওয়া সম্ভব হয় নাই, কারণ সে স্থলে ইংরাজিতে অভিজ্ঞ জীলোকের সংখ্যা অল্প ছিল—বেশীর ভাগ জীলোক বাঙ্গালা ও হিন্দী বৃত্তিতে পারেন এইরূপ ছিলেন। তাঁহাদের উক্ত সকল বিষয় কিছুই হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে মনঃসংযোগ করেন নাই ও শিভগণের ক্রন্দন-ধ্বনিতে সভাগৃহ আন্দোলিত হইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতার পরস্পর মেলা মেশায় বাহা উপকার, তাহা বটিয়াছে। এই প্রকার যদি মধ্যে মধ্যে সকলে একত্র হইয়া এক্ষণ সদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়েন, তাহা হইলে 'অচিরে আশাভীত সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতাপগড়ের রাণীর উদার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ধনী মহিলার অনুকরণযোগ্য। তাঁহার আচার ব্যবহার সভাগৃহে বাহা প্রকাশ পাইল, উহা প্রশংসার্হ। কলিকাতার এবং অন্যান্য বিদেশের মহিলাগণ যাহারা সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ভগিনী-প্রীতি সমাক্ ভাবে আদরণীয়। আমরা প্রবাসে থাকিয়া স্বদেশী বিদ্যুৎ ভগিনীগণের সম্মিলনে পরম সুখী হইয়াছি।

প্রতিবর্ষে এই প্রকার জাতীয় মহা-সভার আশীর্বাদ লইয়া এক একটি জী-সম্মিলনী গঠিত হইলে দেশের জীগণের পরম মঙ্গল হইবে। শ্রীনি—দেবী।

সাধুবাক্য।

(৫০৮ সংখ্যা—২৪১ পৃষ্ঠার পর)

২৬। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের অন্তরে।

২৭। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য দৃষ্ণের জ্ঞায়, তিন কলসী ছন্ধের মধ্যে তাহা রাখিলেও সমুদয় ছন্ধ দধি হইয়া যাইবে।

২৮। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য কোনও ভূমি-নিহিত স্বর্ণখনির জ্ঞায়, যে ব্যক্তি তাহার সন্ধান পায়, সে তাহা গোপন করিয়া রাখে এবং আপনার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ভূমিখণ্ড ক্রয় করে।

২৯। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য রত্নসংগ্রহাগারী বণিকের জ্ঞায়। যে ব্যক্তি একটি বহুমূল্য মুক্তা পায়, সে আপনার সমুদয় মুক্তা বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে।

৩০। অন্যের ত্রুটি ও দুর্জলতা যত অধিক হউক না কেন, তৎপ্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন কর; কারণ অশ্রে তোমার কত দোষ ত্রুটি সহ করিয়া থাকে।

৩১। কেহ কি তোমার কোনও অপকার করিয়াছে? তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লও—উপেক্ষাতে তাহার আরম্ভ এবং ক্ষমাতে তাহার শেষ।

৩২। শোকাক্তকে সাধনা দান কর, দুর্জলের হস্ত ধারণ কর ও সকলের প্রতি ধৈর্য্যশীল হও, দেখিও কেহ যেন অপকারের পরিবর্তে অস্ত্রের অপকার না করে।

৩৩। প্রভু পবমেশ্বর। তোমার হস্ত যদি সগাইয়া লও, মানুষের পবিত্রতা থাকে না; তুমি যদি না চালাও, জ্ঞান কোনও কার্য্যকর হয় না; তুমি যদি রক্ষা না কর, কোনও সাহসের উপর ভর করা যায় না; তুমি পরিদর্শক হইয়া না থাকিলে আমাদের সতর্কতার কোনও কাজ হয় না।

৩৪। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি; শঙ্কিত হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে বলীয়ান করিব, তোমাকে সাহায্য করিব ও অরক্ষিত করিয়া রাখিব।

৩৫। ঈশ্বর আমার পূর্বত ও দুর্গ এবং আমার মুক্তিদাতা; আমার প্রভু আমার শক্তি, আমি তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিব।

৩৬। আমরা তাঁহাতে বাস করি, বিচরণ করি এবং জীবন ধারণ করি।

৩৭। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনও জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরামর্শ খাটে না।

৩৮। ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন আমি কোনও কার্য্যই করিতে পারি না এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার সে সাহায্যের প্রয়োজন।

৩৯। পবিত্রচিত্তেরা ধন্ত, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন।

৪০। ঈশ্বরের নিবটে আইস, তিনি তোমার নিকট আসিবেন ।

৪১। তোমার হস্ত ও হৃদয়কে সর্বদা নিষ্কল রাখ ।

৪২। প্রভু! তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমাকে পবিত্র করিতে পার । আমাকে ধৌত করিয়া তুষারের ত্রায় শুভ্র কর ।

৪৩। এক হরি-নামে যত পাপ হয়ে, পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে ।

৪৪। স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে ? এবং পৃথিবীতে আমি তোমা-ভিন্ন আর কাহাকেও চাই না ।

৪৫। যদি আমরা চিন্তা ও প্রার্থনা দ্বারা ভিতর হইতে হৃদয়-দ্বার বন্ধ না করি এবং বাহির হইতে সংসারের অপবিত্রতার শ্রোত প্রবেশের পথ রোধ না করি, তাহা হইলে হৃদয়ে পবিত্র ভাবোদ্ভবের আশা করা বৃথা ।

৪৬। যখন শয্যাতে শয়ন কর, তখন হির হও এবং আপনার আত্মার সহিত আপনি আলাপ কর ।

৪৭। যখন তুমি প্রার্থনা করিবে, তোমার কুটীরে প্রবেশ কর এবং দ্বার বন্ধ করিয়া তোমার গোপনস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা কর; তোমার পিভা যিনি গোপনে দর্শন করেন, প্রকান্তভাবে তোমাকে পুরস্কার দান করিবেন ।

৪৮। হৃৎকের সময়ে আমাকে ডাকিও, আমি তোমার কথা শ্রবণ করিব ।

৪৯। শোকাক্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে ।

৫০। প্রভু! আমার আত্মাকে এক্রপ দৃঢ় কর যেন হুঃখ, ক্রেশ, নৈরাশ্য, শোক, পীড়া—এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হই ।

সাধনার প্রতিদান ।

(১)

সংসারের শত অভিলাষে
আজ মম হৃদয় বিকল,
সাধনার প্রতিদান সখা !
তুমি কেন ফেল আঁখি-জল ?

(২)

ধৌবনের লাবণ্য-সম্পদ
ভগবৎকে আছিল যখন
আমি কেবা—ভাবি নাই কভু,
বুঝি নাই পরের বেদন !

(৩)

হৃদনের খেলা বৃলা লয়ে
ভাবিতাম অনন্য সকল,
আজ তার প্রতিদান সখা,
তুমি কেন ফেল আঁখি-জল ?

(৪)

জগতের শত প্রলোভনে
ভাবিতাম সকলি আমার,
এ বধির শ্রবণেত কভু
পশে নাই দীন-হাহাকার !

(৫)

মুছাইতে বিন্দু অঁখি-জল—
বাণিতের হৃদয়-বেদন,
এ পামাণ পরাণত সখা
একবার কাঁদেনি কখন ।

(৬)

আজি, মোর অস্থির বিচার,
আজি মোর হৃদয় বিকল,
সাধনার প্রতিদান সখা !
তুমি কেন ফেল অঁখি-জল ?
শ্রীদেবেজনাথ মহিষ্ঠা ।

ত্রিবেণী ।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থান বলিয়া প্রয়াগ ত্রিবেণী নামে পরিচিত । বাস্তবিক এই “ত্রিবেণী” শব্দের মধ্যে একটা অব্যক্ত মাধুর্য্য আছে এবং বোধ হয় আমাদের চিরন্তন বিশ্বাসবশতঃ এই নামের সহিত হৃদয়ের পবিত্র ভাবের উদয় হইয়া থাকে ।

এবার বাবাগমীতে গিয়াছিলাম । প্রয়াগে যাইবারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যে ত্রিবেণী দর্শনের জন্য প্রয়াগ-গমন, সে ত্রিবেণী-তীর্থ কাশীধামেই দেখিতে পাইলাম ।

কথাটা কিছু জটিল হইল । ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আলোচনা বগেষ্ঠ হইয়াছে । হৃদয়তম আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ নিরূপণ করিয়া ভারতবর্ষ অতাপি সভ্যজগতে যে দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছে, তাহা অন্যত্র হ্রস্ব । কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের প্রয়োজন । ভারতে যেমন এক দিকে ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে—অপর দিকে ধর্ম্মের অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে । কর্ম্মযোগও

ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত । বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুব্রহ্মাচারী কাশীতে সেট কর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে । জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন, শিল্পপ্রদর্শনী ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর সম্মিলন ঐটে দিন শুভ অনুষ্ঠানে পূর্ণাধাম কাশীর মাঠায়া আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে—মঙ্গলময় কর্ম্মোৎসবে কাশীতে ত্রিবেণীর আবির্ভাব হইয়াছে ।

কাশী ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু পূর্ণা-সমিলা জাহ্নবী তীর্থে সগর্বে দণ্ডায়মান সেট মহাসমিতির সুশোভন মণ্ডপ আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে । বৃদ্ধি জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না । তাব পর মাননীয় গোখলেব স্নিগ্ধ সহাস্য মুখচ্ছবি আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে ;—জ্ঞানে পূর্ণতমদূষণ উচ্চ, বিনয়ে পদাবনতা লভাব ন্যায় কোমল—এমন লোক কাহাব হৃদয়ের পূজা ও ভক্তি পাইবে না ? বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, বঙ্গদেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক

কি এক আছানে মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিয়া, সকল ভেদাভেদ, সকল ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বন্ধ-পবিকর হইয়াছে—এ দৃশ্য দেখিলেও জীবন সার্থক হয়। তাহার পর স্বদেশানু-রাগে উদ্ভীষ্ট ভলন্টিয়ার দলের প্রশান্ত মুখাবি আমাব মনে পড়ে : ধন্য তুমি, জাতীয় মঙ্গলসমিতি ! বর্ষে বর্ষে তুমি এমনি করিয়া আমাদের একতার পথে অগ্রসর কর ।

কংগ্রেসে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বঙ্গবিভাগ এক প্রধান বিষয় ছিল। বাঙ্গালি ব্রাহ্মসমাজ যখন বঙ্গবিভাগে বাঙ্গালী কত ধর্ম্মাহত হইয়াছে—তাঁহার ওজস্বিনী ও প্রাণলক্ষ্মিনী ভাষায় বর্ণনা করিতেছিলেন, ও মধ্যে মধ্যে শ্রোতৃ-মণ্ডলী চোঁতে “বন্ধে মাতরং” ধ্বনি উচ্চিত হইতেছিল, তখন কোন্ পাষণ্ড জনর জীবিত হইত না ? যখন তিনি ১৬ই অক্টোবর কলিকাতার জয়-বিদ্যারক দৃশ্য বর্ণনা করিতেছিলেন—নির্ম্মল আকাশে অন্ন মোক্ষব সঞ্চার হইয়া বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন সমগ্র জাতির মিলিত ক্রোড়গন্ধের সময়ে বিধাতা তাঁতাব সচাতুভূতি জানাইলেন। এ সকল দৃশ্য ও ঘটনা অমুভূতি-সাপেক্ষ—বর্ণনীয় নহে।

প্রদর্শনীর বিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভব-পর নহে। কিন্তু যখন দেখিলাম স্বদেশ-জাত বিবিধ দ্রব্যে প্রদর্শনীর গৃহতল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তখন প্রাণ আনন্দে নৃত্য

করিয়া উঠিল। আমাদের জাতীয় শিল্প-গৌরবের শেষ রেখাটুকু যে এত উজ্জল—ইহা ভাবিয়াও প্রাণে অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। বরদা বালিকা বিদ্যালয় হইতে কয়েকটা বালিকা লেস (Lace) বুনন কার্খ্যের জন্য প্রদর্শনীতে আসিয়াছে। তাহাদের বয়স বেশী হইবে না। কিন্তু শিল্পকার্খ্যে তাহাদের দক্ষতা ও অমুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নৌপাখচিত হস্তিদন্ত, চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতির নানাবিধ শিল্পকার্খ্য দেখিতে পাইলাম। ধারার স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা ও স্থায়িত্ব সন্দেহে এখনও সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগকে অমুরোধ করি—একবার এই প্রদর্শনী দেখিয়া যান। যদি আমাদের সমগ্র ইচ্ছা ও শক্তি স্বদেশপ্রেম দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা এই ব্রতসাধনে সমর্থ হইব—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শেষ কথা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর সম্মিলন। এই সকল সম্মিলন আমাদের দেশের বিভিন্নদেশবাসী, সম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে একতার বন্ধন আনয়ন করিতেছে। রাজপুতদিগের সম্মিলন, আধ্যাত্মসমাজের সম্মিলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারাণসীতে একেশ্বরবাদী-দিগের সম্মিলন এক অভিনব ব্যাপার। বোম্বাইয়ের জটিল চন্দ্রবর্কর, পঞ্জাবের অধ্যাপক রুচিরাম, বঙ্গের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগমে সম্মিলন অতি প্রীতিশ্রদ্ধ হইয়াছিল। এই

সম্মিলনে অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সিবিগিয়ান্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশ-চন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক মিঃ দেশাই, শ্রীযুক্ত হেরবচন্দ্র গৈত্র ও ডাঃ ভি রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অক্সফোর্ড হইতে প্রত্যাগত বোম্বাই প্রদেশবাসী মিঃ ডি, আর, সিঙে এই সম্মিলনের সম্পাদক।

বাঁমাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আর দুই একটা কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এ বৎসর কাশীতে মহিলাদিগের সম্মিলন অতি প্রীতিপ্ৰদ হইয়াছিল। আমাদের দেশের মহিলাগণ যে তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন কবিবার জন্য মিলিত হইতেছেন ও তাঁহাদের মধ্যে ধীবে ধীরে ঐক্যবন্ধনের সূচনা হইতেছে, ইহা কম আনন্দের বিষয় নহে। এবার সকল অমুষ্ঠানেই মহিলা। কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন-গৃহে ভূতপূর্ব অস্বঃপুর-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী একদিন ব্রজোপাসনা করেন। সামাজিক সম্মিলনে মিসেস্ পি, কে রায় ও অনা দুই একজন মহিলা আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা অবলা বসু, হিরণ্ময়ী দেবী, চঞ্চলা ঘোষ, সরলা দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ এবার কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। এজন্য জনসাধারণ ও বিশেষ

ভাবে বন্দী মহিলাকুল তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাগাণে আবদ্ধ থাকিবেন।

যে তিনটা পুণ্য অমুষ্ঠানের সমাবেশে কাশীতে ত্রিবেণীর শোভা দর্শন করিয়াছি—আজ তাহা হইতে বহু দূরে আসিয়াছি। ধর্মক্ষেত্রে আমাদের পিতৃপুরুষগণ অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিতেন—বর্তমান যুগে কর্ম-তীর্থ কাশী হইতে আমরা যে পুণ্য আহরণ করিয়া আসিয়াছি—তগবৎ প্রসাদে যেন তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করে।

—

বারাণসী।

১লা জাহুয়ারী, ১৯০৬।

হে তীর্থ, হে পুণ্য স্থান, অকণ-আলোকে তোমার মঙ্গল ছবি মনি কি মধুর—
সমুদ্রত হর্যামালা হাসিছে পূর্ণকে,
মুক্তিধাম তোমা হ'তে নহে কত দূর।
প্রস্তর-নির্মিত শত সোপানের শ্রেণী
জাহ্নবীর নীল জলে গিয়াছে মিশিয়ে,
মণিকর্ণিকার ঘাট, ধ্বজতীর্থ বেণী,
শত তীর্থ বিরাজিত তেথা পারে পারে।
জপ তপ, গ্নান দান, হে পুত মগরী,
নীরবে সাধিতে তব পঞ্চকোশ মাঝে—
পাপী, সাধু আদি যুগযুগান্তর ধরি,
আত্ম-সমর্পণ হেথা করে বিশ্বরাজে।
ধন্য তুমি পুণ্যধাম, ধন্য তুমি কাশী—
পবিত্র স্থলার আরো বিশ্বপাপ-গ্রাসী।

শ্রীহঙ্কৃৎকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সজারু ।



জীবের দেহাবরণে কত বিচিত্রতা, গত
বার তাহার দৃষ্টান্তরূপ “পালোলিন”কে
উপস্থিত করিয়াছিলাম, “এবার যে জন্তর
প্রতিরূপ এখানে প্রকটিত হইল, ইহা

সকলেরই পরিচিত। ইহার নাম “সজারু।”
ফরাসী ও ইংরাজীতে ইহাকে “Porcu-
pine” বলে, ইহার অর্থ কটকিত শূকর।
অনেক জন্তর গায় লোম আছে এবং

তাহা কণ্টকবৎ শক্ত ও হইয়া থাকে, কিন্তু সজারূতে ইহা যেমন, এমন আর জীব-অগতে কোথাও দেখা যায় না। এই সজারূ-কণ্টক কোন কোন স্থলে লেখনী-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাচারি সেলাইয়ের সূচ হয় এবং অনেকগুলি একত্র করিয়া মাছুবের গাত্রাচ্ছাদনও প্রস্তুত হয়।

সজারূ খরগোষ প্রভৃতির জার রক্ষণ বা পশুর প্রেণীভুক্ত এবং অতি কোমল ও ভীকস্বভাব। ইহাদিগের আশ্রয়স্থান জন্য বিধাতা এই অপূর্ণ উপায়বিধান না করিলে ইহাদের প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইত। ইহারা ভয় পাইলে যখন এই কণ্টকাবরণ বিস্তারিত করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ায়, তখন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র ভল্লুক ও ইহাদের নিকটবর্তী হইতে পারে না।

পুরাতন মহাদ্বীপে ও নূতন মহাদ্বীপে সজারূ দুই বিভিন্ন প্রেণীর। পুরাতন পৃথিবীর সজারূদিগের কসের দাঁত অন্ধ-বদ্ধ, কণ্ঠার হাড় অসম্পূর্ণ, উপরের ওষ্ঠ চেরা, পার তলা সমান, স্তন ৬টি এবং ইহাদের মস্তকের হাড়ের ও অনেক বিশেষত্ব আছে। ইহাদিগকে ইউরোপের দক্ষি-পাংশে, সমগ্র আফ্রিকায়, আসিয়ায় ভারত-বর্ষ ও ভারত দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তারিত দেখা যায়। ইহারা সম্পূর্ণ স্থলচর। ইহাদের শরীর দেহপরিমাণে ভারী, মস্তক গোল ও চাপা, নাসিকা মাংসল ও দ্রুত-স্পন্দন-শীল, সমুদায় গাত্র কণ্টকে আবৃত, মধ্যে কিছু লোম নাই। ইহাদের এক প্রেণীর

মস্তকের খুলি অপেক্ষা মাসাত্তরত্ব খোল প্রাপ্ত, লালুজ ক্ষুদ্র, তাহাতে কাঁটা সংলগ্ন, চলিবার সময় এক প্রকার দল হয়। এক প্রেণীর সজারূকে ক্রস-লাজুল বলে, তাহাদের লেজ লম্বা, তাহার অগ্রভাগে ক্রসের ছাতি চাপটা কাঁটার গুচ্ছ। ইহাদের আকৃতি অত্যন্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

জর্জনা সাহেব ভারতবর্ষীয় সজারূর এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :—ভারতের অধিকাংশ স্থলে—হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত (*Hystriex leucura*) এই জাতীয় সজারূ দেখা যায়, মিশর দেশে তাহার অত্যন্ত অভাব। নিম্নদেশে (*H. Bengalensis*) বঙ্গদেশীয় সজারূ পাওয়া যায়। ইহারা অনেক স্থলে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং গর্ভস্থের পার্শ্বে, নদী ও নাগার ধারে, অধিকাংশ স্থলে পুষ্করিণীর পাড়ে ও পুরাতন মাটির দেওয়ালে বহুসংখ্যক গর্ত খনন করে। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা ধান, আলু, শসা ও অন্য তরিতর-কারী খাইয়া নষ্ট করে। (পানের বরজে ইহাদিগের দোরায়া প্রসিদ্ধ)। ইহারা অন্ধকার না হইলে গর্ত হইতে বাহির হয় না, কখনও কখনও দুই একটাকে দিবালোকে বাসস্থানে ফিরিতে দেখা যায়। কুকুরেরা ইহাদের গন্ধ অনেক দূর হইতে পায়। আমি কুকুরদ্বারা নীল-গিরিতে অনেক সজারূ মারিয়াছি। ইহারা যখন শত্রুকে আক্রমণ করে, তখন কাঁটা-গুলি খাড়া করিয়া পশ্চাৎ দিকে ধাবমান

হয়। এই কাঁটার আঘাতে আক্রমণকারী কুকুরেরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকে এবং কাঁটা পরীয়ে বিদ্ধ হইয়া থাকে। সাহেব-দের রসনায় ইহাদের মাংস শুকর-মাংস ও গোমাংসের মধ্যবর্তী এবং সুবাসি।

নূতন পৃথিবীর সজারদের কসের দাঁত দৃঢ়বক, কঠোর হাড় সম্পূর্ণ, উপরের ঠোঁট অখণ্ডিত, পার তলা বজুর, বুদ্ধাজুঠের চিহ্নমাত্র নাই এবং শুনসংখ্যা ৪টা। ইহাদের পাতের কণ্টকগুলির মধ্যে মধ্যে লোম। ইহারা ঠিক নিশাচর নয় এবং এক শ্রেণী ব্যতীত সকলে বৃক্ষে বাস করে—ইহাদের লম্বা দৃঢ় লালুলে বৃক্ষশাখা জড়াইয়া ধরিতে পারে।

ইহাদের তিন শ্রেণী। প্রথম শ্রেণী কানাডা-দেশীয়, ইহারা বলিষ্ঠ ও শুকর-দেহ। ইহাদের লোম এত দীর্ঘ যে, পাত-কণ্টক তাহাতে প্রায় ঢাকিয়া থাকে। সমুখের পায় ৪ এবং পশ্চাতের পায়

৫ অঙ্গুলি এবং লালুল খাঁট। কানাডা ও যুক্তরাজ্যে যেখানে পুরাতন জঙ্গল আছে, সেখানেই ইহাদিগের সমাবেশ দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণী গেছো সজার, ইহাদিগের ৮১০ উপশ্রেণী, দক্ষিণ আমেরিকায় উষ্ণ-প্রধান দেশ ও মেক্সিকোতে ইহারা বাস করে। ইহার লঘুতর দেহ, ইহাদের কণ্টক সকল ছোট, ঘন ও নানাবর্ণ, তাহাদের মধ্যে মধ্যে লোম আছে। ইহাদের লালুল শাখা-ধারণোপযোগী। ইহাদের পশ্চাতের পায় ৪৪ অঙ্গুলি, কিন্তু পঞ্চম অঙ্গুলির পরিবর্তে পার তলা মাংসের গদিবৃদ্ধ, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে হস্তধারা যেরূপ শাখা দৃঢ়রূপে ধারণ করা যায়, এই চতু-রঙ্গুলিবিশিষ্ট পদধারাও সেইরূপ ধরা যায়। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ব্রেজিলের উষ্ণতম স্থানে দেখা যায়। ইহাদের কপাল ভিন্নাকৃতি এবং দন্ত সকল বিশিষ্ট। ইহাদের উপজাতি দেখা যায় না।

শতদল ।*

প্রথম স্তবক—প্রথম অংশ †

জীলোকের প্রথম শিক্ষা “সতীত্ব”। আড়ম্বর ছই, দিনে কোন্ দিক দিয়া সতীত্ব, নারী-জীবনের মূল ধর্ম। সতীত্ব কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহা স্থির নাই। দেবী, কুলের ভূষণ। অসতীর সকল সে সর্বদা অবিখ্যাসিনী—নারী-রাক্ষসী!

* শ্রীমতী বিদ্যাবতী আবিষ্কারের সরস্বতী সম্পাদিত।

† শতদল নানা স্তবকে বিভক্ত হইবে। প্রথম স্তবকে সতীত্ব, নন্দতা, বৈধা বা সহিত্বতা ও ক্ষমা, পবিত্রতা, ধর্মশীলতা, ভালবাসা, আমাদের কর্তব্য এবং নীতি পঞ্চাশ এই বিষয়টুকু থাকিবে।

লেখক :

সতীত্বের 'গৌরব' যেমন মহৎ, উহার 'আচরণ' তেমনই কঠোর। বাস্তবিক 'সতীত্ব-রক্ষার্থ' ক্ষণকালের তবে জীবন দান' অপেক্ষা 'সতীত্ব লইয়া চিরদিন চলাই' কঠিন।

কবির দীনবন্ধু মিত্র স্বর্ণক্ষেত্রে লিখিয়াছেন,—

পবিত্র ত্রিদিব-ধাম ধরণীমণ্ডলে,

সতীত্ব-ভূষণে নারী বিভূষিতা হ'লে।

সতীত্বের প্রকৃষ্ট লক্ষণ 'স্বামী প্রতি কোনও অবস্থায়—কোনও মুহূর্ত্তে শ্রদ্ধার অণুমাত্রও ত্রুটি হইবে না।'

সতীত্ব মনের দৃঢ়তা হয়, বুদ্ধিবৃত্তি চরম সূত্রি পায়, সকল শুভকাণ্ডে মঙ্গল প্রবৃত্তি হয়, স্বর্ণমর্ত্ত্যে সকল সুখ-সম্পদে পূর্ণ অবিকার জন্মে। সতীত্ব জ্ঞানপুঞ্জের কলাণকারিণী—সতীত্ব জ্ঞানী সঙ্গমঙ্গলা—সতীত্ব মানব-মানস-মন্দিরে জ্যোতিষ্ময়ী দেবীপ্রতিমা।

"পাপের লীলা-স্থল—নারকীর নাট্য-ভূমি—দুঃখ-যন্ত্রণাপূর্ণ এই সংসারে, রমণীর 'সতীত্ব' স্বর্গীয় ধন। এহ ছববস্তার ঘোর ছদ্মনে—অশান্তির 'অমানিশায়, নারীর 'সতীত্ব' অগ্ন্যাগৃহে উজ্জল মাণিক।"

আর্য্যভদ্র, সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে রমণীর সতীত্বের বিন্দুমাত্রও অবমাননা সহিতে পারে না।

রাজপুতানার জহর-ত্রতের কথা স্মরণ কর, শরীর বোঝাঙ্কিত হইয়া উঠিবে—বিস্মরে প্রাণ অভিজুত হইয়া যাইবে।

নারকীগণের নিকট প্রিয়তম সতীত্ব-রক্ষার আদ্য উপায় নাই দেখিয়া, রাজপুত-ললনাবৃন্দ পবিত্র বসনে পবিত্র দেহ আচ্ছাদন করিয়া, দয়াময়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, পোয়াম্পর্শী প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডেব সম্মুখে কাতারে বা তাবে দাড়াইয়াছে;—পার্শ্বে রাজপুত-গণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে হিমাচলের ত্রায় অচল-ভাবে আকাশ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সকল সূর্ণ প্রতিমা বস্মাবশেষ লইয়া পুতপাক-শিখা ধগন-মণ্ডল স্পর্শ করিল,—যেন অগ্নিদেব সেই সতীগণকে বক্ষে লইয়া সতীত্বের নেত-দ্বন্ধকর, পবিত্র জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে করিতে, তাঁহাদিগকে সেই পুণ্যায় ভগবানের নিকট লইয়া চলিলেন।

সতী নারী অগ্নস্ত চিতায় বসিয়া মৃত পতিব পা জুখানি সময়ে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রীতি-প্রকুল বসনে মানসে হরি-ধ্বনি করিতেছেন, এদৃশ্য মনে ভাবিলেও আমবা গোবদায়িত হই!

পবিত্রতাই 'সতীত্ব'। কেবল পাপ-বাণী হইতে বিরত থাকিলেই যে সতীত্ব বক্ষা হয়, তাহা ভাবিও না। পাপ বিষয় মনে ভাবিলেও সতীত্ব থাকে না। স্বামীই সতীর সর্ব্বস্ব—স্বামী সতীর প্রত্যক্ষ দেবতা, স্বামী সতীর পবন-গুণ।

সতীত্বের তেজঃ অসামান্য! কাহার মাধ্যমেই তেজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়? কুচবিত্র লোকের ক্ষমতা নাই যে, তাহার নিকট অগ্রসব হইতে পারে। পরম

দণ্ডদাতা নিখিল-পাতা শিবময় বিধাতা
 তাঁহার সহায়। নলোপাখ্যান স্মরণ
 কর। সতীত্বের জয় অনিবার্য ও অসা-
 ধারণ!—সাবিত্রী-চরিত গীত একবার
 অমুখান কর।*

দ্বিতীয়।

‘জীলোকের “নম্রতা” একখানি সুন্দর
 অলঙ্কার। হীরা, মতি, মাণিক্য যত
 উজ্জ্বল দেখায়, জী-চরিত্রে ‘নম্রতা’
 ততোধিক সুন্দর দেখায়। যাহা নম্র,
 তাহাই সুন্দর;—বৃক্ষ ফলতরে যখন নত
 হয়, তখন বৃক্ষ বড় সুন্দর। মনুষ্য সং-
 স্বভাবে যখন নত হয়, মনুষ্য তখন
 দেবতা।’

স্বামী উদ্যোগস্বামী হইলে, তক্ষক
 তাঁহাকে তিরস্কার অপেক্ষা জীব নীরবে
 অশ্রু বর্ষণ আমি ভালবাসি। উহাতেই
 বামাগণের প্রকৃত সৌন্দর্য্য এং উহাতেই
 দুর্জয় স্বামি-স্বন্দয় জয় করা যায়। আমা-
 দিগের প্রত্যেকের অন্তরেই প্রকৃতিব
 ইঙ্গিত আছে; সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া যিনি
 কার্য্য করিতে পারেন, তিনিই চবিত্ত-
 শালিনী।

‘ফুল দেখিতে বড় সুন্দর, শুধু রূপে
 ইহা সুন্দর নহে; তাহা হইলে গড়িলে

* যদি কিছু দোষান্তর - অন্তর্য লিপন—
 হ’য়ে থাকে, ক্ষমা কর অগ্নি বামাদল।
 কৃতজ্ঞলিপুট, আমি স্পিশা চরণ,
 অর্পিত উপহার স্নান “শতদল”।

বা চিত্রে অঁকিলে অত সুন্দর দেখায় না
 কেন? ইহার ‘নম্রতা’—ইহার কোমল-
 তায় ইহাকে এত সুন্দর দেখায়।’

‘নম্রতার’ একটি আশ্চর্য্য লাবণ্য
 আছে, ইহাতে কুৎসিতকেও সুন্দর কবে।
 অঙ্গনাগণের রূপ উদ্ভূতো মলিন হইয়া
 যায়। যদি সত্যমুভূতি পাইতে চাও—
 বিনীতা হও; এ পৃথিবীতে গর্ব্ব করিবার
 কিছুই নাই।

নীলাকাশে রামধনু সুন্দর, শৈলাবণে
 ময়ূর সুন্দর; উষা-ক্রোড়ে তরুণ অব-
 সুন্দর; স্বচ্ছ সর্বোবরে কুল শতদল সুন্দর;
 আবার, কবির কল্পনা-চক্ষে সুন্দরী জীব
 প্রকুল আনন, ‘চন্দ্রানন’ তুল্য।
 কিন্তু লোক-হিত ব্রতধারিণী—সাধুশীলা
 —গুণজ্ঞা—‘সরলা রমণীর’ অমৃত-করণের
 যে সৌন্দর্য্য তাঁহাব মুখশ্রীতে বিকশিত
 হয়, তাহা জগতে অতুলনীয়।

জীলোকের কর্তব্যের স্বাভাবিক মিষ্ট;
 সেই হবে যে বাক্য প্রকাশ পায়, তাহাও
 মিষ্ট, অর্থাৎ পিঙ্গ হটক; সেই বাক্য
 যে অর্থ থাকে, তাহাও সর্কদা ও সর্কথা
 মিষ্ট অর্থাৎ ‘কমনীয় ও সং’ হটক।

তৃতীয়।

‘পৃথিবীতে সুখের বসন্ত-সমীপ চিরদিন
 প্রবাহিত হয় না। বসন্ত অল্পকাল প্রায়ী,
 অতঃপর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ, বর্ষার
 প্রবল ঝড়, শীতের দারুণ পীড়ন সহ্য
 করিতে হয়। মানবের সুখ-দুঃখের এইরূপ

লক্ষণ অনিবার্য ও নিয়মিত। এখানে যাহার নিকট যে প্রত্যাশা কর, তাহাই যে পাইবে, এমন নিশ্চয় নাই। এখানে স্বজনের পরভাব, পরিজনবর্গের অসৌজন্য ও অসুচিত ব্যবহার, আত্মীয়ের মর্মান্বিতিক ওদাসীত্ব, উপকৃত জনের কৃতঘ্নতা, পদে পদে ঘটা বিচিত্র নহে। এখানে কোন ক্রেশে দক্ষ হইবে না, এক্রপ আশা করা যাইতে পারে না। তাই ক্রেশ নিবারণে অপাবগ হইলে, অপবাজিতচিত্তে তাহা সহ্য করিব, এইরূপ “দৈর্ঘ্য” বা “সহিষ্ণুতা” আবশ্যক।

সকল বিষয়ের সিদ্ধিলাভেহু উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। কেহ তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তখনই তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, এ প্রবৃত্তি শ্রেয়স্কর নহে।

এ সংসারে মিথ্যার সফলতা হয় না,—অত্যাচারীর জয় হয় না,—বক্রপথে সিদ্ধিলাভ হয় না। যদি হয়, তাহা কিছু দিনের জন্য এবং অধিকতর শাস্তির জন্ত। পরিণামে সত্যেরই জয় হয়,—সৎ ও সাধু ভাবেরই পু প্রতিষ্ঠা হয়।

বক্র ও কুটিলপথগামী স্বার্থপর লোক নিশ্চয়ই উপযুক্ত কালে, সংসার-চক্রে নিপীড়িত বা পেষিত হইবে। যদি তুমি ‘সহিষ্ণুতা’ সহকারে সেই কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পার, তাহাতে তোমারই দোষ।

তোমার যত্ন, চেষ্টা, শ্রম ও সহিষ্ণুতার উপর বিধাতা যখন যে ফল দান করিবেন,

তাহাই অশ্রুচিহ্নে গ্রহণ জন্য আপনার অন্তঃকরণকে প্রস্তুত রাখিবে। যে সংসারে যত্নেই জীবলীলার অবসান, সে স্থলে ‘দৈর্ঘ্য ও সহিষ্ণুতা’-স্বত্রেই যে জীবনের মালা গ্রথিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

যদি তুমি ক্রোধ দীর্ঘাদির বশীভূত হইয়া তোমার নিন্দাকারী বা অহিতাচারীর শুণ্ডদোষ প্রকাশ করিয়া দেও, অথবা অজ্ঞ প্রকারে প্রতিহিংসা সাধনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি সেই বিপদ—বিবোধীকে আরও বলবান্ করিলে;—তাহাকে দমন করিতে পারিলে না। মদ্যাদি ব্যক্তি কর্তৃক উদ্ভুক্ত বা অবমানিত হইলেও, যদি তুমি তাহাকে শাস্তি না দিয়া অথবা বৈব-নির্গতন-বাসনায় হৃদয় কলুষিত না করিয়া সঙ্গদমে “ক্ষমা” কর, তবে নিশ্চয়ই তোমার মান দ্বিগুণিত হইবে—শত্রু-দমনে ঐশী করুণা-মগ্ন পাইবে।

আত্মসংযম-কমতাই মহত্বের পরিচায়ক। সামান্য বাণু-ভাবে তুণই বিচলিত হয়, ভয়ঙ্কর ঝটিকার সময়েও অচলরাজি স্থানচ্যুত হয় না। লঘু হৃদয় সহসা বিচলিত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে, কিন্তু মহৎ হৃদয় কিছুতেই ক্রোধ বা বৈব-নির্গতন-বাসনা দ্বারা চঞ্চল ও বিকৃত হইয়া পড়ে না।

হঠে, হর্জন ও পাশাশয় লোকদিগকে শাসন ও দমন করা কদাচ অবৈধ নহে। কিন্তু ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া অত্যাচারীর দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হওয়া, জ্ঞান-

বিগঠিত। প্রাশস্ত্যদ্বয়ে অপরাধীর ভাবী কল্যাণসাধন-কামনার বাহারা দণ্ডবিধান করিতে পারেন, তাঁহারা ই কেবল শাসন ও দণ্ডবিধানের অধিকারী।

ক্ষমাতে একদিকে যেমন হৃদয়ের উদারতা প্রকাশিত হয়, অপর দিকে তেমনিই দয়া ও লোকাভিমান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শত্রুগণের প্রতি ক্রমাগত 'ক্ষমা' ও 'সহিষ্ণুতা' প্রদর্শিত হইলে, কোন না কোন দিন নিশ্চয় তাহাদিগের হৃদয় অস্তুরাগে আর্দ্র হইয়া পড়িবে।

শত্রু-বিজয়ের একরূপ সংজ্ঞা, স্তম্ভর ও সরল পন্থা আর কৈ ?

বিপক্ষ-শাসনহেতু ক্রোধের সাময়িক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনাবলম্বন অর্থাৎ প্রেকারান্তরে ক্ষমার ন্যায় প্রকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উপায় আর জানি না। ক্রোধের সময়ে ক্রোধোদ্দীপক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করাই, ক্রোধ-শাস্তির একমাত্র মহোপায়। ফলতঃ চরিত্র রক্ষা করিতে হইলে, দীরপ্রাণে 'সহিষ্ণুতা' গুণের সাধনা করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বারাণসী জাতীয় মহাসভা।

গত বড়দিনের সময়ে বারাণসীধামে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন সমারোহে সমাপ্ত হইয়াছে। সভাপতি অনবরত রামকৃষ্ণ গোখলের ছবি পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইনি জননী জন্মভূমির পূজার পুরোহিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইনি যেমন সুগণ্ডিত, তেমনি সজ্জিত; যেমন ধীরঞ্জকৃতি, সেইরূপ স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবক্তা; যেমন চিন্তাশীল, তেমনি আত্মমনোভাব-প্রকাশে পটু; যেমন উচ্চপদস্থ, তেমনি নিরাড়ম্বর ও নিস্পৃহ। ইনি দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন প্রভাবে মহত্বের অধিকারী হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের মহাত্ম্যভব আদর্শচরিত্র স্বর্গগত রাণাডের

শিক্ষা ও চরিত্রাদর্শে ইহার জীবন গঠিত। একরূপ সুবিদ্বান্ ব্যক্তি স্বদেশহিতব্রতে স্থাপিত ফাণ্ডসন কলেজে সামান্য বৃত্তি লইয়া অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। এখন তাহা ছাড়িয়া একপ্রকার নিঃসম্বল হইয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় ইহার পারিবারিক কোনও চিন্তা নাই এবং ইনি নিজের জীবনকে স্বদেশ সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহার কৃতিত্ব জগদ্বিখ্যাত। এ হেন দুর্জয় লর্ড কর্জনের সভার সদস্য থাকিয়া তাঁহার ভ্রুকুটি ও ক্রোধ-গর্জন অগ্রাহ্য করিয়া ইনি নির্ভীক-চিত্তে তাঁহাকে উচিত কথা শুনাইয়াছেন। কয়েকমাস ইংলণ্ডে থাকিয়া শতসহস্র সমবেত ইংরাজের সমক্ষে সারগর্ভ বক্তৃতা



দ্বারা মাতৃভূমির দুঃখবর্ণন ও ইংরাজ-
রাজের কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন।
ইনি জাতীয় মহাসভায় বে বক্তৃতা করেন,
তাহা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী ও তাঁহার
পদের উপযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে
এত বড় বিরাট সভার কার্য ও অশৃঙ্খলে
নির্দীক্ষিত হইয়াছে। এ সভায় ভারতের
সর্ব প্রদেশের নেতৃস্থানীয় লোক সকল

উপস্থিত থাকিয়া কার্যের সহায়তা
করিয়াছেন। অভ্যর্থনাসমিতির সভা-
পতি মাদো দাসের প্রারম্ভিক বক্তৃতা
ও সভাপতির বক্তৃতা হইয়া প্রথম দিনের
কার্য শেষ হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ
দিনে বে সকল বিষয়ের নিদ্রারণ হইয়াছে,
তাঁহার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই :—

(১) সপ্তকীয় যুবরাজের সম্বন্ধনা ও মহারাণী



দিকটোবিষয় ঘোষণাপত্র অনুসারে ভারত শাসন
কর্তৃপক্ষকে অমুরোধ।

(২) ব্যবস্থাপক সভার বিস্তার ও সংশোধন।

(৩) আবকারী ও শাসন বিভাগের উৎকর্ষ
সাধন।

(৪) বিলাতের ভারতকৌশলে ভারতের প্রতি-
নিধি গঠন।

(৫) ভারতশাসনের উপর প্যারলমেন্টের দৃষ্টি
দান ও ক্ষমতা পরিচালন।

(৬) সরকারী চাকুরীতে ভারতবাসীদিগের
প্রবেশ পথ বিস্তার।

(৭) বঙ্গব্যবচ্ছেদ।

(৮) স্বদেশী আন্দোলন।

(৯) ভাষান্তরের আর নয় বাস্তব।

(১০) সাময়িক বিভাগেব ব্যয় বৃদ্ধি ও শাসন-
বিভাগের কর্তৃত্ব হ্রাসের প্রতিবাদ।

(১১) শাসন ও বিচার ক্ষমতার পৃথক্করণ।

(১২) ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে ভারত সম্মান-
দিগের প্রতি দ্রব্যবহার।

(১৩) সিভিল সার্ভিসের পুনর্গঠন।

(১৪) পুলিশ সংস্কার।

(১৫) শিক্ষা নীতি।

(১৬) বিবিধ।

মাতৃভক্তগণ যোড়শোপচাবে মাতৃপূজা
করিয়াছেন। ইহার দৃশ্য নয়নতৃপ্তিকর,
মনোহর ও হৃদয়ানন্দোদীপক। ভারতের
নানাপ্রদেশেয় নানা-পরিচ্ছদধারী, নানা-
ভাষাভাষী, নানা-ধর্মাবলম্বী ও নানা-
আচারব্যবহারসম্পন্ন নরনারী এই মহা-
হোমায়িকুণ্ডে বর্ষান্ত্রে স্বদেশান্তরাগমন্তে
দীক্ষিত হন, ভগবানের আশীর্বাদে কালে
ইহার সুফল নিশ্চয়ই ফলিবে এবং ভারতের
ছদ্দিন ঘুচিয়া স্তদিন উপস্থিত হইবে।

গৃহ-চিকিৎসা।

টোটকা।

- ১। কোন অঙ্গ ফেটে গেলে,
পাথুরে কয়লা গুঁড়িয়ে রাখ;
তারই ফাঁকী লাগিয়ে বাধ,
বাধা তোমার থাকবে নাক।
- ২। টোটকা কলসী-পাঁকের আটা,
আরাম করে কাটার ঘাটা।
- ৩। পাথুরে কয়লা জলে ব'সে,
ফোঁড়ার উপরে লাগাও ক'ষে।
- ৪। ইস্‌বুগল আর মিছরি খানিক
জলে যদি ভিজিয়ে রাখ,

সেই জলটি খেয়ে ফেল,

অগ্নিমান্দ্য হবে নাক।

- ৫। মোরী আর সৈন্ধব লবণ গুঁড়া
দ্রুমে মিশিয়ে খেয়ে ফেল,
ফলটি পাবে হাতে হাতে—অজীর্ণ
রোগ হবে ভাল।

- ৬। পানের রস মাণায় মাখ,
উকুণ্ডুলো থাকবে নাক।

- ৭। ভাল জাকরান তিন চার মাসা
খাও, প্রসব হবে খাসা।

- ৮। কুরচির ছালের রস এক ছটাক,



হৃদয়ের সঙ্গে খেয়ে ফেল,
রক্তমাশম বোগটী তোমার
একেবারে হবে ভাল ।

৯। শিউলি গাছের ছালের রস
হৃদেব সঙ্গে মিশিয়ে খাবে,
রক্তমাশম বোগটী তোমার
একেবারে মেরে যাবে ।

১০। হাড় নাবেজা গাছের ডাল,
বাদ দিও তার উপর ঢাল ;
জলে ঘাসে লাগাও ঘাস,
সাববে, নাইক সন্দ তায় ।

১১। গলস্ত নাবিকেল কুনা
খাও, অস্থল বোগ আর হবে না ।
(ক্রমশঃ)

সান্নিপাতিক রোগের বিশেষ লক্ষণ ও পরীক্ষা ।

নাড়ী পরীক্ষা—

সান্নিপাতিক নাড়ী, কখন মন্দগতি
কখন দ্রুতগতি হয় । বিকার প্রাপ্ত
হইলে ক্ষণে বেগবতী, ক্ষণে স্থবগতি,
কখন বা ব্যাকুলগতি, কখন সূক্ষগতি,
কখন রুদ্ধগতি হয় । এটুকু নাড়ী
বদি মণিবন্ধ হইতে স্তানাস্তারত হইয়া
পুনবার তর্জুনীকে স্পর্শ করে, তাহা
হইলে রোগ অসাধ্য হয় । (নিদান)

জিহ্বা পরীক্ষা—

সান্নিপাতিক বোগে জিহ্বা কৃষ্ণ অথবা
কটাকর্ণবৃত্ত হয় এবং আকৃষ্ট হইয়া
টাকবায় উঠে । যদি জিহ্বা লম্বায়মান
হইয়া পড়ে বা উল্টাইয়া যায় এবং
শুক হয়, তবে রোগীর মৃত্যু লক্ষণ
হইবে । (নিদান)

মূত্র পরীক্ষা—

কোন একটা পাত্রে রোগীর মূত্র
রাখিয়া তাহাতে একবিন্দু শরিষা তৈল
নিক্ষেপ করিবে । যদি ঐ তৈলবিন্দু

প্রথমতঃ নিমগ্ন হইয়া, পরে ভাসিয়া
উঠে, তবে সান্নিপাতিক বোগ স্থিৰ
করিবে । সান্নিপাত বোগে মূত্র কৃষ্ণ-
বর্ণ হয় । (নিদান)

সান্নিপাতিক জ্বর (Typhus Fever,
—বোগী অন্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় শুইবা
থাকে (in a state of half-con-
sciousness), মূত্র প্রলোপ হয় (low
muttering delirium), চক্ষু লাগ হয় ;
গণ্ডদেশ (cheeks) লাল হয় অথবা কাল
আভাবুক্ত থাকে (uniformly flushed
and of a dusky colour), ঠোঁটে
ময়লা জমে ; জিহ্বা শুষ্ক এবং কটা হয় ;
পিপাসা থাকে ; ক্ষুধা থাকে না ; কোষ্ঠ-
বদ্ধ হয় । নাড়ী দ্রুত ও দুর্বল (rapid
and feeble) হয় ; চর্ম উষ্ণ হয় ;
শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয় (respiration
increased in frequency) ।

সান্নিপাতিক রোগ—অয়ের ৫ম
হইতে ৭ম দিবস পর্যন্ত শরীরে এবং

হাত পায়ে কণ্ডু উঠে; কণ্ডুগুলি কাল হয় এবং থাকিয়া যায় (dark-coloured and persistent); কণ্ডুগুলি উঁচু উঁচু থাকে (slightly elevated); দিন কয়েক পরে কণ্ডু চোঁটা ও বলিন হয়, কিন্তু এককালে অদৃশ্য হয় না।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)—সাম্মি-পাতিক রোগ তিনটি রোগের সঙ্গে ভুল হতে পারে, যথা—(১) বিষম সাম্মিপাতিক জ্বর বা Typhoid fever, (২) ফুসফুস প্রদাহ বা Pneumonia এবং (৩) মস্তিষ্ক আবরণের প্রদাহ বা Meningitis.

১। বিষম সাম্মিপাতিক জ্বর:—এ রোগে প্রস্রাবে মূত্রের ঘনকারজানবিশিষ্ট উপাদান বা urea অধিক থাকে; পায়ে কণ্ডু উঠে, লাল হয়; ইহা সংক্রামক ও বহুব্যাপী হয়।

২। ফুসফুস প্রদাহ,—এতে ফুসফুসের চিহ্ন বর্তমান থাকে এবং প্রলাপ তত হয় না।

৩। মস্তিষ্কের আবরণের প্রদাহ,—এতে জিহ্বা পরিষ্কার থাকে, কণ্ডু উঠে না; নাড়ী দ্রুত হয়; বমি অধিক হয়; শিরঃস্রাব অত্যন্ত হয় ও একলাগা (বরাবর) থাকে।

সাম্মিপাতিক ও বিষম সাম্মিপাতিক রোগ প্রায় একই প্রকার চিহ্ন ধারণ করে। মস্তিষ্কের চিহ্ন উভয় রোগে থাকে, অবশ্য একে এবং ফুসফুসের প্রদাহ থাকে; তন্মধ্যে

সাম্মিপাতিক জ্বর।

- ১। দরিদ্র লোকদের হয়।
- ২। একবার হইয়া সারিলে প্রায় আর হয় না।
- ৩। জ্বর ২১ দিনের অধিক থাকে না।
- ৪। জ্বরের ৪র্থ হইতে ৭ম দিবসে কণ্ডু উঠে।
- ৫। নাড়ীস্পন্দন ১২০ সংখ্যার অধিক হয় না।
- ৬। উত্তাপ ১০৫° ডিগ্রীর অধিক হয় না।

৭। সব বয়সে হয় না।

বিষম সাম্মিপাতিক জ্বর।

- ১। ধনী লোকদের হয়।
- ২। জ্বর ২২ দিন হইতে ৩২ দিন পর্যন্ত থাকে।
- ৩। জ্বরের ৭ম হতে ১৪শ দিনে কণ্ডু উঠে।
- ৪। হঠাৎ নাড়ী ও উত্তাপ অধিক হয়।

৫। ৪০ বৎসরের পূর্বে হয়।

আনুষঙ্গিক পীড়া (Complications)

—এ রোগের সঙ্গে ৭টি রোগ হইতে পারে, যথা—(১) উদরাময় হয়; (২) সর্পদা বমনোচ্ছা, বমি হয়; (৩) কর্ণমূল ফুলিয়া যায়, পুঁথ হতে পারে; (৪) বিসর্প রোগ হতে পারে; (৫) পুঁথজ্বর হতে পারে; (৬) আক্ষেপ হতে পারে; (৭) পচিয়া বাইতে পারে।

মৃত্যুর পূর্বের চিহ্ন—(১) অত্যন্ত

দুর্দ্বল হয়; (২) প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়; (৩) অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হয়; (৪) শয্যা-
কৃত হয়; (৫) নাড়ীস্পন্দন ১৬০ বার
হয়; (৬) অজ্ঞাতসারে মাংসপেশী বৈকে
যায়, আক্ষেপ হয়; (৭) মুখ কাল হয়ে
যায়; (৮) ঘন ঘন শ্বাস পড়ে; (৯) নিদ্রা
হয় না; (১০) মুচ্ছা হয়; (১১) কোমা
হয়; (১২) অজ্ঞানতা হয়; (১৩) মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা—পরিপোষণকারী আহার
দিবে। বোগীর ঘরে বাতে বায়ু যাতায়াত
করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।
ঘর পরিষ্কার রাখিবে, অধিক জিনিষ ঘরে
রাখিবে না, অধিক লোক ঘরে যেতে
দিবে না এবং ঘর শুদ্ধকার করিয়া রাখিবে,
ঘরে চূর্ণকাম করাইয়া লইবে। জলের
বিষয়ে মনোযোগ করিবে।

সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা—
দূষিত কাপড় প্রভৃতি গোড়াইয়া ফেলিবে,
আর বসি, মল, মূত্র প্রভৃতি অনেক
দূরে ফেলিবে। প্রফুল্লবদনে রোগীর
সেবা শুশ্রূষা করিবে। রোগীকে ঈষৎ

উষ্ণ প্রসে যান করাইবে। ...
হলে মাথাখাটা প্রাণলাদবে। জনবানী,
সোডাওয়াটা, বরফ বেতে দিবে; তরু,
সাপ্ত, এবাকট, মাংসের জুখ প্রভৃতি
খেতে দিবে। আর ইউরিয়া বাহির
হইবার জন্ত চা বা কফি খেতে দিবে।

দুর্দ্বলতার জন্ত আর্সেনিক, কার্বোভেজ
দিবে।

রসটক্স (Rhustox), এক ঘণ্টাস্তর
দিবে। এগারিকস (Agaricus), এক
ঘণ্টাস্তর অস্তিত্বতা থাকিলে এবং মাংস-
পেশীর আক্ষেপ থাকিলে দিবে। জীবনী
শক্তি কমিয়া আসিলে আর্সেনিক
(Arsenic), এক ঘণ্টাস্তর দিবে। ফস-
ফর প্রদাহে ফসফরস (Phosphorus),
এক ঘণ্টাস্তর। লাগাপ্রস্থির প্রদাহে
চাইনিমস সল্ফ (Chin. Sulph.) ওর
দশমিক দুই গ্রেণ করিয়া দুই ঘণ্টাস্তর
দিবে। গ্রন্থিপ্রদাহে (ফুলিলে) মার্ক সল
(Merc. Sol.) দুই ঘণ্টাস্তর দিবে।

ডাক্তার শ্রীমতাপ্রিয় দত্ত।

বেনারস কনগ্রেসের আংশিক চিত্র।

আমরা কনগ্রেসের তৃতীয় দিনে মেলা
দেখিতে গিয়াছিলাম। বেলা বারটার
সময় আমরা সকলে এক মন্ত ল্যান্ডো
গাড়ীতে চেপে রাজঘাট অভিমুখে যাত্রা
করিলাম। অভিভাবক স্বরূপ একজন
পুরুষ আমাদের সহিত চলিলেন। সমস্ত

পথই কেবল লোকের জনতা—গাড়ী
একর বিরাম নাই, এই সব দেখিতে
দেখিতে রাজঘাটের বিস্তৃত ময়দানে গিয়া
পহুছিলাম। দোখারী লাল ও সবুজ রংয়ের
পাতাকা চারিদিকে উড়িতেছে। সাদা
কাপড়ে কংগ্রেসের পেট হইয়াছে এবং

চতুর্দিকে ডেলিগেট বা প্রতিনিধিদের থাকিবার জন্য তাঁবু ও মধ্যস্থলে কংগ্রেস-মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। আহা কি সুন্দর দৃশ্য! মণ্ডপটি ঠিক যেন লক্ষ্মীরের ছত্র-মঞ্জিলের স্তার দেখাইতেছে। হিন্দিতে থাকে শীর্ষি বলে, তাই দিয়া বৃহৎ মণ্ডপ তৈয়ারি হইয়াছিল। চারিদিকে লোক গিয়া গিয়া করিতেছে, এই সকলের মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ীখানি মণ্ডপ-গৃহের যে পাশে মেয়েদের বসিবার স্থান নির্দেশিত হইয়াছে, সেখানে গিয়া থাকিল। সহ-যাত্রীটী কোচবাক্স হইতে নামিয়া আমা-দিগকে নামাইয়া তাঁবুর ভিতর পহুঁছাইয়া দিলেন। আমরা সকলে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতল মণ্ডপ-গৃহে উঠিলাম। সে অংশটা মেয়েদের জন্য পর্দা করা হইয়াছিল। যাক্, উঠিয়া বাহা দেখিলাম, তাহা আর বোধ করি এ জীবনে দেখিবার অবসর হইবে না। কি বিরাট দৃশ্য!! মেয়েদের বসিবার স্থানে সিঃ রমেশ দত্তের পরিবারেরা ও অনেক ব্রাহ্ম মহিলারা যেমন জে সি বোসের স্ত্রী, মিসেস্ নাগ, অন্তঃপুরের ভূতপূর্ব সম্পাদিকা হেমন্ত-কুমারী ও আরও অনেক বাঙ্গালী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, পঞ্জাবীঃস্ত্রীলোকেরা বসিয়াছিলেন। অপর পার্শ্বে অর্থাৎ সভা-গৃহের অন্তর ভাগে পুরুষদের বসিবার স্থান। আর মধ্যস্থলে মহাসমিতির অধিবেশন। তখন মহাসভার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরাও গিয়া এক একখানি চেয়ার লইয়া বসিলাম। প্রথমে একবার

চক্ষু মেলিয়া চারিদিক দেখিয়া লইলাম। কি অপূর্ব নয়নমনোমুগ্ধকারী দৃশ্য! হিন্দু, মুসলমান, মারাঠী, গুজরাটী, পঞ্জাবী, ইংরাজ সকল জাতির একত্র সমাবেশ!! বিরাট সভা-গৃহের উপরে নীচে এত লোক যে, কোনও দিকে মতক ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অসুতসংখ্যক মহুয়া দ্বির দীর ভাবে আপন আপন আসনে বসিয়া আছেন। মধ্য স্থানে এক বৃহৎ টেবিল রক্ষিত হইয়াছে। তাহার মাঝখানে সভাপতি গোখলে মহোদয় বসিয়া, তাহার আশে পাশে রমেশ দত্ত, অরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জে ঘোষাল প্রভৃতি মহোদয়গণ বসিয়া আছেন। আর যে কত লোক তাহার আর কি সংখ্যা আছে? অগণিত তারাসমূহের স্তায় কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদধারী মহুয়াপুঞ্জব শোভা পাইতেছেন। আমরা যখন গেলাম, তখন সভাপতি মহাশয় বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। করতালি ও জয়ধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা শেষ করিয়া তিনি আপন আসনে গিয়া বসিলেন। তারপর মান-নীয় রমেশ দত্ত উঠিলেন। কি সুন্দর বক্তৃতা, সকলেই একভাবে তাহার কথার মুগ্ধ হইয়া কেবল ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিলেন। পরে তিনিও আপন আসনে গিয়া বসিলেন। এইরূপে এক এক করিয়া ডেলিগেট মহাশয়গণ বক্তৃতা করিলেন।

তিন ঘণ্টার সময় সভাপতি মহাশয়

ও আর আর বাহারা বজ্রতা দিতে-
ছিলেন, তাঁহাদের জলবোগের সময়
হওয়াতে আব ঘণ্টার জন্ত সভার কার্য
স্থগিত হইল। সে সময়টা একবার খুব
গোল হইল। লোকেরা উঠিয়া বাহিরে
গমন করিলেন। কেহ কেহ এদিক্ ওদিক্
বাহার বাহা আবজ্ঞক কার্য করিতে
গেলেন; কেহ কেহ আপন স্থান অধি-
কার করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমা-
দের পক্ষের দত্ত মহাশয়ের পরিবারেরাও
উঠিয়া একবার নীচে গেলেন; আর
সকলেই যথাস্থানে রহিলেন। এইবার
মহামতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-
শয়ের বজ্রতা হইবে, সেজন্ত সকলে
আনন্দোৎফুল্ল ও উৎসুক নেত্রে চাহিয়া
রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে সভাপতি
মহাশয় ও অজ্ঞাত মহোদয়গণ জলবোগ
সারিয়া আসিয়া নিজ নিজ আসন অধি-
কৃত করিলেন। বলিতে ভুলিয়াছি
সভাপতির চেয়ার রূপার। তখন ক্রমে
ক্রমে পুনরায় সভামণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ
হইল। শীঘ্রই গোল পামিয়া শান্তি
স্থাপিত হইল। উপরে মিসেস্ দত্ত ও
তাঁহার কন্যা এবং দৌহিত্রী, তাঁহারাও
যথাস্থানে আসিয়া বসিলেন। সেই
অবসরে তাঁহাদের সহিত আমাদের
পরিচয় হইয়া গেল; বড় ভ্রাতা ও স্ত্রীর
বতাব বোধ হইল, কারণ অত বড়
লোকের পরিবারের অসামান্য জাব
বেশিলাম। আরও সকল মহিলার সহিত
আলাপ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু

তখন তো সে সময় নর। যাক্ কি
বলিতে কোন্ কণা বলিতে বসিয়াছি।
যখন সকলেই স্থির হইয়াছে, তখন “বন্দে-
মাতরম্—সুজলাং সুকলাং” গান গাহিতে
গাহিতে একদল সভাগৃহে আসিলেন
এবং সমস্ত লোক সে সময় উঠিয়া
দাঁড়াইলেন। গান গাওয়া সমাপ্ত হইলে
আবার যথাস্থানে সকলে উপবেশন
করিলেন। এইবার আবার খুব একটা
গোল উঠিল। বোধ হইল যেন লক্ষ কণ্ঠ
হইতে গগন বিদীর্ণ করিয়া “বন্দেমাতরম্”
ধ্বনি সমুখিত হইতেছে। কারণ কি ?
তখন আমাদের স্বদেশবৎসল মতামান্য
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসন হইতে
উঠিয়া বজ্রতাম্বকের দিকে অগ্রসর
হইতেছেন। তিন বার ‘বন্দেমাতরম্’
বলার পর বতলগণ পর্যায় তিনি বজ্রতা-
স্থলে দণ্ডায়মান না হইলেন, সে অবধি
কেবল করতালি চলিতে লাগিল। তার
পর শান্তি সংস্থাপিত হইলে বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় বজ্রগন্তীর স্বরে ক্রীড়ণ ও জরিনী
বজ্রতা করিলেন, বাহারা ভুনিয়াছে,
তাহারাই মুগ্ধ হইয়াছে। স্বদেশ সঙ্কেই
তিনি বলিলেন। তাঁহার বলিবার ক্ষমতা
এমন সুন্দর যে, বাস্তবিক সকলের প্রাণে
গিয়া স্পর্শ করে। দৈবাৎ সে সময়
কয়েক কোঁটা বৃষ্টি হইয়া গেল, ঠিক যেন
দেবতার করণাধারা তাঁহার মস্তকে
নিপতিত হইল। প্রায় একঘণ্টাকাল
তিনি সভাগৃহ আলোকিত করিয়া, ‘বন্দে-
মাতরম্’ অমরধ্বনি ও করতালির মধ্য দিয়া

তাহার স্মরণ, হৃদয়-প্রাণস্পর্শিনী বক্তৃতা শেব করিলেন এবং যথাস্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার পরে অনেকেই বলিলেন, একজন মুসলমান নাম—আলিমহম্মদ ভীমজি উদ্দৌতে বক্তৃতা করিলেন, তাহারও বক্তৃতা বড় ভাল হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এলাহাবাদের বিখ্যাত সতীশ বাবু, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠ-

নাথ সেন, মদনমোহন মালবী, মিষ্টার ওয়াচা ও আরো কয়েক জন তাহাদের নাম মনে নাই, ইহাদের সকলের বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিতে হইল। যাহা হউক যাহা দেখিলাম, তাহা আর যে কখন দেখিব, সে আশা নিন্তাই কম।

ত্রিশশিমুখী দেবী—বেনারস।

নূতন সংবাদ ।

১। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস কলিকাতা হইতে দার্জিলিঙে না গিয়া এককালে সত্ৰীক ও সদল ব্রহ্মদেশ ও তৎপরে মাস্ত্রাজ ভ্রমণে গিয়াছেন।

২। বিবি বেয়াস্ত মাস্ত্রাজে পিও-জফিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা করিলেন। সম্প্রতি কলিকাতায় আগিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে স্কলর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কুমারী সৈয়দাফ্ মহম্মদ, এ এম আলি এবং নাজরবি এস্ আহম্মদ নাম্নী ৩টা মুসলমান বালিকা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাত্যতির সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহারা সম্রাটবংশীয় এবং ইহাদের একজন ডাক্তারী শিক্ষার্থ না কি বিলাত বাইবেন।

৪। যুবরাজ পাদুকা থুলিতে অসম্মত হওয়াতে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ

করিতে পারেন নাই। তিনি বাহির হইতেই মন্দিরের শোভা দেখিয়াছেন।

৫। বিলাতে নূতন পার্লামেন্ট গঠনের মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। উদার-নৈতিক পক্ষেরই জয় হইতেছে। এ পর্যন্ত মনোনীত সভার মধ্যে তিন শতাধিক উদারনৈতিক। সার হেনরী কটনও মনোনীত হইয়াছেন।

৬। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন আগামী বর্ষে কলিকাতায় হইবে। কলিকাতার মহিলাগণ স্বকর্তব্য সাধনে প্রস্তুত হউন।

৭। আলিপুর ছোট লাটের ভবনে যুবরাজ-সত্ৰী যে পদািনশিন মহিলা-সমিতি করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক হিন্দু মহিলা যোগদানে স্নীকৃত হন নাই। মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার বেগম, শোভা-বাজারের রাজপরিবারের কয়েকটা মহিলা, দুইটা দেশীয় জজের পত্নী এবং কয়েকটা

রাজকর্মচারীর পত্নী উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন। সমিতি বেথুন কলেজ বা হিন্দু-
বিভাগের কোনও স্থানে হইলে উদ্দেশ্য
অধিক সফল হইত।

৮। গত ৯ই পৌষ মণ্ডগ্রামে চৈতন্ত-
শিষ্য শ্রীমৎ উদ্ধারণ ঠাকুরের উৎসব ও
মেলা হইয়াছে।

৯। অনারেরল এ আপ্‌ফার সাহেব
কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। লর্ড কর্জন স্মৃতিভণ্ডে ৭২ হাজার
টাকার অধিক উঠিয়াছে।

১১। বড় লাট লর্ড মিণ্টো শীঘ্র বেহার
অঞ্চল ভ্রমণে যাইবেন। তিনি ইণ্ডিয়ান
আসোসিয়েশনের অভিনন্দনে বঙ্গচ্ছেদ ও
স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে মন্তব্য ধীরভাবে
শ্রবণ করিয়াছেন।

১২। কোশিকী নদী কাটাইবার জন্ত
মৃত বাস্কাচরণ ভড়ের ক্রী ৩৫০০০ টাকা

দান করিয়া গবর্ণমেন্টের মন্তবাদ
পাইয়াছেন।

১৩। সুব্রাজ অমৃতসরে শিখমন্দিরে
৩ দিল্লীর জুম্মা মসজিদে ১,৫০০ টাকা
করিয়া দান করিয়াছেন।

১৪। গত ১৮ই জামুয়ারী বোম্বাই-
নগরে জৈন মহানিষের এক সভা হয়,
তাঁহাতে ১৫০০ স্ত্রীলোক সম্মিলিত হন।
বাই মগনবাই সভাপতির কার্য করেন ও
কয়েকটা রমণী বক্তৃতা করেন।

১৫। আমেরিকাব বোষ্টন নগরের
চাস মিল্ডেন সাহেব সঙ্গীক মটোর করে
চড়িয়া ভারতবর্ষের ৪৪০৫ এবং পৃথিবীর
২৭টা দেশে সর্বমুক্ত ২৯,৫০৫ মাইল ভ্রমণ-
পূর্বক কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহঁারা
পূর্বাঞ্চল জাপান পর্য্যন্ত ভ্রমণ কবিয়া
আগামী ১লা জুলাই নাগাদ স্বদেশে
ফিবিবেন।

বামারচনা ।

সম্ভাষণ ।*

এস রাজ-পুত্র এস, রাজ-বধু সনে,
বঙ্গ-রাজ-ধানী মাগে প্রকুল্লিত মনে।
বঙ্গবাসী ভগ্নবক্ষে আজি তব তরে
রেখেছে বিপুল স্নেহ যদি স্তরে স্তরে।
জানী তুমি, শুণী তুমি বিধি আলীন্দ্রে
এস তুমি বঙ্গমাঝে বিনা পরমাধে।
বিধাতা করুন তোমা অঙ্গর অমর—
এই ভিক্ষা বিধিপদে, রাজ-বংশধর ! ১

দেখ আসি বাঙ্গালীর জনয়ের মাঝে
কি অসহ্য জ্বালা হয়! নিত্য জাগি আছে।
দারুণ যাতনা-ক্লিষ্ট সবার অন্তর
তপ্ত অশ্রু নয়নেতে বহে নিরন্তর।
তুমি না বুঝিলে আজি কে বুঝবে আর
এ বিষম হীনাবস্থা দীন বাঙ্গালার ! ২।
ভারত-সম্রাট-পুত্র তুমি সদাশয়,
কর লক্ষ্য দরিলের ব্যথিত জনয়,

* সহস্রাব্দী যুবরাজের ভারতগমনোপলক্ষে রচিত।

অনশনে অনিবার্য দেখ হরি তারা
বিক্ষোভিত হৈ অহরহ সুখ-শান্তিহারী !
ধনি-সুখ করি লক্ষ্য বেওনা ফিরিয়া,
বারেক দেখেও প্রভু চৌদিক্ চাহিয়া।
ভারতের সুখ হুঃখ প্রকৃত অবস্থা
দেখি আজি রাজপুত্র কর সুবাবস্থা। ও
দরামরী ভিক্টোরিয়া, পোত তুমি তাঁর,
রাখিও তাঁহার নাম জগৎ মাঝার।

ছিল না অশান্তি, নাহি ছিল নির্বাতন
তাঁহার রাজত্বকালে; ছিল অসুখ
সুখহাসি শান্তি রাশি; যেন পুনরায়
ফিরে পাই সেই দিন দীন বাঙ্গালার।
রাজতন্ত্র বঙ্গবাসী কহে এই কথা
হউক তোমারি জয় মঙ্গল সর্বথা। ৪

শ্রীমতী জগদীশবালা বসু।

জলধরের প্রতি।

সখা—

কোন্ দেশ হতে এলে ধীরে ধীরে চলি
সুখীল আকাশে সখে,
এলে কোন্ দেশ থেকে,
সুশোভিতা অঙ্গে তব ঢকলা বিজলী।
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তও অগ্রসর;
কত চিত্রপট আঁকা, বিচিত্র বরণে ঢাকা,
আবরি আসিছ তুমি বিশাল অঙ্গর।
ধীরে ধীরে মুহু মুহু কর গরজন,
আজি সখা কোন্ কোভে,
সুদূর বিশাল নভে,
মুহু গরজনে কার প্রচার শাসন ?

হেরি ভারতের হুঃখ কীদে কি অন্তর ?
অনাচার অত্যাচার,
কিছু বাকী নাই আর,
তাই দেখি গর্জ্জ কি হে, ওহে জলধর ?

* * *

তুমিত রয়েছ সখে, সুদূর অঙ্গরে,
বাঙ্গালীর অশ্রুজল ঝরিতেছে অবিরল,
তোমার চোখের জল তাই কিহে ঝরে ?
কর তবে ঘন ঘন শুষ্ক গরজন,
বর্ষ নরনের ধারা, ভাসাইয়া দাও ধরা,
দারুণ অশান্তিপূর্ণ—বাঙ্গালী-জীবন।

শ্রীমতী জগদীশবালা সেন।

চিনি নাই !!*

নীরব মাধুরীময়ি, সুবাসিত ফুল !
চিনি নাই তাহারে আমরা,
অকালে পড়িল ঝরে, শুকাল ফুল,
পরিচর নাহি পেল ধরা।

বিজন কাননে বধা সুবাস ফুলিকা
ফুটে পাকে আপনার মনে;
কখন আতপ-তাপে কোমল কলিক
অকালেই ঝরে পড়ে বনে।

* একমাত্র সত্যদেব হইয়াই হৃদয়বাসী হইয়াছেন লিখিত।

কে করে সন্ধান তার কে করে যতন ?
 বস্ত্র ফুল বনে লীন হয়,
 তেমতি এ কুমারীর পবিত্র জীবন
 না ফুটিতে হইল বিলয়।
 চিনিল না কেহ তারে বুঝিল না হায় !
 কি মহৎ পবিত্র স্মরণ—
 অমূল্য, অতুল্য বিভা ছিল বালিকায়,
 আদর্শ সে সংসার ভিতর !
 সে ক্ষুদ্র জীবন চুকু কত মূল্যবান—
 কত তার মাধুরী সুবাস ?
 চিনি নাই মোরা হায় ! হয়ে হতজ্ঞান,
 গেল তাই দেবতার পাশ।
 পবিত্র কুসুম সে যে দেবতা-পূজায়,
 মানবের তরে সেত নয়,
 বুঝি নাই অতটুকু ক্ষুদ্র যুগিকায়
 ।কবা শক্তি পূজিতে চিন্ময়।

মানবে মোহিত করি কীদারে আমার
 আপনার সুবাস লইয়া,
 মুকুলে অঞ্জলী হল নারায়ণ পায়
 শুভ্রোজ্জ্বল বালিকা অমিয়া।
 ফুটিবে সে দেব-লোকে সুবাস শোভায়
 আহা ! মম নেহেয় পুতলী,
 রাজিবে অনন্ত কাল বালিকা সরলা—
 দেবপদে, হয়ে কুতূহলী।
 চিনি নাই তারে মোরা করিনি আদর !
 চিনি নাই ক্ষুদ্র যুগিকায়,
 ক্ষীণ প্রাণে ছিল কত হৃগন্ধি আতর !
 অবতনে দিম্যছি বিদায় !
 এবে হায় অহুতাপে জলে যে হৃদয় !
 কোথা শান্তি আছে ভগবান !
 কত দিনে এ অনল হইবে বিলয়,
 কত দিনে পাব পরিজ্ঞান ?
 অভাগিনী মা।

খোকর লীলাখেলা।

আধ আধ ভাষে হাসিতে হাসিতে
 চঞ্চল চরণে নাচিতে নাচিতে
 বরগের শিশু সাজি দেব-সাজে,
 চলেছে কাহার হৃদয় মোহিতে ? ১
 কোকিল-কাকলী কণ্ঠে মাধা তোর,
 করতালি মরি কত মনোহর !
 ললিত ভঙ্গিমা গমন মধুর,
 হেরিয়া মানব ভারে ভরপুর। ২
 নন্দনের গন্ধ মেখে সর্ব গায়
 জানাতে বিধির কঙ্কণ ধরায়

আসিলে কি তুমি দেবশীষ ভরা
 মন্দার মালিকা হৃদি-মন-চোরা ? ৩
 'জয় জগদীশ' মধুমাধা বোলে
 সন্ধ্যা প্রাতে গাও মহা কুতূহলে,
 নবনী-সদৃশ জুড়ি ছুই হাত,
 বিভূর চরণে কর প্রণিপাত। ৪
 অতুল সে শোভা, তুলনা তাহার
 মরত মাঝারে নাহি মিলে আর,
 ভূতলের কবি কি বর্ণিবে আর ?
 বরগের ছবি এ লীলা অগার। ৫

ক্রীড়ে২৩১ কর।

নীরব।

নীরব হইতে বড়
 হয়েছে বাগনা মনে।
 নীরবে রহিব ভবে
 নীরবতা মাখি প্রাণে ॥১
 নীরবে এসেছি হেথা,
 নীরবে ঘাইবে প্রাণ,
 নীরবে গাহিব আমি
 সাধের নীরব গান।২
 হাসিব নীরব হাস,
 থেলিব নীরব থেলা।
 নীরবে তুলিয়া দুপ
 নীরবে গোঁড়িব মালা ॥৩
 নীরবে আসিবে উষা,
 করিবে নীরব ভাষা।
 নীরবে উদিবে ববি
 জাগায়ে নুতন আশা ॥৪
 নীরবে মলয় বনে,
 নীরবে হাসিবে শশী।
 নীরবে নদীর বুকে
 ছুটিবে তরঙ্গরাশি ॥৫
 নীরবে সাজিবে মেঘ,
 ঢালিবে নীরব ধারা,
 নীরবে দেখিব চেয়ে
 সাঁঝের সে শুকতারা ॥৬
 কাননে কুসুম কলি
 নীরবে রহিবে ফুটি।
 নীরবে কনকলতা
 পড়িবে ভূতলে লুটি ॥৭

সংসারের যত কিছু
 শোক দুঃখ তাপ ভয়
 নীরবে করিব আমি
 সকল বিপদ জয় ॥৮
 নীরবে আধারে রব,
 নীরবে আলিব আলো।
 নীরবে সাধিব সব
 নীরবতা বাসি ভালো ॥৯
 নীরবে ঘুমাব সখি,
 নীরবে জাগিয়া রব।
 নীরবে পূরিবে আশ,
 নীরবে হু কথা কব ॥১০
 নীরবে সে দিবে দেখা,
 করিবে নীরব কথা।
 নীরবে তাহাবে আমি
 জানাব প্রাণের ব্যথা ॥১১
 কোমল কুসুম শিশু
 নীরবে ঘুমাবে বৃকে,
 নীরবে চুমিব তার
 টাঁদপানা সোণামুখে ॥১২
 নীরবে দেখিব চেয়ে
 বিবেক অশ্রাস্ত গতি
 কোপায় মিশিয়ে যায়
 পলে পলে রতি রতি ॥১৩
 নীরবে চরণে তব
 নিবেদন দয়াময়!
 নীরবে নীরবে যেন
 এ জীবন শেষ হয় ॥১৪
 শ্রীমদানন্দা দেবী—সলপ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

সামগ্র্য কৃতকর্তার সহিত নিম্নলিখিত মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

১৩২২।

মহারাজা ময়রভজ	২১০/০
শ্রীমতী শ্রীমলাবালা দেবী	
কাকিনা	২১০
কুমুমকুমারী দেবী	
ঘোড়ামারা	২১০/০
সরোজিনী সেন	
দিনাজপুর	২১০/০
সরস্বতী দেবী	
কামারখাড়া	১১/০
সোমপ্রভা দে	
রেহাবাড়ী	২১০/০
ইন্দুলেখা রায়	
চট্টগ্রাম	২১০/০
মুনসী রহিম বক্স খাঁ বাহাদুর	
জলপাইগুড়ি	২১০/০
পণ্ডিত তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়	
জামালপুর	১০/০
ডাঃ চন্দ্রানন্দ সেন মালদা	২১০/০
বাবু আনকী নাথ বহু	
কটক	২১
নগেন্দ্র নাথ কর	
মালদা	২১০/০
রমানাথ বহু	
মলংকরপুর	১১/০
হেম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
ওয়ারী	২১০/০

বাবু বোগেন্দ্র লাল চৌধুরী	
কমিল্লা	২১০/০
গিরীন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত	
গোয়ালপাড়া	২১০/০
সাবেক।	
বাবু ভবসিদ্ধ দত্ত কলিকাতা	১১/০
করালী প্রসন্ন মিত্র	
চৌকীডাঙ্গা	২১
আনন্দমোহন বর্দন	
কমিল্লা	২১
প্রাগজ্যক-বিধাস	
ফরিদপুর	৫
শ্রীমতী কুমুমকুমারী দেবী	
ঘোড়ামারা	১১০/০
পক্কিনী দাসী	
ভবানীপুর	২১০/০
সরোজিনী সেন	
দিনাজপুর	১০/০
বিষ্ণুসুখী রায়	
ভবানীপুর	২১
হেমপ্রভা দে	
রেহাবাড়ী	২১০/০
ডাঃ চন্দ্রানন্দ সেন মালদা	১০/০
মুনসী রহিম বক্স খাঁ বাহাদুর	
জলপাইগুড়ি	৫০
দ্বার শশিভূষণ দত্ত বাহাদুর	
জিপুরা	১০

“বামাবোধিনী”র কয়েকটি নিয়ম ।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৮/-, অথবা অগ্রিম বামাবৈক মূল্য ১৮/-, না পাঠাইলে “বামাবোধিনী” পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ১০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্যালয়ে কিম্বা সরকারিদের নিকট “বামাবোধিনী”র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অনুসারে এক বৎসরের অল্প প্রতিবার কভার ও সমুখের দুই পৃষ্ঠা তির অপর পৃষ্ঠা ২০/-; অর্ধ পৃষ্ঠা ১০/-। অপরপূর্ণ নিয়ম বামাবোধিনী-কার্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অমুগ্রহপূর্বক রিদ্দাই পোষ্টকার্ডে পত্র লেখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অমুগ্রহপূর্বক সবার জামাইবেন।

৬। মফঃল হইকে মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি চিটি বা অস্ত্র উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা, অস্ত্র নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উদ্দেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা, টিকানায় পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা। } নিবেদক—শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্যাব্যাক্ষ।
২৯ শে পৌষ, ১৩১২।

গ্রাহকগণের প্রতি ।

বামাবোধিনী সচিব হইয়াছে, ইহার সহিত ইংরাজী-সুস্ত ও সংযোজিত হইল। আমরা যেমন নানাপ্রকারে পত্রিকাখানির উন্নতির চেষ্টা করিতেছি, আশা করি সাধারণ পাঠক ও হিতৈষী মহোদয়গণ সেইরূপ গ্রাহক বৃদ্ধি করিয়া ইহার আয়োজনতির চেষ্টা করিয়া পত্রিকার সহায়তা করিবেন।

৯ মাস গত হইয়াছে, এ বৎসরের মূল্য প্রেরণে গ্রাহকগ্রাহিকাগণ আর বিলম্ব করিবেন না।

সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়িতে যাঁহারা এককালে দিতে না পারেন, ভিঃ, পিঃ, ক্রমে ক্রমে পাঠাইলে লওয়া যাইবে। আগামী-মাসের পত্রিকায় কাহার নামে কিরূপ ভিঃ, পিঃ, হইবে, সবার লিখিলে বাধিত হইবে।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা। } নিবেদক
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্যাব্যাক্ষ।
২৯ শে পৌষ, ১৩১২।

রাজস্বর্গের পৃষ্ঠপোষিত

কলিকাতা আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়।

ত্রণ, মেচেতা ও ছুলির মহৌষধ

মালতীকুসুম।

মূল্য প্রতি শিশি ৥• আনা, মাণ্ডল।• আনা।

যুগতীদিগের সৌন্দর্য্যই প্রধান। ত্রণ ও মেচেতা মুখমণ্ডল কলঙ্কিত করিয়া সেই সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। রমণী-মুখমণ্ডল মনোমোহন করিবার জন্য আমরা বহু পরিশ্রমে মালতীকুসুম প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার গন্ধ অতীব মনোহর।

আপনার “মালতী কুসুম তৈল” ব্যবহার করিয়া বুদ্ধিগাম, উহা ত্রণ ও মেচেতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুগন্ধ।

রাণী শিবভাবিনী, আন্দুল রাজবাটী।

কল্যাণ-দ্রুত।

জ্বী-ব্যাধি দূর করিবার অমোঘ মহৌষধ।

ইহা জ্বরায়ু সঞ্চকে যাবতীয় জ্বী-রোগ, রক্ত প্রদর, খেত প্রদর, পেটবেদনা ও ভদ্রাত্মক আয়ুর্দৌর্জলা, মূতবৎসা দোষ প্রভৃতি নিশ্চল আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহা চির-বক্ষা, তাহারাই এই মহৌষধ প্রভাবে সন্তানের মুখ সন্দর্শনে জীবন সার্থক করিবেন।

ইহা কামিনীকুলের স্বাস্থ্য-রক্ষার একমাত্র মহৌষধ। ইহাদের পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছে, তাহাদের কল্যাণ-দ্রুত সহ কামিনীকল্যাণ বটিকা সেবন নিতান্ত আবশ্যক।

মূল্য ১ শিশি ১৫• টাকা, মাণ্ডল।• আনা।

কবিরাজ শ্রী অপরূপকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যানিধি,

২৯৭ নং অপার চিংপুর রোড, শোভাবাজার,

কলিকাতা।

স্বর্ণের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রী হৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

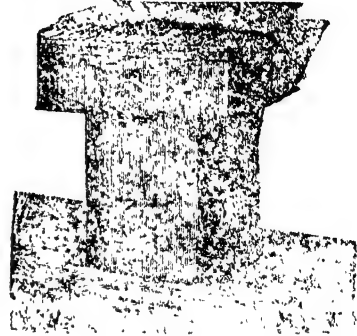
যাহার যেরূপ পীড়া, সহজ বা হুরারোগ্য, পীড়ার আদ্যোপাত্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না। দূষিত রক্ত, অম্লশূল, শরীরের অথবা হস্ত পদের দাহ, পুরাতন জ্বর, ওষুধের দ্বার্স থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্য ফল পাইবেন। মূল্য ১ এক মাসের ঘোগ্য প্রত্যেক ৮০ আনা করিয়া ১১০; আজকাল এই সিরাপ দ্বয় সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তর, তদ্বোধ্য এক খানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহাঙ্গ তৈলঙ্গ স্বামীর প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিশারদ, জ্ঞানী, বহুদর্শী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুলিপি—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পারির দোষ (যাহা আমার ক্যালমেল খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সর্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্গাস্ত সমূলে নির্মূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্বপ্রধান। ইহার তুল্য জগতে আর ঔষধ নাই। ১শা আশ্বিন, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৮০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি দ্রব্য বা অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেবা ও সুস্বাদু। আহাৰ্য্যে দুগ্ধমহ ২ বার খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এ স্থানে অগ্নি রাখা কঠিন যে, যেখানে অধিক রক্তপ্রাণ ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বক্ষাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার ও পাত হয়, এমন স্থলে প্রাতে সিল্যাকাদি সিরাপ ও রাত্রে আহাৰ্য্যে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বক্ষাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং গর্ভের সম্ভবান বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাভা বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমাদের ধাত্মোপ ও তুল্য পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৮০। সিল্যাকাদি সিরাপ মূল্য ১২। পত্র লম্বত গোপনে রাখা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীমুহূৰ্ণ রায়, হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

মণ্ডল ফুন্ট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, বাণ-
মন্ডার, অফিসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত
ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্তানী
সুরে গান এবং পত বাজাইবার অভূত-
কষ্ট বহুপচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল
ফুন্ট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারান্টি সহ
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুগামী
প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়।
আন্তঃপ্রদেশীয় নিম্নয়োজন। মূল্য ৩
অক্টেভ ৩ টপ ৩৫, এই ক্ষমতা কাজ করা ৪০ টাকা। এই দুই সেট রীড ৪ টপ
৬০ এবং ৭৫ টাকা।



মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বৌদজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি।

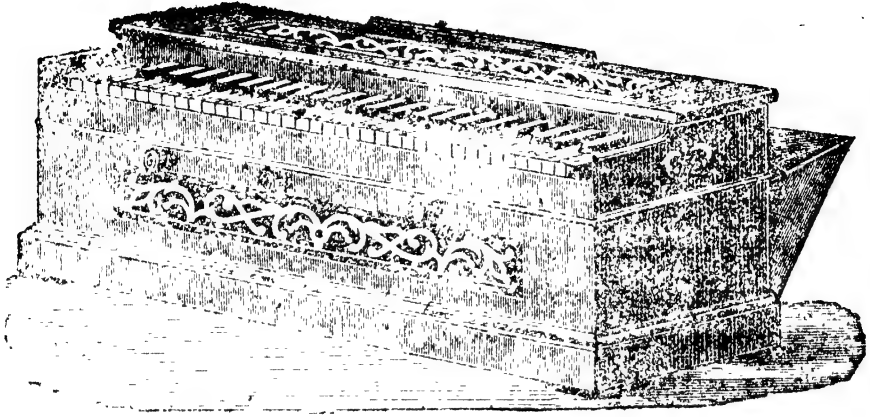
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—
(১) বড়বাজার শাখা, ২২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; (২) শোভাবাজার
শাখা, ২২৫/১ অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা; (৪) বাকীপুর শাখা, বাকীপুর; (৫) পাটনা শাখা, পাটনা;
(৬) মধুবা শাখা, মধুবা।

আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের ব্যবহারীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত রাখি। সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসক ঔষধালয়গুলির তত্ত্বাবধান
করিয়া থাকেন এবং সুশিক্ষিত কর্মচারিগণ ঔষধিগণের সহিত সদাশরদ্বারা পরামর্শ
করিয়া ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করাই
কঠিন, এমনকি বিশেষ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনবরত তত্ত্বাবধান করেন। শিশি, কর্ক,
খাস্মিটসি, ট্যাক্সোপ, মবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বায়ু ইত্যাদি বিশেষ স্তুতিসাধনে
বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঔষধালয়ে চিকিৎসক বিনামূল্যে স-
হা করেন। মক্কেলদ্বারা চিকিৎসকগণ পত্র দ্বারা পরামর্শ পাইয়া থাকেন। পত্র
দ্বিধালাই বিনামূল্যে ইংরাজী বা বাংলা ক্যাটালগ প্রেরিত হইবে।

আদি ও অকৃষ্ণিম

মোহন ফুলুট-হার্মোনিয়ম ।



দেশীয় সঙ্গীতচর্চায় আমাদের এত জগদ্বিখ্যাত মোহন ফুলুট-হার্মোনিয়ম যেকোন উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই সেকোন নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুশৌল, সহজ বেলো সঞ্চালন এবং বায়ু সৌন্দর্য্য নিবেদনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক জাজল্যমান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে। অতএব সাহসনয় নিবেদন যে, ক্রয়কাথে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক “মোহন” কথাটি ও বেলোর পৃষ্ঠে অগস্ত স্বাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠিকিবেন। মকঃবলে ভি, পি, তে পাঠাইয়া থাকি। যত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয়। মূল্য ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৫, ও উদ্ধ। পর লিখিলে বিনা মূল্যে সচিব মূল্য তালিকা পেরিত হয়।

একমাত্র নির্মাণ ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স, মোহন মিউজিক্যাল ডিপো, ২ নং লোয়ার চিংপুর রোড (বিতলের উপর), কলিকাতা। গ্যারান্টি ৩ বৎসর।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য ।

কাব্যকুসুমালি-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরে ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১৫০ টাকা, ডাকমাণ্ডল ৮০ আনা। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, শ্রীযুক্ত ওকদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি ।

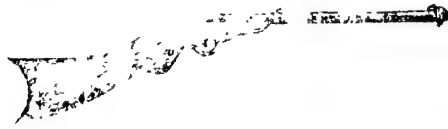
অন্ত বাজে দোকানের অল্প কয়েকটি স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্বে আমাদের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে অনুবাদ করি । পত্র লিখিলে নানাবিধ আকর্ষণীয় স্রবণের এবং গহনার সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি । আমাদেরই গহনা মর্কোংকুই বলিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্পদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি । সত্য, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পারেন । কে, স্মিথ এণ্ড কোং ।

ফিরয়সকোপ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র ।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখিতে পাইবেন । ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারে দেখা যায় । দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সম্রাট — মল্লুয়া, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার ; ইউরোপ, আমেরিকা, ব্রিটান, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন ; লুকিং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাস্ক, প্রত্যেকটীর মূল্য ৪ টাকা । ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই গাইজ, ১ ডজন ১১০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৬০ হিঃ পড়িবে । সেক্সপে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায় । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র ।

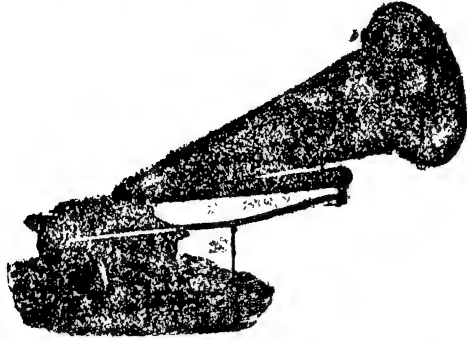
কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিংপুং রোড, বিডন কোয়ার, কলিকাতা ।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে ।



ইতিপূর্বে যে ১ নং বন্দুক ৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪ টাকা মূল্যে দিতেছি, শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না । এই বন্দুক ছুড়িতে পুণিমে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় জন্ত এবং সর্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায় । মানুষকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায় । ডাকখরচ দ্রুপ ১ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে হিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায় না । ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কোটা ছরয়া গুলি সঙ্গে দেওয়া যায় । অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ১/০ আনা হিঃ পড়ে । পি, সি, দাস ; ৩৪৪ নং অপার চিংপুং রোড, বিডন কোয়ার, কলিকাতা ।

দোয়ার্কিন এণ্ড সনের গ্রামোফোন বা গান গাহিবার কল।



গ্রামোফোন চালাইতে যে কোন প্রকার কল-কৌশল-জ্ঞান আবশ্যিক করে;
এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। জীলোক বা বাগক মাত্রেই অনায়াসে এই যন্ত্র
চালাইতে পারিবেন। কল বা ওয়াচ ঘড়ীর আয় চানি দিলেই 'গ্রামোফোন' আপনি
গান গায়—অবিকল মাতৃষের মত। অনেক দূর হইতেও গানের কণা স্পষ্ট বুঝা যায়।

'গ্রামোফোন' যে কত গান গাহিতে পারে, তাহার সীমা নাই। বাঙ্গালা, হিন্দী,
ইংরাজি গান, ব্যাণ্ডের বাজনা, কনসার্টের গণ, থিয়েটারের অভিনয় টাডাদি
গ্রামোফোনে সব শুনিতে পাইবেন। আমাদের নিকট কলিকাতার প্রসিদ্ধ জীলোক
বা পুরুষ গায়কদিগের গান, থিয়েটারের গান বাজনা ইত্যাদি অনেক মজুত আছে ; ও
তৈয়ারী হইতেছে। আপনি একটি গ্রামোফোন ক্রয় করিলে ইচ্ছামত যে কোন
গায়কের গান বিনা খরচে ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইবেন।

গ্রামোফোন যন্ত্রে ব্যবহারে খরাপ হইতে পারে একশা কিছুই নাই। যদি কোন
অংশ অব্যবহৃত বা বণতঃ কোন রূপে ভাঙ্গিয়া যায়, সেই অংশ বদলাইয়া দিলেই
আবার ঠিক নূতনের মত হইবে।

গ্রামোফোনের দাম খুব কম। গ্রামোফোন হইতে অনেক নিকৃষ্ট যন্ত্র অনেক
বেশী দামে এখনও বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু যাহারা গ্রামোফোন শুনিয়াছেন,
তাহারা অত্র কোন যন্ত্র পছন্দ করেন না।

দাম।

৩নং ৪৭৥০ ; ৫নং ৭২৥০ ; ৬নং ৮২৥০ ; ৭নং ৯৭৥০। মনর্ক গ্রামোফোন
১১২৥০ ; ১৫০ ; ১৮৭৥০

গানের দাম স্বতন্ত্র। ছোট সাইজ ১৫০/০। বড় সাইজ ৩৫০। গানের তালিকা
চিঠি লিখিলে পাঠান হয়।

DWARKIN & SON,
The Paris Musical Depot, 267 Bowbazar Street, Calcutta.

বঙ্গেশ্বরের নূতন নন্দন কানন।

অমরায় নন্দন কানন আছে। পুণ্যে, কাণ্ডে, নটকে, পাণায়, কথায়, ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিস্তৃত মন্তব্যের অমরাবতী এই কালবাহী মতরের বুকে একটা নূতন নন্দন কাননের প্রাণ প্রাণী এইবার চোরা এইছে। স্বয়ং বঙ্গেশ্বর কলিকাতার গৌনদিগ্বিদ্য পুণ্যতন উত্থানটোকে নন্দনের শোভাসম্পদ দিয়া মাজাইবার জন্য মিউনিসিপালিটীর হাত এইতে উত্থানটী খাঙ্গে গইয়াছেন। আমাদেব সুব্রাহ্মণ্য ভাবী সম্রাটের ভারতে আগমনের পূর্বেই হতাব সংস্কারকাণ্ড শেষ হইয়া যাইবে। তখন হয়তঃ ইহা শোভাসম্পদে ইন্দ্রের নন্দনকে পরাজিত করিবে। বঙ্গেশ্বরের নব-প্রতিষ্ঠিত নন্দনকাননে সুরভি-মণ্ডার সমস্ত পুষ্পবৃক্ষের সমাবেশ এইবে, কিন্তু দেবভোগ্য পারিজাত ত সেখানে থাকিবে না! পাঠকগণ! যখন এই মন্তব্যের উত্থানে ভ্রমণ করিবেন, তখন হয়তঃ পারিজাত না দেখিয়া হতাশ-চিত্তে ফিরিয়া আসিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে একটা সংপ্ৰদামর্শ দিহ। সমস্ত থাকিতে এক শিশি কেশরজন কিনিয়া তাঁহারা উত্থানে প্রবেশ করুন। দেখিবেন অদৃষ্ট পারিজাতের মনোহর গন্ধে তাঁহাদের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে।

মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাত্র ১/০ আনা।

সর্ববিধ স্ত্রীরোগে

রমণী হিন্দু সংসারের কল্যাণী—রমণী রক্ষা করুন	অশো-কা-রিফট	রমণী জননী—রমণী দুহিতা—রমণী বণিতা—
	অশো কা রিফট	
	অশো কা রিফট	
	অশো কা রিফট	
	অশো-কা-রিফট	
	অশো-কা রিফট	
	অশো-কা রিফট	
	অশো-কা রিফট	

মহা কল্যাণকর মহৌষধ ।

মূল্য প্রতি শিশি ও এক কোটা ১১০, প্যাকিং ও ডাকমাত্র ১/০।

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ওপু, ১৮১ ও ১৯ লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

পঞ্চতিত্ত্ববিটিকা ।

(সর্বপ্রকার ঘরের মহৌষধ ।)

ইহার ব্যবহারে গ্ৰীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যকৃৎঘটিত জ্বর প্রভৃতি অতি জ্বরায় নিবারিত হয়। ইহা সেবনে অসি আবেগা হইলে (কুইনাইনের জ্বর) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প যায়ে যাহাতে সকলেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যৎদূর সম্ভব কম করিয়াছি; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা নূন নহে।

১ কোটা—২ রকমে ৩০ টি বটিকার মূল্য ১৮ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং ৮০ তিন আনা। উক্ত মাণ্ডলে এককালে ৪ কোটা গোরিত হইতে পারে।
১২ কোটার মূল্য ১০৮ দশ টাকা।

সচিহ্ন

ডাক্তারি-শিক্ষা ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

(পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ।)

ডাক্তারি শিখিবার জন্ত যাহা কিছু জানিবার আশ্রয়, এই একখানি পুস্তকে তাহার সমস্ত বিষয়ই অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। কম্পাউণ্ডারি-শিক্ষা, দ্রব্য-জ্ঞান, শারীরতত্ত্ব, রোগ-পরীক্ষা, চিকিৎসা-প্রণালী, রোগের কারণ ও লক্ষণ, অন্ত্র-চিকিৎসা ও দাক্তারি-প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়ের কোন অংশই ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই। তদ্বিন্ন বড় বড় ডাক্তারের ভাগ ভাল প্রিস্ক্রিপশন্ প্রায় ছই হাজার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ—ছই হাজার পৃষ্ঠার উপর। ছই খণ্ডে বিভক্ত;—মূল্য ৪৮ চারি টাকা; বান্ধান পুস্তক ৫৮ পাঁচ টাকা; ডাক-মাণ্ডলাদি ৮০ বার আনা মাত্র।

গভর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;

১৮১ ও ১৯ লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

অশ্বগন্ধাটনিক

প্রসবাস্ত্রে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পরীক্ষিত মহৌষধ। ইহা দ্বারা অশ্বশ্রাব নিবারণ, সর্পাঙ্গের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুধাবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার, শ্রম নিবারণ, জরায়ু বগাবান ও হুনিদ্রা হওয়া থাকে। ইহা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার সর্পাঙ্গ তনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। শ্বাসমণ্ডলা ও মস্তিষ্কে উপর ইহার কার্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। মাথাঘোরা, বুক ধড়কড় করা, মন ভ্রম, অরুচি ও দৃষ্টান্তব হ্রাস, বক্রতা, বক্রতন্তু, আনন্দা, ক্ষুধামান্দা, বাত, কোন রোগাঙ্গে ও প্রসবাস্ত্রে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রসূ। হিষ্টিরিয়া ও বহু রোগের ইহা বিশেষ উপকারক। ইহা স্বল্প শরীরে ও সকল প্রকারে ব্যবহার্য। খোশ পাঁচড়ায় ইহা ১০ গুণ উপকারী। ছান, শিফা, তাকি উকীল ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের বলান কবিত্তে ইহা অমূল্য। পাঠ্যভাষ্যের সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী ফলঃ ইহা কডলিভার অএল, সালমা, ও মন্টে অপেক্ষা অধিক উপকারী কারণে কে, পি, গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, বিভিন্ন মার্জিন, মেজব বি, কে এ এম, ডি, সিভি মার্জিন, ডাঃ কে, ডি, বহু, বিভিন্ন মার্জিন, ডাঃ এম, এন, বহু এল, এম্, এম্, ডেপুটী মার্জিনেট বাবু অফবকুমার চৌধুরী, ডেপুটী মার্জিনেট মৌলঃ মুজিব রহমান, সবজজ বাবু আব, এন, মুগার্জিন, মুনসেফ বাবু অপূর্ণচন্দ্র ঘোষ গবর্জিনেট বাবু তারাপদ ঘোষ, জাশজাল ব্যাকের উচ্চ কর্মচারী বাবু দুর্গাপ বহু প্রভৃতি ইহা বহু প্রমাণ প্রমাণ কবিয়াছেন।

মূল্য :—৪ আউন্স শিশি এক টাকা, মাশুলাদি আট আনা।

শ্বাস-ভস্ম।

হাঁপানি কাশির অব্যর্থ পরীক্ষিত মহৌষধ। মূল্য ছোট শিশি এক টাকা, বড় শিশি দেড় টাকা। মাশুলাদি ছয় আনা।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ, কে, বহু এন্ড ব্রাদার্স,

ইম্পিয়ারাল কেমিক্যাল ল্যাবোরটরী,

৩৭নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট ও ১৩৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।
কন্সল্টিং ফিজিসিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কংবাজ প্রবোচন্দ্র ব্রহ্মানিদি; কেমিষ্ট—বাবু ভূপেন্দ্রকুমার বহু, এম্, এ.

কেবল বঙ্গের পুরুষগণ নহেন,
বঙ্গের মহিলাসমাজও
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
আর তাঁহারা বিলাতী জিনিস ব্যবহার করিবেন না।

এ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিলাতী এম এম, বিলাতী ম্যাকেমার তৈল,
বিলাতী শিল্প অব রো এবং বিলাতী ল্যাভেণ্ডার,
অ-ডি-কলোন, ফ্লরিডা ওয়াটার ব্যবহার
করিয়াছেন,
দেশীয় এসেন্স ও গন্ধদ্রব্যে বিলাতীর এই অভাব তাঁহারা অনায়াসেই
পূর্ণ করিতে পারিবেন। কারণ
সর্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল

কুন্তলীন

হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার এসেন্স ও গন্ধদ্রব্য আমরা নিজের
কারখানায় দেশীয় কারিকরগণের দ্বারা দেশীয় উপাদানে স্বদেশীয় মহিলা
ও পুরুষগণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি। যেমন সুগন্ধ তেমনই উৎকৃষ্ট।

একবার পরীক্ষা করুন।

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার,
৬২ নং বোম্বেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা।

বামারোধিনী পত্রিকা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ. কলিকতা প্রবর্তিত ও সম্পাদিত।

৭৩ বর্ষ। { মাস ও ফাল্গুন, ১৩১২। } ২য় ভাগ।
৫১০-১১ সংখ্যা। { চমক বহা। }

সূচীপত্র।

১। মাসিক প্রসঙ্গ ... ২২৫	১৪। উদ্ভাবন (গল্প) ... ৩৩২
২। মতিদেবের মহাবাহী ... ২২৭	১৫। অধর্মীয় ... ৩৩৬
৩। শব্দনা ... ৩০০	১৬। বাবিলীয় ... স্বর্গজীব অধ্যয়ন ৩৩৬
৪। বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধনীয়ক্তি ... ৩০০	১৭। বাসিন্দা প্রবন্ধ ... ৩৩১
৫। বেলা শেবে (গল্প) ... ৩০২	১৮। দ্বীপক মন্তকে সাধিত ... ৩৩০
৬। অমণা ... ৩১০	১৯। দ্বী শব্দা ও পার্শ্বমণ্ড ... ৩৩৩
৭। অধম বাসিন্দা (গল্প) ... ৩১৬	২০। সামাজিক চিত্র ... ৩৩৫
৮। ডাক্তার বাগাড়া ... ৩১৫	২১। নৃন সাদ ... ৩৩১
৯। দ্বিগুণ প্রাণী (সচিত্র) ... ৩১৮	২২। গুপ্তবাদি সমাজোচিত ... ৩৩০
১০। প্রার্থনা ... ৩২৩	২৩। বাসিন্দা - বসন্ত সমাপ্তি ৩৩৩
১১। দ্বীপক বহুত্ব আশুপের আবদ ... ৩২৩	দ্বীপক বহুত্ব আশুপের পতি ... ৩৩৩
১২। নবীন ভাবতী ... ৩২৮	দ্বীপক, অভিজিৎ বোধ্যয় ৩৩৫
১৩। জাপানের প্রাচীন রাজা ও বানী ৩৩০	আবদ ... ৩৩৫
	ইং-বাজী English) ... ৩৩

কলিকতা।

৬নং কলেজ ট্রাং বাইলেন, কলিকতা পক্ষে কলিকতা চট্টোপাধ্যায় বহুত্ব
মুদ্রিত ও প্রকাশিত বহুত্ব কলিকতা কলিকতা কলিকতা
কলিকতা কলিকতা কলিকতা

অগ্রিম বারিক মুদ্রা ১০০, অগ্রিম কলিকতা ১০০, পত্রিকার বারিক ৩ টাকা মাত্র।

সোমেশ্বর-বসায়ন ।

অন্নপিত্ত, শূল, অসীৰ্ণ, অরিন্দ্রা, অশট, গ্রহী ও ধাহুক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার জটিল রোগের মৌলিক।

অন্নপিত্ত শূল বোগাকান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর বসায়ন সেবন করুন, সেবনের পরক্ষণেই অন্নপিত্তের লক্ষণাবস্থা, নাড়ি চাৰি পার্শ্বে প্রাকৃষ্টনয়ন দাক্ষণ বেদনা, বমন, চোখা চোখা পেট কাণা, পেট ও বুকে বাথা, মুখ দিবা জল উঠা, পেট ঠোণ মাঝিমা থাকে ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশান্ত হইবে।

গাঁহাৰেব আচাৰ্য্যে ভক্তন্য বমন দ্বাৰা উঠিয়া যায় তাহাৰা ২ দাণ খাটিলেই ইহাৰ যথেষ্ট উপকাৰিতা টান কৰা যেন। কোষ্ঠাক থাকিলে মান মন নিগত হইবে, অন্নজনিত ক্ষত্ৰেপ যথা বুদ্ধ ভক্ত কৰা বা বড় বড় কৰা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অক্ষুণ্ণ পাৰ্শ্বে সেবন কৰন কৰ্ম্মাৰ্থি পদ্ধতি হইবে, সকল দ্রব্যেই খড়ি হইবে। দুৰ্ভুক্তন্য সহজে পৰিপাক হইবে।

গ্রহণীৰোগে ব্যাধাৰ কৰন ব্যাধাৰ মন কাণ আমনয় মন, উশ্বে কৰনয় বেদনা আন্ত নিবাবিত হইবে। আনুদোষক বসায়ন ঐশ্বৰ বলিয়া ইহা সকল বোগেই চিকিৎসা।

৮ দিন সেবনের টা.যা.৮ আটন এক শিশি সোমেশ্বর বসায়নো মূল্য ১০, মিশ্রণ ১০ আনা।

খাসাৰি ।

(হাঁপানি কাশি ইহাই মর্হোষধ ।)

"খাসাৰি" সেবনে অশ্মা ওষু হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। ধানেব মাসী শূল দুবে যাইবে, গলাব বড় বড় শূল থাকিবে না। কাশিতে কাশিতে প্রাণ ওড়াপ্ৰণয় হইবে না।

৪ দাণ "খাসাৰি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুকে পিঠ মাটিয়া বরা বা বাথা, পেটকাঁপা বা মুষ্টি হইয়া অগ্নি হইবে।

শিশু ও বালক গাঁহাৰেব জলকাশি, বুড়ো কাশি, বারিহে গলা সাই সাই বা বড় বড় কৰা, বুকে বসা প্রভৃতি বোগ দুই দিনে কমিবে।

কাশবোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল গোগীব দ্বাৰ কাণ নিবত বর্তমান আছে, বিশেষতঃ বারিহ শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাশিতে হয় ও শ্বাস উঠে, অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাহাৰাও এই "খাসাৰি" সেবন কৰন, সম্ভাৰ মধ্য সম্ভাৰ লাভ কৰিবেন।

১৬ দাণ পূৰ্ণ এক শিশি "খাসাৰি"র মূল্য ১০ টাকা, ডাকনাম ১০ আনা, মোট ২ টাকা পড়ে।

কবিরাজ

শ্রীমতীশচন্দ্র শৰ্ম্মা কবিভূষণ,

৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,

কলিকাতা।



ম্যালেরিয়া ও সর্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ ।

অদ্যাবধি সর্ববিধ জ্বররোগের

এমন আশু শাস্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই ।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত ।

মূল্য—বড় বোতল ১০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১ টাকা ।

ছোট বোতল ৫০, ঐ ৫০/০ আনা ।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিম্নমাদি সশ্রদ্ধ অগ্রাহ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন ।

এডওয়ার্ডস

লিভার এণ্ড স্পিন অয়েন্টমেন্ট

অর্থাৎ

প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম ।

প্লীহা ও যকৃত নির্দোষ আশ্রয় করিতে হইলে আমাদের এডওয়ার্ডস টনিক

বা হ্যান্ট-ম্যালেরিয়া স্পেসিফিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত

মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মাণিশ করা

আবশ্যক । ঔষধ সেবনের সঠিক এই মলম

মর্দন দ্বারা আশু ফল পাইবেন ।

মূল্য প্রতি কোটা ১০/০ ছয় আনা । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র আগে ।

সোল এজেন্টস—বটকুফ পাল এণ্ড কোং,

কেমিস্টস এণ্ড ড্রুগিস্টস

৭ ও ১২ নং বন্ডিস্ট্র স্ট্রিট, (চীনা বাজার), কলিকাতা ।

সন-১৯৮৭ সালে স্থাপিত
মতিলাল বসু এণ্ড কোং
অগ্নিখ্যাত ও অস্বাচারি-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

অগ্নিকে, বহুকারিতার, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্মরোগ
নিবারণে এবং স্নাত্তিকের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই।
মানসিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে নিতা ব্যবহার্য। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে
একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৮০, বোতল ২০ ; প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।

অদেশী সেন্ট বা পুস্পসার।

বিলাতি সেন্ট বা পুস্পসার হইতে কোন অংশে নিকটে নহে, বরং শত গুণে শ্রেষ্ঠ ;
অতঃপাশ্চাত্য দেশীয় ফুলের মিশ্র মধুসর সৌগন্ধ পরিভাগ করিয়া বিদেশী ফুলের
কঠোর গন্ধের দিকে কেন প্রাবল্য হয়? অম্বাশ্বের বেগা, পোকানিকা, চম্পক,
মাগতী, জেসমিন, লিলি এবং পুস্পসার ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১০।
তিন শিশি মূল্য বাক্স ২০। উৎকৃষ্ট ল্যাভেন্ডার ওয়াটার, মূল্য প্রতি শিশি ৩০।

সুধাসিন্ধু রস।

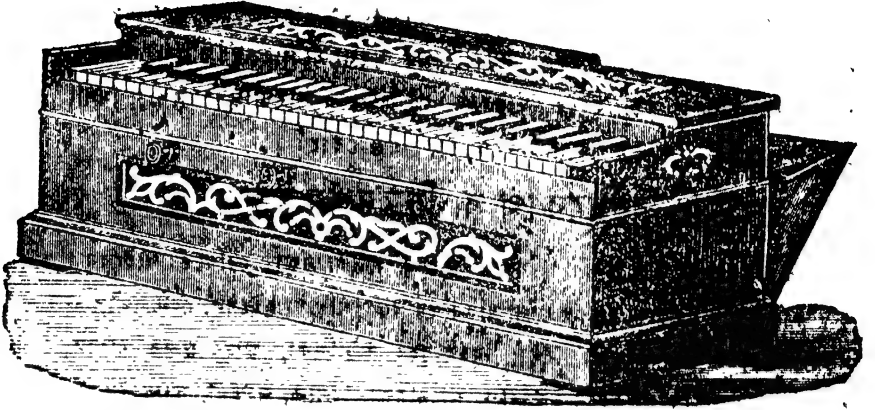
ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে জ্বালা, পাণ্ডু, প্রীণ ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও
পুরীতন জ্বর, পালা, দিকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর
আরোগ্য হয়। কুটনাইন-বর্জিত ও গাছ গাছড়ার প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ৮০
আনা। প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।

বাতরাজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গোট-বাত, কোমরের বাত, চলতি বাত, বিগবিলে বাত,
চৌরঙ্গি বাত প্রভৃতি সকল প্রকার বাত রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বাক্স
শিশি ১০, ছোট শিশি ৫। আনা, ডজন—বাক্স শিশি ১০০ টাকা, ছোট ৫০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং,
ভুগিটস্ এন্ড জেনারেল মার্কেট,
১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

মোহন ফুলুট-হার্ফোনিয়ম ।



দেশীয় সঙ্গীতচর্চায় আমাদের এই জগদ্বিখ্যাত মোহন ফুলুট-হার্ফোনিয়ম বৈরূপ উপযোগী, আর কোন বস্তুই সেরূপ নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলবলের কারুকৌশল, সহজ বেলা সকালন এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সর্ব্বক্ষে এক আজ্ঞামান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে। অতএব সাহসনয় নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক “মোহন” কথাটি ও বেলোর পৃষ্ঠে জগন্ত স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠিকিবেন। মফঃস্বলে ভি, পি, তে পাঠাইয়া থাকি। যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয়। মূল্য ৩৫, ৪৮, ৪০, ৪৫, ও উর্দ্ধ। পিস্তল লিখিলে কিনা মূল্যে সচিত্র মূল্য-তালিকা প্রেরিত হয়।

একমাত্র নির্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স, মোহন মিউজিক্যাল ডিপো, ২ নং গোরার চিংপুর রোড (বিতলের উপর), কলিকাতা। গ্যারান্টি ৩ বৎসর।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য ।

কাব্যকর্ত্তৃমহাশয়রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষার অমিত্রাকরে ইহা অতিনন্দ্য অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাধা। মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। কবিকাতা; ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, শ্রীমূল ওকবাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্যক।

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি ।

অন্ত বাজে দোকানের প্রদর্শনীর বর্ণের গহনাদি ক্রয় করিবার পূর্বে আমাদের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসল কেমিকেল বর্ণের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি । পত্র লিখিলে নানাবিধ আরত্বকীর্ত্ত প্রদর্শন এবং গহনার সচিত্র কাটাচগ পাঠাইয়া থাকি । আমাদের গহনা সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রের ভারত-বর্ষীয় শিল্পদর্শনীর সত্য হইতে ফাটলাস স্যাটিকিট পাঠাইয়াছি । সত্য, মিথ্যা যেকোনো আসিয়া দেখিতে পাবেন । কে, স্মিথ এণ্ড কোং ।

স্তিরিয়স্কোপ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র ।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখিতে পাইবেন । ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায় । দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সজীব—জলরা, পল্ল, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের কটো চিত্র দেখিতে পাইবেন ; লুৎং ম্যানিক্‌স্‌ গ্লাস আঁটা বাস্ক, অক্সফোর্ডের মূল্য ৪৮ টাকার ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ২৮, অতিরিক্ত লাইনে প্রত্যেক ছবি ৮০ হিং পড়িবে । বেক্সে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ লক্ষ্য দেখিয়া যার । ডাঃ মাঃ ব্রতস্ব ।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, ব্রিডন কোয়ার, কলিকাতা ।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে ।



ইতিপূর্বে যে ১ নং বন্দুক ৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪ টাকা মূল্যে দিতেছি, শীঘ্র না লইলে পূর্বে এ মূল্যে পাইবেন না । এই বন্দুক ছুড়িতে পুণিসে পাস করিতে চর না, কারণ বাক্স লগে না, হাওয়ার বলে শুনি ছোটে, ছোট বড় ভক্ত এবং সর্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায় । মাহুকে মারিলে প্রাণের ছানি হয় না, তবে সাংকীতিকরণে জখম করা যায় । ডাকঘরট দোকান ২০ টাকার অগ্রিম না পাঠাইলে তিঃ সিঃ ডাকের পাঠান যায় না । ছুড়িবার নিয়মাবলী ৩২ কোটা ছবরা শুদিসংকে দেওয়া যায় । অতিরিক্ত শুদিলে ৩২ পাউণ্ড ৮০ আনা-রিঃ পড়ে । সি, সি, দাস ; ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, ব্রিডন কোয়ার, কলিকাতা ।

রাজস্বকর্ণের পৃষ্ঠপোষিত

কলিকাতা আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ।

অণু, মেচেতা ও ছুলির মহৌষধ

মালতীকুসুম ।

মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, মাণ্ডল ১০ আনা ।

সুবতীদিগের সৌন্দর্য্যই প্রধান । অণু ও মেচেতা মুখমণ্ডল কলঙ্কিত করিয়া সেই সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে । রমণী-মুখমণ্ডল মনোমোহন করিবার জন্য আমরা বহু পরিশ্রমে মালতীকুসুম প্রস্তুত করিয়াছি । ইহার গন্ধ অতীব মনোহর ।

আপনার “মালতী কুসুম তৈল” ব্যবহার করিয়া বুদ্ধিগাম, উহা অণু ও মেচেতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুগন্ধ ।

মালী শিবভাবিনী, আন্দুল রাজবাটী ।

কল্যাণ-দ্রুত ।

শ্রী-ব্যধি দূর করিবার অমোঘ মহৌষধ ।

ইহা জরায়ু সহজে যাবতীয় শ্রী-রোগ, রক্ত-গদর, খেত-গদর, পেটবেদনা ও অন্যান্যজক জায়দোৰ্গণা, মৃতবৎসা দোষ প্রভৃতি নিশ্চল আরোগ্য করিয়া থাকে । বাহারা চির-বক্ষা, তাঁহারা এই মহৌষধপ্রভাবে সন্তানের মুখ সন্দর্শনে জীবন সার্থক করিবেন ।

ইহা কামিনীকুলের বাস্থা-রক্ষার একমাত্র মহৌষধ । বাহাদের পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছে, তাঁহাদের কল্যাণ-দ্রুত সহ কামিনীকল্যাণ বটিকা সেবন নিত্যক আবশ্যক ।

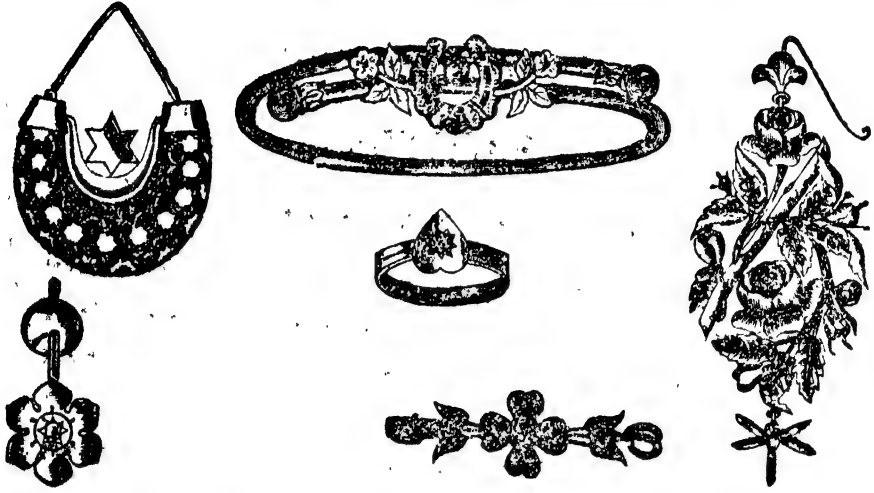
মূল্য ১ শিশি ১১০ টাকা, মাণ্ডল ১০ আনা ।

কবিরাজ শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যানিধি,

২৯ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার,
কলিকাতা ।

কেবল ভদ্র মহিলাদিগের জন্য ।

ভদ্র স্ত্রীলোকের শুভাবধানে সোণা রূপা ও অহরতাদির দোকান ।



অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা আপন আপন পছন্দ ও কচি মত আপনাদের মাথের বস্ত্র অলঙ্কারাদি স্বেচ্ছা দেখিয়া ক্রয় করিতে পারেন, কলিকাতা নগরীতে কি দেশী কি বিদেশী কোন দোকানে একপন্থ ব্যবস্থা নাই । অনেক দিন হইতে এই অভাব দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি । বিধাতার কৃপায় আমাদের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে । এই কার্তিক হইতে আমাদের দোকানবাটীর দ্বিতল গৃহে প্রতিদিন বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মহিলাদিগের জন্য দোকান খোলা থাকে । বাহাতে বঙ্গকুল ধুগণের শজ্জা ও সমস্ত রক্ষার কোন ক্রটি না হয়, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । মহিলাদিগকে সাদরে গাড়ী হইতে উদ্ধৃত গৃহে লইয়া যাইবার জন্য একজন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে । যে মহিলার উপর উক্ত দোকানের ভার আছে, তিনি আগ্রহ ও যত্নসহকারে জিনিষ দেখাইবেন, বিক্রয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে অর্ডারও লইবেন । সাধ্যমত সোণা রূপার, জড়োর অলঙ্কার ও নানাবিধ বড়ি এবং উপহার দিবার উপযোগী বিবিধ জিনিষে দোকান সজ্জিত করা হইয়াছে ।

বঙ্গ-ললনাগণ একবার পরীক্ষা করুন ।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

সোণা রূপার অলঙ্কার, বড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

৭৪ নং হেরিসন রোড, কলিকাতা ।

গ্রাহকগণের প্রতি ।

বানাবোধিনী সচিত্র হইয়াছে, এবং ইহার সহিত ই'রাজী স্তম্ভও সংযোজিত হইতেছে । আমরা যেমন নানাপ্রকারে পত্রিকাখানির উন্নতির চেষ্টা করিতেছি, আশা করি অমুগ্রাহক গ্রাহকগ্রাহিকা, সাধাবণ পাঠক ও হিতৈষী মহোদয়গণ সেইরূপ গ্রাহক বুদ্ধি দ্বারা ইহার আয়োজনতির চেষ্টা করিয়া পত্রিকার সহায়তা করিবেন ।

১১ মাস গত হইয়াছে । এ বৎসরের মূল্য এখনও যাঁহাদের বাকী, অবিলম্বে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন ।

১৩১৩ সাল আগতপ্রায় । নববর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব । আগামী চৈত্রের সংখ্যা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে ।

* * সাবেক মূল্য অধিক দেনা পড়াতে যাঁহারা এককালে দিতে না পাবেন, ভিঃ, পিঃ, ক্রমে ক্রমে পাঠাইলে লওয়া যাইবে । চৈত্র মাসের পবিত্র কাহার নামে কিরূপ ভিঃ, পিঃ, হইবে, সহর লিখিলে বাধিত হইব ।

বানাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা ।
৩০শে ফাল্গুন, ১৩১২ ।

নিবেদক
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ ।

“বানাবোধিনী”র কয়েকটা নিয়ম ।

১। বানাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫/০, অথবা অগ্রিম সাপ্তাহিক মূল্য ১১/০, না পাঠাইলে “বানাবোধিনী” পাঠান হইবে না । নমুনা দেখিতে চাহিলে ১০ আনা মূল্য পাঠাইতে হইবে ।

২। বানাবোধিনী কার্যালয়ে কিম্বা সবকাবদিগেব নিকট “বানাবোধিনী”র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন ।

৩। বিজ্ঞানেন্দ্র চাঁদ অনূন এক বৎসরের জগৎ প্রতিবাব কভাব ও সমুদ্রের দুই পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২৫০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১০০ । অপরপর্ব নিয়ম বানাবোধিনী-কার্যালয়ে জ্ঞাতব্য ।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অমুগ্রহপুস্তক প্লগাষ্ট পোষ্টকার্টে পত্র লেখেন । নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা ।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অমুগ্রহপুস্তক সহব জানাইবেন ।

৬। মফঃস্বল হইতে মনি অর্ডারে, বেঞ্জিষ্টারি চিটি বা স্বল্প উপায়ে যাঁহারা বানাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অল্প নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীমুকুট উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে, ৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন ।

বানাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আটনিবাগান লেন, কলিকাতা ।
৩০শে ফাল্গুন, ১৩১২ ।

নিবেদক
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ ।

মূল্য-প্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্য-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

অগ্রিম ।

বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	
কলিকাতা	১১
„ কৈলাসচন্দ্র বসু কলিকাতা	২১০/০
„ অধৈতচরণ মল্লিক কলিকাতা	১১
„ আনন্দনাথ মজুমদার	
ময়মনসিংহ	২১০/০
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	
ঘোড়ামারা	২১০/০
সেক্রেটারী, বাগবাজার রিডিং রুম	
কলিকাতা	১১/০
শ্রীমতী হেমলতা মৈত্র বিহার	২১০/০
বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	
নৈনিতাল	১১/০
বাবু জ্ঞানশঙ্কর সেন কলিকাতা	১০/০
মিসেস্ আর কে চাটার্জী	
খান্দোয়া	২১০/০
সেক্রেটারী ললিতমোহন লাইব্রেরী	
তালাড়া	২১০/০
হেডমাষ্টার বেলপুকুরিয়া স্কুল	১০/০
মিঃ এম গুপ্ত হোসেনাবাদ	২১০/০
বাবু কামিনীকুমার চক্রবর্তী	
লৌহজঙ্গ	২১০/০
বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা	১১
বাবু বহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
ভবানীপুর	১১

ডাঃ গিরীশচন্দ্র দে ভবানীপুর	২১০/০
বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র মতিহারী	২১০/০
„ অতুলকৃষ্ণ সরকার ভবানীপুর	১১০/০
বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
কলিকাতা	১১
শ্রীমতী হরিশ্চন্দ্রী দেবী	
গোয়ালপাড়া	২১০/০
শ্রীমতী বধূরানী কুমুমকুমারী	
গড়খণ্ডকুই (১৩১৩)	২১০/০
সাবেক ।	
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	
ঘোড়ামারা	১১
বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত চুঁচড়া	১১
„ জ্ঞানশঙ্কর সেন কলিকাতা	১০/০
„ রাজবিহারী দাস ডগমারা	২১০/০
„ হরচন্দ্র চক্রবর্তী ময়মনসিংহ	১১
মিসেস্ আর কে চাটার্জী	
খান্দোয়া	১১০/০
শ্রীমতী মনোরমা বাই মিত্র	
গিরগাঁওন	২১০/০
ডাঃ শ্রামণীন্দ্র গুপ্ত সিলিগুড়ি	১১
মিঃ এম্ গুপ্ত হোসেনাবাদ	২১০/০
মিসেস্ এইচ্ এন দাস গুপ্ত	
মোরাদপুর	২১০/০
শ্রীমতী হরিশ্চন্দ্রী দেবী	
গোয়ালপাড়া	১১

মনোজবা ।

শ্রীমতী নিস্তারিণীদেবী প্রণীত । বাবু অরেন্দ্র প্রসাদ সান্তাল এম এ কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য কাগড়ে ভাল বাধা ১৮ টাকা ; কাগজের মলাট ৫০ মাত্র । কলিকাতা ৭০ নং কলেজ ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান ডিপজিটারীতে, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটিবুক সোসাইটিতে এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

ইহা দলে দলে বিচিত্র ভাবে বিকশিত ও বিবিধ হৃদয়ে স্থাপিত । লেখিকা পিতৃ-ভক্তি অন্তরে লইয়া দেবারাধনা, মাতৃস্নেহ, সম্মানবাৎসল্য, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দাম্পত্যপ্রণয়, সৌভ্রাতৃ, সখা, বনেশশ্রিতা, দীনে দয়া এবং সর্বভূতে মহামুহূর্তি এই সকল ভাব চিত্রাকনে আপনার লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং তাহার গ্রন্থখানিকে সত্য ও ধর্ম্যভাবে পূর্ণ করিয়াছেন ।

কবির পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিয়াছেন :—

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর । গ্রন্থকারী হৃদয়ের স্নিক পুত ভাবসৌন্দর্য্য তাহার কবিতায় অভিকলিত । আমি পুলকিতচিত্তে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি এবং সকলকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি ।—তত্ব যেমন “ওঁ জবাকুহমসঙ্কলং” বলিয়া স্বর্গাদেবকে রক্তজবা অর্পণ করেন, গ্রন্থকারী তেমনি তাহার ভক্তিচন্দনে মাখা এই মনোজবাটি স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন । এ অম্বা স্বর্গীয় পিতৃপদে দিব্য উপযুক্ত ।

“আবেগ ।”

(কবিতা পুস্তক)

কোন ভদ্র মহিলা বিরচিত ।

প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে বিশেষরূপে প্রকাশিত ।

Abega—“Emotion” is a collection of lyrical and other pieces, many of which are inspired by genuine feeling. The piece “Enlisted Coolies in Assam” draws a picture of misery which is really touching.—Calcutta Gazette, 30 September, 1900.

অম্বর কাগড়ে বাধাই আর্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১৮ এক টাকা মাত্র । একরূপ অল্পত মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ও সঙ্কুমদার লাইব্রেরীতে এবং ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হরিমোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্য ।

বঙ্গভাষা ।

মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মা ।

“বঙ্গভাষা” স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির প্রযত্নে প্রকাশিত । ছাপায়, কাগজে ও প্রবন্ধগোরবে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ।

কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীজন্মকুমার মৈত্রেয়, শ্রীমতী গল্প বিজ্ঞাতৃষণ ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি প্রণীতনামা সুশ্রেষ্ঠ-গণ “বঙ্গভাষার” নিয়মিত লেখক । নমুনা দেওয়া হয় নাই । বার্ষিক মূল্য ২২ । “বঙ্গভাষার” বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রাপ্তের বামাবোধিনী পত্রিকার মলাটেন তৃণায় পৃষ্ঠায় দেখুন ।

“বঙ্গভাষা”-কার্যাদক্ষ,

আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা ।

ডিম্পেপ্‌সিয়া কি ওর ।

অন্ন, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ ।

যাঁহাবা বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । এক মাসের ঔষধের মূল্য ডাকমাস্তুল সমেত ১০০ ।

শ্রীচরকসংস্কৃত সেন,

রাধোপুর, গঙ্গপংগু পোঃ আফিম, ভাগপুর ।

এজেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র দত্ত, ১৩১ নং বোলচাঁচাটা রোড, কলিকাতা ।

স্ত্রীরোগে অশোক ।



বানক, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, মূত্রবৎসাদোষ, স্বেদ বা রক্তপ্রসার, রজঃকৃচ্ছ, পেটে ব্যথা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীব্যাদি ও তদাধুযজ্ঞক উপসর্গে আমাদের “এসেন্স অব্‌ অশোক” মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য্য করে । সুস্থ শরীরে সেবনে যৌবন অটুট থাকে । মূল্য দুই টাকা মাত্র । পত্রে পীড়ার অবস্থা খুলিয়া লিখিবেন । নাম ধাম প্রকাশের ভয় নাই । গোপনে, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে পীড়ায়ুক্ত হইতে হইলে ইহাই সেবা ।

হাঁপানি, বহুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগের প্রশংসাপত্র সম্বলিত মূল্যতালিকার জন্ম পত্র লিখিলে আমরা উহা ডাকমাস্তুল দিয়া পাঠাইয়া থাকি । একমাত্র ঠিকানা—
ডে, সি, মুখার্জি এণ্ড কোং, ব্রিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌, রাণাশাট (বেঙ্গল) ।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 510-II.

Feb. & March, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

“कन्याधैवं पालनीया सिद्धयर्थ्यान्तयत्नतः”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত ।

৪৩ বর্ষ ।	{	মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১২ ।	{	২য় ভাগ ।
৫১০-১১ সংখ্যা ।				৮ম কল্প ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

মাদোৎসব—৭৬মাদোৎসবিকমাদোৎসব
সব অত্যাশ্চর্যবৎসবের আয় ভিন্নভিন্ন ব্রাহ্ম-
সমাজে সনাতনোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে ।
ব্রাহ্মকল্যাণ ব্রাহ্মকল্যাণ-সমাজ, মহিলাসভা,
নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি কল্যাণ বিশেষ
উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন ।
সমস্ত পৌরসভা প্রারম্ভিক উৎসব-সম্পন্ন
হইয়াছিল । জাতীয় জীবন উন্নয়নের সঙ্গে
সঙ্গে ধর্মের জ্যোতি তহার পথ-প্রদর্শক
হইলে সঙ্গীত কলায় হয় ।

পার্লমেন্ট গঠন—নূতন পার্লমেন্ট
নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইয়াছে । ৩৬১
সভার মধ্যে

লিবারাল (ওদারনীতিক দল)	৩৮৩
ইউনিয়নিষ্ট (পূর্বতন মিলিত দল)	১৫৩
লেবরিস্ট (শ্রমশীল দল)	৪২
আসম্প্লিষ্ট (জাতীয় দল)	৮৪

দেয়ার্কেব নূতন রাজা—গত ২৯এ
জানুয়ারি ইংলণ্ডের স্বতন্ত্র রাজা
ক্রিশ্চরানের ৮৮ বৎসর বয়সে হৃদরোগে
মৃত্যু হওয়াতে তাহার পুত্র চম ফ্রেডারিক
দেয়ার্কেব রাজা হইয়াছেন । ইনি সং-
পিচাব গোবর বক্ষা করুন ।

যুববাহিনীর ভ্রমণ—যুববাহিনী দক্ষিণাত্য
ভ্রমণ করিয়া মাদোৎসব-সম্পন্ন শিক্ষাবিদ্যালয়ের
ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন ।

নূতন বেঙ্গল গ্যে—মিসর গবর্ণমেন্টের
সহায়তার প্রযুক্ত নূতন বেঙ্গল গ্যে
পুলিয়াছে । সকল জাতিই ইহার সুবিধা
ভোগ করিতে পাটবেন । মিসরের ইংরাজ-
রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্রোমারের কার্য-
দক্ষতার বড়ই স্থখ্যাতি ।

আশ্চর্য্য বিবাহ—চার্লট নামক ছই
যমজ ভাই রেনড নামী ছই যমজ ভগিনীকে

বিবাহ করিয়াছেন। উত্তর বরই প্রসিদ্ধ চিত্রকর, কল্যাণের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। ইহাদের সৌসাদৃশ্যে কোতুকবহ ভ্রম ঘটয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ দ্বারা ইহাদের ভিন্নতা বুঝা যায়।

গো-তিমি—অধ্যাপক মুলার নিউ ফাউণ্ডেশন দ্বীপে ৫০টি গো-তিমি পুষ্টিয়া-ছেন, ইহাদের এক একটা হইতে প্রতি দিন ৫৭ পিপা দুগ্ধ পাওয়া যায়। গো-দুগ্ধ অপেক্ষা ইহা অধিক ঘন ও পুষ্টিকর এবং ইহা কডলিবার তৈলের গুণবিশিষ্ট।

দান—সিদ্ধুর খয়েরপুরের রাজ-দেওয়ান উত্তম সিং হাইদ্রাবাদে বিধবাশ্রম জন্য ১৫০০০, দাতব্য চিকিৎসালয় জন্য ২৫০০০ এবং স্কুলের অনাপাশ্রম জন্য ৮০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে এইরূপ দানেই অর্থের সার্থকতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল—

১৯০৫ সালের এম এ পরীক্ষায় ৪৮ জন উত্তীর্ণ এবং বি এল পরীক্ষায় ১০৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাবু রাধাকৃষ্ণ মুখো-পাধ্যায় এম এ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্টেটসম্যানের নিগ্রহ—ইনি মন্ত্রী রিজলীর প্রতি লর্ড কর্জনের তিরস্কারের এক গুপ্তলিপি প্রকাশ করাতে মন্ত্রী-প্রবরের বিরাগ ও উৎপীড়ন-ভাজন হইয়া-ছিলেন। সামান্যভাবে ক্রটি স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। ইহা বঙ্গচ্ছেদের আনুশঙ্গিক।

শ্রীমতী রাণাডে—মহাদেব গোবিন্দ

রাণাডের বিধবা পত্নী সামাজিক সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা হইয়াছেন। ইহার মহামুভব স্বামী ৫ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ইতি পতির শ্রিয়ত্ত্ব সাধনে আত্মগমপণ করিয়া স্ত্রী-সমাজে অতি সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

মহাকালী পাঠশালা—লেডী মিষ্টে। ইহার পারপোষিকা (patroness) হইয়াছেন। হাতোয়ার মহারানী ইহার ফণ্ডে এককালীন ৫ হাজার এবং মাসিক ৫০০ টাকা দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন।

টাউনহলে বিরাট সভা—গত ৩১এ জামুয়ারি বঙ্গের নানা স্থানের প্রতিনিধি লইয়া পুনরায় এক মহা সভাবিবেশন হয়। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য করেন। নূতন ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট বঙ্গচ্ছেদ খণ্ডনার্থ আবেদনপত্র যাইবে।

অস্ত্রচিকিৎসালয়ের ভিত্তিস্থাপন—

৫০ বৎসর পূর্বে লর্ড ডাংহাউসী কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারি লর্ড মিষ্টো ইহার সাজিকাল ওয়ার্ডের ভিত্তি স্থাপন করেন। খুব জাঁকজমকে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

শীতকালে গরমে মৃত্যু—অষ্ট্রে-লিয়ায় এ বৎসর পৌষ মাঘ মাসে এত গরম পড়িয়াছে যে, গরমে অনেক মানুষ মরিয়াছে। আমাদের দেশে যখন শীত, পৃথিবীর দক্ষিণ গোলাকর্কে তখন গ্রীষ্ম, এই বিবরণে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

জাতীয় ফণ্ড—গত ১৬ই অক্টোবর যে

ফণ্ডের স্বত্বপাত হয়, তাহাতে অক্ষাধিক টাকা জমিয়াছে শুনিয়া আমবা আনন্দিত হইলাম। জাতীয় অভাব-সমুদে টহা শিখিব বিন্দু, আবও অনেক যক্ষ চাই।

অনাথাশ্রমে বিবাহ—একটী ৩ বৎসরের নিবাস্রয় শিশু এই আশ্রমে স্থান পায়। “প্রীতবাল্য” তাহার নামকরণ হয়। আশ্রমে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে গত ২১এ মাঘ তাহাব বিবাহ হইয়াছে। আমবা স্রাত হইলাম, এই আশ্রমে এইরূপ ৭টী বিবাহ হইয়াছে। এ আশ্রম না থাকিলে এ অনাপাদিগের কি ছন্দশা হইত! আমবা আশ্রমের কর্তৃপক্ষদিগকে সর্পিষ্করণে ধন্যবাদ কবি। দৈন্য এই আশ্রমকে স্থায়ী ও উন্নতিশীল করুন।

গবর্ণবেব অভিনন্দন—১৪ই ফেব্রুয়ারি মাস্ত্রাজ নগববাসিগণ সঙ্গীক লর্ড অ্যাম্পহিলকে ভোজমহ অভিনন্দন

দিয়াছেন। তাহারা দেশবাসীদিগের আশীষাদমহ বিলাত যাতা করিয়াছেন।

লর্ড কজনের পরিণাম—নূতন পার্লেমেণ্টে স্থান পান নাই। বিলাতে এ বৎসর তিনি “Romanese Lectures” বক্তৃতা দিবেন। কি ভাণ্য-বিবর্তন!

বাগ্ভাষী বস্ত্র গৃহ—কৃষ্ণবীন-উদ্ভাবক সুবিধাত ইচ্চ বস্ত্র দ্বয়তলা স্রাটে এই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় ফনোগ্রাফ, গ্রামোফন পাঠিত যন্ত্রমাগে মানব-ভাষাব অভিনয় প্রদর্শন হইরা পাকে।

বস্ত্র-বয়ন স্কুল—বুঠিয়া “Tagore Weaving Institution” বস্ত্র-বয়ন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পবীক্ষায় ১১টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাবা ঠক্কটী তাঁত-বোনার পূর্ব শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এখন দেশের সর্বত্র যেমন তাঁতের কল বসিতেছে, সেইরূপ শিক্ষিত কর্মকারকদিগের প্রয়োজন।

মহিষাদলের মহারানী ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

মহারানী মন্তরা দেবী ।

বঙ্গীয় ১২১১ সালে বাজা মতিলাল উপাধ্যায় সিংহাসনে আবেশণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাহার পঞ্চদশ প্রাপ্তির পূর্বে তিনি অন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এজন্ত গুরুপ্রসাদ গর্গ নামক এক আত্মীয়কে রাজকাৰ্য্যের

ভাব প্রদান করেন। বাজা মতিলালের মৃত্যু হইলে পৌশলী গুরুপ্রসাদ কোশল-ক্রমে এমন সমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন যে, বিধবা মহারানীর সমুদয় অধিকার, সমতা, প্রভুত্ব ও প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। পতি-বিয়োগ-বিধুরা মহারানী মন্তরা দেবী রাজপ্রাসাদের নিভৃত

কক্ষে উপবেশন করিয়া অতি নিঃসহায় অবস্থায় অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ছায়পরায়ণ রাজমন্ত্রী রামকুমার বর্ষ, গুরুপ্রসাদের পক্ষ পবিত্র্যাগ করিয়া মহারাণীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মম্বরা দেবী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া হংরাজ রাজদ্বারে গুরু-প্রসাদের অবৈধ কার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মোকদ্দমার মহাবাণীর জয় হইল। শ্রীমতী মম্বরা দেবী অধিক দিন জীবিতা ছিলেন না বটে, কিন্তু সে স্বল্পকাল তিনি রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা বর্ধনে এবং রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। মহাবাণী মম্বরা সম্বন্ধে সকল কথা আমরা জানিতে পারি নাই; তাহার কীর্ত্তিমালায় মধ্যে দুইটি সোণাবব, কয়েকটি মন্দির, কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অধ্যাপকের গৃহনিষ্কাণ এবং একটা অনাথাশ্রম স্থাপন করা প্রদান বলিয়া পরিগণিত। তিনি সচ্চরিত্রা, সুন্দরী, সরলস্বভাবা, শিক্ষিতা এবং সুগদেহী ছিলেন।

মহারাণী ইন্দ্রাণী দেবী।

মহাবাণী ইন্দ্রাণী দয়ারণ্য মিশ্র নামক এক ব্যক্তির কন্যা এবং বালগোবিন্দ মিশ্র সর্দার বাহাদুরের সহোদরা। রাজা জগন্নাথ গর্গ মহাশয় ইহঁার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পরে কমলপুর গ্রামে

যে সুবন্দ্য প্রাসাদ ও পরিখা নির্মিত হইয়াছিল, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী সেই বৃহৎ ব্যাপারে ব্যাশক্তি সাহায্য করিয়া ছিলেন এবং বহুবিধ পরামর্শ দান করিয়া ঐ সুবৃহৎ প্রাসাদ ও পরিখাকে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১২২৯ সালে রাণী ইন্দ্রাণী সিংহাসনাধি-রোহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বালগোবিন্দ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত রাম ছাগল ঘোষ মহাশয়দ্বয় মন্ত্রপদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাণী ইন্দ্রাণীর সূচা রাজ্যশাসনপ্রণালী এখনও সাধারণের নিকট দৃষ্টান্তের কথা বলিয়া গণ্য। ১২৩৪ সাণে মহারাণী মহোদয়া বহুব্যয়ে এক প্রকাণ্ড রাসমণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা কবেন। এতদ্ব্যতীত নানাস্থান হইতে প্রধান প্রদান দিগ্ৰজয়া পণ্ডিত এবং অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ্যী মহোদয়া প্রভূত অর্থ, বস্ত্র, গ্রন্থ, শস্ত্র, গাভী এবং তৈজস-পত্র দান করিয়াছিলেন। উপার-উক্ত রাসমণ্ডপের খোঁদিত লিপি এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

শাকেনার্মহাপ্রসাদো বা মতে বারে কবোঃ।

হরকন্ত কোকর গ্রহপ্রবেশদিবসে দিবায় ॥

বাসাধক শ্রীইন্দ্রাণী বিধিবন্দ্য দৌ নৃপ।

জগন্নাথজ্য বাজী মঠং গোপালায়নীর চরে।

গোপাঙ্গনাভিঃ সমেৎ। সন ১২৩৪ সাল।

তারিখ ১ মাঘ। (১৭৪৮ শক)।

রাজ্যী মহোদয়া কিছু দিবস পরে রাজ-প্রাসাদে সিংহবাহিনী ও দধিবামন নামক

বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে স্ম-বিদ্বান্ পুরুষ, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সাধু মহাত্মাদিগের আগমন হইয়াছিল। রাণী মহাশয়া যে নিমন্ত্রণ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এখনও পাওয়া যায়। এই সকল পত্রে তাঁহার নিজের স্বাক্ষর ছিল। পত্রখানি এই—

স্বিকিরা-নিবাসী বামনাবায়ণ জ্ঞানভূষণ।

মাণাংশে ভূমিসংগে স্তম্ভস্থ চন্দ্রবসে
দেবগোপালায় দেবপ্রাসাদস্থ প্রতিষ্ঠা
স্বপ্নক মদুশৈবেত্যা সম্পাদনোয়া ॥

বাষ্ট্রমৈশাদলাগো কমলপুত্রবর জ্ঞানকে
ব্যক্তি চৈতন্যজ্ঞানো নাম রাজ্যী নৃপতি-
জগন্নাথগর্গস্থ পত্নী।

আমতা মহকুমার অন্তর্গত ঝিকরা গ্রামনিবাসী পণ্ডিত রামনাথায় জ্ঞানভূষণ মহাশয় রাজ্যীর প্রদান অধ্যাপক ছিলেন, এই জন্য পত্র তাঁহার নামে প্রচারিত হইয়াছিল। রাণীর দস্তখত এইরূপ—

“সহায় চমিঃচবাচিনী বাণী শ্রীইজ্জাণী”

মহারানী ইজ্জাণী ১১১৯ সাল হইতে ১২৪৩ সাল পর্যন্ত চতুর্দশবর্ষ কাল ব্যাপিয়া অত্যন্ত বোগাতাসহকারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মহিষাদলের মহারানী-দিগের মধ্যে আর কেহ এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই।

মহারানী নিস্তারিণী দেবী।

রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ মহাশয়ের প্রথমা রাণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী প্রাণ-

তাগ করিলে পুত্রাণী মহারাজ ১২৬৩ সালে লছমন পীড়ান নামক এক সম্রাট ব্যক্তির কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর পাণগ্রহণ করিলেন। মহারানী নিস্তারিণীও হুই কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; একেব নাম জৈশ্বরপ্রসাদ, অপরের নাম জ্যোতিঃপ্রসাদ। মহারানী নিস্তারিণীর শাসনকালে ইংবেজেরা বঙ্গদেশে সপ্ত-প্রথম শিববপুল লবণের আমদানী করিয়া-ছিলেন, তৎপূর্বে এই দেশেই লবণ প্রস্তুত হইত। প্রজাণা আপত্তি করায় ইংরাজ সরকার বাতাহুর যে সকল জমিতে লবণ প্রস্তুত হইত, তাহা নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং বাতাহুরে বিলাতী লবণের খুব কাটুটি হয় ও দেশীয় লবণ বন্ধ হইয়া যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে সেই চিবস্ববর্ণীয় ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন (বুধবার) তারিখের পঞ্চমী তিথির ভীষণ ঝটিকা নদ, নদী ও সমুদ্র হইতে জলবাশি উৎপত্তি কবিতা মহা অনিশ্চেষ্টাপাদন কবিল; তদাভীত এই ভয়ানক ঝড়ে অসংখ্য গৃহ ও অটালিকা এবং তরু ও দেউল ভূমিসাৎ হইয়া গিয়া-ছিল। অগণ্য মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতির সমাচার পাওয়া যায় নাই। বাতাহুরে ঝড়ের লবণের এবং ১২৭১ সালের মহাভীষণ ঝড়ে মহারানী নিস্তারিণী দেবী বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও অসাধারণ দৈর্ঘ্য, অদ্যাবসায়, সাবধানতা ও দোষাতাবলে ক্রমে ক্রমে

সমুদয় কতি সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়া-
 ছিলেন। ১২৭৪ সালে মহিষাদলেশ্বরী
 একটি চিরস্মরণীয় কাঙ্ক্ষিত সূত্রপাত করেন।
 হোলদী নারী নদীর তীরে তখন নিবিড়
 অরণ্য ছিল। ঐ অরণ্যভাণ্ডারে হিংস্র পশু
 এবং কোন কোন স্থানে গুপ্তভাবে দেশ-
 লুণ্ঠনকারী দস্যুদল বিচরণ করিত।
 পথিকেরা এই পথ দিয়া গমনাগমন
 করিতে সাহস করিত না। গবর্ণমেন্ট
 বাহাদুরের ডাক পিয়নেরাও এখানে
 আসিতে ভীত হইত। রাণী মহোদয়া
 এই অরণ্য কাটাটয়া দিয়া প্রশস্ত ও সুন্দর
 বিপণি, প্রাসাদ, পাছাশ্রম প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ
 করিয়া দিয়াছেন। স্থানে স্থানে বৃহৎ
 সরোবর খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাণী নিস্তারিণীর শাসনকালে ইংরাজি
 বিদ্যালয়, কতকগুলি দেবমন্দির, একটি
 দুর্গ এবং একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ নিৰ্ম্মিত
 হইয়াছিল। তিনি যেমন শিক্ষিতা,
 তেমনি বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমপরায়ণা
 ছিলেন। অধাবসায় তাঁহার জীবনের
 সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। সহজে কেহ তাঁহাকে কোন
 কন্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না।
 তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা
 শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। মহারাণী
 নিস্তারিণী দেবী অনেকের অনেক প্রকার
 উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এব-
 স্প্রকারের রমণীগণ পৃথিবীর সকল দেশেব,
 সকল সমাজের এবং সকল জাতির গোবদ-
 স্বরূপ। শ্রীধরানন্দ মহাভারতী।

শতদল।

(৫০৯ সংখ্যা—১৮২ পৃষ্ঠাব পর)

চতুর্থ।

“রমণী-চরিত্রে” দেবদেব ভাব প্রকা-
 শিত বলিয়া উভা সকলের স্পৃহণীয়।
 প্রাচীন গণ্ডিতগণ রমণী-চরিত্রে সৃষ্টি-
 স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি দেখিতেন। কিন্তু
 এখন এই বিংশ শতাব্দীতে, হিন্দু রমণী
 কবিকণ্ঠে যেন বিংশ পর্বায়ে ধ্বনিত।
 জানি না, ভারত-মহিলাবৃন্দর কোন
 প্রত্যাহারে, পঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে, তাঁহাদের
 পবিত্র জ্যোতিঃ ক্রমশঃ নিস্ত্র হইতেছে!
 সেই স্বর্গীয় ভাবপুঞ্জ—সেই পবিত্র কিরণ-

মালা—সেই শুভ শক্তিনিচয়ে আবার
 অমুপ্রাণিত হইয়া, পুত ভাবোজ্জ্বল
 ভারত প্রাণিত হউক—মর্ত্যধাম স্বর্গধাম
 হউক!

নারী-চরিত্রের ৭ম অঙ্ক ‘কুমারী’
 অবস্থা। এই সময়ে সকলের চক্ষে রমণী
 সরলা, লাবণ্যময়ী এবং বাৎসল্য ভাবের
 তৃপ্তিদায়িনী মূর্তি বলিয়া পূজিত। এই
 কুমারী অবস্থায় রমণীতে দেবী-ভাবের
 অপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। সেই জন্ত,
 দেবদর্শন, শক্তি-পূজা, বাগ-যজ্ঞ-ব্রতাদিতে

হিন্দু ধর্ম নত 'কুমারী-পূজার' বিধান আছে।

কুমারীই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী শক্তির আধার। এই সময় হইতেই ইহাকে সংসারের ভাবী উন্নতিবিধায়িনী হইবার জন্ম প্রস্তুত হইতে হয়। কোমল হৃদয়-ক্ষেত্রে নানাক্রপ হিতোপদেশের বীজ-বপনের এই প্রশস্ত ও উপযুক্ত সময়।

অতঃপর রমণী-চরিত্রের দ্বিতীয় অঙ্কে 'সধবা' অবস্থা। এই অবস্থায় রমণী পতি-পুত্রাদি এবং স্বজন পরিজনমণ্ডলী নইয়া সাংসারিক কার্যে ব্যাপ্তা। এই অবস্থায় রমণীর 'পবিত্রতা' পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এই অবস্থায় প্রকৃতি-পুরুষ-সম্মিগনে রমণী-জীবনের আধ্যাত্মিক ভাবে অদ্ভুত হয়। কুমারী-অবস্থায় রমণী একাকিনী ছিলেন, এক্ষণে সধবা-বস্থায় পতিরূপ গুরু-সহায়ে দ্বিগুণতর তেজ সহকারে সৃষ্টি পাগনে বহুবতী।

হিন্দু-সমাজে বতদূর পাতিব্রত ধর্ম শিক্ষা হয়, জগতে একপ কোথাও কোন সমাজে দেখা যায় না। হিন্দু-রমণী পতিকৈ দেবতা, গুরু, সুহৃদ ও সর্বেসর্বা বলিয়া জানেন। হিন্দু-রমণী জানেন যে, পতিসেবা ঐহিক ও পারলৌকিক অনন্ত সুখের নিদান। হিন্দু-রমণী ভিন্ন আর কোন দেশের রমণীরা, সংসারের বোর বাতনার মধ্যেও একপ্রাণে স্বীয় ব্রত-পালনে নিষ্ঠাবতী নন। সর্ববিধ মঙ্গল কার্যের অহুষ্ঠানে সধবারই অধিকার।

হিন্দু-রমণীর বিধবাবস্থায় তাঁহার হৃদয়েব পবিত্রতা ও চরিত্রের নিশ্চলতা অস্থিহিত হইবার নহে। এই অবস্থায় তাঁহার ইহলোকের অহুষ্ঠানের উপসংহার ও পারলৌকিক জীবনের সূত্রপাত। পবিত্রমতি হিন্দু বিধবা, হিন্দু সমাজে পূর্ণ-দেবীমূর্তি। এই মূর্তি যে ক্রিপণ পবিত্রভাব-সমায়ত, তাহা হিন্দু ভিন্ন অপর কেহই ধারণার আনিতে পারেন না।

হিন্দু-বিধবা, পতির মস্তেই উভয়সংসারের সুখে জগাজলি দিরা, 'আপন হৃদয় 'আধ্যাত্মিক ভাবে' পূর্ণ করিয়া, পতির বিয়োগ-জাগা সহ্য করেন।† এই অসংখ্য

* হিন্দু-বিধবা, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের খচ্ছতায় কখন কখন যেন তপ্রাবেশে, মৃত পামার অমৃত রূপেব পবিত্র মূর্তি নন্দন করিয়া, আচম্বিতে—কাতর-হৃদয়ে মতা মতাই বলিয়া উঠেন,—

“তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছেলে ব’লে

হের গো কি দশা হ’য়েছে!

মলিন বদন মলিন হৃদয়

শোক প্রাণ ডুবে ব’য়েছে!”

† অবিরল চল ছন্দ নেত্র, তান শোক-সমুদ্র প্রাণে, পরম প্রেমময়ের চরণে কাতর নিবেদন করিতে থাকেন; গুণ প্রাণে, চিরজীবন, তাহাকে করুণকণ্ঠে বলেন,—

“নাথ!

দুপ বিয়েছ, মিছে ক’টি নাই,

কেন গো একেলা ফেলে রাখ?”

ডেকে নিলে, ছিল যেই কাছে,

তুমি তবে কাছে কাছে থাক।

আন তাঁরি মাড়া সদা চাহ,

অবস্থায় তিনি আত্মচাণের পসিচয় দিয়া থাকেন! আদব, গোহাগ ও যশোবাসনা পরিসর্জন করিয়া 'পরার্থ-সাধন' হেতু জীবন উৎসর্গ করেন! একপ পবিত্র চিত্র

যদি-মাঝে দেখিব তাঁহায়,
আমি যে বড়ই অসহায়,
মোর কাছে ডাক', প্রভু ডাক' ?
(আর) কে আমাব অন্ময়-স্বজন ?
মুখ পানে কেহ নাহি চায় ।
চবাচর ঘুরি'ছে কেবল,
জগতের বিশ্রাম কোথায় ?
সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয় ?
পতিহীনা নিরাশ্রয়া জনে
তোমার অহেতে নাথ চাক ॥”

জগতে আর কোথায় দেখা যায়? পরলোকে পতি-সম্মিলন ব্যতীত আর কোন আশাই থাকে না! “পূর্বজন্মকৃত কর্ম-ফলে, নারী পতি হইতে বিচ্ছিন্না হইলে, তখন স্বার্থ পরিসর্জনপূর্বক পবিত্র জন্মে পরমার্থ-চিন্তায় নিমগ্না থাকিলে, পরকালে অনন্তধামে অনন্তকাল পতি-পূজার অধিকারিনী হইবেন,” এটি হিন্দু-বিধবা মাত্রেই গ্রহণ বিশ্বাস। ‘রমণী’ শব্দের বাহ্য কিছু পবিত্র অর্থ, হিন্দু-রমণীতেই তাহা সম্যক প্রতীয়মান হয়! রমণীর গুণেই ভারত বিখ্যাত—রমণীর চরিত্র-বলেই ভারত উন্নত।

—বিদ্যাবতী আবিষ্কার ।

বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধনসিদ্ধি ।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দের পূর্বে হিমালয় পর্বতপ্রদেশে রোহনী নদী তীরস্থ কপিথবস্ত্র নগরে শুদ্ধোধন রাজার গুপ্তসে মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেবের পিতামাতার প্রদত্ত নাম সিদ্ধার্থ। রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের অব্যবহিত পরেই মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। মহারাজা শুদ্ধোধন হরিষে বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রের মঙ্গলার্থ দান, উৎসব, বন্দিমোচন ইত্যাদি রাজোচিত মহোৎসব করিতে ক্রটি করেন নাই। রাজগণের নিয়মামুসারে রাজ-জ্যোতিষীগণ রাজকুমারের ভবিষ্যৎ

গণনা করিয়া বলিলেন—“রাজকুমার সিদ্ধার্থ” শাক্যকুলের একমাত্র তিলক, ভুবনের গৌরব, পাণ্ডিত্যশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানের আলোকস্বরূপ হইবেন; কিন্তু তরুণ বয়সে ধনজন সম্পদ ঐশ্বর্য্য রাজ্যস্বত্ব—এমন কি প্রিয়তমা ভাৰ্যা পরিত্যাগ-পূর্বক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবেন।” রাজা জ্যোতিষীর বচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিষাদিত হইলেন এবং দৈব-প্রতি-বিধানে যত্নবান্ রহিলেন।

রাজকুমার শশিকলার ছায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে বিদ্যাত্যাসেরত ও অল্প দিন মধ্যে পণ্ডিত

শ্রেষ্ঠ হইলেন। ক্রমে যৌবনাবস্থা আগত দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন যুবাজেব বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যুবরাজ বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পাবে অনেক কৌশলে অনেক দিন পরে গোপা নাম্নী পরমা সুন্দরী শাক্যবংশীয়া কুমারী পানিগ্রহণ করিলেন। রাজা কুমারের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা পবিত্রাণ কবেন নাই। যাহাতে কুমার সংসারের কোনও ঋণ ক্রেশ অবগত হইতে না পারেন, তদভিপ্রায়ে প্রমোদকানন নামে অতি সৌন্দর্যময় উপবন নির্মিত করিয়া দিলেন। শত শত নর্তকী ও রূপবতী গোপাসহ রাজকুমার সিদ্ধার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেও তাঁহার মহান হৃদয়, উদার ও উচ্চাশ্রুতঃকরণ সেই অনিত্য সুখে শাস্তি লাভ করিল না। তাঁহার চৈতন্য হইল, মায়াতে অশাস্তি বোধ জন্মিল, বিলাস ক্ষণিকানন্দ জ্ঞান হইল, জী পুত্রাদি অসার ধারণা হইল এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার অজ্ঞাত বোধে আপনাকে আপনি ভ্রমাক্ষ অজ্ঞপ্তরূপ জ্ঞান করিলেন। তিনি প্রমোদকানন-রূপ কারাগারে নিপতিত আছেন, তাঁহার এমন দৃঢ় অতীতি জন্মিল।

যথাসময়ে প্রতিদিনের জ্ঞান রাজা, সিদ্ধার্থ ও পূর্জবধূকে দর্শন করিতে আসিলেন। পিতা পুত্র যথাযোগ্য সম্ভাষণ হইল। যুবরাজ নগর-ভ্রমণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা তচ্ছবণে “সময়াস্তরে হইবে” বলিলেন, তাহাতেও

যুবরাজকে নিবৃত্ত না দেখিয়া “আগামী কলা ছন্দক সারথি রথ দেখা আসিবে, নগর ভ্রমণ কাবও”, এরূপ আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। যাহাতে নগরে কেবল রাজকীয় মহোৎসব হয় এমত কোনও নিবানন্দ কি অশাস্তির নিদর্শন না থাকে, তচ্ছব বাজা শুদ্ধোদন মাঙ্গগণের প্রতি বিশেষ আদেশ পদান করিলেন। রাজাজ্ঞা-প্রাপ্তে সকাল সুসম্পন্ন হইল। যথাকালে সারথি ছন্দক রথ লইয়া নগরভ্রমণার্থ নির্গত হইলেন। অতীব সতর্কতাব সম্বিত শাস্ত্রবিদগণ বা চাবিদিকে শাস্তি স্থাপন করা হইল। যাহাতে রাজপথে অশাস্তি-কর শোকতাপপূর্ণ কোনও ব্যাপার না ঘটে, স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত তচ্ছব সতর্ক ও ব্যস্ত রহিলেন।

নগরভ্রমণোদ্দেশে যুবরাজ সিদ্ধার্থ ছন্দকসহ রথে প্রথমতঃ উত্তরদ্বারাভি মুখে গমন করিলেন। তথায় অতিশয় সুশৃঙ্খলয় শাস্ত্র রক্ষা সম্বন্ধে এক স্থান অতিব্রহ্মকে দৃষ্টিগোচর করিয়া যুবরাজ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সারথিকে বলিলেন “ছন্দক! এ ব্যক্তি শুভ্রকেশ, দম্বহীন, লোল-মাংসযুক্ত, চর্মেতে অক্ষম এবং যষ্টিভরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, ও কে? মানব না অস্ত কোন-রূপ প্রাণী?” ছন্দক যুবরাজের বাক্যে মনে মনে হতভম্ব করিলেন এবং রাজ্যে যুবরাজের নিকট বিশ্বের সমস্ত সংবাদ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—“যুবরাজ শাস্ত্রে যে বুদ্ধত্ব

কথা পাঠ করিয়াছেন, ইহা তদ্ব্যতীত অল্প কোন প্রাণী নহে। মানবের শেষ দশাই এইরূপ।” যুবরাজ ছন্দকের বাক্য শ্রবণে মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ‘হায়! মানবের শেষ দশা এই রূপ কুংসিত! হায়! এই দেহের জন্ত এত ভোগবিলাস! এই চন্দনচর্চিত ভোগ-বিলাসপূর্ণ দেহ এমন বিসদৃশ হয়— চিকণ ত্বক্ লোল এবং সূচাক্রকেশ শব্দবজ্জ্বল হয়। হায় হায়! অপরিণামদর্শী মানব ইহার এত আদর করে?’ এই ভাবিয়া গৃহে ফিরিলেন।

তৎপরে আর এক দিন পূর্ণি দ্বারে বণ চর্চিল। পূর্ণিদৃষ্ট বৃদ্ধের চিন্তায় চিত্ত আকুল ছিল, হৃদয়ের বেগ সম্বরণ হইতে না হইতে এক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বৃদ্ধদেবের দর্শনগোচর হইল। সেই পীড়িত ব্যক্তির পাষণ্ড্রাবক কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধদেব সারথিকে জিজ্ঞাসিলেন “ছন্দক! ঐ ব্যক্তি ওরূপ কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে কেন? উহার শবীর অস্তিময়, চক্ষুশূল ও জী। শীর্ণ অবস্থাপন্ন কেন? উহা বস্তু কি ঐরূপ?” ছন্দক বলিল— “যুবরাজ! ইহা দেহেব এক অবস্থা, কেননা ও ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত। পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় সে ওরূপ কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। ইহা সমস্ত মনুষ্যেবই সম্ভব, যেহেতু সকলেবই এই ব্যাধিতে নিপীড়িত হওয়া সম্ভব।” বৃদ্ধের স্ববাক্য শতগুণে উত্তেজিত হইল। ‘মানব-দেহের অস্থা ভাবিয়া মনে কঠোর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সুতরাং

দিশেহারী হইয়া নির্বাক হইলেন এবং সে দিনও গৃহে ফিরিলেন।

তৎপর দিন পশ্চিম দ্বারে বণ পৌছিল। অদূরে বস্ত্রাচ্ছাদিত এক শব-দেহ দাহ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক গইয়া ঘাইতেছে এবং উক্ত শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আত্মীয় স্বজন হাহাকার শব্দে রোদন করিতেছে। ইহা দর্শন করিয়া যুবরাজ, পথিক দেবন পথিমধ্যে কালফণি-দশনে চমকিত হয়, তজ্জপ ঘোর চিন্তান্বিত হইলেন। হাহাকার ও বোদনশব্দ শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “সারথি! এ কি ব্যাপার? এরূপ অপূর্ণ কাণ্ডত আমি স্বপ্নেও দর্শন করি নাই। ঐ পাগলোপরি শায়িত মনুষ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত কেন? আর উহার পশ্চাদবর্তী লোকেরা অবিরাম নিরানন্দমাগরে ভাসমান কেন?” সারথি কহিলেন “যুবরাজ! ইহাই মনুষ্যের শেষ পরিণাম; ইহাকেই মৃত্যু বলে।” যুবরাজ বলিলেন “কি বলিলে—মৃত্যু? মৃত্যুহস্তে কি সকলেই পতিত হইবে? না এ উহার কুলধর্ম?” সারথি বলিলেন “যুবরাজ! রাজা নাই, ভিক্ষুক নাই, বলবান নাই ও দুর্বল নাই—সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। জন্মমাত্রেরই জীবের মৃত্যু নিশ্চিত।” এইক্ষণে বৃদ্ধদেব আত্মহারী হইলেন। সংসার অশান্তির আলয় স্থির হইল ও দেহ নখর দূঢ় ধারণা হইল। সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত মায়া, সমস্তই অনিত্য, সমস্তই অসার এবং সমস্তই অশান্তিপূর্ণ জ্ঞান হইল।

মন্দ-ঐশ্বর্য রাজা ধন, প্রেমসম্মী পত্নী এবং ভক্তিভাজন পিতা প্রভৃতি ভাল লাগিল না তাঁহার প্রাণ অশান্তিময় হইল, জ্ঞানপিপাসা বন্ধিত হইল এবং স্বপ্নে অশ্রুপূর্ণ বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। পরম জ্ঞানী ও মহান চিন্তাশীল যুববাজ বতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই নিজ অজ্ঞানান্ধতাদর্শন কবিত্তে লাগিলেন। সংসার নিতান্তই অসার ও অশান্তিময় কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অবশেষে নগরভ্রমণ হইতে গৃহ প্রত্যাগমনকালে এক পবন সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। কোপীনদাবী, কামিনীকান্দনতাপী, শাস্ত্র ও মহাস্ত্র জ্যোতির্গর্ভ বহনমণ্ডল, মুখে প্রণবধ্বনি ভিন্ন অস্ত্র কথা নাই, দণ্ড কমণ্ডলু ভিন্ন অস্ত্র সখল নাই, ভাস্মাচ্ছাদিত দেহ, জটাজুট কেশ, সাংসারিক চিন্তা-পরিশূন্ত এবং পবন ধানে নিমগ্ন! এমন ঐকোনিকনভাবসম্পন্ন মহাত্মাকে দর্শন করিয়া সাবথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “উনি কে?” রাজকুমারের প্রশ্ন শ্রবণে সারথি প্রকাশ করিলেন “উনি সাধু সন্ন্যাসী। উঁহাব কার্য কেবল ঐশ্বর্য-রাধনা। উনি সংসারাত্রয় পবিত্র্যাগ-পূর্বক তত্ত্বজ্ঞানালোচনা করিতেছেন।” বুদ্ধদেব তৎশ্রবণে আশা প্রাপ্ত হইলেন। উদাস মন শাস্ত্র হইল, কঠোর বৈরাগ্যের আধার সন্ন্যাসগ্রহণ শাস্ত্রের কারণ, তাহা জানিতে পারিলেন। যথাসময়ে গৃহে উদাসভাবে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রমোদকাননের ক্ষণভঙ্গুর বন্ধন কি মত্ত মাতঙ্গরূপ পরম জ্ঞানী বুদ্ধকে বাধিয়া রাখিতে পারে? অনতিবিলম্বে ঘোর নিস্তব্ধ রজনীতে পিতা, পত্নী, মাতৃনন্দা, নবজাত কুমার আর অজ্ঞাত আত্মীয় স্বজন পবিত্র্যাগপূর্বক ছন্দক-সাবথিমুক্তিত বেগবান্ ঘোটকে আনোহণ করিয়া বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিলেন। বুদ্ধদেব যখন ছন্দকে প সমীপে অশ্রু ও অভিরণ চাহেন, তখন সে বিবলভাবে কুমারকে অশেষ প্রকারে প্রবেদ দিয়া বলিল “আয়! কমবালোচনা মণিবহুবৃত্তি মেঘমুক্ত-মৌর্যামিনীর ছায় লালগামরী পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন না। সুন্দরী নর্ত্তকীগণের এমন মৃদুস্ববংশবেণুসংযুক্ত সুরালিত তাননারবিশুদ্ধ সঙ্গীত পবিত্র্যাগ করিবেন না। একদা অগ্নিক্রমে অহুর্গপ্ত অক্চন্দনাদি বা কি বলিয়া উপেক্ষা করেন? বিবিধসম্পূর্ণ উপাদেয় আহার্য ও মিষ্টান্ন ছাড়িয়াই বা কোথায় যাইবেন? গ্রীষ্মে শীতলতা-সঞ্চারী ও শীতে উষ্ণতা-প্রদায়ী একদা পরিচ্ছদ ও উত্তানভূমি-বিশেষতঃ এমন অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য পবিত্র্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? অতএব অগ্রে এই সুখদ বস্ত্র সকল উত্তমরূপে উপভোগ করুন, পরে উপযুক্ত সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণ অবলম্বন করিবেন।”

রাজকুমার প্রভাত্তরে প্রকাশ করিলেন “ছন্দক! দেখ আমি রূপ-রস গন্ধ-শব্দ-স্পর্শজনিত বিবিধ সুখ অপরিসীমরূপে

ভোগ করিয়াছি, জী পুত্রের রসান্নাদও
অভূত করিয়াছি। প্রভূত ঐশ্বর্যে আমি
পরিবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু দেখিলাম এই
সকল আনন্দ বিষয়ভোগে কেবল
বাসনাই প্রবল হয়, তাহাতে আবদ্ধ
থাকিলে কেবল তৃষ্ণাই বাড়ে, তবে আর
তৃপ্তি কোথায়? এই বাসনা-তৃষ্ণাই সকল
দুঃখের মূল। বাগানোদিনি তৃষ্ণাশীল ব্যক্তি
কেমন সুখী ও শান্ত! পার্থিব কোন
পদার্থে বাহার প্রবৃত্তি নাই, ইন্দ্রিয়জনিত
কোন প্রকার সুখে বাহার অভিলাষ নাই,
তিনি প্রকৃতিহু আনন্দজ্ঞানে নিমগ্ন ও
জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার চিত্তেই পরম সন্তোষ।
তাঁহার জীবনের আশা নাই, মরণেরও
ভয় নাই। তিনি নিকাম ও পৃথিবীতে
জীবমুক্ত, সদানন্দ এবং জগৎতাজরা-
বাহির অতীত। সুতরাং আমি এই
বিষয় আমার সংসার উপেক্ষা করিতেছি।”

সুবরাজ সেই নিশাকালে ঘোষাশ্রিতমিরা-
বৃত্ত, বিপদাকীর্ণ, নানা-হিংস্রজন্তুপরি-
পূরিত নিবিড় অরণ্যানী দিয়া অশ্বোপরি
ভ্রমণ করিতে করিতে উষাকালে অনোমা
নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায়
তিনি সারথির নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ
থড়াবারা কেশগুচ্ছ ছেদন করেন।
তজ্জগু এ স্থানে এক চৈত্যা স্থাপিত হয়।
ঐ স্থানকে “চূড়া-প্রতিগ্রহণ” বলা হয়।
তদনন্তর তিনি এক ব্যাবের নিকট তাহার
কবায় বস্ত্র গ্রহণ করতঃ রাজ-পরিচ্ছদ
পরিবর্তন করিয়া গইলেন। যে স্থানে
পরিচ্ছদ পরিবর্তন হয়, তথায় “কবায়

এ'হণ” নামক এক চৈত্যা স্থাপিত হয়।
বুদ্ধ প্রথমতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শাকী-
নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তৎপরে পদ্মা-
নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তদনন্তর রৈবত-
নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে গমন করেন।
অতঃপর বৈশালী নগরে অরাড় কালীম-
নামক জনৈক শ্রাবক সন্ন্যাসীর আবাসে
উপস্থিত হন। শ্রাবক সন্ন্যাসীর অনেক
শিষ্য ছিল। বুদ্ধ তাঁহার সমীপে গিয়া
ব্রহ্মচর্য আচরণের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া
তথায় অবস্থিত করেন। শ্রাবকের ধর্ম
মোক্ষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি
মোক্ষাধেষণে তথা হইতে বহির্গত হইয়া
মগধরাজ্যে বিহার কবিত্তে লাগিলেন।
অবশেষে একাকী তিনি মগধেশ্বর বিশ্বমাব
রাজার রাজধানী রাজগৃহ নগরে প্রবিষ্ট
হইলেন। ঐ নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য
সন্দর্শনে বুদ্ধদেব তথায় অবস্থিত করিতে
অভিলাষ কবেন। রাজা বিশ্বমাব তাঁহাকে
তৎসকালশে চিবিদীন বাস করিতে অনুবোধ
করায় বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলিলেন “পরম
শিঃ বরদোদি প্রাপ্তকামঃ” “আমি এখন
পরম মঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভার্থী
হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া
গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছি। বাসনাতে
যে জীবের অশেষ ক্লেশ, ইহা যে লবণাক্ত
জলের ত্রায় অতাপ্তকর, এমন আমার
বিষয়সুখে কি কখন কেহ তৃপ্তি লাভ
করিতে পারে? আমার সংসারের অনিত্য
বিষয়সুখে বদ্ধ হইয়া জীব নিরন্তর ক্লেশ
পাইতেছে।” শাক্য সিংহের স্তম্ভুর বচন

শ্রবণে রাজা বিশ্বসার জনীভূত হইয়া গেলেন। সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল এবং মনে অপূর্ণ শান্তিরসেব উদয় হইল। তিনি শাক্যসিংহের নিকট তদীয় বিবরণ আত্মোপাশ্রয় শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন। শাক্যসিংহ তদনন্তর রুদ্রকনামক এক সুবিক্ত ব্রাহ্মণের নিকট ব্রত তপ আচরণ কারবেন বলিয়া গমন করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট পূর্বতন দর্শনাদি ও নির্বাসনের তত্ত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য সাধন হইল না, কারণ শুদ্ধ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া চিত্তে নির্বাসন ও জীবনে জ্ঞান কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মোক্ষ যে সাধন-সাপেক্ষ, তাহা তাঁহার মনে প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং তিনি সাধনার্থী হইয়া গয়ার শীর্ষ পর্বতে বিহার কবিত্তে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে রুদ্রকের পাঁচজন ব্রহ্মচারী ছাত্র গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা উরুবিল গ্রামে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। এই নগর নৈরাঞ্জন নদী তীরে বুদ্ধগয়ার নিকটে অবস্থিত। নৈরাঞ্জন নদী তীরে তিনি ছয় বর্ষকাল ঘোর হুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। কঠোর সাধনে তাঁহার তপ-কাঞ্চনানিত দেহ কালিমায় পরিণত হইল, রক্ত মাংস শুষ্ক হইয়া গেল, কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িল, নয়নবহর কোটরস্থ হইল, পঞ্জর ও পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড দেখা যাইতে

লাগিল এবং তিনি জীর্ণ শীর্ণ-কণ্ঠের ও উত্থানশক্তি-বাহিত হইলেন। তাঁহার ক্লান্ত সাধন দর্শনে শিষ্যেরা বারাগমীতে গমন করিল। অতঃপর সিদ্ধার্থ সিদ্ধকাম না হওয়াতে তাঁহার চিত্তে একরূপ আন্দোলন উপািস্থত হইল যে, তিনি ভাবিত্তে লাগিলেন কেন তিনি পিতার স্নেহপাশ, শ্রিয়তমা পত্নীর প্রেম বন্ধন, বন্ধু বান্ধবের প্রণয় ও আত্মীয় স্বজনদের উপদেশ এবং অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য উপেক্ষা করিয়াছেন। ভাবিলেন আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই, কেননা যে মুক্ত হইয়া জীবের সেবায় প্রাণসমর্পণ করিতে না পারিল, তাহার জীবনই বৃথা। এইরূপ চিন্তের আন্দোলিতাবস্থায় মার নামক হুরায়ার ভীষণ প্রলোভন তাঁহার সমক্ষে উপািস্থত হইয়া তাঁহাকে ভূলাহঁতে চেষ্টা করিল। সে তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যক্ত করিল “হে শাক্যপুত্র! তুমি যোগক্ষেমপ্রাপ্তির আশয়ে ও ভাবী মহৎ পুণ্যলাভার্থে কেন বৃথা এই সুন্দর শরীর-পাত করিতেছ? নির্বাসনের প্রয়োজন কি? এমন দুঃখমার্গে চিত্তনিগ্রহ করিয়া ফল কি? আমি তোমাকে প্রচুর ধন ও রাজ্য দান করিব। অতএব এই ক্রেশকর ব্রত পরিত্যাগ করা।” মারের প্ররোচন বাক্যে বুদ্ধ প্রলোভিত না হইয়া বীরদর্পে বলিলেন “নৈবাহং মরণং মন্যে মরণাস্তং হি জীবিতং। অনিবর্ত্য ভবিষ্যামি ব্রহ্ম-চর্য্যাপরায়ণঃ॥ বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো দিগ্‌গ্রামং নোচ জীবিতং। সংপ্রায়ে

মবৎ শ্রেয়া নচ জীবৎ পরাজিতঃ ॥”
 রে পাপাশুন! আমি ত মরণ মানি না,
 কারণ মরণাশুই আমার জীবন। আমি
 ব্রহ্ম-চরা-ব্রত-ধারী হইয়াই অশ্রুতি
 করিব। ইহা হইতে নিবৃত্ত হইব না।
 বৎ প্রাণহর মৃত্যু শ্রেয়ঃ, জগত্ নীচতম
 জীবনে ধিক্। রিপু দ্বারা পবাজিত হইয়া
 জীবিত থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই
 শ্রেয়ঙ্গর ইত্যাদি।” বুদ্ধদেব এই প্রকারে
 আশ্রু প্রভাবে স্থিৰভর প্রজ্ঞাতে প্রলোভন-
 পনীক্ষায় উদ্বীর্ণ হইলেন। তাঁহার
 চিদাকাশেব মেঘ বিলীন হইয়া গেল।
 নিবাশাব অন্ধকার তিরোহিত এবং বিশ্বাস-
 বল ও আশ্রিত্তর উজ্জ্বলরূপে বিকশিত
 হইল। তিনি ক্রমশঃ পান ভোজন করিয়া
 সবল হইয়া উঠিলেন।

তৎপশু সিদ্ধার্থ পুরাতন ধৰ্ম্মাণীতে
 অতৃপ্ত হইয়া এবং তাহা বৃথা ক্রেশ স্বীকার
 মাত্র মনে করিয়া এখন অত্মতর মার্গ
 অব্যবহাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে
 হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সমাহিত শ্লোকাগেব প্রদর্শিত
 তপস্তা পণাণী অবলম্বন করিয়াছিলেন।
 নিরীকল্প সমাধি সাধনে বিধি অনুসারে
 তাঁহাকে রত হইতে হইয়াছিল। তিনি
 এখন পুরাতন প্রচলিত পথে
 চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লভনীয় ও
 ধোয় বস্ত্র স্বতন্ত্র। যাহা হউক, তিনি
 নৈরাগ্নন নদীতে অবগাহন করিয়া বিগুহ
 হইয়া তত্রতা বোধিদ্রুমতলে গমন
 করিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিন্তকে
 অবস্থান্তরে লইয়া গেলেন অর্থাৎ

যাহাতে নবজীবন লাভ হয়, তজ্জন্য
 সমাধি আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয়
 শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও ইন্দ্রিয়জনিত
 সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং “সর্বের
 অনিত্যতা অক্ষাঃ সর্বের অনিত্যঃ সুখ-
 মিতি” স্বাবলম্বধানে এই জ্ঞান তাঁহার
 প্রত্যক্ষ হইল। সুতরাং তিনি একেবারে
 পার্থিব সুখ হৃৎখের অতীত অবস্থায়
 উপনীত হইলেন এবং কাম, ক্রোধ,
 লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যকে জয় করতঃ
 দয়া, প্রেম ও একাগ্রতায় পবিত্র স্বভাব
 ধারণ করিলেন।

পূর্বতন অর্থাৎ পণ্ডিত কপিলা, পাতঞ্জলি,
 কণাদ ও বাস প্রভৃতি দার্শনিক ঋষিগণ
 মানবজীবনের চরম গতি মুক্তিই প্রদর্শন ও
 ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্য ও নানক
 প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কারকগণ জীবের মুক্তি-
 লাভই একমাত্র লক্ষ্য ও চরম গতি, ইহা
 জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রচার করিয়া
 গিয়াছেন। “আত্মাত্মিক হৃৎখনিবৃত্তি মুক্তি”
 এই লক্ষণ দ্বারা দর্শনকারগণ মুক্তিতত্ত্ব
 প্রকাশ করিয়াছেন। বাসনা, বিকার,
 তৃষ্ণা, পাপ সাংসারামুক্তি এবং রিপুপ-
 তন্ত্রতা জন্ম জীবের ক্রেশ এবং এই দুর্লভ
 ক্রেশ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবনের
 চরম লক্ষ্য। শাক্য মুনিও তাহা অনুভব
 করিলেন। তিনি অগ্রে স্বয়ং মুক্ত হইয়া
 তবে অপরকে মুক্ত করিতে অর্থাৎ মুক্তির
 পথ প্রদর্শন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।
 তিনি দেখিলেন যে, মানবগণ অবিরত
 ধনতৃষ্ণা, জীবনতৃষ্ণা, স্ত্রী-তৃষ্ণা, পুত্র-

তৃষ্ণা, কামতৃষ্ণা, মানতৃষ্ণা ও ধনৈশ্বৰ্য্য-
তৃষ্ণা এবং সুখতৃষ্ণায় অস্তিত্ব। এই
বাসনা ও তৃষ্ণায়িতে মানবের চিত্ত দগ্ধ
হইতেছে। এই বিষয় তৃষ্ণার মূল কি এবং
কিসে ইহার বিনাশ হয়, তজ্জন্য তিনি
নির্মাণ মুক্তির অনুসরণ করেন। অতঃপর
তিনি মগধবাজ্ঞ বিষয়াব এবং তাঁহাব
পিতা, মাতা ও পত্নী কর্তৃক বিশেষরূপে
অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহ
ও অনুবাদের সহিত ধর্মতত্ত্ব ও সূত্র সকল
ব্যাখ্যা কবিত্তে লাগিলেন। সুতবাং
ধনী, নির্ধন, গণ্ডিত, মূর্থ নবনাবী সকলে
তদীয় নির্মাণ মুক্তির উপদেশ শ্রবণ

কবিত্তা নব ধর্ম দীক্ষিত চেষ্টাতে লাগিল।
জনা, জবা, মূঢ়া, শোক, দুঃখ, দৌর্মর্ন্যে
দহমান মানব নিয়ত 'অশেষ' ক্লেশ ভোগ
কবে, এই বিবেচনা করিয়া অনেকেই
নির্মাণের চরম লক্ষ্য পবিত্রতা ও প্রেমকে
সাব স্ত্রান কবিল। নির্মাণ অত্যাচ্ছ
শাস্তি, ইহা নির্মাণবিরুদ্ধ ইঞ্জিয়পরাধ
লোকের অপ্রাপ্য এবং যাহারা শুদ্ধাত্মা
ও উন্নত, তাঁহারা এই পবন শাস্তি প্রাপ্ত
হয়েন, এই বিবেচনা কবিত্তা রাজা বিশ্বাস
বুদ্ধের সমীপে তাঁহাব নবপ্রচারিত ধর্ম
গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বেলা শেষে।

১

কত যুগ হল শেষ,
আসিয়াছি এ বিদেশ,
কোথা হে স্বদেশী সখা হৃদয়ের ধন !
কোথা তুমি হে আত্মীয় !
চিরানন্দ চিরপ্রিয় !
খুঁজিছ না—ডাকিছ না, এ আর কেমন ?

২

এ দেশে বিফল "গেহ"
দোষের হ'ল না কেহ,
শুধুই তোমারে ভুলে পাতিলাম খেলা ;
আজি দেখিলাম সবি,
পশ্চিমে পড়িছে রবি,
অবনী জবাব দিল "জ্বায়েছে বেলা" !

৩

ফিরে দেখি আমি একা,
মুছিয়াছে সব বেলা,
সাধের বাধন যত গিয়াছে পসিয়া ;
শূণ্যময় মক-ভূমি,
তাঁই ডাকি কোথা তুমি,
কি স্থখে ছিলাম বেঁচে তোমারে ভুলিয়া !

৪

বুঝিলাম এত দিনে,
সব মিছা তোমা বিনে,
সংসারের রেহ দয়া সকলি অসার ;
সুহৃদের বেশ ধলে,
গোপনে শত্রুতা করে,
ধন, বশঃ, প্রাণনাশী নির্যম সংসার !

৫

শত শত ক্রটি গোজে,
পরে “সার্থপর” বোঝে,
ধনীর শবণাগত, দরিত্রে নিদয়;
শিখিয়া মহত্ত্ব ভাণ
নাশিছে কৃত্রিম প্রাণ,
এমনি দেখিছ নাগ, সংসার-জদয়!

৬

আর কাজ নাহি ভবে,
দেশ যদি যেতে হবে,
কেন গো “কল্যাণ-ভিক্ষা”—সেধে কেন
মান?
চোখে কেন অশ্রুধার,
বুকে কেন হাহাকার,
আমারি রয়েছ যদি বিশ্ব ভগবান?

৭

জগৎ ঠেলেছে পায়,
মা’ আমারে নাহি চায়,
তাই মনে হয় এটা বড় “শুভ দিন”;
সবারি যে হেয়, ঘৃণা,
কেহ নাহি তোমা ভিন্ন—
—হোক সে অভাগা পাপী পঙ্কিল
মলিন।

৮

—স্নেহে মুছি মলা ধূলি,
তুমি নেবে কোলে তুলি,
তুমি ভেঙে দিবে তার ভ্রান্তিময়ী খেলা;
গণিয়া সে ভাবী দিন,
র’ব, আর কত দিন,
কখন ডাকিবে মোরে, ফুরা’ল যে বেলা?
শ্রীমা—

অমলা ।

(৫০৯ সংখ্যা—২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

সুরেশ মহিমার আত্মোৎসর্গ দেখিয়া
মুখ হইয়া গেলেন এবং বাবাজীকে
কাতর স্বরে কহিলেন, “প্রভু! আমি
মৃত্যুকেও ভয় করি না; তবে কিনা
আমার জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য
আছে, তাহা এখনও পূর্ণ হয়নি; সেই
জনাই কিছু দিনের জন্য জীবন ভিক্ষা
চাই।”

তখন মহিমা বলিয়া উঠিলেন “ওগো,
তোমার কোনও ভয় নাই; বাবা আমার
কখনও হিংসা জানেন না।”

এই কথা বলিয়া মহিমা পুনরায় পিতাকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বাবা, তোমার
কি একে দেখে দয়া হচ্ছে না?”

বাবাজী। আচ্ছা মহিমা, তোমার ঐ
প্রতি এত দয়া হলো কেন?

মহিমা। ঠুকে দেখে আমার সেই
দাদাকে মনে পড়ে। আহা! মা বাবা
মারা যাবার পর দাদা আমাকে কত যত্ন
করতেন; এখনও আমার সে সব কথা
বেশ মনে পড়ে। দাদার মুখ চোখ ঠিক
এরই মত ছিল; গায়ের রংটি পর্যন্ত

এঁর মত ছিল। তিনি এঁরই মত নম্র ছিলেন; তাঁর কথাগুলি এঁরই মত মিষ্ট ছিল। এত দিন সে সব কথা ভুলে গিয়েছিলুম; আজ এঁকে দেখে মনে হয় একবার খাণ খুলে 'দাদা' বলে ডেকে খাণটা ছুঁড়াই।

বাবাজী। আচ্ছা মহিমা, তোমার কথায় আমি উহাকে ক্ষমা করলেম।

মহিমা। বাবা, তবে জল গাণি।

বাবাজী। যাও; পরে ত কুঁচুরে ফল মূল যা কিছু থাকে, আনিও।

মহিমার সপক্ষে আর আনন্দ ধরে না। তিনি কলসী কক্ষে লহয়া করণা হইতে বারি আনয়ন করিলেন এবং কুটীর হইতে ফল আনিয়া সুরেশের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

মহিমা ফল লইয়া উপস্থিত হইলে, বাবাজী সুরেশকে ফলাদি আহাবের পর তাঁহার গুহায় লইয়া বাইবার জন্য মহিমাকে আদেশ করিলেন। বাবাজীর আনন্দের সীমা নাই; তিনি ঈশ্বরের অভাবনীয় কার্য দেখিয়া অত্যাশ্চর্য হইলেন। মন যে কিরূপে আপন পর জানিতে পারে, তাহা তিনি সমাক্রমে বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন মহিমা ভ্রান্ত নহে; মহিমার মন যথার্থই আজ নিজ ভ্রাতার সাক্ষাৎকারলাভে পূর্ণকিত হইয়াছে।

বাস্তবিক সম্পর্কে মহিমা সুরেশের খুঁড়তুতো ভগ্নী। অনেকই জানেন যে, পূর্বে কুণীন ব্রাহ্মণগণ বহুবিবাহ

করিতেন। ইহা তাহার মন দ্বা একটা বাস্তবিক ছিল। কেহ কেহ ৭৮০০টা বা শতাধিক বনবীণও পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। পবিত্র ধর্মের বন্ধনকে তাঁহারা আশ্রয় নিয়ন্ত্রণের শিথিল সামাজিক বন্ধনে পরিণত করিতেন। কেহ বা অর্থলোভে, কেহ বা বেবালের বশবর্তী হইয়া অসংখ্য দাবপরিগ্রহ করিতেন। গল্পদিগের মধ্যে পদস্পর্শেব বড় একটা দেখা শুনা হইত না। তাঁহারা প্রাণ করিতেন মার যে, দশ পনর গড়া সংগ্রহী আছে কিম্বা তাঁহাদের পিত্রাভাব যে কোথা, তাহাও অবিকার্য দ্বীপ জামিতেন না। এই প্রকারে গুহায় কুণীনমহান উষ্ট্র একটী দ্বীপে নিজগৃহে লইয়া তাহারা যৎ দক্ষিণীভাবে স্থান দিতেন এবং যখনই অর্থের অভাব হইত, তখনই ২০টা শতাব্দী লয়ে দেপা দিয়া অতি জঘন্য ভাবে দাবজ শস্ত্রের অর্থ শোষণ করিয়া হইয়া আসিতেন।

মহিমার মাতার নাম সংহা, পিতার নাম হরিশঙ্কর। হরিশঙ্কর কাম্বোজ প্রজাত। হরিশঙ্করের ৪৮টা পিতৃহ; হরিশঙ্করী সন্মাত্র হরিশঙ্করের দ্বাদশ গড়া পরিদীতা স্ত্রীর মাধ্যম একজন। হরিশঙ্করের বাটী হইতে সন্মাত্র হরিশঙ্করীর বাসস্থান ৪৩ ক্রোশ মাত্র। ৭৩দিন সন্মাত্র পিতা যশোদ ছিঁকন, ততদিন বৎসবে ৩৩ জন বাল্য বালিকা হরিশঙ্কর শস্ত্রাচার্য মন বসিতেন। তাহার পর চাকরীর তত্ত্বরোধে সন্মাত্র পিতা গয়া

আসিতে বাধ্য হন; সুতরাং সরমাও পিতা মাতার সহিত তপায় গমন করেন। সবম্মা যখন গয়া গমন করেন, তখন তাঁহার দুইটা সন্তান;—পঞ্চদশবর্ষীয় এক পুত্র ও ছয়মাসের এক কন্তা। এই কন্তাবই নাম এখন মহিমা।

গয়া আগমনের ২ বৎসর মধ্যেই সরমার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তখন সরমা একাকিনী; নিঃসহায়া হইয়া স্বামীকে একখানি পত্র লিখেন। সরমার পত্র প্রাপ্তে প্রথমতঃ হরিশ্চন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, এ কেবল চাতুরী; তাঁহাকে লইয়া যাইবার অভিযুক্তি। হরিশ্চন্দ্র ঠকিবার পাত্রই নন; তিনি কখনও টাকার চুক্তি না করিয়া—অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা আগামী বায়না না লইয়া শ্মশুরবাটা পদার্পণ করেন না। এখন তিনি কি কেবল সরমার একখানি পত্রের খাতিরে এত টাকা লোকসান দিতে রাজি হইতে পারেন?

পিতামাতার মৃত্যুর পর সরমার কষ্টের অবধি রহিল না। পিতার অন্ন যাহা কিছু অর্থ ছিল, তাহাতেই অতি ক্রেশে পুত্রকন্তা-সহ দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া আসিল; তখন সরমা অনন্যোপায় হইয়া তত্রত্য এক ব্রাহ্মণের বাটিতে পাচিকার কার্যে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বামীকে পত্র দিতে থাকেন, কিন্তু কোন উত্তর পান না। পরিশেষে হতভাগিনীর ভাগ্য পরিবর্তন হইবার উপক্রম হইল।

১৮৩৬ সালে বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষের

প্রাদুর্ভাব হইল। আহাৰ্য্য দ্রব্যের মূল্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; ধনি-ভিন্ন অন্যান্য লোকের জীবন ধারণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে; কলেরায় অসংখ্য লোক মারা যাইতেছে। এমন সময় বাহার যেখানে হুই পয়সা প্রাপ্তির আশা আছে, তিনি সেই স্থানেই গমন করিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র কুলীনসন্তান; তাঁহার অবস্থাও তজ্জপ মচ্ছল নয়, সুতরাং তিনিই বা এখন অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন কি প্রকারে? বাঙ্গালা দেশে বড় কিছু সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখন একবার গয়াতে সরমার পিতৃভবনে পদধূলি প্রদান করিবেন স্থির করিলেন এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্নীর নামে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রের সার মর্ম্ম এই—

“কল্যাণবতী—

তোমার অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু সময়াভাবে উত্তর দিতে পারি নাই। আমি একবার গয়া যাইতে ইচ্ছা করি; তোমার পিতাকে বলিয়া আমার পাথের ২৫ টাকা পাঠাইয়া দিবে। টাকা প্রাপ্তিমাত্র আমি রওনা হইব। আর আমার বিশেষ কিছু টাকার আবশ্যক আছে; তোমার মাতাঠাকুরানীকে বলিয়া আরও ২৫ টাকা পাঠাইয়া দিবে। নচেৎ যাওয়া না হইলেও না হইতে পারে। আমি ভাল আছি। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। ইতি

আশীর্বাদক

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সরমা নীরবে

দুই এক কোঁটা অশ্রুপাত করিলেন। তিনি সমাক্ষুণ্ডিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাঁহার স্বামীর আদৌ বিশ্বাস হয় নাই। যাহা হউক তাঁহার আর এক চিন্তা হইল— “৫০ টাকা কোণার পাই যে পাঠাইয়া দিই।” রক্ষণকার্যে তিনি মাসিক ৫ টাকা করিয়া বেতন পাওয়া থাকেন; তাহার মধ্যে দুইটা সন্তানকে ভরণ পোষণ করিতে হয়। সমস্ত খরচ খরচা চালাইয়া সরমার নিকট ৩০ টাকা মাত্র জমা ছিল, বাকী ২০ টাকার জোগাড় করিতে হইবে। অসময়েব জন্ম তিনি ৪টা শ্বশুর মাকড়ী রাখিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিয়া বাকী টাকা সংগ্রহ করিলেন। সর্বস্ব খোয়াইয়া সরমা আজ পুত্রকন্টার ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া পতির শ্রীচরণ দর্শন-লালসায় তাঁহাকে গন্ধাশং টাকা প্রেরণ করিলেন। সবমাত্র চিন্তা করিলেন যে, তিনি একবার আসিলে স্বচক্ষে পুত্রকন্টার দুর্দশা দেখিয়া যাইতে পারিবেন; তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে একটু দয়া হইতে পারে। পুত্র কন্যারও একটা সছপায় হইতে পারিবে।

হরিশ্চন্দ্র মণিঅর্ডার প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে গয়াধামে পৌঁছিলেন। সরমার

মুখের উপর একটু আনন্দের জ্যোতি প্রতিকলিত হইল; মেঘাবৃত আকাশে যেন দিবাকরের প্রথর রশ্মি কুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু হতভাগিনী জানেন না যে কণেকের হাসি কণেকে বিলীন হইয়া যাইবে। পুরণ আজ পিতাকে দেখিয়া আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গয়া পৌঁছিবার দুই ঘণ্টা পর হইতেই হরিশ্চন্দ্রের ভেদবর্মি আবৃত্ত হয়; তিনি যশোব হইতেই কলেবার বিষ লইয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সরমা শবীর পাত করিয়া এবং অগণিত যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াও স্বামীকে যমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। হতভাগিনী শবীরেও ওলাউঠা বিষ সংক্রামিত হইল; তিনিও পুত্রকন্টাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পতির অঙ্গুগমন করিলেন। ইহার পর মহিমাভাগো যাত্রা ঘটয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই অবগত হইয়াছি।

সুবেশ ফলমূল আহাব করিলে পর, মতিমা তাঁহাকে লইয়া হরেশ্বর বাণাজীব গুহার গমন করিলেন।

“সন্ন্যাসি-আশীষে সিদ্ধ হবে মনোরথ,
হেন আশা পোষি হৃদে চলেন সুবেশ।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরণীচরণ হাজরা।

অধম বাঙ্গালী ।*

(১)

কর বঙ্গবাসিগণ প্রতিজ্ঞা পালন ।
চারিদিকে এ কাহাণী
কবেছে পাঠারা পাড়া,
বঙ্গ হ'তে দেশী বস্তু করিতে বর্জন ?
এই বেলা কর সবে প্রতিজ্ঞা পালন ।

(২)

সবে জানে বঙ্গবাসী চর্তুল অলস ;
ডাল খায়, ভাত খায়,
গৃহ সোণে নিদ্রা যায়,
বঙ্গবান্দনো কভু নাহি হয় বশ ।

(৩)

এক মুখে শত বার শত কথা কয় ;
করিছে প্রতিজ্ঞা বড়,
মুহুর্তে ভাঙ্গিতে দড়.
বাঙ্গালীর পেটে কথা থাকিবার নয় ।

(৪)

এই বার এই বার বঙ্গবাসিগণ !
দেখাও বীরের মত
জন্মের বল যত,
করিয়া ভীষ্মের ছায় প্রতিজ্ঞা পালন ।

(৫)

বিষ গুলি ত্যজিয়াছ বিদেশী জিনিস,
দেখিও কাহাবো ভয়ে
আবার ভুলিয়ে নিয়ে
মাখিও না অঙ্গে আর পরিত্যক্ত বিষ ।

(৬)

প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছ ধর্ম সাফী করি—
“বিদেশী জিনিস আর
করিব না ব্যবহার,”
এখন ভুলিলে তাহা কর্তব্য পাসরি ?

(৭)

ভয়ানক কুগংবাদ শুনি ক্ষণে ক্ষণে,
তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলি,
বিদেশী জিনিসগুলি,
কিনিতেছ সস্তা বলি প্রফুল্লবদনে ।

(৮)

ছিছি ! বঙ্গবাসী ধিক্ পশুর অধম ;
পর-পদে অবনত,
জীবনে মরার মত,
বল শক্তি নাই, নাই সরম ভরম ।

(৯)

এমন কর্তব্য-হীন জড়ের মুরতি—
হীন জাতি কোথা নাই,
তাই বড় ভয় পাই—
খণ্ডন বা নাহি হয় মায়ের দুর্গতি ।

(১০)

হায় ! যদি আট কোটি বঙ্গমুত-দল
বিদেশী জিনিস আর,
না করিত ব্যবহার,
বঙ্গোদ্ধার আশা প্রাণে হইত প্রবল ।

* বঙ্গবাসিগণ শত্ৰু বলিয়া পুনরায় বিলাতী জিনিস কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে এই কবিতা লিখিত ।

(১১)

হায়! কুসংস্থানগণ একত্র হইয়া

মাঝের বন্ধন দড়ি

দিগ আরো দৃঢ় করি,

সুগভীর পক্ষে মাতা পড়িল ডুবিয়া।

(১২)

হায়রে কর্তব্যভ্রষ্ট অধম বাঙ্গালী!

এহ না সে দিন সবে

বন্দে মাতরম্ রবে

বন্দিয়াছ মায়ে স্বর্গাদাপ শ্রেষ্ঠ বলি?

(১৩)

ওহে ছাত্রগণ! কোথা তোমাদের পণ?

বর্ষণবিহীন তাই,

গর্জন শুনিতে পাই,

অনেকেই করিতেছ প্রতিক্রা লজ্বন।

(১৪)

প্রতিক্রা-লজ্বন পাপ বড় সুকঠিন,

এই পাঁপে জর জর

হলে সব নারী নয়—

হতভাগা দেশবাসী শ্রীহীন মলিন।

(১৫)

হায়! মা জননি বঙ্গ ভগ্ন অঙ্গ নিয়ে

কাটিবে জীবন তোর,

ছুঃখের না হবে ওর,

বাঙ্গালী নীরবে রবে আসামী মাজিয়ে?

(১৬)

বৃথা পুত্র ধরি গর্ভে পুত্রবতী নাম

ধারিয়াছ বঙ্গভূম,

দাসহ-শৃঙ্গল চাম,

কারাবাসে চিরকাল লভিবে বিশ্রাম।

(১৭)

অধম বাঙ্গালী হও এখনো জাগ্রত,

কালানিদ্রা পারহরি

জাগ জাগ স্বরা করি,

প্রাণপণে সাধ সবে দেশ-হত-ব্রত।

শ্রীঅম্বুজানন্দরী দাস গুপ্ত।

ডাক্তার বার্ণাডো।*

একজন পরোপকারী মহৎ ব্যক্তির
মৃত্যুতে ইংলণ্ডের—বিশেষতঃ লণ্ডন
সহরের সর্ব শ্রেণীর লোককে শোকাচ্ছন্ন
করিয়াছে। নিরাশ্রয় বাগক বালিকা-
দিগের আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার বার্ণাডো
বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে পর-
লোক গমন করিয়াছেন।

ডাক্তার বার্ণাডোর জীবনী আলোচনা

করিতে হইলে ৪০ বৎসর পূর্বে লণ্ডন
নগরের রাজপথের অবস্থা কিরূপ ছিল,
তাহা উল্লেখ করা আবশ্যিক। সেই সময়ে
প্রধান প্রধান রাজপথে অনশনে শীর্ণ-
দেহ, ছিয়-বস্ত্রশরিত, নগ্নপদে পিতৃ-
মাতৃহীন নিরাশ্রয় বাগক বালিকাগণ
দিয়াশালাই বাগ ও অজ্ঞান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
দ্রব্য ফেরী করিয়া বেড়াইত। লণ্ডন

* ডাক্তার মহিলা সমিতির জনৈক মহিলাকর্তৃক লিখিত।

নগরের রাজপথে, পাঁচ বৎসর এবং তদুর্দ্ধ-
বয়স্ক, এইরূপ শত শত বালক বালিকাকে
অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় ভ্রমণ করিতে
দেখা বাটত। লণ্ডনের এই শোচনীয়
অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হইলেও,
ডাক্তার বার্গান্ডোর আজীবন চেষ্টার
ফলে, অনেক পরিমাণে যে ইহা দূরীভূত
হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। তিনি
সাহস, অধ্যবসায়, ও উৎসাহের গুণে
নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের জীবিকার
সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং
তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অপর
ব্যক্তিরও এই কার্যে সহায়তা করিয়া-
ছিলেন।

ডাক্তার বার্গান্ডোর কার্যের সূচনা
অতি বিষয়কর। যুবা বয়সে চিকিৎসা-
শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া চীন দেশে
চিকিৎসকরূপে ধর্ম প্রচার করিবেন, এই
তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। লণ্ডনের কোনও
প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে অধ্যয়নকালে, তিনি
সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যার সময়, রাজ-
পথ হইতে আশ্রয়হীন বালকদিগকে,
কোনও পরিত্যক্ত গাধার আস্তানলে
একত্র করিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন। এক
দিন উপদেশান্তে, একটা বালক ঐ
আস্তানলেই সেই শীতকালের রাত্রি
বাপদের নিমিত্ত তাঁহার নিকট অনুমতি
প্রার্থনা করিল। বালকের এই প্রার্থনায়
বার্গান্ডো আশ্চর্য হইলেন এবং প্রসন্ন
করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই দশ
বৎসরের বালক নিরাশ্রয়। প্রথমতঃ

বালকের বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিদ্যাগ-
যোগ্য মনে হয় নাই। তিনি জানিতেন,
লণ্ডন নগরে অনেক হীনাবস্থাপন্ন বাগক
বালিকা আছে, কিন্তু একেবারে এইরূপ
গৃহশূন্য ও অভিভাবকশূন্য যে কেহ
আছে, তাহা তিনি জানিতেন না।
সুতরাং তিনি বালককে পুনঃ পুনঃ প্রস্ন
করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে জানিতে
পারিলেন যে, তাহার জ্ঞায় অসহায়
নিরাশ্রয় আরও শত শত বালক লণ্ডন
সহরে আছে। বালকের বৃত্তান্ত কত দুঃ-
সত্য, ইহা স্থির করিবার জন্ত সহরের যে
সব স্থানে নিরাশ্রয় বাগকগণ দলবদ্ধ
হইয়া থাকিত, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত
হইলেন। ঐ বালকটাকে নিজগৃহে
লইয়া গিয়া আহার করাইলেন, এবং
রাত্রি বিপ্রহরে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া
সহরে বাহির হইলেন। সহরের নানা
স্থান ঘুরিয়া, অবশেষে এক অতি সঙ্কীর্ণ
অপরিচিত স্থানে গিয়া দেখিতে পাইলেন,
৯ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের কতক-
গুলি বালক এই শীতকালের রাত্রিতে
অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।
এই দৃশ্য দেখিয়া, তিনি তাঁহার পূর্ব
সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন,
এবং লণ্ডন সহরের নিরাশ্রয় বালকদিগের
উদ্ধারের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিতে মনঃস্থ
করিলেন।

কিছুদিন পরে, সাধারণের অবগতির
জন্ত এক প্রকাশ্য সভায়, উল্লিখিত
ঘটনাটা বিবৃত করিলেন, এবং তৎকালীন

সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হইল। উহা পাঠ করিয়া, পরহঃখকাতর, লর্ড স্মাকটস্‌বারী, ডাক্তার বার্গাডোর নিকট হইতে সমুদায় ঘটনা জানিবার জন্ত, তাঁহাকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিলেন, কিন্তু কেহ কেহ ইহা অতিরঞ্জিত মনে করিলেন। তাহাদের এইরূপ মতভেদ হওয়াতে, লর্ড স্মাকটস্‌বারী প্রস্তাব করিলেন যে ডাক্তার বার্গাডোর সহিত তাঁহারা সকলে স্বচক্ষে সহরের পূর্ষ-প্রাঙ্গণ (ইষ্ট এণ্ড) দেখিয়া আসিলে সকল সংশয় দূর হইবে। তাঁহারা প্রথমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, ডাক্তার বার্গাডো-বর্ণিত একটী বালকও দেখিতে পাইলেন না। পার্শ্বস্থ একজন পাহাণীওয়ালার পরামর্শ অনুসারে “অনাথ বালকদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ বিতরণ করা বাইবে” এই কথা প্রচাব কবিয়া দিলে, মছুরের মধ্যে তথায়, রায় ৭০টী বালক, কাষ্ঠনির্মিত পিপার ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া, রাস্তার আলোকস্তম্ভের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বচক্ষে বালক-দিগের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া লর্ড স্মাকটস্‌বারী ও অপর একজন সদাশয় ব্যক্তি, ডাক্তার বার্গাডোকে অর্থ দ্বারা, তাঁহার ব্রতসাধনের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে, ইষ্ট এণ্ডের মধ্যভাগে ২৫টী বালক আশ্রয় পাইতে

পারে, এইরূপ একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি অতি সামান্য ভাবে কাণ্ড আরম্ভ করিলেন। তিনি সহস্র আবশ্রুক সংস্কার-কাণ্ড সম্পন্ন করিয়া এই গৃহকে বাসোপযোগী করিলেন। অল্পকালের মধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, সেই গৃহে স্থানান্তর হইল। তখন তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নিকটবর্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহে আশ্রয় দিলেন।

৪০ বৎসরের মধ্যে ৬০,০০০ ঘাটি হাজার বালক বালিকা বার্গাডোর আশ্রমে স্থান পাইয়াছে। তাহারা যে কেবল তাঁহার আশ্রমে হ্রবস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা বীতিমত নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা লাভ করিয়া জনসমাজে যথাশক্তি নিজ নিজ কর্তব্যসাধনে সক্ষম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৬,৮০০ বালক ভিন্ন ভিন্ন ইংরাজ উপনিবেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করিতেছে এবং কেত কেত আশাতীতরূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ডাক্তার বার্গাডোর এই কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমরা অবগত হইতেছি, বেদারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ও শিক্ষার অভাবে যাহারা সমাজের অশেষ অহিত সাধন করিত, তাহারাষ্ট মজুয়া লাভ করিয়া সুখে জীবন কাটাতেছেন।

ঐহে, ল, বা।

* উল্লিখিত জীবনচরিতে আশ্রমের শিক্ষিতব্য কয়েকটি বিষয় গৃহরূপে নিবৃত্তি রাখিয়াছে। প্রথমতঃ আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে,

দ্বিগভ প্রাণী।



জন্তুদিগের শাবকসকলের রক্ষণ ও পালন
জন্য নিম্নোক্ত কত উপায় করিয়াছেন,

তাহা দেখিলে আশ্চর্য ও তাঁহার
করণায় অভিভূত হইতে হয়। পশু-

কর্তব্যের ও ইতর বিশেষ আছে। ডাঃ বার্গানো
প্রথমতঃ চীন দেশে যাইয়া চিকিৎসার বা ধর্ম
প্রচার সংকল্প হইল। তাহার এই সংকল্প পর-
হিতবশতঃ প্রবৃত্ত হইতে সমুদ্রত হইয়াছেন, সন্দেহ
নাই। কিন্তু গরে যখন স্বদেশেই সাতৃপিতৃ-
হীন নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের দুর্দশা
প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন পূর্ণ সংকল্প পরিত্যাগ
করিয়া ইহাদিগের দুর্দশা বিদূরিত করিবার জন্য
অগ্রসর হইলেন। এই দ্বিতীয় সংকল্পও পর-
হিতবশতঃ প্রণোদিত। কিন্তু দূরে কার্যক্ষেত্র অন্বেষণ
অপেক্ষা সমুখে ঈশ্বর যে কার্যক্ষেত্র উপস্থিত
করিয়াছেন, তাহাতে ষাটাই স্বাভাবিক, প্রত্যুত
তাহা পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছিত উপেক্ষা
করা হইত এবং তাহার ফলাফল কি হইত কে
জানেন? দুইটি কর্তব্যের মধ্যে একটি হির করাকে
মূলনীতির বখাওপ্রয়োগ (application of moral
principle) বলে। শুভবুদ্ধিবাদী ঈশ্বর এরূপ
বিষয়ে বিধানী সমুখাকে বুদ্ধিগার ক্ষমতা দেন।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ কর্তব্যার্থে হস্ত প্রদান
করিলে আপনার সুখ দুঃখের জন্ম পরচ
করিতে পারে না—তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া
নিষ্ঠাক্ষিত্তে কল্প করিবার যার। যাহার নিজের
সুখ দুঃখের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং যে
নিজের সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিতে পারে না,
সে কখনও কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবে না।

তৃতীয়তঃ কর্তব্য স্থিরীকৃত হইলে সে কর্তব্য
সম্পাদনের জন্য তাহার যথোপযুক্ত শক্তি আছে
কি না, সে হিসাব করিবার তাহার অবসর থাকে
না। সে একান্ত্রান্তে কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে।
“সামু বাহার সংকল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়” এই
বিশ্বাস সাক্ষ্য অথবা পরোক্ষভাবে তাহাকে শক্তি
প্রদান করিতে থাকে এবং বতই সেই কর্তব্য-
গণে সে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উত্তরোত্তর
তাহার কার্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।
এইরূপে সে পরিণামে কার্যে সিদ্ধি লাভ করে।

চ, কি, কুণারি।

মাতারা শাবকদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া ও বপাকালে প্রসব করিয়া নিষ্কৃতি পায় না। শাবকগণ বহুদিন বয়স্ক ও আত্ম-রক্ষণক্ষম না হয়, ততদিন অনেক জননীকে তাহাদিগের ভার বহিতে হয়। বিভালামাতারা মুখে করিয়া স্তন্যদানসকলকে বহন করে, মরণেই দেখিয়াছেন। বানরীরা শাবকদিগকে বুকে ধরিয়া এ গাছ হইতে ও গাছে লম্ফ দিয়া বেড়ায় এবং অবলীলাক্রমে আরোহণ ও অব-রোহণ কার্য সম্পন্ন করে। অনেক জন্তুমাতা সন্তানদিগকে মস্তকে বা পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে। কিছু স্থান-প্রসবের পর আর একটি বাহিরের গর্ভ-স্থলীতে সন্তান রক্ষা করা দ্বিগর্ভ প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এই উপায়ে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় :—(১) শাবকদের যে কিছু পোষণ প্রথম গর্ভে অবশিষ্ট থাকে, তাহা এখানে হয়; (২) তাহারা ইহার মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া এমন নিরাপদে থাকে যে, শত্রুর দৃষ্টিগোচর হয় না; (৩) ইহার মধ্যে থাকিয়া তাহারা সময় সময় শীতাতপ হইতে রক্ষা পায়; (৪) ইহার মধ্যে থাকিয়া মাতার কোলে বসিয়া তাহারা নানাস্থান ভ্রমণ করে; (৫) ইহা শাবকদের একটি ক্রীড়া, আরাম ও আয়োদের স্থান।

দ্বিগর্ভ প্রাণীর মধ্যে কান্দারু অতি প্রসিদ্ধ এবং তাহারই ছবি প্রথমে দেওয়া গেল। এক্ষণে জন্তুর অস্তিত্ব ইউরোপীয় জাতিদিগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ভূ-

প্রদক্ষিণকারী ক্যাপ্তেন কুক যখন জাহাজ সংস্কারার্থ অষ্ট্রেলিয়া, হীপের উত্তর পূর্ব অংশে অবস্থান করেন, তখন জাহাজ লোকে এই অপূর্ণ জন্তু দর্শন করিয়া চমৎকৃত হয়। ক্যাপ্তেনেব ভ্রমণবৃত্তান্তের ১৭৭০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে। “অন্ত যোর সাহেব বন্দুক হস্তে বাহির হন এবং যে জন্তুর বিষয়ে আমরা এত কৌতু-হলাক্রান্ত হইয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে তাহারই একটি বধ করেন। দেশীয় লোকেরা ইহাকে কান্দারু বোলে।” ক্যাপ্তেন কুক স্বদেশে ইহার চিত্র লইয়া আসেন। পণ্ডিত ফ্রান্স আমেরিকার আপোসম (opossum) জাতির সাহিত ইহার অধিক সৌমাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাব “স্তম্ভপায়-বৃত্তান্ত” পুস্তকে ইহাকে দ্বিগর্ভ শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া (*Didilphus gigantea*) “বৃহৎ দ্বিগর্ভ” নামে অভিহিত করেন। ১৭৯১ সালে ডাক্তার সা ইহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের দীর্ঘতা একটি বিশেষ লক্ষণ স্থির করিয়া ইহার নাম (*macropus*) দীর্ঘজাছু দেন, তদবধি ইহা (*macropus giganteus*) বৃহৎ-দীর্ঘজাছু এই নামে পরিচিত। পরে অল্পকালে দেখা যায়, কান্দারু জাতীয় অনেক জন্তু অষ্ট্রেলিয়া ও ইহাব সম্বন্ধিত দ্বীপসমূহে বাস করে।

কান্দারু জাতির পদ, দণ্ড ও অন্ত্যন্ত অঙ্গের গঠনের বৈলক্ষণ্যে দ্বিগর্ভ অন্যান্য প্রাণীহইতে ইহার পার্থক্য সহজে বুঝা যায়। ইহাদের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, বৃহৎ

মেঘ হইতে খরগোষের মত ক্ষুদ্র। শরীরের তুলনায় মস্তক ছোট এবং তাহা প্রদীপের মত স্থূলো। স্বক ও সম্মুখের পদদ্বয়ের বিকাশ অসম্পূর্ণ, এই জন্ত ইহার চারি পাশ চলিলে দেখিতে কিছুই ক্রিয়াকার। আহারের সময় এইরূপেই চলে। পশ্চাতের পদদ্বয় যেমন দীর্ঘ, তেমনি বলশালী। দ্রুত চলিতে হইলে ইহার লক্ষ দিয়া যায়, তখন হাতদ্বয় সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকে এবং পশ্চাতের লম্বা, দৃঢ় ও ক্রমশঃ ক্ষীণ লাঙ্গুল দ্বারা শরীরের ভারসাম্য রক্ষা পায়। লাফাইবার সময় লাঙ্গুল পশ্চাতে ভূমির সহিত সমান্তরাল থাকে। কান্দার বধন চলে না, তখন পশ্চাতের পদদ্বয় ও লাঙ্গুলে ভার দিয়া যেন জিপদের উপর বসিয়া থাকে; হাতা ছুঁই সম্মুখে ঝুঁকিতে থাকে এইরূপ আস্থানকালে তাহাদের দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তির কার্য্য ভালরূপে চলে এবং তাহার শরীর আগমন বুঝিতে পারিলে দীর্ঘ লক্ষ দিতে দিতে পলাইয়া যায়। প্রত্যেক হাতায় ৫টি অঙ্গুলী ও তাহাতে নখর আছে। পশ্চাতের গায়েব পাতার গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাতে ৪৮টি গম্বুী, বৃক্ষাঙ্গুষ্ঠ নাই এবং তাহা খুব লম্বা ও সরু। বস্তুতঃ তাহা নখর-বিশিষ্ট মোটা অঙ্গুলীর স্থায়; তাহার গাত্রে যে ছোট ছোট অঙ্গুলী, তদ্বারা গাত্র কণ্ডুয়ন মাত্র হয়, গতিক্রিয়ার সাহায্য হয় না।

কান্দার ছেদক দন্ত, খদন্ত, কসের কসের প্রায় দশ সর্পিওক ৩৪টি।

ছেদক দন্তদ্বারা ইহার খাদ্য তৃণশস্যাদি কর্তন করে এবং কসের দাঁতে চিবাইয়া খায়।

ইহাদের মেরুদণ্ড ২৮ খানি অস্থিদ্বারা নির্মিত, তন্মিহ দীর্ঘতালুসারে লাঙ্গুলে ২১ হইতে ২৫ খানি অস্থি থাকে। ইহাদের কণ্ঠহাড় ও হাতার নীচের হাড় দুখানি বেশ বিকাশপ্রাপ্ত, তদ্বারা হাতার সঞ্চালনক্রিয়া দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়। উদরগহ্বরে দ্বিতীয় গর্ভহরীর উপযোগী অস্থিকোষ আছে। জাহুর হাড় ছোট এবং পায়ের গোছার হাড় দুখানি লম্বা ও শক্ত।

উদর বৃহদাকৃতি এবং জটিলগঠন; মালুয়ের বৃহৎ অস্ত্রের স্থায় লম্বা লম্বা মাংসপেশী দ্বারা জড়িত। আহারনালী (Alimentary Canal) দীর্ঘ এবং উদরে চামড়া ভাঁজিয়া যে থলী নির্মিত হইয়াছে, তদ্বারা ৪টি স্থান পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত। শাবকসকল ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ আকারে জন্মে, এই জন্ত প্রসব মাত্র তাহাদিগকে এই দ্বিতীয় গর্ভে রাখিতে হয় এবং সেখানে তাহারা বর্দ্ধিত হয়। বড় কান্দার বাচ্চাও প্রসবকালে এক বুকলের অপেক্ষা বড় হয় না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গর্ভে গিয়া শাবক স্তন্যগ্রভাগে মুখ সংলগ্ন করিয়া থাকে এবং বিধাতার আশ্চর্য্য কোশলে এক দৃঢ় মাংসপেশীর পেষণে স্তন্যদ্বারা উদর-গহ্বরে পিচকারীর দ্বারা মত আসিয়া পড়ে। এই সময়ে তাহাদের শ্বাসযন্ত্র এমন পরিবর্তিত হয় যে, মুখ ও

কৰ্ঠনালী-নিবপেক্ষ হইয়া বাহিরের বাতাসের সহিত তাহার যোগ থাকে। ইহাতে কৰ্ঠনালীতে হৃৎক বাইবার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার বিপদ ঘটে না। অক্ল, অনাবৃতদেহ এবং নিরাশ্রয় শাবকেরা এইরূপ আশ্চর্য্য কোণলে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। শাবকেরা যখন বড় হইয়া চলিতে ও খাইতে শিখে, তখনও সময় সময় এই দ্বিতীয় মাতৃগর্ভ তাহাদের আশ্রয়স্থান হয়।

কান্দারু উদ্ভিদ-ভোজী—তৃণ ও সর্ব-প্রকার শাকসবজী খায়, ক্ষুদ্র জাতি মূখ ভক্ষণ করে। ইহার স্বভাবতঃ ভীক ও নিবীহ, কিন্তু বৃহৎ জাতীয়েরা উৎপীড়িত হইলে আশ্রয়ার্থ যুক্ত করে। তাহার একটা কুকুবকে সম্মুখের হাতাধারা জড়াইয়া পার ধারাল নথরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে পারে। এই সংগ্রামকালে ইহার বৃহৎ লাজুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়। অষ্ট্রেলিয়া, টাসমানিয়া প্রভৃতি দ্বীপে হরিণ জাতির অভাব, কিন্তু কান্দারু দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে। নিউগিনি দ্বীপেও ইহাদের কোন কোন জাতি দেখা যায়, কিন্তু তদুর্দ্ধে আর দৃষ্ট হয় না। আজি কালি অষ্ট্রেলিয়ায় পশুপালন জন্য ঘাসের বড় প্রয়োজন। কান্দারু বাস খাইয়া ফেলে বলিয়া লোকে তাহাদিগকে মারিতেছে, তথাপি কোন কোন স্থানে তাহাদের বংশবৃদ্ধি দেখা যায়।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে পাটা-গোনিয়া পর্যন্ত বিগর্ভ জাতীয় পশু

দেখা যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। ইহাদের পশ্চাৎ পদের পক্ষ অঙ্গুলি সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত এবং দন্ত-সংখ্যা ৫০টা পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সাধাবণ নাম অপোসম। ইহারা ক্ষুদ্র-কৃতি জন্তু, ঠোঁট বড় হইতে বড় বিভাণেব আকাবের দেখা যায়। নাসিকা, কর্ণ ও লাজুল দীর্ঘ। লাজুল এত দীর্ঘ হয় যে, তাহা দ্বারা বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাদি জড়াইয়া ধরিতে পারে। পশ্চাৎ গদে পক্ষাঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী অত্র অঙ্গুলীগুলির বিপনীতে থাকিতে তাহা দ্বারা হস্তের কার্য্য হয়। পার আঙ্গুলে নথ বা নথর নাই, তাহা গদির ভায়, ইহাতে বৃক্ষারোহণ কার্য্যের সুবিধা হয়। সম্মুখের পদদ্বয়ের অঙ্গুলীতে ধারাল নথর আছে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী তত বিপরীত নয়। ইহার কীটভুক্। ইহাদের নহ দন্ত ও তাহা তীক্ষ্ণপ্রা থাকতে শীঘ্র কীট সকল ধরিয়া মারিয়া ফেলে।

অপোসমদের দুই প্রধান জাতি—(১) ডিডেলফিস ও (২) যাপক। শেযোক-দের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাহাদের পদাঙ্গুলী হংসের পায়ের মত চামড়া দিয়া বোড়া এবং গায় কাটবিড়ালীর মত ডোরা ডোবা দাগ। ইহার জলচর; মংস্ত্র চিংড়ী প্রভৃতি ধরিয়া খায়। গোয়াটিনালা হইতে ব্রেজিল পর্যন্ত ইহাদের বাস ও বিচরণ-স্থান।

ডিডেলফিস জাতির অনেক উপজাতি আছে, তন্মধ্যে বার্জিনীয় অপোসম অধিক প্রসিদ্ধ। বার্জিনীয়া ও লম-মণ্ডলের

অজ্ঞাত দেশে ইহাদিগকে সচরাচর দেখা যায়। নগরে রাত্রিকালে ইহারা মলা পরিকারের কার্য করে এবং দিনের বেলা ঘরের ছাদ বা নর্দমায় লুকাইয়া থাকে। বসন্তকালে একবারে ৬টি হইতে ১৬টি বাচ্চা হয়। প্রসবাস্ত কাম্বার-ছানার

জায় ইহারাও মাতার দ্বিতীয় গর্ভে দুই সপ্তাহ বা ততোধিক কাল থাকে, তাহাতেই শরীরের বিকাশ ও পুষ্টিবর্জন হয়। আর এক জাতির নাম কর্কটভুক, তাহারা কঁকড়া ধরিয়া খায়।



উপরে যে অপোসমেয় ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই দ্বিতীয় জাতির এক উপজাতি। ইহাদের নাম মেটাক্রিস অপোসম এবং ইহারা আমেরিকার উষ্ণ-প্রধান স্থানে বাস করে। ইহাদের আকৃতি মধ্যম; লোম খাট ও ঘন; লাল্লুল সুদীর্ঘ, রোমহীন ও অসম্মুত। ইহাদের সম্ভান বহনের দ্বিতীয় গর্ভস্থলী নাই, বিধাতা এই জন্য তাহার অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের শাবকেরা মাতার পৃষ্ঠে চড়িয়া যায়। এই কার্য সুন্দর-রূপে সংসাধন জন্য শাবকদের দীর্ঘ লাল্লুল মাতার লাল্লুলে জড়াইয়া লয়,

তাহাতে তাহাদের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। উপরের ছবিতে দেখ কতগুলি ছানা পাঠ লইয়া মাতা দৌড়িতেছে। লর্ড ডার্বিন নামে এই জাতিকে ডার্বিয়ান অপোসমও বলে।

মেক্সিকো হইতে ব্রজিল পর্যন্ত এক শ্রেণীর অপোসম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকৃতি ইন্দুরের মত, কিন্তু রঙ গাঢ় লাল। ইহাদের মধ্যে ত্রি-রেখাক্ত এক শ্রেণী আছে, তাহাদের রঙ লালচে, এবং গায় তিনটি সুস্পষ্ট কাল রেখা। ইহাদের লাল্লুল ছোট এবং লোমশ।

প্রার্থনা।

শীঘ্র! প্রমোহমদিরামতিনির্ভরেণ
 যগ্নং বিশ্বর্গিতমতিং নরকার্ণবে মাং।
 হে নাথ! হে পতিতপাবন! দীনবন্ধো!
 আরেত কো যদি ন পাপিনি তে কৃপা স্যাৎ ॥১॥
 মোহ-মদিরা আকর্ষ পান করিয়া আমি
 উদ্ভ্রাণ্ণচিহ্ন এবং নরক-সাগরে নিমগ্ন।
 হে নাথ! হে পতিতপাবন! হে দীনবন্ধু!
 এ পাপিষ্ঠে যদি তোমার দয়া না হয়,
 তবে আমাকে কে জ্ঞাণ করিবে? ১।
 হে নাথ! শৌনিককরেণ পশুং যৈথন
 কামাদিত্তির্দ্বিনিশং বত ভিধ্যমানম্।
 প্রেমামুভৈর্দ্বিনি জীবরসে মৃতং নাং
 ব্যর্থং তদা পতিতপাবন-নাম ধ্বংসে ॥২॥
 কসাই যেমন পশু-দেহকে খণ্ড খণ্ড
 করে, কামাদি রিপুৱা তেমনি আমাকে
 অহোৱাজ্জ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। হে
 নাথ! যদি এ মৃত সস্থানকে অমৃতদানে
 জীবিত না কর, তবে তুমি 'পতিতপাবন'
 নাম বৃথাই ধারণ কর। ২।

ব্যালী স্ত্রীকপারলা সরলেন কাষ্ঠা
 কণ্ঠে ধৃত্য বস্ত্র মদ্য পরমাদরেণ।
 তদংশনাম্ভনতি মে সত্বলোহস্তরায়া
 হে দেব হে পতিতপাবন! রক্ষ রক্ষ ॥৩॥

স্ত্রীকপারলা কালসর্পীকে (১) আমি
 সরলা কাষ্ঠ্য ভাবিয়া পরমাদরে কণ্ঠে
 ধারণ করিয়াছি। তাহার দংশনে আমার
 সমস্ত অস্তরাঙ্গা অলিতেছে। হে দেব!
 হে পতিতপাবন! রক্ষ রক্ষ। ৩।

(১) 'স্ত্রীকপারলা কালসর্পী'—দ্বিষ্টাময়ী সংহার-
 মারী।

আদায় পূর্ববতিমোহনরূপরাশিঃ
 হৈষ্টশ্চ মাং কণ্টকাব্যশ্চৈতঃ প্রলোভ্য।
 প্রক্ষিপ্য কালবদনেহদা তুমাশিণী
 নৃত্যতাহো বিকটদন্তকরালহাস্য ॥৪॥
 কুহকিনী তৃষ্ণা-পিণাটী প্রথমে সমোহন
 রূপরাশি ধারণ করিয়া আমার কাছে
 আসিল; সেই সেই শত শত মায়াজালে
 আমাকে প্রলোভিত করিল। অহো!
 সে আজ আমাকে কৃতান্ত-মুখে নিক্ষেপ
 করিয়া, ঐ দেখ! করাল দন্ত বাহির
 করিয়া বিকট হাস্য করিতেছে। ৪।
 ওতুঃ প্রধাবতি বথাসিধমেব ভূমঃ
 সম্ভাড়িতোহপি স্তুভুগং শতগং প্রহরৈঃ।
 শোকপ্রহারশতজর্জরিতোহপি ভূমঃ
 কামেশু সজ্জতি মতিবদ কা গতিমে ॥৫॥
 বিড়াল যেমন বারবার নিদারুণ প্রহার
 খাইয়াও, সেই উচ্ছিষ্ট আমিষেই ধাবিত
 হয়, তেমনি শত শত শোক-প্রহারে
 জর্জরিত হইয়াও এই পাপ মন সেই
 বিষয়-রসেই ধাবিত হইতেছে। হে
 নাথ! বল! আমার কি গতি হইবে? ৫।

কুর্করংস্তন সবা পরমার্থবুদ্ধিং
 হালাহলাধিকবিষজলিতোহস্মি নাথ।
 উদ্রালয়াম্য নরনং পরমার্থদশি
 দুঃখানলস্য সকলস্য নিবারি নারি ॥৬॥

হে নাথ! এতদিন অপদার্থকেই
 পরমার্থ ভাবিয়া এক্ষণে বে বিবানলে
 অলিতেছি, তাহার নিকট কালকূটের
 জ্বালাও তুচ্ছ। বাহাতে পরমার্থ-দর্শন
 হয়, এবং বাহা সকল দুঃখানলের শাস্তি-

বারি, আমার সেই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন
কর । ৬।

যত্নে ধাবতি বিভো ! পথি পাতকানাং
মোহেন জীবনবহো বিবশীকৃতাত্মা ।
শ্রম্ণা প্রসারিতকরঃ খলু তস্য মুক্তো
তৎপৃষ্ঠতত্ত্বমপি ধাবসি গুঢ়রূপঃ ॥ ৭ ॥

হে বিভো ! মোহবশে বিবশ হইয়া যে
জীব যখনি পাণ-পথে ধাবিত হয়, তুমিও
তখনি প্রেমভরে বাহু প্রসারিত করিয়া
তাহার মুক্তির জন্য গুঢ়ভাবে পশ্চাৎ গমন
কর । ৭।

মোহোহধিকোহধমমুতে স্বতএব মাতুঃ
বক্তোহধিকশ্চ ত্বিবজোহধিকপীড়িতোহু ।
মাতা ত্বমেব জগতাং চ মহেশ ! বৈদ্যাঃ
সর্বাধমাতুরমৃতং কিমিমং জহাসি ॥ ৮ ॥

মার মেহ, অধম পুত্রেই স্বভাবতঃ
অধিক ; বৈজ্ঞের যত্ন অধিক পীড়িতেই
স্বভাবতঃ অধিক । হে মহেশ ! তুমিই
ব্রহ্মাণ্ডের মাতা, তুমিই বৈদ্য । আমি
সর্বাপেক্ষা অধম ও সর্বাপেক্ষা পীড়িত ;
এ সন্তানকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ ? । ৮।

সর্বাং দিগু সত্যং করুণা তবৈব
দেবীপাতে নতসি নতমিবোদুরাজিঃ ।
পশ্যামি হস্ত ন তথাপি নিবেকমুচঃ
তো বাত্তি পাতকিতমে তু ব মাদৃশোহস্তঃ ॥ ৯ ॥

নৈশ আকাশে তারকাপুঞ্জের জ্ঞান,
সর্বত্র সকল দিকেই তোমারি করুণা
নিয়ত দেদীপ্যমান ; হায় ! তথাপি এ
মোহাক্ষ পামর তাহা দেখিতে পায় না ।
অহো ! জগতে মাদৃশ অধমতম পাতকী
আর কে আছে ? । ৯।

সংসেবতামখিলতীর্থমশেষশাস্ত্রং
লোকঃ শৃণোতু সকলান্শ্চ গুরূপদেশান্ ।
ভাবৎ স মুচ্যতম এব ভবে চিদাস্তান্ ।
ধাবন্ত তে পততি তত্র কৃপাকটাক্ষঃ ॥ ১০ ॥

লোক, সমস্ত তীর্থই সেবা করুক ;
অশেষ শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক ; যেখানে
যত গুরু আছে, সকলেরি উপদেশ শ্রবণ
করুক ; হে চৈতন্যময় ! যতক্ষণ তাহার
উপর তোমার কৃপাদৃষ্টি না পড়ে, ততক্ষণ
এ সংসারে সে মুচ্যতমই থাকে । ১০।

ধন্তে মরুঃ সুরবনীরমণীরশোভাং
দক্ষদ্রমোহপি ফলপল্লবপুপলক্ষ্মীম্ ।
যস্মিন্ নিপাতয়সি দৃষ্টিমচিৎস্যাক্তে !
কিং তস্য দুলভমহো ভুবনয়রেহপি ॥ ১১ ॥

হে অচিন্ত্য-শক্তিশালিন ! তোমার
কটাক্ষমাঝে মরুভূমিও নন্দনকাননের
শোভা ধারণ করে, দক্ষ তরুও ফল-পুপ-
পল্লবে সুরশোভিত হয় । তুমি যাহার উপর
কৃপাদৃষ্টি কর, ত্রিভুবনে তাহার দুলভ
কি আছে ? । ১১।

লক্ষ্যসি তে প্রতিপদং করুণামজস্রং
মুঢ়াধমাদমত্তমেন ময়া ন বুদ্ধম্ ।
ন প্রেমগলাদমভাবিতবাণি নাম
তৎ পচাতে মম তুঘজলনেহস্তরাক্ষা ॥ ১২ ॥

হে ঈশ্বর ! মুঢ়াধমগণের মধ্যে আমি
অধমতম মুঢ় ; পদে-পদে অজস্র ধারার
তোমার করুণা লাভ করিয়াও, তাহা
বুঝিতে পারি নাই ; প্রেমভরে গলাদ
যরে তোমার নাম করি নাই ; তাই
আজি আমার অন্তরাত্মা তুবানলে দগ্ধ
হইতেছে । ১২।

যদ্বং তমোময়মবৈমি ভবেহতিমুদ্রো
 দুঃখান্নকং যদন্তঃ প্রতিভাতি যজ্ঞ।
 জ্যোতির্ময়ঃ সুখময়ঃ চ শিবাশ্রকং চ
 তং সমমন্তু কৃপয়া তব জীবনকো। ১৩০

মহামোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া আমি যাহা
 কিছু তমোময়, দুঃখময় ও অমঙ্গলময়
 দেখিতেছি, হে জীবনকো! তোমারি
 কৃপায়, আমার নিকট সে সকল জ্যোতি-
 র্ময়—সুখময়—মঙ্গলময় হউক ১৩। ৷

সংপ্রাপ্তানন্তদিগন্তরালং

দমুচ্ছলং প্রেমসহস্রধারম্।

দীপ্তঃ জগদ্ব্যাপি নিভো! স্বরূপম্

অন্ধার মে দগর দর্শয় তম্ ১১৪

হে বিভো! অনন্ত দিগ্দিগন্তের সমস্ত
 পরিসর, যাহাব মহিমায় প্রাবিত; যাহা
 হইতে সহস্র সহস্র প্রেম-ধারা উচ্ছলিত;
 তোমার সেই বিশ্বব্যাপী জাজ্বল্যমান
 স্বরূপ, এ অন্ধকে দেখাও—দেখাও! ১৪

তন্তেজসা কুরু মুমুর্ষু মিমঃ প্রদীপ্তঃ

ভদ্রীভবন্ত দুঃখিতাপালানি ভূমন্।

আত্মা জরামরণতাপবিমুক্ত এবঃ

তথ্যেব সংস্রজ্জ নিত্যমনন্তশান্তে! ১৫

হে ভূমন্! এই মুমুর্ষু সন্তানকে
 তোমার তেজে প্রদীপ্ত কর। সেই তেজে
 আমার সমস্ত পাপ তাপ ভস্মীভূত হউক।
 এ আত্মা, জরামরণাদি সমস্ত তাপ হইতে
 বিমুক্ত হইয়া, অনন্তকাল তোমাতেই
 সংলগ্ন হউক। ১৫।

অদ্বৈতমৈত্রদৃঢ়পাশনিবন্ধচিত্তো

নির্ভুতবৈরকলুষামরভীতিশোকঃ।

আনন্দশান্তিনিরয়োহস্ত সমন্তলোকে

হংহো কৃপামৃতনিবে। কৃপয়া তবৈব ১৬

হে কৃপামৃতসাগর! তোমাব কৃপায়
 এ জগতের বিবাদ, বিসংবাদ, পাপ,
 বাধি, ভয়, শোক নির্মূল হউক।
 অদ্বৈত অক্ষয় প্রেম-স্বত্রে দৃঢ়বন্ধ হইয়া,
 সমস্ত জীবলোক আনন্দময় শান্তিময়
 হউক। ১৬।

অহো! কৃপা তে মরি ঘোরপাশে

কৃপাক্ষমাযোগ্যানরাধমেহপি।

স্রবামি যং ত্বাং গলদশ্রুনেত্রঃ

কৃপাময়! ত্বং পটেরব নুনম্ ১৭

আমি ঘোর পাপী, কৃপার ও ক্ষমার
 অযোগ্য নরাধম আমি। অহো! তথাপি
 আমার প্রতি তোমার কি কৃপা! আমি
 যে আজি গলদশ্রুনেত্রে তোমাকে স্রবণ
 করিতেছি, হে কৃপাময়! এ শুধু তোমারি
 কৃপায়। ১৭।

স্বকল্পচিত্তাজনিতো মমারঃ

তীব্রোহুতাপো যদ্বদতি চিত্তে।

আর্তো মমাত্মা ভগ্নি চোন্মুখো যৎ

ন কিং বিভো! সা কল্পণা তবৈব ১৮

হে বিভো! স্বকৃত কর্ম সকল চিন্তা
 করিয়া আমার হৃদয় যে আজি তীব্র
 অহুতাপে দগ্ধ, আমার আত্মা ব্যাকুল
 হইয়া যে এক্ষণে তোমাতেই উন্মুখ, ইহা
 কি তোমারি করুণা নহে? ১৮।

সিদ্ধাজনং মোহনির্মীলিতানং

সিদ্ধৌষধং সপ্ননিধাময়ানাম্।

সজীবনং পাপবিষৈবৃত্তানং

মাত্তারকত্রক পুণ্যত্ব নাম ১৯

মোহাক্ষয়নের যাহা সিদ্ধাজন, সর্ব
 রোগের যাহা সিদ্ধৌষধ, পাপ-বিষে মৃত
 জীবগণের যাহা সজীবনী হুধা, তোমার

সেই 'তারকব্রহ্ম' নাম আমাকে পবিত্র
করুক। ১২।

ভব জগদ্র! নিমগ্নঃ সচ্চিদানন্দসিঞ্চৌ
জপ জপ রসনে। ৩ঃ তারকব্রহ্ম নাম।
শরণমশরণানাং পাপতাপাহতানাং
সকলকুণলসিঞ্চঃ দীনবন্ধুঃ বিনা কঃ ৥২০॥

হে জগদ্র! তুমি সচ্চিদানন্দ-সাগরে
নিমগ্ন হও; হে রসনা! 'তারকব্রহ্ম'
নাম অবিরাম জপ কর। অশেষ-মঙ্গল-
সিঞ্চু সেই দীনবন্ধু বিনা পাপতাপাহত
গতিহীনগণের গতি কে আছে? ১২।

“হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা”

স্ত্রীলোক কর্তৃক আঙ্গুরের আবাদ।

ড্রাক্সা সংস্কৃত শব্দ; ইসলামীর ভাষায়
ইহার নাম আঙ্গুর, হিন্দিতে ইহাকে দাখু
বলে। ইংলণ্ডের লোকেরা ইহাকে
(Grapes) গ্রেপস্ বলে। যে লতার
আঙ্গুর ফল জন্মে, তাহার ইংরাজী নাম
বাইন্। পৃথিবীর নানা স্থানে প্রায় ৫১
প্রকার ড্রাক্সা দেখিতে পাওয়া যায়।
ইহা আসিয়া দেশের ফল, অত্যন্ত প্রাচীন-
কাল হইতে এই ফল প্রচলিত হইয়াছে।
খৃঃ পূঃ চারি সহস্র পঞ্চাশৎ বৎসরের
পূর্ববর্তী সময়ের গ্রন্থেও ড্রাক্সা ফলের
উল্লেখ আছে। ইহুদীদিগের পালেস্তাইন
দেশের ড্রাক্সা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুবাহু,
উপকারী ও উৎকৃষ্ট। তাহার পরে আরব
দেশের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।
পারস্ত, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও
মরক্কোদেশের আঙ্গুর মন্দ নয়। ইউরোপের
পর্টুগাল, স্পেন, অষ্ট্রিয়া ও উক্তুর তুরস্ক
এই কয়েক স্থানের ড্রাক্সা দেখিতে সুন্দর
এবং আকর্ষণে তৃপ্তিকর। ইংলণ্ডের
হামবর্ণের আঙ্গুর আকারে ক্ষুদ্র হইলেও

অত্যন্ত রসাল এবং সুবাহু। ড্রাক্সা
ফল আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে আঙ্গুর,
কিস্মিশ, মনাক্সা, মস্কট, মিরাস, নেয়াজ,
ব্লাকগ্রেপ, বাইনগ্রেপ প্রভৃতি আখ্যায়
অভিহিত হইয়া থাকে।

অতি পুরাতন যুগ হইতে প্রবাদ আছে,
ড্রাক্সা লতার জন্মদাত্রী একজন স্ত্রীলোক।
এ স্থলে জন্মদাত্রী শব্দের অর্থ আবিষ্কার্ত্রী
বুঝায়। শুনা যায় ইনি আর্মেনিয়া-দেশীয়া
যুগতী; স্বামিসহ তুরস্কের অন্তর্গত পালে-
স্তাইনে বাস করিতেন। গহনবনের ভিতর
ইনিই সর্বপ্রথম আঙ্গুর আবিষ্কার করেন।
ইহার নাম দলহিনাম; গ্রীকেরা ইহাকে
ডেলোনিয়স্ कहিয়া থাকে। যাহাউক
অতি পুরাকাল হইতে পৃথিবীর প্রায়
অধিকাংশ স্থানে স্ত্রীলোকের হাতেই
আঙ্গুরের আবাদ সমর্পিত আছে। সমগ্র
আসিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া, পারস্ত,
তুরস্ক, মরক্কো, আরব, ইউরোপ প্রভৃতি
স্থানে পরিশ্রমপারায়ণা স্ত্রীলোকেরা
আঙ্গুরের আবাদ করে। হুংখের বিষয়

ভাবতবর্ষের ভূমি জাফার আবাদের
 জন্য কখনও প্রসিক্তি লাভ করে নাই।
 উদ্ভিদবিদেবা অজ্ঞান কবেন অশীতি
 বর্ষ পূর্বে এদেশে কেহ জাফা
 জন্মাইবার জ্ঞাত যত্ন করে নাই। কিন্তু
 অশীতি বৎসর পূর্বে এদেশে জাফার
 ব্যবহাৰ ছিল, তাহাৰ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া
 যায়। বেলুচিস্তান, কাফ্রীস্থান ও আফ-
 গানিস্তান হইতে ফলের আমদানী হইত।
 এখনও পঞ্জাবে আঙ্গুর জন্মে। রাওল-
 পিণ্ডি জেলা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত
 নানা স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে
 মাদ্রাজে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে, মধ্য-
 প্রদেশে, মধ্যভারতে এবং রাজপুতানায়
 আঙ্গুর দেখা যায় না। এই সকল স্থানে
 আবাদ আদৌ নাই, হুই এক স্থানে
 অতি বহু হুই চারিটি বাইন্ লতা জন্মিতে
 দেখা গিয়াছে। সম্ভ্রুতি বঙ্গদেশে ইহার
 আবাদের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আশা
 কবা যায়, এই নবীন উদ্ভদের উৎসাহি-
 গণ কৃতকার্য হইতে পারিবেন। কিন্তু
 বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে পুরুষা-
 লেকা সহজে আপন আপন গৃহপ্রাপ্ত
 সুন্দর সুন্দর জাফা গাছে সাজাইতে
 পাবেন। বর্তমান প্রস্তাবে তৎসম্বন্ধে
 কিছু আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা
 করি।

আমি পূর্বে লিখিয়াছি, বাইন্ বা জাফা
 লতার আঙ্গুর জন্মে। এই লতা অর্জাই-
 বার জন্য গৃহপ্রাপ্তদের যে কোন স্থান
 খনন করিয়া খুব নরম করিতে হয়,

আলগা মাটি না হইলে আঙ্গুরের লতা
 জন্মে না। মাটিতে বালুকা, প্রস্তর বা
 ইষ্টকচূর্ণ মিশ্রিত থাকিলে সে মাটি অবা-
 হার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। ঘরের দেওয়ালে
 বা বাবান্দার নীচে মাটি ভাল; বারান্দার
 বা প্রাচীরের নিম্নে কিম্বা ফটক অথবা
 দ্বারের নীচে জমি প্রস্তুত করিলে লতা
 জন্মিয়া ঐ স্থানের শোভা সম্পাদন
 করিতে পাবে। লতা জন্মিয়া উর্দ্ধে
 উঠিবার চেষ্টা করে, সুতরাং প্রাচীর
 বা স্তম্ভের প্রয়োজন, অথবা বংশনির্নির্মিত
 মঞ্চ আবশ্যক। জাফার বীজ এবং
 “কলম” প্রভৃতি হইতেই লতা জন্মিতে
 পাবে। বীজ প্রোথিত না করিয়া গোটা
 ফল পুতিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। প্রথম
 হইতেই দেখা উচিত স্বর্গ্যতাপে,
 উষ্ণ বায়ুতে অথবা কোন প্রকার
 অগ্নিতাপ ও অগ্নিবৃক্ষ যেন অঙ্গুর নষ্ট
 হইয়া না যায়। ফল না হওয়া পর্য্যন্ত
 এইরূপ যত্ন করিতে হয়। সময়ে সময়ে
 কীট দেখা দেয়, সুতরাং তদ্বিষয়েও
 সাবধান হওয়া আবশ্যক। বীজ, ফল বা
 “কলম” পুতিবার অনেক দিন পরে
 (অতি দীর্ঘ সময়ের পরে) আঙ্গুরের সূত্র-
 পাত হয়, সুতরাং ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা
 করিতে হয়। উত্তর শ্রীহট্টে (বিশেষতঃ
 আলিনগর স্থানে) ইংরাজেরা চেষ্টা করিয়া
 প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর জন্মাইতে সক্ষম
 হইয়াছেন। তাঁহারাও এই প্রথা অব-
 লম্বন করিয়াছিলেন। সাচেবদের মেয়েরা
 এজন্য বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া-

ছিলেন। আঙ্গুর লতার মূল অত্যন্ত শক্ত হয়, মূলের কাছে ছোট ছোট কদাকার ত্রণের মত বহুগাংখ্যক গ্রাসি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের অন্তর্গত লখিমপুরে নৈমরা যে কয়েক প্রকার আঙ্গুর-লতা জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাদের মূল পুতিয়া তাঁহারা নবীন লতা আর্জাইয়াছেন। বঙ্গদেশে বারুইগঞ্জ পানের যেকোন বুরুজ তৈয়ার করে, আঙ্গুরলতাব জন্ত সেইরূপ বুরুজ প্রস্তুত করিলে লতা শীঘ্রই বড় হয়। একটা লতা যদি রীতিমত বাড়িতে পায়, তাহা হইলে একটা লতাতেই একটা ছোট বন বা কুঞ্জ হইয়া যায়। একটা লতায় অগণ্য ফল ফলে। ফল পাকিয়া গেলে অথবা ব্যবহারযোগ্য হইলে কৃষকেরা লতা হইতে রস বা নির্গাস বাহির করে। আঙ্গুরের রসে যে মদিরা প্রস্তুত হয়, তাহাব সাধারণ নাম "পোর্ট"। এই মদিরায় লতার রসের

বিশেষ প্রয়োজন। পোর্ট মদিরায় আঙ্গুর অপেক্ষা সরস বাইন লতার নির্গাস অধিক পরিমাণে থাকে। লতার কাষ্ঠ নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়। লতার বিনিধ প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আঙ্গুর থাইতে সুগন্ধ, বলকারক, পাচক, স্নিগ্ধিকর, কটিকর, শোণিত-শোধক এবং বায়ুনাশক। পুষ্ক্যাপেক্ষা জ্বীলোকের পক্ষে আঙ্গুর অধিকতর হিতকারী। চিকিৎসকদিগের মতে ড্রাক্সা ফল অপেক্ষা ড্রাক্সারস অধিকতর উপকারে আইসে। ফল ব্যবহার যোগ্য হইলে যদি কেহ লতাকে রাখিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গোড়ায় জল দিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে মূলের মাটি আলগা করিয়া দিতে হয়। বড় কাঁচি দ্বারা মোটা মোটা শাখা-গুলি কাটিয়া দেওয়া আবশ্যিক। আঙ্গুর লতার ছোট ছোট ফুলগুলিও সুন্দর এবং সুগন্ধ। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাতারতী।

নবীন ভারতী ।

(১৮)

দেশের রাজা এক মুচীর স্ত্রীর প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহাব কুটীরে বাসায় করিতেন এবং মুচী গৃহ না থাকিলে রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া তথায় আশ্রিত ও কবিতেন। একদিন রাণে রাজা মুচীর গৃহে, মুচী হঠাৎ বিদেহ হইতে উপস্থিত। রাজা ভয়ে আড়ষ্ট। মুচীর পত্নী বুদ্ধিমতী ;

যে মাচায় শয়ন করিত, তাহার নীচে রাজাকে ঝোড়া চাপা দিয়া স্বামীর অভ্যর্থনা কবিল। সে গৃহকার্য করে আর মাঝে মাঝে মাচায় বসিয়া পা ধোলাইয়া ঝোড়া চাপে ও "কুর্ভা থাক থাক বলো।" মুচী জিজ্ঞাসা করায় বলিল "একটা কুর্ভা পুষিয়াছি," তাকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিতেছি।

মুচিনীর পদাধাতে ও সঘোষনে রাজার

(২০)

দুঃখ নাই, বরং তাহা মিষ্ট লাগিতেছে। তিনি সকল অপমান লাঞ্ছনা ধীরভাবে বহন করিতেছেন। সংসারাসক্ত মানুষের এই হৃদ্বংশ!; সে সংসার-গোতে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং সকল নীচতা ও অপমান লাঞ্ছনা অনাগ্রাসে সহ্য করে। রাজসিংহাসন যাহার স্থান এবং যাহার পদতলে রাজ্যের সম্রাট লোকেরা অবনত হইয়া আপনাদিগকে ধাত্ত মানে, তিনি কিনা মুচিনীর পদদলিত ও কুকূপ সঘোষনে অভিহিত হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। দিক্ সংসারাসক্তি! দিক্ পাপাসক্তি!!

(১৯)

চড়ুই পাখী নড়ুই চক্ষু এবং পাখী-মাবার হাতে সহজে ধরা দেয় না। কিন্তু ওস্তাদেব খেল—ওস্তাদ এক কড়ার ধুনা চড়াইয়া তাহা গলাইতেছে। চড়ুই ধুনার ধোঁয়ায় পড়িয়া যায় এবং ধুনার আটার তার পাখা জড়াইয়া গিয়া সে অচল অস্পন্দ হয়। তখন ওস্তাদ তাহাকে নামায়। চড়ুই অকষ্টপদ, নড়িতে চড়িতে পারে না, কেবল চোখ দুটি স্থির করিয়া মিট মিট কবিয়া চায়। সংসার নীড়ের চড়ুই পাখী মানুষ সহজে ধরা দেয় না, কিন্তু ওস্তাদ ঈশ্বরের কোশলে এইরূপ শক্তিসামর্থ্যহীন হইয়া তাঁহার হাতে ধরা পড়ে এবং মিট মিট করিয়া চাহিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করে—তিনি বা করেন।

বিবাহেব মহা ঘট পড়িয়াছে। চারি দিকে বাড়ী মাজান, বাদাভাণ্ড, আলোক-মালা এবং ভোজা ভোগ্য আয়োজনের ধুমধাম। কত লোক কত দেখিতেছে—শুনিতেছে—কত কান্ন কবিত্তেছে—কত ভোজন পান ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। এসকল বিবাহেব বহির্বিপাক, বাহিরের লোক ইহাতেই মত্ত ও মত্ত। কিন্তু বর কত্কা বাহাদেব বিবাহ, তাহাদের এ সকলের প্রতি লক্ষ্য নাই—কতক্ষণে তাহার উভয়ে একত্র হইবে, একত্র প্রেমালাপ ও হৃদয় বিনিময় করবে, তাহারই জন্ত বাকুল। আলোক নিকট হউক, কোলাহল থামিয়া যাউক, সব লোক যে যার স্থানে প্রস্থান করুক, তাহার নিবাসে দুই হৃদয়ে একহৃদয় ও দুই প্রাণে একপ্রাণ হইতে চায়। ধর্মোৎসবের বাহিরের আড়ম্বর এইরূপ বাহিরের লোক-দেব জন্ত, কিন্তু প্রেমিক গোপনে প্রাণেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে চান। মহা মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের সন্মিলন। দর্শনের, শ্রবণের ও ভোগের অনেক বস্তু সেখানে আছে এবং অধিকাংশ লোক তাহাতেই ব্যস্ত হইয়া “গোলে হবিবোল” দিতেছে। কিন্তু প্রকৃত ভগবন্তক ধর্মপাণ এক চিন্তা, এক লক্ষ্য, এক সাধনা—কিসে হৃদয়েশ্বরের দর্শন পাইবেন এবং হৃদয়সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া তাঁহার প্রেমে বিভার হইবেন ও তাঁহাকে সম্ভোগ

করিবেন। তাঁর প্রার্থনা—

প্রাণের মন্দিরে প্রাণসিংহাসনে,
প্রাণের রতনে বসিয়ে যতনে,
গোপনে আপনে সঁপি শ্রীচরণে,
প্রাণে প্রাণে এক হইব মিশে।

(২১)

আমার গাণ তপ্ত, কঠিন ও মলিন,
পবনাত্মা স্নানীতল, স্নকোমল ও স্ননির্মল।
এই দুই বিপরীত বস্তুর মিলন কিরূপে

সম্ভবে? কিন্তু ঈশ্বরের নামের এমন শক্তি
যে তাহাতে কঠিন প্রাণ গলিয়া গিয়া
অতি কোমল হয়, তাহাব জঞ্জাল সকল
বাহির হইয়া যায় এবং তাহা শীতল
হইয়া প্রাণেশ্বরকে স্পর্শ করিয়া সুখী হয়।
ভক্ত আপনাব প্রাণ গলাইয়া ঈশ্বর-চরণে
লয় হইয়া থাকিতে চান। তিনি কোমল,
মিষ্ট ও নির্মল প্রাণে হইয়া ভগবৎ-
চরণের সুখ উৎপাদন করিয়া সুখী
হইবেন, ভক্তের এই চির অভিলাষ।

জাপানের প্রাচীন রাজা ও রানী।

সাধু সম্রাট্ নিষ্টকুর আখ্যায়িকা
অতি সুন্দর। তিনি ৩১৩ হইতে ৩৯৯
খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮৬ বৎসরকাল রাজত্ব
করেন। সম্রাট্ বড়ই দয়ালু ছিলেন, প্রজা-
দিগের কষ্ট দেখিয়া ও বৎসবের স্নাত্ত সমুদায়
রাজস্ব মাপ করেন। উহাতে রাজ্যকায়
শূন্য হইয়া যায়। রাজা নানিওয়া (বর্ত্তমান
ওসাকা)নগরে বাস করিতেন। অর্থাভাবে
উহাব রাজপ্রাসাদের একপ ছববড়া হইল
যে রুটি হইলে ছাদ দিয়া জল পড়ে। রাজা
ও রাজ্ঞী উভয়েই পরিচ্ছদের ও সেইকপ
হীনাবস্থা এবং রাজসভাব জাঁকজমক
কিছুই রহিল না। কিন্তু কর্ত্তাব হইতে
অব্যাহতি পাইয়া প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি
বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাবা ইচ্ছা
পূর্ব্বক টাকা দিতে চাহিল, কিন্তু সম্রাট্
ধন্যবাদ দিয়া তাহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ

করিলেন। রাজ্ঞী জীজনোচিত তাগ-
নীক্যব যতদূর সাধ্য করিয়া আব সহ্য
করিতে পারেন না। এক বস্ত্র ক্রমাগত
তিন বৎসর পবিত্তেছেন, তাহা মলিন ও শত-
ছিদ্র হইয়াছে। তিনি এক দিন আহাবেব
সময়ে সম্রাট্কে অভিনয় বিনয় করিয়া
বলিলেন “আব যে সহ্য হয় না।” রাজা
তাঁহাকে হাত ধরিয়া ছিদ্র বহুল ছাদেব
উপর লইয়া গিয়া বলিলেন “দেখ দেখ,
চাবিদিকে আমাদের সুখী প্রজাদিগের
রন্ধনশালা হইতে কেমন সুন্দর ধূমোদ্যম
হইতেছে।” তিনি আনন্দে কবিতা রচনা
করিয়া গাইলেন “টাকা কী যানি নবো-
রাট্ট মিবারে কিমুরী টাইজু ;

টামি নো কামাডো-ওয়া নিজিওয়ায়ে

নিকেরী।”

এই জাপানী গীত অত্য়পি জাপানের



প্রত্যেক পুরুষ, রমণী ও শিশু গান কবে এবং সাধু সম্রাটকে ধন্যবাদ দেয়। ইহার অর্থ :—

দাঁড়াইয়া উঠে যে দিক্ নেহাবি, সে দিকে উঠিছে রাশি রাশি ধুম। সব মৌর প্রজাগণ মাঝে রক্তনের লাগিয়াছে ধুম।

ঘরে হাঁড়ী চড়িত না, এখন প্রজাদিগের রক্তন কায়া চলিতেছে দোঁখিয়া জ্ঞানী রাজা তাহাদের অবস্থায়িতি অনুমান করিলেন এবং কবিতাচ্ছন্দে আপনাব মনেন উল্লাস প্রকাশ করিলেন। কিস্তি মিষ্ট গানে বেচারী রাজার মনের সাস্থ্য হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রজাদেব উন্নতিব অর্থ কি?” রাজা বলিলেন “নিশ্চয়, যখন দেশ ধূমে পূর্ণ হয় এবং প্রজারা স্বাধীনভাবে ধন উপার্জন কবে,” বাকী আবাব রাজগৃহের ছাদের ছিদ্র সকল দেখাইয়া বলিলেন “দেখ জগদারা পড়িয়া আনাদেব শয্যা যে ক্রমাগত ভিজিয়া যায়; আজ এখানে—কাল ওখানে বিছানা ক্রমাগত নাড়ানাড়ি করিয়া কোণায় একটু শুষ্ক ভূমি খুঁজিতে হয়।

এত কোনও জন্মে রাজপ্রাসাদ নয়—এক থানা গোলাঘা, না আছে বাগীকান, না আছে চুনাকাম, না আছে সামান্য কয়েকটা খুঁচী ও আড়কাটা স্বাদীষ ইচ্ছা বা খেয়াল হেতু চাপ ও ছাওয়া হয় না। রাজবাড়ী তৈয়াব হইলে প্রজাদিগকে খাটাইতে হয়। তিনি বলেন ইহা অত্যায বলপূর্ব্বক খাটান, ইহাতে তাদের ক্ষেতের কাজ কামাই ঘাইবে।” রাজা আবাব তাঁহার

তিন বছরের জীর্ণ বস্ত্র সম্রাটের চোখেব নিকট তুলিয়া ধরিলেন ও বলিলেন “সত্য সত্য ইহাকেই কি সমৃদ্ধ বল?” সম্রাট গম্ভীর স্বরে বলিলেন “ঈশ্বর যখন কোনও মানবকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে কেবল প্রজাদের সুখের জন্ত। এইজন্ত প্রজাদের সুখই রাজাব প্রথম লক্ষ্য ও চিন্তার বিষয়। একটা মাত্র প্রজা অনাচারে থাকিলে বা শীতে ক্লেশ পাইলে প্রাচীন কালের জ্ঞানী রাজারা তজ্জন্ত আপনাদিগকে দায়ী মনে করিতেন। প্রজাদের দরিদ্রতাই আমাদের দরিদ্রতা। প্রজারা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে এবং রাজা দরিদ্র আছে, ইহা কখনই হইতে পারে না।” সম্রাট পুনরায় কবিতায় আপনাব বাক্যের উপসংহাব করিলেন। সুকবি সার এডউইন আর্নোল্ড রাজভোজ নাম দিয়া সেই কবিতার এই ইংবাজী অনুবাদ দিবার্ছন—

“Thou and I
Have put in all the poor folk's
health,
The people's weal makes the
king's wealth.”

রানী, তুমি আব আমি
প্রজাদের কুশলেব হই অংশভাগী, প্রজার
মঙ্গলে জেন রাজাব মঙ্গল।

দূবদর্শী সম্রাট নিষ্ঠকূব সুখবপ্ত কেমন সফল হইয়াছে! ওয়াকানগরী আজি জাপানের যাক্কেটার বলিয়া খাত। অসংখ্য কল কাবখানার ধূম সহর পরিপূর্ণ। জাপানীরা তদ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া প্রভূত সমৃদ্ধিশালী!



উদ্বোধন ।

(১)

(হে) ভারত-সন্তান হিন্দু মুসলমান ;
 সুষুপ্তি ত্যজিয়া কর গাত্রোথান ।
 হের কি হৃদ্দিন তোমা সবা'কার—
 ছেদক করেছে ছিন্ন হৃদি মা'র !
 হেন মাতৃদ্রোহী মায়েব সন্তান
 কে আছ তোমরা নিষ্ঠুরপরাণ ?
 এ হেন হৃদ্দিশা হেরি জননীর
 ঘুমায়ে রহিবে হইয়া স্তম্ভিত ?

(২)

জাগরিত হও হিন্দু মুসলমান !
 কোটি কোটি ভাই হও এক প্রাণ ।
 বাদ, বিসম্বাদ, হিংসা দ্বেষ ভূমি,
 ভা'য়ে ভা'য়ে আজি কর কোলাকুলি ।
 মান অভিমান দিয়ে বিসর্জন
 লইয়াছ ত্রত—বিলাতী বর্জন
 প্রতিজ্ঞা করিয়া, দূঢ় করি মন,
 রাখিতে স্বদেশে দেশীয়ের ধন ।

(৩)

মাতৃসেবাব্রত করিতে পালন
 কোটি ভাই বোনে কর প্রাণপণ ।
 ধ্বংস প্রাপ্ত শিল্প বাণিজ্যে আবার
 সগৌরবে এবে করহ উদ্ধার ।
 পুরাকালে সর্ব বিষয়ে উন্নত
 আছিল মোদের সোণার ভারত ।
 বিদেশীর তরে ভারত মাতার,
 এবে কি হৃদ্দিশা হের একবার ।

(৪)

এই তো দর্শন-বিজ্ঞান ভূষিত,
 প্রধান যে দেশ সবার পূজিত,
 তোমরা তো সেই দেশে জন্ম লয়ে,
 শ্মশি মুনি বীর বংশোদ্ভব হয়ে,
 দেশের সম্পত্তি বিদেশে বিলায়ে,
 পর-মুখ চেয়ে, সদৃশ হারায়ে,
 আছ নিমজ্জিত পর-প্রলোভনে !
 কতই বিভ্রম তোমাদের মনে !

(৫)

হের চীনবাসী যত মহামতি,
 নাশিতে আপন দেশেব দুর্গতি,
 স্বদেশের অর্থ স্বদেশে রাখিতে,
 করিল প্রতিজ্ঞা অতি দৃঢ়চিত্তে—
 বিদেশী গোধুম লব না কখন,
 অনাহারে মরি তবু আজীবন,
 করিব নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা পালন,
 রাখিতে স্বদেশে দেশীয়ের ধন ।

(৬)

তোমরাও যত ভারত-সন্তান,
 সুষুপ্তি ত্যজিয়া করিয়া উত্থান,
 বিদেশী বর্জনে ওদেরি মতন,
 কর নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন ।
 প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন করে যেই জন,
 অনন্ত নরকে হয় সে মগন ।
 শাস্ত্রেতে এ কথা লেখা স্বর্ণাকরে ।
 প্রতিজ্ঞা পালহ দেহপাত ক'রে ।

শত বাধা বিষয় শত বিপদেতে
প্রতিজ্ঞা রাখিতে দাও বৃক্ণ পেতে ।
বিদেশীর শত কোটি প্রলোভন
সম্মুখে আসিলে কোবো বিসর্জন ।
নবীন উৎসাহে কর্তব্যপালনে
বন্ধ-পবিত্র হও দৃঢ়মন ।
নাশিয়া দেশের ভগ্নি অগার,
কর এ ভাবতে সুখের আগার ।

(৮)

চীনা নাবী মোবা কবি প্রাণপণ,
তাজিব বিদেশী বসন ভূষণ,
গৃহসাজঘজ্জা বিদেশী তাজিয়া,
সাজাটন গৃহ দেশী সাজ দিয়া ।
বিদেশী খেলনা নয়ন-বজ্জন,
উপেক্ষিয়া সব কবিত্তে বর্জন,
দিব উপদেশ শিশুদেব যত,
শিখাব তাদেব দেশহিত ব্রত ।

(৯)

আর্গানাদী মত প্রদেশেব তয়ে
যত পবিত্রম সব সম্বন্ধ কবে,
দিব গো কাটিয়া চবকায় স্মৃত,
কবিত্তেব বন্ধ প্রদেশে পঙ্কত ।
দেশীয় অভাব কবিত্তে মোচন,
অসাম্য ও ঘাচা কবিত্তে সাধন ।
তা'হ'লে বিদেশী কলের স্মৃতায়
বন্ধ নিষ্পাইতে হবে না হেপায় ।

(১০)

আমাদেব সেই পূর্বমাতৃগণ—
দেশেব গৌরব বর্জন কারণ,

পিতা পতি পুত্র যত ভ্রাতৃগণে,
বৈবদিল মনে জিনিবাণে বণে—
নিজ মস্তকের কাটি কেশগুলি,
ধনুশ্রুণ তবে দিতা কবে তুলি ;
প্রদেশেব তবে অলস চিতায়
অমান বদনে মণিতেন কায় ।

(১১)

সেই নাবী-বংশ মোবা জন্ম লয়ে,
বর্জিতে বিদেশী যত দ্রবাচয়ে
কেননা পাবিব প্রদেশেব তলে,
শত প্রলোভন ছেয়জ্ঞান কার ?
উঠে দেবতাব ককণ টপ্পিত,
মেতেছে ভাবত নবীন শক্তি ।
সেই দেবতাব রূপা কটাক্ষেত,
মিলু হব মোবা সকল কার্যেত ।

(১২)

ভাবিত মাতাব সম্বন্ধি সম্মান,
বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু মুসলমান ;
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম অবলম্বী যত,
সব সম্প্রদায় এ প্রতিজ্ঞা ব্রত,
সাধ স্বদেশেব অঙ্গীভূত কবে,
'বন্দ মাতরং' মন্ত্র জ্ঞান ধবে ।
বিদেশী বর্জিতে এ চীনা ললনা,
কবিত্তে আজিকে সবে উদ্বেজনা ।

শ্রীমতী সুনীলা হুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটা ।

অর্থ-নীতি ।

(জ্ঞানদা ও সবলাব কথোপকথন)

(৫০৮ সংখ্যা ১৪০ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানদা। মূলধন পরিশ্রমের দ্বারা সফল (productive) বা নিষ্ফল unproductive হইতে পারে। চাষ আবাদ ও অশ্রু উন্নতির কামো যে ধন ব্যয় হয়, তাহা সফল আর বিলাস দ্রব্যের জন্য বাহা যায়, তাহা নিষ্ফল।

সবলা। বিলাস জন্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে অর্থ মূলধনরূপে ব্যয় হয়, তাহা নিষ্ফল কেন? শাল, রুমাল, মথমল বা শ্রবণোপযোগ্য প্রভৃতি বাহা বা প্রস্তুত কবে, ইহা স্বাভাৱিক তাহাদের ত জীবিকা নিরাস্তা হয়? তুমি অর্থ ব্যয় করিয়া চাষ করাইলে চাষার খাইত; এ নয় শিল্পী বা খাওয়া বাটে।

জ্ঞা। সূ। দৃষ্টিতে এককণ বোধ হয় বটে, কিন্তু স্বাক্ষরপে বিবেচনা কারণে ইহাও ভ্রম বুঝা যায় সফল ও নিষ্ফল হই থাকে মূল ধন বলা গিয়াছে, ধন ব্যয়েব পরিণাম দেখিয়া তাহা স্মিত হয়। বিলাস দ্রব্যে বিলাসীই মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় ধনের বৃদ্ধি হয় না।

স। বিলাস সামগ্রী লোকে কি সাধ করিয়া বা খেয়ালবশতঃ তৈয়ার করে? তা ত নয়, লোকের দরকার বলিয়া তৈয়ার করে। আমি তুমি না লই আর দশ জন তাহা লইবে।

জ্ঞা। তা হলেই ত আর জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইল না। আর বিলাস দ্রব্যে ক্রেতাদেব অপেক্ষা বিক্রেতা বা শ্রমজীবী শ্রেণীর ক্ষতি অধিক। কেননা মূল ধনের সফল ব্যয় হইলে তাহাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবিকার সংস্থান হইত।

স। সে কিরূপ?

জ্ঞা। দেখ হাজাব টাকা ব্যয়ে এক খান উৎকৃষ্ট শাল কি মথমল বা বিছানা প্রস্তুত হইল। ইহাও জন্য বাহা খাটিল, তাহা বা মূলধনে জীবিকার সাহায্য পাইল বটে; কিন্তু এই দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হইতে হইতে নষ্ট হইয়া যাউবে, তাহা হইতে ভবিষ্যৎ ধনাগমের আব সংস্থান নাট। কিন্তু হাজাব টাকা ব্যয়ে যদি জমীর উন্নতি কর, বর্তমান শ্রমজীবীদেব জীবিকানিরাহত হইল; শ্রমজীবী তাহাতে আবার খাটিয়া ভবিষ্যতে ফল শ্রু উৎপন্ন করিবে। জমীত আর ব্যংহারে নষ্ট হইবে না, ইহার ফলোপদায়িত্ব ক্রমাগত বাড়িতে থাকিল, আবার ভবিষ্যতে আবও কত শ্রমজীবীর জীবিকার সংস্থান হইবে। এক হাজার টাকা মূলধনে এইরূপে লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে। শিল্পবস্তাদিতেও একরূপ হয়, ৫০০ টাকা দিয়া স্বতার বা বস্ত্রের কল

কিনিলাম, কত কাণ ভাঙা দ্বারা হতা বা বদ্ব উৎপন্ন হইতে পাবে। কিন্তু বিলাস জীবের বিষয়ে সেক্ষণ বলা যায় না।

স। আচ্ছা বিলাস জীবের দরকার যদি অধিক হয়, তাহেত প্রমেবও ত সেট-কপ দরকার হইবে এবং বন্যাবন শ্রমজীবী-দিগের জীবিকার উপায় হইবে।

জা। মূল কথা ভাবিয়া দেখ, বিলাস জীব প্রস্তুত করিতে যে টাকা গেল, সে জীব দ্বারা তাব পুনরুদ্ধার হইবে না। যা গেল, তা গেল। কিন্তু ভূমিকর্ষণে যে টাকা গেল, তা গেল না, আবার আবার লাভের কাণ হইল এবং এই লাভ চিবকালই চলিবে। একটা ভয়ে যত ঢালা—নিফল, আর একটা সফল—মটী হইতে গোণা ফলান। দুয়ে এত তফাৎ।

স। কি কি কাৰণে মূলধনের আশঙ্ক-কপ উন্নতি হয় না?

জা। তাহাব অনেক কারণ আছে। যেমন বিলাস জীব নিয়োগে মূলধনের বৃদ্ধি নাট; সেটকপ শ্রমজীবীদিগের আলস্য, অনৈপুণ্য, যত্নাদিৰ হীনদশা এবং এক কার্যে বৃথেষ্ট ব্যয় করিয়া কার্যাস্থবে ধন বিনিয়োগ—এই সকল কারণে মূলধনের উন্নতি না হইয়া অপচয় হয়।

স। লোকে লাভের জন্ত এক কার্য ছাড়িয়া আর এক কার্য করিলে, তাহাতে ক্ষতি কি?

জা। ইহাতে ধনী ও শ্রমজীবী উভ-য়েরই ক্ষতি। বোধ কর একজন একটা

গ্রামের কাবখানা কবিয়াছিল, তাহাতে গৃহনিয়োগ, যত্নপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে কত ব্যয় হইয়াছে। সেই ব্যক্তি যদি তৎপরিবর্তে লোচন কাবখানা খোলে, তাহাব পুতান বায় বৃথা গেল, আবার নূতন গৃহ যত্নাদিৰ জন্ত নূন ব্যয়ের প্রয়োজন। শ্রমজীবীরা একপ্রকার কক্ষে দক্ষতা লাভ কবিয়াছিল, তাহাদেব সে দক্ষতা বৃথা গেল, আবার নূতন কলের জন্ত নূতন প্রকার দক্ষতা শিখিতে হইবে। এই জন্ত বলে “কামাবেব বৃত্তি কুমাৰে মাজে না।” কুমাৰকে কামাব হইতে গেলে অনেক কাট খড় লাগে।

স। আচ্ছা, তুমি বিলাসিতার বিরোধী। কিন্তু দেখ, বিলাসজীব প্রস্তুত না করিলে লোকের মূলধন এত নজুত থাকিবে যে, তাহা গোবব গাদার মত পচিয়া উঠিবে। ধন বসিয়া থাকা কি ভাল?

জা। একপ বিবেচনা ভ্রান্তি। মূলধন বৃদ্ধিব সঙ্গে দুইটা ঘটনা সম্ভব। প্রথমতঃ যদি লোকসখা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহাদেব আবশ্যক জিনিষপত্র প্রস্তুত কবিতে অতিরিক্ত মূল ধন ব্যয়িত হইবে। আব যদি লোকসংখ্যা না বাড়ে, তাহা হইলে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের আরও অনেক উপায় আছে। (১) বিলাস জীব প্রস্তুতকাবিরণ তখন ত নিষ্ফল হইবে, এই টাকার সফল ব্যবসায় পুলিশ তাহাদিগের খাটাইবার উপায় উদ্ভাবিত হইবে। (২) বর্ত্ত কার্যক্ষেত্র হইক না কেন,

সকল সময়েই অনেক লোক কাজ না পাইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা তখন কাজ পাইবে। (৩) যদি শ্রমজীবীদের মজুরীর হার বৃদ্ধি করা যায়, তাহারা আর একটু স্বথসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। (৪) শ্রমজীবীদের খাটবার সময় কমাইয়া তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম-চর্চা প্রভৃতির অবসর করা যাইতে পারে।

স। তুমি যে শেষ ছুটি কথা বলিয়াছ, বড়ই ভাল। এদেশের শ্রমজীবীরা সমস্ত দিন গলদ্বর্ষ্য হইয়া খাটিয়া যাহা উপার্জন করে, তাহাতে পরিবারদের দুবেলা অন্নের সংস্থান হয় না। আর ইহারা ত মাল্হু,

কত গরুর খাটাইবে? ইহাদের কি লেখা পড়া বা ধর্ম্মালুশীলন করিতে নাই?

জ্ঞা। এখন মাল্হুবেলা পেটের দায়ে এমনি বিব্রত যে খাটিয়া খাটিয়া সারা হয়, তবুও অন্নবস্ত্রের যোগাড় হয় না। জ্ঞানী মানবচৈতন্যী মহাশয়েরা বলেন প্রকৃত সভ্যযুগ তখনই হইবে, যখন মাল্হু অমূল্য জীবনের অল্প সময় ব্যয়ে খাওয়া পবাব উপায় লাভ করিবে এবং অবশিষ্ট সময় জ্ঞান ও ধর্ম্মের অলুশীলনে যাপন করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধন করিবে। দেশের মূলধন বৃদ্ধির ভয়ে ভীত হইও না; তাহা যত হইবে, ততই নানাদিকে মঙ্গল।

বারাণসীতে যুবরাজের অভ্যর্থনা।

সুপরিচিত বারাণসী ক্ষেত্রে এবার উৎসবের শ্রোত বহিয়া চলিয়াছে। বিগত জাতীয় মহাসমিতির মহাপূজা উপলক্ষে নানা দিগ্দেশ হইতে নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের নরনারীগণ একত্র একতানে সমন্বরে স্বদেশের বন্দনা করিয়াছিলেন। সেই মঙ্গল-ধারা শিরে বহন করিয়া আজ এই বিশাল বারাণসী যুবরাজের অভ্যর্থনায় সফলকাম হইয়াছেন।

বিগত ১৮ ই ফেব্রুয়ারি রবিবার শুভ প্রাতঃকালে রাজকুমার সম্রাট বেনারস ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া কাশীবাজের সুসজ্জিত ভবন “নন্দ-খরে” উপনীত হইলেন। আজ মাসাবধি

এই ভবন যুবরাজের আতিথ্য জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। এই অবসরে প্রত্যেক রাজপণ ও সমুদয় প্রজাভবন যথাবিধি সুপরিচ্ছদ ও ধ্বজা পতাকা ও পুষ্প গাত্র পরিশোভিত হইয়াছিল। সকল হুঃখ কষ্ট পীড়া অপসারিত করিয়া প্রাণের সমগ্র উৎসাহ লইয়া ভাবী নরপতির দর্শনার্থে নগর সজ্জিত—স্থানে স্থানে তোরণদ্বার নানা প্রকারে গঠিত ও রঞ্জিত হইয়া কাশীধামের অপূর্ব শ্রী বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রফুল্লমুখী বারাণসী রাজদর্শনে উন্মত্ত। অবিরাম ধনী, দরিদ্র প্রজাবৃন্দ শশব্যস্ত—কি প্রকারে মহাভব সঙ্গার ধার অধিপতির একমাত্র পুত্রের

সম্বন্ধনা ও সমাদর করিবে। দরিদ্র ভারতবাসীর আর কিছু নাই—ধন, মান বল, শক্তি সকলি নিঃশেষিত হইয়াছে; আছে কেবল হীন প্রাণ, আজ তাহা দিয়া রাজপুজায় ব্যগ্র।

যুবরাজের আগমন দিবস রবিবার বলিয়া সে দিন কোনরূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না। রাজদম্পতী ধর্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, বৈকালে উভয়ে সেন্টেনেরির গির্জায় গিয়া উপাসনা করিলেন।

পরদিবস সোমবার ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ যুবরাজেন নগর প্রদক্ষিণার্থ হস্তি-বাত্রা। বেলা ৯টা হইতে পথে জনতার সীমা নাই। আজ সমস্ত জনপদ সর্ব্ব কর্ম পরি-তাগ্ন করিয়া কেবল রাজদর্শন-লালসায় উৎসুকনেত্রে গৃহে বাহিরে, বাজপথে, যে যেখানে একটু স্থান পাইয়াছে, সে সেখানে অগণনা কবিতোছে। অবশেষে নন্দেখর কুঠি হইতে বৈকাল পাঁচটায় যুবরাজ সম্মীক ও সদল শকটবোহণে প্রথমে স্থানীয় টাউন হলে উত্তীর্ণ হইলেন। বান হইতে অবতরণ করিয়া মিউনিসিপালিটিয় সজ্জিত চক্রাতপের নীচে গিয়া বসিলেন। সেখানে তাঁহাব সমীপে ভাইগ চেয়াবমান বাবু কালিদাস মিত্র অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তথা-কার কার্য্যসমাপনান্তে যুবরাজ ও তদীয় পত্নী বিশেষরূপে সজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে সুবর্ণ হাওদায় অধিরোহণ করিলেন। লেফট-নাট গবর্নর ও বেনারস মহারাজ এবং

তাঁহাদের সম্রাট কর্মচারিগণ সদলে সকলেই যথাযথ হস্তিপৃষ্ঠে সমাক্রুত হইয়া যাত্রা করিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ সুসজ্জিত মাতঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ যাত্রা চলিল। ইহাদের অগ্রে দুইটি করি-বাহনে নাগবা ও রোসনচৌকি যুব-বাজের শুভাগমন ঘোষণাপূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করিয়া অগ্রগামী হইল। তাহার পরে একদল পুলিশ কনষ্টেবল গদগজে বন্দুকধারী, তৎপরে বলটিয়ার (স্বেচ্ছা-সেবক) সৈন্য মুক্ত তরবার হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে সজ্জিত। অগ্র পশ্চাৎ সৈন্যদল, মধ্যে হস্তিশূণ, তাহার পর ফিট্‌ন ল্যাণ্ডো ক্রহেম পাক্সিগাড়ি ট্যাণ্ডম্ বাইসিকেল ইত্যাদি নানাবিধ যানে নানা পরিচ্ছদ ও বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সম্রাট গণ্যমাত্ত ব্যক্তিগণ, ও ইংরাজ পুরুষ মহিলাগণ রাজছত্রের সম্মুখে বেন চিত্রা-চক্র-পরিবেষ্টিকা নক্ষত্রমালার আয় ধারণসৌ-বক্ষ শোভিত কবিয়া যাত্রা আবিস্ত করিলেন। কাশীর পাণ্ডাগণ শঙ্খঘণ্টাদ্বনি কবিত্তে করিতে সচস্বাদী হইয়াছিলেন, স্থানে স্থানে আনন্দের সাগরান্না সুরে নৃত্যগীতধ্বনি উথিত করিয়া যুবরাজকে অভিনন্দন করা হইতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক গৃহের গবাক ও ছাদ হইতে নিম্নে কুজ পথ পর্য্যন্ত যুক্তকরে “জয় যুবরাজ” বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন-পূর্ব্বক দণ্ডবৎ অভিবাदन করিতে লাগিল। সেই দেবমূর্ত্তিরূপ যুগলমূর্ত্তি অতি সৌম্যভাবে প্রত্যেক প্রজার অভিবাदन

হস্তাভ্যাসন করিয়া গ্রহন কবিত্তে লাগিলেন। এই ভাবে সুবাজেব হস্তিয়ারা টাউন হল হইতে নীচিবাগ, চক কাব, মাইকেল লাইব্রেরী ও বাঁশকটকা হটরা গাদীলিয়ায় একটি স্বসজ্জিত তোবণ-দ্বারে গিয়া পৌঁছিল। তথায় প্রত্যেক কলেজ ও স্কুলের বালকেরা স্ব স্ব দল বলে ভিন্ন বনের উষ্ণীয় দারণ করিয়া শেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। সুবাজেব “সমা-বোধ যাত্রাব” সেই স্থানে শেষ। পাবে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নির্দিষ্ট শকটারোহণে, চেতগল্প থানা দিবা কুইনস্ কলেজ হইয়া পুনবায় নন্দেশ্বর কুঠিতে প্রত্যগত হইলেন। গণে স্থানে স্থানে কলেকটব্ মাচবেব আজাহু-মাবে ময়দাগিন উত্থানে স্কল এবং কলেজেব ছাত্রদিগেব বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হয়। মিউনিসিপ্যাল মেম্বারদেব বন্ধ-বান্ধবেব জ্ঞা, নীচিবাগেব একদিকে আমলা প্রভৃতির জ্ঞা, অপরদিকেব দ্বিতল ছাদে ভাবতবর্ষীয় স্ত্রী ও বালক বালিকাদিগেব আসন নির্দিষ্ট ছিল। মহলা ‘মাচবাঁতা’ ও রাণী মালতী কুণ্ডেব মন্দিবে ও ভদ্র মহিলা-গণের বসিবার স্থান ছিল। চকে ইউথোপীর কর্মচারিগণ এবং অন্যান্য টিকিট প্রাপ্ত-গণ, ইহা ছাড়া “দরবারী ঠ্যাণ্ড চকে,” দরবারী ব্যক্তিগণের জন্য, আব গোদালিয়াতেও কলেজ ও স্কুলেব শিক্ষক ও ছাত্রগণেব জন্য স্থান ছিল। ইহাবা সকলেই স্থানীয় কলেকটবেব নিকট হইতে টিকিট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২০ শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সমগ্র বারানসী নগরী আলোকমান্য উজ্জলিত হইয়া উঠিল। বারানসীব মস্তক হইতে পদনথ পর্যন্ত যেন রত্নমালায় বিভূষিত। বাজঘাট হইতে অসিঘাট পর্যন্ত আবও বমনীর শোভা। মধ্যে শাস্তমলিলা জাহ্নবী সন্ধ্যাব গ্রাম অঞ্চলে অবগুষ্ঠিত। হইয়া দীপ লভবে বহিয়া বাইতেছে। সমুদয় কুলে কুলে দীপমালা সোনানি হাব স্বকপ প্রত্যেক ঘাটেব সোপানাবলি উজ্জ হইতে নিয় পর্যন্ত স্তরে, স্তবে সজ্জিত হইয়া বহিয়াছে। আজ সুবাজ-আগমনে যেন সুব-মন্দাকিনী মর্ত্যে নামিয়া কোমল গলদেশে সাতনর মালা বেড়িয়া সৌন্দর্য বুদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ঘাট লোহিত বর্ণেব তোবণদ্বার, ধ্বজা পতাকা ও নীল পীত আবোক মালায় বিভূষিত ও সৌগন্ধি মালাদামে সুবভিত করিয়া সঙ্গীক সুব-রাজকে অভ্যর্থনা কবা হয়। সেই দিনের শোভা অল্পপন। কুলে কুলে দীপমালা ; গঙ্গাবক্ষে সজ্জিত তরণীদল নৃত্য গীতামোদ-মুগধিত হইয়া সদ্যো-বিকশিত কমল দলেব উপর ভ্রমব গুঞ্জিত সুবে নাচিয়া বেড়াইতেছে। পর পাবে নানাবর্ণেব বাজি পুড়িতেছে ; সুনীল আকাশমণ্ডল হইতে যেন চন্দ্র তারকা-গণ মর্ত্যে নামিয়া আনন্দে লীলা করিয়া ছুটিতেছে। এই সুখ সৌন্দর্যের অবতারণায় সমস্ত নগরবাসী আজ জাহ্নবী-তীরে সুবাজের সুরধুনী বক্ষে তরি-

বিচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া অপেক্ষা কবিতাছেন।

রাজপুত্র ও রাজবধূ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর মাধ্যমিক বোর্ডে বিশাখের পর মাধ্যমিক বোর্ডে রাষ্ট্রীয় হিন্দু কলেজে অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের অর্থার্থনাথ কলেজ কম্পাউন্ড উত্তমরূপে পত্রপুষ্পমালায় সুসজ্জিত ছিল, মধ্যস্থলে বিশাল চন্দ্রা-তপতলে নব অতিথির আসনদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। কয়েকটি সূর্য বালক একবেশধারী হইয়া “Guard of Honour” রূপে পতাকা হস্তে বাজভঞ্জন উচ্চরূপে তৎপন্ন প্রাপ্ত করিতেছিল। হিন্দু কলেজের সমগ্র ছাত্র ও শিক্ষক ব্যতীত তত্ত্বা বাণিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রদলও পবিপাটি বস্ত্রাঙ্গায়ে শোভমান হইয়া কুসুমগুচ্ছ হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। উপরে দ্বিতলে সম্রাট ৩০মহাশয় অবলোকিত প্রথা রক্ষা করিয়া উৎসবের রাজ দর্শনে নিযোজিতা ছিলেন। বসায়ময়ে মোটর করে রাজদম্পতী অভ্যর্থনাপানে পৌঁছিবান্য বালকবৃন্দেব জয়ধ্বনি শ্রবণ হইল। পূর্বে কথা ছিল তাঁহারা মোটর হইতে নামিবেন না, কিন্তু সংকাবে কমি-শনের শ্রীমতী বেনাটকে আনিয়া যুব-রাজের সম্মুখীন করিয়া পবিচরণ করাইলেন, অমনি উভয়ে মোটরকার হইতে নামিয়া নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই নিম্নেব সঙ্গীনের জয় আনন্দে আগ্রত হইয়া পড়িল। এইভাবে এক দিন মহা-রাজা রামচন্দ্র, বাঁহাকে হিন্দু শাস্ত্রে অবতার

বলিয়া বর্ণনা কবিতাছেন, তিনি বনে বনে বিচরণ করিয়া কত যোগী ঋষি ও মুনিগণের সাহিত সমভাবে সমাধীন হইয়া শাস্ত্রালাপ কবিতাছেন; কত ইতর জাতীর শুদ্ধক চর্চাবাদ মঙ্গল মৈত্রী স্থাপন কবিতা নিজের মনল উদাত্তার পবাকষ্ঠা দেবতার গিয়াছেন। সেইভাবে আজ সমাগবাবদাব রাজকুমার পদাঙ্গন কবিতা দান প্রজাদের অভিবাচন গ্রহণ কবিতা সকলকে কৃতার্থ কবিতাছেন!!

শ্রীমতী বেনাট অপর সুবাসিনী রাজবধূ সম্মুখানে জানুপাদষ্ট হইয়া অভিনন্দন পাঠ করিলেন। পরে তাঁহাব মহামতি স্বামীকে বন্দনা করিলেন। পাছ অর্ঘ্য প্রদানে কাসকেট উপঢৌকন প্রদত্ত হইলে পর বাবু ভগবান দাসের একটি বাণিকা তনবা শ্রীমতী সুশীলা একগাছি পুষ্পমালা প্রিয়ময়ের গলায় পরাইবা দিলেন। তিনি মাথা নোরাটবা মালাগাছি গলায় তানবা বাইলেন। এই দৃশ্য আত্মনোতব হইরাছিল, কলশালী বৃন্দ বেন আশিনি নত হইয়া পড়িতেছে। অতঃপর আব কয়েকটি বস্ত্রবাণিকা রাজ-বধব উপবে কুসুম বর্ষণ করিলে পর তাঁহাব সকলকে অতি সম্মান-সহকারে প্রত্যাভিবাদন করিলেন। মহামাতা পণ্ডিত আদিচার্য ভট্টাচার্য মহাশয় আনন্দে ক্ষীত ও কিশকভাববিশিষ্ট হইয়া বৃন্দকেব সুবাজেব তত্ত্বয় ববিতা প্রাণের ভক্তি ও শ্রীতি প্রাপন কবিলেন। অবশেষে রাজদম্পতী তথাহইতে পুনবার মোটর

কারে আরোহণ করিবামায় সমগ্র ছাত্র-বৃন্দ সেই শকটখানি ঘিরিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে গেট পর্যন্ত বিদায় করিয়া আসিল। সেই তুফল আনন্দ মধ্যে প্রহরী, বা রক্ষক কেহই বাধা দিল না—রাজদম্পতীও উল্লসিত-নেত্রে দৃষ্টিবহির্ভূত হইলেন। পরে রামনগর ঘাটে আসিয়া সজ্জিত তথীখানিতে আরোহণ করিয়া সাক্ষা সমীর সেবন ও পুতসলিলা গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে মহারাজ কাশীরেণের রামনগরস্থ দুর্গে উপনীত হইয়া চা পান ও জলযোগাদির পর সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নিমীষিনি আসিয়া কুম্বাঞ্চলে মেদিনীর বদন আবৃত করিলে পর, উর্দ্ধে চক্রে তাবকা, নিম্নে দীপাবলী যুববাজের জলপথে সহচরী হইয়া পথ প্রদর্শন করিতেছিল। অগাধ তরী সুশোভিত হইয়া গীতবাদ্য নৃত্য দ্বারা রাজ-তরণীর সমভিব্যাহারী যাত্রাব সম্বর্দ্ধনা করিতেছিল। মহারাজা বিজয় নগরবাসের আদেশানুসারে তাঁহার মানাঙ্গদ এজেন্ট শ্রীযুক্ত চাকচক্য বিশ্বাস এম এ এল এল বি মহাশয়েব যত্নে ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপ, সঙ্গীত সমিতির কনসার্টপার্টি ও ইংরাজি বাণ্ড নোকায় সজ্জিত হইয়াছিল এবং অরত্য ইংরাজপুস্তক-গণকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ-পুত্রের অভ্যর্থনা সমিতির শোভা বৃদ্ধি করা হয়। খেতাব পুস্তক মহিলাগণ তরী-আমোদ ভবনে ভোজে পরমাপ্যায়িত

হইয়া বিশ্বাস মহাশয়ের সুবন্দোবস্তের জন্ত মহত্ব ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। এতদেশীয় সকল আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা কলিকাতার ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপের চিত্রগুলি যুবরাজ ও তদীয় পত্নীর অধিক মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তাঁহারা নিজের নোকা থামাইয়া জীড়া দেখিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বায়স্কোপ কোম্পানীকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ করিলেন। এই আনন্দ-লহরীর অবসান দশাধ্বমেঘ ঘাটে আসিয়া সম্পূর্ণ হইল। তথায় রাজ-দম্পতী অবতীর্ণ হইয়া শকটারোহণে নিজ বাসভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

পরদিবস তাঁহারা রাজসমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ প্রজার ন্যায় মোটরকারে দুর্গামন্দির দর্শন করিয়াছেন। তথায় পাণ্ডাও পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা দিরা রাজবধু বানরগণকে স্বহস্তে চনক খাওয়াইয়া আমোদ উপভোগ করিলেন। ত্রীশ্রীবিম্ব-নাথের মন্দিরে যাইতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, কিন্তু শিবরাত্রি উপলক্ষে ভয়ানক জনতা হওয়ায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পরে ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাত্রি ১০টার বারানসী হইতে প্রস্থান করিলেন। জগদীশ্বর আমাদের ভাবী মহীপতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ককন, তাঁহার ভারতীয় ভক্ত প্রজাবৃন্দের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতির ছায়া যেন তাঁহার মহান উদার হৃদয়ে চিরস্থায়ী রহে। তিনি এখন হইতে পরম সুস্থোব লাভ করিয়াছেন ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। একদিন নাকি কোন স্থলে

অনেক ঠংরাজ নব নারী তাঁহার
সম্মানার্থে কমিশনারের আক্সায় আহুত
হন, কিন্তু যুবরাজ তাহাতে প্রীতিলাভ
করিতে না পারিয়া কহিয়াছিলেন “আমি

ইংরাজ সর্বদা দেখিতে পাই, এখানে কি
দেশী লোক এমন নাই বাহাদিগকে
উহাদের স্থানে আনা বাইতে পারে।”
শ্রীমন্তাদিগী দেবী।

বাঙ্গালা প্রবচন ।*

অ ।

১। অখিল যুড়ে আল পেতেছে
পলাইবে কোথা ?

২। অধিদাহে ন মে ছুঃখঃ ন ছুঃখঃ
লোহতাড়নে। পরমেকমহাছুঃখঃ কুঞ্জরৈঃ
সহ তুলনে।

৩। অজাতের জাত।

৪। অতি তিছুই ভাল নয়।

৫। অতি আশায় নিবাশ।

৬। অতি খুধার্তের ভাত নাই।

৭। অতি ভোজন বোগেব মূল।

৮। অতিথিবালকষ্টেব বাজা ভার্যা
তথৈবচ। অস্তি নাস্তি ন জানস্তি দেহি
দেহি পুনঃ পুনঃ।

৯। অদৃষ্টেব লিখন কে খণ্ডিতে
পারে ?

১০। অবশ্যেব ক্ষয়, ধর্মের জয়।

১১। অধীনের অশেষ ক্রেশ।

১২। অনধিকার চর্চ্চা করিও না।

১৩। অমুরাগ বিনা গৌর আসবে
কেন ?

১৪। অম্বল খেয়ে দাঁত ভাঙলো সিঁছুর
দিব কিসে ? কলার কাঁটা পায় ফুটলো,
গলা ধরলো বিবে।

১৫। অলঙ্কার নারীর শোভা, গাড়ের
শোভা টেকি। চাতীর শোভা মাহত,
মতীর শোভা পতি। সিঁথীর শোভা
সিঁছুর, হাতেব শোভা পাশা।

১৬। অলঙ্কারী দূর হও, না লঙ্কারী ঘরে এস।

১৭। অলাঞ্ছের লাঞ্ছ।

১৮। অবতু বঃ গবিধুত, মায়ে বলা পড়
পুত, পড়লে শুন্লে ছুধি ভাতি, না পড়লে
ঠেঙ্গার গুঁতি।

১৯। অবোধ পথে বসে, লাগি খায়
আপন দোষে।

২০। অগি এসে মধু খায়, ভেকে নাহি
জানে।

২১। অসং কাম্যেব বিপরীত ফল,
অন্ধেক লাগি, অন্ধেক চড়।

২২। অসময়ে গোঁজ নাই, সময়ে বিশ
বার।

২৩। অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নোকার
গুঁড়া, সতী নারীর পতি যেন পর্দতের
চুড়া।

২৪। অহল্যা পায়গী, সেও উদ্ধার
হইল।

২৫। অহিংসা পরম ধর্ম।

খ্রীলোক সম্বন্ধে সাধুত্ব।

মুসলমান ধর্ম খ্রীলোকদিগের প্রতি নীচ ভাব, অনেকের এই সংসার। কিন্তু এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মহম্মদ খ্রীলোক সম্বন্ধে যাচা বলিয়াছেন, তাহা অতি জদা।

মহম্মদের উক্তি।

১। খ্রীলোকেরা পুরুষদিগের অর্দ্ধাঙ্গ।

২। খ্রীলোকের পিরাহ পক্ষে ৪টা গুণ বিবেচিত হয় :—(১) ধন, (২) সংকুলে জন্ম, (৩) রূপ, (৪) ধর্মপরায়ণতা। যে নারী ধার্মিক, তাহাব অমর্যব কব। অজা লাভের বিবেচনার যদি পানিগ্রহণ কর, তোমার হস্ত কর্মমুক্ত হইবে।

৩। পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ বস্তু সকল মূল্যবান, কিন্তু সমুদায় গুণেতব মধ্যে ধার্মিক রমণীই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য।

৪। কুবের বংশের ধার্মিক রমণীরা আববের সর্বোৎকৃষ্ট রমণী। তাহাবা অতিশয় সম্মান-বৎসলা এবং স্নানীর ধন রক্ষা বিষয়ে তাহাবাই সর্বাপেক্ষা বহু-শীলা।

৫। যে খ্রী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ৫ বার নামাজ কবেন, বোজাব মাসে উপ-বাস কবেন, সাফরী এবং স্নানীর অবাধ্য নন, তিনি ইচ্ছামতে যে কোন দ্বার দিয়া স্বর্গলোকে প্রবেশের অধিকারিনী।

৬। আমার পরিবারের কাণে কাণে অনেক খ্রীলোক আসিয়া স্নানীর বিরুদ্ধে

এই বলিয়া অভিযোগ কবে যে স্নানীর খ্রীদিগকে গ্রহণ করে। তাহারা সদাচারী নয়।

৭। যে ব্যক্তি খ্রীলোককে বিপণ-গামিনী হইতে শিক্ষা দেয়, সে প্রকৃত বিশ্বাসী নয়।

৮। ঐশ্বর খ্রীজাতির প্রতি সদ্যবহার কবিত্তে আদেশ করিতেছেন, কারণ তাহারা তোমাদের মাতা, কন্যা, খুড়ী ও জেঠী।

৯। খ্রীলোকদিগের স্বত্বাধিকার পবিত্র। দেখিও তাহাদের স্বত্বাধিকার যেন তাহাবা ভোগ করিতে পারে।

১০। তোমাদের কুলাঙ্গনাদিগকে মসজিদে আসিতে বারণ করিও না। তবে তাহাদের গৃহ তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত।

১১। খ্রীদিগকে সদয়ভাবে উপদেশ দিও।

১২। মুসলমান তাহার পত্নাকে ঘৃণা কবিত্তে না। যদি তাহার একটা দোষ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার একটা গুণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হউক।

১৩। মোল-বিন-হাইদা নামক মহ-ম্মদের কোনও শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবেন :—“হে ঐশ্বর-প্রেরিত! আমার খ্রীর প্রতি আমার কর্তব্য কি?” তিনি বলিলেন “তুমি যখন খাও, খ্রীকে খাওয়াইবে, তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত

করিয়া বা অন্যরূপ অত্যাচারে তাহাকে নীচ করিও না এবং অগন্তু হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ হইও না ।”

১৪। জীকে সহৃদয় দেখ, তাহার মধ্যে যদি সুবুদ্ধি থাকে, সে তাহা গ্রহণ করিবে এবং বুঝা প্রলাপ পরিভাষা করিবে। জীকে ক্রীত দাসের ন্যায় প্রহার করিও না।

১৫। বাহার স্বভাব সুন্দর, সেই উৎকৃষ্ট এবং তোনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জীর প্রতি উৎকৃষ্ট ব্যবহার করে, সেই সর্বাপেক্ষা সচ্ছরিত্র।

১৬। বিপদা ও দরিদ্রদিগকে যে দান করে, সে ঈশ্বরের চক্ষে দাতা; সমস্ত রাজি প্রার্থনা ও সর্পদা উপবাসের যে ফল, সে তাহা লাভ কবে।

১৭। কন্যা ও ভগিনীরা যে পর্যাঙ্ক বয়ঃপ্রাপ্তা না হয়, তদবধি তাহাদিগের প্রতি যে সদর ও মেহনীর এবং তাহাদিগকে দবাচার শিক্ষা দেয়, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গ বিধান করেন।

১৮। বাগবৈধিনী জী মানবের সর্বোৎকৃষ্ট সম্প্রদায়।

জীশিক্ষা ও গবর্ণমেন্ট ।

বড়ই সুখের বিষয় কিছু দিন হইতে এ দেশের জীশিক্ষার প্রতি আবার গবর্ণমেন্টের শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার শুভ ফলও প্রত্যক্ষ হইতেছে। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের ১৯০৪—৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায়, বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয় এবং ছাত্রী উভয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয় ৪৬৮১র স্থলে ৪৯১০ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে এবং ছাত্রীসংখ্যা ৯৬,৪৩৩ স্থলে ১,০২,০৪০ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬ বাড়িয়াছে। উড়িষ্যা এবং পাটনা বিভাগেই বৃদ্ধি অধিক; ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় কি কারণে জানি না, বিদ্যালয়ের ও ছাত্রীর সংখ্যা

কমিয়াছে। মিশ্র বিভাগের অর্থাৎ যেখানে বালক বালিকা একত্র পাঠ করে, সেখানেও ছাত্রীসংখ্যা ৫৪,৯৫১ স্থলে ৫৭,৪৬৭ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪ই বৃদ্ধি হইয়াছে; যেকোনো এবং আইয়ারি বিভাগের ছাত্রীসংখ্যা ১,৪৮,৮৭৪ হইতে ১,৫৬,৪২৬ অর্থাৎ শতকরা ৫ বাড়িয়াছে।

যতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টী মাত্র। একটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ। গবর্ণমেন্ট সাহায্য-কৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ৩৮৫৫ হইতে ৪২১৭ হইয়াছে; কিন্তু সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, ৮১২ হইতে ৬৮৯ হইয়াছে।

একটি বিষয়ে সুলক্ষণ দেখা যায়—উচ্চ
দ্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ক্রমশঃ অধিক
অধুত হইতেছে। গত বৎসরে
কলিকাতার ১০টি অপার প্রাইমারি স্কুল
মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত
মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্রীগণ্য। পূর্ব
বর্ষে ২৭৪ ছিল, কিন্তু গতবর্ষে ১৩৭২
হইয়াছে। উচ্চতর শিক্ষায় সহস্রাদিক
ছাত্রীর ক্রি ক্রম আনন্দকর নহে।

গবর্ণমেন্ট কতকগুলি নিম্নশ্রেণী বিদ্যা-
লয়ের বায়ভাব বহুস্তে লইয়াছেন এবং এই
সকল বিদ্যালয় মডেল প্রাইমারি স্কুল নামে
আপাত। ইহার সংখ্যাও ৪৯ হইতে
৮৬ হইয়াছে। পল্লীগ్రামে বালিকাবিদ্যালয়ে
ছাত্রীগণ্য। বুদ্ধি ও তাহা স্নিয়মে পরি-
চালিত হইলে গবর্ণমেন্ট তাহার সমগ্র
ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

বালিকা-বিদ্যালয় সকলেব জন্ত শিক্ষ-
য়িত্রীর অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। এই
অভাব পূরণার্থ গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে
শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী খুলিয়াছেন। ইহা দ্বারা
শিক্ষয়িত্রী সকল প্রস্তুত হইয়া শিক্ষা-
কার্যের ভার গ্রহণ করিতেছেন। তথাপি
অনেক বিদ্যালয়েব কর্তৃপক্ষ শিক্ষয়িত্রী
চাহিয়া পাইতেছেন না। ইহার জন্ত
আরও সুবিধা করা নিতান্ত আবশ্যক।

দ্রীশিক্ষার বায় পূর্ববর্ষে সর্বশুদ্ধ ৪,১৭,
১০১ ছিল, গতবর্ষে ৪,৪০,৬০৪ টাকা
হইয়াছে। প্রদেশীয় রাজস্ব হইতে ১,০৫
৩৪৮ স্থলে ১,১৬ ৬০২ টাকা প্রদত্ত
হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ৮০,১৫০ স্থলে

৮৯ ৬৫৬ টাকা দিয়াছেন। মিউনিসি-
পালিটি হইতে ১২,০১২ স্থলে ১৩,০১৮
টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। ছাত্রীদের বেতন
এবং আয়ের অত্যন্ত উপায়েও ২১৯,৬১৪
স্থলে ২২১,৬২১ টাকা আদায় হইয়াছে।
দ্রীশিক্ষার জন্ত রাজকোষ হইতে আবও
অনেক অধিক ব্যয় স্বীকার করা
আবশ্যক।

গতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা
পরীক্ষায় ২৭টি বালিকা উপস্থিত হয়,
তন্মধ্যে ৮টি মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার
পূর্ব বর্ষে ২৫টির মধ্যে ১৪টি এবং তৎ-
পূর্ব বর্ষে ২১টির মধ্যে ১০টি উত্তীর্ণ
হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ মান পরীক্ষায় ৬৩, ৪র্থ
এবং ২য় মান পরীক্ষায় যথাক্রমে ৩৯৯
এবং ১৫০১ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১৯০৪
সালের আগষ্ট মাসে জুনিয়ার ও সিনিয়ার
শিক্ষয়িত্রী পরীক্ষা হয়, তাহাতে ১৯৮টি
জুনিয়ার এবং ৮টি সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী
প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। পূর্ব বর্ষে ইহার
ফল উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল, ২২টি জুনিয়ার
এবং ১১টি সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী প্রশংসা-
পত্র লাভ করেন।

উচ্চ জীববিদ্যালয়-সংখ্যা ৯টি এবং
তাহাতে ৮০ জন শিক্ষক, তন্মধ্যে ১২
জন গ্রাজুয়েট বা উপাধিদারী, ২৮ জন
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং
৮ জন মাত্র (trained) শিক্ষিত শিক্ষক
শিক্ষয়িত্রী। মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয়ের সংখ্যা
সর্বশুদ্ধ ৩৩টি ও শিক্ষক ১৪২ জন,
তন্মধ্যে ২ জন মাত্র উপাধিদারী, ১৩ জন

নিম্নতর পবীক্ষোত্তীর্ণ, ১৪ জন শিক্ষিত শিক্ষক। অপর প্রাইমারি বিদ্যালয়ে ৪৬৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ১জন উপাধি-ধারী, ৮জন নিম্ন পবীক্ষোত্তীর্ণ এবং ৫৩ জন শিক্ষিত শিক্ষক। নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংখ্যা ৬৮৫৩, তন্মধ্যে একজন বি, এ, ১জন এফ, এ, ১২জন প্রবেশিকা-পবীক্ষোত্তীর্ণ এবং ১৮৬ জন শিক্ষিত শিক্ষক।

নিম্নশ্রেণীর বাগিকা বিদ্যালয়েও বি এ উপাধিদারী শিক্ষক, ইহাতে আনন্দ ও হয়,

ভূখণ্ড হয়। উপাধিদারীরা ছোট ছোট বাগিকাদিগকে সামান্য সামান্য শিক্ষাদানে অহুবাগী উঠা আনন্দের কথা। কিন্তু তাঁহারা উপযুক্ত বেতন পান, বোধ হয় না; স্রুতবার কতদিন পার্কেবন নিশ্চয় নাই। হিন্দু বিদ্যাব্যবসায়ীরা অধিক শিক্ষা লাভ কবিয়া শিক্ষাদানবৃত্ত গ্রহণে প্রস্তুত হইল, তাহাতে তাঁহাদের দুভাগ্যের জীবন মার্থক হইবে এবং তাঁহাদের দ্বারা স্ত্রীজাতির অশেষ উপকার সংসাধিত হইবে।

সামাজিক চিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু একজন পসাবওয়ালার উকীল, তাঁহান বিস্তর কাজ; কাজেই অশ্বঃপুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক বড় কম। কিন্তু আজ গৃহিণী তলব কবিয়াছেন, তাই অসময়ে অশ্বঃপুত্র হাজির হইতে হইয়াছে। গৃহিণী এ কথা গে কথার পর কহিলেন,—

“ঐ দল্লীছাড়া মুখপোড়া ঘটকটা কেন ঘন ঘন আসে, বল দেখি?”

চন্দ্র বাবু। ঘটক বেচাবার উপর তোমারই বা এত রাগ কেন বল দেখি?

গৃহিণী। ঐ পোড়ারমুখের উপর আমার রাগ হবে না? ও বামন, ওর ইনানো বিনানো কথায় কত মেয়ের বাপকে যে ভুলিয়ে অচল বর চালিয়ে দিয়েছে, কত বাজার ফেরতা বাদর বরের

গলায় মুক্তাহাব পরিয়ে দিয়েছে, তার কি ধর রাগ?

চন্দ্র বাবু। তা হ'তে পারে। কিন্তু সে জন্ত গোমার ভর নেই। আমি কত হাকিম ঠাকুরে মকেলের বাস্তব টাকা নিজেব নোহাব মিল্লুক পুচ্চি, আর আনাব চোখে ধূলা দিবে ঐ মুখ ঘটকটা!

গৃহিণী। ওগো, ও ঠাকুরটির সঙ্গে বড় বেশী বড়াই করো না; কোন্ দিন যে ওর পাঁচালো বুদ্ধি তোমার ধাবালো বুদ্ধিকে ও ছাড়িয়ে উঠবে, তা বুঝতেও পারবে না।

চন্দ্র বাবু। কিন্তু ঘটকের শব্দবাগর না হলেও যে আর চলতে না। মেয়েব বয়স নিয়ে, লোকেরা কি বণাবণি করে, তাই শোন। এক যদি আত্মীয় স্বজনব মায়া কটায়, সমাজেব ভর ভাগ করে,

ব্রাহ্মসমাজে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতাম, তা হলে কোন কথাই ছিল না। মনে যখন অতটা জোর নেই, সাহসে যখন কুলাবে না,—যখন হিন্দু সমাজেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তখন ঘটক ছাড়া আর উপায় কি ?

গৃহিণী। হিন্দুসমাজে বারা উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, তারা কেউই ঘটকের দ্বারা বড় যায় না। কেন, তুমি কি তোমার মনেন মত একটি জানা শুনা ছেলেকে তিক্ করতে পার না ?

চন্দ্র বাবু। অসম্ভব। এ অঞ্চলের লোকেরা জানে, আমার বাড়ী অনেক মূবগী জবাই হয়েছে, কিন্তু ফস্মিন্ কালে কোনও ঠাকুর দেবতার পূজা হয় নি। মেয়েকে ব্রাহ্মিকা ড্রেস পবিয়ে অনেক ব্রহ্মোৎসবে পাঠিয়েছ, কিন্তু বল ত, কবে কোন্ হিন্দুব বাড়ী সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছে ?

গৃহিণী। কি কবে যাবে ? অমন সেয়ানা মেয়ে দেখে সকলেই যে কুৎসা করে।

চন্দ্র বাবু। সেই জন্তই ত বল্চি, এ অঞ্চলের কোনও হিন্দুব ছেলেই আমাদের মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হবে না। কাজেই বিদেশে ঘটক পাঠিয়ে ছেলের খোঁজ করতে হচ্ছে।

গৃহিণী। মাগো! তাই নাকি ? আমার মেয়ের বিয়ে না হয় না হো'ক, সেও ভাল ; তবু আমি অজানা অ-চেনা লোকের হাতে মেয়ে সঁপে দিতে পারব না।

চন্দ্র বাবু। তা হলে সেই তারক উকীলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেও। তুমিই ত তাকে দেখে বলেচ অমন সুশ্রী মানুষ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কি দেখতেই সুশ্রী ? সে একজন জুনিয়র উকীল, তবু মাসে তার হাজার টাকা আয় ! দেখেছ ত অল্প দিনে কেমন সুন্দর বাড়ী পানা বানিয়ে ফেলেছে !

গৃহিণী। হাঁ, তাকে দেখলে জামাই করতেই সাধ যায় ; লেখা পড়াও খুব জানে ; কিন্তু জানলে হবে কি ? লোকটি অর্থপিশাচ, ধর্ম কন্ঠের ত ধারই ধাবে না ; তাতে আবার দোজবরে ! মেয়ের কি মনে ধরবে ? সে ত ধর্ম ধর্ম করেই পাগল !

চন্দ্র বাবু। ধর্ম-ধর্ম করে পাগল হো'ক না, তাতে আর কে বাধা দিবে ? সে কি মনে করে ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে হলেই বড় একটা ধার্মিক ছেলে জুটে যাবে ? সকলে ত আব তার মামাব মত নয়। তোমাব মেয়ে দেখতে শুন্তে, গাইতে বাজাতে—সর্দগুণে যেকপ গুণ-বতী, তাতে নিশ্চয়ই সে স্বামীকে তার মতে আন্তে পাববে। আমরা নয় সমাজের ভয়ে একজন হিন্দু ছেলের সঙ্গেই তাব বিয়ে দিলাম ; কিন্তু বিয়ের পর যদি তাকে নিজের মতে নিতে পারে, তাতে আর লোকমান কি ?

গৃহিণী। কি জানি ! আমি অত শত বুঝতে পারি না। মেয়েকে সব কথা ভেঙ্গে বলি, যদি তার মত হয় ত বিয়ে হবে।

চন্দ্র বাবু। কি আশ্চর্য্য ! তুমি এপনি মেয়েকে সব ভেঙ্গে বলতে চাচ্চ ? তোমার ভায়ের যে সে চেলা। বিয়ের কথা শুন্লেই তোমার ভাইকে গিয়ে বলবে ; আর তোমার ভাই কাণে কাণে এমন মন্ত্র দিবে,—আমরা খুন হয়ে মলেও আমাদের কথা শুন্তে চাইবে না। তোমার ভাই-ই ত ওর মাথায় কত সব বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছে ; ও নাকি ঘরে পড়েই এক-এ বি এ, পাশ করবে ; তার পর হয় প্রচারিকা হবে, নয় ত তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেশ উদ্ধার করে বেড়াবে।

গৃহিণী। তুমি যে কি রকম কথা বল, আমার একটুকু ভাল লাগে না। আমার ভাই-ই ত ছেলেবেলা থেকে ওকে লেখা পড়া শিখিয়ে, কত ধর্ম্মের কথা শুনায়ে মানুষ করে তুলেছে। আজ যে এমন দেবীর মত মেয়ে নিয়ে গর্ক কচ্চ, সে ত শুধু আমার ভাইয়ের জ্ঞে।

চন্দ্র বাবু। তোমার ভাইকে ত আমি মন্দ বল্চি না। 'আমার এই ওকালতী বাবসা ছেড়ে দিয়ে যদি তোমার ভাইয়ের মত পরোপকারী ও ঈশ্বরভক্ত হতে পারতাম, তা হলে ত জীবন ধন্য হত। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, একটি মাত্র মেয়েবে যখন ছাড়তে পাবব না, তখন ত তাকে আমাদের মতেই চলতে হবে ?

গৃহিণী। কি করে চালাবে ?

চন্দ্র বাবু। তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। তা হলে শোন, কথাটা ভেঙ্গে বলচি। তারক উকীল হেমকে বিয়ে

করতে রাজি হয়েছে ; এখন আমি তাকে কথা দিলেই সব ঠিক হয়। তোমার যখন এ বিয়েতে তত আপত্তি নেই, তখন আজ রাত্রেই তারক উকীলের বাড়ী গিয়ে সব ঠিক করব। তার পর তোমার ভাই এ বাড়ী হ'তে চলে গেলেই হেমকে সব কথা বুঝিয়ে বলব। দেখবে সে কিছুতে আমার অবাধা হবে না।

গৃহিণী। বল কি ? হেমকে না জানিয়ে আগেই বিয়ে ঠিক কবে ফেলবে ? তা আমিও বল্চি, মেয়ে যাতে অস্বখী হয়, তা করতে পারবে না ; মেয়ের অমত হলে বিয়ে ভাঙতেই হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

চন্দ্রনাথ বাবু মেয়ের নাম হেমলতা। হেমলতাদেব দুই ঝি ছিল। এক দিন প্রথমা দ্বিতীয়াকে কহিল ;—

“হাঁলো, তুই যে একলা বসে বড় হাম্‌চিস্, মাথা খাবাপ হ'ল নাকি ?”

দ্বিতীয়। মরণ আর কি ! বসে বসে ত কোন কাজ নেই ; এলে গায়ে পড়ে ঝগড়া কবতে ! বলি আমার মাথা খাবাপ হবে কেন ? আমি কি কারো মাথা খেয়েচি না কি ?

প্রথমা। ঠাট্টা করে একটা কথা বল্লম, তার জ্ঞে অত রাগ কেন গা ? কি ভেবে অত হাসি পাচ্ছিল, বল্‌না ?

দ্বিতীয়। না বল্‌ব না ; গিসি নিজেই যখন সে খবর গোপন রাখতে চাচ্চেন, তখন আমি কেন লোকের কাছে বলে বেড়াব ?

প্রথমা। মাগা খাস, কি খবর, আমাকে বল।

দ্বিতীয়া। আগে বল তুই কারো কাছে বলবি না।

প্রথমা। তোর দিকি, আমি কারো কাছে বলব না।

দ্বিতীয়া। আমাদের হেম দিদির বে-
বিয়ে!

প্রথমা। মাগো মা, এমন কথাও তুই বলতে চাচ্ছিলি নে? এই স্নখবর কি গোপন রাখতে হয়?

দ্বিতীয়া। কি জানি বাপু? আমরা মা হলে ত অমন খেড়ে মেয়ের বিয়ের খবর শুনে, পায়ে মল পরে ঝুমুঝুমুঝুমু কবে নেচে বেড়াইতুম; আর পাড়ার মেয়ে-দের ডেকে, বিয়ের আগেই ঘটা করে একটা ভোজ দিতুম। এ বাড়ীর সকলি উল্টা! মেয়ের মা নিজেই খবরটা চাপা দিতে চাচ্ছে!

প্রথমা। তা কণাটা আর কারোকে না বললেও হেম দিদিকে বলতে হবে; হেম দিদির কাছে কিছু বকশিব আদায় করব, তবে ত ছাড়ব!

দ্বিতীয়া। ওলো সর্পনাশি, তুই দেখচি আমাকে মজাবি!

প্রথমা। কেন গা? মজানোর কথা আবার কি হ'ল?

দ্বিতীয়া। বাড়ীতে ঐ মামা বাবুটি আছেন, উনি কি না সাধু মানুষ; ভগ-বানের নাম করেন, আর গরীব ছুখীর উপকার করে বেড়ান। হেম দিদি গুর

কথাই শোনেন। কলকাতায় ভারি বেক্সসমাজ আছে না? উনি সেখানে হেম দিদিকে নিয়ে যেতে চান। সেখানে যে সব মেয়ে বিধবা, তাদেরই বিয়ে হয়। কুমারী মেয়েরা লেখা পড়া শেখে, ভগ-বানের নাম করে, আর দুখী লোকদের উপকার করে বেড়ায়। হেম দিদির বিয়ে হলে ত আর বেক্সসমাজে যাওয়া হবে না, তাই হেম দিদি বিয়ে করতে চান না। কাজেই কল্টি গোপনে বিয়ে ঠিক করেচেন,—মেয়েকে জানান নাই। জানলেই মামা বাবুটি দিদির কাণে মস্তোর দিয়ে একটা অনর্থ ঘটাবেন।

প্রথমা। মাগো মা, এত কথা ত আমি জানতুম না; আমি ভাবতুম এমন রূপসী মেয়েরও কেন বর জুটে না!

দ্বিতীয়া। শুধু কি রূপ? এমন গুণই বা কয়টা মেয়ের আছে? দেখতে যেমন সাফাং ভগবতী, মানুষকে দিতে-থুতেও যেন ঠিক অন্নপূর্ণা।

প্রথমা। বোন, সবই ভাল, খালি বিয়ে করে নাই বলেই যা কিছু নিন্দে; কত লোকে কত কি বলে!

দ্বিতীয়া। লোকের মুখে আশুন! তুইও যেমন পোড়া লোকের কথা শুনতে যা'স্। একদিন আমার কাছে কেউ কিছু বলে ত মজাটা দেখতে পায়; তাদের পেটের নাড়ী নক্ষত্রের বের করে দি। আমি খামা কি, লোকের বাড়ী কাজ করে করে বুড়া হয়ে গেলুম, কার ঘরের কোন্ কথা আমার কাছে

ছাপা আছে? আমাদের হেম দিদির মত মেয়ে যদি তাবা পেত, তা হলে তাদের কুল উদ্ধার হয়ে যেত!

প্রথমা। তা কি আর বলতে? বড় লোকের মেয়ে, এত লেখা-পড়া শিখেচে, তা বলে কখনো অঙ্কার দেখেছ? রোজ নিজের হাতে বাপকে বেঁধে খাওয়ায়। আমাদেব উপর যে কি দয়া, তার ত কথাই নেই। জানিস্ ত সেবার সেই বোন-ঝিকে দেখতে গিয়ে ছমাস কাজে কামাই করতে হ'ল। বাবু মুখপোড়া মূত্বী বেটা আমাকে ধমকাণো আব মাইনে কাটিলো। দিদিব কাছে গিয়ে কৈঁদে পড়তেই নিজেব বাগ থেকে মাইনের টাকা দিলেন; তা ছাড়া বোন-ঝির সাধেব সময় পাঁচটাকা দিয়ে এক খানা কাপড় কিনে দিলেন!

দ্বিতীয়া। তুই যদি আমার সেবাবকাব কথা শুনিস! বামোতে ছমাস বিছানায় পড়ে। অল্প মুনিব হলে অতদিন কি সবু কর্ত? নিশ্চয়ই একটা নূতন ঝি আসত। এখানে নূতন ঝি আসা ত দূবেব কথা। একদিন হেম দিদি গাড়ী করে নিজেই গিয়ে আমার বাড়ী উপস্থিত। তখনই ডাক্তার ডাকালেন, নিজেব হাতে পথ্য তয়ের করে আমাকে খাওয়ালেন; সমস্ত শবীলে বাথা বলে গা হাত টিপে দিলেন! বহু দিন অশ্রু ছিল, নিজে এসে আমার শুশ্রূষা করতেন। তাতেই ত আমি বেঁচে উঠলুম; নইলে যমের বাড়ীই

যেতে হত। শুনেছি আমাব জ্ঞাত্ত তাঁকে সাত গোঙা টাকা দিতে হয়ে'চ।

প্রথমা। তা নোন, আমাকে দিদি ভাল বাসেন, আমি একদিন বলব, বাগ্নী দিদি, বিয়ে কর, বাগের অবাধ্য হয়েও না।

দ্বিতীয়া। নাগো না, তুই কিছু বলিস্ নে, কৰ্ত্তাতে গিন্নিতে বিয়েব কথা হচ্ছিল, আমি হঠাৎ গিয়ে তাদের সামনে পড়েছি, তাই শুনেছি। গিন্নি বার বার কথাটা আর কাকেও বলতে বারণ করেচেন।

প্রথমা। তা বেশ; বারণ কবেছেন ত কাকেও বলব না।

বলা বাতল্য যে, কথাটা প্রথমা, দ্বিতীয়া উভয়ের দ্বারাট পাড়ায় প্রচারিত হইল, হেমের কাণে গেল। হেম অলুসন্ধান করিয়া সকল খবরই জানিতে পারিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

হেমলতার মামাব নাম অধিকা বাবু। অধিকা বাবু হেমলতার গৃহে আসিয়া হেমলতাকে কহিলেন:—

“আমি আজ যাব বলে তুমি নাকি কাঁদচ? আমার তোমার শৈশবকাল ফিরে এল নাকি? ছি, লোকেরা যে তোমায় ভারি ছেলে মানুষ বলে মনে করবে!”

হেম। মামা, আপনি আমাব নিকট হইতে দূরে যাবেন না; আমি বড় অসহায়!

অধিকা। হেম, কি বল্চ?

হেম। আমি বড় দুঃখিনী।

অধিকা। মা, কি হয়েছে বল দেখি?

হেম। কি বলব? আপনি কি কিছু জানেন না?—আমার বিবাহ।

অধিকা। ছি, তুমি এখনো এত ছেলে মানুষ! বিবাহের নামেই মনকে খারাপ করতে আছে? মা-বাপের তুমি একটি মাত্র মেয়ে, তোমার পক্ষে বিবাহই ত সুখের কথা।

হেম। মামা, আপনিও বলেন বিবাহ সুখের কথা। আমি যে ছেলেবেলা হতে কত আশা করে এসেছি;—আমি কত শিখব, কত কি করব—আমার মনে কত মহৎ সংকল্প!

অধিকা। বিবাহ কবলে কি আশা ছেড়ে দিতে হবে? সংকল্প হতে ভ্রষ্ট হতে হবে? তানয় মা। বরং কোন শিক্ষিত ঈশ্বর-ভক্ত ধার্মিক যুবকের সঙ্গে পরিণয় হইলে, তোমার আত্মীয়তার সুবিধা হবে।

হেম। বিবাহের পর কোন মেয়ে কতটা আত্মীয়তারিতে করতে পেরেছে; তা কি আপনি জানেন না? অনেক মেয়েই ত সংসারের স্বার্থে পড়ে উচ্চ আশা ও মহৎ সংকল্প চিরদিনের জন্ত অস্তর হতে উৎপাটন করেছে। তা নয় স্বীকার করগাম কোনও ধার্মিক ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হইলেই, জীবন গড়ে উঠত;

কিন্তু আমার যে কোথায় বিয়ে হচ্ছে তাই আপনি জানেন?

অধিকা। কোথায় হচ্ছে?

হেম। তাবক উকীলের সঙ্গে।

অধিকা। তাবক উকীল? হাঁ, শুনেছি তার রূপ আছে, অর্থও আছে; কিন্তু সে যে ধার্মিক, তার কোন স্থাবরকেও ত তা বলতে শুনি নাই।

হেম। ধার্মিক? আমি অল্পসম্মানে জানতে পেরেচি, অতি লঘুপ্রকৃতির লোক। এমন ভাল বিষয় নেই, যা বিক্রয় করে উড়িয়ে দিবে না। বীর্য ধর্মের জন্ত ব্যাকুল, দেশের কল্যাণের জন্ত বাস্ত, তাঁরা নাকি তাঁর নিকট মস্তিষ্কবিনোদ উদ্ভাদগ্রস্ত লোক!

অধিকা। ছি, এমন লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে! তুমি নিশ্চয়ই এ বিবাহে সম্মত হবে না।

হেম। সম্মতি 'কেই চাহিলে ত অসম্মত হব? বাবা আমাকে না জানিয়ে গোপনে গোপনে বিবাহ ত্রিক করেছেন।

অধিকা। সে কি? তোমার মত বুদ্ধিমতী ধর্মশীলা মেয়ের মত না নিয়ে বিয়ে ত্রিক হয়েছে? তোমার বাপ যদি এমন নিষ্ঠুরই হবেন, তা হলে তোমাকে এতদিন অববাহিতা রেখে লেখা পড়া শিখালেন কেন?

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ ।

১। লর্ড মিণ্টো সঙ্গীক ছোটলাট ফ্রেম্ভাবের সহিত বেহার ভ্রমণে গিয়া ছিলেন, পবে ডাল্টনগঞ্জ পরিদর্শন কবেন। ২৯এ মার্চ সিমলা যাত্রা কবিনেন।

২। এ বৎসর ভাবতের নানা স্থানে শস্তাভাব, আবার পুস্ত বাঙ্গালাতেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছে।

৩। এ বৎসর বোম্বাই প্রদেশে জ্বীর্ণক্ষার জয় হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে পুনা বালিকা-বিদ্যালয় প্রথম স্থান লাভ কবিয়াছে। বি এ পরীক্ষায় ডাক্তার আর জি ভাণ্ডারকারের পৌত্রী কুমারী ভাণ্ডারকাব উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। জগদীশচন্দ্র পুত্রীতে শ্রীযুক্ত কানাইলা লাগ বগলা নিজ্যয়ে বাক্রি-নিবাস নিম্মাণ করাইয়াছেন, ছোট লাট আনন্দসংকারে ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন কবিয়াছেন।

৫। কলিকাতা প্রাণ্ড থিয়েটারে স্বদেশচিহ্নিত বীরদিগেব অভাষণা হইয়াছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পদক ও অন্যান্য সম্মানচিহ্ন প্রদান করেন।

৬। গত ৫ঠি মার্চ টাউনহলে ইংলি়াল আসোসিয়েসনের এক সভা হইয়া ৪৪ জন বিদেশযাত্রী ছাত্রকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। ইহারা জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্প শিক্ষার্থ যাইতেছেন।

৭। পুনা বিদ্যাপাশমেব শ্রীমতী কাশী-বাই দেবদাব ভাবতের নানা স্থানে ভ্রমণ কবিনা বিধবাদিগেব অপোন্নীত মাধকে বঞ্ছিত কবিত্তেছেন।

৮। ভারত ডিভিফ কংগ্রে ২৪ লক্ষাধিক টাকা জমা আছে।

৯। বাচোরেব আর্গাসমাজ একটা মুগলমান বিধবাকে “দাম্পদেবী” নাম দিয়া সমাজভুক্ত কবিয়াছেন।

১০। সার আলেকজান্ডার পেডলাবেব স্থানে জটিল আন্তঃতথ্য যুগোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। এ সংবাদ বিশেষ আনন্দকর।

১১। ২০এ দেকরাবি বেথুন কলেজে গেডি মিণ্টো গাবিতোবিক বিতরণ করেন এবং অনবদল্ রিচার্চ সভাপতিত্ব করেন।

১২। ডেকার্কাজ ক্রিষ্টিয়ানেব সমাধি অন্তঃস্থান ১৩ঠি দেকরাবি হইয়াছে, ৭০,০০০ লোক উপস্থিত হয়।

১৩। কমন্স সভায় লোবাব সাহেব স্পিকার বা সভাপতিত্বপে পুনর্মনোনীত হইয়াছেন।

১৪। জাপানের ডিভিফ সাধনাবাধ মুগলমান প্রভৃতি স্থানে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে।

১৫। সুপ্রসিদ্ধ লুবব স্থানে ফুলিয়ার ফরাসী প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। ইনিও

অনেক ক্ষেত্রে কার্য্য কবিতা খ্যাতি লাভ
করিয়াছেন।

১৬। ডাক্তার জে এন রিবেলিক টিবা

মৃত্যুকালে ৭০,০০০ টাকা দান কবিতা-
ছেন, তাহাতে গোয়া বা কোচিন মঙ্গলে
শিশু-আশ্রম হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ভাস্করানন্দ-চরিত—শ্রীহরেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৮ টাকা।
কাশীর স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ পরমহংস
ভাস্করানন্দ স্বামীর জন্ম হইতে দেহত্যাগ
পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনী অতি যত্নের সহিত
সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহাতে ইহঁদের বালাকালের ব্রহ্মচর্যা,
সন্ন্যাসগ্রহণ, তপস্তা, জীবনের কঠিন
পরীক্ষা, পদব্রজে ভারতভ্রমণ, উপদেশা-
বলী ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত
হইয়াছে। অনেকগুলি ছবি দ্বারা গ্রন্থ-
খানি অলঙ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে অমূল্য
জীবনের ইতিবৃত্ত সকলেরই পাঠ্য।

২। রিয়াস-উস-সালাডিন—শ্রীরাম-
প্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত। শতাধিক বর্ষ
পূর্বে মালদহ-নিবাসী গোলাম হোসেন
সলেমী পারস্য ভাষায় যে বাঙ্গলার
ইতিহাস লেখেন, ইহা তাহারই বঙ্গা-
বাদ। ইহাতে বাঙ্গলার প্রাচীন বিভাগ ও
কতকগুলি প্রসিদ্ধ নগরের বর্ণনা আছে
এবং প্রাচীন হিন্দু রাজগণ হইতে মুর্শিদা-
বাদের নবাববংশের রাজত্ব বৃত্তান্ত
লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভ্রমপ্রমাদ
খালিগেও ধারাবাহিক এক্ষণে বঙ্গো-
তি-

হাস হ্রস্বত। অল্পবাদক অনেকগুলি
টাকা টিপ্সনী দিয়া গ্রন্থের ভ্রমসংশোধন ও
অভাব পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই-
রূপ ইতিহাস গ্রন্থ যত প্রচারিত হয়,
ততই দেশের মঙ্গল। গ্রন্থকার উৎসাহ
লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

৩। অশ্ববিন্দু—শ্রীসবলা দত্ত প্রণীত,
মূল্য ১০ আনা। এ কাব্যখানি ক্ষুদ্র
হইলেও সাধারণ পণ্ড গ্রন্থের মত নয়,
ইহাতে কবিত্ব ও চিত্তাশীলতা আছে।
আমরা যে যে কবিতা পাঠ করিয়াছি,
তাহাতেই নূতনত্ব দেখিয়া পুলকিত
হইয়াছি। ভাষা সরল, সরস ও মধুর।
নবীনা লেখিকা সর্বতোভাবে প্রশংসাহী।
তিনি অবলম্বিত ব্রতে সিদ্ধি লাভ করুন
আমাদের এই প্রার্থনা।

৪। কুসুম গাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্র-
বালা সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ১০ আনা।
গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা,
গল্প ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই তাঁহার
অনিপুণতা আছে। বর্তমান গ্রন্থের কোন
কোন কবিতা বাগাবোধিনীতে প্রকাশিত
হইয়াছে। গ্রন্থখানি লেখিকার গৌরবের
উপযুক্ত হইয়াছে।

বাগদানাদিনী ।

বসন্ত সমাগমে ।

কোপা হতে এলে তুমি
হে বসন্ত ঋতুবাজ !
পরালে ধরণী মায়ে
ধতনে মোহন সাজ । ১
কিবা নব শ্রামাধর
করা'য়েছ পরিধান ;
আপাদ মস্তক মার
ফুল-দাজে শোভমান । ২
মলয় মাকতে বৃষ্টি
করিয়াছ নিয়োজন,
বাজন করিতে মায়ে
ভক্তিভরে অমুক্ষণ ? ৩
অঞ্চল হুগিছে তাহে,
গাছে গাছে কিশলয় ;

সৌবত ছুটিছে তাহে,
মন বিমোহিত হয় । ৪
কলকণ্ঠ পাখিকুল
ধরিয়াছে কত তান,
ভাদের বলেছ বৃষ্টি
মায়েরে শুনাতে গান ? ৫
বর্ষে বর্ষে ঋতুরাজ
তোমার সৌভাগ্য কত,
ষারে তুমি ভালবাস,
তোম তারে মনোমত । ৬
আমার দেবতা যিনি,
বর্ষ বর্ষ কেটে যায়,
• তাঁকে তো পূজিতে নারি
প্রেম ফুল দিয়ে পায় !!
শ্রীমতী প্রিয়বালা রায় ।

শ্রীমতী হেমস্তুকুমারী চৌধুরীর প্রতি !

নারী তুমি ! এত শক্তি, তোমার ভিতরে ?
এত স্নেহ, এত আশা,
নিষ্ক পুত ভালবাসা,
কাদিছে কোমল প্রাণ, স্বদেশের তরে ।
আপনার দায়িত্বের
গুরু ভারগুলি
পারে নাই তুলাইয়া রাখিতে তোমায় ।

ও তোমার মুখ চেয়ে
দেখ গো স্বরগ-মেয়ে,
এ দীনার, স্বার্থ সাধ, মরিছে লজ্জার ।
তব উদ্গাদিকা বাণী,
জ্বলয়ে দিয়াছে আনি,
মলিন বিষাদভরা নীরব বিষ্কার ।
কৃত্র নারীশক্তি নিয়ে

* ভারতমহিলা সমিতিতে শ্রীমতী হেমস্তুকুমারীর জাতীয়তা লব্ধকে প্রতীকী ও অপ্রাণ্য, বক্তৃতা শুনিয়া লিখিত । লেখিকা ।

এই মহা গান গে'রে
ভারত-শ্মশানে আজি, বীণাপাণি সম
বাসন্তি পরশ ভরে,
জাগাইতে চাহ ধীবে,
জাগাবে কি, নিদ্রামগ্ন মান হিয়া মম ?
সুদূর সে অতীতের
সুখস্মৃতি তত
এনে দিবে, সু বাবতা, এই ভগ্ন চিত্তে ?
ভাবতের বমনীর

উন্মাদিকা গানে
বাজিয়া উঠুক ধ্বনি প্রতি প্রাণে প্রাণে,
জগতের প্রতি অণু
জেগে উঠে যথা
বসন্ত পরশভরে ।
গভীর নিদ্রার পাশে
জাগরণ ভেসে আসে,
পুলক রোমাঞ্চ উঠে, ধরা কাঁপে থব থবে ।
সরসা দত্ত ।

যামিনী ।

যামিনী আসিছে দেখে, কালো বসন পরে,
সসন্ত্রমে সন্ধ্যাবাণী দূরে গেল সবে ।
ছুটে এল শিশুদল খেলা ভেঙ্গে দিয়ে,
আস্থি দূর কর্তে আঁঠা মাঝ কাঁছে গিয়ে ।
ঘুমাল শিশুর দল—হইল নীবব,
লভিতে বিশ্রাম বাস্তব বিহঙ্গ মানব । •
চারি দিকে নাহি আর সাড়া শব্দ কার,
মাঝে মাঝে শুনি শুধু বিল্লী বন্ধাব ।
নিশ্চক্ৰতা ভঙ্গ ক'রে ছুই এক শিবা,
চড়ায়ে সপ্তম সুর ডাকে তুলি গীবা ।
অতিকটু রবে ডাকে পেচকেব বাণী,
আনন্দে তুলিয়া তার চন্দ্রাননখানি ।
কয়েকটা লোক ছাড়া ঘুমাইল সব,
জগতে ঘটিল যেন কাণ্ড অভিনব ।

বিনিদ্র হইয়া বিশ্ব র'ল সে ক'জন,
ভাব মাঝে ছুই কাজে ছুই দল রন ।
পরস্পর হরণ তরে ঘেরে এক দল,
কুকাজ ভেবেছে যারা জীবন-সম্বল ।
বাকি এক দল যাঁরা রহেন জাগিয়া,
নির্জনে মহৎ কাজ সাধন লাগিয়া ।
দিবসের কলরবে মিটে নাই আশ,
পূরিবে সে ক্ষতি এবে এই অভিশাপ ।
তাই তাঁরা নিরঞ্জে বসিয়া এখন,
চাকলা-রহিত হয়ে করেন সাধন ।
বদ্ধজীব পাশে বাহা রাজি গণ্য হয়,
মুক্তাঙ্গার কাছে তাহা দিবা আলোময় ।
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী বোষ ।

আজিরে কোথায় ?

যে জালায় জলে প্রাণ, জানে কি জগতে কত ?
ছাই হয়ে গেছে সব, আগুন গেল না তবু ।
কে বোঝে কেমনে যায় দিবস রজনী মোব,
নিবেছে সকল আলো, হৃদয় আঁধার ঘোর ।

যেই মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হুদি মাঝে,
অচিরে শুকায়ে যাবে স্বপনে ভাবিনি তা' যে ।
জীবনে সে নবযুগ, কেমনে কহিব আর,
আজি তা কোথায় গেল, স্বরণে অস্তাব যার ?

এ শ্মশান একদিন নন্দন কানন ছিল,
 তেমন শোভাব রাশি, কেবা ভেঙ্গে চূবে দিল?
 মন্দার মধুব বায়ে সদত জুড়াত হিয়া,
 সে সুবস্ত্র—কি কহিব, প্রাণ পরশিত গিয়া!
 (নন্দন মন্দার স্বগ, উপমা হলো না ছাই,
 অমূল্য অমূল্য এদিকে তেমন নাই।)
 সে সুধা কোথায় আজি, যাতে হিষা ডুবে ছিল,
 গিনিময়ে বুকয়ুড়ে কেবা গিয়া ঢেলে দিল?
 সে স্বপন সে মদরা আবৃত এখনা ফিরে,
 জীবনের মত মোব সে নেশা ছুটিল কিরে?
 যে শুভ মুহূর্তক, কৈলাস গোলোক সাথে—
 বিনিময় মনে কবি, অশনি পড়িত মাথে;
 সে দিন কোথায় আজি? সে কথা বলিব কাবে?
 বাজবাণী—ভিখারিণী, বাকি ত থাকিল নাবে।
 পল অমূল্য তব যদিও এখনো পাই,
 চাহিনা যক্ষেব ধন, বৈকুণ্ঠে বাসনা নাই।
 জগৎ আপনা ভুলি, যে ভাবে সদত ভোর,
 সে ভাব পবণ মণি, আজিরে কোথায় যোর?

আছলু যাহাব ধোবে, উন্নত সাধক ছায়,
 সে সাধনা, সে কামনা, বলিবে বৃক্ষান দায়।
 সেই মহাযোগ,—যাহা সদত সান্বিত চিত্ত,
 যাহাব মধুব ভাবে পরাণ ভরিয়া দিত।
 যেখানে সেখানে থাকি, নয়ন দেখিত যাব,
 সে ছিল সবেতে মিশে, সব যে শিশান তার।
 সে ভাব কি আনবেবে জীবনে দ্বিতীয়বার,
 সাগর-তরঙ্গবৎ, এবারম ছিল না যার?
 উদ্বেলিত ভাববাণি, জগৎ স্বধাতে ভরা,
 তেমন নেশার ঘোবাক কবে ভাঙ্গিল হবা?
 ভেবেছিলাম এ জীবনে সে নেশা যাবে না কই,
 এমন মোহের দৃশ্য, কেন বা ভাঙ্গিলে প্রভু?
 বুঝেছি—যা স্বব-সেনা, তাক গো অধমে বর?
 অমৃত অমব-ভোগা, সব জগতের নয়!
 বেশীত চাহি না কিছু, হৃদয় ভাবটুকু সেই,
 বারেক আনিবে দাও, আর কোন সাধ নেই।
 তুমি ত সকলি পার দাসীবা ধারণা এই,
 স্বজন পালন-লয় সকলে যে তুমি সেই।

শ্রীহরিমতি দেবী।

আবাহন।

এস তৃণ আস্তবর্ণে বসিয়া ছজন,
 প্রকৃতির রত্নবাশি করিব লুণ্ঠন।
 অদূবে গাহিবে গীতি শ্রুমা পাণিয়ায়,
 সেই স্বর শুনি সখে, মোরা ছজনায়
 ছজনে বিভল প্রাণে চাহিব ছজনে,
 অমৃত উচ্ছ্বাস কত বয়ে যাবে মনে।
 আবীর প্রাণেশ, মোরা শ্রামল সন্ধ্যায়,
 বসিব তটিনী-তটে মুগধ হিয়ায়,—
 স্রব্ধ বক্ষে হেরি তার তারকানিকর,
 লুটিব বিভলে তব হৃদয় উপর;

আদব সোহাগে তুমি কবিরে ভোষণ,—
 তটিনীবে সিদ্ধ যথা করে আনিঙ্গন।
 আনন্দে উন্নত তাহে হবে প্রাণ মোর,
 জ্যোছনা মসীতে আমি হ'য়ে প্রোমে
 ভোর,
 লিখিব সে প্রেম-গাথা অমব অক্ষরে,
 এই সাধ সদা মোর জাগে এ অন্তরে।
 দয়া কবি কর মোর এ সাধ পূরণ,
 জাগুক হে নব তানে এ মৃত জীবন।
 শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

Bamabodhini Patrika.

The Convocation of the Calcutta University came off on Saturday the 31d of March. Lord Minto as Chancellor presided and Sir Alexander Pedler, Vice-Chancellor gave an address. Among the recipients of degrees a lady was loudly cheered when the B. A. diploma was handed to her.

Sir Charles Dike's Women's Franchise Bill provides that every man and woman shall be qualified to vote and no person can be disqualified by sex or marriage from membership of either House of Parliament.

A sister of ours from Benares sends us a graphic description of the reception of their Royal Highnesses—the Prince and Princess of Wales in that city, which is published as an article in the body of the paper. Every thing in this connection was well-regulated and gave satisfaction to the august visitors as well as to the public.

The royal reception at Madras was also a great success. Lady Amphil took great care in arranging about the interview of the Princess of Wales with the Purda party. A good many Ranis and respectable ladies of the Madras Presidency came from distant outside places and were highly gratified by

the condescending and graceful manners of the future Empress of India, who greeted each one of them and took particular interest in their children. She remarked that though there was not much time to devote to each town, yet the visit was full of interest to their Royal Highnesses.

OUR WOMEN.

Women in India hold a very low place in society and are deemed inferior to men almost in all respects. They are dependent on their male guardians—father, husband, or son, and are often entirely at their mercy. The following picture given of them by their greatest friend and benefactor—the illustrious Raja Ram Mohon Ray, when he fought hard to get the practice of burning widows abolished, still to a great extent holds good as regards the great majority of our females.

"If in the preparation or serving up of the victuals they commit the smallest fault, what insult do they not receive from their husband, their mother-in-law, and the younger brothers of their husband? After all the male part of the family have satisfied themselves, the women content themselves with what may be left whether sufficient in quantity or not. Where Brahmins or Kayasths are not wealthy, their women are obliged to

attend to their cows and to prepare the cow-dung for firing. In the afternoon they fetch water from the river or tank, and at night perform the office of menial servants in making the beds. In case of any fault or omission in the performance of those labours they receive injurious treatment. Should the husband acquire wealth, he indulges in criminal amours to her perfect knowledge and almost under her eyes, and does not see her perhaps once a month. As long as the husband is poor, she suffers every kind of trouble, and when he becomes rich, she is altogether heart-broken. All this pain and affliction their virtue alone enables them to bear. Where a husband takes two or three wives to live with him, they are subject to mental miseries and constant quarrels. Even this distressed situation they virtuously endure. Sometimes it happens that the husband for preference for one of his wives behaves cruelly to another. Amongst the lower classes and even better classes who have not associated with good company, the wife on the slightest fault or even on bare suspicion of her misconduct is chastised as a thief. A respect to virtue and their reputation generally makes them forgive even this treatment. If unable to bear such cruel usage, a wife leaves her husband's house to live separately from him, then the influence of the husband with the magisterial authority is generally sufficient to place her again in his hands; when, in revenge for her quitting him, he seizes every pretext to torment her in various ways and sometimes even puts her privately to death. These are facts occurring every day, and not to be denied."

Woman in ancient India was called *Mahila* or a being to be worshipped and at the time of marriage she was united with her husband (as *Sahadharmini* in the strictest sense of the word i. e. a life-companion for the practice of religion. She was then greeted as *Samragini* (সাম্রাজ্ঞী) or empress over her husband's father, mother, brothers and sisters as well as over the domestic servants and animals of his house. She had not only the right to inherit property called *stridhan* and acquire knowledge both theoretical and practical, but she also took part in composing the *vedas*, from a study of which she has subsequently been debarred. The ancient lawgiver *Manu* compared "stree" (wife) to "sree" (goddess of fortune) and the Mahanubhan Tantra boldly asserted

"যত্র নারীশ্চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতঃ ।

যত্র তাস্ত্র ন পূজ্যন্তে সৰ্বান্ত্রতাপনাঃ ক্রিমাঃ ॥

The gods delight to dwell where women are adored and all rights and ceremonies are of no avail where women are not adored.

It is the light of education which can dispel all darkness and help the fair sex of this land to attain the high position in society they once occupied. This light has dawned, but it has as yet benefited only a microscopic portion of Indian women. We are glad to find that the opposition to female education which was very common, even a quarter of a century ago, has vanished away and parents and husbands are now anxious to give at least some education to their daughters and wives. We are glad also that our girls are fairly competing with boys in passing the various University examinations and learning some professions. The benign government is also

helping the cause of female education with increased pecuniary aid and encouragement. The educated women themselves are on many occasions taking the lead in the improvement and enlightenment of their less fortunate sisters. We hope and pray that God may bless these several endeavours for the regeneration of His daughters in India and crown them with every success.

TRIBUTES PAID TO WOMEN

1. Woman is the masterpiece—*Confucius*
2. Women teach us repose, civility and dignity. —*Voltaire*.
3. Shakespeare has no heroes, he has only heroines. —*Ruskin*.
4. All that I am, my mother made me—*John Quincy Adams*
5. If woman lost Eden, such as she alone can restore it —*Walt Whitman*.
6. Woman is last at the cross and earliest at the grave—*J. S. Bayard*
7. A handsome woman is a jewel ; a good woman is a treasure — *Smith*.
8. There is a woman at the beginning of all great things.—*Dante*
9. The sweetest thing in life is the unclouded welcome of a wife—*N. P. Willis*.
10. Women are a new race, recreated since the world received Christianity. —*Beecher*.
11. Woman is the most perfect when the most womanly —*Gladstone*.
12. Heaven has nothing more tender than a woman's heart when it is the abode of pity.—*Luther*.

SAYINGS FROM RUSKIN.

To paint water is like trying to paint a soul.

No royal road to anywhere worth going to.

When you have got too much to do, don't do it.

If you can paint a leaf, you can paint the world.

Any body who makes religion a second object, makes religion no object

To live is nothing unless to live to know Him by whom we live.

The most beautiful things in the world are the most useless—peacocks and lilies, for instance.

In Persia if a vase or China ornament is broken, instead of commiseration to the owner, he is heartily congratulated, as it is supposed that an accident was bound to happen, and it is a matter for congratulation that it was not a limb that was broken or a life lost.

A rule for conversation—As a general rule it is wise to drop from conversation and, as far as possible, from memory, all that is unpleasant or sad, or wrong, unless there be some positive and urgent reason for recalling it. Such things perish far more quickly by neglect than exposure ; while every thing which is good, and just, and beautiful, is quickened and strengthened by being brought to the light and emphasised.

ধর্মের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা ।

বাহারি বেক্রপ পীড়া, সহজ বা ছুরারোগ্য, পীড়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না। দূষিত রক্ত, অঙ্গশূল, শরীরের অথবা হস্ত পদের দাহ, পুরাতন জ্বর, ও শরীর দুর্বল থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। মূল্য ১ এক মাসের যোগ্য প্রত্যেক ৮০ আনা করিয়া ১৯০, আজকাল এই সিরাপব্যবহার সর্বত্রই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তর, তন্মধ্যে এক খানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহায় তৈলঙ্গ স্বামীর প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিদ্যারদ, জ্ঞানী, বহুদর্শী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুলিপি—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পায়ের দোষ (যাহা আমার ক্যালমেল খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সর্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্য্যন্ত সমূলে নির্মূল হইয়াছে। বলিতে পারি, অগতে এই ঔষধ সর্বপ্রধান। ইহার তুল্য অগতে আর ঔষধ নাই। ১লা আশ্বিন, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্বপ্রকার জ্বরোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৮০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি দ্রুত বা অনিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া বাইতেছে। ইহা জ্বালোকদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপার, অতি সুখসেবা ও সুবাহু। আহাৱান্তে হৃদয়নাথ ২ বার খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এখানে স্রবণ রাখা কর্তব্য যে, যেখানে অধিক রক্তস্রাব ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বন্ধ্যাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার ও শক্তি হ্রাস, এমন স্থলে প্রাতে সিলায়ত্বাদি সিরাপ ও রাত্রে আহাৱান্তে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বন্ধ্যাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং গর্ভের সমস্তান বলিষ্ট হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাভাণ্য বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমাদের খাজাণেও তুল্য পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৮০। সিলায়ত্বাদি সিরাপ মূল্য ১৯। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

স্বাক্ষর—শ্রীহৃদয়নাথ রায়, হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

বাধক-বুচিক

অথবা

বাধক-বেদনার পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ।

এক পুরিয়া সেবনে যন্ত্রণা দূর হইবে। অনধিক তিন পুরিয়া সেবা রোগীণী আরোগ্য লাভ করিয়া সম্বানধাৎকম হইবেন। একটা রোগিবীর জন্ম তিনটা পুরিয়া প্রয়োজন। মূল্য প্রতি পুরিয়া ১/৫ আনা, ডাকমাফুল স্বতন্ত্র। বামাবোয়া গত্রিকার কার্যাদ্যক্ষের নিকট ব্যবস্থাপত্র সহ প্রাপ্তব্য। ডাঃ গি, এন্, বসু।

দুরারোগ্য ধবল বা শ্বেতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

তৈল ১ পেয়া ২ টাকা ও চূর্ণ ১ কোটা ১০ আনা।

এই দুই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। শুণা শুণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

The Hindu Patriot :—The medicine is reported to have achieved good result. The People :—The medicine has been proved by many Doctors and Kavirajes. রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ :—ঔষধ উহার (ধবলের) অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে কোনও দূষিত পদার্থ নাই। কৃষ্ণনগর :—অল্প দিন মাত্র ব্যবহারে দ্যাজের ধবল-রং দূরীভূত হইয়া উহা স্বাভাবিক বর্ণধিশিষ্ট হয়। করিমপুর, হিটৈতমী :—এই ঔষধে এ দেশের অনেক বোগী এই ঘৃণিত ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। খুগনা হিটৈতমী :—এই ঔষধে এ রোগ বিনা ক্লেশে অল্প দিনে স্বাভাবিক রূপে নির্দোষ হইয়া অতি সুন্দর ভাবে আরোগ্য হয়। আলিপুর হিতসাধক :—বর্ষে বর্ষে শত শত রোগী আরোগ্য করিয়া প্রাশংসাপত্র পাইতেছেন।

চিঠিপত্র গোপনে থাকে। ঔষধ পাইবার একমাত্র ঠিকানা ম্যানেজার, বেঙ্গল টোয়ল্, ঔষধ বিভাগ, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বঙ্গে যুগান্তর।

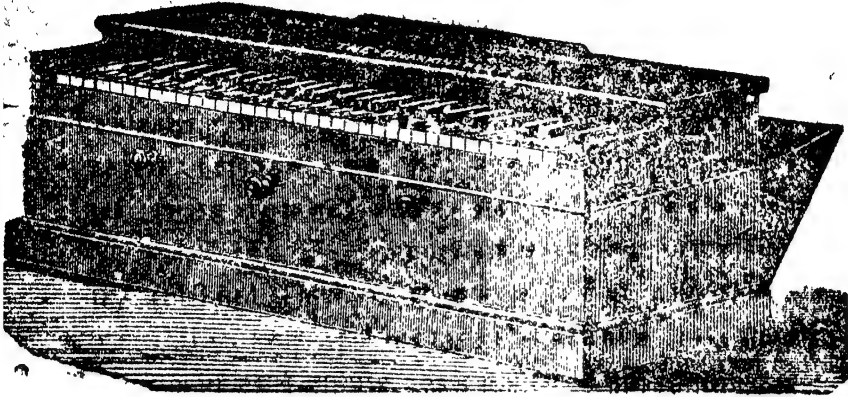
ইহা বর্তমান সময়োপযোগী উদ্দীপনাপূর্ণ নূতন ধরণের একখানি বহি। বঙ্কর অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধীয় কবিতা, জাতীয় সঙ্গীত ও বাস্তবদীপক কথোপকথনে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক স্বদেশাভিযোগী বঙ্গবাসীর ইহা পাঠ করা কর্তব্য। স্বদেশী কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত। মূল্য ৯০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তির স্থান—

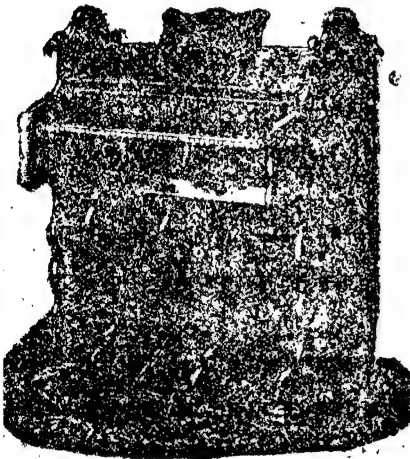
- ১। এ. কে. রায় এন্ড কোং, ৫৭১ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২। সত্যজিৎ প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৩। শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সনের
বিখ্যাত বাক্স হারমোনিয়ম।

ডোয়ার্কিন ফুট, হীরো ফুট ইত্যাদি।



মূল্য :—৩৫, ৪০, ৫০, ৬০, ৭৫, ৮০, ১০০, ১২৫ ও ১৫০।



ডোয়ার্কিন এণ্ড সনের

আমেরিক্যান অর্গেন।

স্বয়ংপ্রসঙ্গবিশিষ্ট।

মূল্য : ১৭৫, ২০০, ২৫০, ৩০০,
৩৫০, ৪০০, ৫০০।



মূল্য-ভালিফার অঙ্ক আবেদন করুন।

বিনা মূল্যে পাঠান হইবে।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

২৬ নং বহাদুর ষ্ট্রীট ও

৮ নং ডাংহাউসি কোয়ার।

(৪০ বৎসর স্থাপিত।)

DWARKIN & SON, CALCUTTA.

জবাকুসুম তৈল।

মস্তক ও কেশের জগদ্বিখ্যাত হিতকর স্নগন্ধি তৈল।

জবাকুসুম তৈল সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্কোংকুট। কি মনঃপ্রাণবিমোহনকারী স্নগন্ধে, কি কেশদামপরিপোষণে, কি মস্তক স্নিগ্ধকরণে, অথবা পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূরীকরণে, আমাদিগের “জবাকুসুম তৈল” জগতে অতুলনীয়। ভারতের সমস্ত মনসিগণ অতি আদরের সহিত প্রত্যহ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। ইহা তাঁহাদিগের মস্তকের খাণ্ড স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রতি শিশির মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাণ্ডলাদি ১/০ আনা। তিন শিশির মূল্য ২।০, মাণ্ডলাদি ১।/০। ডজন (১২ শিশি) মূল্য ৮।০ টাকা, মাণ্ডল ১।।।

জবাকুসুম তৈলের উপকারিতা সম্বন্ধে স্বদেশীয় রাজস্ববর্গ ও
গণ্যমান্য মহোদয়গণের নিকট হইতে সম্প্রতি সমাগত

অভিমত নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল :—

হিজ্‌ হাইনেস্‌ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর ইন্দোরাধিপতি শিবাজি রাও হোলকার কে, জি, সি, এস, আই বাহাদুরের অভিমত—

* * জবাকুসুম তৈল স্নিগ্ধগুণ-বিশিষ্ট, ইহা অতি মনোরম ও ক্রান্তিনাশক। আমি প্রত্যহ ব্যবহার করি।

শ্রীল শ্রীযুক্ত আফগানিস্তান প্রদেশস্থ আমির বাহাদুরের ভারতবর্ষীয় “এনভয়” বাহাদুরের অভিমত— * * জবাকুসুম তৈল স্নিগ্ধকর ও ক্রান্তিনাশক গুণবিশিষ্ট। ইহার মনোমুগ্ধকর স্নগন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী।

হিজ্‌ হাইনেস্‌ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বান্দৌ প্রদেশাধিপতি কে, জি, সি, এস, আই বাহাদুরের অভিমত— * * জবাকুসুম তৈল যে সর্কোংকুট তদ্বিবরে অগ্ন্যাক্র সন্দেহ নাই। ইহা সমস্ত শরীরের স্নিগ্ধতাকারক।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বান্দোরাধিপতি নবাব “জুল ফিকান (১) বাহাদুরের অভিমত—

* * জবাকুসুম তৈলের গন্ধ অতি আনন্দপ্রদ। ইহা মস্তক ও কেশের পক্ষে বড়ই উপকারী।

হিজ্‌ হাইনেস্‌ শ্রীল শ্রীযুক্ত জামনাধিপতি মহারাজা “শ্রীশ্রীহামির সিং” বাহাদুর কে, জি, সি, এস, আই মহোদয়ের অভিমত—

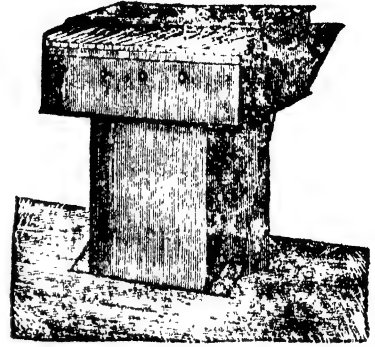
* * জবাকুসুম মাখাধরা ও টাকের পর্রশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ,

২০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণ্ডল ফলট।

দেশবিধাত রাজা, মহারাজা, ব্যাণ্ড-
মাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত
ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী
সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যুৎ-
কৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর “মণ্ডল
ফলট” উপযুক্ত মূল্যে ও গারান্টি সহ
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতামুরাগী
প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়।
আত্মপ্রশংসা নিশ্চয়োজন। মূল্য ৩
অক্টেভ্ ৩ টপ্ ৩৫, ঐ স্বল্প কাল করা ৪০ টাকা। ঐ দুই শেট বোড ৪ টপ্
৬০ এবং ৭৫ টাকা।



মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বোবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ —
(১) বড়বাজার শাখা, ২১২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; (২) শোভাবাজার
শাখা, ২৯৫১ অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা; (৪) বাকীপুর শাখা, বাকীপুর; (৫) পাটনা শাখা, পাটনা;
(৬) মথুরা শাখা, মথুরা।

আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের যাবতীয় জ্রব্য বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত রাখি। সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসক ঔষধালয়গুলির তত্ত্বাবধান
করিয়া থাকেন এবং সুশিক্ষিত কর্মচারিগণ তাঁহাদিগের সমস্ত সদাসম্মত পরামর্শ
করিয়া ঔষধের অকুত্রিমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ঔষধের অকুত্রিমতা রক্ষা করাই
কঠিন, এজন্য বিশেষ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনবরত তত্ত্বাবধান করেন। শিশি, কর্ক,
পার্মামিটার, ষ্টীলস্কোপ, গ্রিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দ্বারা
বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঔষধালয়ে চিকিৎসক বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া
থাকেন। রক্তঃবলবানী চিকিৎসকগণ পত্র দ্বারা পরামর্শ পাইয়া থাকেন। পত্র
নিবিশেষেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বা বাংলা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

চিকিৎসাদ্বারা-পরীক্ষিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ।

মহামেদ-রসায়ন।

“মহামেদ-রসায়ন” সেবন করিয়া অল্প মেধা ও বিলুপ্ত বা নষ্টস্মৃতিসম্পন্ন বিজ্ঞানযেবন বালক-বালিকাগণ অচিরে মেধাবী হয়। পাঁচ ঘণ্টার পাঠ, এক ঘণ্টার কণ্ঠস্থ হয় এবং পুনরায় ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

“মহামেদ-রসায়ন” জগতে অদ্বিতীয়,

ইহার জ্ঞায় সর্বগুণসম্পন্ন ঔষধ ইতিপূর্বে কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই।

“মহামেদ-রসায়ন” জ্ঞায়নিক দুর্বলতার আশ্চর্য্য ঔষধ,—

অর্থাৎ,—অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালন প্রভৃতি জনিত জায়নিক দুর্বলতা (Nervous Debility), স্মরণশক্তির হ্রাস, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তক গরম, হাড়তি এবং তজ্জনিত উপসর্গগুলির একমাত্র আরোগ্যকর ঔষধ “মহামেদ-রসায়ন”।

“মহামেদ-রসায়ন” মস্তিষ্কপরিচালনশক্তিবর্ধক,—

অর্থাৎ,—অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক আলোড়ন করাব জন্ত বীহাদিগকে মস্তকের ব্যারামে কষ্ট পাইতে হয়, এবং বীহাদিগকে সর্বত্রই অতিরিক্ত পরিমাণে মস্তিষ্কেব চালনা করিতে হয়, (নিচাবক, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোকাবে, কবি, সম্পাদক, ছাত্র প্রভৃতি) বীহাদিগের মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কার্যক্ষম রাখিতে হইলে “মহামেদ-রসায়ন” ব্যবহার করা কর্তব্য।

“মহামেদ-রসায়ন” মূচ্ছা ও উন্মাদের অব্যর্থ ঔষধ,—

অর্থাৎ,—পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মূচ্ছা (হিষ্টিরিয়া), উন্মাদ ও মৃগীরোগ আরোগ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

“মহামেদ-রসায়নের” মূল্যাদির কথা,—

১ শিশি ১ এক টাকা, মাণ্ডল ৮০ ছয় আনা; দুই শিশি ২ দুই টাকা, মাণ্ডল ১০ আট আনা; ৩ শিশি ২৯ আড়াই টাকা, মাণ্ডল ১৮০ দশ আনা; এবং একজো ৬ ছয় শিশি ৫ পাঁচ টাকা, মাণ্ডল ৮০ চৌদ্দ আনা ইত্যাদি।

শ্রীহরলাল গুপ্ত কবিরাজ,

৪নং বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

ইন্দ্রাণীর অঙ্গশোভা ।

পারিজাতের মনোমদ-গন্ধের সুগন্ধভব করা—তদ্বারা জাগ্রৎস্রীর তৃপ্তসাধন করা—যদি এই সঠিক বসিয়া উপভোগ করিবার বাসনা আপনার থাকে, তাহা হইলে এক শিশি “কেশরঞ্জন তৈল” খরিদ করুন।

যদি ক্রমাগত চিন্তায়, বিষমতায় আপনি বিষ্ময়ত থাকেন—সকল কাজেই আপনার অনাসুকি বোধ হয়—কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে অসমর্থ হন—যদি সর্বদা প্রাণের ভিতর হুহু করিতেছে—মাথা ঘুরিতেছে, দৃষ্টি ঠিকারিয়া পড়িতেছে, এরূপ বোধ করেন—তাহা হইলে “কেশরঞ্জন তৈল” ব্যবহার করিয়া দেখুন, হাতে হাতে উপকার পাইবেন।

যদি কেশ-নিষ্ঠার সময়, আপনার প্রিয়তমার কোন মনোহরগন্ধী, দীর্ঘকাল-স্থায়ী, সুবাসিত কেশতৈলের প্রয়োজন হয়, যদি সম্মুখস্থ মর্পণে তিনি নিজের কৃত্রিম কেশরাশির প্রতিবিম্ব দেখিয়া পুনরিত হইতে চান, তাহা হইলে এক শিশি কেশ-রঞ্জন ক্রয় করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১২ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ১/০ আনা। একত্রে তিন শিশি ২৯০ টাকা।

কর্ণরোগান্তক তৈল ।

আমাদের কর্ণরোগান্তক তৈল ব্যবহার করিলে কর্ণশূল (কটকটানি), কাণে পূঁষপড়া, ও কর্ণগ্রন্থি প্রভৃতি যাবতীয় কর্ণরোগ আরোগ্য হয়। শ্রবণ-যন্ত্রের পীড়ায় নানাকারণে অবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেকে হৃদয় দিনরাত যাতনায় চটফট করিয়া কাটান। অনেক স্থলে এই সমস্ত কর্ণরোগের পণিণামে অনেকে বার্ষিক্য (কাণা) রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমাদের কর্ণরোগান্তক তৈল বার্ষিক্য রোগেও মহোপকারী। কর্ণরোগের প্রথম অবস্থায় ইহা অল্পদিন ব্যবহার করিলেই ফল পাওয়া যায়। জটিল আস্থায় কিছুদিন পরিমাণ ব্যবহার করিতে হয়। প্রয়োগকালে কোন প্রকার আগা যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, কর্ণ সেন শীতল হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ৮০ বার আনা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ৮০ ছয় আনা।

হিমাংশু-দ্রব ।

মেচেতা, ত্রণ প্রভৃতি যে সকল কদর্যা পীড়ায় মহিলাদিগের মুখশ্রী একেবারে বিকৃত হইয়া উঠে, এই ঔষধ ব্যবহারে সেই সকল পীড়া নিবারিত হইয়া, বদনকান্তি পরিত্যক্ত হয়। জুলি, ঠোট-ফাটা, ঘামাচি, চুলকানি প্রভৃতি বিবিধ চর্মরোগ ইহা দ্বারা আশু নিবারিত হইয়া, স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য, ত্বকের কোমলতা ও বর্ণের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর।

এক শিশির মূল্য ৯০ দশ আনা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ৮০ ছয় আনা।

গবর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীমৎশ্রীনাথ সেন ;

১৮১, ১৯, ১৯১, ১৯২, লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা ।

পঞ্চতিত্র বটিকা।

(সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ ।)

ইহার ব্যবহারে স্নীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যকৃৎঘটিত জ্বর গভৃতি অতি জ্বরায় নিবারিত হয়। ইহা সেবনে জ্বর আবেগা তইলে (কুইনাইনের জ্বর) জ্বর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প সায়ে যাহাতে সকলেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি ; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা নূন নহে।

১ কোটা—২ রকমে ৩০টা বটিকার মূল্য ১৮ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং ৮০ তিন আনা। উক্ত মাণ্ডলে এককালে ৪ কোটা প্রেরিত হইতে পারে। ১২ কোটার মূল্য ১০৮ টাকা।

সচিত্র

ডাক্তারি-শিক্ষা।

তৃতীয় সংস্করণ।

(পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ।)

ডাক্তারি শিখিবার জন্য যাহা কিছু জানিবার আবশ্যক, এই একখানি পুস্তকে তাহার সমস্ত বিষয়ই অতি বিস্তৃতরূপে নিখিত হইয়াছে। কম্পাউণ্ডারি-শিক্ষা, জ্বর-জ্ঞান, শারীরতত্ত্ব, রোগ-পরীক্ষা, চিকিৎসা-প্রণালী, রোগের কারণ ও লক্ষণ, অন্ত্র-চিকিৎসা ও ধাত্বীবিজ্ঞা গভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়ের কোন অংশই ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই। তত্ত্বের বড় বড় ডাক্তারের ভাল ভাল শিক্ষণশল্ণ প্রায় দুই হাজার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ—দুই হাজার পৃষ্ঠার উপর। দুই খণ্ডে বিভক্ত ;—মূল্য ৪৮ টারি টাকা ; বাধান পুস্তক ৫৮ পাঁচ টাকা ; ডাক-মাণ্ডলাদি ৮০ বার আনা মাত্র।

গভর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ;

১৮১ ও ১৯ নোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

ଅକ୍ଷୟକାଟନିକ

ଆଗବାସ୍ତେ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ଓ ବ୍ୟବହାରୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହୋଦଧି । ଇହା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ
ସଫଳତାବ ନିବାରଣ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଦୁଃ, ଉତ୍ତମ ପରିପାକ, କ୍ଷୁଦ୍ରାବୃଦ୍ଧି, କୋଷ୍ଠ ପରିକାର,
କ୍ଷେତ୍ରା ନିବାରଣ, କ୍ଷୟାସ୍ତର ବ୍ୟାଧାନ ଓ ଅନିଦ୍ରା ହସ୍ୟା ଥାଏ । ଇହା ଆବାର୍ତ୍ତ ଓ ମାନସିକ
ଦୁର୍ବଳତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟନିକ । ଚାକଂସା-ଜଗତେ ଅତ୍ୟନ୍ତନୀୟ । ମାୟାସଂସାରୀ ଓ ମାୟାସଂସାର
ଉପର ଇହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ । ମାୟାସଂସାରୀ, ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୁଦ୍ଧ କବା, ମନ ଓ ଜ
କରା, ସ୍ଵପ୍ନ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ହାସ, ବକ୍ତବ୍ୟତା, ବକ୍ତବ୍ୟତା, ଆନନ୍ଦ, କ୍ଷୁଦ୍ରାବୃଦ୍ଧି, ବାତ, ସେ
କୋନ ରୋଗାସ୍ତେ ଓ ଆଗବାସ୍ତେ ଏହି ଟନିକ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ । ଚିକିତ୍ସା ଓ ବକ୍ତବ୍ୟ
ରୋଗେ ଓ ଇହା ବିଶେଷ ଉପକାର କରନ୍ତି । ଇହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀୟ ଓ ସକଳ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରେ
ବାବହାର୍ଯ୍ୟ । ଫୋସ ପାଟିଆ ଇହା ବିଶେଷ ଉପକାରୀ । ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର,
ଡିକ୍ଟେଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକେବ ପକ୍ଷେ ଇହା ବିଶେଷ ଉପକାରୀ । ମାୟାସଂସାରୀ ବ୍ୟାଧାନ
କରିତେ ଇହା ଅତ୍ୟନ୍ତନୀୟ । ପାଠାଭ୍ୟାସର ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବ ପକ୍ଷେ ଇହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ।
କ୍ଷୟତ: ଇହା କଠିନତାବ ଅଶ୍ରୁ, ମାୟାସଂସାରୀ, ଓ ମାୟାସଂସାରୀ ଅଧିକ ଉପକାରୀ ।
କର୍ମେଳ କେ, ପି, ଗୁପ୍ତ, ଏସ, ଏ, ଏସ, ଡି, ମିଡିଲ ମାୟାସଂସାରୀ, ମେଜର ବି, କେ ବସ୍ତ୍ର
ଏସ, ଡି, ମିଡିଲ ମାୟାସଂସାରୀ, ଡା: କେ, ଡି, ବସ୍ତ୍ର, ମିଡିଲ ମାୟାସଂସାରୀ, ଡା: ଏସ, ଏସ, ବସ୍ତ୍ର,
ଏସ, ଏସ, ଏସ, ଡେପୁଟି ମାୟାସଂସାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାୟକ୍ଷୁଦ୍ରାବୃଦ୍ଧି, ଡେପୁଟି ମାୟାସଂସାରୀ ମୋନାସି
ମୁକ୍ତିବର ରହମାନ, ସବ-ଜ୍ଞ ବାବୁ ଆବ, ଏସ, ମୁନାସି, ମୁନାସି ବାବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ,
ସବରେଜିଷ୍ଟର ବାବୁ କାରାପଦ ଘୋଷ, ଗ୍ରାମ୍ୟଗ୍ରାମ ବାବୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ବାବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାପଦ
ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଇହାର ଭୂମିକା ସଂସାରୀ କ'ଣାଦେନ ।

ମୂଲ୍ୟ :—୪ ଆଉଟ୍‌ସ ଶିଶି ଏକ ଟାକା, ମାୟାସଂସାରୀ ଆଟି ଆନା ।

ସ୍ଵାସ-ଭସ୍ମ ।

ଈମାନି କାଶିର ଅବାର୍ତ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହୋଦଧି । ମୂଲ୍ୟ ଛୋଟି ଶିଶି ଏକ ଟାକା, ବଡ଼
ଶିଶି ଦେଢ଼ ଟାକା । ମାୟାସଂସାରୀ ଛାଡ଼ି ଆନା ।

ଏକମାତ୍ର ବିକ୍ରେତା ଏଇଟ୍, କେ, ବସ୍ତ୍ର ଏଞ୍ଚ ବାଦାସ୍,

ଇମ୍ପିରିଆଲ କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟାର୍କସ୍,

୩୩୯ ସିକନ୍ଦର ବାଗାନ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ ଓ ୧୦୮୯ କର୍ମଓୟାଲିସ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, ବାଗବାଜାର ପୋଷ୍ଟ, କଲିକତା ।

କନୁସିଂଟିଂ ଫିଜିସିୟାନସ୍—ଡା: କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ, ଏମ୍ ବି, କବିରାଜ ଶ୍ରୀବୋଧଚନ୍ଦ୍ର

ସିଂହାସିନି ; କେମିଟି—ବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବସ୍ତ୍ର ଏମ୍ ଏ ।

কেবল বঙ্গের পুরুষগণ নহেন,
বঙ্গের মহিলাসমাজ ও
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
আর তাঁহারা বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিবেন না ।

এ পর্য্যন্ত তাহারা বিলাতী এসেন্স, বিলাতী ম্যাকেসাব তৈল,
বিলাতী মিল্ক অর বোজ এবং বিলাতী ল্যাভেণ্ডার,
অ-ড্র-কলোন, কুন্ডিডা ওয়াটার ব্যবহার
করিয়াছেন,

দেশীয় এসেন্স ও গন্ধদ্রব্যে বিলাতীর এই অভাব তাহারা অনায়াসেই
পূর্ণ করিতে পারিবেন । কাবণ

সর্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল

কুন্তলীন

হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার এসেন্স ও গন্ধদ্রব্য আমবা নিজে
কাপথানায় দেশীয় কাপিকরণের দ্বারা দেশীয় উপাদানে স্বদেশীয় মহিলা
ও পুরুষগণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি । যেমন সুলভ তেমনিই উৎকৃষ্ট ।

একবার পরীক্ষা করুন । .

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার,
৩২ নং বোম্বেজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা

“কন্যাশ্রমং পান্ননীয়া শিচক্ষণীয়াতিয়ত্ততঃ”

কল্যাণক পান্নন করিবেরক ও যন্ত্রণ যতি ও শিক্ষা দিবেরক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ বড়ক প্রাবর্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। { চৈত্র, ১৩২২। এপ্রিল, ১৯০৬। } ৮ম কল্প।
৫১২ সংখ্যা। { } ২য় ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৫৯	১০। ভাবগ সস্থানলাভ ৩৮৫
২। খেণী চ'ব্রত ৩৬১	১১। নৃতন সংবাদ ৩৮৬
৩। আনাব পনীকা (গল্প) ৩৬৩	১২। বামাবচনা -
৪। বার্ষ বসন্ত ৩৬৮	আশ্বান ৩৮৭
৫। সমাজ চিত্র ৩৬৯	অঞ্জলি ৩৮৭
৬। অষ্টেলিয়াব আদিমনিবাসী ... ৩৭৪	প্রয়াগ ৩৮৮
৭। বেদান্ত, খৃষ্টীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম ... ৩৭৭	১৩। সন ১৩১০ সালের বামাবোধিনী
৮। স্বদেশী আন্দোলন ও বর্মণীব কল্প ৩৮০	বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ... ৩৮৮
৯। পিতৃ-তর্পণ ৩৮৩	১৪। ইংবাজী (English) ... ৩৯৩

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রিট বাহিলেন, হাডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও ঐশ্বরকুমার দত্ত কর্তৃক ৬নং আর্টানবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৪/০, অগ্রিম বামাসিক ১/০, পঞ্চাঙ্গের বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

সোমেশ্বর-রসায়ন ।

অন্নপিত্ত, শূল, অন্নর্জ, অগ্নিমান্দ্য, অশ্বত, গ্রহণী ও ধাতুকর ইত্যাদি বিবিধ প্রকার অগ্নি
রোগের মহৌষধ ।

অন্নপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেবনের পরক্ষণেই
অন্নপিত্ত বৃদ্ধমানা, নাতিশ চাবি পার্শ্বে থাকৃৎনবং দাকৃৎ বেদনা, বমন, চোয়া ঢেংকুর, পেট
ফাঁপা, পেটে ও বৃক্ক ব্যথা, মুখ দিবা জল উঠে, পেট ঠোণ মাঝিয়া থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই
উপশান্তি হইবে ।

গাঁহাবের আচাৰ্য্যে ভূক্তন্য বমন দ্বারা উঠিয়া বায়ু ভাঁহাৱা ২ দাগ খাইলেই ইহার বশেষ
দীর্ঘকালিক উপশান্তি কৰাৱেৱ । কোষ্ঠবদ্ধ পাকিতল সৰৱ মন নিগত হইবে, অন্নজনিত ক্রোণ
দগা বুক তড় তড় কৰা বা বড় বড় কৰা নিৰাবণ হইবে ।

অগ্নিমান্দ্য গা অশ্বত পাকিতল সেৱন কৰন জগৱাদ্ৰ পদ্মবীত হইবে, সকল ব্রণ্যেই কঢ়ি হইবে ।
ভূক্তন্য সহজে পৰিপাক হইবে ।

গ্রহণীবোগে ব্যাধাব করুন বাবাব মলচাপ, আমব মল, উন্নব কর্ত্তনবং বেদনা আন্ত
নিৰাবিত হইবে । আত্মলোক বসায়ন উন্নব বলিয়া উচ্চ সকল বোগেই হিৎকব ।

৮ দিন সেৱনে উাৱা ৮ আউস এক শিশি সোমেশৱ বদায়নের মূল্য ১৮০, মাংসল ৯০ আনা ।

খাসাবি ।

(হাঁপানি কাশির ইহাই মহৌষধ ।)

“খাসাবি” সেবনে স্লেমা তবল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া পাঠবে । খাসাব সাঁসা শব্দ দূবে বাই
গণাব ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবেন না । কাশিতে কাশিতে প্রাণ ও প্রাণতপ্রাণ হইবেন না ।

৪ দাগ “খাসাবি” সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ সাটয়া ধরা বা ব্যথা, পেটকাঁপা
বা মুচ্ছিত্তভাব অপনীত হইবে ।

শিশু ও বালক ব্যাধচাপিগের জ্বর, শিশু কাশি, বারিতে থলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড়
কবা, বৃক্ক বসা প্রভৃতি বোগ দুই দিনে কমিবে ।

কাশিবোগেব পক্ষে ইহা অস্থিত্য উপব । যে সকল বোগীব খান কাশি নিবৃত্ত লব্ধমান আছে
বিশেষতঃ বারিব শেষে গীঢাব বন্ধি হয়, অবিবৃত্ত কাশিতে তম ও গষের উঠে, অথচ হাঁপানির টান
থাকে, তাহাবাও এই “খাসাবি” সেৱন করুন, সম্ভাৱ মধ্যে অহুতা লাভ কৰিবেন ।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি “খাসাবি”র মূল্য ১৯০ টাকা, ডাকমাশুল ৯০ আনা, মোট ২ টাক
পড়ে ।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শৰ্ম্মা কবিত্তম

৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোকাবাজার

কলিকাতা ।

পঞ্চতিত্ত বটিকা ।

(সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ ।)

উষ্ণ বাবহারে প্রীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, যকৃৎঘটিত জ্বর পড়তি অতি জ্বরায় নিবারিত হয়। ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হইলে (কুটনাইনের জ্বর) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প বায়ে যাহাতে সকলেই এই ঔষধ বাবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি ; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর কোন ঔষধাপেক্ষা নূন নহে।

১ কোটা—২ রকমে ৩০টা বটিকার মূল্য ১৮ এক টাকা। ডাকমাণ্ডুল ও প্যাকিং ৮০ তিন আনা। উক্ত মাণ্ডুলে এককালে ৪ কোটা প্রেরিত হইতে পারে। ১২ কোটার মূল্য ১০৮ টাকা।

সচিত্র

ডাক্তারি-শিক্ষা ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

(পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ।)

ডাক্তারি শিখিবার জন্য যাহা কিছু জ্ঞানিয়ার আবশ্যক, এই একখানি পুস্তকে তাহাব সমস্ত বিষয়ই অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। কম্পাউণ্ডারি-শিক্ষা, ড্র্যা-গুণ, শারীরতত্ত্ব, রোগ-পরীক্ষা, চিকিৎসা-প্রণালী, রোগের কারণ ও লক্ষণ, অস্থ-চিকিৎসা ও ধাত্তৌষিদ্ধা শত্ৰুতি জ্ঞাতব্য বিষয়ের কোন অংশই ইহাতে পবিত্যক্ত হয় নাই। তদ্বিন্ন বড় বড় ডাক্তারের ভাল ভাল প্রিন্সিপলশন্ প্রায় ছই হাজার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ—ছই হাজার পৃষ্ঠার উপর। ছই খণ্ডে বিভক্ত ;—মূল্য ৪৮ চারি টাকা ; বাঁধান পুস্তক ৫৮ পাঁচ টাকা ; ডাক-মাণ্ডুলাদি ৮০ বার আনা মাত্র।

গভর্নমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

১৮১ ও ১২ লোয়ার চিংপুং রোড, কলিকাতা।

ইন্দ্রাণীর অঙ্গশোভা ।

পারিজাতের মনোমদ-গন্ধের সুখানুভব কুরা—তদ্বারা আবেশিত্রের তৃপ্তিসাধন করা—যদি এই মর্ন্ত্যে বসিয়া উপভোগ করিবার বাসনা আপনায় থাকে, তাহা হইলে এক শিশি “কেশরঞ্জন তৈল” খরিদ করুন।

যদি ক্রমাগত চিন্তায়, বিষয়গায় আপনি বিষুখবৎ থাকেন—সকল কাজেই আপনায় অনাসক্তি বোধ হয়—কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে অসমর্থ হন—যদি সর্বদা আগের ভিত্তর হহু করিতেছে—মাথা ঘুরিতেছে, দৃষ্টি ঠিকরিতা পড়িতেছে, এরূপ বোধ করেন—তাহা হইলে “কেশরঞ্জন তৈল” ব্যবহার করিয়া দেখুন। হাতে হাতে উপকার পাইবেন।

যদি কেশ-বিস্তারের সময়, আপনায় শ্রিয়তমার কোন মনোহরগন্ধী, দীর্ঘকাল-স্তায়ী, সুবাসিত কেশতৈলের প্রয়োজন হয়, যদি সমুখস্থ দর্পণে তিনি নিজের কুঞ্চিত কেশরাশির প্রতিবিম্ব দেখিয়া পুনরিত হইতে চান, তাহা হইলে এক শিশি কেশ-রঞ্জন ক্রয় করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১৮ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল ১/০ আনা। একত্রে তিন শিশি ২৪০ টাকা।

কর্ণরোগান্তক তৈল ।

আমাদের কর্ণরোগান্তক তৈল ব্যবহার করিলে কর্ণশূল (কটকটানি), কাণে পূষণড়া, ও কর্ণপ্রদাহ প্রভৃতি বাবতীয় কর্ণরোগ আরোগ্য হয়। শ্রবণ-যন্ত্রের পীড়ায় নানাকারণে অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেকে হ্রত দিনরাত যাতনায় ছটফট করিয়া কাটান। অনেক স্থলে এই সমস্ত কর্ণরোগের পরিণামে অনেকে বাধির্ঘা (কালা) রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমাদের কর্ণরোগান্তক তৈল বাধির্ঘা রোগেও মহোপকারী। কর্ণরোগের প্রথম অবস্থায় ইহা অল্পদিন ব্যবহার করিলেই ফল পাওয়া যায়। জটিল অবস্থায় কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহার করিতে হয়। প্রয়োগকালে কোন প্রকার জালা বস্তগা অনুভূত হয় না, কর্ণ যেন শীতল হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ৮০ বার আনা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ৮/০ ছয় আনা।

হিমাংশু-দ্রব ।

মেচেস্টা, ব্রণ প্রভৃতি যে সকল কদর্য পীড়ায় মহিলাদিগের মুখশ্রী একেবারে বিকৃত হইয়া উঠে, এই ঔষধ ব্যবহারে সেই সকল পীড়া নিবারিত হইয়া, বদনকান্তি পরিবর্তিত হয়। ছুলি, চোঁট-ফাটা, ঘামাচি, চুলকানি প্রভৃতি বিবিধ চর্মরোগ ইহা দ্বারা আশু নিবারিত হইয়া, গাত্রের সৌন্দর্য, স্বকের কোমলতা ও বর্ণের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর।

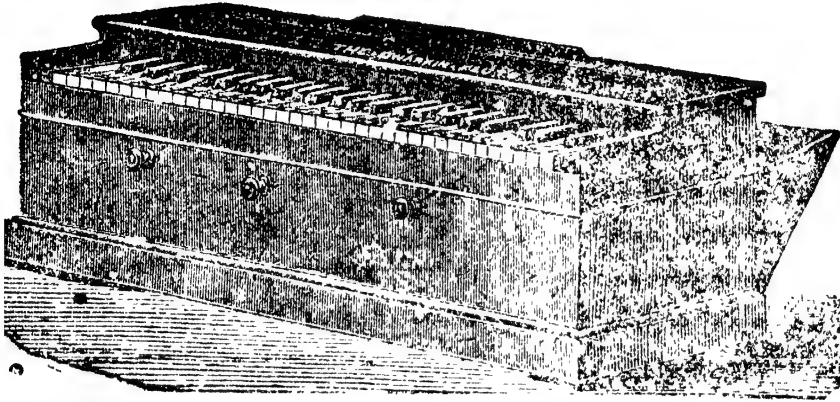
এক শিশির মূল্য ১৮/০ দশ আনা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ৮/০ ছয় আনা।

গবর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীনাগেন্দ্রনাথ সেন ;

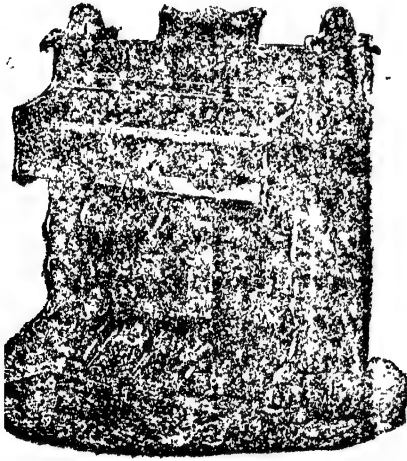
১৮১, ১৯, ১৯১, ১৯২, লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সনের
বিখ্যাত বাক্স হারমোনিয়ম ।

ডোয়ার্কিন ফুট, হীরো ফুট ইত্যাদি ।



মূল্য :—৩৫০, ৪০০, ৫০০, ৬০০, ৭৫০, ৮০০, ১০০০, ১২৫০ ও ১৫০০ ।



ডোয়ার্কিন এণ্ড সনের
আমেরিক্যান অর্গেন ।

স্বয়ংসঙ্গতবিশিষ্ট ।

মূল্য :—১৭৫০, ২০০০, ২৫০০, ৩০০০,
৩৫০০, ৪০০০, ৫০০০ ।



মূল্য-ভালিকার লক্ষ্য আবেদন করুন ।

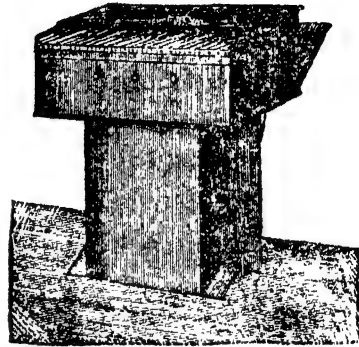
বৈদ্য মূল্যে পাঠান হয় ।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,
২৬৭ নং বহাদুর ষ্ট্রীট ও
৮ নং ডালহাউসি স্টোরি
(৪০ বৎসর স্থাপিত)

DWARKIN & SON, CALCUTTA.

মণ্ডল ফুলট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, বাণ-
মাষ্টার, প্রকেশার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত
ও প্রাশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্তানী
সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যাৎ-
কৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর “মণ্ডল
ফুলট” উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারান্টি সহ
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী
প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়।
আগ্রহপ্রকাশ নিম্নপ্রয়োজন। মূল্য ৩
অক্টেভ্ ৩ টপ্ ৩৫, ঐ স্থল কাজ করা ৪০ টাকা। ঐ দুই শেট রীড ৪ টপ্
৬০ এবং ৭৫ টাকা।



মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বোম্বার্ডার স্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—
(১) বড়বাজার শাখা, ২২ বনকিন্দাস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; (২) শোভাবাজার
শাখা, ২৯৫১ অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা; (৪) বাঁকীপুর শাখা, বাঁকীপুর; (৫) পাটনা শাখা, পাটনা;
(৬) মথুরা শাখা, মথুরা।

আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের ব্যবহার্য জব্য বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত রাখি। সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসক ঔষধালয়গুলির তত্ত্বাবধান
করিয়া থাকেন এবং সুশিক্ষিত কর্মচারিগণ ঔষধালয়ের সহিত সদাসর্বদা পরামর্শ
করিয়া ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষা করাই
কঠিন, একান্ত বিশেষ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনবরত তত্ত্বাবধান করেন। শিশি, কর্ক,
বার্মিডিট, ঈথসকোপ, মবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাস্ক ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা যেরে
বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঔষধালয়ে চিকিৎসক বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া
থাকেন। মফঃস্বলবাসী চিকিৎসকগণ পত্র দ্বারা পরামর্শ পাইয়া থাকেন। পত্র
লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বা বাংলা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি ।

অস্ত্র বাজে মোকানের জবস্ত্র কেমিকেল স্পর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্বে আমাদের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসল কেমিকেল স্পর্ণের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি । পত্র লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় স্বেচছা এবং গহনার সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি । আমাদের গহনা মার্কেটক্রুই বলিয়া ভারত-বর্ষীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সভা হইতে ফাষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি । সত্য, মিথ্যা মোকানে আসিয়া দেখিতে পাবেন । কে, স্মিথ এণ্ড কোং ।

ফিরিয়স্কোপ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র ।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখিতে পাইবেন । ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায় । দেখিলে আশ্চর্য হইবেন, যেন মজীব — ময়ূষা, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার ; ইউরোপ, আমেরিকা, বিনাত, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন ; লুইজিয়ানা প্রদেশের আঁটা বাস, প্রত্যেকটির মূল্য ৪ টাকা । ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৬ হিঃ পড়িবে । যেক্ষণে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায় । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র ।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা ।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে ।



ইতিপূর্বে বে ১ নং বন্দুক ৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৪ টাকা মূল্যে দিতেছি, শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না । এই বন্দুক ছুড়িতে পুন্নিমে পাস করিতে হয় না, কারণ বাকদ গাঙ্গে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় লক্ষ এবং সর্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায় । মানুষকে মারিলে গাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায় । ডাকঘর চ দরুন ১ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে তিঃ শিঃ ডাকে পাঠান যায় না । ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কোটা ছরয়া গুলি সঙ্গে দেওয়া যায় । অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ১/০ আনা হিঃ পড়ে । পি, সি, দাল ; ৩৪৪ নং অপার চিংপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা ।

সন্তান রক্ষক ।

গর্ভপ্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও গর্ভকালোচিত নানাপ্রকার অসুস্থতা যথা—বমি, বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অগ্ৰাণ্য অসুখ নিবারণের অতি আশ্চর্য্য মালিস ।

সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরই এই মালিস এক শিশি রাখা কর্তব্য ; বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে, যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য সহজে পাওয়া যায় না, সেখানে ডাঃ পালের “সন্তানরক্ষক” মালিস যে কতদূর উপকারী তাহা বলা যায় না ।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৮ ; প্যাকিং খরচা ৮০ ; ভিঃ পিঃ খরচা ও ডাকমাশুল ৮০ ।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্. এম্. এস,

১৯২৭ ডাক্তার্স পেন, তালতলা, কলিকাতা ।

প্রশংসাপত্র ।

জুগলী । ৭ই পৌষ, ১৩১১ সাল ।

সসস্ত্রম নিবেদন—

মহাশয়, দ্বারভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লাল মুগলকিশোর প্রসাদ রায় সাহেব বাহাদুর আমার বিশিষ্ট বন্ধু । তাঁহার পত্নীর পুত্র কন্যা জন্মিয়া দুই চারি দিবস মধ্যেই মরিয়া যাইত, কখনও কখনও গর্ভ হইতেই মৃত হইয়া নিঃসৃত হইত । উক্ত জমিদারের বাটীর নিকট “মিশ্র” উপাধি-ধারী জৈনক বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণের কন্যার অবস্থাও ঠিক তাহাই ছিল । আমার নিকট তাঁহারা এ কথার উল্লেখ এবং ব্যবস্থা চিন্তা করায় আমি আপনার “সন্তানরক্ষক” ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম । আপনি বোধ হয় শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, উক্ত জমিদারের পত্নীর এবং উক্ত মিশ্রের কন্যার পুত্র কন্যা হইয়া সুন্দর ও সবল দেহে এবং নীরোগ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে । তন্ত্রিম সমস্তিপুর, হাজিপুর ও দলসিংসরাই নামক স্থানের কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থের কুলললনাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মৃতরংসা-কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । আপনার ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই । উপকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম । ইতি ।

নিবেদক—শ্রীযুক্ত বালু মহাভাট্টা বীণায়ালা ।

থাইসিস্ ইনহেলেশন্।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।

যত্নপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিবা ঐ রোগ জন্মিগাছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যত্নপি তোমার পিতা কিবা মাতার অর-কাশে মৃতা হইয়া থাকে, যত্নপি কখনও তোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে অর, হাত পা ও চক্ষু অগা বোধ হয়, রাতে ঘর্ম্ম অরুচি ও ক্রমশঃ কাহিন্য ভাব ও দুর্দশতা অসুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এস্, সি, পালের থাইসিস্ ইনহেলেশন্ তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ?

থাইসিস্ ইনহেলেশন্ থাইবার ঔষধ নয়। এই ঔষধের কেবল মাত্র আশ্রয় লইতে হয়। হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ-রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধের আশ্রয় লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কোটাণু সকল (জড়) ধ্বংস হইয়া যায় ও ফুস্ফুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের “থাইসিস্ ইনহেলেশন্” ব্যবহার করিলে অতি সত্ত্বই রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করে। অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আশ্রয়ে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না। মূল্য ১ শিশি ৫ টাকার, প্যাকিং খরচ ১/০ আনা। ডাক-মাণ্ডল ও ভি: পি: খরচা ১/০ আনা।

প্রশংসাপত্র।

ডাক্তার এ, এন্, রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন:—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার “থাইসিস্ ইনহেলেশন্” ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইনহেলেশন্ ব্যবহার করিবার জন্য সর্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি। পত্রবাহকের তাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল “থাইসিস্ ইনহেলেশন্” দিয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার ইদালজী কাওয়ারাজী, এল্ এম্ এস, সার জামসেৎজীর সানিটেরিয়ার, খাণ্ডালা, বম্বে প্রেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন:—আপনার “থাইসিস্ ইনহেলেশন্” খুব উপকারী ঔষধ; সর্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমার জ্যেষ্ঠ ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা। অসুগ্রহ করিয়া ভি: পি: ডাকে তাঁহার জন্য এক বোতল “থাইসিস্ ইনহেলেশন্” পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার শ্রীশ্রীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম, এস,
১৯ নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

কেবল ভদ্র মহিলাদিগের জন্য ।

ভদ্র স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে সোণা, রূপা ও অহরতাদির দোকান ।



অন্তঃপুৰবাসিনী রমণীরা আপন আপন পছন্দ ও কুচি মত আপনাদের সাধের বস্ত্র অলঙ্কারাদি বচক্ষে দেখিয়া ক্রয় করিতে পারেন, কলিকাতা নগরীতে কি দেশী কি বিদেশী কোন দোকানে এরূপ সুব্যবস্থা নাই। অনেক দিন হইতে এই অভাব দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। বিধাতার কৃপায় আমাদের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। ৬ই কার্তিক হইতে আমাদের দোকানবাটীর দ্বিতল গৃহে প্রতিদিন বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মহিলাদিগের জন্য দোকান খোলা থাকে। যাহাতে বঙ্গকূলবধূগণের লজ্জা ও সম্মান রক্ষার কোন ক্রটি না হয়, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মহিলাদিগকে সাদরে গাড়ী হইতে উদ্ধৃত গৃহে লইয়া যাইবার জন্য একজন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। যে মহিলার উপর উক্ত দোকানের ভার আছে, তিনি আগ্রহ ও যত্নসহকারে জিনিষ দেখাইবেন, বিক্রয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে অর্ডারও লইবেন। সাধামত সোণা রূপার, অড়োরা অলঙ্কার ও নানাবিধ ঘড়ি এবং উপহার দিবার উপযোগী বিবিধ জিনিষে দোকান সজ্জিত করা হইয়াছে।

বঙ্গ-ললনাগণ একবার পরীক্ষা করুন।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

সোণা রূপার অলঙ্কার, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

৭৪ নং হেরিশন রোড, কলিকাতা।

বাগাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 512

April, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

“कन्याध्वं पालनीया शिक्षणीयातिथ्यतः”

কল্যাণক পালন কবিত্বক ও শিক্ষণীয় সচিত শিক্ষাদিবক ।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কটক প্রবর্তিত ও সম্পাদিত ।

৪৩ বর্ষ । { চৈত্র, ১৩১২ । এপ্রেল, ১৯০৬ । } ৮ম কল্প ।
৫১২ সংখ্যা । { } ২য় ভাগ ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

যুববাজের স্বদেশযাত্রা—বেলুচিস্তানের কোয়েটা হটতে কল্যাণক দিয়া এপ্রেলের প্রথমের যুববাজ মঙ্গীক নিষাযাত্রা করিবেন, মিসবে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করিয়া গ্রীসে পিতৃদেবের সচিত মিলিত হইবেন ।

ইংলণ্ডের ৫ম এডওয়ার্ড নতুন পার্লামেন্টে বক্তৃতার সময় পুরের ভারতভ্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন । পিতৃপুত্র পরামর্শ করিয়া ভারতবর্ষ কল্যাণার্থে অনুষ্ঠান করেন, আমবা বেলিভাব প্রতীকার রহিলেন ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—“National Council of Education” জাতীয় শিক্ষা-সমিতি নামে একটি কমিটি গত ১২ই মার্চ ল্যাণ্ডহোল্ডার্স আসোসিয়েশন সভাগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহার কণ্ড ৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং ইহা

১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে বেজিট্রালি হইবে ।

এই অন্তর্গত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যে বালিকা আমবা মনে করি । ইহাতে শিল্প, সাধারণ ও দক্ষশিক্ষণ ব্যাবস্থা হইবে । কিন্তু গবর্ণমেন্ট দ্বারা সমর্থিত না হইলে ইহা অসম্ভব, প্রায় ৬ টি কল্যাণক মন্ত্রণা কেন্দ্র শিল্প ও দক্ষশিক্ষণ ব্যাবস্থা গবর্ণমেন্ট-নিরপেক্ষ হইয়াও করা যাচ্ছে পারে ।

রাজপ্রতিনিধির সিমলা যাত্রা—২৯এ মার্চ লর্ড মিণ্টো গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি পরিদর্শনপূর্বক এপ্রেল সিমলা পৌছিবেন । লেডী মিণ্টো দেবাজন হটতে লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া স্বামীর সহিত মিলিবেন ।

বরিশালের গোরব—বিলাতী মদ বিক্রয় বরিধাণ জেলা হইতে একেবারে

উষ্ণিষা যাইতেছে। বরিশাল সহরে বঙ্গ প্রদেশীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। শ্রীযুত রত্নল সভাপতি হইবেন।

শ্রী-শিক্ষায় দান—বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় স্থানীয় শ্রীশিক্ষায় উন্নতিকল্পে ১০০০/- দান করিয়াছেন।

ওবার্টন হল—এখানে দুইজন জাপানী আসিয়া স্বদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ৩১এ মার্চ ভারতীয় স্বদেশজাত দ্রব্য সকলের এখানে প্রদর্শন হইবে। আগেন সাহেব সভাপতিত্ব করিবেন।

এই হল জীৱীয়া যুবক-সমিতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্বদেশ-হিতকর আত্মপ্রসায়িক অনেক শুভাহুতান এখানে হইয়া থাকে।

কলিকাতার উন্নতি সাধন—১৯০৭ সালেব এপ্রেলের পূর্বে ইহা কার্যে পরিণত হইবে না।

লর্ড কর্ণে বঙ্গভ্রম করিয়া কলিকাতার উন্নতিব পথে কটক দিয়াছেন। এখন বেশী টাকন আদায় করিয়া ইংলাজ মহলেব সাজসজ্জা বাড়াইল কি প্রকৃত উন্নতি হইবে?

কর্জন স্মৃতিগণ্ড—এই ফণ্ডের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া ৯৬ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের অধির শাসনকর্তার স্মৃতিরক্ষণ ভারত হইতে প্রায় লক্ষ টাকা উঠিল। আর ভারতের পরম প্রিয় হিতকারী লর্ড রিপণের জন্ত কিছুই হইল না? ইহা অশেষ! এ দেশের লোকের অপরাধতাব পরিচয় আব কি হইতে পারে?

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর—বর্তমান এথলে সার আলেকজান্ডার পেডলার অবসর লইতেছেন, তাঁহার স্থানে

সিবিলিয়ান আরল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিক্ষাবিভাগ পরিচালন জন্ত শিক্ষাবিভাগের কোনও উপযুক্ত লোক নিয়োগ না করা সর্ব-সাধারণের মতবিরুদ্ধ। গবর্ণমেন্টের অবস্থা কোনও অভিপ্রায় আছে।

দুর্ঘটনা—(১) ফরাসী করিয়াস কয়লা খনিতে আগুন লাগিয়াছে, অনুন ১২০০ লোক মরিয়াছে। ইহাদের আত্মীয় বন্ধু ২৫,০০০ লোক খনির ধারে আগিয়া হাহাকার করিয়াছে।

(২) উত্তর সাগরে ঝড়ে কতকগুলি নৌকা ও জাহাজ ডুবি হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

(৩) হাওয়াই দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাতে ৩টা গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

(৪) সিমলার সমিহিত স্থানে ভূমিকম্পে কয়েকজন লোক হত ও আহত হইয়াছে।

(৫) কম্বোয়া দ্বীপে ভূমিকম্পে হাজার হাজার গাটালিকা পতিত ও অনেক প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

শ্রী-যোদ্ধা—ফিলিপাইন দ্বীপবাসীরা সম্প্রতি মার্কিনদিগের সহিত যুদ্ধে জীলোক-দিগকে সম্মুখে রাখিয়া চালাকপে ব্যবহার করে। অনেক জীলোক সম্মুখ-যুদ্ধেও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। জী-হত্যাজন্ত মার্কিনদিগের কলঙ্ক হইয়াছে।

জাপানের প্রতি সহানুভূতি—কানাডাবাসিগণ জাপানের দুর্ভিক্ষে সাহায্যার্থ ২২ লক্ষ ডলার অর্থ্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ময়দা পাঠাইতেছেন।

ইংলণ্ডের ষ্টক এক্সচেঞ্জ ১১৮ লক্ষ টাকা
দিয়াছেন ।

কৃষকগণ যুদ্ধে জগানের গৌরব উজ্জ্বল এবং
কৃষক দ্বীপ চূর্ণ হইলেও উভয় বাহ্যের উপর
চূড়ক্ষেপে অভিনন্দিত পড়িয়াছে এবং তিন বাজা
মকলকে অল্প সংগ্রহে বাস্তব হইতে হইয়াছে ।
জাতীয় বিবাদ মকল প্রথমোক্তাধিকার মিটাইলে
সাধারণের এ কষ্ট ভোগ হয় না ।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র—প্রেসিডেন্সী
কলেজের অধ্যাপক বাবু বিনয়েন্দ্র নাথ
মেন, এম এ, ইউরোপ ও আমেরিকায়
ব্যাপক স্বদেশ ভ্রমণে বক্তৃতা দিয়া
মাঠে গিয়ে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন ।
জগদীশ্বর তাঁহাকে ভাবতের হিতব্রত-
সাধনের আরও উপযুক্ত করুন ।

থেরী-চরিত ।

ভগবান্ গোতম বুদ্ধের উপদেশে যে
সকল বসনী মুক্তি লাভ করিয়া গেলী
(জ্ঞান-প্রতিষ্ঠা) নাম পাঠিয়াছিলেন,
তাঁহাদের জীবনচরিত আলোচনায় অশেষ
আনন্দ লাভ করা যায় । বুদ্ধদেবের
রূপায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এ
দেশের অসংখ্য বসনী ধর্মপাঠের রত
অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজি সে কথা
স্মৃতিতেও স্পষ্ট আছে । প্রবাসী পত্রিকায়
এই পুণ্যময়ী রমণীদিগের প্রাপ্য পূর্ণ
প্রসিদ্ধি পৌঁছানোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়
মুদ্রিত করিতেছি । ভারতমহাদেশের
নিকট কয়েকজন থেরীর জীবনচরিত
আলোচনা করিব ।

১ । শ্রীমতী থেমা (সংস্কৃতে ফেমা
হইবে), মগধরাজ্যের মাগল নগরের মদ-
রাজের ছুঁহিতা । মগধপতি প্রসিদ্ধ রাজা
বিশ্বমার অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন,
থেমা সেই পত্নীবর্গের একজন । বিবাহিতা
হইবার পর থেমা একদিন দাসদাসী

গইয়া বেগুনবিহারে বুদ্ধদেবের দর্শন
করিতে বান । বুদ্ধদেব বুঝিতে পারিয়া-
ছিলেন যে, থেমা বিধব রূপে বসন
অভিমান । তখন তিনি যে পরম উপদেশ
পদান করেন, তাহাতে থেমা রূপ-
দোষের অসাবিতা বুঝিয়া মুক্তি
লাভ করিয়া গেলেন । বুদ্ধদেব তাঁহাকে
মধুর বচনে আশ্বস্ত করিয়া যে সকল
কথা বলিয়াছিলেন, তাহার একটি টুক
ধর্মপদের তন্ত্রপুস্তকের মধ্যে নিবন্ধ
আছে :—

যে বাগবদ্ব্যবহৃতিমোহঃ

সমঃ কতঃ মনকটকো বজাঃ

এতঃ পিচ্ছদান পবিত্রজতি

অনপেক্ষিনো কান্তথঃ গভাঃ ।

(৩৪৩ শ্লোক)

উর্গানাত নিজকৃত আনাথ মাথার
বন্ধ হয়ে অবিবত বিবরণ করে ;
সেইরূপ সংসারেতে সমাসক্ত জন
আত্মকৃত মোহ-জালে পড় অতৃপ্ত ।

পণ্ডিতেরা এই জাল করিয়া ছেদন,
করেন তেজিয়া হুঃখ বৈরাগ্য গ্রহণ।

(সতীশচন্দ্র মিত্রের অনুরূপ)

খেমা তাহার পর ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ
করিয়া গেবী নাম প্রাপ্ত হয়েন এবং
ভিক্ষুণীমণ্ডলীতে অগ্গ সাবিকা (অগ্র-
শ্রাবিকা) বলিয়া সম্মানিতা হয়েন।
রাজার রাণী স্বাধীন ভাবে আসিয়া ভিক্ষুণী
হইতেছেন, এ কি আমাদের ভারতবর্ষের
কথা?

খেমা একবার মারের প্রলোভনে পড়িয়া-
ছিলেন। সে গেন বলিতেছিল :—

দহবা তুব্ধ রূপবতী অহংপি দহবো যুবা।

পঞ্চচরিকেন তুর্ধোনে এহি খেমেরমামসে।

দহরা শব্দের অর্থ তকণী; শ্লোকের
অন্ত অর্থ সহজ। খেমা তাহার পর যে
যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা
উদ্ধৃত কবিয়া অনুবাদ-সহ দিলে ভাল
হইত; কিন্তু অত বড় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা
চলে না। ইচ্ছা আছে সমগ্র খেবী-
গাথার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিব।

কোশলপতি প্রসেনজিতের ছহিতা
খেমাও ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি
অর্হতী খেমা নামে প্রসিদ্ধ।

২। শ্রীমতী উৎপল বর্ণা (উৎপলবর্ণা)।

উৎপলবর্ণা না কি উৎপলবর্ণাই ছিলেন।
শ্রাবস্তী নগরে এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে তাঁহার জন্ম
হয়। তিনি যখন যুবতী হইলেন, তখন
তাঁহার রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া
পড়িল। কয়েক জন রাজপুত্রও এই
রমণীর পাণিগ্রহণের জন্য ইচ্ছুক হইয়া-

ছিলেন। শ্রেষ্ঠী দেখিলেন বড় গোল;
তিনি ব্যবসায়জীবী লোক; কোন এক
রাজাকে কন্যা দান করিয়া অল্প রাজার
বিবাগভাজন হওয়া কিছু নয়। তখন
তিনি কুমারীকে বুদ্ধদেবের নিকট লইয়া
ভিক্ষুণী করিয়া দিলেন। ইনি খুব সু-
শিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া একজন অগ্র-
শ্রাবিকা হইয়াছিলেন।

৩। ধর্মদীপ্তা—এই রমণী রাজগৃহে
বিশাখ নামক শ্রেষ্ঠীর ছহিতা। বিশাখ
যখন নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন,
ধর্মদীপ্তা তখন বুদ্ধদেবকে দেখিতে গিয়া-
ছিলেন। তিনি খুব সুশিক্ষিতা অগ্গ
অবিবাহিতা ছিলেন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে
এই যুবতীর ধর্মবিষয়ে যে সকল নিগূঢ়
কথা হইয়াছিল, তাহা এখন মজ্জিমনিকা
গ্রন্থে চুল্লবেদস সূত্র (৪৪ সূত্র)। যুবতী
রমণীর এমন গভীর জ্ঞানের যথার্থ
ইতিহাস পাঠে কি আনন্দই হয়! সেই
আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের কথা থাকুক,
এ কালের সভ্য দেশেও ইহার দৃষ্টান্ত
পাওয়া কঠিন। এই ছিল প্রাচীন ভারত!

বুদ্ধদেব ইহার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং ধর্মতৃষ্ণা
দেখিয়া ইচ্ছাকে ধর্মকণিকাদিগের প্রধানা
করিয়া দিয়াছিলেন।

৪। ভদ্রা (ভদ্রা)—ভদ্রাও রাজগৃহের
এক বর্ণিগ-ছহিতা। সংখুক নামক এক
ব্রাহ্মণ কুমারের প্রতি ইহার অনুরাগ
জন্মে। যখন সংখুকের মৃত্যু হইল, তখন
ইনি মন্তুক মুগুন করিয়া ভিক্ষুণী ব্রত
গ্রহণ করেন; সেই জন্ত ইহার নাম হয়

কুণ্ডলকেশা। ভদ্রা পুরাণনিগছা বলিয়াও ইহাব নামোল্লেখ পাওয়া যায়। স্বয়ং ধর্মসেনাপতি সার্বভৌমের সহিত ইহার ধর্মবিচার হইয়াছিল; এবড় সহজ কথা নহে।

৫। সুরমেধা—ইনি মন্তাবতী নগরের রাজা কোঞ্চার ছহিত। বারবতী নগরের অনিকরত রাজাব সহিত ইহাব বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সুরমেধা বুদ্ধদেবের নবপ্রচারিত ধর্ম কথা শুনিয়া তিকুণী হইবেন বলিয়া পির করিলেন। অনিকরত স্বয়ং সুরমেধাকে এই পবিত্র ব্রত গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিয়া ছিলেন এবং সুরমেধা থেরী নামে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

৬। সুপ্রসিক্তা অম্বপালী পতিতা রমণী ছিলেন, তাঁহার বিবরণ বুদ্ধদেবচরিতে অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। অড্

কাশী এবং বিমলা নামে আবার দুই জন থেরীব জীবনচরিতে পাওয়া যায় যে, তাহাণ্ড পতিতা রমণী ছিলেন; এবং যৌবনেই পাপমুক্তা হইয়া থেরী হইয়া ছিলেন। বুদ্ধশিষ্য মোগ্গলানকে প্রলুব্ধ করিবাব জন্য বেশালীনগরীর এক পতিতা রমণীয় কথা বিমলা নিমুক্তা হইয়াছিল। বিমলা ভিক্ষুর মুখে ধর্মকথা শুনিয়া পাপ জীবন পরিত্যাগ করিয়া থেরী হইয়া গেয়া।

যে দিন রমণীর আত্মীনতা ছিল, রমণীবা সুশিক্ষিতা হইতেন, ধর্মপ্রচারিকা হইতেন; বেদিন রাজবাণী হইতে পতিতা রমণী পর্যন্ত মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পাবিত, ভাবতের সেই শুভ দিন আবার কি কিবিয়া আসিব ? *

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

* পাঠিকাদিগর ভাল লাগিলে অল্প থেরী দিগের কথাও লিখিব।—লেখক।

আমার পরীক্ষা ।

(গল্প)

সে আজ কত বৎসরের কথা, যৌবনের প্রথম অঙ্কেই আমার জীবনে যে ঘটনা ঘটয়াছিল, এতদিন পরে এখনও সে কথা ভাবিতে আমার প্রাণ আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠে। তাই আজ আমার পাঠিকা ভগিনীগণকে সে সুখ সৌভাগ্যের কথা জানাইতে সাধ হইল। ভরসা করি আমার এ ক্ষুদ্র কাহিনী তাঁহাদিগকে

ফণেকের জন্তও প্রীতি দান করিতে পারিবে।

আমি একটা পল্লীগামবাণী মদ্যবিত্তের কন্যা। পল্লীগামে থাকা নিবন্ধন আমি আধুনিক কালের মত সুশিক্ষিতা হইবার সুযোগ পাই নাই, আর আমি স্বন্দরী শ্রেণীর মধ্যেও গণ্য নহি। সুতরাং সকলেই বুঝিতেছেন, আমার রূপও নাই,

শুণও নাই। আমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া পিতা মাতা ভাবিয়া আকুল হইতেন। অল্পকাল মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা কেহ না জানেন এমন নয়, বিশেষতঃ কালো মেয়েব বিবাহ! বিবাহী সভ্যতার সম্বর্ষে আমাদের দেশে এখন অনেকই কৃষ্ণবর্ণের প্রতি ঘোবতর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুশিক্ষিত যুবকমাত্রেরই কালো মেয়ে বিবাহ করিতে একেবারে নাবাজ। সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ নব্যশিক্ষিত অনেকেই শিক্ষা ও উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে, নিজজীবনে উপত্যাসের মত অভিনব স্বথের কল্পনা করিতে থাকেন—কোন স্বর্গভ্রষ্টা সুরকতাকে মহদশ্মিনী কবিতা সংসার-মরুতে নন্দনকাননের প্রতিষ্ঠা কবিবেন মনে করিয়া, ভাবী সুখ-স্বপ্ন কত গীতিব ছবিষ্ট অঙ্কিত কবিতা রাখেন! কিন্তু বাস্তব জীবনে, কয়জনব ভাগ্যে সে স্বথবপ্ন মত্রে পবিণত হয়? জীবন-সংগ্রামেব কঠোর কৰ্ত্তাপালনে বাদ্য হইয়া আশাভঙ্গে, তাই কেহ কেহ আবার একেবারে নিকংসাহ ও উদাসীন হইয়া পড়েন। আর যাহাবা বলপ্রয়োগে পুত্রব অমনোনীতা কৃষ্ণবর্ণা পুত্রবধু গ্রাহে আনেন, তাহাদেব পুত্রবহু সংসারে বীত-শ্রুত হইয়া সম্মাসগ্রহণে অভিলাষী হন। আবার এমনও শুনা যায় যে কেহ কেহ শুধু উরু কারণে আত্মঘাতী হইয়া জীবন পর্যন্ত নষ্ট করেন। হায়! সৌন্দর্যের মোহ!

আমার এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, আমার জীবনেই এই প্রকার ঘটনা ঘটয়াছে। আমার বিবাহের পাত্র অস্বরণ কবিত্তে করিতে পিতা ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, মা আক্ষেপ কবিতা বলিতেন, “আমার শবতের বব নাই, ও চিবকুমারী হইয়া থাকিবে।” শুনিয়া আমারও মনে বড় দুঃখ হইত, মত্ৰই কি আমি এত অপদার্থ যে কেহই আমায় গ্রহণ কবিত্তে চায় না! হায় ভগবান! কি পাপে আমায় শ্রামাগ্রী কবিতা? নীরবে মনের দুঃখ মনেই বাখিতাম। একদিন শুনিলাম, বাবা মাকে বলিলেন, “শবতের জন্ত একটা ছেলের ঠিক কবিতাছি, অতি সুপাত্র, যদি আমাদেব অদৃষ্টে সুখ থাকে, তবেই সে ঘবে শবতের বিবাহ হইবে। পিতাব দন সম্পত্তি যথেষ্ট, একটা মাত্র পুত্র, আব পারেন পিতা অতি মহৎ ব্যক্তি, আমাব দিব্বত কাকুতি মিমতিতে তিনি শবতের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, আগামী বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থিবে হইয়াছে।” বলিতে বলিতে বাবাব মুখ ভাংফুলা হইয়া উঠিল, আনন্দে মায চক্ষে অশ্রুবাবা বহিল। মা বলিলেন, “দুঃখী পুত্র! আমি ভাবিয়া-ছিলাম, শবতের আব বিবাহ হইবে না।” অনেক দিনের পর পিতা মাতার মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া, আমিও সে দিন বড় সুখানুভব করিলাম।

তার পর একদিন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীেব প্রথম প্রহবে শুভলগ্নে আমার

বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময়ে
লজ্জা ও ভয়ে চক্ষুঃস্রোত কবিয়া একটা
দেবোপম কাঁষ্ঠাবিশিষ্ট প্রফুল্ল মুখমণ্ডলের
প্রতি দৃষ্টিগাত কবিরাম। বাণতে লজ্জা
নাই—প্রথম দর্শনেই যেন পাব সে চরণে
অনন্ত হইয়া পড়িল। বলিয়াছি কিছু
বেশী বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল,
আমার বয়স তখন ১৪ বৎসর। স্বামীর
মুখ দেখিয়া আমি কাম্পোদ্ধবয়ে ভাবি-
লাম, এমন সুন্দর যিনি, তাহাব কি এ
কানো মুখ দেখিয়া পছন্দ হইবে? পর-
দর্শনেই বুঝলাম, আমাব আশঙ্কা অশ্লক
নহে, কাণ চাবি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র
স্বামীর প্রফুল্ল মুখে কিঞ্চৎ বিবক্তির
ভাব গম্য কারণাম, তাহার ললাট
মুহুর্তে অল্প দ্রব কুঞ্চিত হইল, তাহা
কেবল আমিই বুঝলাম, আর কেহ নহে।
তদন্তর আমাব অন্তরে কেমন ভীতির
সঞ্চার হইল। বিবাহেব গোলমাল,
বান্ধবের অনন্দ সঙ্গীত, নিমগ্নতাগণেব
হাত্ত পরিহাস কিছুই আব আমাব ভাগ
নাগিল না। বোপ হয় আনাব স্বামীও
তাহাতে বিরক্ত হইতেছিলেন।

তাহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল,
সেই শুভ দৃষ্টির সময়ে আমার হৃদয়ে যে
আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, তাহা এখন ক্রমে
সত্যে পরিণত হইতে লাগিল। বিবাহের
পর নবদম্পতীর কত প্রীতি স্নেহের কাহিনী
—কত অসুখের কথা, সময়স্বাগণের
মুখে গল্প শুনিলাম। শুনিয়া শুনিয়া
আমারও বড় সাধ হইত, তেমনি করিয়া

স্বামীর আদব গাহতে, স্বামীর খেম লাভ
করিতে। কিন্তু আবার মনকে বুঝাইতাম,
আমার দেবোপম স্বামী, আমি তাহার
চরণেব দাসী হইবাবও যোগ্য নাই,
আমাব এ বামন হইয়া চাঁদ দাঁবাব বুঝা
প্রয়াস কেন? মন তাহা বুঝিত না।
কতমতে স্বামীর চিত্তাবলোদনের চেষ্টা
কবিতাম, কিন্তু সব বুঝা, বুঝি গাম্য কিছুতেই
স্বামী আমার উপব সশ্রুত নহেন।
মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার মুখ
দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম
যে তিনি আমার সকল কাণ্ডেই অসন্তোষ
প্রকাশ করিতেন। কি শুনে জানি না
অশ্রুবাত্তীব সকলেই আমাকে ভাল
বাসিতেন, অশ্রব শাস্ত্রী বিশেষ মেহ-
চক্ষে নিবীক্ষণ কবিতেন, সেখানে আমার
অন্ত কোনও কষ্ট ছিল না। কিন্তু নাবী-
জন্মের সাধ—সকল স্নেহেব শ্রেষ্ঠ স্নেহ যাচা
—তাহাই আমার ভাগ্যে মিলিল না।
স্বামী এ পর্যন্ত আমার সহিত একদিনও
ভাল করিয়া কথা কহেন নাই, তাহার
সহস্রমুখ আমাকে দেখিলেই বিষম হইয়া
যাইত। রাত্রে নীববে তিনি শয়্যার এক
প্রান্তে পড়িয়া থাকিতেন। লজ্জাবশতঃ
প্রথম প্রথম আমিও নীববে থাকিতাম,
তিনিই আগে কথা কহিবেন, কিন্তু ক্রমশঃ
সে নীরবতা আমার বড়ই অসহ বোধ
হইত। তোমরা আমাকে বাচাই বল না
কেন,—আমিই প্রথমে কথা কহিয়া
তাঁহার মৌনভঙ্গ কবিতাম, কিন্তু প্রয়ো-
জনের অতিরিক্ত কোন কথা তিনি আমার

সঙ্গে কহিতেন না। কি দুর্লভ বস্তু, কি দারুণ মনোভুঞ্জে যে আমার দিন বাইত, তাহা কেবল অধর্মমীই জানিতেন, আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতাম না। লোকে আমার দেহজন্ত স্বামী ও স্ত্রী যোভাগোর কতই প্রশংসা করিত।

আমার স্বামী বিদ্বান্, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপাশ্র; কিছু দিন পরে উচ্চ বেতনের কোনও সরকারি কার্য প্রাপ্ত হইলেন এবং পিতা মাতার নিকট বিদায় লইয়া কর্মস্থানে ছগলিতে চলিয়া গেলেন। আমাকে একটা মুখের মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন না। হায়! আমার অপরাধ বে, আমি কালো, দৈহিক সৌন্দর্য আমার নাই, কিন্তু তা বলিয়া কি আমার হৃদয় নাই? আমার প্রেম নাই? এত উপেক্ষা, এত অবহেলা কেন? তোমরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও যদি এক্ষণে আমাদিগকে পদদলিত কর, তবে আর আমাদের উপায় কি? কতবার ভাবিয়াছি তাঁহাকে একবার এক কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব তিনি কি উত্তর দেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্মুখে দেখিলেই আর কিছু বলিতে পারিতাম না, যেন কণ্ঠরোধ হইয়া বাইত।

ছয়মাস তিনি কর্মস্থানে থাকিয়া আমাকে একখানি পত্রও লিখিলেন না। কুংসিতা বলিয়া কি এমনই করিয়া শাস্তি দিতে হয়? এই কি বুদ্ধিমানের কার্য? আমি তাঁহার চরণে ভ্রমেও কোন দিন অপরাধিনী হই নাই। তিনি আমায়

ভাল না বাসুন, আমি সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভালবাসি, যতক্ষণ তিনি সম্মুখে থাকেন, ততক্ষণ যেন আত্মহার হইয়া বাই; তাঁহার সম্ভাষণ বিধানার্থ প্রাণপণ করিতাম। শব্দগত হইলে গানের শব্দকেও লোকে দুটা মিষ্ট কথা বলে, আর আমি কি এমনই যুক্তি যে, মুখের একটা মিষ্ট কথাতেও তিনি আমায় স্ত্রী করিলেন না। এ দুঃখ জানাইব কাহাকে? মনের আশ্রয় মনেই চাপিয়া রাখিতাম। ক্রমে আমার অসহ্য হইতে লাগিল। যদিও জানিতাম কালো আমি, কুংসিতা আমি, এমন ভুবনমোহন স্বামী পাইয়াছি তাই যথেষ্ট, আবার তাঁহার প্রেমাত্মবাদের প্রত্যাশা কেন? কিন্তু মন ত তা বুঝে না, সংসারে এমন সতী রমণী কে আছে, যিনি পতির প্রেম আকাজ্জক না করেন? কালো হইয়াছি বলিয়া ত নারী-বভাব-মূলভ হৃদয়ের পরি-বর্তন হয় নাই।

৩

কত দিনের পরে পিতা মাতার অনেক উপরোধে ৬পুজার ছুটিতে স্বামী বাড়ী আসিলেন। মিষ্ট কথায়, স্নেহ ব্যবহারে সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে সেই একই ভাব। অনেক দিনের পর দেখা,—কত আশায় দিন গণিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলাম, এবার তাঁহাকে কত কথা বলিব ও শুনিব ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহার সে নীরব উপেক্ষা আর আমার সহ্য হইল না।

তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, “কেন তুমি আমাকে এত মন-কষ্ট দাও? জানি আমি তোমার দাসীরও অযোগ্যা, কিন্তু তবুও যখন চরণে স্থান দিয়াছি, তখন এক দিনের জন্ত তোমার একটি মিরে কথা শুনিবার প্রত্যাশাও কি আমি করিতে পারি না?” মুহু হাসিয়া স্বামী বলিলেন, “কেন তোমাকে আমি কি মনঃকষ্ট দিয়াছি শরৎ? তোমার যখন যাহা প্রয়োজন, তখনই ত তাহা পাইতেছ? অর্থ বা অগত্যাতির আবশ্যক থাকে বল, তাহাই দিব।” শুনিয়া আমি লজ্জায়, ঘৃণায়, মরমে মরিয়া গেলাম। তাঁহার উপর কোন দিন অভিমান করি নাই, কারণ জানি তাহাতে আমারই ক্ষতি। কাজেই মনের হুঃখ লুকাইয়া বলিলাম, “ছাই অর্থ, টাকাতেই কি সুখ? কিসে সুখ, তাহা আমি তোমায় কি বুঝাইব; তুমি কি জান না?” স্বামী নীরব, আর কোনও উত্তর নাই। আবার আমি বলিলাম, “এবার আমি তোমার সঙ্গে যাইব, কখনও তোমার কাছে কিছু চাহি নাই, আজ আমার এ প্রার্থনাটি তোমাকে রাখিতেই হইবে।” বিরক্তি-ব্যঞ্জকস্বরে স্বামী বলিলেন, “কিন্তু তুমি গিয়া কি করিবে? সেখানে সুখী হইতে পারিবে না।” আগ্রহাতিশয়ো আমি বলিলাম, “কেন, তোমার নিকট থাকতে আমার সুখ বই হুঃখের কারণ ত কিছুই নাই?” “না তা ভাবিও না শরৎ, তুমি কি বিশ্বাস করিবে যে, সেখানে তোমার

একটি সপত্নী আছে?” আমি বেন আকাশ হইতে পড়িলাম। হৃদয়ে যেন বৃশ্চিক-দংশনবৎ আলা অগিয়া উঠিল, মুখে বলিলাম, “না আমি তাহা বিশ্বাস করিব না।” “তবে চল, এবার তোমাকে দেখাইব, তুমি ত জান শরৎ! কালোর উপর আমার বরাবর ঘৃণা, তোমাকে বিবাহ করিয়া অবধি এক মুহূর্তের জন্তও আমি সুখী হই নাই, আমার সুখসাপ অক্ষুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই ভাবিতেছিলাম, যনোপার্জনে সক্ষম হইলে একবার বছরদিনের আকাঙ্ক্ষিত অতৃপ্ত বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিব। এক্ষণে সেই সুযোগ পাইয়াছি, রূপের উপাসক আমি, তাই একটি সুবলোকে অঙ্গুরী মূর্তি আনিয়া সেখানে আমার বিলাস-উজ্জানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তুমি যদি তাহার অদীনে থাকিতে সম্মত হও চল, আমার আগন্তি নাই। আমি তোমায় অগ্র সকল সুখেই সুখী করিতে পারিব, কিন্তু আমার নিকট হইতে তুমি কখনও প্রেমের আশা করিও না; আজ আমার মনোভাব তোমাকে স্পষ্ট জানাইলাম।” কি নিষ্ঠুর বাণী! কি কঠিন হৃদয়! বিশ্ব-বিজ্ঞানায়ের উপাধিতে দিক্, যে শিক্ষা মনুষ্যহৃদয়কে এমন পাষাণে পরিণত করে, সে শিক্ষাকেও শত দিক্। যে অপ্রিয় বাক্য শুনিতে হইবে বলিয়া আমি এতদিন স্বামীর নিকট ভালবাসার কথা উত্থাপন করিতে সাহস কবি নাই, আজ তিনি আপনা হইতেই তাহা ব্যক্ত



করিলেন। আমি বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত-
ভাবে নীরবে বসিয়া শুনিলাম। হায় !
একশে বক্ষিলাম আমি কালো বলিয়া
কেন আমার পিতা মাতা তেমন চিহ্নিত
হইতেন। পিতামাতার শিক্ষায় বরাবর
আমি স্বামিচরণে বিনীত ভাবেই থাকিতাম,
তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতার মত পূজ্য
ভাবিয়া তাঁহার নিকট আপনাকে অতি
দীনহীনার ছায়া বিবেচনা করিতাম।
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাব হৃদয়ে
অসীম বল দিয়াছিলেন, তাই বিদীর্ণ-
প্রায় আশ্রয়ে গিরির উত্তপ্ত ধূম রাশির
মত হৃদয়ের অগস্ত অগ্নিশিখা অতি কষ্টে
হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া আমি বলিলাম,
“বেশ করিয়াছ, তুমি যাহাতে স্থখে থাক,
তাহাতেই আমার সুখ। আমি জানি তুমি
আমার ভালবাসনা, আর আমাতেও এমন
কিছু গুণ নাই যদ্বারা আমি তোমার

প্রণয় প্রার্থনা করিতে পারি। তবে
নিরোধ আমি, এই ভ্রমবশতঃ তিথ্যারণীর
রাজরাণী হইবার বাসনার মত তোমার
প্রেম লাভের স্পর্ধা করি, ওজ্জ্বল শরণাগতা
ভাবিয়া আমাকে ক্ষমা করিও। আমি
জ্যেষ্ঠঃ করণে তোমার দাগী হইয়া থাকিব,
তোমার যদি ইচ্ছা ও অহুগ্রহ হয়,
আমাকে সঙ্গে লইও।”

স্বামী আর কথা कहিলেন না, আমি
কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া শব্দাব
আশ্রয় লইলাম। উৎখলিত অশ্রুধারা
আর দমন কবিতো না পারিয়া নীরবে
ক্রন্দনের অজস্র ধারায় উপাধান সিক্ত
করিলাম। মনস্তাপে সমস্ত রজনীও
একবার নিদ্রা হইল না, আব আমাব
স্বামী—দিব্য সুখ-নিদ্রায় নিশা যাপন
কবিলেন, আমার প্রতি একবার চাহিয়াও
দেখিলেন না। (ক্রমশঃ)।

ব্যর্থ বসন্ত।

(১)

আমার এ জীবনের বসন্ত প্রভাতে
দেখেছিহু সকলি নবীন ;
তাবাময়ী রজনীর ঘন অন্ধকার,
অকণের আলোময় দিন।
করেছিল প্রাণে নব নব ভাবোদয়
অতীতের স্মৃতি পুরাতন,—
জগতের মুখচ্ছবি চির-পরিচিত
হেরি পুনঃ মধুর নুতন।

(২)

তার পর এক দিন নয়ন হেলিয়া
দেখিলাম আঁধার প্রভাত—
আকাশ আবৃত মেঘে, চমকে চপলা,
চাবি দিকে ঘোব বাজাবাত !
মরম-উন্মাদী সেই বসন্ত-সখার
থেমে গেছে ব্যর্থ কুল্লরব,
অশাসিত বাতাসাতে পড়েছে করিয়া
মুকুলিত আশ্রসাধা সব।



(৩)

বসন্তের প্রতীকার আমি বসেছিহু,
জলশূন্য নদীর চড়ায়—
অশ উদাস প্রাণ, ক্ষুদ্র তরণীর
হতভাগা মাঝিদের প্রাণ !
জোয়াব আসিল যবে, ভাসিল তবণী,
শ্রোতোমুখে ছুটিল বিষুখে ;
ফিবিতে আপন ঠাই আসিল গোধূলি
বিষ-রাশি ঠেলিয়া সম্মুখে ।

(৪)

তখন জোয়াব গেছে, নদী জলহীন,
তবণী সে ঠেকিল চড়ায়,
অঁধাব নামিয়া এল ধরণীর পর
বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রায় ।
আমিও হেপায় আজ গত বসন্তের
সমুজ্জল শুভ্র স্মৃতিটুক
জাগায়ে স্নদয় অঁধো কবেছি অঁধার,
বাড়ায়েছি জীবনের হুখ ।
শ্রীহিন্দু পকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সমাজ-চিত্র ।

(গত সংখ্যার শেষ)

হেম। আপনি বিরক্ত হয়ে আমার
পিতার উপর অবিচার কববেন না।
আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর ঘেঁহে
অবিশ্বাস করছি না। বরং আমার প্রতি
অতিবিক্রম দেখবশেই তিনি চেঁচা ক'বে
এই বিবাহ দিচ্ছেন। আপনি কি জানেন
না আমি এতদিন কুমারী রয়েছি বলে
লোকেরা আমার কত কুংসা কবে!
আমার বাবা যদি সমাজে না থাকতেন,
তা হ'লে নিশ্চয়ই এ সব বরদাস্ত করতে
পারতেন। কিন্তু তাঁকে যখন সমাজে
থাকতে হবে, তখন সমাজকে ভয় না
কল্পে চলবে কেন? আমার জন্যে সু-
পাত্রের অন্বেষণ করতে ত কিছু কমর
করেন নাই। আমরা যার তার হাতে
খাই, ঠাকুর দেবতা মানি না; এই জন্যে
কোন হিন্দু-ছেলেই আমাকে বিয়ে করতে

রাজি নয়। শুধু তারক বাবু দোজবলে,
আর তাঁর টাকার জোর আছে বলেই
আমাকে বিয়ে কর্ত্তে রাজি হয়েছেন;
তিনি টাকা দিয়ে সমাজের লোককে
বশ কবতে পাবেন। এখন বলুন ত
আমার বাবার দোষ কি?

অধিকা বাবু নিস্তব্ধ হইয়া কি যেন
চিন্তা করিলেন। তাবণ কহিলেন,—

“না, যে সমাজে তোর মত মেয়ের
আদর নেই, তুই কি সে সমাজে বাসি?
যাস্নে না। আমিই তোরে পিতার
ন্যায় ভালবেসেছি, গুরু হয়ে ধর্মশিক্ষা
দিয়েছি,—আয়, তোবে আমি আমার
প্রিয় ব্রাহ্মসমাজেই নিয়ে যাই; সেখানে
তোর আদর হবে, সকলেই তোরে
শ্রদ্ধার চোখে দেখবে।

হেম। মামা, মনে মনে ত সেই উচ্চ

আশাই ছিল। তেবেছিলাম আমি ব্রাহ্ম-সমাজেই যাব ; উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করে ঈশ্বরের চরণাশ্রিতা দাসী হয়েই থাকব, দীন হুঃখীর সেবা কবেই এ জীবনকে ধন্য করব। হায়! আমার সে আশা অকুরেই বিনষ্ট হল, আমি অদৃষ্ট-শ্রোতেই ভেসে চলাম!

অম্বিকা। হায় মা, পূজা হলে, সেই পূজার ফুল যেমন অনাদরে অগজায় শ্রোতের জলে ভেসে যায়, তুই কি তেমনি সংসার-শ্রোতে ভেসে যাবি! না মা, তা হবে না। আমি এখনি তোর পিতার পায়ে ধরে বলি—অমন দেবী-প্রতিমা কন্যাকে হুঃখনীরে বিসর্জন করবেন না।

হেম। আপনার পায়ে পড়ি, বাবার কাছে আমার একটি কথাও বলতে পারবেন না। বললে তাঁর কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগবে বই আর কোন ফলই হবে না। আমার প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ব'লেই যখন বিশ্বাস ক'ছেন আমি তাঁর অবাধ্য হব না; তখন এই জীবন যদি ছিন্ন শতদলের জ্বাশ শতধা বিদীর্ণ হয়ে ও যায়, তবুও আমি আমার স্নেহময় পিতার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চলব না। বাপ মা ভালবেসে, ভাল বুঝে যা ক'ছেন, তাতে হুঃখের শ্রোতে ভাসতে হয় ত ভেসেই যাই; তবু বাপ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করব না।

অম্বিকা। হায় বালিকা, হুঃখের শ্রোতে ভেসেই কি তুই বাপ মাকে স্মরণ

করতে পারবি? তোর পিতা মনে ভাবচেন ছেলের রূপ দেখে আর টাকা দেখেই তুই ভুলে যাবি। তুই ত তা ভুলতে পারবি না;—তোর আশার ফুল যেমন ঝুঁতে থাকবে, তেমনি যে জীবন-লতা শুকায়ে যাবে, তোকে যে চির-দিনের জজ হারাতে হবে!

হেম। আর উপায় কি? আমার মনের কথা ভেঙ্গে বলি বিবাহ যে ভেঙ্গে যাবে, তা আমি জানি। কিন্তু তাতে বাবার মত মহৎ লোকের কি আর মান সম্মত কিছু থাকবে? একেই ত সমাজের লোকেরা তাঁকে কত লাঞ্ছনা দিচ্ছে, তার উপর যদি এই বিয়ে ভেঙ্গে যায়, তা হলে কি সমাজে তাঁর মুখ দেখাবার ঘো থাকবে? হয় ত অপमानে, নির্গতনে, ক্ষোভে, মনস্তাপে তাঁর বেঁচে থাকাই মুশ্বিল হয়ে দাঁড়াবে! হায়, আমি কি তবে কত্না হয়ে পিতার মৃত্যুর কারণ হব?

অম্বিকা বাবু নীরবে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই। সংসারে তাঁহার কেহই নাই। এই হেমলতাই তাঁহার কল্যাণানীয়া। হৃদয়ের শোণিত পাত করিয়া ইহাকে তিনি বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন। আজ কি আর অম্বিকা বাবু স্থির থাকিতে পারেন? কিয়ৎকাল পরে অধীরচিত্তে বলিয়া উঠিলেন;—

“হা ভগবান্, মায়া-মোহ হ’তে মুক্ত
পেকে তোমার কাজ করব বলে আমাকে
ভূমি সংসারে সংসারী সাজতে দিলে না,
আর দেখ আমি ভ্রান্তিতে পড়ে, পরের
মেয়েকেই নিজের মেয়ে মনে কচ্ছি, তার
জন্তেই বৃথা শক্তি ক্ষয় কচ্ছি! বালিকা,
তুই আমার কে? তোর উপর কিসের
অধিকার? যা, যা, তুই তোর অদৃষ্ট-
শ্রোতে ভেসে যা; আমি আমার গন্তব্য
পথে চলে যাই!”

অধিকা বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।
হেমলতা তাঁহার পা ধরিয়া কহিল—
“মামা, আপনি আমার দেবতা। আপনি
সহায় থাক্বে অকুলেও কুল পাব;
আমাকে ত্যাগ করে যাবেন না।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

চন্দ্রনাথ বাবু একদিন হেমলতার ঘরে
গিয়া হেমলতাকে কহিলেন,—

“হেম, তোমার মামার কি চিঠিপত্র
পেলে?”

হে। না।

চন্দ্র। দেশে এবার হুর্ভিক্ষ দেখা
দিয়চে, তিনি হয় ত কোথাও গিয়ে চাঁদা
তুলে লোকের সাহায্য করবার চেষ্টা
করেন।

হেম কিছুই বলিল না। তাহার পিতা
কহিলেন;—“তোমার মামার জীবনের
কথা ভেবে নিজেকে দিকার দিতে ইচ্ছা
হয়। তিনি তাঁর বখাসকর্ষ ব্রাহ্মসমাজে
দিয়ে শুধু লোকের উপকার করেই

বেড়াচ্ছেন, আর আমরা বাগনার দাস
হয়ে স্বার্থেব জন্ত কেবল অর্থই উপার্জন
কচ্ছি! কত বার ভাবি, টাকা ত ঢের
উপার্জন করিলাম; এখন যাই, কিছু
দিন নিরুজ্জনে বসে ভগবানের নাম করি।
কিন্তু কিছুতে সংকল্প রক্ষা করতে পারি
না—আমি এমনি দুর্বল! বলত মা, কি
হলে এই দুর্বলতার হুত্ব হতে রক্ষা পেতে
পারি?”

হেম হাসিয়া কহিল—“বাবা, আমাকে
কি তোমার কপার জবাব দিতে হবে?”

চন্দ্র। দিলে দোষ কি? আমি পিতা
বটে, কিন্তু তোমার চরণতলে বসে ধর্মের
অনেক কথা শিক্ষা করতে পারি।

হেম। বাবা, তুমি কি বলচ?

চন্দ্র। মা, আমি যে তোমার অযোগ্য
পিতা, তা তোমাকে জানাতে চাচ্ছি।

হেম। তুমি গুরুকর্ম করে বসে, আমি
এখান থেকে চলে যাব।

চন্দ্র। অত্যাঁহ ত কিছুট বলছি না মা!
আমি যে কত দুর্বল, কত অপরাধী,
আজ সেই কথাই তোমাকে বুঝাতে
চাচ্ছি!

হেম। বাবা, তোমার কিসের অপ-
রাধ? আমি কি তোমাকে জানিনে?

চন্দ্র। তুমি আমাকে কিছুট জান না,
আমার অনেক অপরাধ; অভয় দেও ত
আজ সব খুলে বলি।

হেম দুর্জয় বলের জন্ত বিধাতার কাছে
প্রার্থনা করিল। তার পর কহিল—
“বাবা, কি খুলে বলবে, আমার বিবাহের

কথা? তাত আমি জানি। সে কি তোমার অপরাধ? তা হলে ত অন্তরের প্রবল মেহও একটা অপরাধ। তুমি ভাব্চ ছেলের তত ধর্মজ্ঞান নেই বলে আমি তোমার অবাধা হব? তা কখনই নয়। তুমি আমার সুখের জন্ত যা করবে, তাই-ই মাথা পেতে গ্রহণ করব,— তাতে আমার সুখই হোক আর দুঃখই হোক।

চন্দ্রনাথ বাবুর নয়ন অশ্রুতে আর্দ্র হইল। তিনি কহিলেন “মা, আমি একটি ধার্মিক ছেলের জন্য চেষ্টার ক্রটি করি নাই। কিছুতেই যখন তা পেলেন না, তখন নিরুপায় হয়েই এই পাত্রকে ঠিক করেছি। কিন্তু আমি বল্চি, তুমি অসুখী হবে না, তোমার জীবন বার্থ হইবার কোনও আশঙ্কা নেই। তোমার জীবন সম্পূর্ণরূপে সফল হবে। তুমি নিশ্চয়ই তোমার পুণ্যপ্রভাবে তারককে মহৎ এবং ধর্মামুবাগী করে তুলতে পারবে। তারকের প্রচুর অর্থ দ্বারা তোমার মনের মত পরোপকারও করতে পারবে।”

বুদ্ধিমতী হেম পিতাকে এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার অবসরই দিল না। সে অল্প কথা তুলিয়া পিতার মমতাপূর্ণ চিত্তকে আর্দ্র করিয়া দিল। পিতার বিবেক যদিও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিতে লাগিল, তথাপি কন্যা যে এত দিন জানিয়া গুনিয়াও কিছু বলে নাই, বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে নাই, ইহাতে সুখী হইলেন এবং হর্ষোৎকল্ল

অন্তরে খুব জাঁক জমকের সহিত কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের পাঁচ সাত দিন পূর্বে একটা গোলমাল হইল— তারক বাবুর জ্ঞাতি, গুরু ও পুরোহিতেরা বলিয়া বসিলেন, ‘চন্দ্র বাবু প্রকাশ্য ভাবে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কিছুতেই তাঁহার বিবাহে যোগ দান করিবেন না।’ চন্দ্রনাথ বাবু সমাজের ভয়ে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চলিতেছেন, প্রাচীন প্রথাগী অনুসারে কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন; তথাপি অতটা দুর্বলতা প্রকাশ করিতে নিতাস্তই অনিচ্ছুক। কিন্তু পাঁচ জনের পাকে চক্রে মাথা মুড়াইয়া গোময় ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রায়শ্চিত্তের পর গৃহে আসিয়া মনেব কোভে অশ্রু বিসর্জন করিলেন এবং কহিলেন—

“হা ভগবান্, যে সকল কুকার্য্য করিয়াছি, তাহার জন্ত ভাল করিয়া অনুতাপও করিলাম না; আব যৌবনের উদ্যমে যে সকল সংসাহসের পরিচয় দিয়াছি, আজ তাহারই জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল? অধঃপতনের আর বাকী কি?”

হেমলতা পিতার মুণ্ডিত মস্তক ও মলিন মুখ দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িল। তার পর যতই বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার বাহিরের ধৈর্য্যের আবরণ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল। অবশেষে বিবাহের পূর্বদিন যখন কক্ষের স্নানে সানাই বাজিয়া উঠিল,

মাতুলের একখানা চিঠি আসিয়া ধৈর্য্যের
বোধ একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিল; তখন
হেমেন মামমতায় পূর্ণ হইয়া কত্ভার কাছে
আসিয়া কহিলেন,

“মা, এত দিন ত তোকে এত রোগা
দেখি নাই; এই চাব পাঁচ দিনে এত
রোগা হয়ে গেলি কেন? তোর মুখ-
খানি যে একেবারে মলিন! এখনো সত্য
করে বল, তুই তোব মনের বাণী গোপন
কচ্চি কি না, এ বিয়েতে তোব অমত
আছে কি না?”

হেমলতা আর থাকিতে পারিল না।
মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মায়ের বুকে
মুখ লুকাইয়া বলিয়া উঠিল,—“মামো,
আজ একবার প্রাণ ভরিয়া আমাকে
ভালোয়া দাও; আব যদি এই ঘরে
ফিরিয়া না আসি, যদি অকালেই সংসার
ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে আজি-
কাল এই মাতৃ-মেহেব স্মৃতি লইয়াই যেন
স্বর্গের জননীর কাছে চলিয়া যাইতে
পারি।”

মায়ের আব মেয়ের মনের কথা বুঝিতে
বাকী রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ চন্দ্র
বাবুর নিকটে গিয়া কহিলেন,—“ওগো,
আমার একটি মাত্র মেয়ে; আমি একে
হারিয়ে কি কবে থাকব? আগে আমাকে
বধ কর, তাব পর মেয়ের বিয়ে দেও।”
ইহা বলাব পর কামা। ব্যাপারটা কি,
চন্দ্র বাবু হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন
না। তার পর পত্নীর মুখে সকল কথা
শুনিয়া কত্ভার কাছে আসিলেন। কত্ভা

শুধু চোখের জলে ভাসিতে লাগিল,
মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল
না। পিতার বিস্তর অশ্রুগোষে নিজের
ডায়েবীখানা পিতাকে দেখিতে দিল।
পিতা ডায়েবি পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া
বসিয়া পড়িলেন এবং কহিলেন,—

“হায় মা, আমি তোব হতভাগ্য পিতা,
তুই এতদিন ধরিয়া বিবাহের জন্য সংগ্রাম
করিয়া স্বহস্তে নিজের হৃদয়ের শিরা
উপশিরা ছিন্ন করিয়াছিস, আমি তার
কোন খবরই রাখি না! মা, আমার
সর্বস্বদন, আমার কাছে তুই বড়, না
বমাজ বড়? ওরে কে আছিস? দে, দে,
এখনি বাজ বাজনা বন্ধ করিয়া দে;
আমাব কত্ভাব বিবাহ বন্ধ হইল।”

চন্দ্রনাথ বাবু তখনই আপনার শয়ন-
গৃহে গমন করিলেন এবং লোহার সিঁদুককে
যে পনর হাজার টাকার নোট ছিল,
তাহা লইয়া তারক উকীলের কাছে
উপনীত হইলেন। কহিলেন,—“আমার
প্রায়শ্চিত্ত মিথ্যা ভাগ মাত্র; আমার
ধর্ম্ম নাই, জাতি নাই; একমাত্র কন্যা
ছিল, তাহাকেও স্বহস্তে হত্যা করিতে
উদ্বৃত্ত হইয়াছি। সেই হত্যা ব্যাপারের
মধ্যে যে তোমাকে লিপ্ত করিয়াছিলাম,
তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই বৎসিকিৎ
অর্থ প্রদান করিলাম। অর্থ গ্রহণ করিয়া
আমার অপরাধ মার্জনা করিও।”

তারক বাবু অর্থ গ্রহণ করিলেন কি না,
কিন্তু অপরাধ মার্জনা করিলেন কি না,
সে কথা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে

পারি না। কিন্তু সমাজের লোকে চন্দ্র
বাবু অপবাদ মার্জনা করেন নাই।
সেইজন্য লোকনিন্দায় মগ্নীভূত ও
সামাজিক উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া চন্দ্র-

নাথ বাবুকে যে স্ত্রী ও কন্যার সমতা-
বন্ধন ছিন্ন করিতে হইল এবং অসময়ে
সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হইল, সে
সংবাদ আমরা শুনিতে পাইয়াছি।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসী ।

প্রশান্ত মহাসাগরে অষ্ট্রেলিয়া নামে
দ্বীপ আছে ; তাণ্ডা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা
বৃহৎ দ্বীপ, আকৃতিতে ভারতবর্ষের
বিশুণ।

হগগুণাসী ডেচবা এই দ্বীপ প্রথম
অন্বিষ্কার করিয়া ইহাব নাম নব-হলণ্ড
দিয়াছিল, আজি কালি সে নাম লুপ্তপ্রায়
হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থানে ইংরাজ
উপনিবেশ হওয়াতে ইহা এখন ইংরাজ
সাম্রাজ্যভূক্ত হইয়াছে। যাহা হউক এখনও
এই দ্বীপে আদিম-নিবাসীরা বাস
করিতেছে এবং এই প্রবন্ধে তাহাদিগেরই
বিবরণ বর্ণিত হইল।

অনেকেই অনুমান করেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার
আদিমবাসিগণ নিকটস্থ নিউ-গিনি
দ্বীপ হইতে সমাগত। তাহাদের গায়ের
রঙ তাম্রবর্ণ, চুল কাল ও প্রচুর পরিমাণ
এবং কৌকড়ান। নাসিকা গোল, ঠোঁট
পুরু, কিন্তু নিগ্রোদিগের মত হ'টলো
নয়। ইহাদের অনেকের বাহ ও স্বক
সবল, কিন্তু পদস্থ ক্ষীণ।

অষ্ট্রেলীয়দিগের বসন ভূষণ সাদাসিধে।

অপোসম চামড়ায় আলথেল্লা জামা,
কোমরে কয়েক গাছি চামড়ার দড়ী এবং
মাথায় এমু পক্ষীর টুপী। নাকে এক-
খণ্ড হাড় বিন্ধ থাকা চাই। যুবতীরা
শিষ্টাচারের অনুরোধে লোমনির্মিত গা-
জামা পরে। অনেক সময় লোকদিগকে
ক্ষুধার পীড়া সহ্য করিতে হয়, এই জন্য
দেশীয় কুকুর চর্মনির্মিত এক প্রকার
বেড় কোমরে বাঁধে, তাহাকে 'ক্ষুধার
কোমরবন্দ' বলে।

ইহারা লাল, হলদে, শাদা ও কাল
নানা রঙ গায় মাখে। নৃত্যের সময়ে
প্রায়ই শাদা রঙ মাখে; এই রঙ
শোকেরও চিহ্ন। শাদা রঙ ডোরা ডোরা
করিয়া এমন মাখে যে, রাত্রিকালে আলো
ধরিয়া দেখিলে কঙ্কাল দেহ বা ভূত বলিয়া
বোধ হয়।

অষ্ট্রেলীয়দিগের নিকট খাত্ত এককালে
অজ্ঞাত ছিল, তাহাদের কুঠার ও বর্ষা
অগ্রভাগ শক্ত প্রস্তর-ফলকে নির্মিত।

মুদগর, লাঠি শোঁটা ও বর্গা ইহাদিগের
প্রধান অস্ত্র। ছোট শিকড় শুষ্ক গাছ

উপড়াইয়া লইয়া লাঠি কলে, শিকড়ের দিক্ ধবিবাব গাঁতট হয়। লাঠি মুখ সূচলো ও ধারাল করা হয়। তাহা দ্বারা তাহার তিন কার্গা সাধন করে :—(১) শক্রকে আঘাত করে : (২) বৃক্ষমূল খুণিয়া যায় ; (৩) যে সকল জন্তু গর্তে বাস করে, গর্ত খুণিয়া তাহাদিগকে শিকার করে। লাঠিতে ধারাল পাথর দিয়া বর্ষা প্রস্তুত হয়। শিকারের বর্ষা বৃদ্ধান্তকপে ব্যবহৃত হয়। শত্রু কাঠে আর এক প্রকার বর্ষা তৈয়ার করে, তাহা কিছু বক্রাকৃতি, লম্বে প্রায় দুই ফুট, চৌড়ায় তিন বুকল, কিন্তু তাহা পুরু অধি বুকল নাত্র। ইহা খুব জোরে ছোড়া হয় এবং লক্ষ্য বিদ্ধ না করিলে নিক্ষেপকাবীর পদতলে ফিবিয়া আইসে। বাতাসে ঘূবিতে ঘূবিতে যায়, শিকার ইহা অতিক্রম করিতে পাবে না। ঢাল বাওলা গাছে ছালে তৈয়ার হয়, ইহা লম্বে তিন ও চৌড়ায় আশ ফুট। ইহাদ্বারা অস্ত্রঘাত নিবারণিত হয়।

সূচ অস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হয়। জন্তুব শিরা সূতার কার্গা করে। ঘাশ ও গাছের আঁশ দিয়া বাঁগ ও জাল সূ-কোশলে প্রস্তুত হয়। জলপাত সকল কাঠি নাগিত, কখন কখন শস্য শামু কাদির খোলাতেও প্রস্তুত হয়।

অষ্ট্রেলীয়েরা সমুদায় জন্তু এবং বিবাক্ত ভিন্ন সমুদায় উদ্ভিদ খায়। ইহাদের শিকারপ্রণালী চমৎকার। শিকারী হাতে এবং মাংস লইয়া যেন ঘুমাইতেছে,

এইরূপ ভাগ করিয়া শুইয়া পড়িয়া থাকে ; কোনও মাংসাশী পক্ষী খাইতে আসিলে শীঘ্র ঘূবিয়া তাহাকে ধবিয়া ফেলে। বিষাক্ত সর্পও থাকে। শিকারের মন্থন ৫ প্রকার প্রণালী :—বাত্রিকালে ডোঙ্গায় চড়িয়া আলোক হস্তে চণিতে থাকে, তাহাতে মাছ আকৃষ্ট হয়। মোমাছিব অল্পসরণে দৌড়িয়া মোচাক হইতে মধু আহরণ করে। যে সকল পোকা গাছে ছল খায়, বা মাটিতে চলিয়া বেড়ায় এবং যে সকল পতঙ্গ টড়িয়া বেড়ায়, সকলট শিকারবল বস্ত্র। উদ্ভিদের ফল, মূল ও বস প্রভৃতি সকলই খায়।

অষ্ট্রেলীয়দের নিকট কুস্তকারের ব্যবসায় অজ্ঞাত এবং তাহারা কোনও দ্রব্য সিদ্ধ কবিয়াও খায় না। বড় জন্তু অথবা কতকগুলি ছোট ছোট জন্তু একত্রে বন্ধন করা হয়। বন্ধন প্রণালী এইরূপ :—মাটিতে গর্ত কবিয়া তাহার ভিতর উত্তপ্ত পাথর রাখা হয় ; তত্পরি ঘাস বিছান হয়, ঘাসের উপর জন্তু রাখিয়া উপরে ঘাস চাপা দেওয়া হয় ; পবে আরও কতকগুলি পাথর তাতাইয়া উপরে সাজাইয়া দেওয়া হয়। পরে সমুদয় মাটি দিয়া ঢাকা হয়, ভিতরে ভিতরে জন্তুটি সিদ্ধ হইয়া যায়।

অষ্ট্রেলীয়দিগের মধ্যে অনেক প্রকার নৃত্য আছে যুদ্ধের পূর্বে এবং পরে সামরিক নৃত্য হয়। কোন কোন নৃত্যে জীলোকেরা যোগ দেয়। সর্পভেদ প্রভৃতি নানাপ্রকার

জন্মের গতির অনুকরণে নানা প্রকার নৃত্য হইয়া থাকে। তন্মিমা ডোঙ্গা-নাচ প্রভৃতিও হয়। নাচের সময় নানা প্রকার রঙে শরীর রঞ্জিত হয়, পাতা লতা প্রভৃতির ভূষণ এবং চামড়ার টুপিও ব্যবহৃত হয়। জীলোকেরা প্রায় বাজনা বাজায়, কখন কখন গান করে। প্রত্যেক নর্তকের হাতে দুই দুইটা কাটি থাকে। সদার নর্তক তাহার হাতের কাটি দুইটি বাজায়, আরও ২০-৩০ টি সঙ্গী পবে কাটি বাজাইতে থাকে এবং একবার সম্মুখে আবার পশ্চাতে বাহু উত্তোলন করিয়া নাচে। নাচিতে নাচিতে কখন কখন বায়বস্থাপন বা উচ্চ লক্ষ্য প্রদান করে। তাহাদের গানের সুর একবার এত উঁচু হয় যে কান ফাটিয়া যায়; আবার, এত মৃদু হয় যে শুনিতেই পাওয়া যায় না।

অন্তান্ত্র অসভ্যজাতির জায় অষ্ট্রেলীয় জাতির মধ্যেও জীলোকের অবস্থা অতি হীন। জীরা স্বামীর সম্পত্তি, স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে বিক্রয় বা বিনিময় করিতে পারে, বন্ধুদিগকে উপঢৌকন দিতে পারে অথবা আবশ্যক না হইলে গৃহ হইতে বিদায় করিতেও পারে। একটি বালিকা বাগ্‌দত্তা হইলে যদি বর মরিয়া যায়, বরের উত্তরাধিকারী তাহার ত্যাজ্য অন্যান্য বস্তুর ন্যায় তাহার বাগ্‌দত্তা স্ত্রীরও অধিকারী হয়। কখনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রীবিনিময় হয়। শান্তুড়ীর পক্ষে জামাইকে দেখা বড় দোষ। ঘটনাক্রমে শান্তুড়ী জামাইকে পথে আগিয়া পড়িলে জামাই মুখ ঢাকিয়া ফেলে।

সম্মান হইলে পিতামাতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে পবিত্রাগ করে। সে যদি মরিয়া না যায়, তাহাকে রক্ষা কবে এবং ৩৪ বৎসর মাতৃস্তনদুগ্ধে পোষণ করে। মাতা এক প্রকার চামড়া বাগ কবিতা সম্মানকে পৃষ্ঠ বহন করে। উত্তরাঞ্চলে শিশুরা দুই পা মাতার গলাব দুই দিকে ঝুলাইয়া দিয়া চুল মুটা করিয়া ধরে, মাতা তাহাকে বহিয়া লইয়া যায়।

কাস্তাকর বাচ্চাদেব মত অষ্ট্রেলীয় শিশুবা অল্পবয়সে আপনারা আপনাদের আহাবাষেধন করে। শিশুর হস্তে একটি ছড়ি দেওয়া হয়, সে বড় বড় ছেলের দৃষ্টান্তে মাটি খুঁড়িয়া মূল বা কীট বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। বর্ষা-প্রক্ষেপ ও ঢাল ব্যবহার বালকদিগের শিক্ষা, বালিকারা সূত্র বয়ন বা ঝুড়ীবুনন শিখিয়া থাকে।

বাগক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একটি অস্থি-শলাকারা তাহার নাসিকা বেষ্ট হয়, তাহার গায়ে নানাস্থান চিরিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার সম্মুখের দুই একটি দন্ত উৎপাটিত হয়।

প্রিয় সম্মানের মৃত্যু হইলে জীলোকেরা বড়ই শোক করে। তাহারা যেখানে যায়, মৃত শরীর বহিয়া লইয়া যায়। যখন গন্ধ অসহ্য হয়; তখন শব্দ পুতিয়া ফেলে বা একটি তরু-শোটে রাখিয়া দেয় অথবা দগ্ধ করিয়া ফেলে। কোনও মানামান লোক মরিলে তাহার হাত কাটিয়া পবিত্র বস্ত্র বলিয়া নিকট আত্মীয়েরা বহিয়া লইয়া বেড়ায়।



ইহাদের অনেক জাতি নব-কপাল পানপাত্ররূপে ব্যবহার করে। যেখানে যায়, রজ্জুবদ্ধ কবিতা ইহা লইয়া যায়। মাতার মৃত্যু হইলে তাহাব মাথাব খুলি পানপাত্ররূপে ব্যবহার করা কত্তার কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত।

স্রীলোকেরাই সমুদায় গৃহকাৰ্য্য করে, তাহাদের হাত পা ক্ষীণ। পীড়িত হইলে পরিত্যক্ত হয়। স্বামী কোনও দিন শিকারে অকৃতকাৰ্য্য হইলে স্রীকে পিটিয়া গাব ঝাল নিবারণ করে। স্রীব মাথায় মুদগরাঘাত, হাত পা বর্ষাদ্রাবা বিদ্ধ করা এবং শরীরের ঠাই ঠাই কাটিয়া বা পিষিয়া গুঁড়ো করিয়া দেওয়া পুরুষের প্রেক্ষাধীন। স্রীলোক মরিলে সমাধি হয় না, কিন্তু পুরুষের মৃত্যুতে স্রীরা অবিশ্রান্ত বিলাপ করে এবং মধ্যে মধ্যে স্বামীদিগের কবর স্থান পরিদর্শন করা তাহাদের পক্ষে বিধি। স্বামীর মৃত্যুতে স্রীরা অনেক সময় মস্তক মুণ্ডন করে ও শরীবে শ্বেত-মৃত্তিকা মাখে। স্বামী মৃত্যুব ৬ মাস পরে তাহারা পত্যস্তর গ্রহণ করিতে পারে।

অষ্ট্রেলীয়দিগের দৃঢ়বিশ্বাস, ডাইন মঙ্গ প্রভাবের লোকের মৃত্যু হয়। তাহাদের মধ্যে গণক আছে, নিকটস্থ জাতির কোন ব্যক্তি ডাইন এবং মঙ্গবলে মৃত্যু ঘটাইয়াছে, তাহা দিক কবিতা বলিয়া দেয় এবং জাতীয় নীরবতা আত্মীয়-হত্যাব্যতীত শোধ লয়। তাহাদের বিশ্বাস মৃতের আত্মা জীবৎ-কালেব প্রিয় স্থানটুকিছুকাল পর্যান্ত পরিত্যাগ করে না। যোদ্ধার আত্মার তৃপ্তির জন্য নিকটস্থ জাতির রক্ত দিতে হয়, তা না হইলে প্রেত আত্মীয়দিগের মঙ্গ ছাড়ে না এবং তাহাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারে।

এই আদিম অসভ্য জাতিকে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্ত চেষ্টা হইতেছে। নিম্নালয় গুলিয়া খৃষ্টীয় মিসনরীগণ ইহাদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম-প্রচারও করিতেছেন। কিন্তু ইহারা এক স্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে চায় না, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বড় ভাল বাসে, এজন্য ইহাদের উন্নতিসাধন করা সহজসাধ্য নহে।

বেদান্ত, খৃষ্টিয় ও বৌদ্ধ ধর্ম ।

যে তিনটি ধর্ম অথবা তাহাদের শাখা প্রশাখা দ্বারা এখন জগতের সকল সভ্য দেশের নরনারীর ধর্মবিশ্বাস গঠিত হইতেছে, সে তিনটিই আদিম মহাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের মূলগত একতা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। উপ-

নিষদ্ব ধর্ম বা বেদান্তধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং খৃষ্টিয় ধর্ম এই তিনেরই মূল ভাব এক। জীব কি প্রকারে মৃত্যুহস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে—অন্ত কথায়, মুক্তির উপায় কি? উপনিষৎ বলেন “তীর্থাৎ জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়,



মুক্তি লাভের অল্প পস্থা নাই। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং হৃদয়গ্রাহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমর হইলেন।” বেনাস্থ পুনঃপুনঃ, কহিতেছেন “ব এতদ্বিহ্বল-মৃত্যুস্তে ভবন্তি।” যাহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হইলেন। কিন্তু আবাব ইহাও বলিয়াছেন যে তিনি অশস্য, অস্পর্শ, অরূপ, অবায়ু, রূপ রস গন্ধাদি রহিত, নিত্য অনাদি অনন্ত, মহৎ হইতেও মহৎ; সর্বভূতের হৃদয়ে আছেন অথচ প্রকাশ পান না; কেবল স্মৃদ্ধদর্শীরা তাঁহাকে দেখিতে পান। অতএব জ্ঞানই উপনিষদের কথা—“তাঁহাকে জান, অমর হইবে।”

খ্রীষ্টধর্ম কি বলিয়াছেন? ধর্মের ছইটা প্রধান] অঙ্গ—ঈশ্বর-প্রেম এবং মানব-প্রেম। প্রেম, বৈরাগ্য এবং বিশ্বাস খ্রীষ্টের মূলমন্ত্র। তাঁহার প্রথম উপদেশ এ কণার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সময় অনেক লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই মন্ডলীকে দেখিয়া তিনি এই আশীষাদ কবিলেন “দীনাঙ্গারা ধন্ত, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্ত। যাহারা শোকাক্ত, তাহারা ধন্ত, তাহারা সাধনা পাইবে। বিনয়ীরা ধন্য, তাহারা পৃথিবী জয় করিবে। ধর্মের জন্য যাহারা ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসু, তাহাদের আশা পূর্ণ হইবে। রূপাবানেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের রূপ লাভ করিবে। যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা

ধন্য, যেহেতু তাহারা পরমেশ্বকে দেখিতে পাইবে। বিশ্বাস প্রেম, পাবিত্র্য এই সকল উপদেশ দেখা যায়। দারিদ্র্য ও বৈরাগ্য মন্ত্রে খ্রীষ্ট দীক্ষিত। তাঁহার অভিষেকারী গুরু যোহন উষ্ট্রচরধারী, গভঙ্গ ও বন্য মধু-ভোজী। তিনি অমৃত্যু মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত ও অভিষিক্ত কবিতোচ্চলেন। খ্রীষ্টও সেই মন্ত্র অবলম্বন করিলেন। যোহন অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার বাসগৃহ ছিল না। খ্রীষ্টও সংযামী, গৃহীর ধর্মকে ঘৃণা করিতেন। পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় কবিতো শিষ্যগণকে নিষেধ করিতেন। “আকাশের বিহঙ্গেরও নীড় আছে, কিন্তু আমার মাথা রাখবার স্থান নাই।” এই কথা তিনি বাণীবোলে। কেবল মুখে বলিতেন না, জীবনে দেখাইতেন। “বরং একটা উষ্ট্র খুঁচিছিন্ন দিয়া বাইতে পার, কিন্তু ধনীরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেনা।” ধনের প্রতি কি ঘৃণা!

এখন বুদ্ধদেবের ধর্ম কি দেখা যাউক। তাঁহার বৈরাগ্য ও মানব সন্ধি বিষয়ক বিবরণ পাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন। গয়ার নিবন্ধনা নদীর নিকটবর্তী বোধিবৃক্ষতলে গৌতম দিবসের পর দিবস, রজনীর পর রজনী ধ্যানে মগ্ন। অবশেষে অষ্টম দিবসে আলোক আসিল, যে আলোক তাঁহার নিজের এবং দেশের নরনারীর হৃদয়াককার বিদূষিত করিবে। তিনি যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহা বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপে বর্ণিত আছে;—

অবিজ্ঞা অজ্ঞান হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কার হইতে সংজ্ঞা (বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ। নামরূপ হইতে ষড়ারতন অর্থাৎ মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে জন্মের ইচ্ছা, জন্মাকাঙ্ক্ষা হইতে জন্ম। জন্ম হইতে বোগ, শোক, গ্লান, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা, নিবান ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অতএব এই সমস্ত একে একে বিনষ্ট না হইলে পবন শান্তি লাভ হয় না।

বুদ্ধ কি লাভ করিলেন? পান্চাত্তা জ্ঞানী মহাপাণ্ডিতেরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ শাস্ত্র হয়ত বিশদ রূপে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারেন নাই। বাহাইউক তিনি স্রী জীবনে প্রকাশ করিয়াছেন যে তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিলে মুক্তি হয় না এবং নিরাম-পরাণ হইয়া ভোগস্থলে মত্ত থাকিলেও মুক্তি হয় না। এই জীব মনোপথ অব-লম্বন করিতে হইবে, তাহা হইলেই ফল লাভ হইবে।

কানীতে গিয়া তিনি এই মনোপথ এবং তাঁহার ধর্মের অন্যান্য অঙ্গ সকল প্রচার করিলেন।

এই মনোপথ লাভের অষ্টমার্গ অর্থাৎ আটটি উপায় এই;—

(১) সত্য বিচার বা দৃষ্টি, (২) সত্য সঙ্কল্প, (৩) সত্য বাক্য, (৪) সত্য কার্য, (৫) সত্য জীবন, (৬) সত্য চেষ্টা, (৭) সত্য

চিন্তা, (৮) সত্য আশ্রয় যম, দান, সন্ন্যাস।

বুদ্ধ চারিটি মহাসত্য প্রচার করিয়া ছিলেন।

১। জীবের দুঃখ।

২। দুঃখের কারণ।

৩। দুঃখ নিবারণ।

৪। দুঃখ নিবারণের উপায়।

দুঃখ সম্বন্ধে সত্য এই, —জন্মে দুঃখ থাকিলেও দুঃখ, পৌড়াত দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ, বাহ্যিক ভোগ বাসনা, তাহার সহবাসে দুঃখ, প্রিয় বিষয়ে দুঃখ, বাক্তি বিষয় অপাঙ্গে দুঃখ অর্থাৎ প্রপঞ্চ বিষয় বাসনাই দুঃখ এবং সেই বাসনা ত্যাগ দ্বারা দুঃখ উন্মূল্যত হয়।

যে পথ অবলম্বন করিলে দুঃখ যায়, সেই অষ্ট মহামার্গ পুণ্ড্র উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম এই চতুর্দশ দুঃখ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বুদ্ধদেব জৈন ও পবকাল মানিতেন কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না এবং তিনিও শিবাগণকে হ্রিষ্ময়ে কোনও স্পষ্ট উপদেশ দেন নাই। কিন্তু তিনি পৌরাণিক ও বৈদিক দেব দেবীর নাম করিতেন। তিনি ব্রহ্মা হস্ত প্রভৃতিও কথা উল্লেখ করিতেন। একরূপ গল্প আছে যে তাঁহার মহাপ্রয়াণের সময় তিনি দেবতাদিগকে সংগীত করিতে শুনিয়াছিলেন এবং কোন শিবাকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে বলিয়া-ছিলেন সরিয়া যাও, দেবতারা আমাকে দেখিতেছেন। (ক্রমশঃ)

স্বদেশী আন্দোলন ও রমণীর কর্তব্য ।

স্বদেশী আন্দোলনে আমরা বিস্তর শিক্ষা করিয়াছি এবং আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে ।

প্রথমতঃ এই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতেই আমাদের দেশের জিনিসের উপর আমাদের চোখ পড়িয়াছে, আমার স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এ বিষয়ে দু একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। দৃষ্টান্তস্থলে অশ্বেষ কথা না বলিয়া নিজের বিষয়ই উল্লেখ করিব। এক বৎসর পূর্বে কোন এক আত্মীয়ের গৃহে বাস করিতেছিলাম। সেই গৃহের ছেলে মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ রবীন্দ্র বাবুর কাবোর অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। এই কাবোর পক্ষপাতী হইতে গিয়া রবীন্দ্র বাবুর স্বদেশীজ্ঞাপনের প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। রবীন্দ্র বাবু বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার বেন না বলিয়া তাঁহারাও বিদেশী বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে- ছিলেন। আমি এই সকল ছেলে মেয়েদের আত্মীয় বলিয়া আমাকেও তাঁহারা তাঁহাদের দলে টানিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম “স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতে পারিলে ত ভালই; হুঃখ এই যে, অল্পদামে ভাল সাদা কাপড় পাওয়া যায় না। সেই- জন্ত বিদেশী দ্রব্যের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া

পড়িয়াছি। আমাকে বিলাতি কাপড়ই ব্যবহার করিতে হইবে।”

কিন্তু এক বৎসর পরে যখন গত ফেব্রুয়ারি মাসে সেই আত্মীয়ের গৃহে উপনীত হইলাম, তখন খাবার সময় তাঁহারা দুধের সর ও কাশীর চিনি দিলেন। আমার মনে হইল যেন সে বিদেশী চিনি। এখন কি আর বিদেশী চিনি খাইতে পারি? কাজেই আত্মীয় মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম ‘আমাকে কি বিলাতের চিনি দিয়াছ?’ তাহারা হাসিয়া কহিল “আপনি একবৎসর পূর্বে বিলাতি কাপড় ত্যাগ করিতে নারাজ ছিলেন, আর বিলাতি চিনির উপর এখন যে বড় বিদ্বেষ! তা আমরা কি আর বিলাতি জিনিস স্পর্শ করি? খান, ও দেশী চিনি।”

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর, এই আমার মত কত লোক যে বিদেশী জিনিস বর্জন করিয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে আবদ্ধ করিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? স্বদেশী আন্দোলনে এই ত এক প্রধান লাভ দেখিতেছি যে, আমরা স্বদেশী দ্রব্যের সমাদর করিতে পারিতেছি। ইহাতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের এবং অর্থের যে উন্নতি হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা দেশের ছতিক ও আর্থিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা

সকলেই জানেন, দেশের শিল্পবাণিজ্যের অনাতি আমাদের দারিদ্র্যের এক প্রধান কারণ, এবং দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের অবনতির প্রধান কারণ বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী। এক সময় যে ভারতবর্ষ স্বদেশের সমস্ত বস্ত্র যোগাইয়া বিদেশে বিক্রয়ার্থ বৎসরে বৎসবে পনের কোটি টাকার বস্ত্র প্রেরণ করিত, সেই ভারতবর্ষের তীতি-কুল প্রায় নিমূল হইয়া আসিতেছে, সেই ভারতবর্ষ আজ কেবল মাত্র বাঙ্গলা দেশের লোকের পরণের কাপড় ও যোগাইতে পারিতেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা যদি দেশের বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার হয়, সে কম লাভ নহে।

দ্বিতীয়তঃ অনেক ধনী পরিবারের মধ্যে এই স্বদেশী সামগ্রীর প্রচলন হওয়াতে বিলাসিতা ব্রাত্য। কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে ইংরাজদিগের সংস্রবে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিলে আমরা অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইব। কিন্তু তাঁহাদের সংসর্গের দোষে আমাদের মধ্যে যে বিলাসিতা ও ভোগ-স্পৃহা অতিরিক্ত মায়ায় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে নিরীহ স্বদেশের প্রতি বড় অবিচার হইবে। আমাদের এই বিলাসিতার সহায়তার জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে যে কত কোটি মূল্যের দ্রব্যের আমদানী হয়, কে তাহার হিসাব করে? একদিকে আমাদের হ্রাসীকৃত দরিদ্র স্বদেশবাসী এক মুষ্টি অন্নের অভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, অন্যদিকে আমরা

আমাদের গৃহের সাজ সজ্জা ও গৃহিনী-দিগের অঙ্গ সৌষ্ঠবে বজ্রনা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া বিদেশীয় দিগের উদরকে ক্রমশঃই ক্ষীণ কবিয়া তুলিয়াছি। বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ এই সুযোগে মুখ্যাদান কবিয়া একপা ভাবে অগ্রসর হইতেছেন যে, আমরা যদি এখনও সতর্ক না হই, তাহা হইলে তাহারা আমাদের এই দরিদ্র দেশকে একেবারে সুস্বর্ণগাস কবিয়া ফেলিবে। ঈশ্বরকে অগণ্য; ধন্যবাদ যুগে, বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, আমাদের বিলাস-বাসনা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ এদেশের যুবকেরা কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াই চাকুরীর জন্য পাগল হইতেন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কিম্বা এক, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া একটা ক্ষুদ্র টিনের বাক্স এবং খানকতক প্রশংসা-পত্র সঙ্গে লইয়া উমেদার: অবস্থায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু হায়! গবর্ণমেন্টের ফিরঙ্গী সংরক্ষণ নীতিতে তাঁহাদের ঘরের পয়সা ও পরের অন্ন ধ্বংস করাই সার হইত, কোথাও চাকুরী জুটিত না। এখন সেই সকল উমেদারের দল যে বস্ত্রনির্মাণ প্রণালী শিখিতেছেন, স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খুলিতেছেন এবং অন্যান্য প্রকার শিল্প শিক্ষায় মনোযোগী হইতেছেন, ইহাও দেশের পক্ষে কল্যাণের বিষয় মনে করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল

ও তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল, এই স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে তাহা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। এখন ব্রাহ্ম-ধর্ম-প্রচাবক গোঁড়া হিন্দুও সঙ্গে মিশিয়া—সঙ্গীণী, তিতাবাদী ও বঙ্গবাসীর সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। হিন্দু মূলগতান ও খ্রীষ্টান আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোভেদ বিস্মৃত হইয়া জননী জন্মভূমির কার্য্যে একপ্রাণ ও একভাবে পদ হুঁতেছেন।

পর্য্যন্ত: এট স্বদেশী আন্দোলনের আর একটি শুভ ফল এই যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির নারীজাতির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে। তাহারা বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপাত হইতে নানা কার্য্যে নারীজাতির মহত্বের পরিচয় পাঠিয়াছেন। শুধু যে পুরুষেরাই সভা সমিতি করিয়া, কাগজে পত্রে লিখিয়া, স্বদেশের নিমিত্ত স্বার্থ সাপ্তাঙ্গিকতা ও বিদ্বেষ বুদ্ধি পরি-তাগ করিয়া এট আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতেছেন তাহা নহে; এ বিষয়ে মহিলাদিগের দ্বারাও যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে। কলিকাতা এবং মফস্বলের কোন কোন স্থানের মহিলাগণ সভা সমিতি স্থাপন করিয়া বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার জনা প্রতিশ্রুত হইতেছেন। তন্মিত্ত তাহারা সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া নারীজাতির হৃদয়ে একটা জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছেন। এই

সকল দেখিয়া শুনিয়া পুরুষেরা বুঝিতে পারিতেছেন, নারীগণ শিক্ষা, স্বাধীনতা ও ধর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে পুরুষদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বদেশের কার্য্যে স্বার্থ-তাগ ও আত্মবিসর্জন করিতে পারি-বেন। এই জন্য এই অল্পদিনের মধ্যেই নারীজাতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তরূপ আমরা হু একটি ঘটনাব উল্লেখ করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার মাঘোৎসবের বক্তৃতায় বলিয়াছেন “স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার সময় আমি দার্জিলিংগে ছিলাম। বিগত নবেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখন মেয়েরা আমাকে বলিল স্বদেশী আন্দোলনে লোকের দৃষ্টি ফিবিয়া গিয়াছে। আগে যে রকম বাহিবের লোকেরা কোন সভাসমিতিতে আমা-দিগকে দেখিতে পাইলে আমাদের পানে চাহিয়া হাসিতেন—বিজ্ঞপ করিতেন, এখন তা নাই, তাহারা অতিশয় সম্মানের দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া থাকেন।”

কয়েকমাস পূর্বে আমরা একবার মফ-স্বলের একটি সহরে গিয়াছিলাম। এক দিন বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি একটি গৃহে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে সভা হই-তেছে। কোতুহলের বশবর্তী হইয়া সভা-গৃহে প্রবেশ করিলাম। তারপর একটি পঞ্চদশবর্ষীয় হিন্দু বালকের মুখে যেরূপ স্মৃতি বক্তৃতা শুনিলাম, তাহা আমার

অনেক দিন শ্রবণ থাকিবে। বাগকটী উজ্জল শ্যামবর্ণ, অতি রমণীয় মুখশ্রী, বন্ধিত ক্রলতার নিয়ে নীলোৎপল জুলা উৎফুল্ল ছুটি নয়ন, প্রশস্ত ললাট ও তদুপরি প্রতিভার জ্যোতিঃ। বালকটি দ্বিবৎ হাশ্রুশ্রীতে সেই সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর করিয়া বলিতে লাগিল—নারী জাতির উন্নতি না হইলে আর বাঙ্গালী জাতির উন্নতির আশা নাই। যদি জননী বচিত উন্নতভাবে পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সম্ভাবনৈশবকাল হইতে তাঁহার নিকট কি শিক্ষা করিবে? শুধুই পয়সা উপার্জন ও চাকুরীর আবশ্যকতা? তাহা হইলে তটবে না, এখন বাঙ্গালী মায়ের জাপানী মা তওয়া চাই।”

ইহার পব আমাকে যখন এই সভায় বক্তৃতা করিবার জন্ত দাঁড়াইতে হইল, তখন সর্বাগ্রে আমি এই বালক-বক্তাব বক্তৃতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাহা হউক, নারীজাতির উন্নতির প্রতি কাহারো কাহারো দৃষ্টি পতিত হইতেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা আমাদের এইরূপ আরো কত উপকার হইয়াছে, সেই সকল একত্র করিয়া এক কথা

বলিতে হইলে বলিতে হইবে আমাদের মধ্যে এক অভিনব জাতীর ভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের মধ্যে যথার্থ স্বদেশাভিমান দেখা দিয়াছে, আমাদের মধ্যে আত্মতাগ ও স্বার্থতাগের দ্বারা গোবল লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বন্ধিত হইয়াছে। এতদিন অতি অল্পসংখ্যক লোকই দেশের জন্ত ভাবিতেন, দেশের জন্ত কাঁদিতেন; জননী জন্মভূমির নামে অতি অল্পসংখ্যক লোকের মর্য়স্থলে স্বদেশপ্রেম উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। আর এখন “আমার সেবার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,” এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কত লোকের গণ্ডদয় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া যায়; “বন্দে মাতরম্” ধ্বনিতে কত লোকের চিত্তে আশা ও উৎসাহের সঞ্চাব হয়। কিরূপে দেশের দুর্গতি দূর হইবে, কিরূপে জননী জন্মভূমির উন্নতি হইবে, অধিকাংশ শিক্ষিত ও সমুদয় ব্যক্তিকেই এরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়। কেবল তা নয়, অনেক পদস্থ ও প্রসিদ্ধ লোক স্বদেশের সেবার কায়মনোবাক্যে ও নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

পিতৃতর্পণ।

ওঁ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্গদেবসমায় চ।

স্বধর্মায় সমুদায় স্বশ্রীতায় মহাশ্রমায়।

সর্গদেবসময়, স্বখন্দ, প্রসন্ন, স্বশ্রীত,

জন্মদাতা মহাত্মা পিতৃদেবকে নমস্কার।

সৰ্ব্বজ্ঞস্বরূপায় স্বৰ্গায় পরমেষ্ঠিনে ।

সদা তীৰ্থলোকায় করুণাসাগরায় চ । ১

সৰ্ব্বজ্ঞস্বরূপ, স্বৰ্গস্বরূপ, পবনদেবতা,
সৰ্ব্বতীৰ্থফলপ্রদ, করুণাসাগর পিতৃ-
দেবকে নমস্কার ।

নমঃ সদা শুভোষায় শিবরূপায় তে নমঃ ।

সদাপরাধক্ষমিণে শুভদাষ হুখায় চ । ৩

সদা আশুতোষ, মঙ্গলস্বরূপ, সদা অপ-
রাধক্ষমাকারী, শুভদাতা, সুখস্বরূপ পিতৃ-
দেবকে নমস্কার ।

তীর্থস্থানতপোহোমজপাদি যন্ত দশনাং ।

মহাগুরোক্ত গুববে তৈস্ম পিত্রে নমোনমঃ । ৪

যাঁহার দর্শনে তীর্থ স্থান তপ জপ
হোমাদি সিদ্ধ হয়, এমন মহাগুরুর গুরু
পিতৃদেবকে নমস্কার ।

যস্য প্রণামশ্রবণাং কৌটীশঃ পিতৃতর্পণং ।

অশ্বমেধশতৈস্তুলাং তৈস্ম পিত্রে নমোনমঃ । ৫

যাঁহার প্রণাম ও শ্রবণে অশ্বমেধ কৰ্ম্মা-
পেক্ষা কোটি গুণ ফল লাভ হয়, যাঁহার
তর্পণ শত অশ্বমেধ তুলা, সেই পিতৃ-
দেবকে নমস্কার ।

যস্মাইক জায়তে লোকঃ যস্মাক্ষয়ঃ প্রাপ্ততে ।

নমস্তভ্যং পিতা সাক্ষাদব্রহ্মরূপো নমোহস্ত তে । ৬

যাঁহা হইতে মনুষ্য জন্মিয়াছে এবং
যাঁহা হইতে ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইতেছে, সেই
ব্রহ্মস্বরূপ পিতা তুমি, তোমাকে নমস্কার ।

পিতরো জনয়ন্তীহ পিতরঃ পালয়ন্তি চ ।

পিতবো ব্রহ্মরূপা হি তেতোয়া নিত্যং নমোনমঃ । ৭

পিতারা জন্মদাতা, পিতারা পালনকর্তা,
পিতারা ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহাদিগকে নিত্য
নিত্য নমস্কার নমস্কার ।

পিতা মেরোবরিষ্ঠঃ সাক্ষ্যমুষ্টিঃ সনাতনঃ ।

তস্য পাদোদকস্নানাদ্ গঙ্গা নাইতি বৈ কলাঃ । ৮

স্বমেক হইতে পিতা শ্রেষ্ঠ, তিনি
সাক্ষ্যং ধর্ম্মমুষ্টি, তাঁহার পাদোদক-স্নানে
সে ফল, গঙ্গাস্নানে তাঁহার এক কলাও
হয় না ।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পবনঃ তপঃ ।

পিতার ঐতিমাগরে প্ররপ্তে সন্দেহভাঃ । ৯

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম
তপস্বী, পিতা ঐতি হইলে সকল দেবতা
প্রসন্ন হন ।

ইদং শ্রোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ অবতো নরঃ ।

প্রভাৎ প্রাতঃস্বাক্ষর পিতৃশ্রাদ্ধদিনেহপি চ ।

স্বজন্মদিবসে সাক্ষ্যং পিতৃবগ্নে ত্রিতোহপি যঃ ।

ন তস্য ভুলভঃ কিঞ্চিৎ সক্ষজ্জহাদি বাঙ্হিতঃ । ১০

যে ব্যক্তি প্রভাৎ প্রাতঃকালে যন্ত্র-
পূজক এই পিতৃশ্রোত্র পাঠ করেন এবং
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে, আপনার জন্মদিনে বা
পিতাব অগ্নে দণ্ডায়মান হইয়া ইহা পাঠ
করেন, তাঁহার বাঙ্হিত সৰ্ব্বজন্ম প্রভৃতি
কিছুই ভুলভ নহে ।

নানাপকর্ষ কৃত্যপি যঃ শ্রোতি পিতরঃ সূতঃ ।

স ক্রবৎ প্রবিধায়ৈব প্রারশ্চিত্তং স্থখী ভবেৎ ।

পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সপকর্ষাপ্যবাহতি ।

যে পুত্র নানাবিধ অপকর্ষ করিয়াও
প্রভাৎ ভক্তিপূর্বক পিতৃশ্রোত্র পাঠ করে,
সে নিশ্চিত প্রারশ্চিত্ত করিয়া নিষ্পাপ
ও সুখী হয়। অতঃপর পিতার প্রীতি
সম্পাদনপূর্বক সর্বকর্মে অধিকার প্রাপ্ত
হয় ।

হারান সন্তান লাভ ।*



হুই পুত্র লয়ে ধনী গৃহে করে বাস,
কনিষ্ঠের গৃহত্যাগে হৈল অভিলাষ ।
বলিল পিতাবে মোর অংশ আজি চাই,
পাকিব না তব ঘরে যথা ইচ্ছা যাই ।
পিতা তাব অংশ তাবে কবিল প্রদান,
গৃহ ছাড়ি বিদেশে সে কবিল পয়ান ।
এ দেশ সে দেশ বুথা করি পর্যাটন,
অপবাসে উড়াইয়া দিল সব দন ।
ভিক্ষা করি থায়, শেষে ভিক্ষা নাহি পায়,
অনাহাবে অনিদ্ভায় কত দিন যায় ।
নিরাশ্রয় নিরুপায় হইল যখন,
পিতৃ-সম্পদের কথা হইল স্মরণ ।
‘আমার পিতার গৃহে শূকর কুকুর,
থেয়ে হৈচে ফেলে যাছা—প্রচুর প্রচুর ।

তা পাইলে ক্ষুধানল হয় নিবারণ,
পিতৃগৃহে মাগি তাই কবিল ভ্রমণ ।’
শ্রান্ত পদে ক্রান্ত দেহে যায় পায় পায়,
দূর্ব হ’তে পিতা তারে দেখিবারে পায় ।
অতি দীন হীন ক্ষীণ মলিন সন্তান
দেখি বিগলিত মেহে জনকের প্রাণ ।
উদ্ধ্বাসে আগুিতারে কবে আলিঙ্গন,
পুত্র বলে “করো না অম্মে পরশন ।”
হৃবাচাব—যোগ্য নহি তব করুণাব,
শূকর কুকুর বলি কর বাবহাব ।
উচ্ছ্রেষ্টের শব্দ বাহা তব গৃহে থাকে,
অনুমতি দেও তাই থাইতে আমাকে ।”
সন্তানে ধরিয়া পিতা গৃহে লয়ে যায়,
দাসগণে নিয়োজিলা তাহার সেবায় ।

* মহাবি দীপা-কথিত “Return of the Prodigal Son” উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত ।

কেহ মাঝে মাঝে, কেহ বসন ভূষণে
সাজায় তাহাণ দেহ পরম যতনে।
বাছি বাছি ভাল পাখ্য করি আহরণ,
সাদরে জনক তারে করান ভোজন।
পরে ডাকি গৃহে বসে আশ্রয় স্বজন
মহোৎসব করি পিতা আনন্দে মগন।
'লক্ষ্মীছাড়া' হতভাগা ভা'য়েব কারণ,
এত ব্যস্ত জনকেবে করি নিরীক্ষণ,
জ্যেষ্ঠ ভাই স্নেহে পিতা মুড়ি ছই হাত,
বলে "পিতা তোমার অত্যাশ পক্ষপাত।
চিরদিন অনুগত সেবক এজন,
চির দিন ঘরে থাকি সেবি ও চরণ।

এক দিন হেন ঘট। আমার কারণ
এজীবনে করি নাই কভু দরশন।"
পিতা বলে "আছ কাছে সদাই আমার,
গৃহের সমস্ত ভোগে তব অধিকার।
হারাগ সন্তান এ যে পেয়েছি ইহারে,
এ আনন্দ হৃদয়ে কি পারি রাখিবারে?"
অল্প গুণ দীনহীন পাতকী সন্তান,
ঈশ্বর-চরণে ফিরি মাগে যদি হান।
পরম পিতার হয় আনন্দ অপার,
ক্ষমি দোষ সন্তানে করেন পুণ্ডর।
পিতার করুণাবিন্দু হয় সিন্ধু প্রায়,
সন্তানের পাপপুঞ্জ তাহে ভেসে যায়।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী মে মাস হাটকোটের
চিফ জাষ্টিস্ ছুটি লইয়া বিলাত যাউবেন,
মাননীয় বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ তাঁহার
প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

২। সুব্রাহ্মণ্য সন্ন্যাসী ১৭ই মার্চ কলিকাতা
বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া সুরেন্দ্র ও
কেবো অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার
ঈশ্বরেচ্ছায় নিরাপদে গৃহে উত্তীর্ণ হউন।

৩। গত বড়দিনে রচফোর্ডের জাহাজ
কারখানায় এক শ্রমজীবিনী বগীব এক
সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইতিপূর্বে তিনি ২২টি
সন্তানের জননী, তাঁহার বয়স ৪২
বর্ষ মাত্র।

৪। শ্রীরামপুরে এক বঙ্গবয়ন বিদ্যা-
লয় স্থাপিত হইবে, গবর্ণমেন্ট তাহাতে
বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা সাহায্য করিবেন।

৫। কালা বোবা বিদ্যালয়ের গৃহ-
নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্ট আবাদ
অতিরিক্ত ৩০০০ টাকা দিয়াছেন।

৬। পত্তন নামক স্থানে ৪র্থ জৈন
সমিতি হয়। তদুপলক্ষে এক মহিলা-
সভায় ১২০০ জৈন রমণী সম্মিলিত হন।
এই সভার রমণীগণ স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে
ও দুষ্ট দেশাচারের বিরুদ্ধে নির্দ্বার
করিয়াছেন।

৭। সিয়াড়সোলের কুমার দক্ষিণেশ্বর
মালিয়ার মৃত্যুসংবাদে আমবা ছুঃখিত
হইলাম।

৮। ২৯এ মার্চ লর্ড মিণ্টো সিমলা
যাত্রা করিয়াছেন। লেডি মিণ্টো লক্ষ্মোয়ে
তাঁহার সহিত মিলিবেন।

৯। কুচবিহারের মহারাজী স্বাস্থ্যো-

গতির জন্য কন্যাপুত্র ও সহোদর সহ স্ববপার্থ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে মেরী
বিলাত বাত্মা করিয়াছেন। কাপেন্টার হলে এক মহিলা সভা

১০। ওয়া এপ্রেল মেরী কাপেন্টারের হইয়াছে।

বান্ধা-রচনা।

আহ্বান।

আসিয়াছি মোরা এ ভব সংসারে,
জগতের কাজ সদা সাধিবারে।
চল আজি মোবা ধরি করে কর,
কন্তবের পথে হই অগ্রসর।
প্রাণে প্রাণে মিশে আজি সবে চল,
মুছাতে ভঃখীর নয়নের জল।
অনাহারে ঘেবা হয়েছে কাতর,
দিব অন্ন তারে আমি নিরন্তর।
বিপদেতে ঘেবা হতেছে হতাশ,
দিবগো তাহারে বিপুল আশ্বাস।

মহা শোকে ঘেবা করিছে বোদন,
সাম্বিয়া তাহার মুছাব নয়ন।
অন্ধ জনে মোবা করি বহু দয়া,
অন্ন বস্ত্র দিব বাসনা পুরিয়া।
মোরা পরিশ্রান্ত অতিথি জনারে,
সেবিত সত্ত হরিষ অন্তরে।
এস সবে মোবা হয়ে একমন।
জগতের কাজে সঁপি এ জীবন।
শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

অঞ্জলি।

বিহু!
বড় সাধ মনে, তোমার চরণে
এ ফুল ফুটাব,
এ ফুলের হাসি তোমাতে বিকাশি
তোমাতে মিশাব।
হৃদয়ভিতরে প্রতি স্তরে স্তরে
তোমার(ই) মাধুর্য;
বিশাল জগতে সব সুখমাতে
তোমার(ই) সৌন্দর্য!
হে বচনাতীত তুমি প্রকটিত,
এ ব্রহ্মাণ্ডপটে;

কোটিকোটি বরে তব চরাচরে
মহিমা রটে।
জ্যোতিষ্কমণ্ডলে বায়ু জল স্থলে
তোমার(ই) প্রভা;
ধূলির শরীরে তোমার মন্দিরে
তোমার(ই) শোভা।
যোগী ঋষিগণ প্রেমে নিমগন
তোমার (ই) হরি!
রহে অনিবার স্বরূপ তোমার
হৃদয়ে ধরি।
শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

প্রয়াণ ।

যথায় বহিবে স্নিগ্ধ মলয়
 নীচল কবিয়া প্রাণ,
 যথায় ফুটিবে কুল কুসুম
 তটিনী গাহিবে গান ;
 যথায় বিহগ চিত্ত হরিবে
 মধুব কাকলি রবে,
 হেলিয়া ছলিয়া নৃত্য করিবে
 নব কিসলয় সবে ;
 গাপিয়া পিকের উচ্চ রবেতে
 মুগ্ধিত হবে হিয়া,
 শিখী কেকা রবে নৃত্য করিবে
 প্রাণমন বিমোহিয়া ।
 ছকুল প্লাবিয়া শুভ্র জোছনা
 যথায় যাইবে ভেসে,
 হিমাদ্রিশিখর অত্র ভেদিয়া
 দাঁড়াবে মধ্য দেশে ।
 যথায় উদিবে দীপ্ত সবিতা,

ফুটিবে নলিনী নীরে ;
 মধুর আশায় মত্ত ভ্রমর
 যথায় উড়িবে ধীরে ।
 যথায় প্রকৃতি উগ্রস্বভাবা
 নহেন একটি তিল !
 যথায় সদাই ক্ষুদ্র বৃহতে
 হ'য়ে আছে একমিল ;
 যথায় নরের লুপ্ত বিষাদ
 পৃথিবীর কোলাহল,
 নাই যথা পাপ তপ্ত হৃদয়
 উষ্ণ নয়ন-জল ;
 স্বরগ সুষমা নিত্য মাধুরী
 বিরাজ করে গো যথা,
 আশাময় এই ক্ষুদ্র পৃথিবী
 ছাড়িয়া যাইবঃ তথা ।
 ত্রীজীবনবালা দেবী ।
 (৬৮ নং সোণারপুর, বেনারস সিটি ।)

১৩১২ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির
উন্নতি ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
নববর্ষ	২
বিবি বেসান্টের বালিকা-বিদ্যালয়	৫৩
বামাবোধিনীর জিচত্রারিংগ	
জন্মোৎসব	১২৯
বামাবোধিনীর জন্মোৎসব সভা	১৭৭
কাশীতে স্ত্রীসম্মিলনী	২৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রীলোককর্তৃক আশুরের আবাদ	৩২৬
স্ত্রীশিক্ষা ও গবর্ণমেন্ট	৩৪৩
২। নারীচরিত ও নারীজাতিব সৎকীর্তি ।	
সতী পঞ্চক	৬২, ১৩৮
সাহাকুলের ছই রাণী	৭৩
জাপান মহিলার আহত-সেবা	১৬৯
ভারতহিতৈষিনী কুমারী ম্যানিঙ	১৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহিষাদলের মহারাণী—জানকী দেবী ২২৬		প্রার্থনা	৩২৩
” ” ইক্ষাণী দেবী ২২৮		পিতৃতর্পণ	
” ” নিস্তারিণী দেবী ২২৯		বেদান্ত, খৃষ্টীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম	৩৭৭
জীলোক সম্বন্ধে সাধুত্ব	৩৪২	সামাজিক আন্দোলন ও জাতীয়তা	
পেরী চরিত	৩৬১	কর্তব্য	৩৮০
৩। নীতি ও ধর্ম।		৪। ইতিহাস জীবনচরিত ও দেশভ্রমণ	
নববর্ষের ব্রত নিয়ম	৩	বনবাসিনী ব পত্র	৭৬
নববর্ষের পঞ্চবিংশ চিন্তা	৪	প্রবৃত্তি	৯৯
পবীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ	৭	মহায়া তুলসীদাস	১০৬
স্বস্তায়ন—মৃত্যু	১৬	বড় লাটের পরিবর্তে বড় লাট	১৫২
আর্যদিগের দাম্পত্য জীবন	২২	চিন-সংস্কারক কনফিউসাস	১৫৪
সন্ন্যাসী মার্কস অরিলিয়সের		বঙ্গবিভাগ নাটকের এক অঙ্ক	১৫৭
উপদেশ	২৫, ১১৮, ২১৯	স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	১৭০
পিতৃভক্তি সাধন	৪৮	কৃষ জাপের সাক্ষি	১৭৯
উদাসীন্যের চিন্তা	৫৫	যুবরাজ-দাম্পত্যের শুভ্র অভ্যর্থনা	
নবীন ভাবভী	৫৮, ১২১, ১৫০, ৩২৮	(মুখপত্র)	১৯৩
বালক ধর্মার্থাদিগের প্রতি	৭২	মহম্মদ ও ইসলাম ধর্ম	২০৩
স্নেহ	১০২	৫৬ বৎসরে মৃত্যু	২২১
সত্যশতকম্	১৬১	প্রসিদ্ধ নাসিকা	২২২
নারী আদর্শ	১৬৫	লর্ড মিণ্টোর অভ্যর্থনা	২৫৭
স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগশীলতা	১৮০	ত্রিবেণী	২৭৩
সাধুবচন সংগ্রহ	২৫৯	বারণসী জাতীয় মহাসভা	২৮২
স্বদেশপূজায় বঙ্গমহিলা		বেনারস কনগ্রেসের আংশিক চিত্র	২৮৭
বন্দে মাতবং	২১১	বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধনাসিদ্ধি	৩০২
ভগিনী আহ্বান	২১২	ডাক্তার বাণোডো	৩১৫
ছঃথেব মিলন	২৩৩	জাপানের প্রাচীন রাজা ও রাণী	৩৩০
আদর্শ দাম্পত্য জীবন	২৪০	বারণসীতে যুবরাজের অভ্যর্থনা	৩৩৩
প্রবচন সংগ্রহ	২৩৩, ৩৪১	৫। উপন্যাস।	
সাধুবাণী	২৩৯, ২৭১	অমলা	৯, ৪১, ১৩২, ২১৪, ২৬৫, ৩১০
শতদল	২৭৮, ৩০৮		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কাশীবাসিনী	৩৫	সাম্মিপাত্তিক রোগের	
সন্ন্যাসিনী ও কুন্ডেডাব	৫২	বিশেষ লক্ষণ ও পন্থীকা	২৮৫
মালিনী	৭৮	৯। পত্নী।	
প্রফুল্ল	১০২	কুন্ড কবিতাদ্বয়	২১
আগার পরীক্ষা	৩৬৩	প্রায়শ্চিত্ত	৫৮
৬। দেশাচার ও সমাজসংস্কার।		দেব ও আনন্দের দীক্ষা	৫৪
বিধবা বিবাহ বিষয়ে গোটা জুই		কবিতাবিন্দু	৬৮
কথা।	৮৭	শাস্তি	৮৪
হিন্দু মুসলমান সম্মিলন	২৪১	স্নেহ নিদর্শন	৮২
সামাজিক চিত্র	৩৪৫	মহর্ষির জন্মদিন	১০৮
সমাজ চিত্র	৩৬২	উত্থানগাথা	১১৫
অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী	৩৭৪	বর্ষায় পদ্মা	১৪৮
৭। বিজ্ঞান।		আল্লাহ্ আকবর	১৫১
সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা	১	বাড়ীভাগ	১৬৪
বিজ্ঞানতত্ত্ব	১৭	স্নেহোপহার	২৩৭
আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত	৪৫	সাধনার প্রতিদান	২৭১
অর্থনীতি	৬৪, ১৭০, ২৪৮, ৩৩৪	বেলা শেষ	৩০২
রসায়ন বিজ্ঞান	৬৬	অধম নাস্তালী	৩১৪
রসায়ন—জল	১৬৬	উদ্বোধন	৩৩২
শটনশ্চর বা শনিগ্রহ	১৯২	বার্ষিক বসন্ত	৩৬৮
বিবিধ তত্ত্ব	২৪৩	হারাপ পুত্র লাভ	৩৮৫
পাল্পোলিন	২৪৫	১০। বিবিধ।	
সজার	২৭৬	সাধক ও রবীন্দ্রনাথ	১৮
দ্বিগর্ত প্রাণী	৩১৮	পুষ্পোদ্যান	৩৯
৮। গৃহ চিকিৎসা ও গৃহকার্য।		বিবিধ তত্ত্ব	৮৫
গৃহকর্ম	২৭	মহাকবি মধুসূদনের মৃত্যুৎসব	১০৩
গৃহকর্ম—মিষ্টান্ন	১২০, ১৮৭, ২৪৭	স্বীলোকের গথের নাম	১১৫
বোম্বাই আলু পায়স	২২০	১১। সাময়িক প্রসঙ্গ।	
গৃহ-চিকিৎসা (পত্নী)	২৮৪	৬, ৩৩, ৯৭, ১৩০, ১৯৩, ২২৫, ২৬৩	
		২৯৫ ৩৫২।	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২ । নতুন সংবাদ ।		বাগী বন্ধন	২৫৩
২৮ ৯১, ১২৩, ১৮৯, ২২১, ২৫০, ২২০		ভ্রাতৃপূজাতিথি	২৫৪
৩৫১, ৩৮৬ ।		ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	২৫৫
১৩ । গ্রন্থাদি সমালোচনা ।		সম্ভাষণ	২৯১
২৯, ১২৪, ১৯১, ২২৩, ২৫১, ৩৫১		জলধাবেব প্রতি	২৯২
১৪ । বামারচনা ।		চিনি নাই	"
বর্ষের প্রতি	৩১	খোকাব লীলা খেলা	২৯৩
গৃহী কে ?	৩২	নীলব	২৯৪
আমাব ভাট্টা	৩৩	বসন্ত সমাগম	৩৫৩
জীবনের ভুল	৯৩	শ্রীমতী হেমস্বকুমারী চৌধুরীর প্রতি	"
নিদাঘ তপন	৯৪	যামিনী	৩৫৪
বাসনা	"	আজি বে কোথায় ?	"
পুনবাগমন	৯৫	আবাহন	৩৫৫
নৈশ শোভা	৯৬	অঞ্জলি	৩৮৭
ব কুলফুলের প্রতি	"	প্রয়াণ	৩৮৮
জোছনাবতী	১১৫	১৫ । ইংবাজি ।	
থুকু	"	২৫৯, ৩৫৬, ৩৯৩	
ভঃখিনীর অশ্রু	১১৬	১৬ । সচিত্র ।	
কে তুমি ?	১১৭	অগ্নীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	১৭৩
মনের ব্যথা	"	সুবরাজ দম্পতী	১৯৩র মুখপত্র
আশীর্বাদ	১১৮	শনৈশচর বা শনিগ্রহ	২৯৫
ঘোর পবীত্রা দিনে	১৯১	পার্লোপলিন	২৪৫
সুখ	১৯২	লর্ড মিণ্টো	২৫৭
গেছে সব	"	সজ্জাক	২৭৬
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	২২৪	কেজাক	৩১৮
বঙ্গের জ্বলিত আজ জাগলো		আপোসম	৩২২
ভগিনীগণ	২৫২	হারান সম্মান লাভ	৩৮৫

গ্রাহকগণের প্রতি।

চৈত্র সংক্রান্তি উপস্থিত, এ সময় দেনা পাওনা পরিস্কার করিতে হইবে। যাঁহাদিগের নিকট ১৩১২ সালের ৩ সাবেকের বাকী, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক কালবিলম্ব না করিয়া মূল্য সহর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বামাবোধিনীর চৈত্র সংখ্যা প্রচারিত হইল, (১৩১৩ সাল) নববর্ষের বৈশাখ সংখ্যা শীঘ্র প্রকাশের চেষ্টা করা যাইতেছে। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ নববর্ষের অগ্রিম মূল্য অবিলম্বে পাঠাইলে পরমোপকৃত হইব।

বামাবোধিনী কার্যালয়,
৯ নং আন্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২২শে চৈত্র, ১৩১২।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্যাদক্ষ।

মূল্য-প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্য-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

অগ্রিম।		শ্রীমতী নির্মলা সন্দরী দাস গুপ্ত	
পণ্ডিত শশিশেখর কাব্য রত্নাকর	কুসুম	অষ্টগ্রাম শেষার্দ্ধ (১৩১২)	১১/০
	১.	প্রথমার্দ্ধ (১৩১৩)	১১/০
হেড মাষ্টার বেলপুকুরিয়া স্কুল	১৮/০	শ্রীমতী সুনীলা সন্দরী দাসী	
বাবু প্রমথনাথ	২১০/০	পোড়াদহ	২১০/০
বাবু কুঞ্জবিহারী চৌধুরী ভবানীপুর	২১০/০	সাবেক।	
„ গোপাল চন্দ্র বসু মাদারীপুর	২১০/০	শ্রীমতী শৈলবালা মিত্র কলিকাতা	৩.
„ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বশোর	২১০/০	বাবু রাধানাথ দেব কলিকাতা	১.
„ করালী প্রসন্ন মিত্র, পোড়াদহ	১১০/০	„ সাতকড়ি হালদার সাহাবাদ	২১০/০
		„ কালী প্রসন্ন মিত্র পোড়াদহ	১০

(ক্রমশঃ)

Bamabodhini Patrika.

INDIAN LADIES.

It is a happy sign of the times that the women of India are awaking. Gradually and steadily they are endeavouring to regain and assert their old rights and liberties. Time was when India could boast of women like Anasuya and Maitrai, Khana and Lilabati. Indian women occupied a foremost place in society and took a prominent part in the social and intellectual development of their mother land. But the Mahomedan rule ushered in a dark age in India. The women of India became immersed in the darkness of ignorance, superstition, and seclusion. At present, however, there are unmistakable signs of the approaching dawn and rays of light will ere long be breaking through. There was recently an interesting gathering of Indian ladies at Benares in connection with the Indian National Social Conference. More than 300 ladies from different parts of India attended and the chair was occupied by the Rani Sahiba of Purnagadh. Many instructive and interesting papers were read :—*"The Hindu wife and what she should be"* by Mrs. Jwala Prasad Sankhadhar, *"Female Education"* by Mrs. Knlawati, *"The place of woman in modern India"* by Mrs. Ramanbai B. A., *"Matri Puja"* by Mrs. Mukherji, *"Female Education"* by Mrs. Tarabai Wanave and by Mrs. Deodhai, *"Responsibilities of our sex"* by Mrs. P. K. Ray.

Of late 1200 Jaina ladies held a meeting presided over by one of themselves at Pattan and passed resolutions for the spread of female education and abolition of evil customs. Similar attempts on the part of women for the amelioration of their condition are met with in other parts of India.

That Indian women are shaking off the sleep of centuries is clearly perceived and eloquently expressed by Mrs. P. K. Ray. "Thoughts that were foreign to us," says she "ideas and actions that were beyond our reach, hopes and aspirations that the past generations did not even dream of, are slowly and gradually coming within our knowledge and view. The need for female education and freedom, the necessity of women's help and co-operation in the affairs of common good and improvement of our social household and public life—are such well acknowledged facts that we need not try to discuss or prove!" It has been asserted times without number that the salvation of India depends on her women. Yet no great practical steps have been taken to forward the cause of women in India. It is with great justice, therefore, that Mrs. Ray sharply takes to task the mere politician who fails to see that "political meetings and passing of resolutions for the welfare and good of the country can be of very little effect so long as we continue in this utter darkness!" Mrs. Ray's address is suggestive throughout; but

the most important suggestion which she throws out is the starting of a Philanthropic Association and Women's co-operative Training Institute. Technical training, nursing, midwifery, needlework, typewriting &c. will be the main features of the Institute. Undoubtedly an Institution like this would be of immense benefit to her less fortunate sisters. Mrs. Ray will, we trust, try to make it a success and ladies from different parts of India will respond to this call and carry into effect the noble purpose which Mrs. Ray has so forcibly set forth.

The annual distribution of prizes of the Bethune College came off on the 22nd February last. Her Excellency Lady Minto gave away the prizes, which were numerous and valuable. The Hon'ble H. E. Richards presided. The Report of the College for 1905 showed 183 pupils on the rolls, of whom 23 were in the College and 160 in the School Department; 85 were Hindus, 87 Bramhos, 9 Christians and 3 Jews. Results of the University Examinations:—1 passed in the Entrance and 6 in the F. A., of whom 1 was placed in the 1st Division. The number of Boarders increased to 44. The Government acquired half an acre of land at a cost of Rs 45,000 for a separate hostel for Hindu girls.

The Distribution of Prizes of the Calcutta Deaf and Dumb School took place on the 10th March. The Maharajahdiraj of Burdwan presided and Mrs. Allen distributed prizes. The

Maharaja promised a donation of Rs. 1000 to the fund of the School.

Princess Enna has been married to the king of Spain. Her allowance has been fixed £ 10,000 a year.

What a good news—there will be no more foreign liquor shops in the district of Barisal. This is a result of the *Swadesi* movement.

The Viceroy left Calcutta privately on the 29th March for Lucknow, where he halts till the 19th April and then he visits Agra, Ajmere, Delhi and Peshwar to reach Simla on the 19th May next. Lady Minto who is at Dehradun joins her husband at Lucknow.

The first Jain Mohila Parisad was held at Pattan under the presidentship of Roy Koober Bai Dhadha. About 1200 ladies were present. They resolved to spread education among Jain ladies and to remove evil customs.

The following telegram dated 24th March 1906 comes from his Royal Highness the Prince of Wales to the Viceroy:—

"On leaving last place in Indian territory we must again thank you and the people of India for all the kindness we have received and which will never fade from our memories."

We wish their Royal Highnesses a safe journey home.

চিকিৎসাধারা-পরীক্ষিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ।

মহামেদ-রসায়ন ।

“মহামেদ-রসায়ন” সেবন করিয়া অল্প মেধা ও বিলুপ্ত বা নষ্টমুতিসম্পন্ন বিত্তালয়ের বালক-বালিকাগণ অতিশয় মেধাবী হয় । পাঁচ ঘণ্টার পাঠ, এক ঘণ্টার কঠোর হয় এবং পুনরাগ ভুলিয়া বাইবার সম্ভাবনা থাকে না ।

“মহামেদ-রসায়ন” জগতে অদ্বিতীয়,

ইহার জায় সর্বশ্রেষ্ঠসম্পন্ন ঔষধ ইতিপূর্বে কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই ।

“মহামেদ-রসায়ন” স্নায়বিক দুর্বলতার আশ্চর্য ঔষধ,—

অর্থাৎ,—অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালন প্রভৃতি জনিত স্নায়বিক দুর্বলতা (Nervous Debility), শ্রমশক্তির হ্রাস, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তক গরম, প্রভৃতি এবং তজ্জনিত উপসর্গগুলির একমাত্র আরোগ্যকর ঔষধ “মহামেদ-রসায়ন” ।

“মহামেদ-রসায়ন” মস্তিষ্কপরিচালনশক্তিবর্ধক,—

অর্থাৎ,—অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক আলোড়ন করার জন্য বাহাদিগকে মস্তকের ব্যারামে কষ্ট পাইতে হয়, এবং বাহাদিগকে সর্বদাই অতিরিক্ত পরিমাণে মস্তকের চালনা করিতে হয়, (বিচারক, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র প্রভৃতি) বাহাদিগের মস্তিষ্ক দ্রিষ্ট ও কার্যক্ষম রাখিতে হইলে “মহামেদ-রসায়ন” ব্যবহার করা কর্তব্য ।

• “মহামেদ-রসায়ন” মুচ্ছা ও উন্মাদের অব্যর্থ ঔষধ,—

অর্থাৎ,—পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মুচ্ছা (হিষ্টিরিয়া), উন্মাদ ও মৃগীরোগ আরোগ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী ।

“মহামেদ-রসায়নের” মূল্যাদির কথা,—

১ শিশি ১/২ এক টাকা, মাণ্ডল ১/০ ছয় আনা ; দুই শিশি ২/২ দুই টাকা, মাণ্ডল ১/০ আট আনা ; ৩ শিশি ২/০ আড়াই টাকা, মাণ্ডল ১/০ নয় আনা ; এবং একত্রে ৬ ছয় শিশি ৫/০ পাঁচ টাকা, মাণ্ডল ৫/০ চৌদ্দ আনা ইত্যাদি ।

শ্রীহরলাল গুপ্ত কবিরাজ,

৪নং বাবুয়াগ ঘোষের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা ।

জবাকুসুম তৈল।

মস্তক ও কেশের জগদ্বিপ্যাত হিতকর সুগন্ধি তৈল।

জবাকুসুম তৈল সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্বোৎকৃষ্ট। কি মনঃপ্রাণবিমোহনকারী সুগন্ধে, কি কেশদামশরিপোষণে, কি মস্তক স্নিগ্ধকরণে, অথবা পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূরীকরণে, আত্মাদিপের “জবাকুসুম তৈল” জগতে অতুলনীয়। ভারতের সমস্ত মনঃবিগণ অতি আদরের সহিত প্রত্যহ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। ইহা তীহাদিপের মস্তকের খাঁড় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রতি শিশির মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাণ্ডলাদি ১/০ আনা; তিন শিশির মূল্য ২।০, মাণ্ডলাদি ১।/০। ডজন (১২ শিশি) মূল্য ৮।০ টাকা, মাণ্ডলা ১।।০।

জবাকুসুম তৈলের উপকারিতা সম্বন্ধে স্বদেশীয় রাজমহাবর্গ ও গণ্যমান্য মহোদয়গণের নিকট হইতে সম্প্রতি সমাগত

অভিমত নিম্নে সম্মিবিষ্ট হইল :—

হিজ্‌ হাইনেস্‌ শ্রীম শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর ইন্দোরাদিপতি শিবাজি রাও হোলকার কে, জি, সি, এস, আই বাহাদুরের অভিমত—

* * জবাকুসুম তৈল স্নিগ্ধগুণ-বিশিষ্ট, ইহা অতি মনোরম ও ক্রান্তিনাশক। আমি প্রত্যহ ব্যবহার করি।

শ্রীম শ্রীযুক্ত আফগানিস্তান প্রদেশস্থ আমির বাহাদুরের ভারতবর্ষীয় “এনস্তর” বাহাদুরের অভিমত— * * জবাকুসুম তৈল স্নিগ্ধকর ও ক্রান্তিনাশক গুণবিশিষ্ট ইহার মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী।

হিজ্‌ হাইনেস্‌ শ্রীম শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাক্তি প্রদেশাদিপতি কে, জি, সি, এস, আই বাহাদুরের অভিমত— * * জবাকুসুম তৈল যে সর্বোৎকৃষ্ট তথ্যবয়ে অণুমান সন্দেহ নাই। ইহা সমস্ত শরীরের স্নিগ্ধতাকারক।

শ্রীম শ্রীযুক্ত বাম্বারাদিপতি নবাব “জুল ফিকান (২) বাহাদুরের অভিমত—

* * জবাকুসুম তৈলের গন্ধ অতি আনন্দপ্রদ। ইহা মস্তক ও কেশের পক্ষে বড়ই উপকারী।

হিজ্‌ হাইনেস্‌ শ্রীম শ্রীযুক্ত লামাদিপতি মহারাজা “শ্রী শ্রীহাবির সিং” বাহাদুর কে, জি, সি, এস, আই মহোদয়ের অভিমত—

* * জবাকুসুম বাধাধরা ও টাকের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ,

২০ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা।

৫/০
রক্তকর্ণের পৃষ্ঠপোষিত

কলিকাতা আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় ।

ব্রণ, মেচেতা ও জুলির মহৌষধ

মালতীকুসুম ।

মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, মাণ্ডল ১০ আনা ।

সুবতীদিগের সৌন্দর্য্যই প্রধান । ব্রণ ও মেচেতা মুখমণ্ডল কলঙ্কিত করিয়া সেই সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে । রমণী-সুখমণ্ডল মনোমোহন করিবার জন্য আমরা বহু পরিশ্রমে মালতীকুসুম প্রস্তুত করিয়াছি । ইহার গন্ধ অতীব মনোহর ।

আপনার "মালতী কুসুম তৈল" ব্যবহার করিয়া যুগ্মিগাম, উহা ব্রণ ও মেচেতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুগন্ধ ।

রাণী.শিবভাবিনী, আম্ভুল রাজবাটী ।

কল্যাণ-দ্রুত ।

জী-বাধি দূর করিবার অমোঘ মহৌষধ ।

ইহা অসহ্য সঙ্কে ঘাণতীর জী-রোগ, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, পেটবেদনা ও অন্যান্যজিক স্নায়ুনোদীর্ণতা, মূতবৎসা দোষ প্রভৃতি নির্মূল আরোগ্য করিয়া থাকে । ইহার চির-বক্ষা, তাঁহার এই মহৌষধ প্রভাবে সম্ভানের সুখ সন্দর্শনে জীবন সার্থক করিবেন ।

ইহা কামিনীকুলের স্বাস্থ্য-রক্ষার একমাত্র মহৌষধ । যাহাদের পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইরাছে, তাহাদের কল্যাণ-দ্রুত সহ কামিনীকল্যাণ বটিকা সেবন নিতান্ত আবশ্যক ।

মূল্য ১ শিশি ১৪০ টাকা, মাণ্ডল ১০ আনা ।

কবিরাজ শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ঔষু বিদ্যানিধি,

২৯ নং অশায়ে চিৎপুর রোড, শোভাবাজার,

কলিকাতা ।

A detailed black and white illustration of a vintage portable typewriter. The machine is shown from a three-quarter perspective, highlighting its keyboard, carriage, and decorative panels. It sits on a wooden base.

একমাত্র নির্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স, মোহন মিউজিক্যাল ডিশো, ২ নং গোমারি চিংপুর রোড (বিতলের
উপর), কলিকাতা। গ্যারান্টি ৩ বৎসর।

নূতন পুস্তক

वीरकुमार-वध-काव्य ।

কাব্যকুহবাজলি-১৪টিম্রী শ্রীযতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় অস্বিকাক্ষের ইচ্ছা
অতিশয়, অনুমানীয় মহাকাব্য। অতি মনোরমণে রূপা ও বাধা। মুদ্রা ২০ টাক।
জ্যৈষ্ঠাব্দ ৭০ আশা। কলিকতা, ২০১ সং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ত্রিমুক গুরুদাস হাই
পাথারের পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত।

স্বপ্নের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

যাহার বৈকল্প পীড়া, সহজ বা হঠাৎরোগা, পীড়ার আদোপান্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই গিফ্ট হইবেন না। দুষ্ট রক্ত, অঙ্গুল, শরীরের অথবা হস্ত পদের দাহ, পুরাতন জ্বর, ও শরীর দুর্বল থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্য ফল পাইবেন। মূল্য ৯ এক মাসের ষোগা প্রত্যেক ৮০ আনা করিয়া ১১০, আজকাল এই সিরাপের সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তৃত, তন্মধ্যে এক খানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহায় তৈলঙ্গ স্বামী প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিহারদ, জ্ঞানী, বহুদর্শী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল মহন্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিফল অভিলপি—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও পারার দোষ (যাহা আমার ক্যালমেল খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সর্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্যন্ত সমূলে নির্মূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্বপ্রধান। ইহার তুলা জগতে আর ঔষধ নাই। লো আখিন, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্বপ্রকার জ্বরোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৮০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি দ্রুত বা অরিতে অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা জ্বরোগদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেবা ও সুস্বাদু। আহারাতে দুগ্ধসহ ২ বার খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যেখানে অধিক রক্তশ্রাব ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বন্ধাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভনক্ষার ও পাত হ্রস্ব, এমন স্থলে প্রাতে সিলাযহাদি সিরাপ ও রাত্রে আহারাতে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বন্ধাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং পর্জের সম্ভাবন বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আবার খাদ্যের তুলা পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৮০। সিলাযহাদি সিরাপে মূল্য ৮০। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

রাসেবার—শ্রীহৃদয়নাথ রায়, হারিসন রোড ও পোস্ট, কলিকাতা।

বাধক-রশ্মিক

ঔষধ।

বাধক-বেদনার পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ।

এক পুরিমা সেবনে যন্ত্রণা দূর হইবে। অনধিক তিন পুরিমা সেবনে রোগিনী আরোগ্য লাভ করিয়া সম্ভ্রান্তধারণক্ষম হইবেন। একটী রোগিনীর ক্ষত তিনটী মাত্র পুরিমা প্রয়োজন। মূল্য প্রতি পুরিমা ১/৫ আনা, ডাকমাছল স্বতন্ত্র। বামাবোতলী পত্রিকার কার্য্যাধিকার নিকট ব্যবস্থাপত্র সহ প্রাপ্তব্য। ডাঃ পি, এন, বসু।

দুরারোগ্য ধবল বা শ্বেতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

তৈল ১ পেরা ২, টাকা ও চূর্ণ ১ কোটা ৥০ আনা।

এই হুই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। শুশ্রূষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

The Hindu Patriot :—The medicine is reported to have achieved good result. The People :—The medicine has been proved by many Doctors and Kavirajes. রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ :—ঔষধ উহার (দবলের) অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে কোনও দূষিত পদার্থ নাই। কৃষ্ণনগর :—অল্প দিন মাত্র ব্যবহারে দাত্তের ধবল-রং দূরীভূত হইয়া উহা স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট হয়। ফরিদপুর হিতৈষী :—এই ঔষধে এ দেশের অনেক রোগী এই দূষিত ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। খুগনা হিতৈষী :—এই ঔষধে এ রোগ বিনা ক্লেশে অল্প দিনে স্বাভাবিক রূপে নির্দোষ হইয়া অতি সুন্দর ভাবে আরোগ্য হয়। আলিপুর হিতসাধক :—বর্ষে বর্ষে শত শত রোগী আরোগ্য করিয়া প্রশংসাপত্র পাইতেছেন।

টিউবিঞ্জ গোপনে থাকে। ঔষধ পাইবার একমাত্র ঠিকানা—ম্যানেজার, বেঙ্গল স্টোরস্, ঔষধ বিভাগ, তৎকালীন, কলিকাতা।

বঙ্গে যুগান্তর।

ইহা বর্তমান সমরোপযোগী উদ্দীপনাপূর্ণ নূতন ধরনের একখানি বহি। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও বঙ্গেশী আন্দোলন সম্বন্ধীয় কবিতা, জাতীয় মঙ্গীত ও হাত্তোদ্দীপক কথোপকথনে পরিপূর্ণ। গতকাল বঙ্গোপদ্রুতগামী যজ্ঞবাসীক ইহা পাঠ করা কর্তব্য। বঙ্গেশী কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত। মূল্য ১/০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তির স্থান—

১। এ. কে. রায় এন্ড কোং, ২৭১ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা।

২। সংকৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। প্রিন্সিপাল ট্রাণ্সপোর্টার, ২০১ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা।

“আবেগ।”

(কবিতা পুস্তক)

কোন ভদ্র মহিলা বিরচিত।

প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে বিশেষরূপে প্রসংগিত।

Abega—“Emotion” is a collection of lyrical and other pieces, many of which are inspired by genuine feeling. The piece “Enlisted Coolies in Assam” draws a picture of misery which is really touching.—Calcutta Gazette, 30 September, 1900

সুন্দর কাপড়ে বাধাই আর্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৮ এক টাকা মাত্র। এক্ষণে সুলভ মূল্যে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ও মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং ২৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, হারিমোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্য।

ডিস্‌পেপ্‌ সিয়া কিওর।

অল্প, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের মর্হোষধ।

যাহারা বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। এক মাসের ঔষধের মূল্য ডাকমান্ডুল সমেত ১০।

শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন,

রাণোপুর, গণপৎগঞ্জ পোঃ আফিস, ভাগলপুর।

এজেন্ট—শ্রীযুক্ত বাবু জরগোপাল দত্ত, ১৩১ নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা।

স্ত্রীরোগে অশোক।



বাধক, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, মৃতবৎসানোষ, শ্বেত বা রক্তপ্রদার, রক্তকৃচ্ছ, পেটে ব্যথা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীব্যাধি ও তদানুযায়িক উপসর্গে আমাদের “এসেন্স অব্‌ অশোক” মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য করে। সুস্থ শরীরে সেবনে যৌবন অটুট থাকে। মূল্য দুই টাকা মাত্র। পত্রে পীড়ার অবস্থা খুলিয়া লিখিবেন। নাম ধাম প্রকাশের ভয় নাই। গোপনে, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে পীড়ামুক্ত হইতে হইলে ইহাই সেবা।

ইপালি, বহুমুত্র প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগের প্রসংগাপন্ন লঘুশীত মূল্যতালিকার অল্প পত্র লিখিলে আমরা উহা ডাকমান্ডুল দিয়া পাঠাইয়া থাকি। একমাত্র ঠিকানা—
ডে. সি. সুবার্ণি এক কোং, ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌, রাণাঘাট (বেঙ্গল)।

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত

মতিলাল বসু এণ্ড কোং

জগদ্বিখ্যাত ও অস্কারি-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

জ্বগকে, সিঙ্কারিতার, যানচীর শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। মানসিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে নিতা ব্যবহার্য। লক্ষ্মীবিলাস বেশ বুদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৮০, বোতল ২৮; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল বহুতর।

স্বদেশী সেন্ট বা পুস্পসার।

বিলাতি সেন্ট বা পুস্পসার হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং শত গুণে শ্রেষ্ঠ; জ্বরাজ স্বদেশজাত দেশীয় ফুলের মিষ্ট মধুময় সৌগন্ধ পরিভাগ করিয়া বিদেশী ফুলের কঠোর গন্ধের দিকে কেন প্রবাহিত করেন? আমাদের বেলা, সেফালিকা, চম্পক, আলতা, জেসমিন, লিলি এবং পুস্পসার ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১৮। তিন শিশির সুন্দর বাক্স ২৮। উৎকৃষ্ট ল্যাভেন্ডার ওয়াটার, মূল্য প্রতি শিশি ৮।

সুধাসিন্ধু রস।

ইহা নিরমিতরূপে সেবনে জ্বালা, পাণ্ডু, স্রীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর, পালা, দিকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। কুইনাইন-বর্জিত ও গাছ গাছড়ার প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ৪০ আনা। প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল বহুতর।

বাতরাজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, পেটে-বাত, কোমরের বাত, চলতি বাত, ঝিগঝিগে বাত, চৌরঙ্গি বাত প্রভৃতি সকল প্রকার বাত রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য এক শিশি ১৮, ছোট শিশি ৪০ আনা, ডজন—বড় শিশি ১০৪০ টাকা, ছোট ৪১০ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল বহুতর।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং,

ব্রুস্টন এণ্ড কোমারল মার্কেটস,

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

অশ্বগক্কাটনিক

এই প্রসবাস্ত্রে বিশেষ উপকারী ও বলকারী পরীক্ষিত মহৌষধ। ইহা দ্বারা অধিক
রক্তস্রাব নিবারণ, সর্বাঙ্গের বেদনা দূর, উত্তম পরিপাক, ক্ষুধাবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার,
শ্লেষ্মা নিষ্কাশন, জরায়ুর বলাধান ও স্নিগ্ধা হইয়া থাকে। ইহা শারীরিক ও মানসিক
ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ টনিক। চিকিৎসা-জগতে অতুলনীয়। মাযুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের
উপর ইহার কার্য অতীব আশ্চর্যজনক। মাথাঘোরা, বুক ধড়কড় করা, মন ছু
করা, স্বরণ ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, রক্তহীনতা, রক্তহৃষ্টি, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, বাত, যে
কোন রোগান্ত্রে ও প্রসবান্ত্রে এই টনিক বিশেষ ফলপ্রদ। হিষ্টিরিয়া ও বহুমূত্র
রোগেও ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা সূত শবীরে ও সকল ক্ষতুতেই
ব্যবহার্য। খোশ পাঁচড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। ছাত্র, শিক্ষক, হাকিম,
উকীল ও অন্যান্য লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কের বলাধান
করিতে ইহা অবিচল। পাঠ্যভাসের সময় ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা অতীব উপকারী।
কলতঃ ইহা কডলিভার অএল, সাগসা, ও মণ্ট অপেক্ষা অধিক উপকারী।
কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, এ, এম, ডি, সিভিল সার্জন, মেজর বি, কে বহু
এম, ডি, সিভিল সার্জন, ডাঃ কে, ডি, বহু, সিভিল সার্জন, ডাঃ এস, এন, বহু,
এল্, এম্, এস, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়কুমার চৌধুরী, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলভী
মুজিবুর রহমান, সব-জজ বাবু আর, এন, মুখার্জী, মুনসেফ বাবু অপূর্বচন্দ্র ঘোষ,
সবরেজিষ্টার বাবু তারাপদ ঘোষ, জাশওয়াল ব্যাংকের উচ্চ কর্মচারী বাবু হর্গাপদ
বহু প্রভৃতি ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মূল্য :—৪ আউন্স শিশি এক টাকা, মাশুলাদি আট আনা।

শ্বাস-ভস্ম।

ইপানি কাশির অব্যর্থ পরীক্ষিত মহৌষধ। মূল্য ছোট শিশি এক টাকা, বড়
শিশি দেড় টাকা। মাশুলাদি ছয় আনা।

একমাত্র বিক্রেতা এইচ, কে, বহু এণ্ড ব্রাদার্স,

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ল্যাবরটরি,

১৭নং সিকদার বাগান স্ট্রীট ও ১০৪নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

কম্পেন্ডিঃ ফিজিসিয়ানস্—ডাঃ কেদারনাথ দত্ত, এম্ বি, কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র

দিসানিধি ; কেমিষ্ট—বাবু ভূপেন্দ্রকুমার বহু, এম, এ।

কেবল বঙ্গের পুরুষগণ নহেন,
বঙ্গের মহিলাসমাজ ও
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
আর তাঁহারা বিলাতী জিনিস ব্যবহার করিবেন না ।

এ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিলাতী এসেন্স, বিলাতী ম্যাকেসাব তৈল,
বিলাতী মিস্ক অব রোজ এবং বিলাতী ল্যাভেণ্ডার,
অ ডি-কলোন, ফ্লরিডা ওয়াটার ব্যবহার
করিয়াছেন,

দেশীয় এসেন্স ও গন্ধদ্রব্যে বিলাতী এই অভাব তাঁহারা অনায়াসে
পূর্ণ করিতে পারিবেন । কাবণ

সর্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল

কুন্তলীন

হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার এসেন্স ও গন্ধদ্রব্য আমরা নিজে
কারখানায় দেশীয় কারিকরগণের দ্বারা দেশীয় উপাদানে স্বদেশীয় মহিলা
ও পুরুষগণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি । যেমন সুলভ তেমনই উৎকৃষ্ট ।

একবার পরীক্ষা করুন ।

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার,

৯২ নং বোম্বেজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

